হয়ে গেছে। সেখানে চাষের বিরাট ক্ষতি হয়েছে। মন্ত্রী মহাশয়, সেখানে কি ব্যবস্থা করছেন? দামোদর ভ্যালি যাদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, যাদের চাষ মারা যাচ্ছে, তার জন্য কি বিকল্প ব্যবস্থা আপনি করছেন? সে রকম কোন কথা তাঁর কাছ থেকে শুনতে পাচ্ছি না। তাতে দুঃখ লাগে। তবুও তাঁর কাছ থেকে এ্যাসুওরেন্স চাই, কোন্ বেসিসে তিনি এটা করছেন? ফসল হয়ে গেলে, জল দিলেও দুই-তিন বছর সময় লাগে এষ্টিমেট করতে, সেখানে চাষীর কতটা উন্নতি হল? কতটা ফসল বাড়লো? সেদিন বঙ্কিমবাবু সত্যিই বলেছেন, কোন্ গোপন চুক্তি আছে এর পেছনে? যে টাকা তাঁরা ধার করেছেন, ধার করে ব্যয় করেছেন, তা তুলে নেবার জন্য কোন গোপন চুক্তি আছে কিনা? যেভাবে চাষীদের অবস্থার দিকে না তাকিয়ে, চাষীর ক্রমাবনতির দিকে দৃষ্টি না দিয়ে যেভাবে মন্ত্রী মহাশয় তাড়াহুড়া করে একটা আর্বিট্রারী রেট ফিক্স করে দিচ্ছেন, যা ময়ূরাক্ষীর থেকে অনেক বেশি, তার যৌক্তিকতা কিছু খুঁজে পাচ্ছি না; কাজেই সন্দেহ হয়, প্রশ্ন জাগে অজয়বাবু ট্যাক্স এনকোয়ারী কমিটির রেকমেন্ডেশন অনুসারে এইসব জায়গায় জল দিতে পারবেন কিনা? সেই আশ্বাস তিনি দিন। কোন্ বেসিস অনুসারে বর্তমান বাড়তি হার ধরেছেন, বলুন?

তারপর মেন্টেনেন্স কস্টএর কথা বলেছেন। এক নম্বর মেন্টেনেন্স কস্ট ছাড়া, তার চেয়ে বেশি খরচ ধরেছেন কেন? এই এ্যাসুওরেন্স বিলের মধ্যে আমরা চাই—চাষী যখন জল চায়, তখন তাদের জল দেবেন। দামোদর এলাকার চাষীদের জলের জন্য সরকার অন্ততঃ তাদের উপর থেকে ট্যাক্সের বোঝা কমিয়ে তাদের বাঁচান। বাংলাদেশের চাষীরা এই জলকরের হাত থেকে বাঁচতে চাচ্ছে। তাদের অবস্থা ফিরে গেলে পর আপনারা ট্যাক্স বাড়াতে পারবেন, তার আগে বাড়াবেন না। এই কথা কয়টি বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Sj. Bhupal Chandra Panda: Sir, I beg to move that in clause 4(1)(b), for the words and figures "Rs. 15.00 nP." the words and figures "Rs. 4.75 nP." be substituted.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার ৪২(এ) এমেন্ডমেন্ট, যেটা ক্লজ ৪(১)(বি)তে রাখা হয়েছে। সেখানে রবি ফসলের জন্য ট্যাক্সের হার, যেটা ১৫ টাকা করা হয়েছে, সেই জায়গায় আমি '৪ টাকা ৭৫ নয়া পয়সা' সাবস্টিটিউট করতে চাচ্ছি।

এখন আমি অন্য পয়েন্টে বলছি। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই মন্ত্রী মহাশয় নিশ্চয়ই এটা জানেন যে আমন ফসল বা খারিপ ক্রপ, এগুলি চাষ করতে গেলে যে পরিমাণ জলের প্রয়োজন হবে, নিশ্চয়ই রবি ফসলের জন্য সেই পরিমাণ জলের প্রয়োজন হয় না। ধান গাছের গোড়ায় ক্ষেত্রে তা নয়। তার চেয়ে অনেক কম জলে রবি ফসলের চাষ হয়। সুতরাং ট্যাক্সের হার যেখানে খারিপ ক্রপ, ধান চাষের ক্ষেত্রে সাড়ে বার টাকা করেছেন, সেখানে রবি ফসলের ক্ষেত্রে আপনি পনের টাকা করেছেন। এটা খুব অন্যায় বলে আমি মনে করি। বরং তুলনামূলকভাবে এটা কম হওয়া উচিত ছিল।

দ্বিতীয়তঃ, আর একটা কথা হচ্ছে এই রবি ফসল চাষের যে খরচ আর ধান চাষের যে খরচ, এই দুটো যদি তুলনা করা যায়, তাহলে খারিপ ফসল চাষের খরচের পরিমাণ ঢের বেশি। কাজেই চাষের ইকনমিক দিকে যদি লক্ষ্য করে দেখি, তাহলে দেখা যাবে সেখানে রবি ফসলের চাষের খরচ বেশি দিয়েও উৎপন্নের পরিমাণ অনেক কম হবে, তুলনামূলকভাবে। সুতরাং আয়ের দিক থেকে রবি ফসলের চাষের চাইতে এমন কিছু বেড়ে যায় নি, যার জন্য ধান চাষের চাইতে ট্যাক্সের পরিমাণ কম। এটা বেশি হওয়া উচিত। আমার দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে, জলের দিক থেকে। আমরা এই ট্যাক্সের হার যে সমর্থন করবো, সেখানে আমাদের দেখতে হবে, একচুয়ালী এই জল পাওয়ার জন্য ভূমির কতখানি চাষের দিক দিয়ে উন্নতি করে দিচ্ছেন এবং তার সাথে সাথে চাষীর অবস্থারও কি উন্নতি করে দিচ্ছেন। একথা কে না জানে, যারা সাধারণত গ্রামাঞ্চল থেকে এসেছেন এবং মন্ত্রী মহাশয়, তিনি নিজেও জানেন যে তিল, কলাই, আলু, তরিতরকারি যাই হোক না কেন, তার দাম চাষী কার্য্যত কি পরিমাণ পায়। সে সরষে, সে তিল বা সে কলাই আড়তে অনেক বেশি দাম হয়। কিন্তু একচুয়ালী কৃষক যখন সেই

Vol. XX—No. 4

Assembly Proceedings

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Twentieth Session

(June-August, 1958)

(From 3rd June to 4th August, 1958)

The 18th, 19th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 30th and 31st July and 1st and 4th August, 1958

WEST BENGAL LEGISLATURE LIBRARY
Accn. No. 1256
Dated 29.9.1962
Catalg. No. 328.54/33
Price.........

Published by authority of the Assembly under Rule 134 of the
West Bengal Legislative Assembly Procedure Rules

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

GOVERNOR

Sreemati PADMAJA NAIDU.

MEMBERS OF THE COUNCIL OF MINISTERS

The Hon'ble Dr. BIDHAN CHANDRA ROY, Chief Minister and Minister-in-charge of the Home Department except the Police and the Defence Branches, Departments of Finance, Development, Co-operation and Cottage and Small-Scale Industries.

The Hon'ble PRAFULLA CHANDRA SEN, Minister-in-charge of the Department of Food, Relief and Supplies and the Department of Refugee Relief and Rehabilitation.

*The Hon'ble KALI PADA MOOKERJEE, Minister-in-charge of the Police and Defence Branches of the Home Department.

The Hon'ble KHAGENDRA NATH DAS GUPTA, Minister-in-charge of the Department of Works and Buildings and the Department of Housing.

The Hon'ble AJOY KUMAR MUKHERJI, Minister-in-charge of the Department of Irrigation and Waterways.

The Hon'ble HEM CHANDRA NASKAR, Minister-in-charge of the Department of Fisheries and of the Forests Branch of the Department of Agriculture, Animal Husbandry and Forests.

The Hon'ble SYAMA PRASAD BARMAN, Minister-in-charge of the Department of Excise.

The Hon'ble Dr. RAFIUDDIN AHMED, Minister-in-charge of the Department of Agriculture, Animal Husbandry and Forests except the Forests Branch.

The Hon'ble ISWAR DAS JALAN, Minister-in-charge of the Department of Law and Local Self-Government and Panchayats.

The Hon'ble BIMAL CHANDRA SINHA, Minister-in-charge of the Department of Land and Land Revenue.

The Hon'ble BHUPATI MAZUMDAR, Minister-in-charge of the Department of Commerce and Industries and Tribal Welfare.

The Hon'ble ABDUS SATTAR, Minister-in-charge of the Department of Labour.

*The Hon'ble Rai HARENDRA NATH CHAUDHURI, Minister-in-charge of the Department of Education.

MINISTER OF STATE

The Hon'ble PURABI MUKHOPADHYAY, Minister of State for the Jails Branch of the Home Department and for the Department of Refugee Relief and Rehabilitation.

The Hon'ble TARUN KANTI GHOSH, Minister of State for the Departments of Development and Refugee Relief and Rehabilitation.

The Hon'ble Dr. ANATH BANDHU ROY, Minister of State in charge of the Department of Health.

---

*Member of the West Bengal Legislative Council.

DEPUTY MINISTERS

Sj. Satish Chandra Ray Singha, Deputy Minister for the Transport Branch of the Home Department.

Sj. Sourindra Mohan Misra, Deputy Minister for the Department of Education and Local Self-Government and Panchayats.

Sj. Tenzing Wangdi, Deputy Minister for the Department of Tribal Welfare.

Sj. Smarajit Bandyopadhyay, Deputy Minister for the Department of Agriculture, Animal Husbandry and Forests.

Sj. Rajani Kanta Pramanik, Deputy Minister for the Relief and Supplies Branches of the Department of Food, Relief and Supplies.

*Sj. Chittaranjan Roy, Deputy Minister for the Department of Co-operation and Cottage and Small-Scale Industries.

Janab Syed Kazem Ali Meerza, Deputy Minister for the Department of Commerce and Industries.

Janab Md. Zia-ul-huque, Deputy Minister for the Department of Health.

Srijukta Maya Banerjee, Deputy Minister for the Department of Refugee Relief and Rehabilitation.

Sj. Charu Chandra Mahanty, Deputy Minister for the Food Branch of the Department of Food, Relief and Supplies.

Sj. Jagannath Kolay, Deputy Minister for the Publicity Branch of the Home Department and Chief Government Whip.

Sj. Narbahadur Gurung, Deputy Minister for the Department of Labour.

PARLIAMENTARY SECRETARIES

*Janab Mohammad Sayeed Mia, Parliamentary Secretary for Relief Branch of the Department of Food, Relief and Supplies.

Sj. Sankar Narayan Singha Deo, Parliamentary Secretary for Department of Health.

Sj. Ardhendu Sekhar Naskar, Parliamentary Secretary for Police Branch of Home Department.

Sj. Nishapati Majhi, Parliamentary Secretary for Department of Fisheries and the Forests Branch of the Department of Agriculture, Animal Husbandry and Forests.

Janab Md. Afaque Chowdhury, Parliamentary Secretary for the Development Department.

Sj. Kamala Kanta Hembram, Parliamentary Secretary for Development and Labour Departments.

*Sj. Ashutosh Ghosh, Parliamentary Secretary for the Department of Food, Relief and Supplies.

---

*Member of the West Bengal Legislative Council.

WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY

PRINCIPAL OFFICERS AND OFFICIALS

The Speaker .. .. The Hon'ble Sankardas Banerji.

Deputy Speaker .. .. Sj. Ashutosh Mallick

SECRETARIAT

Secretary .. .. Sj. Ajita Ranjan Mukherjea, M.Sc., B.L.

Special Officer .. .. Sj. Charu Chandra Chowdhuri, B.L., Advocate.

Deputy Secretary .. .. Sj. A. K. Chunder, B.A. (Hons.) (Cal.), M.A., LL.B. (Cantab.), LL.B. (Dublin), Barrister-at-law.

Assistant Secretary .. Sj. Amiya Kanta Niyogi, B.Sc.

Registrar .. .. Sj. Syamapada Banerjea, LL.B.

Legal Assistant .. .. Sj. Bimalendu Chakravarty, B.Com., B.L.

Editor of Debates .. .. Sj. Khagendranath Mukherji, B.A., LL.B.

WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY

ALPHABETICAL LIST OF MEMBERS

A

(1) Abdul Hameed, Hazi. [Hariharpur—Murshidabad.]
(2) Abdulla Farooquie, Janab Shaikh. [Garden Reach—24-Parganas.]
(3) Abdus Sattar, Janab. [Ketugram—Burdwan.]
(4) Abdus Shokur, Janab. [Canning—24-Parganas.]
(5) Abul Hashem, Janab. [Magrahat—24-Parganas.]

B

(6) Badiruddin Ahmed, Hazi. [Raiganj—West Dinajpur.]
(7) Badrudduja, Janab Syed. [Raninagar—Murshidabad.]
(8) Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath. [Rajnagar—Birbhum.]
(9) Bandyopadhyay, Sj. Smarajit. [Haringhata—Nadia.]
(10) Banerjee, Dr. Dhirendra Nath. [Balurghat—West Dinajpur.]
(11) Banerjee, Sjkta. Maya. [Kakdwip—24-Parganas.]
(12) Banerjee, Sj. Profulla Nath. [Basirhat—24-Parganas.]
(13) Banerjee, Sj. Subodh. [Joynagar—24-Parganas.]
(14) Banerjee, Dr. Suresh Chandra. [Chakdah—Nadia.]
(15) Banerji, Sj. Sankardas. [Tehatta—Nadia.]
(16) Barman, Sj. Syama Prasad. [Raiganj—West Dinajpur.]
(17) Basu, Sj. Abani Kumar. [Uluberia—Howrah.]
(18) Basu, Sj. Amarendra Nath. [Burtolla South—Calcutta.]
(19) Basu, Dr. Brindabon Behari. [Jagatballavpur—Howrah.]
(20) Basu, Sj. Chitto. [Barasat—24-Parganas.]
(21) Basu, Sj. Gopal. [Naihati—24-Parganas.]
(22) Basu, Sj. Hemanta Kumar. [Shampukur—Calcutta.]
(23) Basu, Sj. Jyoti. [Baranagar—24-Parganas.]
(24) Basu, Dr. Monilal. [Bally—Howrah.]
(25) Basu, Sj. Satindra Nath. [Gangarampur—West Dinajpur.]
(26) Bera, Sj. Sasabindu. [Shyampur—Howrah.]
(27) Bhaduri, Sj. Panchugopal. [Serampore—Hooghly.]
(28) Bhagat, Sj. Budhu. [Mal—Jalpaiguri.]
(29) Bhagat, Sj. Mangru. [Mal—Jalpaiguri.]
(30) Bhandari, Sj. Sudhir Chandra. [Maheshtala—24-Parganas.]
(31) Bhattacharjee, Dr. Kanailal. [Howrah South—Howrah.]
(32) Bhattacharjee, Sj. Panchanan. [Noapara—24-Parganas.]
(33) Bhattacharjee, Sj. Shyamapada. [Jangipur—Murshidabad.]

Note.—Sj. stands for Srijut, and Sjkta. stands for Srijukta.

(34) Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna. [Sankrail—Howrah.]
(35) Bhattacharyya, Sj. Syamadas. [Panskura West—Midnapore.]
(36) Biswas, Sj. Manindra Bhusan. [Bongaon—24-Parganas.]
(37) Blanche, Sj. C. L. [Nominated.]
(38) Bose, Sj. Jagat. [Beliaghata—Calcutta.]
(39) Bose, Dr. Maitreyee. [Fort—Calcutta.]
(40) Bouri, Sj. Nepal. [Raghunathpur—Purulia.]
(41) Brahmamandal, Sj. Debendra Nath. [Kalchini—Jalpaiguri.]

C

(42) Chakravarty, Sj. Bhabataran. [Patrasayer—Bankura.]
(43) Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra. [Muchipara—Calcutta.]
(44) Chatterjee, Sj. Basanta Lal. [Itahar—West Dinajpur.]
(45) Chatterjee, Dr. Binoy Kumar. [Ranaghat—Nadia.]
(46) Chatterjee, Sj. Mihirlal. [Suri—Birbhum.]
(47) Chattopadhyay, Sj. Bijoylal. [Karimpur—Nadia.]
(48) Chattopadhyay, Dr. Hirendra Kumar. [Chandernagore—Hooghly.]
(49) Chattopadhyay, Dr. Satyendra Prasanna. [Mekliganj—Cooch Behar.]
(50) Chattoraj, Dr. Radhanath. [Labpur—Birbhum.]
(51) Chaudhuri, Sj. Tarapada. [Katwa—Burdwan.]
(52) Chobey, Sj. Narayan. [Kharagpur—Midnapore.]
(53) Chowdhury, Sj. Benoy Krishna. [Burdwan—Burdwan.]

D

(54) Das, Sj. Ananga Mohan. [Mayna—Midnapore.]
(55) Das, Dr. Bhusan Chandra. [Mathurapur—24-Parganas.]
(56) Das, Sj. Durgapada. [Rampurhat—Birbhum.]
(57) Das, Sj. Gobardhan. [Rampurhat—Birbhum.]
(58) Das, Sj. Gokul Behari. [Onda—Bankura]
(59) Das, Dr. Kanailal. [Ausgram—Burdwan].
(60) Das, Sj. Khagendra Nath. [Falta—24-Parganas.]
(61) Das, Sj. Mahatab Chand. [Mahisadal—Midnapore.]
(62) Das, Sj. Natendra Nath. [Contai North—Midnapore.]
(63) Das, Sj. Radha Nath. [Dhaniakhali—Hooghly.]
(64) Das, Sj. Sankar. [Ketugram—Burdwan.]
(65) Das, Sj. Sisir Kumar. [Patashpore—Midnapore.]
(66) Das, Sj. Sunil. [Rashbehari Avenue—Calcutta.]
(67) Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra. [Sabong—Midnapore.]
(68) Das Gupta, Sj. Khagendra Nath. [Jalpaiguri—Jalpaiguri]
(69) Dey, Sj. Haridas. [Santipur—Nadia.]
(70) Dey, Sj. Kanai Lal. [Jangipara—Hooghly.]

(71) **Dey, Sj. Tarapada.** [Domjur—Howrah.]
(72) **Dhar, Sj. Dhirendra Nath.** [Taltola—Calcutta.]
(73) **Dhara, Sj. Hansadhwaj.** [Kulpi—24-Parganas.]
(74) **Dhibar, Sj. Pramatha Nath.** [Galsi—Burdwan.]
(75) **Digar, Sj. Kiran Chandra.** [Vishnupur—Bankura.]
(76) **Digpati, Sj. Panchanan.** [Khanakul—Hooghly.]
(77) **Dolui, Dr. Harendra Nath.** [Ghatal—Midnapore.]
(78) **Dutt, Dr. Beni Chandra.** [Howrah East—Howrah.]
(79) **Dutta, Sjkta. Sudharani.** [Raipur—Bankura.]

E

(80) **Elias Razi, Janab.** [Harishchandrapur—Malda.]

F

(81) **Fazlur Rahman, Janab S.M.** [Nakashipara—Nadia.]

G

(82) **Ganguli, Sj. Ajit Kumar.** [Bongaon—24-Parganas.]
(83) **Ganguli, Sj. Amal Kumar.** [Bagnan—Howrah.]
(84) **Gayen, Sj. Brindaban.** [Matharapur—24-Parganas.]
(85) **Ghatak, Sj. Shib Das.** [Asansol—Burdwan.]
(86) **Ghosal, Sj. Hemanta Kumar.** [Hasnabad—24-Parganas.]
(87) **Ghose, Dr. Prafulla Chandra.** [Mahishadal—Midnapore.]
(88) **Ghosh, Sj. Bejoy Kumar.** [Berhampore—Murshidabad.]
(89) **Ghosh, Sj. Ganesh.** [Belgachia—Calcutta.]
(90) **Ghosh, Sjkta. Labanya Prova.** [Purulia—Purulia.]
(91) **Ghosh, Sj. Parimal.** [Beldanga—Murshidabad.]
(92) **Ghosh, Sj. Tarun Kanti.** [Habra—24-Parganas.]
(93) **Golam Soleman, Janab.** [Jalangi—Murshidabad.]
(94) **Golam Yazdani, Dr.** [Kharba—Malda.]
(95) **Gupta, Sj. Nikunja Behari.** [Malda—Malda.]
(96) **Gupta, Sj. Sitaram.** [Bhatpara—24-Parganas.]
(97) **Gurung, Sj. Narbahadur.** [Kalimpong—Darjeeling.]

H

(98) **Hafizur Rahaman, Kazi.** [Bhagabangola—Murshidabad.]
(99) **Haldar, Sj. Kuber Chand.** [Jangipur—Murshidabad.]
(100) **Haldar, Sj. Mahananda.** [Nakashipara—Nadia.]
(101) **Halder, Sj. Ramanuj.** [Diamond Harbour—24-Parganas.]
(102) **Halder, Sj. Renupada.** [Joynagar—24-Parganas.]
(103) **Hamal, Sj. Bhadra Bahadur.** [Jore Bangalow—Darjeeling.]

(104) Hansda, Sj. Jagatpati. [Gopiballavpur—Midnapore.]
(105) Hansda, Sj. Turku. [Suri—Birbhum.]
(106) Hasda, Sj. Jamadar. [Binpur—Midnapore.]
(107) Hasda, Sj. Lakshan Chandra. [Gangarampur—West Dinajpur.]
(108) Hazra, Sj. Parbati. [Tarakeswar—Hooghly.]
(109) Hazra, Sj. Monoranjan. [Uttarpara—Hooghly.]
(110) Hembram, Sj. Kamalakanta. [Chhatna—Bankura.]
(111) Hoare, Sjkta. Anima. [Kalchini—Jalpaiguri.]

J

(112) Jalan, Sj. Iswar Das. [Barabazar—Calcutta.]
(113) Jana, Sj. Mrityunjoy. [Kharagpur Local—Midnapore.]
(114) Jehangir Kabir, Janab. [Haroa—24-Parganas.]
(115) Jha, Sj. Benarashi Prosad. [Kulti—Burdwan.]

K

(116) Kar, Sj. Bankim Chandra. [Howrah West—Howrah.]
(117) Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra. [Egra—Midnapore.]
(118) Kazem Ali Meerza, Janab Syed. [Lalgola—Murshidabad.]
(119) Khan, Sjkta. Anjali. [Midnapore—Midnapore.]
(120) Khan, Sj. Gurupada. [Patrasayer—Bankura.]
(121) Kolay, Sj. Jagannath. [Kotulpur—Bankura.]
(122) Konar, Sj. Hare Krishna. [Kalna—Burdwan.]
(123) Kundu, Sjkta. Abhalata. [Bhatar—Burdwan.]

L

(124) Lahiri, Sj. Somnath. [Alipore—Calcutta.]
(125) Lutfal Hoque, Janab. [Suti—Murshidabad.]

M

(126) Mahanty, Sj. Charu Chandra. [Dantan—Midnapore.]
(127) Mahata, Sj. Mahendra Nath. [Jhargram—Midnapore.]
(128) Mahata, Sj. Surendra Nath. [Gopiballavpur—Midnapore.]
(129) Mahato, Sj. Bhim Chandra. [Balarampur—Purulia.]
(130) Mahato, Sj. Debendra Nath. [Jhalda—Purulia.]
(131) Mahato, Sj. Sagar Chandra. [Arsha—Purulia.]
(132) Mahato, Sj. Satya Kinkar. [Manbazar—Purulia.]
(133) Mohibur Rahaman Choudhury, Janab. [Kaliachak—Malda.]
(134) Maiti, Sj. Subodh Chandra. [Nandigram North—Midnapore.]
(135) Majhi, Sj. Budhan. [Kashipur—Purulia.]
(136) Majhi, Sj. Chaitan. [Manbazar—Purulia.]
(137) Majhi, Sj. Jamadar. [Kalna—Burdwan.]
(138) Majhi, Sj. Ledu. [Kashipur—Purulia.]

(139) Majhi, Sj. Nishapati. [Rajnagar—Birbhum.]
(140) Majhi, Sj. Gobinda Charan. [Amta East—Howrah.]
(141) Majumdar, Sj. Apurba Lal. [Sankrail—Howrah.]
(142) Majumdar, Sj. Bhupati. [Chinsura—Hooghly.]
(143) Majumdar, Sj. Byomkes. [Bhadreswar—Hooghly.]
(144) Majumdar, Dr. Jnanendra Nath. [Ballygunge—Calcutta.]
(145) Majumder, Sj. Jagannath. [Krishnagar—Nadia.]
(146) Mallick, Sj. Ashutosh. [Onda—Bankura.]
(147) Mandal, Sj. Bijoy Bhusan. [Uluberia—Howrah.]
(148) Mandal, Sj. Krishna Prasad. [Kharagpur Local—Midnapore.]
(149) Mandal, Sj. Sudhir. [Kandi—Murshidabad.]
(150) Mandal, Sj. Umesh Chandra. [Dinhata—Cooch Behar.]
(151) Mardi, Sj. Hakai. [Balurghat—West Dinajpur.]
(152) Maziruddin Ahmed, Janab. [Cooch Behar—Cooch Behar.]
(153) Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan. [Siliguri—Darjeeling.]
(154) Misra, Sj. Monoranjan. [Sujapore—Malda.]
(155) Misra, Sj. Sowrindra Mohan. [Ratua—Malda.]
(156) Mitra, Sj. Haridas. [Tollygunge—Calcutta.]
(157) Mitra, Sj. Satkari. [Khardah—24-Parganas.]
(158) Modak, Sj. Bijoy Krishna. [Balagarh—Hooghly.]
(159) Modak, Sj. Niranjan. [Nabadwip—Nadia.]
(160) Mohammad Afaque, Janab Choudhury. [Chopra—West Dinajpur.]
(161) Mohammad Giasuddin, Janab [Farakka—Murshidabad.]
(162) Mohammed Israil, Janab. [Naoda—Murshidabad.]
(163) Mondal, Sj. Amarendra. [Jamuria—Burdwan.]
(164) Mondal, Sj. Baidyanath. [Jamuria—Burdwan.]
(165) Mondal, Sj. Bhikari. [Bhagabanpur—Midnapore.]
(166) Mondal, Sj. Dhwajadhari. [Ondal—Burdwan.]
(167) Mondal, Sj. Haran Chandra. [Sandeshkhali—24-Parganas.]
(168) Mondal, Sj. Rajkrishna. [Hasnabad—24-Parganas.]
(169) Mondal, Sj. Sishuram. [Bankura—Bankura.]
(170) Muhammad Ishaque, Janab. [Swarupnagar—24-Parganas.]
(171) Mukherjee, Sj. Bankim. [Budge Budge—24-Parganas.]
(172) Mukherjee, Sj. Dhirendra Narayan. [Dhaniakhali—Hooghly.]
(173) Mukherjee, Sj. Pijus Kanti. [Alipurduars—Jalpaiguri.]
(174) Mukherjee, Sj. Ram Lochan. [Chatra—Bankura.]
(175) Mukherji, Sj. Ajoy Kumar. [Tamluk—Midnapore.]
(176) Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal. [Ondal—Burdwan.]
(177) Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi. [Vishnupur—Bankura.]
(178) Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath. [Behala—24-Parganas.]
(179) Mukhopadhyay, Sj. Samar. [Howrah North—Howrah.]
(180) Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid. [Sukea Street—Calcutta.]
(181) Murmu, Sj. Jadu Nath. [Raipur—Bankura.]
(182) Murmu, Sj. Matla. [Malda—Malda.]
(183) Muzaffar Hussain, Janab. [Goalpokher—West Dinajpur.]

N

(184) Nahar, Sj. Bijoy Singh. [Chowringhee—Calcutta.]
(185) Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar. [Magrahat—24-Parganas.]
(186) Naskar, Sj. Gangadhar. [Baruipur—24-Parganas.]
(187) Naskar, Sj. Hem Chandra. [Bhangar—24-Parganas.]
(188) Naskar, Sj. Khagendra Nath. [Canning—24-Parganas.]
(189) Noronha, Sj. Clifford. [Nominated.]

O

(190) Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md. [Entally—Calcutta.]

P

(191) Pakray, Sj. Gobardhan. [Raina—Burdwan.]
(192) Pal, Sj. Provakar. [Singur—Hooghly.]
(193) Pal, Dr. Radhakrishna. [Arambagh—Hooghly.]
(194) Pal, Sj. Ras Behari. [Contai South—Midnapore.]
(195) Panda, Sj. Basanta Kumar. [Bhagabanpur—Midnapore.]
(196) Panda, Sj. Bhupal Chandra. [Nandigram South—Midnapore.]
(197) Pandey, Sj. Sudhir Kumar. [Binpur—Midnapore.]
(198) Panja, Sj. Bhabaniranjan. [Daspur—Midnapore.]
(199) Pati, Dr. Mohini Mohan. [Debra—Midnapore.]
(200) Pemantle, Sjkta. Olive. [Nominated.]
(201) Platel, Sj. R. E. [Nominated.]
(202) Poddar, Sj. Anandilall. [Jorasanko—Calcutta.]
(203) Pramanik, Sj. Rajani Kanta. [Panskura West—Midnapore.]
(204) Pramanik, Sj. Sarada Prasad. [Mathabhanga—Cooch Behar.]
(205) Prasad, Sj. Rama Shankar. [Beliaghata—Calcutta.]
(206) Prodhan, Sj. Trailokyanath. [Ramnagar—Midnapore.]

R

(207) Rafiuddin Ahmed, Dr. [Deganga—24-Parganas.]
(208) Rai, Sj. Deo Prakash. [Darjeeling—Darjeeling.]
(209) Raikut, Sj. Sarojendra Deb. [Jalpaiguri—Jalpaiguri.]
(210) Ray, Dr. Anath Bandhu. [Bankura—Bankura.]
(211) Ray, Sj. Arabinda. [Amta West—Howrah.]
(212) Ray, Sj. Jajneswar. [Mainaguri—Jalpaiguri.]
(213) Ray, Dr. Narayan Chandra. [Vidyasagar—Calcutta.]
(214) Ray, Sj. Nepal. [Jorabagan—Calcutta.]
(215) Ray, Sj. Phakir Chandra. [Galsi—Burdwan.]
(216) Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra. [Bortala North—Calcutta.]
(217) Roy, Sj. Atul Krishna. [Deganga—24-Parganas.]
(218) Roy, Sj. Bhakta Chandra. [Manteswar—Burdwan.]
(219) Roy, Dr. Bidhan Chandra. [Bowbazar—Calcutta.]

(220) Roy, Sj. Jagadananda. [Falakata—Jalpaiguri.]
(221) Roy, Dr. Pabitra Mohan. [Dum Dum—24-Parganas.]
(222) Roy, Sj. Pravash Chandra. [Bishnupur—24-Parganas.]
(223) Roy, Sj. Rabindra Nath. [Bishnupur—24-Parganas.]
(224) Roy, Sj. Saroj. [Garbetta—Midnapore.]
(225) Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar. [Baruipur—24-Parganas.]
(226) Roy Singha, Sj. Satish Chandra. [Cooch Behar—Cooch Behar.]

S

(227) Saha, Dr. Biswanath. [Jangipara—Hooghly.]
(228) Saha, Sj. Dhaneswar. [Ratua—Malda.]
(229) Saha, Dr. Sisir Kumar. [Nalhati—Birbhum.]
(230) Sahis, Sj Nakul Chandra. [Purulia—Purulia.]
(231) Sarkar, Sj Amarendra Nath. [Bolpur—Birbhum.]
(232) Sarkar, Dr. Lakshman Chandra. [Ghatal—Midnapore.]
(233) Sen, Sj. Deben. [Cossipore—Calcutta.]
(234) Sen, Sjkta. Manikuntala. [Kalighat—Calcutta.]
(235) Sen, Sj. Narendra Nath. [Ekbalpur—Calcutta.]
(236) Sen, Sj. Prafulla Chandra. [Khanakul—Hooghly.]
(237) Sen, Dr. Ranendra Nath. [Manicktola—Calcutta.]
(238) Sen, Sj. Santi Gopal. [English Bazar—Malda.]
(239) Sengupta, Sj. Niranjan. [Bijpur—24-Parganas.]
(240) Shukla, Sj. Krishna Kumar. [Titagarh—24-Parganas.]
(241) Singha Deo, Sj. Shankar Narayan. [Raghunathpur—Purulia.]
(242) Sinha, Sj Bimal Chandra. [Kandi—Murshidabad.]
(243) Sinha, Sj. Durgapada. [Murshidabad—Murshidabad.]
(244) Sinha, Sj. Phanis Chandra. [Karandighi—West Dinajpur.]
(245) Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath. [Tufanganj—Cooch Behar.]

T

(246) Tah, Sj Dasarathi. [Raina—Burdwan.]
(247) Taher Hossain, Janab. [Mirapur—Burdwan.]
(248) Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna. [Dinhata—Cooch Behar.]
(249) Tarkatirtha, Sj. Bimalananda. [Purbasthali—Burdwan.]
(250) Thakur, Sj. Pramatha Ranjan. [Haringhata—Nadia.]
(251) Trivedi, Sj. Goalbadan. [Bharatpur—Murshidabad.]
(252) Tudu, Sjkta. Tusar. [Garbetta—Midnapore.]

W

(253) Wangdi, Sj. Tenzing. [Siliguri—Darjeeling.]

Y

(254) Yeakub Hossain, Janab Mahammad. [Nalhati—Birbhum.]

Z

(255) Zia-Ul-Huque, Janab Md. [Baduria—24-Parganas.]

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Friday, the 18th July, 1958, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble Sankardas Banerji) in the Chair, 15 Hon'ble Ministers, 12 Deputy Ministers and 216 Members.

[3—3-10 p.m.]

Committee on Petitions

Mr. Speaker: In accordance with the provisions of rule 89 of the West Bengal Legislative Assembly Procedure Rules, I nominate the following seven members of the Assembly to form a Committee on Petitions with the Deputy Speaker as Chairman:—

(1) Sj. Ganesh Ghosh,

(2) Sj. Basanta Kumar Panda,

(3) Dr. Kanailal Bhattacharjee,

(4) Sj. Syamadas Bhattacharyya,

(5) Janab Abul Hashem,

(6) Sj. P. R. Thakur,

(7) Sjkta Tusar Tudu.

We shall now take up the Calcutta Municipal (Amendment) Bill, 1958.

Sj. Ganesh Ghosh:

স্যার, ধীরেনবাবুর এই বিলটি মুভ করার কথা। তিনি বোধহয় বৃষ্টিতে আটকে গেছেন। তাই তাঁর দেরী হচ্ছে আসতে। এই রিজলিউশনের পরে যদি ওটা নেন, তাহলে ভাল হয়। এর মধ্যে উনি এসে পড়বেন।

Mr. Speaker: Do you want me to hold it up?

Sj. Ganesh Ghosh: Yes, Sir.

Mr. Speaker: Very well, I shall then proceed with the resolution and after finishing it, I shall take up the Bill.

We shall now deal with the resolution. Shri Jatindra Chandra Chakravorty.

Non-official Resolution

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

স্যার, আমার যে প্রস্তাব সেটা আমি মুভ করছি। আমার প্রস্তাবটা হলো এই-

"In view of the alarming rise in the volume of unemployment amongst the Bengali youth and the growing threat to the economic future and living standard of the Bengali people as a whole, this Assembly is of opinion that the Union Government should be approached for taking such measures immediately as would ensure that sixty per cent. at least of all employments in the State, specially in the public sector within the State, may be filled up by the sons of the soil."

সারা বাংলাদেশের সামনে আজকে যেটা সব থেকে বৃহত্তম ও জটিলতম সমস্যা, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তের ঘরে ঘরে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, সেই সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ও তার সমাধান করবার আহ্বান জানাবার জন্য আমি এই প্রস্তাব এনেছি। এমন কেউ কেউ আছেন যাঁরা উন্নাসিকভাবে বলবেন এটা প্রাদেশিকতা। কিন্তু গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে এটা আদৌ প্রাদেশিকতা নয়। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে প্রাদেশিকতার অভিযোগ আনবার ধৃষ্টতা কারো নাই। সেই স্বদেশীযুগে বাংলায় দেশী কাপড়ের মিল যখন সুরু হয়, তখন বোম্বে মিলের প্রতিযোগিতার মুখে বাংলাদেশের কাপড়ের কলে তৈরি বঙ্গলক্ষ্মী মিলের কাপড় কিনতে তিনি আবেদন জানান। সেই সময় তিনি যে কথা বলেছিলেন, আমি সেটার উল্লেখ করতে চাই। তিনি বলেছিলেন এটা প্রাদেশিকতা নয়, এটা আত্মরক্ষা। আমাদের বাংলাদেশে আমাদের সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষ করে দেশ বিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু ভাইবোনেরা আসার ফলে সে সমস্যা আরো জটিলতর হয়েছে, তার সমাধানের জন্য অন্য প্রদেশবাসীর সহানুভূতির সঙ্গে এই সমস্যাকে দেখা দরকার। কারণ ভারতবর্ষের সামগ্রিক উন্নতির সাথে এই যে বাংলার সমস্যা, সেটা জড়িত আছে। দেশ বিভাগের পর দ্বিখণ্ডিত, সঙ্কুচিত পশ্চিমবাংলা হল সবচেয়ে ঘনবসতি পূর্ণ। এই পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু ভাইবোনেরা আসার ফলে জনসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং তার ফলে আমাদের যে রিসোর্সেস তার উপর অত্যাধিক চাপ পড়েছে এবং আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক যে কাঠাম, সেটা প্রায় ভেঙ্গে পড়বার মত হয়েছে। যতই আইন করা হোক না কেন, পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু আসা বন্ধ হবে না এবং যে নৈতিক দায়িত্ব আছে সরকারের, তার ফলে এই উদ্বাস্তু আগমন বন্ধ করা যাবে না। সুতরাং এর উপর যদি পশ্চিম দিক থেকে আবার ইমিগ্রেশন হতে থাকে তাহলে রক্ষা নাই। সুতরাং পশ্চিম দিক থেকে যে ইমিগ্রেশন, সেটা বন্ধ হওয়া দরকার। বর্তমান অবস্থা কি—সেই তথ্য আমি রাখতে চাই। আমরা জানি গত বাজেট অধিবেশনে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন—

"The number of unemployed persons between the ages of 16 and 60 and seeking employment is at present about a million in West Bengal. Taking into account the growth of population during the next few years the total number of persons for whom additional employment will have to be provided will be about 16 lakhs at the end of the Second Five-Year Plan."

এই অবস্থা সম্বন্ধে আমি দেখাতে চাই আজকে যেখানে এতবড় বেকার সমস্যা, তার মধ্যে বাঙ্গালী বেকারের সংখ্যা কি এবং কতখানি এবং তার আনএমপ্লয়মেন্ট পজিশন কি; ১৯৫৩তে সরকারের
Survey of unemployment in West Bengal State Statistical Bureau
থেকে হয় এবং তার একটা ইন্টারিম রিপোর্ট বেরোয়। তাতে দেখেছি সেই সময় ১৯৫৩ সালে—

"Approximately speaking the Bengalees have got 20 per cent. employment less than the average; Hindusthanis have 30 per cent. more than the average, the Oriyas have 72 per cent. more than the average, the South Indians have 20 per cent. more than the average, other Indians have 10 per cent. more than the average, English-speaking people 16 per cent. more than the average and other non-Indians 34 per cent. more than the average; that is, all language groups have received much more than their share of employment. Only Bengalees have received 20 per cent. less."

আর মিডল ক্লাসএর বেলায় তাঁরা বলছেন—

"In the case of middle-class, the Bengalees have about 5 per cent. less employment than the average, the Hindusthanis 35 per cent. above the average, the Oriyas 82 per cent. above the average, South Indians 35 per cent. above the average. other Indians 20 per cent. above the average, English-speaking 45 per cent. above the average, other non-Indians 50 per cent. above the average".

এরপরে আমাদের সাধারণ নির্বাচনের কিছু দিন আগে—প্ল্যানিং কমিশনের ইনিশিয়েটিভে, উদ্যোগে আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে একটা স্যাম্পল সার্ভে করা হয়। সেই সার্ভেতে যে তথ্যগুলি উপস্থিত করা হয়েছে, তার মধ্য থেকে কিছু কিছু সংবাদপত্রে বেরিয়েছে। তার থেকে আমি কয়েকটি তথ্য আপনার মাধ্যমে সভার কাছে রাখতে চাই। তাতে তাঁরা বলছেন—Percentage of persons in the working period of life, that means, 15 to 60 years.

সেটা হচ্ছে শতকরা ৫৯ ভাগ এবং সমগ্র সংখ্যা হচ্ছে ১৩৭ লাখ।

[3-10—3-20 p.m.]

এর মধ্যে নাম্বার অফ মেলস ৭০ লাখস, অ্যানুয়েল রেট অফ গ্রোথ তারা বলেছিলেন সেটা হচ্ছে ১·৪ লাখস, অ্যাট দি রেট অফ ২ পার সেন্ট হচ্ছে ১·৪ লাখস,

total number addition to the main labour force in 8 years,

এটা স্যাম্পেল সার্ভে করবার আগে পর্যন্ত ১·৪×৮=১১:২ লাখস, এর মধ্যে থেকে সত্য সত্যই কত জন বেকারের চাকরি হয়েছে। এবং আমরা এও জানি যে আমাদের সমগ্র পশ্চিম-বাংলায় কোন ষ্ট্যাটিষ্টিকাল এভিডেন্স নেই। বিশেষ করে কলিকাতার জন্য কি তারা স্যাম্পেল সার্ভে করেছিল? প্ল্যানিং কমিশনের থেকে দেখতে পাচ্ছি যে, কলিকাতায় যে হায়ার এমপ্লয়মেন্ট পোটেন্সিয়াল আছে সেখানে রিসেন্ট সার্ভে হবার পর তাতে তারা যা বলেছেন সেটা হচ্ছে এই—

> "There is evidence to show that a total volume of employment in the organised private sector has declined by about 3.7 per cent. over these 3½ years, or 1952 to 1956, but employment in works, factories, etc., has consistently declined by about 6.4 per cent. over these years."

এবং তার সংগে এটা বলেছেন কলিকাতার অবস্থা যদি এই হয় তাহলে পশ্চিমবংগের অন্য জায়গার অবস্থা আরো শোচনীয় এবং তার সংগে সংগে যে আনএমপ্লয়মেন্ট সিচুয়েশন সংক্রান্ত ব্যাপারে কলিকাতার উপরে যে কমেন্ট তারা করেছিল সেটা আমি পড়ে শুনাতে চাই—

> "Persons between the ages 15 and 59 who have no job and no income on the date of enquiry have been taken as unemployed. They constitute about 10 per cent. of the population seeking jobs. If the percentage of unemployed in West Bengal be the same as in Calcutta, then no less than 7 lakhs were unemployed in 1951. Now these people have found employment since then. Moreover, new addition to the earlier unemployed has been to the tune of 11.2 lakhs".

১·৪ লাখস বৎসরে আনএমপ্লয়মেন্ট বাড়ছে, তাকে ৮ দিয়ে গুণ করলে ১১·২ লাখস হয় এবং রিগার্ডিং কো-রিলেশন অফ আনএমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড এডুকেশনএ তারা এই অবজারভেশন করেছিল যেমন—

> "Among persons who have passed at least Matriculation examination the percentage is 17.4 as against only 3.5 among the illiterate persons."

এটা কিন্তু কলিকাতার যে বাঙ্গালী বেকার সমস্যা সেই সংক্রান্ত ব্যাপারে তারা এই সার্ভে করেছিল এবং সব থেকে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে এই—

though Bengalees form 66.5 per cent. of the population they constituted 77.5 per cent. of the unemployed,

সুতরাং এই থেকে প্রমাণিত হয়

incidence of unemployment is heavier on the educated classes.

আর ২নং হচ্ছে—

incidence of unemployment is more severe on the Bengalees than on migrants,

এরপর আমি দেখাবো যে আমাদের যে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ তারা যে লাইভ রেজিস্টারের ফিগার দিয়েছে এবং যেটা সম্বন্ধে আমাদের শ্রমমন্ত্রী আত্মতুষ্টির ভাব দেখান যে বেকার সমস্যার সমাধান হচ্ছে, যদিও এখানে সামান্য নামই লেখান হয়, এই লাইভ রেজিস্টারের তাতে দেখছি ১৯৫৮ জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চএর যে লাইভ রেজিস্টার তার টোটাল ফিগার হচ্ছে ১৬৩,৭০৫ আর টোটাল প্লেসমেন্ট হচ্ছে ৫,৮৩২। এবং সব থেকে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে এই যাদের লাইভ রেজিস্টারের মধ্যে নাম আছে, তাদের মধ্যে বেশির ভাগই মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত বাংগালী এবং কেবলমাত্র আনস্কিলড ওয়ার্কারের সংখ্যা। এটা ছাড়া এপ্রিল ও মে ১৯৫৮ পর্যন্ত ফিগার এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ দিয়েছে তাতে দেখছি—

ক্লারিকেল এবং আনস্কিলড গ্রুপস ডোমিনেটেড লাইভ রেজিস্টার এবং আনস্কিলড ওয়ার্কারের যে সংখ্যা সেটা হচ্ছে ১,৫১,০৯৮, তার মধ্যে ৭৩,৪২৭ জন হচ্ছে নন-বেংগলী অর্থাৎ শতকরা ৬০ ভাগ দেখা যাচ্ছে নন-বেংগলী। তা ছাড়া সরকারী কোন কোন দপ্তরে আমরা জানি তারা যে স্ট্যাটিস্টিকস সংগ্রহ করেন এবং সরকারের সেই সমস্ত জায়গা থেকে আমরা যে হিসাব যোগাড় করে এনেছি ১৯৫৫ সালের যে সংখ্যা পেয়েছি—ইন্ডাস্ট্রীওয়াইজ ফিগার সেই ফিগার যদি দেখেন তাহলে বুঝা যাবে বাংলাদেশে বাংগালীর বেকার সমস্যা কি ভয়াবহ, এমপ্লয়মেন্ট পজিশন কি ভয়াবহ! কটন ইন্ডাস্ট্রীতে পারসেন্টেজ বাংগালীর দেখছি ২৭.৯৪. অন্যান্য প্রদেশ থেকে যা এসেছে সেটা হচ্ছে ৭২.০৬, জুটএ বাংগালী ২৩·৩২, অন্যান্য প্রদেশের ৭৬.৬৮, পেপার ইন্ডাস্ট্রীতে বাংগালী হচ্ছে ২৫.৮৬, অন্যান্য হচ্ছে ৭৪·১৪, রবার ইন্ডাস্ট্রীতে ৩৭.৩৭ বাংগালী, অন্যান্য ৬২·৬৩, আয়রন ইন্ডাস্ট্রীতে হচ্ছে বাংগালী ৩০.৫২ এবং অন্যান্য প্রদেশের ৬৯·৪৮, কেবলমাত্র ইঞ্জিনীয়ারিংএ বাংগালীর সংখ্যা সামান্য বেশি—বাংগালী ৫২.৫১ এবং অন্যান্যরা হচ্ছে ৪৭·৪৯। এই টোটাল করে যোগ দিয়ে অল কম্বাইন্ড যদি দেখি তাহলে বাংগালীর পারসেন্টেজ হচ্ছে ২৯·৭৯ এবং অন্যান্য প্রদেশের হচ্ছে ৭০·২১। এর সংগে আমরা এও জানি পাবলিক সেকটরে কি হচ্ছে—যেমন দুর্গাপুরের কারখানার কথা বলি—এটা আমাদের কথা নয়, এই বিধানসভায় কংগ্রেস সদস্য শ্রীআনন্দগোপাল মুখার্জি বক্তৃতায় বলেছিলেন যে সেখানে দুর্গাপুরে ঠিকাদাররা, কন্ট্রাকটররা শতকরা ২৫ ভাগ বাংগালী নিয়োগ করছে। প্রায় চোদ্দটি কোম্পানী ঠিকাদার আছে যারা দুর্গাপুরে কাজ করছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী কাজ করছে কনট্রাকটর প্যাটেল, তাদের ছ' হাজার কর্মীর মধ্যে শতকরা মাত্র ২০ জন বাংগালী। সিনিয়র কর্মিশনের সংখ্যাও এর বেশী নয় এবং স্যার, এও আপনি জানেন যে কিছুদিন আগে আমাদের বিরোধী দলের অন্যতম নেতা শ্রীযুত হেমন্তকুমার বসু মহাশয় দুর্গাপুরে ঘুরে এসেছেন এবং সেখানে তিনি বাংগালীদের কর্মসংস্থানের যে ছবি দিয়েছেন তাতে দেখছি যে বাংগালীর স্থান সেখানে নাই। এমন কি যাদের বাস্তুচ্যুত করে দুর্গাপুরে কারখানা গড়ে উঠেছে সেখানে সেই বাস্তুচ্যুত অধিবাসীদেরও কাজ দেওয়া হচ্ছে না। অথচ অন্য প্রদেশ থেকে যারা এসেছে, কনট্রাকটররা তাদের নিচ্ছে কিন্তু বাস্তুচ্যুত অধিবাসীদের সেখানে নেওয়া হয় নি। বাংলাদেশের কোন যুবককে নিয়ে সেখানে তারা কোন কাজ দিচ্ছেন না। এবং হেমন্তবাবু সাংবাদিক সম্মেলনে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তা থেকে আমরা দেখছি যে সেই সমস্ত কনট্রাকটর, সাব-কনট্রাকটররা যাদের নিয়োগ করছে তাদের মধ্যে বাংগালীর সংখ্যা অত্যন্ত নগন্য এবং ৪০ হাজার যেখানে কর্মী রয়েছে তার মধ্যে ছ' হাজার মাত্র বাংগালী—এই হচ্ছে পাবলিক সেকটরের অবস্থা। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে শুনলাম এখান থেকে একজন বড় অফিসারকে সেখানে পাঠান হয়েছিল কিন্তু সেখানে কনট্রাকটররা তাঁকে ধমক দিয়ে বলেছে কারখানা তৈরী করার ভার আমাদের ওপর দেওয়া হয়েছে এবং আমরা সেই ভার গ্রহণ করে কারখানা তৈরি করছি, আমরা কাকে নিয়োগ করবো না করবো সে সম্পর্কে তোমরা নাক গলাতে এস না। এতবড় স্পর্ধা, এতবড় ধৃষ্টতা যে সেই অধিকার যদি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পেয়ে থাকে আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, পশ্চিমবাংলার বেকার সমস্যার সম্বন্ধে কোন প্রতিকার কি হবে না?

[3-20—3-30 p.m.]

কেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপ দেওয়া হবে না। কংগ্রেস পক্ষ থেকে, বিরোধী দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, প্রত্যেক দল বার বার বাংলার বেকারদের সম্বন্ধে বলেছেন এতে কারো দ্বিমত নেই, সে বিরোধী দলই হোক বা সরকার সমর্থক দল হোক, বামপন্থী হোক বা কংগ্রেসী হোক। বাংলাদেশে বাঙ্গালীর আজ অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হওয়া উচিত, এবং সেই দাবি আমরা করছি।

শুধু তাই নয়, এর উপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সমস্ত বাঙ্গালী কর্মচারী নানা অবাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে, আর যেসমস্ত ইংরেজ কোম্পানী মাড়োয়ারীরা কিনে নিয়েছে সেখানে কি করে বাঙ্গালীদের বিতারণ করা যায় তার একটা হিসেব ইতিপূর্বে একজন সদস্য এখানে দিয়েছেন। এবং আমি খোঁজ করে দেখেছি তার প্রত্যেকটি সত্য। ১৯৪৭ সালে বিড়লা গ্রুপের যে সংস্থা তাতে ১৩৩ জন বাঙ্গালী কর্মচারী ছিল, আজ সেখানে ৫৭ জনে দাঁড়িয়েছে। সাহু জৈন কোম্পানীতে ১৯৪৭ সালে ৮৭ জন ছিল, ক্রমে ক্রমে তাড়াতে তাড়াতে ২১ জনে এসে ঠেকেছে। বিড়লার আর একটা প্রতিষ্ঠান কেশোরাম, সেখানে ১৯৪৭ সালে যেখানে ৩০২ জন বাঙ্গালী কর্মচারী ছিল, কমতে কমতে এসে ৮২ জনে দাঁড়িয়েছে। ম্যাকলিওড কোম্পানী যেখানে আমাদের ভূতপূর্ব স্পীকার শ্রীশৈলকুমার মুখার্জি একজন ডিরেক্টর হয়েছে এবং বাঙ্গালী ডিরেক্টর ঢোকানো হয়েছে বলে প্রচার করা হয়—আজ সেখানে দেখছি ১৯৪৭ সালে ৪৬৭ জন কর্মচারী ছিল, কমতে কমতে ২৮০ জনে দাঁড়িয়েছে। তারপরে নরসিংদাস আগরওয়াল কোম্পানীতে দেখছি ১৯৪৭ সালে ৩৬৭ জন বাঙ্গালী কর্মচারী ছিল, সেখান থেকে বাঙ্গালী বিতাড়ণ করতে করতে আজ সেখানে ১৫৭ জনে এসে দাঁড়িয়েছে। শুধু এইসব কোম্পানীতেই নয়,.এই জিনিসটা আজ চা-বাগানেও চলছে। চা-বাগানের যে খবর পেয়েছি তাতে দেখছি কানই গ্রুপের মানাবাড়ী টি এষ্টেটে একজন কম্পাউন্ডারকে ম্যানেজার করে বসিয়ে দিয়েছে। কারণ বাঙ্গালী ম্যানেজারকে সরিয়ে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে একজনকে ম্যানেজার করতে হবে। তাছাড়া উচ্চ বেতনের কর্মচারী যারা ম্যানেজার বা অফিসার তাদের তাড়িয়ে দিয়ে নিজেদের লোক বসিয়ে প্রকাশ্যে কম বেতন দেখানো হচ্ছে কিন্তু আসলে তারা কম বেতনের কর্মচারী নয়। কিন্তু তাদের ভাউচারে বেশী টাকা দেওয়া হচ্ছে এবং এইরকম টাকার ব্যাপাব সব জায়গায়। এথেলবাড়ী টি এষ্টেট, সেখানেও এই জিনিসই চলছে। তারপরে দাগী এবং কম্পানীর উদলাবাড়ী টি এষ্টেট সেখানেও একটি অনভিজ্ঞ যুবককে, যে এর আগে কোন দিন চা-বাগান দেখে নি, ম্যানেজার করে এনে অভিজ্ঞ কর্মচারীদের উপর বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপরে মহেশ্বরী-কাম-দাগা কনসার্নস এই মহেশ্বরী হচ্ছে বিড়লারই এক জামাই এবং বোম্বের একজন বড় ব্যবসায়ী এবং তার আর একজন সীতারাম দাগা, এম পি—তারা দুজনে মিলে জলপাইগুড়ির কতকগুলি চা-বাগান কিনেছে। তাদের লোহাগাড়া নামক টি এষ্টেট তরাইতে রয়েছে সেখানে গিয়ে দেখবেন এই একই অবস্থা চলছে। এবং কেবলমাত্র চা-বাগানেই নয় আমরা দেখছি এই অবস্থা লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশনে যা নাকি কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেছেন, সেই লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন গঠিত হবার পর সেই থেকে ইনসিওরেন্স বিজনেস কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এসে গেছে, সেখানে দেখছি উচ্চপদস্থ কর্মচারী যারা বাঙ্গালী, তাদের আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরান হচ্ছে। ইনসিওরেন্স অব ইন্ডিয়া যার ডিরেক্টর অফিসার ছিলেন পি চক্রবর্তী, তাঁকে সরান হয়েছে। হিন্দুস্থানের সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, যাঁর সাহিত্যিক বলে খ্যাতি আছে, তাকেও সরান হয়েছে। পবিত্র সরকার বলে এক ভদ্রলোক—তাকে সরিয়েছে। ন্যাশনাল ইন্ডিয়ার যে ম্যানেজার ছিলেন সেই এ, টি, পাল—তাঁকেও সরান হয়েছে। সে জায়গায় দেখছি অন্য প্রদেশ থেকে একজন কর্মচারী যার এফিসিয়েন্সী বা যোগ্যতা অনেক কম এই রকম নিম্নপদের কর্মচারী জি, এইচ, ডার্মাল তাঁকে ঐ উচ্চপদে এনে বসানো হয়েছে। সবচেয়ে মজার কথা এই যে লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন হওয়ার আগে ছাপাখানাগুলি তাদের কাজের অংশের উপর ছাপাখানাগুলো বাঁচত এবং বহু বাঙ্গালীর সেখানে কর্মসংস্থান হত। লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন গঠিত হওয়ার পর সেই কাজ বাঙ্গালী ছাপাখানায় দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তার ফলে

ঐসব ছাপাখানার বাঙ্গালী কর্মচারী আজ ছাঁটাইএর মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এটা আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, কারণ ছাপাখানা কর্মচারীদের যে ইউনিয়ন আছে, সেই ইউনিয়নের আমি সভাপতি।

তারপরে আই, জে, এম, এ, যেটা সমস্ত জুট মিল মালিকের সংগঠন, তাঁদের অধীন যে সমস্ত লেবার অফিসার যেটা বাধ্যতামূলকভাবে তাঁদের রাখতে হয়, সেইসব লেবার অফিসারকে আজ কর্মচ্যুত কোরে দেওয়া হচ্ছে। ম্যাকনিল বেরী থেকে কাদিন হল গিয়েছে। জার্ডিন হেন্ডারসন থেকে ৭ জনকে তাড়িয়ে দিয়ে অন্য প্রদেশ থেকে ৭ জনকে এনে চাকরি দেওয়া হয়েছে। বার্ড কোম্পানীতে ৪ জন অফিসারকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং অন্য প্রদেশের লোক নেওয়া হয়েছে। কেটলওয়েল বুলেন-এ জনকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। জি, ই, সি,-তে ৩ জন ইঞ্জিনীয়ারকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে বাঙ্গালীর কর্মসংস্থানের অবস্থা, চাকরির অবস্থা কি ভয়াবহভাবে দেখা দিয়েছে তা বোঝা যাচ্ছে। এ জিনিসের গুরুত্ব যে কতখানি সে সম্বন্ধে সরকার পক্ষের যে দল আছেন, যাঁরা আজকে সরকার পরিচালনা করছেন, সেই কংগ্রেস দলের যে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ সম্মেলন হয়ে গেল সেই সম্মেলনকেও এ সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতে হয়েছে। সেখানে পরিষ্কারভাবে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গের যেসব সরকারী ও বেসরকারী কলকারখানা প্রভৃতি লোক নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান আছে, তাঁদের সেখানে পশ্চিমবঙ্গের সন্তানদের যথেষ্ট সংখ্যায় নিযুক্ত করা হচ্ছে না। এই জাতীয় মনোভাব কেবলমাত্র যে তাঁদের পক্ষে ক্ষতিকর তা নয়, পশ্চিমবঙ্গের শিল্প এবং গ্রামোন্নতির পক্ষেও বিপর্যয়কর। এই অবস্থার আশু প্রতিকার প্রয়োজন। এই জন্য সম্মেলন ভারত সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও শিল্পপতিদের এই অনুরোধ জ্ঞাপন করছেন যে তাঁরা যেন এরকম পন্থা উদ্ভাবন করেন যাতে পশ্চিমবঙ্গের যেসব লোক নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান আছে, তাতে পশ্চিমবঙ্গের সন্তান অগ্রাধিকার লাভ করে, এবং তারা যেন পর্যাপ্ত সংখ্যায় নিযুক্ত হয়, এইরকম ব্যবস্থা করুন। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে এর সমাধান কি কোরে হতে পারে? স্যার! আপনি জানেন কি না জানি না, আমাদের বাঙ্গালী যাঁরা শিল্প পরিচালনা করেন, বা ব্যবসায়ে নিয়োগ করেন, তাঁদেরও একটা প্রতিষ্ঠান আছে, বেঙ্গল ট্রেড্স এসোসিয়েশন। সেই ট্রেড্স এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকেও আজকে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর যে বেকারী, তাদের যে কর্মের অভাব, এই ব্যাপারে তাঁরা একটা কমিটি গঠন কোরে, বহু খোঁজ খবর নেওয়ার পর একটা মেমোর‍্যান্ডাম তৈরি করেছিলেন এবং কি কোরে এর সমাধান হতে পারে তার প্রস্তাব রেখেছিলেন।

[3-30—3-40 p.m.]

এই প্রস্তাবের মধ্যে কয়েকটা প্রস্তাব আমার মনে পড়ে, সেটা ভেবে দেখা সকলের পক্ষে উচিত এবং সেটা কার্যকরী করার চেষ্টা করা উচিত। প্রথমে পশ্চিমবাংলার অধীনে যেসমস্ত চাকরি খালি হবে, কিম্বা তাঁদের পরিচালনাধীনে যেসমস্ত চাকরি সে কারখানায় হোক বা যে কোন কনসার্নএ হোক তাতে যে এপয়েন্টমেন্ট হবে সেই এপয়েন্টমেন্ট শুধু বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকদের দেওয়া উচিত। আমার মনে হয় যেসমস্ত কমার্সিয়াল হাউসেস আছে, তাদের কাছেও এই ডিরেকশন দেওয়া উচিত যে বেশি সংখ্যায় বাঙ্গালী যুবকদের সেখানে কাজে নিযুক্ত করতে হবে। এটাতে মুস্কিল হচ্ছে যে অনেকে হয়তো বললেন যে এতে কিছুটা প্রাদেশিকতার মনোভাব আছে। কিন্তু আমি দেখাব যে তা নয়। যেমন আসামে পি, এস, সি,সেখানে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন যে টি, অয়েল, কোল ইন্ডাস্ট্রী, রিভার ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী প্রভৃতি কোম্পানীতে যতদূর সম্ভব আসামের যুবকদের চাকরি দিতে হবে। এইরকম প্রস্তাব যেখানে আসামের পি, এস, সি, গ্রহণ করতে পারেন সেখানে আমরা কেন এইরকম প্রস্তাব গ্রহণ করব না। আমরা এও জানি যে, বিহার সরকার টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানী এবং অন্যান্য যেসমস্ত ইন্ডাস্ট্রীয়াল মাইনিং কনসার্ন আছে তাদের উপর এই নির্দেশ জারি করেছেন যে যতদূর সম্ভব বিহারী যুবকদের চাকরি দিতে হবে। এটা অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত বলে আমি মনে করি। কারণ নিজের দেশের যেসমস্ত বেকার যুবক আছে তাদেরই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। আমরা জানি যে উড়িষ্যাতে যেখানে রাউরকেল্লার মতন বিরাট কারখানা গড়ে উঠছে, সেখানেও উড়িষ্যাবাসীদের অগ্রাধিকার দেবার দাবি তাঁরা জানিয়েছেন। এইসব জিনিসকে আমি

সমর্থন করি। এর সংগে সংগে এই প্রস্তাব করা যেতে পারে যে সরকারের পক্ষ থেকে যেসমস্ত কনট্রাক্ট দেওয়া হয়, সেই কনট্রাক্ট যতদূর সম্ভব টেন্ডার কল করার সময় যেসমস্ত বাঙ্গালী কনট্রাকটর আছে তাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে অর্থাৎ এর মধ্যে দিয়ে যাতে তাঁরা অধিক সংখ্যায় বাঙ্গালী কর্মচারী নিয়োগ করতে পারেন সেই সুবিধা দিতে হবে। এছাড়া আমরা দেখছি যে অনেক প্রতিষ্ঠান অনেক সময় অর্থাভাবে চলতে পরে না বলে অন্য প্রদেশ থেকে আগত বেশী পুঁজি যাদের আছে সেই পুঁজিপাতি এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান কিনে নেন। সেজন্য আমি বলছি যে এইসব জায়গায় ওয়েস্ট বেঙ্গল ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশন কিম্বা ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে এদের টাকা সাহায্য করা হোক। যাতে তারা টিকে থাকতে পারে। এবং অধিক সংখ্যক বাঙ্গালী কর্মচারীর কর্মের সংস্থান হতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে যে আমরা দেখছি যে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশন গঠিত হবার পর তার যিনি সভাপতি হয়ে বসে আছেন, তিনি হচ্ছেন শ্রী বি. এল. বিড়লা। অর্থাৎ যিনি বা যাঁরা বাংলাদেশকে শোষণ এবং লুণ্ঠন করছেন তাঁদেরই একজনকেই ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশন সভাপতি হিসাবে রাখা হয়েছে। এ'র ক্ষমতা আছে ১৫ হাজার থেকে ১০ লাখ টাকা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেবার। কিন্তু যদি তাঁদেরই হাতে যারা শোষণ করছেন—সমস্ত কর্তৃত্ব থাকে তাহলে বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান যে কি সাহায্য পাবে সেটা আমরা জানি না? অবশ্য আর একটা বোর্ড অব ইন্ডাস্ট্রীজ ইন্ডাস্ট্রী ডিপার্টমেন্টএর অধীনে আছে। সেখানে ঐ শ্রী এল. এন. বিড়লা এতদিন তার ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন এবং চেয়ারম্যান থাকার কালে প্রায় তিনি ঐ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতেন এবং কোথায় কত টাকা দিতে হবে সেটা দেখতেন। যাই হোক সুখের বিষয় যে কিছুদিন হল তিনি সেখানকার কাজ থেকে পদত্যাগ করাতে সভাপতি হিসাবে শ্রী জি. বসু এখানে এসেছেন। তাছাড়া আমরা জানি যে আজ বাঙ্গালীরা ম্যানুয়েল লেবার, শারীরিক পরিশ্রম করতে পরাঙ্মুখ নয়। এই বিধান-সভায় আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও তার যথেষ্ট তারিফ করেছেন এবং বলেছেন যে এটা উৎসাহের কথা, যদিও আমাদের শ্রমমন্ত্রী মহাশয় সেদিন সাংবাদিক সম্মেলনে উল্টো কথা বলেছেন যে বাঙ্গালীরা নাকি কায়িক শ্রম করতে কিছুটা পুরাঙ্মুখ কিন্তু এটা সত্য নয়। আজকে তাই যেখানে শারীরিক শ্রম করবার মত যেসমস্ত কাজ আছে সেখানে সেই কাজে বাঙ্গালীদের নিয়োগ করা উচিত। সব থেকে বড় জিনিস হচ্ছে, এটা কোন বিরুদ্ধ সমালোচনা নয়—কিন্তু আমরা রেলওয়েতে দেখেছি যে সেখানে যে রেলওয়ে কুলী আছে তাতে বাঙ্গালীরা যাতে ঢুকতে না পারে, তার জন্য একটা ব্লক রয়েছে. সেই ব্লক ভাঙ্গা দরকার এবং সেখানে যাতে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর সক্ষম যুবকেরা কাজ পেতে পারে, তার বন্দোবস্ত করা উচিত। এই অবস্থার মধ্যে আজ আমি এই প্রস্তাব এনেছি এবং এই প্রস্তাবের মধ্যে আমি এইটুকু খালি বলছি যে বাংলাদেশে বেকার সমস্যা যে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে এবং তার ফলে আমাদের জীবন যাত্রার মান যেভাবে আজকে নীচের দিক চলেছে এবং বাংলাদেশে বাঙ্গালীদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামো যেভাবে আজ ভেঙ্গে পড়ছে, তারই জন্য আমি এই দাবী করেছি। একথা আমি বলি না যে যারা এখনও পর্যন্ত কাজ করছে তাদের বিতাড়িত করা হোক। আমাদের শ্রমমন্ত্রী বরং সেদিন বলেছেন যে চটকলে যে ছাঁটাই হয়েছে তার বেশীর ভাগই অবাঙ্গালী শ্রমিক, সুতরাং তাতে আতঙ্কিত হবার বিশেষ কিছু নেই এবং বাংলাদেশে বাঙ্গালীদের যে বেকার সমস্যা তার উপর এর কোন প্রতিক্রিয়া বা প্রভাব হয় নি। কাজেই যারা কাজ করছে তারা কাজ করুক কিন্তু ভবিষ্যতে যদি কোন কর্মের সংস্থান করতে হয়, তাহলে বাঙ্গালীদের তাতে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আমি আমার প্রস্তাবের মধ্যে এটা খালি রেখেছি যে অন্ততঃপক্ষে বাংলাদেশের বাঙ্গালীরা তারা যেকোন জেলারই হোক না কেন, বাংলাদেশের যারা বাসিন্দা, আদি বাসিন্দা এবং বাঙ্গালী যারা, তাদের জন্য আজকে শতকরা ৬০ ভাগ প্রত্যেকটা কাজের জন্য রিজার্ভ করে রাখা হোক এবং যেখানে পাবলিক সেকটর এই স্টেটের মধ্যে রয়েছে, সে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীনে হোক কিম্বা আমাদের পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের পরিচালনাধীনে হোক, সেখানে ন্যূনতমভাবে ৬০ ভাগ চাকরি তাদের জন্য আজকে রাখা হোক। এই ব্যবস্থা করা হোক এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে সেইভাবে বলা হোক। আজকে বিহার সরকার যদি সেইভাবে নির্দেশ দিতে পারেন আসামের পাবলিক সার্ভিস কমিশন যদি প্রকাশ্যভাবে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেন তাহলে আমরা কেন তা করতে পারবো না? আজকে আমাদের ভয় কোথায়, আশঙ্কা কোথায়, আমাদের এই জুজুর ভয় কেন? এটাকে কে

প্রাদেশিকতা বলবে এই ভয়ে আমরা এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবোই বা না কেন? আজ এটা বাঙ্গালী বা বাংলাদেশের জীবনমরণ সমস্যার কথা। আজ যদি বাংলাদেশ বাঁচে, আজ যদি বাঙ্গালীর বেকার সমস্যা ঘোচে, তাহলে আজকে ভারতবর্ষের যে উন্নতি এবং সমৃদ্ধ তার মধ্যে বাংলাদেশ সুযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে এবং তাকে রক্ষিত করতে পারবে। এই বলে আমি উভয়পক্ষের বন্ধুদের কাছে আবেদন করবো যে এই প্রস্তাব যাতে সর্ববাদী সম্মতিক্রমে গৃহীত হয় সকলে এইভাবে তাদের মত যেন প্রকাশ করেন।

[3-40—3-50 p.m.]

Sj. Canesh Chosh: Sir, I beg to move that after the word "that" and for the words beginning with "in view of" and ending with "sons of the soil", the following be substituted, viz.:—

> "in view of the alarming rise in the volume of unemployment amongst the people of this State and the growing threat to the economic future and living standard of the people of this State as a whole, this Assembly is of opinion that the Union Government be approached for taking such measures immediately as would ensure that sixty per cent. at least of all employments in the State in future may be filled up by the people of this State."

মিঃ স্পীকার, স্যার, বাংলাদেশ একটা সমস্যাসংকুল প্রদেশ—প্রব্লেম স্টেট। আজকে এখানে যে প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সেই প্রশ্ন যে অত্যন্ত গুরুতর রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে এটা কাউকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া বা জোর করে বলার কোন প্রয়োজন হয় না। আমি এই রকম একটি প্রস্তাব সম্পর্কে খুব ইন্টারেষ্টিং নই এবং এখানে এইরকম একটা প্রস্তাব আলোচিত হউক এটাও স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা চাইতাম না। কিন্তু প্রকৃতই একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। প্রথমতঃ পশ্চিমবাংলার আয়তন অনুযায়ী এখানকার লোকসংখ্যা অত্যান্ত বেশী। তারপর দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কাছে বাংলার অধিবাসীরা সুবিচার পায় না। আজকে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলেই এইরকম প্রস্তাবে আমাদের অংশ-গ্রহণ করতে হচ্ছে। যতীন চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রস্তাবের উপর আমার সংশোধনীটা এই জন্যই দিতে চাই যে, এর দ্বারা তার অর্থ সুস্পষ্ট হবে। আমরা এই প্রস্তাবের ভিতর দিয়ে বলতে চাই যে, বাংলাদেশে যারা আছে, যারা বাংলাদেশকে নিজের দেশ বলে মেনে নিয়েছে, তারা অবাংলাভাষাভাষী হলেও আজকে আমাদের তাদের স্বীকার করতে হবে। তাদের আমরা বাদ দিতে পারি না। সে জন্যই ঠিক বাঙ্গালী না বলে পিপল অফ দি ষ্টেট বলতে চাই। একথা যতীনবাবু স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে আজকে যারা বাংলাদেশে থেকে কাজ করছে তাদের সরিয়ে দেবার প্রশ্ন উঠে না। যারা বাংলাদেশে বহুদিন থেকে জীবিকার্জন করছে এবং বাংলাদেশে প্রায় একরকম থেকে গিয়েছে, তাদের চলে যাওয়ার কথা আমরা বলতে পারি না। তারা অবাংলাভাষাভাষী হলেও তাদের প্রতি ডিসক্রিমিনেশনের কথা আমরা বলতে পারি না। শুধু মাত্র বর্তমান অসহনীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একথা বলতে চাই যে, অন্ততঃ সাময়িক-ভাবে কয়েক বছরের জন্য যেসব নতুন কর্ম সৃষ্টি হবে, এমপ্লয়মেন্টের সুযোগ হবে তা যেন বাংলার অধিবাসী অথবা যারা অবাংলাভাষী হয়েও সাধারণভাবে বাংলার অধিবাসীর সামিল হয়ে গিয়েছে, তারা যেন এই সমস্ত এমপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে প্রায়রিটি পান। মিঃ স্পীকার, স্যার, এটা অত্যান্ত দুঃখের ও ক্ষোভের কথা যে, স্বাধীনতা পাওয়ার দশ বৎসর পরেও বাংলাদেশের রাজধানী এই কলিকাতা শহরের উপর যেসমস্ত ব্রিটিশ ফার্ম আছে তাদের যখন কর্মী প্রয়োজন হয়, তখন আমাদের দেশে উপযুক্ত ও যোগ্যতাসম্পন্ন এমন কি টেকনিক্যাল হ্যান্ডস পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও সেই সমস্ত ব্রিটিশ ফার্ম ইংল্যান্ড থেকে রিক্রুট করে ইয়ংম্যান নিয়ে আসে। আমি এই-মাত্র আমাদের নেতা সদ্য য়ুরোপ প্রত্যাগত শ্রীযুত জ্যোতি বসু মহাশয়ের কাছে শুনলাম যে আই, সি, আই তাদের কাজের জন্য ইংল্যান্ড থেকে লোক রিক্রুটেড করা হচ্ছে। এই সমস্ত ২৩।২৪ বৎসর বয়স্ক যুবক ব্রিটিশ অ্যাসিসটেন্ট হয়ে এসে যদিও তারা আনস্কীলড তথাপি প্রথমেই ১,৬০০ টাকা স্যালারী পাবেন, সবশুদ্ধ যা পাবেন তা অবশ্য অনেক বেশী, অথচ আমাদের দেশে শিক্ষিত যুবকেরা সেইসব কাজ পাবে না—এর প্রতি আমাদের সরকারের দৃষ্টি

আকর্ষণ করে এই কথাই বলব যে, এ সম্বন্ধে খানিকটা প্রাহিবিশন যেন করা হয়। এই প্রস্তাবের মারফতে আমরা এই কথাই নিশ্চয় দাবি করব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে, ব্রিটিশ ফার্মগ্নলিতে যেন ইমপোর্ট অফ ব্রিটিশ ইয়ংম্যান রেসট্রিকটেড করা হয় এবং বাংলাদেশের উপযুক্ত ছেলেরা কাজ পাবে না অথচ বাইরে থেকে আমদানি হবে এটা যেন না হয়। আজকে আমাদের দেশে বেকার সমস্যা কিরকম গ্নরুতরভাবে দেখা দিয়েছে, সে সম্বন্ধে যতীন চক্রবর্তী মহাশয় আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আমিও এ সম্পর্কে দু-চারটি কথা বলব। ১৯৫৬-৫৭ সালে সারা ভারতে যে সম্পদ সৃষ্টি হয় সেই সম্পদের প্রায় ½ এই বাংলাদেশে সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই সম্পদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব নাই। এই সম্পদের যেটুকু অংশের উপর আমাদের দাবি আছে তাও আমরা ভোগ করতে পারি না। ১৯৫৬-৫৭ সালের জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর যে হিসাব বেরিয়েছে তাতে এই কথা প্রকাশ পেয়েছে যে, সারা ভারতে জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর সংখ্যা ২৯,৯৫১, তার মধ্যে বাংলার ১৭,৭৫১ অর্থাৎ ৫০ ভাগের বেশি। যে পরিমাণ পেড-আপ ক্যাপিটাল আছে সারা ভারতের ক্ষেত্রে ১ হাজার ৫৮ কোটি, আর বাংলাদেশেই ৩ হাজার ৩৩ কোটি অর্থাৎ প্রায় ½। মিঃ স্পীকার, স্যার, ইনকাম-ট্যাক্সের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে, সারা ভারতে যে ইনকাম-ট্যাক্স কালেকটেড হয়, তার মধ্যে বাংলাদেশ থেকে শতকরা ৩৫ ভাগ আমরা দিচ্ছি। অথচ এই অপরিমিত সম্পদের উপর আমাদের বাংলাদেশের অধিবাসীদের কোন কর্তৃত্ব নাই। এখানে আজও কর্তৃত্ব করছে ব্রিটিশ ক্যাপিটাল, তাদেরই মনোপলি ক্যাপিটাল। মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি জানেন এই কলকাতা শহরের বুকের উপর দাঁড়িয়ে আজো তারা বাঙ্গালী ছেলেদের ইউ ব্লাডি বলে গালাগাল দেয়। এসব ব্রিটিশ কোম্পানীর বাঙ্গালী কর্মচারীরা যখন কোন কিছুর জন্য দাবি দাওয়া পেশ করে তখন এইসব ব্রিটিশ কনসার্নএর বড় বড় অফিসাররা তাদের বলেন গো টু ইউর নেহরু। এবং একথা ক্ষোভের সঙ্গেই বলতে হয় যে, এর কোনরকম প্রতিবাদ হয় না। এইসব উদ্ধত সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টি-ভঙ্গিসম্পন্ন সাহেবরা যখন বাঙ্গালী ছেলেদের সঙ্গে এরকম অপমানকর ব্যবহার করে তখনও আমাদের মন্ত্রীরা তাদের সস্নেহ প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন।

[3-50—4 p.m.]

একথা আপনাকে আজকে আবার বলতে চাই যে এই ব্রিটিশ ফার্মগুলিতে নতুন রিক্রুটমেন্ট হলে শুধু যে বাংলার ছেলেরা, বাংলার অধিবাসীরা কাজ পায় না, তা নয়, বাইরে থেকে রিক্রুটমেন্ট হয়। এরা বিশেষ করে ডিশক্রিমিনেটেড হচ্ছে, এই সমস্ত ফার্ম থেকে বাংলার ছেলেরা, বাংলার অধিবাসীরা ছাঁটাই হয়ে যাচ্ছে, সে সম্বন্ধে আপনাকে কিছু খবর দিচ্ছি। ইন্ডিয়ান লেবার গেজেটে মিঃ স্পীকার, স্যার, বেকারের সম্বন্ধে একটা খবর বেরিয়েছে। এই ইন্ডিয়ান লেবার গেজেটের এ বৎসর এপ্রিল মাসের সংখ্যায় আছে পশ্চিমবাংলায় রেজিস্টার্ড কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ১৯৫৬ সালে ৬৫৩,২৭২ জন ছিল; আর ১৯৫৭ সালের মধ্যভাগে এই সংখ্যা কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৬২৯,৫৫৭ জন অর্থাৎ ছয় মাসে ২৩,৭১৫ জন নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা কমে যায়। বিশেষ করে শ্রমমন্ত্রী সাত্তার সাহেবের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি। কারণ উনি যেসমস্ত খবর পরিবেশন করেছিলেন তার সঙ্গে এই সমস্ত অথরিটেটিভ খবরগুলির একটুখানি পার্থক্য আছে। ইন্ডিয়ান লেবার গেজেটে বেরিয়েছে ১৯৫৭ সালে ২৩,৭১৫ জন এমপ্লইজএর সংখ্যা কমে যায়। শ্রমমন্ত্রী কয়েক দিন আগে ১১ই জুলাই এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন রেজিস্টার্ড কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বরে ছিল ৬৮৭,৪৩৬ জন এবং গেল জুন মাসে ১৯৫৮ সালে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৭০০,৩২৩ জন। শ্রমমন্ত্রী একথা ভুলে গেলেন গত বৎসর ১৯৫৭ সালের জুন থেকে গত ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬ মাসের মধ্যে বাংলাদেশের ৫৭,৮৪৯ জন নতুন শ্রমিক কাজ পেয়েছে এই কথা তিনি বোঝাতে চান। ১৯৫৭ সালের জুন থেকে ১৯৫৮ সালের জুন অর্থাৎ গেল বছর ৭০,৭৫৮ জন নতুন কাজ পেয়েছে। এই সংখ্যা আমাদের কাছে খুব অদ্ভুত বলে মনে হয়। বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোন সামঞ্জস্য নাই। এই সংখ্যাগুলি তিনি কোথা থেকে পেলেন? সেটা তাঁর কাছ থেকে জানতে চাই? আমরা বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন থেকে, বিভিন্ন সরকারী প্রকাশিত কাগজপত্র থেকে যে খবর সংগ্রহ করছি। আমরা জানি ১৯৫৭ সালের জুন থেকে ১৯৫৮ সালের জুনের মধ্যে একমাত্র পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন

অরগানাইজড ইন্ডাস্ট্রীতে কম পক্ষে ২০ হাজার নিযুক্ত শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে। গেল ১২ই জুলাই 'ষ্টেটসম্যানে' প্রকাশ পেয়েছে লেবার কমিশনের স্যার এস, এন, ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেছেন যে এ বৎসরের মধ্যে এপ্রিল মাসের এক ঘটনা ১২টা কারখানা থেকে ২,১২৫ জন শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে এবং কয়েকটি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। যার ফলে ২,৬৩৫ জন নিযুক্ত শ্রমিক বেকার হয়েছে। ষ্টেট ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ব্যুরো থেকে প্রকাশ ১৯৫৩ সালে শহরে ও গ্রামাঞ্চলে বেকারের সংখ্যা মোটামুটিভাবে ছিল ১০ লক্ষ। সে সময়ের হিসেব অনুসারে আমরা জানি বাংলাদেশে প্রতি বছরে জন্মহার ৩ লক্ষ। এর মধ্যে ১ লক্ষ ২০ হাজার লেবার মার্কেটে আসে প্রতি বছর। বছরে যদি ১ লক্ষ ২০ হাজার হয়, তাহলে ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত এই ৫ বছরে ৬ লক্ষ কর্মপ্রার্থী জুটেছে। কাজেই ঐ ১০ লক্ষ আর এই ৬ লক্ষ মোট প্রায় ১৬ লক্ষ বেকারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে। এটা বাংলাদেশে স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাভাবিকভাবে এই সমস্ত মানুষ উৎকণ্ঠিত ও দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। কাজেই আজ পশ্চিমবাংলায় এই দুঃখদুর্দশার দিকে কিছু করুন যাতে বাংলার অসহায় অবস্থা কিছু পরিমাণে লাঘব হয়।

পশ্চিমবাংলার শহরগুলির অবস্থা আরো শোচনীয়। ষ্টেটস ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ব্যুরো ১৯৫৩ সালে যে স্যাম্পেল সার্ভে করেছিল, তাতে জানা যায় পশ্চিমবাংলার শহরসমূহে একমাত্র বেকার কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা সাড়ে চার লক্ষ। এটা স্যাম্পেল সার্ভেতে জানা গেছে। একমাত্র কলকাতায় প্রতি একশো নিযুক্ত লোকের সাথে ২৭ জন কর্মপ্রার্থী বেকার আছে। সেখানে মধ্যবিত্তের অবস্থা আরো শোচনীয়। তাদের প্রতি একশো পূর্ণ নিযুক্তের সাথে ৪৭ জন কর্মপ্রার্থী বাঙ্গালী যুবক আছে। এইরকম অসহনীয় একটা অবস্থা হয়ে পড়েছে। মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনিও বিশেষ করে এই কথাটা শুনুন—আজ বাংলার দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে বাঙ্গালী ছেলেরা দৈহিক পরিশ্রম করতে অস্বীকার করেন, দৈহিক পরিশ্রমের প্রতি তারা বিমুখ, এই কথা অনেকে বলেন, বিশেষ করে মন্ত্রী মহাশয়রা বেশী করে বলেন। বাংলার যুবকদের সম্বন্ধে যে এই কথা বলা হয় সেটা সম্পূর্ণ ভুল। যাঁরা বাঙ্গালী ছেলেদের সম্বন্ধে এই কথা বলেন, তাঁরা না জেনে বলেন। তাঁরা নিজেদের খামখেয়ালী খুশি-মত কথা বলেন। কারণ বাস্তব ঘটনায় এটা প্রমাণ করে না। কলকাতা সম্বন্ধে ষ্টেটস ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ব্যুরোর তরফ থেকে যে সার্ভে হয়েছিল, তাতে দেখা যায়, পুরুষ কর্মপ্রার্থী বেকার ১৬৮,১০০ জন, অর্থাৎ শতকরা ৭১ জন। বাঙ্গালী যুবকরা বলছে খেটে খাওয়ার কাজ পেলে, ফিজিক্যাল লেবারের কাজ পেলে আমরা সেই কাজ করতে রাজী আছি। এরপরে একথা কি করে বলা যায় যে বাংলার ছেলেরা খেটে খেতে চায় না। এই সমস্যা অত্যন্ত গভীর, স্যালো নয়, সুপারফিসিয়াল নয়। বাংলার ছেলেরা যদি কাজ নিয়ে মাঠে ঘাটে নেমে যায়, তাহলেই বাংলাদেশের দুঃখ দুর্দশা কমবে, তা নয়। মন্ত্রীরা কেউ কেউ বার্থ রেট, ইনক্রিমেন্টকে দায়ী করেন। তাঁরা বলেন মানুষ বৃদ্ধি হচ্ছে, তারা খাবে কি? তারা ইকোনমিকসের দু'শ বছরের পুরান থিওরী আওড়ে বলেন খাবারের পরিমাণ ফিক্সড, লিমিটেড, এদিকে মানুষের মুখ বেড়ে যাচ্ছে, খাবার কমে যাচ্ছে। আজকে একথা বললে আর চলবে না, আমরা দুশো বছর পেরিয়ে এসেছি।

১৯৫৬ সালে বাজেট ডিসকাসনের সময় শ্রমমন্ত্রী যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তার থেকে এটা প্রমাণ পাবে। তিনি বলেছিলেন—

"No blame can be laid on the rate of growth of population, for West Bengal's rate of growth is now the lowest in the whole of India."

সুতরাং বাংলাদেশের দুঃখ দুর্দশার একমাত্র কারণ জন্মহার বৃদ্ধি, একথা বললে চলবে না। এই সমস্ত ব্যাপার থেকে আমি এই কথা স্পষ্ট বলতে চাই যে বাংলার যে দুঃখ কষ্ট, অপূরণীয় অভাব প্রভৃতির কারণ, সেগুলি ছোট ছোট বিষয় নয়। এর প্রকৃত কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে যে সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে, সেই সম্পদের উপর বাংলাদেশের অধিবাসীদের যথাযোগ্য অধিকার নেই। বাংলাদেশে যে সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে সেই সম্পদ কন্ট্রোল করছে বিলেতি পুঁজিপতিরা এবং দেশী একচেটিয়া পুঁজিপতিরা। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে,

সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে বাঙ্গালী যুবকদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হয়, অবিচার করা হয়। এই অবিচার রোধ করা যায়; বন্ধ করা হয়, বাংলাদেশের যারা যুবক, বাংলার যারা অধিবাসী তারা যদি সুবিচার পান তাহলে নিশ্চয়ই দুঃখ কষ্ট কমে।

[4—4-10 p.m.]

এ সম্বন্ধে আমি আপনার কাছে দু-একটি খবর বলতে চাই। পশ্চিমবাংলা রাজ্যে শিক্ষিত যুবকদের সম্পর্কে যে পরিস্থিতি আজকে দেখা দিয়েছে, তা আরও ভয়াবহরূপ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের রেজিস্টারে প্রমাণ পেয়েছে। গত ১৯৫৭ সালের জুন মাসে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় পাশ বা তার বেশী শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক-যুবতীর সংখ্যা ৪০,৭৮১ জন। ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে ক্যালকুলেশন থেকে এই কথা বলেছেন, এ কথা শ্রমমন্ত্রীও বলেন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে যাঁরা নাম রেজিস্টার্ড করেন তার সংখ্যা বাস্তবে আসল সংখ্যার এক-চতুর্থাংশ। অর্থাৎ রেজিস্টার্ড যে সমস্ত নাম পাওয়া যায় বাস্তবে যারা বেকার, কর্মপ্রার্থী তাদের সংখ্যা হচ্ছে চার গুণ। সুতরাং এই ১৯৫৭ সালে এই স্কুল ফাইন্যাল এবং তার চেয়ে বেশী শিক্ষিত অথচ কর্মপ্রার্থী যুবক যুবতী তাদের সংখ্যা ছিল ৪০,৭৮১ জন। এ থেকেই ধরা যায় যে এর চার গুণ হচ্ছে আসল যারা শিক্ষিত এবং কর্মপ্রার্থী। আমরা সহজেই ১ লক্ষ ৭ হাজার ধরে নিতে পারি। ১৯৫৩ সালে স্টেট ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ব্যুরোতে অনুসন্ধান করা হয়েছিল শিক্ষিত বেকার সম্বন্ধে, সেখানেও তাঁরা বলেছেন যে স্কুল ফাইন্যাল এবং তদপেক্ষা অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি যারা কর্মপ্রার্থী তাদের সংখ্যা হচ্ছে ১ লক্ষ ২৫ হাজার। কিন্তু এই সংখ্যাটা হচ্ছে ৫ বৎসর আগেকার। আমাদের দেশে অর্থাৎ শুধু পশ্চিমবাংলায় নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা দেখলে বাংলার শিক্ষিত যুবকদের যে যোগ্যতা আছে, উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন যথেষ্ট পরিমাণে যুবক যুবতী আছে অথচ তারা যে কাজের সময় কাজ পায় না, এটাই, আমাদের কাছে আশ্চর্য্য মনে হয়। এই সম্পর্কে একট খবর আমাদের শ্রমমন্ত্রী মহাশয় শুনুন এবং মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনিও শুনুন, বাংলায় শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে কারিগরি শিক্ষাপ্রাপ্ত যোগ্যতা অর্থাৎ টেকনিক্যাল এডুকেশন বিষয়েও আলোচনা করে আমরা জানতে পারি যে, বাংলাদেশেও তার কোন কমতি নেই। সমগ্র ভারতের লোক সংখ্যার তুলনায় বাংলার লোকসংখ্যা হচ্ছে ৬;৮ ভাগ মাত্র অথচ ১৯৫৫-৫৬ সালেও কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে যে ডিগ্রী পরীক্ষা হয়েছিল, সারা ভারতে ৩৪ হাজার ৪ শত জন যুবক পাশ করেছিল এবং তার মধ্যে বাংলাদেশের যুবক পাশ করেছিল ৪,৬৫২ জন অর্থাৎ ১৩·৫ ভাগ। আর এই সমস্ত টেকনিক্যাল এডুকেশনে সার্টিফিকেট এবং ডিপ্লোমা কোর্সে সারা ভারতে পাশ করেছিল ১২৬,৮৩৩ জন আর বাংলাদেশের যুবকরা পাশ করেছিল ১,৮৮১ জন অর্থাৎ ৭;২ ভাগ। অথচ সারা ভারতীয় ক্ষেত্রে এই হারে বাংলার যুবকেরা কাজ পায়? পায় না। কেন পায় না—সে সম্পর্কে অমাদের সরকার কি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন? এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, যে এখানে এই সমস্ত যে একচেটিয়া পুঁজিপতি, ধরুন ব্রিটিশ ক্যাপিটালের প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে বর্তমানে সুপরিকল্পিতভাবে বাংলার যুবকদের ছাঁটাই করার একটা প্রচেষ্টা হচ্ছে, এবং মিঃ স্পীকার, স্যার, এ কথাও এ সম্পর্কে মনে পড়ে গেল যা আপনার কাছে বলতে চাই, এই যে বাঙ্গালী যুবকরা আজকে কোন কারণে করে খাচ্ছে, তারা যাতে বর্তমান সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় মাঝে মাঝে আমাদের বাংলা সরকারও সেইসব নীতি নেন। একটি কথা আপনার দৃষ্টিতে আমি বাংলার বিভিন্ন হাসপাতালে ডায়েট এবং বিভিন্ন [illegible] সাপ্লাই করার যে ছোট ছোট ব্যবসা ছিল বাংলার ছেলেরা সেইসব ব্যবসা করতো অল্প পুঁজি নিয়ে। সম্প্রতি এই বাংলাদেশের সরকার যে নিয়ম করেছেন তার ফলে বাঙ্গালী ছেলেরা অর্থাৎ বাংলাদেশের ছেলেরা এই ব্যবসা থেকেও সরে যেতে বাধ্য হচ্ছে, কারণ তারা নিয়ম করেছেন ৫ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স না দেখাতে পারলে তাদের টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। সুতরাং এইসব জায়গায় বাঙ্গালী ছেলেরা সরে যাচ্ছে এবং যাদের অনেক টাকা আছে বিশেষ করে বড়বাজারে মাড়য়াড়ী ব্যবসায়ীরা এইসব জায়গায় ঢুকে যাচ্ছে। এইদিকে যদি বাংলা সরকার একটু দৃষ্টি দেন তাহলে যে সমস্ত বাংলার যুবকেরা এই রকম করে তাদের জীবিকা উপার্জন

করতো তারা বঞ্চিত হবে না। ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানসমূহ, মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি জানেন যে তারা ১০ বৎসর আগে পর্যন্ত লোয়ারমোষ্ট পোষ্টগুলিতে বাংলাদেশ থেকে ছেলে রিক্রুট করতো, কিন্তু সম্প্রতি তারা তা করছে না, তারা দিল্লীর দিকে তাঁকিয়ে থাকে। দিল্লী থেকে যারা সুপারিশ নিয়ে আসতে পারে তারাই বাংলাদেশে চাকরি পায়। এবং দিল্লী থেকে বাংলাদেশের যুবকেরা যারা আছে তারা সব সময়ই প্যাট্রোনাইজেশন পায় না, সেইজন্য এই সমস্ত ফার্মে দিল্লী প্যাট্রোনাইজেড ক্যান্ডিডেট, দিল্লী রেকোমেন্ডেড ক্যান্ডিডেট এই কথাটা আজকাল খুব চলছে। বাঙ্গালীর ছেলেরা সেখানে কাজ পাচ্ছে না। এবং আরো একটা কথা বোধ হয় আপনি নিশ্চয়ই জানেন, মিঃ স্পীকার, যে বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স সম্প্রতি একটা সিক্রেট সার্কুলার ইসু করেছে, বিভিন্ন সদস্য প্রতিষ্ঠানে যে তারা যেন বাংলার ছেলেদের কাজ না দেয়। এই সম্পর্কে কি বাংলা সরকার অনুসন্ধান করবেন? এবং কিঁভাবে ডিসক্রিমিনেশন করা হয় যোগ্যতাসম্পন্ন যুবক থাকা সত্ত্বেও সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলতে চাই। জে, থমাস অ্যান্ড কোম্পানীর টি ডিপার্টমেন্টে ৮ জন এক্‌জিকিউটিভের ভিতর মাত্র একজন বাঙ্গালী। বাংলাদেশে কি এক্‌জিকিউটিভ পোষ্ট হোল্ড করার মত বিদ্বান শিক্ষিত যুবক নাই, ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানে এখন পর্যন্ত যা আছে সব সময় বিলাত থেকে লোক নিয়ে আসে, অথচ একথা জানলে সবার কাছে সবচেয়ে আশ্চর্য্য লাগে যে তারা ছ' লক্ষ ছ' হাজার টাকার ব্যবসা আরম্ভ করেছিল যার গেল বছর এক ক্যালেন্ডার ইয়ার—এপ্রিল ১৯৫৭ টু ৩১ মার্চ ১৯৫৮—এই এক বছরে ৭ লক্ষ টাকা মুনাফা লুটেছে বাংলাদেশ থেকে, বাংলাদেশকে শোষণ করে। আর বাংলাদেশের ছেলেরা জে, থমাস কোম্পানীতে কাজ পায় না। আর একটা কোম্পানী তারা টি ব্রোকারী এজেন্সি, ডালহাউসি স্কোয়ারে চায়ের ব্যবসা করে। তাদের ৪ জন এক্‌জিকিউটিভের মধ্যে একজনও বাঙ্গালী ছিল না, সম্প্রতি একজন নবাবের নাতিকে এক্‌জিকিউটিভ পোষ্টে নিয়েছে। বামা লরিতে একজনও বাঙ্গালী এক্‌জিকিউটিভ নাই। জার্ডিন অ্যান্ড হেন্ডারসন, হেড অফিসে ১৭ জন এক্‌জিকিউটিভের মধ্যে নিয়োগ করেছে মাত্র ৪।৫ জন বাঙ্গালী যুবক। লয়েডস ব্যাঙ্কের কলকাতা অফিসে সম্প্রতি ২৩ জন রিক্রুট করেছেন, তার মধ্যে মাত্র ৩ জন বাঙ্গালী অধিবাসী এবং মিঃ স্পীকার, স্যার, শুধু বৃটিশ ফার্ম নয়, মাড়োয়ারী ফার্ম যাদের একচেটিয়া ব্যবসা সেখানেও এই নীতিই চলেছে। ম্যাকলিয়ড কোম্পানীতে আমাদের অতীতের সভাপাল মহাশয় সম্প্রতি ডাঃ রায়ের সুপারিশে ডিরেক্টর নিযুক্ত হয়েছে, সেখানে সুপরিকল্পিতভাবে বাংলার ছেলেদের ছাঁটাই করা হয়েছে এবং মালিকের আত্মীয় জনকে রাজস্থান থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। আমাদের আপত্তি, মিঃ স্পীকার, বাইরে থেকে কেন নেবে, বাংলায় কি উপযুক্ত যুবক পাওয়া যায় না। যেসমস্ত পোষ্ট খালি হবে আমরা চাই সেখানে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য--চিরকালের জন্য আমরা চাইছি না—বাঙ্গালী যুবকদের নেওয়া হবে যতদিন এই অসহনীয় পরিস্থিতি থাকে, বাইরে থেকে কোন রিক্রুটমেন্ট হবে না, অন্ততঃ চেক দেওয়া হবে; ডিসকারেজ করা হবে। সম্প্রতি দার্জিলিংএ অনেক মাড়োয়ারী কোটিপতি চা-বাগান কিনে নিয়েছে, সেই সমস্ত কিনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন যে অভিজ্ঞ, পুরানো বাঙ্গালী কর্মীকে ছাঁটাই করা হয়েছে এবং দেশ থেকে রাজস্থান থেকে অল্প বয়সের তরুণ অনভিজ্ঞ যুবককে সেখানে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে চা-বাগানে গোলমাল হচ্ছে, চায়ের কোয়ালিটি খারাপ হচ্ছে। আজকে দেশের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন। বেকার সমস্যা অত্যন্ত জটিল সমস্যা এর সমাধান সোজা নয়, সে কথা জানি, কিন্ত তার সমাধানের জন্য সোস্যালিজম প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করা প্রয়োজন নাই। আমাদের দেশের সরকার যে সরকার জনসাধারণের উপর নির্ভর করে সেই সরকার যদি একটু উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করেন এখানে এবং দিল্লীতে তাহলে এই শোচনীয় অবস্থা দূর হবে। এদেরও কল্যাণ হবে। আমি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টিতে এনেছি যে বিভিন্ন মার্কেন্টাইল ফার্মগুলিতে এক্‌জিকিউটিভ পোষ্টগুলিতে যারা ৫০০ টাকা মাইনে পান তারা ইন্ডাষ্ট্রীয়াল ডিসপিউটস অ্যাক্টের কোন এডভান্টেজ পান না, তাদের চকরি উচ্চতর অফিসার ও মালিকদের খামখেয়ালের উপর নির্ভর করে, তারা খুসীমত ডিসচার্জ হয়ে থাকে—ইন্ডাষ্ট্রীয়াল ডিসপিউটস অ্যাক্টের কোন সুযোগ তারা পায় না, লেবার কমিশনারের নিকট এ্যাপিল করতে পারে না, ট্রাইবুনালেও যায় না। একথাও জানেন মিঃ স্পীকার, স্যার, এই অসুবিধার জন্য বিভিন্ন রাজ্যে আইন তৈরি হয়েছে,

আমাদের রাজ্যে এখনও হয় নি অথচ এই সমস্ত শিক্ষিত যুবক যারা কিছু কিছু এক্জিকিউটিভ পোস্টে আছেন, তারা ছাঁটাই হয়ে যাচ্ছে। যারা গভর্নমেন্টের চাকরী করে তাদের কনস্টিটিউশনে কিছু সুযোগসুবিধা এডভান্টেজ দেওয়া হয়েছে।

[4-10—4-20 p.m.]

আমাদের সরকার যদি এগিয়ে না আসতেন তাহলে অনেকে ছাঁটাই হত। আমাদের লেবার কমিশনার পর্যন্ত দেখিয়েছেন গেল এক মাসের মধ্যে কত ছাঁটাই হয়েছে। ছাঁটাইএর মধ্যেও সরকারের হস্তক্ষেপ দরকার। যদি বাংলা সরকারের সম্মতি বা এপ্রুভাল বা এই রকম কিছু দরকার হয় তাহলে বেপরোয়া ছাঁটাই হতে পারে না; এই রকম আইন করলে পর তারা কাজ থেকে বঞ্চিত হবে না। ১৯৫৫ সালে প্ল্যানিং কমিশন শিক্ষিত বেকার যুবকের সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান করেছিলেন, তাতে জানা যায় যে, ছোট এবং মাঝারি শিল্পের এমপ্লয়মেন্ট পোটেন্সিয়াল বেশি। কিন্তু ছোট ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা আছে কি না। দুঃখের বিষয় বিশেষ কিছু করা হয় নি। আমরা চাই সরকার একটা পরিকল্পনা করুন। যদি পরিকল্পনা না হয়ে থাকে তাদের কাছে বলুন, তাদের কাছে টাকা নিন। তাতে আমাদের দেশে এমপ্লয়মেন্ট পোটেন্সিয়াল বাড়বে। যদি সাবধানে সরকার সেদিকে অগ্রসর হন তাহলে বাংলাদেশের অধিবাসীগণের দুঃখ দুর্দশাও লাঘব হয়ে যায়।

প্রতি বৎসর বাংলাদেশ থেকে ১১·৫ কোটি টাকার পাট রপ্তানী হয়ে থাকে। কিন্তু যাঁরা শিল্পপতি তাঁরা অবাঙ্গালী কোটিপতি, একচেটিয়া ব্যবসাদার, এ শিল্প তাঁদেরই কুক্ষিগত। সেখানে শিক্ষিত বাঙ্গালীরা কাজ পায় না। এ সম্বন্ধে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। চা ব্যবসায়েও ঠিক এই ব্যাপার। চা ব্যবসায়ে বৃটিশ কোম্পানীর ছেলেরা কাজ পায়, কিন্তু আমাদের চা এবং পাট শিল্প—যা বাংলার একচেটিয়া শিল্প—সেখানে যদি বাংলাদেশের যুবকেরা নিযুক্ত হন এবং সেজন্য সরকার যদি ব্যবস্থা করেন, তাহলে দুঃখ দুর্দশা কিছু কমবে। ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রেডার্স এসোসিয়েশন সরকারের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেছেন। তাতে তাঁরা বলেছেন ছোট ছোট শিল্প ধ্বংসের পথে। সরকার যদি সেদিকে দৃষ্টি দেন এবং দৃষ্টি দিয়ে সেগুলি প্যাট্রোনাইজ করেন বাংলাদেশের ছোট ছোট শিল্পজাত দ্রব্য যদি সরকারী এবং আধাসরকারী যেসব বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে, তারা যদি ব্যবহারের নির্দেশ দেন তাহলে ছোট ছোট ব্যবসা বেঁচে থাকতে পারে। ১৯৫৫ সালে প্ল্যানিং কমিশন শিক্ষিত বেকার যুবকদের জন্য যে চেষ্টার কথা বলেছিলেন তাতে আমরা বলেছিলাম যে বর্তমান অসহায় পরিস্থিতিতে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম যে এখানে যে কর্ম খালি হবে সেখানে যেন বাংলার অধিবাসীদের অন্ততঃ শতকরা ৬০ ভাগ রিজার্ভ থাকে। এটা চিরকালের জন্য আমরা চাই না, চিরকালের জন্য তা বলব না। তবে বাংলাদেশে যারা দীর্ঘ দিন কাজে নিযুক্ত আছে, তাদের দূর করে দাও তাও বলব না। শুধু এটুকু বলব যে ভবিষ্যতে যেসব কাজ হবে ইংরাজ ফার্ম আছে বা অন্য ফার্ম বাংলাদেশে যা খোলা হবে সেগুলিতে শতকরা ৬০টা কাজ যেন বাঙ্গালীদের জন্য রিজার্ভ থাকে। আর একটা কথা যে বাংলার নেইবারিং স্টেট সকল থেকে দরিদ্র মানুষেরা ছুটে ছুটে বাংলাদেশে আসে; সেখানেও ত কংগ্রেস গভর্নমেন্ট—তাঁরা একটা সুপরিকল্পিত স্কীম কোরে সব দেশেই এমপ্লয়মেন্ট পোটেন্সিয়াল বাড়াবার চেষ্টা করেন, তাহলে বাংলাদেশের বাহিরের লেবার ছোট ছোট কাজের জন্য ছুটে আসবে না। আশা করি সরকার এ সম্বন্ধে দৃষ্টি দেবেন এবং এর গুরুত্ব কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করবেন।

Sj. Syamadas Bhattacharyya: Sir, I beg to move that—

(i) in line 1, for the word "alarming", the word "continuous" be substituted;

(ii) in lines 2 and 3, the words beginning with "and the growing threat" and ending with "as a whole" be omitted;

(iii) in lines 3 to 7, for the words beginning with "is of opinion" and ending with "sons of the soil", the following be substituted, viz.,—

"urges upon the State Government a quick completion of the enquiry and an early representation to the Union Government as proposed in the Resolution passed by this Assembly on the 6th December, 1957".

স্যার, এই সংশোধন প্রস্তাবের পক্ষে বলতে গিয়ে আমি প্রথমে প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় যে সমস্ত যুক্তি তর্কের অবতারণা করেছেন এবং যে তথ্য পরিবেশন করেছেন, তার সঙ্গে মোটামুটি মতৈক্য আছে, এই কথাই বলতে চাই। তবে প্রস্তাব সম্পর্কে বলবার কথা এই যে যেখানে তিনি বলছেন যে শুধু ৬০ ভাগ বাংলাদেশের অধিবাসীদের জন সংরক্ষিত থাকার কথা আমি সেখানে বলছি যে ৬ই ডিসেম্বর ১৯৫৭ সালে বিধানসভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, সেই প্রস্তাব অনুসারে যত শীঘ্র কাজ করা যায় তার জন্য সরকার যেন সচেষ্ট হন। আমি এখানে ৬ই ডিসেম্বর ১৯৫৭ সালে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তা পড়ে দিচ্ছি—

"Resolved that this Assembly views with concern that although there is growing unemployment in this State, the industrial and commercial concerns operating here are reported to be following a discriminatory policy in matters of employment by inter alia not employing even qualified people of this State in sufficient numbers and urges the State Government to make appropriate enquiries about this state of affairs and make suitable representations in this behalf to the Union Government."

মাননীয় স্পীকার মহাশয়! আমি একথা সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করি যে বাংলাদেশের অধিবাসী যুবক আমি বাঙ্গালী এই কথা বলে কোন প্রাদেশিকতার ধুয়া তুলতে চাই না, আমি বলতে চাই যে বাংলাদেশের অধিবাসী যুবক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে সুপরিকল্পিতভাবে বিতাড়িত হচ্ছে, এর যথেষ্ট প্রমাণ আছে, এবং বিগত আলোচনায় এইসব তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। অজ বহু বাঙ্গালী শিক্ষিত ও উপযুক্ত যুবক—বাংলাদেশের অধিবাসী যুবক—কর্মহীন হয়ে দুর্দশাগ্রস্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এত নিতাই দেখতে পাচ্ছি। বিভিন্ন শিল্পের জন্য বাংলাদেশ বিখ্যাত। কিন্তু চা শিল্প, পাট শিল্প, বস্ত্র শিল্প—এইরকম বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের সংখ্যা যদি অনুসন্ধান করি তাহলে দেখতে পাই যে সেইসব জায়গায় বাংলা-দেশের অধিবাসীদের সংখ্যা অনেক কম। কেবলমাত্র ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে বাঙ্গালী যুবকদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি। এ কথা ঠিক যেমন মোটামুটি কর্মসংস্থান হয়েছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে মেট বেকারের সংখ্যাও বেড়েছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জাতীয় জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করবার জন্য এবং কর্মসংস্থানের জন্য বিরাট ও ব্যাপক প্রচেষ্টা করা হয়েছে, একথা সবাই জানে।

[4-20—4-30 p.m.]

কিন্তু মনে রাখা দরকার যে শুধু বর্তমানে মান রক্ষা করতে গেলে, জীবনযাত্রার মান অক্ষুন্ন রাখতে গেলে—প্রায় ৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকার মতন মূলধন লগ্নী করা দরকার। যদি জীবনযাত্রার মান দ্রুত উন্নয়ন করতে হয়, তাহলে এই লগ্নীর পরিমাণ আরও বাড়াতে হবে। কিন্তু এটা আমাদের আয়ত্তাতীত। একদিকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দ্বারা নব নব ক্ষেত্রে কর্ম সৃষ্টি হচ্ছে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হচ্ছে, অন্য দিকে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হচ্ছে। আমাদের বাংলাদেশে প্রচুর উদ্বাস্তু ভাইবোন সমাগমের জন্য আমাদের এখানে বেকার সমস্যা অনেক বেড়ে গেছে। প্ল্যানিং কমিশন বলেছেন আমাদের ১·২৫ পার এনাম জনসংখ্যা বৃদ্ধি হবে এবং এই অনুমানের উপর তাঁরা তাদের পরিকল্পনা করেছেন। কিন্তু অশোক মেহেতা কমিটির রিপোর্ট এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার সাম্প্রতিক প্রকাশিত বুলেটিনে দেখেছি যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ প্ল্যানিং কমিশনের অনুমান অপেক্ষা অনেক বেশি হবে এবং সম্ভবত শতকরা ২ হওয়া সম্ভব। এই অবস্থা হলে বলা যেতে পারে যে আমাদের দুই-ই চলছে। অর্থাৎ একদিকে নব নব অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান করবার চেষ্টা আর একদিকে দ্রুত জনসংখ্যা

বৃদ্ধির ফলে যে সমস্যা হচ্ছে সে সমস্যা কঠোর। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি সেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে সমস্ত সেকটারে আমাদের পশ্চিমবাংলার অধিবাসীদের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এই ব্যাপারে শুধু শতকরা ৬০ জন কেন, আমি মনে করি ৬০ জনের বেশি লোক প্রতিটি সেকটারে কি প্রাইভেট সেকটার কি পাবলিক সেকটার —কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। বাস্তবিক পক্ষে বেকার সমস্যা অতি বিরাট ব্যাপক এবং জটিল সমস্যা এবং এই সমস্যার সহজ সমাধানের উপায় নেই। সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিপুল বেকারের সমাবেশ আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি। শুধু চাকরির দিক থেকে প্রস্তাবক মহাশয় যে ইঙ্গিত করেছেন আমি তাঁর সঙ্গে একমত নই, কারণ আমি বলতে চাই যে বেকার সমস্যার সমাধান করতে গেলে আমাদের শিল্পোন্নয়নের দিকে অধিকতর দৃষ্টি দিতে হবে। অবশ্য এই ব্যাপারে বড় বড় কলকারখানা স্থাপন করে শিল্পোন্নয়নের পথ আমাদের পক্ষে নয়, কারণ উপযুক্ত পরিমাণ মূলধন আমাদের নেই। সেজন্য আমার বক্তব্য হচ্ছে যাতে কুটির শিল্প এবং ছোট ছোট শিল্প স্থাপন করে বেকার সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা যেতে পারে, তার জন্য আমাদের বিশেষ সচেষ্ট হতে হবে। আজ একথা ঠিক যে সর্বরকম কাজের জন্য বাংলাদেশের যুবক সম্প্রদায় প্রস্তুত আছে বলে আমি মনে করি। একসময় দুর্নাম ছিল যে বাংলাদেশের যুবকরা বাবুগিরি কাজ করতে চায়, তাড়াছা অন্য কোন রকম কঠোর শ্রমসাধ্য কাজ করতে তাঁরা অনিচ্ছুক—এখন তাঁদের সেই গ্লানি দূর হয়েছে। আজ বাংলাদেশের যুবকেরা সর্বপ্রকার কঠোর শ্রমসাধ্য কাজ করবার জন্য অগ্রসর হয়েছেন, সেজন্য আমি বাংলা-দেশের বর্তমান যুবক সম্প্রদায়কে অভিনন্দিত করি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি বলবো যে বাংলাদেশের যুবকদের কর্মশক্তি রয়েছে, তাঁদের যোগ্যতা রয়েছে তাঁরা যাতে কলকারখানায় উপযুক্ত পরিমাণে কর্ম পেতে পারেন, তার জন্য সকল দলের নেতাদের চেষ্টা করতে হবে। আমরা দেখি নানারকম বিভ্রান্তিকর প্রচারের দ্বারা অনেক সময় এমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয়, যা তাঁদের কর্মসংস্থানের পক্ষে অনুকূল নয়। এমন কথাও শুনি যে তাঁদের নিয়োগকালে নিয়োগকারী ভয় পান যে হয়ত বিপদ হবে—হয়ত এমন একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হোতে পারে যাতে তাঁদের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমি বলবো আজকে এমন একটা সময় এসেছে যখন সর্বপ্রকার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি বন্ধ রাখতে হবে। এই প্রসঙ্গে আমি কেরালায় সম্প্রতি যা চুক্তি হয়েছে বিড়লা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার কথা উল্লেখ করতে চাই। সেখানে কেরালা সরকার এই আশ্বাস দিয়েছেন যে কোনপ্রকার বিশৃঙ্খলা শিল্পের ক্ষেত্রে বরদাস্ত করা হবে না এবং শিল্প পরিচালনার ব্যাপারে তাঁরা কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করবেন না এবং কোনরকম অবাঞ্ছিত অবস্থার উদ্ভব হোতে দেবেন না। আমি বলতে চাই আমরাও এখানে বিভিন্ন দলের দায়িত্বশীল ব্যক্তি আছি, আমাদেরও সেই প্রকার মনোভাব অবলম্বন করা উচিত। আমাদের দেশে দ্রুত শিল্পবিস্তার করা প্রয়োজন এবং দ্রুত শিল্প বিস্তারের পথে জীবনযাত্রার মান সহজেই উন্নয়ন করা সম্ভব হবে। কিন্তু দ্রুত শিক্ষা বিস্তারের পথে যে প্রধান বাধা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবার প্রচেষ্টা, সেই প্রচেষ্টাকে সর্বপ্রকারে নিরুৎসাহ করতে হবে। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি শুধু এই কয়েকটি কথা বলে আমার সংশোধনী প্রস্তাব এই সভার সামনে উপস্থিত করছি এবং আমরা ৬ই ডিসেম্বর যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলাম তাতে রাজ্য-সরকারকে এ সম্পর্কে দ্রুত অনুসন্ধান কার্য সমাপ্ত করে ইউনিয়ন সরকারের কাছে আমাদের আবেদন জানানোর কথা বলছিলাম, সেই অনুসন্ধান কার্য যাতে শীঘ্র সমাপ্ত হয় এবং আমাদের বাংলাদেশের যুবকদের দাবি, বাংলাদেশের অধিবাসীদের দাবি যাতে পরিপূর্ণ হয়, তার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করা হবে—আমি এই আশা করি।

[4-30—4-40 p.m.]

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, যতীন চক্রবর্তী মহাশয় বেকার সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে যে প্রস্তাব এই সভায় উপস্থিত করেছেন সেই প্রস্তাবের উপর আমার ৪টি সংশোধনী প্রস্তাব আছে, এগুলি সম্বন্ধে আমি পরে বলব। বেকার সমস্যা সম্বন্ধে আমি আগে সাধারণভাবে কয়েকটি মন্তব্য করতে চাই। এই কথাটা শুনে হয়তো অনেকে অবাক হয়ে যাবেন যে পশ্চিম-বাংলার যত কাজ আছে যেসব কাজে কায়িক পরিশ্রম লাগে এবং কারিগরি নৈপুণ্যের প্রয়োজন

এবং মানসিক বুদ্ধির প্রয়োজন সেইসব কাজই যদি আজকে বাঙ্গালীরা করতে পারত তবে বাংলাদেশে বেকার সমস্যা বলতে কিছু থাকত না। কিন্তু বর্তমানে এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছে যে, যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো উপরে কত ধরণের কাজের কথা বলা হল, বড় বড় শ্রমশিল্প ও কলকারখানার কাজ এবং ব্যবসা বাণিজ্যের কাজ সবই প্রায় অবাঙ্গালীর হাতে। কলকারখানায় শ্রমের কাজ অধিকাংশই অবাঙ্গালীরা করে। তারপর মুচি, মেথর, ধোপা, ও রাজের কাজ করে তারা। রিকশাওয়ালা, গরুর গাড়ী ও মোষের গাড়ীওয়ালা এবং যারা ইট খোলায় কাজ করে ইত্যাদি সবাই অবাঙ্গালী। মোটর ড্রাইভার, লরি ড্রাইভার, বাস ড্রাইভার, ট্যাক্সি ড্রাইভার এদের অধিকাংশই অবাঙ্গালী। ষ্টেশনে, শুধু শিয়ালদহ ও হাওড়া ষ্টেশনে নয়, মফঃস্বলের ষ্টেশনেও, এমন কি চাকদহ ষ্টেশনেও দেখা যাবে সব অবাঙ্গালী পোর্টার। তারপব কলকাতায় একটা অদ্ভুত জিনিস দেখছি অলিতে গলিতে রেষ্টুরেন্ট খোলা হচ্ছে, যারা এইসব চালাচ্ছে তারা প্রায় সবই অবাঙ্গালী, অথচ আমাদের তরুণ তরুণীরা সেখানে বসে খাচ্ছে। এটা অত্যন্ত দুঃখ ও লজ্জার কথা। এভাবে সারা বাংলাদেশে, শুধু কলকাতায় নয়, শুধু কলকারখানায় নয়, সুদূর পল্লীঅঞ্চলেও এই জিনিস বেড়ে চলেছে। এইরকম করে বেকার সমস্যা বাংলাদেশে বেড়ে চলেছে। সে সমস্যা যে কত ব্যাপক, কত বিস্তৃত তার পূর্ণ ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফিগার্স দেওয়া সম্ভব নয়। যতীন চক্রবর্তী মহাশয় বেকার সমস্যা সম্বন্ধে অনেক তথ্য দিয়েছেন। আমি নিজেও কিছু সংগ্রহ করেছি। কিন্তু এসব তথ্যই ভ্রমাত্মক। বাংলাদেশে কমবেশি শতকরা ৭৫ জন পল্লী অঞ্চলে বাস করে। এদের মধ্যে কারুর সামান্য জমি আছে, কারুর কিছু বেশি জমি আছে। কেউ সেই জমিতে তিন মাস, কেউ ছয় মাস কাজ করে। বার মাস জমিতে কাজ করতে পারে এমন লোকের সংখ্যা খুব কম। আমিত আগেই বলেছি বাংলাদেশের এই বিপুল বেকার সমস্যার ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফিগার্স দেওয়া সম্ভব নয়। এবং তার দ্বারা এই সমস্যার সমাধান করাও যাবে না। আমি হিসাব করে দেখেছি বাংলাদেশে যা কাজ আছে তা সব যদি বাঙ্গালীরা করে ঠাকুর, চাকর ও ঝি-এর কাজ থেকে আরম্ভ করে তাহলে বাংলাদেশে বেকার সমস্যা বলে কিছুই থাকত না। এর মধ্যে প্রাদেশিকতার কিছু নাই। আপনি অন্যত্র যান, বিহারে যান, উড়িষ্যায় যান, বোম্বে যান, সেখানে এই জিনিস দেখতে পাবেন না। বোম্বেতে মারাট্টিরা শ্রমের কাজ করে। মাড়োয়ারী ও গুজরাটি মালিক হতে পারে। পৃথিবীর মধ্যে বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যেখানে স্থানীয় লোকেরা এইসব কাজ করে না। আমি যখন বাংলাদেশের লেবার অ্যান্ড কমার্স মিনিষ্টার ছিলাম তখন ভেবেছিলাম এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য অনেক টাকা খরচ করব। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াও আমাদের প্ল্যান করতে বলেছিলেন। কিন্তু বেকার সমস্যা দূর হবে কি করে? একটা কারখানা হলে যদি ৫ হাজার কর্মীর মধ্যে সাড়ে চার হাজারই অবাঙ্গালী হয়, তাহলে বাংলাদেশের বেকার সমস্যার সমাধান কি করে হবে? বাঙ্গালীর যত দুঃখ যত কষ্ট তার সকলের মূল হচ্ছে এই বেকার সমস্যা। আজকে দেশের মধ্যে হাহাকার পড়ে গিয়েছে—জিনিষপত্রের দাম অস্বাভাবিক-ভাবে বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু আজকের এই হাহাকারও থাকত না যদি না একটি পরিবারে একজনের উপার্জনের মুখাপেক্ষী হয়ে আর সব না থাকত। যদি সকলেই কাজ করতে পারত তবে এই দারুন হাহাকার আজকে থাকত না। সুতরাং যদি আমরা চাই বাঙ্গালীর দুঃখ কষ্ট কমুক, বাঙ্গালীর গ্লানি দূর হোক, তবে সর্বপ্রথমে আমাদের এই বেকার সমস্যা দূর করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। কিন্তু কি উপায়ে? বড় বড় কলকারখানা করলেই বেকার সমস্যা দূর হবে না। কিন্তু কলকারখানাও দরকার; আজ কাল বড় বড় কলকারখানা ছাড়া চলে না। এটা স্পুটনিক এজ—বৈজ্ঞানিক উপায় আমাদের কি যে না করতে হবে তার ঠিক নাই। কিন্ত র‍্যাশনালাইজেশন আধুনিকীকরণের মানে কি? কম লোক দিয়ে বেশী কাজ করানো। যেখানে ৫ হাজার লোক বর্তমানে কাজ করে সেখানে ৫০০ লোক দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া হবে। কিন্তু এতে তো আমাদের বেকার সমস্যার সমাধান হবে না। এর দ্বারা আমাদের সমস্যা আরও গভীর ও ব্যাপক হবে। আমি একথা বলছি না বলব'ব আমার দরকার হবে না একটা আধুনিক ষ্টেটএর পক্ষে কলকারখানা অপরিহার্য। কিন্ত এটাও আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে তার দ্বারা বেকার সমস্যার সমাধান হবে না। বেকার সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হচ্ছে মিডিয়াম সাইজ স্মল স্কেল ও কটেজ ইন্ডাষ্ট্রী প্রতিষ্ঠা করা। আর যদি আমাদের বেকার সমস্যা দূর করতে হয় তাহলে যত ধরণের কাজ

আছে সব বাঙ্গালীর করতে হবে। এটা যদি আমরা সকলে মিলে করতে পারি। যদি আমরা এই স্লোগান তুলতে পারি, হে বাঙ্গালী, এসো আমরা সকলে মিলে সব কাজ করি, কোন কাজ করতে পারি না একথা না বলি, তবে আমাদের বেকার সমস্যা দূর হতে পারে।

[4-40—4-50 p.m.]

কিন্তু শুধু একথা বললেই হবে না তোমরা কাজ কর। বাংলাদেশ তোমাদের দেশ, তোমার দেশের জন্য কাজ কর—এ কথা বললেই যথেষ্ট হবে না। আমি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই জিনিষটা বুঝিয়ে দিতে চাই। কলকাতার বন্দরে প্রায় ৫০ হাজার জাহাজী কাজ করে। এক সময় ছিল যখন আমি ক্যালকাটা সিমেনস্ ইউনিয়নের সভাপতি ছিলাম, তখন আমি দেখেছি জাহাজীরা সব অন্য দেশের লোক। যখন স্বাধীন বাংলার শ্রমমন্ত্রী হলাম তখন প্রথমে আমার দৃষ্টি এদিকে গেল। একটা দেশ যেমন ইংল্যান্ডের যত জাহাজী তারা যদি বেলজিয়ান হতো, ফ্রান্সের সি-মেন বা যদি ডাচ হতো—তাহলে কি অবস্থা হতো? এই যে ৫০ হাজার জাহাজী যারা সবাই অবাঙ্গালী এবং বঙ্গ-বিভাগের ফলে অভারতীয় অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের। বঙ্গ-বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে নানান ধরণের লোক আসতে লাগলো। তারা গোপন আন্দোলন চালাতে লাগলো. বিদ্রোহের কথা বলতে লাগলো। আমি ঘাবড়ালাম না। আমি বুঝেছিলাম বাংলা এবং বাঙ্গালীকে যদি বাঁচাতে হয়, তাহলে অভারতীয় জায়গায় ভারতীয় জাহাজী নিয়োগ করে এই জাহাজী সমস্যার সমাধান আগে করতে হবে। তাই আমি বিভিন্ন দেশের জাহাজের ক্যাপটেনদের ডেকে পাঠালাম, তাদের সঙ্গে পরামর্শ করলাম। তারা আমার মত সমর্থন করল। ভারত গভর্নমেন্টও আমায় সমর্থন করল। জাহাজীর কাজ শিখানোর জন্য জাহাজ দরকার। সুতরাং এ উদ্দেশ্যে একখানা জাহাজ ঠিক করতে হবে। শিক্ষার্থী যুবক খুঁজে বার করবার জন্য একজন রিক্রুটিং অফিসারও নিয়োগ করা হল। বাঙ্গালী তরুণেরা জাহাজীর কাজে শিক্ষিত হতে লাগলো। ফলে এক বছরে ৫ হাজার জাহাজী বাঙ্গালী হয়েছে। ৫০ হাজার অবাঙ্গালী জাহাজীর তুলনায় এ সংখ্যা কিছুই নয়। তবে যে উদ্যম সহকারে কাজ আরম্ভ করেছিলাম, সেই উদ্যম সহকারে যদি এই গভর্নমেন্ট কাজ করতেন, তাহলে আমি দৃঢ়তা সহকারে বলতে পারি এতদিনে ১৫।২০ হাজার জাহাজী বাঙ্গালী হতে পারত। কিন্তু তা হয় নি।

খিদিরপুর ডকে দেখা যায় অবাঙ্গালী কুলিরা মাথায় ৩।৪ মণের বস্তা বইছে। বাঙ্গালীকে বললে তারা বইতে পারবে? নিশ্চয়ই পারবে না। ভাবতে হবে কি করলে বাঙ্গালীরা ডকে কাজ করতে পারবে। সেজন্য নতুন উপায় উদ্ভাবন করতে হবে, মাথায় না তুলে অন্যভাবে যাতে মাল নিতে পারা যায় সে ব্যবস্থা করতে হবে। কলকাতায় ২০ হাজার রিকসাওয়ালা আছে। এদের একজনও বাঙ্গালী নয়। মফঃস্বলে সাইকেল রিকসা আছে, সে সবে অনেক বাঙ্গালী কাজ করে। কিন্তু সাধারণ রিকসা টানার ক্ষমতা তাদের নেই। বাঙ্গালীরা যাতে সাধারণ রিকসাও চালাতে পারে সে ব্যবস্থাও করতে হবে। সাধারণ রিকসার সঙ্গে মোটর লাগিয়ে যদি দেওয়া যায়, তবে বাঙ্গালীরা চালাতে পারে। আজ কাল কলকাতায় মোটর রিকসাও আছে—তবে তার সংখ্যা কম। মোটর রিকসা হলে বাঙ্গালী সহজে চালাতে পারবে। শুধু বললেই হবে না তোমরা কাজ কর। তোমরা কাজ কর। তাদের শারীরিক শক্তির কথাও ভাবতে হবে। এবং সেই অনুসারে কাজ দেবার জন্য গভর্নমেন্টকে উদ্যোগী হতে হবে। এটা গভর্নমেন্টের দায়িত্ব। কিভাবে ব্যবস্থা করা সম্ভব। সেজন্য শ্রমমন্ত্রীকে ভাবতে হবে, মুখ্যমন্ত্রীকে ভাবতে হবে—দিনের পর দিন ভাবতে হবে। তার জন্য ওয়েজ অ্যান্ড মিনস ডিভাইজ করতে হবে। ৫।৬ বছরের ভেতর সব কাজ যাতে বাঙ্গালীরা করতে পারে. তাঁদের সেইভাবে কাজ করতে হবে। তাহলে বাংলাদেশের বেকার সমস্যার সমাধান হবে, না হলে হবে না।

পশ্চিমবাংলার বেকার সমস্যা অনেক গভীর, এবং তা সমাধান করতে গেলে সকলকে বলতে হবে যে সমস্ত প্রকার কাজ আমরা করবো, তবেই বেকার সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারবো। যদি এইভাবে কাজ করতে পারি, তাহলে অল্প সময়ের মধ্যে দেখতে পাবো দেশের

চেহারা বদলে গিয়েছে। ডালহাউসী স্কোয়ারে কেরানীগিরি বা রাইটার্স বিল্ডিংসে কেরানী-গিরি যদি পাই, কিম্বা একটা মাস্টারি পাই প্রাইমারী স্কুলে বা সেকেন্ডারী স্কুলে, তাহলে বর্তে যাই, আর প্রফেসরী পেলেত কথাই নেই—এই হল আমাদের ছেলেদের এমবিশন। ১৯০৪ সনে যে সনে আমি এন্ট্রাস পরীক্ষা দিই সে সনে প্রায় ৮ হাজার ছাত্র এন্ট্রাস পরীক্ষা দিয়েছিল। এ বছর ১২৫,০০০ ছেলেমেয়ে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়েছে। এদের কথা চিন্তা করতে হবে। এদের আমরা কোথায় কি কাজ দেবো, সেদিকে সরকারের মোটেই দৃষ্টি নেই। কোন্ ছেলের দ্বারা কোন্ কাজ সম্পন্ন হতে পারে, তা ভাবতে হবে। ছেলেদের শুধু কোমল কাজ করলেই চলবে না। তাদের এমনভাবে মানুষ করে গড়ে তুলতে হবে, যাতে তারা সব ধরণের কাজ, শক্ত কাজও করতে পারে। সেকেন্ডারী এডুকেশন সংস্কার করার কথা হচ্ছে। সেখানে আমাদের ভাবতে হবে কিভাবে আমাদের তরুণ ছেলেদের শিক্ষা দিয়ে সত্যিকার শিক্ষিত করা যায়। শুধু কেরানীগিরি করবার জন্য তাদের শিক্ষিত করলে চলবে না। বাংলাদেশে যত রকম কাজ আছে, সে মাঠে, ঘাটে, রাস্তায়, যেখানেই হোক না সব কাজ তারা করবে, এইভাবে যদি শিক্ষা দিতে পারি, তবেই বাংলাদেশ আবার সোনার দেশে পরিণত হবে। অনেকে বলে থাকেন—বঙ্গ জননী কাঙ্গালিনী। একথা শুনে আমার ভীষণ রাগ হয়। কিছু দিন আগে চাকদহে প্রাইমারী স্কুল টিচার্স কনফারেন্স হয়। সেখানে প্রাইমারী স্কুল টিচার্স-দের একজন উদ্বোধন সঙ্গীত করলেন। সেই সঙ্গীতে বঙ্গ জননীকে কাঙ্গালিনী বলে সম্বোধন করা হয়েছে। শুনে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল। রাগও হলো। কেন আমরা নিজেদের এত ছোট করে দেখি। কেন আমরা সোনার বাংলার কথা ভাবি না, বলি না? বাংলা সোনার দেশ। সেই সোনা বর্তমানে আমরা ভোগ করি না—অবাঙ্গালীরা ভোগ করে। এদেশের রূপাও আমরা ভোগ করি না। তাও শ্রমিকরূপে অবাঙ্গালীরা ভোগ করে। আমরা তামাটুকু নিয়ে খাওয়াখায়ি করছি। আমাদের আজকে সোনার দিকে দৃষ্টি নেই। এই এমবিশন আজ আমাদের নেই যে দেশের সোনার ১৬ আনা না হলেও, অন্তত ১৪ আনা আমরাই ভোগ করবো। একথা আজ আমরা কয়জন বাঙ্গালী ভাবি? আমরা কি কখনও ভাবি ঐ বিড়লার মতো বড় হব? আই, এ, এস, ডবলিউ, বি, সি, এস, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একটা বড় চাকরি করবো কিম্বা রাইটার্স বিল্ডিংস বা আর কোথাও একটা কেরানীগিরি করবো, এই চিন্তা নিয়েই আমরা আছি। এইভাবে একটা জাতি গঠিত হতে পারে না। আমাদের প্রত্যেকের, বিশেষ করে লিডারদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করতে হবে। এটা প্রাদেশিকতার কথা নয়। বিহারে বিহারীরাই বেশির ভাগ কাজ করে। আর আমরা এখানে তা পারি না, আমরা অক্ষম হয়ে গিয়েছি। এ কথার মধ্যে কোন প্রাদেশিকতা নেই। আমি বলছি বাংলাদেশে অন্ততঃ শতকরা ৮০ ভাগ কাজ বাঙ্গালীদের হাতে থাকা উচিত। বাংলাদেশের কাজ যদি বাঙ্গালী না করে অবাঙ্গালী করে তাহলে বাঙ্গালী বাঁচবে কি করে? এর মধ্যে প্রাদেশিকতা নেই। আজ বিহারে যদি সব কাজ অবিহারীরা করে, ইংলন্ডে সব কাজ যদি বেলজিয়ামরা করে; রাশিয়ার সব কাজ যদি হাঙ্গারীয়ানরা করে, তাহলে সমস্যা সমাধান হতে পারে না। যদি প্রত্যেকটি কাজ না'ও করতে পারি; অন্ততঃ ৮০ পারসেন্ট কাজ আমাদের করতেই হবে। একাজ শুধু মুখে বললেই হবে না, রিজলিউশন পাশ করলেই হবে না কিম্বা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বক্তৃতা দিলেই হবে না। সেই জন্য আমি আমার প্রস্তাবে রেখেছি যে শুধু কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টকে বললেই হবে না। যে কথা যতীনবাবু তাঁর প্রস্তাবে বলেছেন যে,

for taking such measures Union Government should be approached immediately.

ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের কাছে নিশ্চয়ই এ্যাপ্রোচ করতে হবে। কিন্তু এখানে আমি এ্যাড করতে চাই—

the Government of Bengal and the State Government should take initiative.

[4-50—5 p.m.]

স্টেট গভর্নমেন্টকে এই কাজ করতে হবে। আমি বলেছি ৬০ পারসেন্টএর জায়গায় ৮০ পার-সেন্টের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আমাদের আছে। খাটালের লোকসংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার হবে।

এরা সব অবাঙ্গালী। বাঙ্গলার বাইরে থেকে এসে কলিকাতায় দুধ সরবরাহ করে। কি করে বাঙ্গালী বাঁচবে? বেকার সমস্যা বলে খালি চিৎকার করলেই কি বেকার সমস্যার সমাধান হবে? বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য গভর্নমেন্টই দায়ী, একথা সরকার উড়িয়ে দিতে পারেন না। আমি যখন মন্ত্রী ছিলাম তখন আমি দিনরাত্রি চিন্তা করতাম কি করে নূতন নূতন ওয়েজ অ্যান্ড মিনস ক্যান বি ডিভাইসড। আর একটা কথা বলেছি অবশ্য দি প্রেসেন্ট গভর্নমেন্ট নোস ইট—যে আমরা যে বেঙ্গলী ইয়ুথসের কথা বলি তার মানে—
Bengalee youth of all sections, whether they be in the villages or whether they be in the towns Bengalee youth of all section, whether high or low.
সকলের জন্যই আমাদের কাজের ব্যবস্থা করে দিতে হবে এবং এই ব্যবস্থা করার দায়িত্ব গভর্নমেন্টের। এখানে আর একটা কথা এ্যাড করেছি ইনক্লুডিং দোজ দ্যাট রিকোয়ার হার্ড লেবার, শুধু কোমল কাজের নয়, কঠিন কাজেরও শতকরা আশি ভাগ আমাদের করতে হবে।

Sj. Sisir Kumar Das:

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, আজকে এই যে বেকার সমস্যা সম্বন্ধে যে আলোচনা হচ্ছে, সেই বাঙ্গালী বেকার সমস্যা সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমেই আমাকে এইটা বলতে হয়, যে গণতন্ত্রবাদের উপর আমাদের বর্তমান সুরকার প্রতিষ্ঠিত, যদিও তাঁরা মুখে বলেন যে তাঁরা সমাজতন্ত্রের পথে চলছেন, কিন্তু এটা ধনতন্ত্রবাদেরই একটা নাম মাত্র। এখানে তাদের বেকার সমস্যা সমাধান করার কোন ক্ষমতা নেই। করতেও পারে না। এর কারণটা জানা দরকার। ধনতন্ত্রবাদ যে দোশ আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় দেশ আমেরিকা ইউ, এস, এ। সেখানে দেখতে পাচ্ছি তাদের রিসোর্সেস সবচেয়ে বেশি। মেকানিজেশন অব এগ্রিকালচার বেশি, তাদের জনসংখ্যা খুব কম, তাদের মেকানিজেশন অব ইন্ডাষ্ট্রীজ সবই রয়েছে, তবুও দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেক ৫ বৎসর অন্তর বেকার সমস্যা একটা ব্যাপকভাবে দেখা দেয়, এবং সব সময়েই কিছু সংখ্যক বেকার থাকে শতকরা ৫ পারসেন্ট বেকার থাকে, এটা ১১ পারসেন্ট, ১৩ পারসেন্ট হয়ে যায়, যখন একটা ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস কিম্বা ট্রেড সাইকেল আসে। আমেরিকা ধনতান্ত্রিক দেশ তবুও সেখানে বেকার সমস্যা রয়েছে, কারণ সেখানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নি। সমাজতন্ত্রের মূল কথাই হচ্ছে, যে সমস্ত ধনসম্পদ উৎপাদন হয়, সেটা রাষ্ট্রায়ত্ত হয় এবং সেটা যদি রাষ্ট্রায়ত্ত হয় তাহলে সমস্ত লোকের মধ্যে তা ভাগ করে দেওয়া হয়, তখনই এই সমস্যার সমাধান হয়, তাছাড়া এই সমস্যার সমাধান হয় না। আমাদের গভর্নমেন্ট ভয় পেয়ে যান লোকসংখ্যা বাড়ছে বলে এবং তাঁরা ফ্যামিলী প্ল্যানিং করেন। কিন্তু যারা সোস্যালিষ্ট তারা এতে ভয় পায় না কারণ লোক জন্মালে কেবলমাত্র একটা পেট নিয়ে সে আসে না—আমার মত বড় পেট—সে আসে এক জোড়া হাত নিয়ে, আসে একটা মাথা নিয়ে, কর্মক্ষমতা নিয়ে আসে এবং ব্রেন নিয়ে আসে। সুতরাং সে কিছু উৎপাদন করতে পারে সেটা ধরে নিতে হবে। সুতরাং লোক জন্মালে ভয় পেয়ে যেয়ে ফ্যামিলী প্ল্যানিং করার প্রয়োজন হয় না। যদি আপনারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন দেখবেন ফ্যামিলী প্ল্যানিং করবার কোন প্রয়োজন নাই। তখন যত লোক বাড়বে ততই তাদের চাহিদা বাড়বে এবং যে চাহিদা বাড়বে তাতে জিনিষ আরও দরকার হবে। সমাজতন্ত্রী দেশ কি করে? সেখানে প্রডাকশন বাড়বে। ধরুন রাশিয়ার ১৫ কোটি লোক সেখানে আছে। সেই ১৫ কোটি লোকের কি দরকার তার ব্যবস্থা দরকার। জুতো ৩০ কোটি জোড়া দরকার, সেই ৩০ কোটি জোড়া জুতো যাতে হয়, তার পরিকল্পনা তারা আগে করেন। ১৫ কোটি লোকের যে কাপড় দরকার তার প্রতি তার প্রডাকশনের প্রতি প্রথম নজর দেন। এটা হল অর্থনীতির কথা, বিজ্ঞান সম্মত অর্থনীতির কথা। লোক যেমন বাড়ে সমাজতন্ত্রী দেশে প্রডাকশন সে রকমই হয়। আর ধনতান্ত্রিক সমাজে মটিভ হচ্ছে প্রফিট মটিভ তারা যা কিছু তৈরি করবে সেটা যাতে লাভে বিক্রী করতে পারে, তার ব্যবস্থা করবে, তার বেশি তারা তৈরি করবে না। আমাদের দেশে ৪০ কোটি লোকের হয়ত ৮০ কোটি জোড়া জুতা দরকার সেই পরিমাণ কাপড় দরকার, কিন্তু এদিকে মাথা ঘামায় না—যা এবং যতটা লাভে বিক্রী করতে পারবে সেদিকেই লক্ষ্য। এদেশে লোকের তাই কাপড় কেনবার ক্ষমতা নাই, জুতো কিনবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং ধনতান্ত্রিক দেশের মূলকথা হচ্ছে প্রফিট মটিভ। সমাজতন্ত্রবাদী দেশে মানুষের কি চাহিদা, আমাদের দেশের লোককে

খাওয়াতে হলে কি পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন, কতটা কাপড় দরকার, কতটা স্কুল দরকার, সেটা সমাজকে ঠিক করে সেইভাবে গঠন করতে হয়, কিন্তু আমাদের দেশে সেটা সম্ভব নয়। কংগ্রেস বলছে আমরা সমাজতান্ত্রিক হয়ে গেছি—একথা বলার কোন অর্থ বুঝি না—অর্থশাস্ত্রে এর কোন ব্যাখ্যা নাই। এই যে বলেন, লোক বেড়েছে সে পরিমাণ চাকরি কোথায়? এটা ধনতন্ত্র উত্তর দিতে হয়ত পারে নি কিন্তু সমাজতন্ত্র দিয়েছে। ধরুন কোন একটি শ্রমিককে ৬০ ঘণ্টা কাজ করতে হয় সপ্তাহে, কি ৪৫ ঘণ্টা কাজ করতে হয়, এখন যদি লোকসংখ্যা বেড়ে যায় তাহলে সমাজতন্ত্র দেশে যেখানে ৬০ ঘণ্টা খাটবে না, ৩০ ঘণ্টা খাটবে, দুটো সিফট করে! এভাবে সমাজের টোটাল যে প্রডাকশন সেটা সকলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। ফলে কারও অভাব থাকবে না, সকলেই পাবে। সকলেই এমপ্লয়েড হবে, আনএমপ্লয়মেন্ট থাকবে না, এটা মনে রেখে আমাদের তৈরি হতে হবে। সমাজতন্ত্র আজ এই বেকার সমস্যা দূর করার জন্য ইকনমিস্টদের যেটা গোড়ার কথা—

The problem on population is not only a problem on efficient production least of equitable distribution

এটা গ্রহণ করেছে এটা মনে রাখতে হবে। এটা কে বলেছে? ধনতন্ত্রবাদের বড় ইকনমিষ্ট মার্শাল এবং কেনিজ সাহেব এটা বলেছেন—এগুলি মনে রেখে তবে আমাদের অগ্রসর হতে হবে যদি বেকার সমস্যা দূর করতে হয়।

Sj. Nepal Ray:

আপনি ২৫০ টাকা ফিজ নেন কেন?

Sj. Sisir Kumar Das:

২৫০ টাকা কেন আমি ৫০০ টাকাও নেই, ধনতন্ত্রবাদে যার যে শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা সে অনুযায়ী রোজগার করে। আমাদের ওখানে ডাঃ মজুমদার তিনিও ফি বাবদ বহু রোজগার করে থাকেন যার যা ক্ষমতা আছে সে অনুযায়ী হচ্ছে এই ধনতন্ত্রবাদে।

[তুমুল হাস্য—গোলমাল।]

সুতরাং এই কথাটা জানবেন—আমাদের সমাজতন্ত্রবাদ ধনিক সমাজতন্ত্রবাদ নয়।

[5-5—10 p.m.]

Mr. Speaker: I want to tell honourable Members one thing, A very important resolution is being debated, there is hardly any room for levity I dont like this.

Sj. Sisir Kumar Das:

আপনারা অবাক হয়ে যান এ সমস্ত কথা শুনলে। আজ ২।৫ টাকা মাত্র যারা নিচে রয়েছে তাদের দিকেত চান না। আমরা যে সমাজতন্ত্রবাদের কথা বলি যতদিন পর্যন্ত সেই সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে, সেই সমাজতন্ত্রবাদ সমাজের কাঠামোর মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে না পারা যাচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত বেকার সমস্যার সমাধান হবে না। কথা হচ্ছে সমাজতন্ত্রবাদ কত দিনে আসবে? আমাদের মতে তাতে সময় লাগবে। আমরা সে বিষয়ে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে গেলেও আমি জানিয়ে দিচ্ছি মানুষের মাথা কেটে ধনতন্ত্রবাদের মাথা কেটে আমরা সমাজতন্ত্রবাদে যেতে চাই না। আমি বলছি ধীরে ধীরে আমরা সমাজতন্ত্র আনব। সুতরাং এই বেকার সমস্যার কিভাবে সমাধান হতে পারে সেই জন্য প্রস্তাব এসেছে, আমাদের নেতা ডাঃ ব্যানার্জির যে প্রস্তাব শতকরা ৮০ জন বাঙ্গালী নিয়োগ করা হোক, সেইটে আমি সমর্থন করছি। এটা টেম্পোরারী প্যালিয়েটিভ—এ দিয়ে কখনো বেকার সমস্যার পূর্ণ সমাধান হবে না। বেকার সমস্যা দূর করতে হলে দৃঢ়ভাবে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

তারপরে এই যে সমস্ত কথা উঠেছে র‍্যাশানালাইজেশনের—জুট ইন্ডাস্ট্রীতে র‍্যাশানালাইজেশনের নামে লোক ছাটাই হচ্ছে, কর্মী ছাটাই হচ্ছে। সমাজতন্ত্রবাদ ছাড়া ধনতন্ত্রবাদের র‍্যাশানালাইজেশনে লোক ছাটাই হবে আর আনএমপ্লয়মেন্ট বাড়বে। সুতরাং এখন আমাদের দরকার

লেবার এমপ্লইং ডিভাইসেস, ধনতন্ত্রবাদের লেবার সেভিং ডিভাইসেস নয়। তাতে বেকার সমস্যার অবসান হবে না। সেই জন্য বলছি গত বৎসরও প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টি থেকে বলা হয়েছিল লেবার এমপ্লয়িং ডিভাইসেস হিসাবে অম্বর চরকা প্রবর্তন করতে। অম্বর চরকা আপনারা চালু করুন। তা করতে হলে কি করতে হবে? খদ্দর পরতে হবে। [এ ভয়েস ফ্রম দি কংগ্রেস বেঞ্চেস: আপনি আগে খদ্দর ধরুন।] হ্যাঁ, আমি অবশ্যই খদ্দর ধরব—যেদিন আপনারা গ্রহণ করবেন তার পরের দিনই আমরা খদ্দর ধরব। আগে যে কাজটা করতে হবে করুন। আপনারা অম্বর চরকা প্রবর্তন করুন, মিলের কাপড় বন্ধ করুন—আইন করে এইটে করুন [এ ভয়েস: তা হবে না, খদ্দরে মিলের কাজ কুলোবে না।] ধীরে ধীরে হবে। ধীরে ধীরে অম্বর চরকা উইল রিপ্লেস মিল। যদি অম্বর চরকা চালাতে পারেন আর তাঁত সঙ্গে সঙ্গে চলে তাহলে দেখা যাবে বহু লোক এমপ্লয়েড হয়ে গেছে। কিন্তু মিল আস্তে আস্তে বন্ধ করতে হবে। মিলের সঙ্গে এখন কম্পিট করতে পারবে না। সেইজন্য আমাদের সোস্যালিষ্ট পার্টির মত হচ্ছে, দেশের কতকগুলি নির্দিষ্ট ইন্ডাষ্ট্রীকে কম্পিটিশন-ফ্রি করতে হবে ফ্রম মিল-মেড ইন্ডাস্ট্রীজ আপনারা তেলের কলও চালাবেন এবং শর্ষের তেলের ঘানি বসাবেন গ্রামে—তা চলে না। আপনারা হাসকিং মেসিন চালু করবেন আবার মুখে বলবেন ঢেঁকি স্কীমের কথা। বসাবেন মিল বলবেন ঢেঁকি স্কীম, ঢেঁকি স্কীম। [ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল: কি, আপনি আমাদের ঢেঁকি বলছেন?] ঢেঁকি আপনাদের বলি নি ঢেঁকি চালাতে হলে চালের কল বন্ধ করতে হবে ওর মাথায় ত আর গোবর পোরা নয় যে এইটুকু বুঝতে পারেন না? (হাস্য) আমাদের এই আনএমপ্লয়মেন্ট সল্ভ করবার কথা হাসবার কথা নয়। কেন লোককে আনএমপ্লয়েড হতে হয়? কারণ ধনতন্ত্রবাদ, এ সমস্যার সমাধান একমাত্র সোস্যালিজমে হতে পারে। আপনারা সকলে সোস্যালিজম গ্রহণ করুন, নচেৎ এই আনএমপ্লমেন্ট প্রব্লেম মিটবে না। মাত্র টেম্পোরারী প্যালিয়েটিভ হিসেবে যতীনবাবুর শতকরা ৬০ ভাগ প্রস্তাব বা আমাদের নেতার শতকরা ৮০ ভাগ যদিও গ্রহণ করা হয়, কিন্তু সেটা সমস্যার স্থায়ী অর্থাৎ লংগ টার্ম সলিউশন নয়। সোস্যালিজম গ্রহণ করলে আমরা বাঙ্গালী বলে একটা স্বতন্ত্র জাতি হয়ে সবার থেকে আলাদা থাকব না কারণ সমাজতন্ত্রবাদের ফলে একটা মহাজাতি গড়ে উঠবে—বাঙ্গালী থাকবে না, মাড়োয়ারী থাকবে না। সকলেই সেই মহাজাতিতে মিশে যাব। কিন্তু আজ যা অবস্থা চোখের সামনে লোকের এই হাহাকার এ আর দেখা যায় না। সেই জন্য আমরা এই প্রস্তাব গ্রহণ করছি। বিহার গভর্নমেন্ট যদি জামসেদপুরে ৪৫ পারসেন্ট বেহারীদের জন্য করতে পেরে থাকে, কেন আমাদের সরকার পারলেন না এতদিনের ভিতর? আমাদের এতই কালচার, পাছে বা সেই কালচার এক তিল কমে যায় সেই জন্য মাড়োয়ারীর কাছে মাথা বিকিয়ে দিতে লাগলেন। বলতে পারলেন না তোমাদের পলিসি প্রোটেকশন দেব না। কে এমন কোন লোক আছে যে এই কথার পরও এখানে মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে? তাদের ধনদৌলত তুলে নিয়ে যাবে? যাক না। অনেকই চুষে খেয়েছে আমাদের দেশের সব রস চুষে শুকনো করে উজাড় করে ছেড়েছে। যারা ইন্ডাষ্ট্রিয়ালিষ্টস উঠে যেতে চায় কেরেলায় চলে যাক। অনেক এক্সপ্লয়টেশন এখানে হয়েছে, এখন অন্যত্র যাক, না হয় পাকিস্তানে চলে যাক। আমি কেরেলার কথা বল্লাম বলে কমিউনিষ্ট বন্ধুরা যেন মনে না করেন যে আমি কাউকে ঠাট্টা করছি। বলছি রাজস্থানে যেতে চান যান, মাদ্রাজে যেতে চান যান, আমি ফরেন ইনভেস্টর যাঁরা তাঁদের বলছি। আমি বলতে চাই গভর্নমেন্ট না হয় আমাদের একটু আনকালচারড হলেন। লোকে বলবে বিধানবাবু আনকালচারড। কালচার ত দেখিয়েছেন ৭৬ বৎসর পর্যন্ত, এখন একটু চোখ বাঙ্গালী দেখান। স্ট্রাইক করিয়ে দেবে? উঠিয়ে দেবেন এখান থেকে। দেখুন প্রব্লেম সল্ভ হয় কি না। বাঙ্গালীর ছেলেরা চাকরি পাবে না, ছোটখাটো ব্যবসা করবার সুযোগ পাবে না। কিন্ত তাদের ত বাঁচবার অধিকার আছে? আমাদের ভেবে দেখতে হবে কি করে তাদের বাঁচিয়ে রাখা যায়। আমরা তাদের রিকসা টানতে বলব না, তা বল্লে ভুল করা হবে। সুতরাং এরকম ক্ষেত্রে বাংলাদেশে আমাদের সমস্যা সমাধানের পথ যা আপনাদের আমি বলছি, পাকিস্তানী জাহাজীরা এসে সমস্ত কিছু জাহাজের কাজ করছে। আমি জানি সমুদ্রের উপকূলে যে সমস্ত জাতি বাস করে, তারা সমুদ্রগামী বড় বড় জাহাজে বর্তমানে কাজ করতে পারে না। কিন্তু তাদের সে কাজ শেখাবার চেষ্টা করা হয় নাই তাদের বলা হয় নাই—তোমরা এসে জয়েন কর। এখনো পর্যন্ত নিম্ন জাতিদের ভিতর জাহাজের কাজ শিক্ষা দিতে কোন রকম প্রপাগেন্ডা

করা হয় নাই এবং তাদের এ বিষয়ে শিক্ষা লাভের আয়োজন আমরা করতে পারি নাই। সেদিকে মাথা আমরা খাটাবো না, মাথা খাটালে এ সমস্যা চলে যেতো। যতদিন পর্যন্ত খালি বিদেশীর কাছে, বিদেশী বলতে আমি এখানে অবাঙ্গালী যারা তাদের কথা বলছি, যতদিন পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করে বসে থাকব ততদিন পর্যন্ত, দুর্গাপুরে যেমন দেখছি কাজ করছে বেশির ভাগই অবাঙ্গালী, সব জায়গায় এই রকমই চলতে থাকবে, এ সমস্যার সমাধান হবে না।

[5-10—5-40 p.m.]

ডাঃ রায় তাঁর জন্মদিনে বলেছিলেন—আমার মাথায় নানারকম প্ল্যান গজগজ করছে। আমি মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেই গজগজে প্ল্যানগুলিকে কার্যকরী করে অবসর নিতে চাই। আমি তাঁকে বলি—তাঁর ৭৭ বছর বয়স হয়েছে, এবার তিনি ইয়ংগার জেনারেসনদের আসতে দিন। এই বয়সে তিনি যতই প্ল্যান করুন না কেন, সেই প্ল্যানকে কখন কার্যকরী করা সম্ভব নয়। আমি ত এ পর্যন্ত দেখি নি একমাত্র জর্জ বার্নাড শ ছাড়া আর কোন বুড়ো নিত্য নূতন আইডিয়া নিয়ে জগতের সামনে রাখতে পেরেছেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় একসেপশন নন। তিনি ক্যাপিটালিস্ট দেশের মানুষ, তাঁর প্রতি আমি কোন অশ্রদ্ধা নিবেদন করছি না। স্বীকার করি তিনি কর্মী পুরুষ, অনেক কিছু কাজ করবার ক্ষমতা তাঁর আছে, তাঁর বহু আইডিয়া আছে কিন্তু তা ক্যাপিটালিষ্ট মনোভাব প্রসূত। সুতরাং, যতদিন আপনারা একমাত্র বিধান-বাবুর উপর ভরসা করে থাকবেন যে তিনি আপনাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন ততদিন পর্যন্ত বাংলাদেশের কোন সমস্যার সমাধান হবে না এবং আপনারা চিরকাল আমাদের বক্তৃতাই শুনে যাবেন। [শ্রীযুত নেপালচন্দ্র রায়ঃ খালি বিধান রায়, বিধান রায় করছেন কেন, নেপাল রায়ও আছে।] [হাস্য] স্পীকার মহাশয়, উনি বিধানবাবুর সঙ্গে নিজেকে তুলনা করতে চাচ্ছেন—কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা করছেন, সেটা অবশ্য আর বল্লাম না, বল্লে খুব খারাপ শোনাবে। কথা হচ্ছে যে বিধানবাবু মনে করছেন যে তিনি সারাজীবন গজগজে প্ল্যান মাথায় নিয়ে কাজ করে যাবেন—তাঁর উদ্দেশ্য খুব ভাল, উপযুক্ত স্পিরিট নিয়ে তিনি দেশের সেবা করছেন কিন্তু তাঁকে বলি—এবার সরে পড়ুন।

"সরে পড় বামুন ঠাকুর চৈতন চুটকি নিয়া,
দাড়ি নাড়ি এলো তবে কড়ি বদ্দি মিঞা।"

একদা রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন। তার অনেক কেরামতী দেখা গেছে। তাঁকে বলি তাঁর গণ-তান্ত্রিক আইডিয়া নিয়ে তিনি আমেরিকায় গিয়ে বসুন, এ দেশে কিছু হবে না। আমাদের সমস্যা সমাধানের পথ অন্য—আমাদের সমস্যা সমাধানের পথ সমাজতন্ত্রবাদের ভেতর দিয়ে গ্রহণ করতে হবে। সমাজতন্ত্রবাদ ছাড়া আমাদের কোন সমস্যার সমাধান হবে না এবং চিরকাল হাহাকার চলবে, চিরকাল বেকার সমস্যা চলবে। এই কথা বলে আমি মূল প্রস্তাবকে সমর্থন করছি।

[At this stage the House was adjourned for fifteen minutes.]

[*After adjournment.*]

[5-40—5-50 p.m.]

Sj. Hemanta Kumar Basu:

স্পীকার মহাশয়, আমার পূর্ববর্তী বক্তা শ্রীশিশির দাশ মহাশয় তাঁর বক্তৃতা ভালভাবে রেখেছেন এবং এই বিরাট সমস্যার সমাধানের জন্য পন্থা তিনি নির্দেশ করে গেছেন। এশিয়া এবং আফ্রিকার সাম্রাজ্যবাদী অধ্যুষিত নিঃস্ব এবং শোষিত এইসব দেশের পক্ষে মুক্তির এবং সমস্যা সমাধানের একমাত্র পন্থা সমাজতন্ত্রবাদ। বিদেশী শাসকরা ভারতবর্ষকে সর্বপ্রকার শোষকের যন্ত্র হিসাবে তৈরি করে ভারতবর্ষে কৃষি শিল্প প্রভৃতিকে ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছেন এবং তাঁরা এখানে কেবলমাত্র শোষণের কল বাড়িয়েছেন। ইউরোপে যেভাবে বিজ্ঞান বিস্তারলাভ করেছিল এবং বিজ্ঞানের সাহায্যে সেখানকার জীবন যেভাবে গড়ে

উঠেছিল, তার শিল্প, কলা, বাণিজ্য বিজ্ঞানের সাহায্যে যেভাবে নূতনভাবে রূপায়িত হয়েছিল, বহু দিন পর্যন্ত এশিয়া, আফ্রিকা তা থেকে বহু দূরে ছিল, বিশেষ করে ভারতবর্ষ সেই বিজ্ঞানের আলো থেকে বহু দূরে ছিল। বিদেশী শাসকদের নীতি শোষণের নীতি ছিল কিন্তু দেশের মনীষীবৃন্দ, দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ইংরাজের নীতি, তাঁদের কৌশল ভাল করে বুঝতে পেরেছিলেন এবং ইংরাজ এখানে যে শিক্ষা বিস্তার করেছিলেন তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, কতকগুলি কেরানীর সৃষ্টি করা। কিন্তু ভারতবাসী তাঁদের আন্দোলনের ফলে, তাঁদের কর্মের ফলে সেই শিক্ষাকে নূতনভাবে রূপ দিয়েছেন এবং সেই শিক্ষার সুযোগে ভারতবর্ষে বহু মনীষী এবং মহান ব্যক্তির জন্ম হয়েছে। কাজেই তাঁরা ভারতবর্ষে বিদেশী শাসন এবং শোষণ থেকে মুক্ত করবার জন্য নানারকম আন্দোলনের মধ্য দিয়ে--স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে; ইলবার্ট বিলের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে চেষ্টা করেছিলেন। দেশের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার সমাধান যাতে হয় সেজন্য স্বদেশী শিল্প তৈরি করবার জন্য আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু বিদেশী শাসন ও শোষণে সে সমস্ত শিল্প ধ্বংস হতে লাগল। আবার বিদেশী শাসন যেভাবে জমিকে উপেক্ষা করতে লাগল তাতে বেকার সমস্যা আরও বেড়ে যেতে লাগল। তাঁরা একমাত্র পথ দেখালেন যে কেরানী ছাড়া আর কোন পথ নেই। এই বিদেশী শাসনের ফলে লোকেরা সব শহরমুখী হয়ে গেল। অর্থাৎ বিদেশী শিক্ষার ফলে চাকরির আশায় আমরা শহরে ধাবমান হতে লাগলাম। স্যার আশুতোষ মুখার্জির কৃপায় তিনি শিক্ষাকে এমনভাবে বিস্তৃত করে দিলেন যে তার ফলে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা এমনভাবে বেরুতে লাগল যে চাকরির সুযোগ তারা পেল না এবং বেকার সমস্যাও ক্রমে বাড়তে লাগল। স্যার আশুতোষের নিশ্চিত এই উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষিত সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া যাতে তারা আন্দোলন করে দেশকে স্বাধীন করতে পারে। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক বেকার সমস্যা আজ আমাদের দেশে এক বিরাট প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এর সমাধান খুব দুরূহ। সেজন্য আমরা বলছি যে একমাত্র সমাজতন্ত্রবাদ ছাড়া এই সমস্যা সমাধান হবে না। এই কারণেই কংগ্রেসও বুঝেছেন যে দেশের কোটি কোটি শোষিত মানুষের মুখে যদি অন্নের ব্যবস্থা করতে হয়, তাহলে একমাত্র সমাজতন্ত্র দ্বারাই সে সমস্যার সমাধান হবে। কাজেই এদিক থেকে ইংরাজ যাওয়ার পর এই দেশের লোকের হাতে ক্ষমতা আসার পর থেকে এই দেশের খাদ্যাভাব, শিক্ষাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ইত্যাদি সর্বপ্রকার সমস্যার সমাধানের জন্য নানান পরিকল্পনা তাঁরা গ্রহণ করতে আরম্ভ করলেন। পরিকল্পনা প্রতিদিন বেড়ে যাচ্ছে এবং কোটি কোটি টাকা এই-সব পরিকল্পনায় ব্যয় হচ্ছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বলা হয়েছিল ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থান হবে, কিন্তু প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও দেশে বেকারের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। তারপর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যাঁরা তৈরি করেছিলেন তাঁরা বলেছিলেন যে অন্ততঃ ৮০ লক্ষ লোকের জীবিকার ব্যবস্থা হবে, কিন্তু বেকারীর সংখ্যা কিছুই কমছে না। তারপর, প্রায়ই আমাদের একথা বলা হয় যে, কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, কিন্তু অন্য দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাঁরা প্রাইভেট সেকটরের অবাধ শোষণের পথ খুলে রেখে দিয়েছেন--একদিকে শোষণের ব্যবস্থা কায়েম রাখবেন আর অন্য দিকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করবেন, এই দুটো জিনিষ এক সঙ্গে চলতে পারে না। আমেরিকা বা অন্যান্য য়ুরোপীয় রাষ্ট্রগুলি তাদের উৎপাদনের শক্তিগুলি বাড়িয়ে দিয়েছে এবং এশিয়া ও ভারতকে শোষণ করে নানাভাবে তারা লাভবান হয়েছে। সেজন্য আমেরিকা বা য়ুরোপীয় রাষ্ট্রগুলিতে বেকার সমস্যা থাকলেও সেই বেকার সমস্যা আমাদের দেশের মত এত প্রবল নয়। আমেরিকার বেকার সমস্যার সঙ্গে ভারবর্ষের বেকার সমস্যার তুলনা হতে পারে না। আমেরিকা অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্রে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সাহায্যে বেকার সমস্যার সমাধান হয়েছে। তারপর, আমাদের দেশে একটা কথা বলা হয় যে, আমাদের দেশের লোকসংখ্যা খালি বেড়ে যাচ্ছে। চীন দেশের প্রতি আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করব। সেখানেও লোকসংখ্যা পূর্বাপেক্ষা অনেক গুণ বেড়ে গিয়েছে। সুতরাং পরিকল্পনার দ্বারা ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে আমাদের দেশেও বেকার সমস্যার সমাধান হতে পারে। তারপর অনেক সময় আমরা শুনে থাকি যে, বেকার সমস্যার সমাধানের একমাত্র উপায় হচ্ছে কুটির শিল্পের প্রতিষ্ঠা। সেদিন ডাঃ রায় বল্লেন যে, কুটির শিল্পের মাধ্যমে যে সমস্ত তৈরি হচ্ছে তা নাকি বিক্রী হচ্ছে না, অনেক নাকি জমা রয়েছে। শিশির দাস মহাশয় একথার জবাবে বলেছেন যে, যা উৎপাদন

হয় তা যদি বিক্রী করার সুব্যবস্থা না থাকে এবং উৎপাদন যদি অতিরিক্ত হয় তা হলে সেটা নিশ্চয়ই জমে থাকবে। আমি বলছি না যে অতিরিক্ত উৎপাদন হচ্ছে। আসল কথা হচ্ছে আমাদের দেশের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। তাই আমি মনে করি না যে কুটিরশিল্পে বিপ্লব এলেই আমাদের দেশের বেকার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আজকে কুটিরশিল্পকে মিলের প্রতিযোগিতাকারী ও সাহায্যকারী শিল্প হিসাবে গড়ে তুলতে হবে, নতুবা কুটির-শিল্পের দ্বারা বেকার সমস্যার সমাধান হবে না। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় জাপানে দেখে এসেছেন যে, সেখানে তারা কুটিরশিল্প ও বড় শিল্পের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে, একটি সামঞ্জস্য-বিধান করে তাঁরা তাঁদের শিল্প ব্যবস্থাকে কিভাবে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। আমি আশা করি মুখ্যমন্ত্রী বেকার সমস্যা সমাধানের উপায় হিসাবে কুটিরশিল্প যাতে বড় শিল্পের সংগে তাল রেখে সমানভাবে চলতে পারে তার জন্য একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন। আমি মনে করি না ঢেঁকির দ্বারা বা চরকার দ্বারা আজকের দিনে বড় শিল্পকে ডিপ্রেস করা সম্ভব হবে। তবে বেকার সমস্যা যেরকম তীব্র হয়ে উঠেছে তাতে আমাদের কুটিরশিল্পের কথাও ভাবতে হবে। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কুটিরশিল্প ও বড় শিল্পের মধ্যে একটা যোগা-যোগ সৃষ্টি করতে হবে। তারপর, আরেকটা কথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে, বাঙ্গালীরা পরিশ্রম করে না, খাটে না। এ সম্বন্ধে অন্যান্য বন্ধুরা অনেক কথাই বলেছেন। আমি এ সম্বন্ধে দুয়েকটা কথা বলব। কলকাতা ও কলকাতার আশেপাশে প্রায় ৫০ হাজার হকার, তারা নিজেরা পরিশ্রম করে নিজেদের বেকার সমস্যার সমাধান করেছে। কিন্তু সরকারী নীতির ফলে আজ তাদের উপর একটা অত্যন্ত অন্যায় হতে চলেছে।

[5-50—6 p.m.]

পণ্ডিত নেহরু থেকে আরম্ভ করে ডাঃ রায় পর্যন্ত সবাই তাঁরা বলেন যে এ দেশের লোকের ইনিসিয়েটিভ নাই। কিন্তু যারা নিজেদের ইনিসিয়েটিভ নিয়ে নিজেদের পরিবারের জন্য, জীবিকার্জনের জন্য খেটে খাচ্ছে, ব্যবসায় করছে, তাদের উপর পুলিসের এই রকম জুলুম অত্যাচার কেন? আমার দেখে বাস্তবিকই কষ্ট হয়—একজন হয়তো দুটো ফল বিক্রি করছে, বা কেউ কেউ দুটো জামা কাপড় বিক্রি করছে, অমনি পুলিসের গাড়ি কোথা থেকে যমদূতের মত ছুটে এসে, ভেড়ার পালে যেমন বাঘ পড়ে সেইভাবে গিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাদের জিনিসপত্র তচনছ করে কেড়ে নিয়ে যায়, মারধোর করে এবং তাদের বিরুদ্ধে নানারকম চার্জ করে, শাস্তি দেয়। কাজেই সেদিক থেকে একথা বিশেষ করে বলতে চাই, যারা খাটছে, পরিশ্রম করছে, ডাঃ বানার্জি বলেছেন ষ্টেশনে কুলী একটি বাঙ্গালীও হয় নাই, তা হয় নাই, ঠিক, বাঙ্গালী আগে মাটি কাটতো না। আজ সে টেষ্ট রিলিফে মাটি কাটছে। বাঙ্গালীর শ্রমের দিকে দৃষ্টি যাচ্ছে। পরিশ্রম দ্বারা বাঙ্গালী জীবিকার্জন করতে চায়। ইংরেজ বাঙ্গালীকে শিখিয়েছিল কেরানীগিরি করতে, বাবু করতে, তারা শিখিয়েছিল শ্রম বিমুখতা। আজ দেখি গ্রামে গ্রামে তারা শ্রমের দিকে যাচ্ছে টেষ্ট রিলিফের মধ্যে, ছোট ছোট কাজের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি আজ তারা শ্রমের মধ্য দিয়ে জীবীকার্জন করছে। আমার কাছে অনেক বেকার ছেলে আসে, অনেক বিধবা মেয়েরাও আসে, তাদের খাওয়াবার কেউ নাই; তাদের সমস্যা সমাধানের কেউ নাই। এইরকম ভয়াবহ অবস্থার দিকে দেশ এগিয়ে চলেছে। যদি সরকার যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি অনতিবিলম্বে বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ না করেন, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে এ দেশ একটা ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়বে এবং এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি হবে যখন সরকারপক্ষের কোন ক্ষমতা হবে না সেই যে বিরাট আন্দোলন হবে, একটা গণ-অভ্যুত্থান হবে, তাকে প্রতিরোধ করবার; তা বন্ধ করা সরকারের পক্ষে শক্ত হবে। সেইজন্য বিশেষ করে বলছি এই বেকার সমস্যার সমাধানের দিকে সরকার বিশেষভাবে দৃষ্টি দিন এবং অদূর ভবিষ্যতে বেকার সমস্যা সমাধানের একটা পথ তাঁরা বের করুন।

দুর্গাপুর সম্বন্ধে যতীনবাবু বলেছেন, আমি পূর্বেই একটা বিবৃতি দিয়ে সেখানকার দুরবস্থার কথা বলেছি। আমি আর এখন সে বিষয় কিছু বলতে চাই না। ডাঃ রায় যখন দুর্গাপুর সম্পর্কে তার বক্তব্য আমাদের সামনে রাখেন, তখন বলেছিলেন, বহু ইন্ডাষ্ট্রী সেখানে গড়ে উঠবে ১২।১৪ হাজার বাঙ্গালী যুবক সেখানে কাজ পাবে এবং এর দ্বারা বেকার

সমস্যারও একটা সমাধান হবে। সেখানে যেসমস্ত বৃটিশ ফার্ম রয়েছে অবাঙ্গালী কনট্রাকটর রয়েছে, আপনারা শুনেছেন এবং দেখেছেন আনন্দগোপালবাবু বলেছেন, সেখানে বাঙ্গালী নিয়োগ করা হয় নাই বললেই হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে বিদেশী এসে বাঙ্গালীর উপর এ রকম অন্যায় নীতি গ্রহণ করবে, তা কিছুতে আমরা চলতে দিতে পারি না। যা কলকাতায় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে চলছে। এই নীতির বিরুদ্ধে আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে হবে। এ বিষয়ে ভারত সরকারকে অবহিত করার বিশেষ প্রয়োজন আছে, যাতে তারা এইভাবে বাঙ্গালীদের উপর অন্যায় না করেন।

বাংলাদেশে শুধু বাংলাভাষাভাষীর কথা বলছি না। যাঁরা বাংলাদেশে থাকেন, তাঁরা যে ভাষাই কথা বলেন, তাঁরা তো বাংলার নাগরিক। তাদের সকলকে একথা বলছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker: Now, I will inform the honourable members that I have only 50 minutes at my disposal and there are altogether five speakers including Mr. Abdus Sattar, the Labour Minister, whom, I am sure, you would like to hear, and therefore some more time ought to be given to him. Therefore I would request honourable members not to repeat the same arguments which have been very carefully dealt with by many of the Opposition members. Try to confine your speeches to seven minutes and no more.

Sj. Phakir Chandra Ray:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শ্রীযুত যতীন চক্রবর্তী মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবের পিছনে অহেতুক একটা কথা আছে। সেই কথা হচ্ছে এই চাকুরিজীবী, বিশেষ করে শিক্ষিত চাকুরিজীবী বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় একটা পলিসি অব ডিসক্রিমিনেশন অনুসরণ করা হয়। বিশেষ করে বাংলার বাইরে গেলে, একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে সেখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণী আছে, যেমন সাউথ ইন্ডিয়া চাকুরিজীবী। পশ্চিমবাংলায় যত সাউথ ইন্ডিয়াতেও ঠিক এই ধরণের একটা চাকুরেশ্রেণী আছে। ভারতের অন্যান্য জায়গায়, সে বিহার হোক, উত্তরপ্রদেশ হোক, পাঞ্জাব হোক, এই রকমভাবে পশ্চিমবাংলা ও সাউথ ইন্ডিয়ার মত একটা চাকুরিজীবী শ্রেণী সেখানে নেই। একটা হচ্ছে এই ডিসক্রিমিনেশনের বিরুদ্ধে পশ্চিমবাংলা সরকারের পক্ষ থেকে বাঙ্গালীদের যতখানি প্রটেকশন পাওয়া দরকার সেই প্রটেকশন পাওয়া যায় নি। সাউথ ইন্ডিয়ায় গেলে দেখা যায় যে সেখানকার বিভিন্ন রাজ্যে গভর্ণমেন্ট তাদের নিজের নিজের রাজ্যের লোকদের কেমনভাবে প্রেফারেন্স দেয়, অন্য প্রদেশের লোকের পক্ষে বিশেষ নয়, বাঙ্গালী গেলে বাঙ্গালীকে তাড়াবার জন্য কত ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এখানে আমি প্রাদেশিকতা অবলম্বন করবার জন্য সরকারকে বলছি না। কিন্তু ন্যায্যত, ন্যায়ত যে প্রটেকশন আশাকরি বাঙ্গালীদের পক্ষ থেকে পশ্চিমবাংলা সরকার বাঙ্গালীকে সেই প্রটেকশন দিন, এইটা আমরা চাই। যে সুযোগ অন্যান্য রাজ্যের লোকেরা পশ্চিমবাংলায় পায়, সেই সুযোগ বাঙ্গালী চাকুরিজীবীরা অন্যান্য রাজ্যে পাচ্ছেন কি না? এ সম্বন্ধে ভারত সরকারকে অনুরোধ করে পশ্চিমবাংলা সরকার তার তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। তিনি অনুরোধ করতে পারেন অন্যান্য রাজ্যে যত চাকুরিজীবী আছে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় যেসমস্ত কারখানা আছে, সেখানে কোন্ রাজ্যের কত লোক কাজ করছেন, তার হারটা কত? এবং এটা থেকে একটা সর্বভারতীয় দিক থেকে বাংলার একটা কম্প্লিট ছবি পাওয়া যাবে। আমি বলতে চাচ্ছি এই কথা বাঙ্গালীদের যে যে প্রটেকশন দেওয়া দরকার পশ্চিমবাংলায়, দুঃখের বিষয় সেই প্রটেকশন তাঁরা পাচ্ছেন না। শুধু বাংলার বাইরে নয়, বাংলার অভ্যন্তরেও সেই কথা খাটে। এখানে দেখা যাচ্ছে অবাঙ্গালী মালিক যে সমস্ত কারখানার, যেখানে বাঙ্গালীদের প্রথমত নেওয়া হয় না, কার্পণ্য করে যদি নেওয়াও হয়, সুযোগ পেলেই তাদের তাড়ান হয়। ঠিক এই জিনিষটা অন্যান্য রাজ্যে ঘটে না। সরকার যদি একটা নীতি অবলম্বন করেন, যদি নীতি স্থির করেন প্রত্যেক কারখানায় নির্দেশ দেন যে, না, তোমাদের কাজে শতকরা ৫০।৬০ ভাগ বাঙ্গালীকে নিতে হবে, তাহলে বাংলায় থেকে অবাঙ্গালী মালিকরা বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে যেতেন না, বাঙ্গালীদের প্রতি যে অবিচার করছেন, সেটা তারা করতে পারতেন না।

আর এক দিক থেকে পশ্চিমবাংলায় এই বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য পশ্চিমবাংলা সরকারের একটা করণীয় আছে। দেখতে পাচ্ছি যে শিক্ষিত বাংগালী রেলে বা কলে খালাসীর কাজ করছে। ইঞ্জিনের ড্রাইভারের কাজে কম্পিটিশনে বা ফায়ারম্যানের কাজে কম্পিটিশনে যাবার আজকে প্রশ্ন উঠছে এবং তাদের তাতে সুযোগ দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারের এই দিকে নেতৃত্ব নেবার অভাব আছে। এই সব কাজে গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে ইনিসিয়েটিভ নেবার প্রয়োজন আছে। তাদের সত্য সত্যই এই বিষয় ফিল করা দরকার। আর একটা জিনিষ দেখছি বড় বড় ইন্ডাস্ট্রীতে যা হচ্ছে, বাংলার বাইরে থেকে লোক এসে ভর্তি হচ্ছে। তাদের সংগে কম্পিটিশনে দাঁড়াতে পারে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে আনফেয়ার কম্পিটিশন হয়। পশ্চিমবংগের প্রচুর শিল্প না হলে এই সমস্যার সমাধান হবে না। বাংলার বাইরে থেকে লোক এসে এই বেকার সমস্যা আরো জটিল করে দিচ্ছে। শ্রমমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে ডিসপর্সাল অব ইন্ডাস্ট্রীস না হলে এ সমস্যার সমাধান হবে না। রাজ্যে বড় বড় ইন্ডাস্ট্রী ছাড়াও যদি মিডিয়াম সাইজ ইন্ডাস্ট্রী করা যায়, তাহলে বাংগালী যুবকরা কাজ পাবে এবং কুটিরশিল্পের মাধ্যমেও কাজ করতে পারবে। এছাড়া যদি ল্যান্ড রিফর্মসের উপর জোর দেওয়া যায় তাহলে বাংলাদেশের বেকার সমস্যার সমাধান হতে পারে।

[6—6-10 p.m.]

Sj. Panchanan Bhattacharjee:

মাননীয় সভাপাল মহোদয়, এই সমস্যা বিচার করবার সময় ভাবপ্রবণতা বাদ দিতে হবে এবং আসল যা অবস্থা সেদিক দিয়ে বিচার করতে হবে। ব্যাধি নির্ণীত না হলে পরে তার ঔষধ খুঁজে পাওয়া কঠিন। আমি আমাদের এখানকার প্রত্যেক বক্তার বক্তৃতা মনোযোগ দিয়ে শুনেছি এবং সমস্যাটা সম্বন্ধে কিছুটা জানা আছে, বিশেষ করে শ্রম আন্দোলনের সংগে যুক্ত থাকার ফলে। আমার একটি কাহিনী মনে পড়ছে। ডাঃ ভাদুড়ী একজন বিশিষ্ট বাংগালী কেমিস্ট ছিলেন, মারা গিয়েছেন, হিন্দুস্থান ভেজিটেবল কোম্পানীর তিনি ম্যানেজার ছিলেন। একবার তার সংগে আমার দেখা ঘর্মাক্ত কলেবর রাস্তায়—১৯৫০ সালের দাংগার পর। আমায় তিনি বললেন যে আমি দার্জিলিং থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত চষে ফেলেছি কিন্তু একটিও বয়লার এটেন্ডেন্ট বাংগালী খুঁজে পাচ্ছি না। তারপরে এক চটকলের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সংগে আমার আলাপ হয়েছিল। তিনি বললেন আমার অভিজ্ঞতায় বলতে পারি যে, বাংগালী যারা তাঁতের কাজ জানে তারা চটকলে উইভারের কাজ করতে পারে, খুব কঠিন কাজ নয়। কিন্তু খুঁজে পাই না এই যা দুঃখ। এখন বিপদ হচ্ছে যেমন কলিকাতায় প্লাম্বার মিস্ত্রি যারা কলিকাতা কর্পোরেশনে কাজ করে, প্লাম্বাররা বাংগালী কিন্তু মিস্ত্রিরা হচ্ছে অবাংগালী উড়িষ্যাবাসী। প্লাম্বিং কনট্রাকটর তাদের জিজ্ঞাসা করেছি যে বাংগালী রাখো না কেন; তারা বলে বাংগালী পাওয়া যায় না। এইগুলি শ্রমসাধ্য কাজ নয়। এবং এইসব কাজ করতে বাংগালী অনিচ্ছুক নয়। দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে, এইসব কাজ শেখানোর ব্যবস্থা নেই, বাংগালীকে। অতএব পশ্চিমবাংলা সরকারকে আমি অনুরোধ জানাবো সবার আগে এইসব ধরণের কাজ যাতে বাংগালীর ছেলেরা ভাল করে শিখে অপরের সংগে কম্পিটিশনে প্রতিযোগিতায় তারা নিজেদের কদর প্রমাণ করতে পারে; সেটা না করতে পারলে আজ যত ব্যবস্থাই হোক যে কলিকাতা কর্পোরেশনের প্লাম্বিং মিস্ত্রি একটিও অবাংগালী থাকবে না তাহলে কলিকাতা শহরে জলসরবরাহ বোধহয় বন্ধ হবে। তার কারণ এই নয় যে বাংগালী শ্রমবিমুখ। খুব ভাল ডন বৈঠক করতে পারে যে বাংগালী তাদের দিলেও সেই প্লাম্বারিং মিস্ত্রি কাজ তারা করতে পারবে না কারণ কাজটা তাদের জানা নেই। এবং কাজ শিখবার জন্য কোন স্কুল কোন ইঞ্জিনীয়ারিং কনসার্ন নাই। আজ কাল আরম্ভ হয়েছে একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন আনন্দের কথা। এখনও এ ধরণের ব্যাধি অনেক আছে, দুঃখের বিষয়, আমাদের কোন সার্ভে নাই। পুরোপুরি সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান তৈরি হয়েছে সেনসাস রিপোর্টের উপর বেসিস করে এবং তার থেকে হিসাব করে বলা যায় যে পুরা যে জনসংখ্যা তার ৪০ ভাগ উপার্জনকারী নানাভাবে তারা চাকুরি বা কৃষি করে উপার্জন করে। সেই হিসাবে বাংলাদেশের ৩ কোটি লোকের মধ্যে এক কোটি হওয়া উচিত কৃষিজীবী, আর বাকি ২০ লক্ষ থেকে ৩০ লক্ষ বেতনজীবী। এই বেতনজীবী লোকের মধ্যে আমাদের শ্রমমন্ত্রী মনে করেন যে ১২।১৩ লক্ষ বেকার। আমি এই বেকার সংখ্যার ডিটেলসের মধ্যে যাব না। আমার ধারণা অন্ততঃ

১৫ লক্ষ বেকার হবে। কিন্তু আগামী দিনের যে হিসাব তাতে বেকার বাড়ছে, তার একটা হিসাব পরিকল্পনা কমিশনে দেওয়া আছে, সেই হিসাবে ১৯৬১ সালে বাংলাদেশে খুব কম করে ৮ লক্ষ বেকারের সৃষ্টি হবে শ্রমমন্ত্রীর কথায় ৮ লক্ষ, আর নূতন বেকার আরও ১২ লক্ষ। আর আমার কথা এখন বেকার ১৫ লক্ষ, নূতন করে হবে ১০ লক্ষ—এই ২৫ লক্ষ বেকারের চাকুরির সংস্থান কি করে হবে সেটা ভাবতে হবে। এদের চাকুরির সংস্থান সম্বন্ধে বলতে পারি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে সমস্ত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তাতে এ কাজ হতে পারে না। মার্কিন রাষ্ট্রদূত চেষ্টার বউলস এবং আমাদের বিশেষজ্ঞ গলওয়াকার এরা বলেন এবং আরও অনেকে বলেন বড় বড় ইন্ডাষ্ট্রীতে চাকুরি দিতে গেলে মাথাপিছু ১০ হাজার টাকা করে লগ্নীর দরকার। আর ক্ষুদ্র শিল্পে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় চাকুরি পাবার যে হিসাব তাতে লগ্নীর যে হিসাব তাতে গুণ আর ভাগ করলে দেখা যায় মাথাপিছু দেড় হাজার টাকা হিসাবে ধরা হয়েছে। যদি দেড় হাজার টাকা হিসাবে ধরা যায় ২৫ লক্ষ লোকের চাকুরি দিতে যা প্রয়োজন আগামী ৫০ বছরের মধ্যে আমরা তা করতে পারব না, আর ১০ হাজার টাকা হিসাবে চাকুরি দিতে গেলে ৫০০ কোটি টাকার দরকার এবং তাও ৫০।১০০ বছরে সম্ভব নয়। ততদিনে আরও বহু বেকার সৃষ্টি হবে, অতএব উপায় কি করা যাবে? উপায় সম্বন্ধে আমি বলবো আপনারা সমাজতন্ত্রের কথা বলেন, অনেক নীতিকথা বলেন—স্যার উইলিয়ম বেভারিজের কথা শুনুন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন চলেছে তখন বেভারিজ সাহেব এ নিয়ে চিন্তা করেছিলেন এবং ১৯৪৩ সালে একখানা বই লিখেছিলেন, তার ভিত্তিতেই বেভারিজ প্ল্যান রচিত হয়েছে এবং তার বক্তব্য হল, যখন ফুল এমপ্লয়মেন্ট দিতে পাচ্ছি না তখন দু ধরণের রিলিফ দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। একটি হচ্ছে আনএমপ্লয়মেন্ট ইন্সিওরেন্স, আর একটি বার্দ্ধক্যকালীন ব্যবস্থা। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে যে রিলিফ দেওয়ার ব্যবস্থা সেটাও ইংরেজ আমলের অবদান, যেমন আমি বলে থাকি যে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন ইংরেজ আমলের অবদান। ইংরেজ আমলে অধ্যাপক সাভারকরের যে সাজেশন ছিল তদনুযায়ী হেল্থ ইন্সিওরেন্স স্কীম হয়েছে, তাতে সামান্য লোক উপকৃত হয়েছে, পুরো শ্রমজীবী উপকৃত হচ্ছে না। আমি বলি, পশ্চিমবাংলার শ্রমমন্ত্রী দুটো জিনিষ করুন, প্রতিযোগিতায় থামার করবে বিহার করবে এবং এ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গুলজারীলাল নন্দ কিছু কিছু বলেছেন একটা হচ্ছে আনএমপ্লয়মেন্ট ইন্সিওরেন্স, দ্বিতীয়টি হচ্ছে ক্যাটেল লেবার ক্রপ ইন্সিওরেন্স। প্রিয়ঙ্কারের রিপোর্ট যা ছিল যা ভারত সরকার ১৯৪৯ সালে আলোচনা করেছিলেন যেটা চাপা পড়ে আছে—তদনুযায়ী যদি ক্যাটেল লেবার ক্রপ ইন্সিওরেন্স হয়, তাহলে গ্রামের চাষীকে কলকাতায় চাকুরি খুঁজতে আসতে হবে না—তারা জানবে অনিশ্চিত আয় এবং ভবিষ্যতের দুর্দিন এ দুটোর কাছ থেকে বাঁচবার জন্য আমাদের একটা কিছু ব্যবস্থা আছে। বাংলাদেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বিহার এই রকমভাবে ইন্সিওরেন্স

[6-10—6-20 p.m.]

করছে। তারাও ক্যাটেল অ্যান্ড ক্রপ ইন্সিওরেন্স করবে। তাহলে ধরা গেল বিহারের লোক বিহারেই আনএমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট পাবে। তার দ্বারা মাইগ্রেশন কমবে আর রিলিফও পাবে, আর ইন্সিওরেন্স মারফত কিছু টাকা সরকারের হাতে আসবে। সেখানে তারা লগ্নী করতে পারবে। আজকে বিলে সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গী সেই দৃষ্টিভঙ্গী ১৯৬১ সালের মধ্যে পাল্টাবে না। বিধানবাবু একটা উত্তরে বলেছিলেন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে একটা নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছিলেন, তাতে তিনি বলেছিলেন—

> "The different major heads under which this effort is to be made will lead to a lop-sided development thus seriously injuring the prospects of balanced growths."

এইটা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কমিশনের সামনে অভিমত জানিয়েছিলেন।

> "The total strain involved will be beyond our present capacity to bear, particularly in view of the fact that the most important element in assessing this capacity in democratic planning is the willingness of different sections of the people themselves to undergo this strain."

আমি অন্যান্য অ্যাসপেক্ট সম্বন্ধে বলছি না, আমি বলছি আনএমপ্লয়মেন্ট এবং ফুল এমপ্লয়মেন্টের যেটুকু স্কোপ ছিল তা এই উক্তির মধ্যে কভারড হচ্ছে। ডাঃ রায়ের কথা তাঁরা শোনেন নি, আর কারও কথা শোনবার উপায়ও নাই। এই অক্টোপাসের হাত থেকে ১৯৬১এর আগে রক্ষা পাব না। পশ্চিমবাংলা সরকার ইফ দে ডু নট রাইজ আপ টু দি অক্যাসন—যদি তারা একটা রিজন নিয়ে এগিয়ে না যান তাহলে এই ধরণের শুধুমাত্র প্রস্তাব নিয়ে কাজ হবে না। জানি বাংলাদেশে এখানে অনেক হিসাব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাঙ্গালীর ছেলেরা যে যে পরিশ্রমের কাজ করে, তারা রিস্ক নেয়, তার উদাহরণ তারা মেকানিকের কাজ, মোটর-ড্রাইভিং-এর কাজ প্রভৃতি করছে। বাংলাদেশে আমরা দেখছি আমাদের স্কোপ কম, এবং অসুবিধাও আছে। এ সম্বন্ধে শুধু অবাঙ্গালী নিয়োগ কর্তাদের দোষ দিলে হবে না। আমি একটা জার্মান ফার্মের অবস্থা জানি সেখানে শুধু মাত্র বাঙ্গালী টাইপিস্ট ও স্টেনোগ্রাফার আছে—তার নাম এভারেট হ্যান্স। আর রেমিংটন র‍্যান্ড সেখানে তারা মান্দ্রাজী এনে ভর্তি করে। সুতরাং আমি যদি বলি অবাঙ্গালী মালিকেরাই অবাঙ্গালী ভর্তি করে তাহলে কথাটা ভুল হবে। আমার সঙ্গে জনৈক রাজস্থানী মালিকের ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল, তার কারণ কতকগুলি ম্যাট্রিকুলেট কেরানী ওখানে আমদানি করেছিলেন। তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন—আমার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সেখানে শিক্ষিত বেকার রয়েছে, আর আমরা এখানে বাংলায় কারখানার সঙ্গে যুক্ত, কাজেই তাদের চাকরী না দিলে তারা করবে কি?' সুতরাং আমি যা গোড়ায় বললাম—পুনরায় তাই বলছি। বাংলাদেশের স্থায়ী অধিবাসী যারা, তাদের জন্য আনএমপ্লয়মেন্ট ইন্সিওরেন্স দরকার। বাংলাদেশের স্থায়ী অধিবাসীদের আনএমপ্লয়মেন্ট ইন্সিওরেন্স হলে দেখাদেখি বিহারেও তাই করবে, এবং বিহারের স্থায়ী অধিবাসীরা যদি আনএমপ্লয়মেন্ট ইন্সিওরেন্সের বেনিফিট পাবে, সেখানে ক্যাটেল অ্যান্ড ক্রপ ইন্সিওরেন্স হবে, চাই কি তারপর উড়িষ্যা এবং উত্তরপ্রদেশেও তাই হবে। তার ফলে মাইগ্রেশন বন্ধ হবে; তখন এখানে কাজের স্কোপ বাড়বে। একথা ঠিক আগামী ৩ বছরের চেষ্টায় যত লোককে চাকরি দেওয়া যাবে এবং এখন যে ব্যবস্থা আছে তাতে ২০।২৫ লাখ বেকারের কর্মসংস্থান হবে না। সে কথা প্ল্যানিং কমিশনও স্বীকার করেছেন। অবাঙ্গালী তারা এসে পুলিসের চাকরি পাবে, তাদের মধ্যে ধোপা, নাপিত, দর্জি প্রভৃতি আছে, তারা এসে এদেশের জনসংখ্যা বাড়াচ্ছে। এই ধরণের বৃত্তিমূলক কাজে এখন আমাদের স্কোপ কম। কাজেই পরিকল্পনার শুরু হিসাবে আদমসুমারীর হিসাব নিয়ে কাজ করলে ঠিক হবে। এখানে আমরা ক্যাটেল অ্যান্ড ক্রপ ইন্সিওরেন্স সম্বন্ধে কিছু বলতে পারব না। কিন্তু আমি অনুরোধ করব আমাদের কৃষিমন্ত্রী এবং খাদ্যমন্ত্রী উভয়েই বলেন যে প্রিয়ঙ্কর রিপোর্টের প্রথম প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকার আলোচনার ব্যবস্থা করেছিলেন। আমার মনে হয়, বাংলাদেশের সকলেই তা সমর্থন করবে। আর তাতে ন্যাশনাল প্রবলেমের সলুশন হবে।

Sj. Ananda Gopal Mukhopadhyay:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, শ্যামাদাসবাবু যে সংশোধন প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন জানিয়ে আমি আজ এই সভাকক্ষে বলতে চাই যে বাংলাদেশে যদি সবচেয়ে গুরু সমস্যা কিছু থাকে তা এই বেকার সমস্যা। বাংলাদেশের কল্যাণ সাধনের জন্য যদি কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয় তাহলে এই সমস্যা সমাধানকে সর্বাগ্রাধিকার দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করতে পারব। সারা বাংলাদেশ এই সমস্যার কথা ভেবে আজ বিধানসভার আলোচনা শোনবার জন্য অপেক্ষা করছে। এ বিষয়ে গত ডিসেম্বর মাসে আমরা যে প্রস্তাব এখানে এনেছিলাম, এবং কংগ্রেসের তরফ থেকে আরও যত প্রস্তাব আনা হয়েছে সেগুলোকে জোরদার করবার জন্য বাংলার বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এবং শিল্পপতিদের কাছে আরও জোরের সঙ্গে জানাবার জন্য এই সংশোধন প্রস্তাব সমর্থন করছি। বাংলাদেশের বেকার সমস্যার ছবি বিভিন্ন বক্তারা তুলে ধরেছেন। তার উপরেও আমি বলতে চাই যে এ সমস্যা তার চেয়েও গুরু। এ জিনিস এতই পরিষ্কার যে তথ্য এবং প্রমাণ দিয়ে দেখাতে গেলে হয়ত সমস্যাকে ছোট কোরে দেখান হবে। তাই সামগ্রিকভাবে এই সমস্যার সমাধানের জন্য যদি সর্বপ্রযত্নে এক হয়ে চেষ্টা না করতে পারি তাহলে ভুল হবে। আমাদের বিরুদ্ধপক্ষ কমিউনিষ্ট পার্টি এ সম্বন্ধে দোদুল্যমান চিত্তে তাদের মতামত জানিয়েছেন। পি. এস. পি.-র বন্ধুরাও এই সমস্যার কথা বলতে গিয়ে সরকারকে গাল দিয়ে কাজ শেষ করেছেন। আমি স্পষ্টাক্ষরে

একথা বলতে চাই যে বাংলাদেশের যারা অধিবাসী চাকরির ক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। আমরা কারও কাছে ভিক্ষা করতে চাচ্ছি না। আজকে একথা স্পষ্ট কোরে বলতে গিয়ে বলি প্রাদেশিকতার কথা আসে ত একথা বলতে চাই না। বাংলাদেশ কখনও প্রাদেশিকতার মনোভাব নেয় নি; কিন্তু আজকে যদি জাতিকে বাঁচাতে হয়, বাঙ্গালী জাতির ম্লানমুখে হাসি ফোটাতে হয় তাহলে একথা বলতে হবে। স্বাধীনতা আসবার পর সারা ভারতবর্ষে এবং বাংলাদেশে যে কর্মচাঞ্চল্য এসে গিয়েছে তাতে দেশকে নূতনভাবে গড়ে তোলবার জন্য পরিকল্পনা গৃহীত হচ্ছে; দেশে কলকারখানা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তা সত্ত্বেও বেকার সমস্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। এটা বাংলাদেশে বিশেষভাবে প্রকটিত হয়েছে। হয়ত এ কারণে হতে পারে যে আমাদের দেশে পূর্ববঙ্গ থেকে বহু উদ্বাস্তু ভাইরা এসেছে। কিন্তু সমস্যা যে বেড়েছে তা সকলেই দেখছে। আরও বেশি বেশি লোক নিযুক্ত হওয়া প্রয়োজন ছিল। নিয়োগের ক্ষেত্র অনুপাতে সেই লোক নেওয়া কমে যাচ্ছে। আগে যেখানে বাঙ্গালী ছিল, তারা আজ সেখান থেকে বিচ্যুত হচ্ছে। কি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন কার্যক্ষেত্রে, কি বিভিন্ন শিল্পে ও কারখানায় আমরা দেখছি সেখানে দিন দিন বাঙ্গালী কমে যাচ্ছে। দুর্গাপুর সম্বন্ধে অনেকবার বলেছি, আবারও বলতে চাই—যে ১৮ হাজার লোক দুর্গাপুরে কন্ট্রাক্টরের আন্ডারে কাজ করছে, তার মধ্যে এক হাজার ষ্টীলে ডাইরেক্টলি গভর্নমেন্টের আন্ডারে, আর দু হাজার কন্ট্রাক্টরের আন্ডারে। ১৮ হাজার যে ষ্টীলে কাজ করছে—কন্ট্রাক্টরের আন্ডারে সেখানে শতকরা ৮০ ভাগের বেশি অবাঙ্গালী। আর ষ্টীলে ডিরেক্ট এমপ্লয়েড তাদের মধ্যে আনন্দের সঙ্গে বলছি যে ৯০০ বাঙ্গালী।

[6-20—6-30 p.m.]

আমি এদিকে এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে আজকে আমরা যখন এখানে আলোচনা করছি, তখন ১৮ হাজার লোক সেখানে কাজ করতে পারেন কিন্তু ১৯৬১ সালের মধ্যে এই ফিগারটা ৩০ হাজারে গিয়ে দাঁড়াবে। কাজেই আজ থেকে আমরা যদি সচেতন না হই, আজ থেকে যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁদের কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ না হন, তাহলে ৩০ হাজার লোক সেখানে নিযুক্ত হলেও বাঙ্গালীর অনুপাত সেই একই থেকে যাবে। ষ্টীলে যেখানে ১ হাজার লোক কাজ করছেন, ১৯৬১ সালের মধ্যে সেটা ১০ হাজারে গিয়ে দাঁড়াবে ডাইরেক্ট এমপ্লয়ী। আমি যতটুকু তথ্য সংগ্রহ করেছি তাতে ৫।৬ মাসের মধ্যে ৫ হাজার লোক তাদের দরকার হবে—

welder fitter, turner, moulder, blacksmith, machinist, draftsman, tracer,

প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ে। বাংলাদেশের এ অঞ্চলে আমার বাড়ি। আমি সেখানে লোক খুঁজেছি কিন্তু দেখছি সেই ধরণের ট্রেন্ড পিপিল কোথাও নেই। আমি যখনই ষ্টীল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেছি তখনই তারা বলেছেন যে আপনারা যখন বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে চিন্তা করেন তখন আপনাদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য হচ্ছে ট্রেনড পিপিল নিয়ে আসা। ওয়েল্ডার ৬ মাসের ট্রেনিংএ হোতে পারে, টার্নার, ফিটারের ট্রেনিংএ সময় লাগবে, কিন্তু এটা অল্প সময়ের মধ্যে হোতে পারে। আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বলবো যে তাঁদের যা সামর্থ আছে তাতে তাঁরা যদি ৫ হাজার লোককে ট্রেনিং দিয়ে কাজের উপযুক্ত করে নেন তাহলে ৫।৬ মাসে না হোক, ১ বছর পরে যথেষ্ট ট্রেনড পিপিল পাওয়া যাবে। এল, সি, ই, এল, এম, ই, প্রভৃতি বিভিন্ন কোর্স পাশ করা ছেলেদের ভাল করে প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিংএর ব্যবস্থা করা দরকার। তা না হলে আমরা দেখি যে ঠিকমত ট্রেনিং না পাওয়ার জন্য বহু জায়গায় তারা অনুপযুক্ত বলে প্রমাণিত হচ্ছে। আমরা বারম্বার দাবি করেছি দুর্গাপুরে লোহার কারখানা হওয়ার আগে যে বাংলাদেশের ছেলেরা যাতে দুর্গাপুরের কারখানায় কাজ করবার উপযুক্ত হয়ে উঠে, তার জন্য ট্রেনিং সেন্টার খোলা দরকার। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে, ক্ষোভের সঙ্গে বলছি যে ২ বছর পার হয়ে গেছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই ট্রেনিং স্কুল করতে পারেন নি। আমরা বলেছিলাম, আমরা এখানে জায়গা দেবো ট্রেনিং স্কুল করুন। বছরে যদি ১ হাজার ছেলে ট্রেনড হবে বেরিয়ে আসে তাহলে ৪ বছরে ৪ হাজার ছেলে ট্রেনড হয়ে যাবে এবং ৪ হাজার ছেলের কর্মসংস্থান হবে। যদি তাদের ট্রেনিং দেয়া না হয়, তাহলে শিক্ষিত অশিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের কোনদিন তাতে

চাকরি পারে না। স্পীকার মহোদয়, এদিক আমি আপনার মাধ্যমে সরকারের এবং শিল্পপতিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনেক ছেলে শিক্ষা নিয়ে বসে আছে। আমি সংবাদপত্রকেও বলতে চাই যে তাঁরা এ বিষয়ে জনমত তৈরি করুন—সরকার যেমন ছেলেদের ট্রেনড আপ করার জন্য চেষ্টা করছেন, তেমন শিল্পপতিরাও যেন এতে সাহায্য করেন। বি,এ, এম,এ, আই,এ, আই,এসসি,-তে গিয়ে কিছু হবে না। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন যে শিল্প গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পে যারা কাজ করবে, তাদের গড়ে তোলার চেষ্টা ঠিকভাবে হচ্ছে না। তাই আমি বিনীতভাবে নিবেদন করছি যে নূতন শিল্প আমাদের দেশে গড়ে উঠুক এবং সেই শিল্পে কাজ পাওয়ার জন্য বাঙ্গালী ছেলেদের উপযুক্তভাবে ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করা হোক এবং বাঙ্গালী ছেলেদের সেখানে অগ্রাধিকার দেওয়া হোক। এই বলেই আমি আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

Sj. Panchugopal Bhaduri:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শ্রদ্ধেয় যতীনবাবু, যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবের পেছনে দুটো সমস্যা মিশে আছে এবং সেই দুটো সমস্যার সমাধান একসঙ্গে করতে গিয়ে খানিকটা গণ্ডগোল হয়েছে। একটা সমস্যা তিনি খুব পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছেন- সেটা হচ্ছে একটা সর্বভারতীয় সমস্যা, কর্মসংস্থানের সমস্যা, বেকার সমস্যা এবং সেই বেকার সমস্যার আয়তন, ডাইমেনশন বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকম- বাংলাদেশে তার উগ্রতা খুব বেশি। তার সঙ্গে আর একটা সমস্যা আছে সেটা মূল সমস্যার সমাধানকে জটিল করে তুলেছে সেটা হচ্ছে বাঙ্গালী-বিরোধী পক্ষপাতিত্ব এ্যান্টি-বেঙ্গলী ডিসক্রিমিনেশন। আমাদের এই পশ্চিমবাংলার অনেক জায়গায় অনেক ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর কর্মসংস্থানের দিক থেকে যে বিরোধী মনোভাব দেখা দিয়েছে এটা এই সমাধানের যে প্রস্তাব, সেটাকে খানিকটা জটিল করে তুলেছে। একথা ভাবলে আমাদের ভুল হবে যে বর্তমান যুগে গণতন্ত্রের চৌহদ্দির মধ্যে কর্মসংস্থান করে বেকার সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারি। প্ল্যানিং কমিশন যেভাবে প্ল্যান করেছেন তাঁরা সমাজতন্ত্রের প্ল্যান করেন নি, তারা প্রাইভেট সেকটরকে প্রচুর মুনাফা করবার সুযোগ রেখে দিয়েছেন, দেশী এবং বিদেশী বাণিজ্য ব্যক্তিগত মালিকের হাতে রেখে দিয়েছেন। এই সিডিউলড ব্যাংকগুলোর ব্যক্তিগত মালিকানা রাখার ফলে সেখানে তাঁরা সুবিধামত ক্রেডিট এক্সপানসন করে যাচ্ছেন। এই যে প্ল্যানিং এখানেই আমাদের মূল আক্রমণ। অতএব এই ব্যাপারে প্ল্যানিং কমিশন একটা আনসান প্ল্যান করেছেন। অর্থাৎ তারা রিসোর্সেসের প্ল্যান বলে আমাদের জাতীয় জীবনে যে মূল সমস্যা সেই সমস্যা হচ্ছে—বেকার সমস্যার সমাধান তারা করতে পারেন নি। এইভাবে প্ল্যান চললে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, কোন প্ল্যানেই এটার সমাধান হবে না। পঞ্চম প্ল্যানের যে লক্ষ্য মাথাপিছু আয়ের তাতে সিংহলের যে মাথাপিছু আয় তার কাছাকাছি আসবে মাত্র। কিন্তু তাতে জাতি সমৃদ্ধ হবে না, বেকার সমস্যার সমাধান হবে না। এদিক থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ধনিক রাষ্ট্রের ভেতর শীর্ষস্থানীয় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেখানেও ৫৫ লক্ষ বেকার রয়েছে। অতএব প্ল্যান সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করতে হবে এবং তার জন্য সমস্ত মেহনতী শ্রমিক শ্রেণীকে সংগ্রাম করতে হবে। এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে যে একটা ভুল বোঝাবুঝির কথা আসছে সেটা শ্রমিক শ্রেণীকে বাঙ্গালী অবাঙ্গালীকে বিভক্ত করা। কিন্তু এই শ্রমিক শ্রেণীকে বাঙ্গালী অবাঙ্গালীতে এইভাবে বিভক্ত করা অন্যায় হবে। স্থানীয় লোকেদের কর্মের বেশি সুযোগ দিতে হবে একথা যেমন সত্য তেমনি আর একটা জিনিস আছে। বর্তমানে পশ্চিমবাংলায় যেভাবে শ্রমিক শ্রেণী গড়ে উঠছে সেই শ্রমিক শ্রেণী একদিনে গড়ে উঠে নি, তাদের পেছনে বহু দিনের ইতিহাস রয়েছে। সমস্ত উত্তর ভারতের অর্থনীতি মিলিতভাবে কোলকাতার বন্দর এবং কোলকাতার শিল্প এলাকাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তাকে এক দিনে নাকচ করা যায় না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সাময়িক কোন রকম কিছুমাত্র পদ্ধতি বা পন্থা নেওয়া যেতে পারে না যাতে এখানকার লোকের একটা উপায় হতে পারে। আজকে বাঙ্গালী শ্রমিকের বিরুদ্ধে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প এবং বস্ত্রশিল্পের মালিকরা কেন আক্রমণ করছে, ছাঁটাই করছে সেটা দেখতে হবে। তারা ছাঁটাই করছে এজন্য যে এই শ্রমিক শ্রেণী আন্দোলন করে। এর আগে শ্রমমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে বাঙ্গালী শ্রমিক নিলে আন্দোলন বাড়ে এবং সেই কারণেই মালিকপক্ষ তাদের বিপক্ষে। এই

হাউসের এদিক ওদিক থেকে আমরা সবাই মোটামুটি সমাজতন্ত্রের পক্ষপাতি বলে নিজেদের ঘোষণা করি। সুতরাং সমাজতন্ত্র যেখানে লক্ষ্য সেখানে শ্রমিকের ঐক্য ব্যাহত হয়, এইরকম কাজ আমরা করতে পারি না। আর যদি আমরা তা করি তাহলে তার একচেটিয়ার সুযোগ মালিকরা বা তাদের এজেন্টরা নেবে।

[6-30—6-40 p.m.]

কিন্তু তার মানে এই নয়, যে আজকে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে যে অত্যন্ত পীড়াদায়ক বেকার সমস্যা তার কোন সাময়িক সমাধানের পথ আমরা করতে পারি না। আমার পূর্ববর্তী বক্তা একটা মূল্যবান কথা বলেছেন সেটা হচ্ছে কর্মসংস্থানের আগে ট্রেনিং স্কুল ও ট্রেনিং সেন্টার করতে হবে আমি তার সঙ্গে একটা কথা যোগ দিতে চাই যে, এই ট্রেনিং পাশ করা ছেলেদের সরকার থেকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রোভাইড করতে হবে। তাছাড়া যেটা বহুবার বহু জায়গা থেকে প্রশ্ন উঠেছে এবং যেটা একটা সাময়িক স্থানীয় সমাধান সেটা হচ্ছে এই প্রদেশের যেসমস্ত কর্মপ্রার্থী লোক রয়েছেন, তারা অন্য প্রদেশ থেকে এসেছেন এরকম হতে পারে। কিন্তু যারা এখানকার কোন না কোন স্থানীয় এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে বেকার হিসাবে নাম লিখিয়েছেন এবং কোন না কোন ট্রেনিং স্কুল থেকে পাশ করে শিক্ষিত হয়ে আসছেন, তাদের নাম যেভাবে তারা লিস্ট রেকর্ড করেছেন সেভাবে একটা অবজেকটিভ ষ্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে যাতে করে আমাদের কোন নালিস করার কিছু থাকবে না। এবং এই সম্পর্কে আমি মাননীয় স্পীকার মহাশয়ের মারফত যে প্রশ্নটা জানতে চাই—এর আগে ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের লোকের বিরুদ্ধে যে ডিসক্রিমিনেশন করা হয়, যে অন্যায় পক্ষপাতিত্ব করা হয় সে সম্পর্কে এখানে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল সেই প্রস্তাবের হাল কি হল। এবং তার সম্পর্কে কি তদ্বির করা হচ্ছে সে সম্বন্ধেও জানতে চাই, তার কারণ যতীনবাবু যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবের মধ্যে বা সেই সমাধানের মধ্যে দিয়ে তিনি বেকার সমস্যার যে ভয়ঙ্কর তিনি উপস্থিত করেছেন, তার সমাধানের কথা নেই। তার সমাধান সত্যি হতে পারে পরিকল্পনা যেভাবে চলছে তাকে আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে। বিদেশী ব্যবসা বাণিজ্য জাতীয়করণ করা ব্যাংকগুলো ক্রমশ জাতীয়করণ করা প্রাইভেট সেকটরে ক্যাপিটেলিষ্টদের মুনাফা অর্জনের যে অবাধ অধিকার দেওয়া হয়েছে তাদের মুনাফার উচ্চতম সীমা বেঁধে দিয়ে বাকী টাকাটা বাধ্যতামূলকভাবে শিল্পে নিয়োগের ব্যবস্থা করা, এইভাবে একটা সামগ্রিক প্ল্যানিংএর পথে আমরা না গেলে বেকার সমস্যার সমাধান হবে না। কিন্তু ইতিমধ্যে ডিসক্রিমিনেশন সম্পর্কে আমাদের অবহিত হতে হবে। সে সম্পর্কে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, যতীনবাবুর প্রস্তাবকে কার্যকরী করতে হলে শ্রমিক শ্রেণীর শত্রুদের হাতে কোন হাতিয়ার তুলে না দিতে হলে অন্ততঃপক্ষে গণেশবাবু যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা গ্রহণ করলে আমরা খুব উপকৃত হব বলে মনে করি।

The Hon'ble Abdus Sattar:

মাঃ অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বিধানসভা কক্ষে যে কথা বারেবারে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, সে কথা আমি কখনো অস্বীকার করি নি। আমরা সকলেই জানি পশ্চিমবাংলায় আজকে বেকার সমস্যা ক্রমবর্ধমান। একথা আমি কখনো অস্বীকার করি নি। আমি শুধু বলেছি যে, এই কয়েক বৎসরে পশ্চিমবাংলায় কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে তবে আমি তার সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছি যে, যে হারে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ক্ষেত্রবিস্তৃতি চলতে পারছে না, আজকে পশ্চিমবাংলায় পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের সুযোগ দেবার কথা বলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের শ্রমদপ্তরের ভার নেবার পর যখনই সুযোগ পেয়েছি আমি একথা অনেকবার বলেছি যে পশ্চিমবঙ্গের সন্তানসন্ততিদের সুযোগ দিতে হবে। আমি ইতিপূর্বে অনেকবার একথা বলেছি যে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমদপ্তরের ভার গ্রহণ করার পূর্বে বর্ধমানের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় এক প্রবন্ধের মাধ্যমেও আমি একথা বলেছি। আজকের এই প্রস্তাবে স্থানীয় অধিবাসী ও বাঙ্গালীর কথা বলা হয়েছে। আমি জানি না বাঙ্গালীর কি ডেফিনিশন হবে। বাঙ্গালী বলতে সাধারণভাবে বোঝায় আমি, মিঃ স্পীকার, স্যার, সেই ডেফিনিশনের মধ্যে পড়তাম না। যাই হোক, আজকে এখানে দ্বন্দ্ব ও তর্ক উঠেছে, আমি আশাকরি এই তর্ক মিটে যাবে সহজেই।

আমি বলি যেখানে শিল্প গড়ে উঠছে তার আশেপাশে যারা বাস করে তাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। শুধু বাংলার অধিবাসী বল্লেই আমি খুসী হবো না। নদিয়ার যেখানে চিনির কল হয়েছে সেই রামনগরের অধিবাসীরা যদি সেখানে কাজ না পেয়ে ২৪-পরগনার লোকেরা পায় তাহলে আমি খুসী হবো না। সেজন্য আমি এই তর্কের মধ্যে যাব না। কারা বাঙ্গালী কারা বাঙ্গালী নয়। আমি যখন বড়বাজারে যাই তখন ভুলে যাই আমি অন্য কোথাও এসেছি, আজকে তারা এমনিভাবে বাংলার সঙ্গে মিশে গিয়েছে ও বংশপরম্পরায় কলকাতার বড়বাজারের হয়ে সেখানে বসবাস করছে। আমি যখন চা-বাগানে যাই তখন বাংলা ভাষায় কথা বল্লে তারা বুঝে না, হিন্দিতে কথা বলতে হয়। কিন্তু আমি কেমন করে বলব তারা পশ্চিমবাংলার অধিবাসী নয়। তেমনি করে আমাদের এখানে এমন অনেক এম.এল.এ আছেন আমি নাম করতে চাই না—যাদের পূর্বপুরুষ বাংলার বাইরে বাস করতেন। কিন্তু তাদেরও আজ পার্থক্য করা যায় না। তাই আমি সেই তর্কের মধ্যে যাব না। আমি বলব নীতির দিক থেকে যেখানে শিল্প গড়ে উঠছে তার আশেপাশের লোককে সর্বাগ্রে অধিকার দিতে হবে। যাই হোক, আমি যে কথা বলতে দাঁড়িয়েছিলাম আজকে শুধু চাকরি দাও, চাকরি দাও একথা বল্লেই হবে না। মাননীয় সদস্যগণকে আমি একটি কথা স্মরণ করতে বলি—যারা শিল্প চালায় যারা ব্যবসা বাণিজ্য চালায়, তাদের মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যা কয়জন? আমি মনে করি এদিকে মনোযোগ না দিলে এই সমস্যার সমাধান হবে না। আমাকে অনেকে বলেছেন যে বাঙ্গালীর উপর তাঁরা ভরসা করতে পারে না। তারপর আমাদের আরো একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে। বাঙ্গালী ছেলেরা এত কঠিন জীবন সংগ্রামের মধ্যে পরিশ্রমবিমুখ বাঙ্গালীর ঐতিহ্য, বাঙ্গালীর সংস্কৃতি ভিন্ন ধরণের—এই ঐতিহ্যের সঙ্গে তাল রেখে চলতেই তারা আজীবন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে আজকে যদি তারা দৈহিক পরিশ্রমের কাজ না পারে করতে তাহলে তাদের সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া যাবে না। তাই আমি বলি আজকে যদি আমাদের বেকার সমস্যার সমাধান করতে হয়, তাহলে সমস্যাটা আরো একটু তলিয়ে দেখতে হবে। তারপর কথা উঠেছে শতকরা ৬০ জন বাঙ্গালীর। আমি বলি তাই যদি দেওয়া যায় তাহলেই কি বাংলাদেশের বেকার সমস্যার সমাধান হবে? এই সঙ্গে চাকরি সৃষ্টির সংযোগ থাকলেও অন্যদিকে আমাদের আজকে দৃষ্টি দিতে হবে। মাঃ অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কোন এক্সপার্ট নই, আমার সে ধরণের কোন কথা বলার অধিকার নাই। তবে আমি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি যে, আজকে যদি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না করা যায় এবং পল্লী জীবনের সঙ্গে তাল রেখে শিক্ষাব্যবস্থাকে নতুন করে ঢেলে সাজা না হয় তাহলে আমাদের দেশের বেকার সমস্যার সমাধান হতে পারে না।

[6-40—6-50 p.m.]

যদি পল্লীজীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে নতুন করে ঢালা না হয়, যদি গ্রামের ছেলেরা গ্রামে থাকার মত শিক্ষালাভ না করে, তাহলে বেকার সমস্যার সমাধান করা কোন সরকারের পক্ষেই সম্ভবপর নয়। আজকে আমি দেখছি, মাননীয় স্পীকার মহাশয়, তার কাকা, তার বাবা, খুড়ো—যে কাজ করে, তাকে সে কাজ করতে বললে সে তা করবে না। আজ তারা শহরের দিকে আসছে কর্মসংস্থানের জন্য। আমরা কল্পলোকের মথুরা যাবার কথা পড়েছি—এখন কল্পলোক বালী খাল থেকে সুদূর বরাকর পর্যন্ত। দশ বছর পূর্বে যেখানে কোন জনমানব বাস করতো না, সেখানে আজকে নূতন নূতন জনপদ গড়ে উঠেছে। কত লোক সেখানে কাজ করছে।

এখানে বলতে বলতে মনে হলো—আনন্দগোপাল মুখার্জি একজন তরুণ সদস্য আবেগের সঙ্গে বলেছেন বাঙ্গালী সেখানে সুযোগ পায় না। হয়ত তার কথা সত্য। আমি তাঁকে সবিনয়ে জিজ্ঞসা করবো ঐ রাস্তার আশেপাশে বাঙ্গালীকে দোকান করতে কে বারণ করেছিল? বাঙ্গালী সেখানে কোন দোকান করে নি। তাঁরা যদি শুধু মনে করেন অফিসের কেরানী চাকরি ছাড়া বেকার সমস্যার সমাধান হয় না, তাহলে কিছুই হবে না। সেই জন্য বলছি এই ব্যবসার দিকে মনোযোগ দিতে হবে, ব্যবসা বাণিজ্য ছোটখাট অনেক অবশ্য বেড়েছে। সে কথা এই প্রসঙ্গে মাননীয় সুরেশ ব্যানার্জি মহাশয় বলেছেন, তাঁর সঙ্গে কতকগুলি বিষয় আমি

একমত বলে প্রকাশ করছি। আজ বাংলাদেশে যদি বেকার সমস্যার সমাধান করতে হয়, তাহলে কুটিরশিল্পের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। একথা কেউ অস্বীকার করবে না আজকের দিনে বৃহৎ শিল্প চাই। বৃহৎ শিল্পের সংগে সংগতি রেখে কেমনে কুটিরশিল্পকে সাহায্য করা যায় এবং সম্প্রসারিত করা যায়, সে কথা চিন্তা করতে হবে। আজকে দেখা যায়, কাপড়কে দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে। মিলে কেবল সুতা হবে, তাঁতে কেবল বোনা হবে। যাতে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত ও বিস্তৃত হয়, তা করতে হবে।

আপনি জানেন, নদিয়ার তন্তুবায় শ্রেণীর লোকে তাঁতের কাজ করে হাজারে হাজারে। আজকে চিন্তা করা দরকার শুধু বাংলাদেশে এমনি কল হবে যেখানে কেবল সুতা হবে, আর তাতে শুধু বোনা হবে। আজ পল্লীগ্রামে বিজলী আলো গিয়েছে। একদিন ভয়ে ভয়ে বক্তৃতা করেছি এমন দিন আসছে যখন সুদূর গ্রামের সব অন্ধকার দূর হয়ে যাবে। আজ সেখানে সত্যি সত্যি অন্ধকার দূর হয়ে যাচ্ছে—গলসী-বর্ধমানের উপর দিয়ে বিজলীর লাইন চলে গেছে—পাওয়ার লাইন বসেছে। আজ কি করে কাজ সৃষ্টি করা যায় তা দেখতে হবে। আজকে একথা অস্বীকার করলে চলবে না বৃহৎ শিল্পে যে র‍্যাশনালাইজেশনের কথা উঠেছে, তার মূল কথা হলো আধুনিক উপায়ে উৎপাদন বাড়াতে হবে কম লোক নিয়ে। আজ বৃহৎ শিল্পকে টিকতে গেলে অন্য দেশের বৃহৎ শিল্পের সংগে প্রতিযোগিতা করতে হবে। কাজেই যে প্রস্তাব এখানে এসেছে, যাঁরা এ প্রস্তাব এনেছেন তাঁরা কি বাংলাদেশের পুরানো স্বদেশী মন্ত্রের কথা আবার নূতন করে বলবেন? "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই" আমি খবর পাই কলকাতার বাজারে বাংলার ছেলেমেয়েরা বাংলার কলের কাপড় কিনতে চায় না। সেক্ষেত্রে আমি তাদের বলবো প্রয়োজন হলে সিনেমার খরচ কমিয়ে বাংলার তাঁতের কাপড় কিনতে তারা কি তাঁদের বলবেন দয়া করে? মাননীয় সভাপতি মহাশয়, এই র‍্যাশনালাইজেশন সম্পর্কে, আমি আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর কথা উল্লেখ করতে চাই। তিনি এসেছিলেন এসোসিয়েটেড চেম্বার্স অব কমার্সের অধিবেশনে, তিনি বলেছিলেন র‍্যাশানালাইজেশন সম্বন্ধে এই সমস্ত আধুনিকীকরণ করবার আগে, তিনি গান্ধীজীর কথা উদ্ধৃত করে বলেছিলেন আমাদের দেশে, ভারতবর্ষের সামান্যতম, দরিদ্রতম ব্যক্তির উপর এটা কি প্রতিক্রিয়া করে; তা চিন্তা করতে হবে। আজকে শিল্পপতিদের কাছে আমি নিবেদন করবো—আপনারা সেদিকে লক্ষ্য রেখে এই র‍্যাশনালাইজেশনের নীতিকে এমনভাবে গ্রহণ করুন, যেন এর দ্বারা কোন দরিদ্র ব্যক্তির উপর খারাপ প্রতিক্রিয়া না হয়।

আমার শেষ কথা, আজকে যদি বেকার সমস্যা সমাধান করতে হয়, তাহলে একথা ভুলে গেলে চলবে না। কারণ বাংলাদেশে যতই আজকে শিল্পায়ন হোক, শিল্পোন্নতি হোক, শতকরা ৭০ জন লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল। আমি বলতে চাই পশ্চিমবাংলায় বৃহৎশিল্প হল কৃষি, এবং সেই কৃষিকে উন্নত করতে না পারলে বাংলাদেশের বেকার সমস্যার সমাধান হবে না। এখানে অনেক বন্ধু আছেন, এদিকে এবং ওদিকে, যাঁরা শিল্প-শ্রমিকদের কথা বেশি করে ভাবেন, তাঁদের আমি বলতে চাই। আজকে আমাদের পশ্চিমবাংলার গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে আছে ৩০ লক্ষ লোকের বেশি, যারা কৃষি শ্রমিক। তাদের অবস্থার উন্নতি করতে গেলে এবং তাদের বেকারীত্ব দূর করতে গেলে এবং সামগ্রিকভাবে শহর অঞ্চলে যেসব শিল্প গড়ে উঠেছে তার উপর চাপ কমাতে গেলে, ঐ পশ্চিমবাংলায় যে কৃষিশিল্প রয়েছে সেদিকে মনোযোগ দিতে হবে এবং আজকে তাদের আধুনিকীকরণ করতে হবে। আজকে আমাদের দেশে যদি চাই পল্লীজীবনের মান উন্নত হোক, পল্লীজীবনের আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধি হোক, তাহলে চাষের দিকে মনোযোগ দিতে হবে এবং যেখানে যে চাষ হওয়া সম্ভব, সেই চাষ করতে হবে। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, যদি দেখা যায় যে নদিয়া জেলায় আউস ধান, পাট ছাড়া আর কিছু ভাল জন্মায় না, তাহলে সেখানে আমন ধান জন্মাবার বা অন্য চাষ করার চেষ্টা না করাই ভাল। পশ্চিমবাংলার যেখানে যেখানে যেমন যেমন কৃষিশিল্প আছে, তেমনি রেখে তাকে আরও উন্নততর করতে হবে। আজকে সমগ্রভাবে পশ্চিমবাংলায় কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রকে যদি সম্প্রসারিত করতে না পারি, তাহলে সেন্ট পার সেন্ট চাকরি বাঙ্গালী ছেলেদের কাছে গেলেও, বেকার সমস্যার সমাধান হবে না। তাই সেদিকে সকলকে মনোযোগ দিতে বলি এবং যেকথা সরকারপক্ষ থেকে বলা দরকার আমি তার দু-একটা উল্লেখ করতে চাই।

আজকে আমি মনে করি, পশ্চিমবাংলার যারা অধিবাসী তাদের এখানকার শিল্পের ক্ষেত্রে সুযোগ পাওয়া দরকার। সেইজন্য আমি শ্রমদপ্তর থেকে সমস্ত শিল্পপতিকে এবং সমস্ত বিভাগকে জানাতে বলেছি যে তোমাদের শিল্পে কত বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী নিযুক্ত আছে—আমায় জানাতে। এবং তাদের অনুরোধ করেছি, তোমরা বাঙ্গালী ছেলেদের কাজ করবার সুযোগ দাও। আমার একটা কথা নিয়ে সংবাদপত্রে খুব আলোচনা করা হয়েছে দেখলাম। আমি বলেছি আমরা বর্তমানে পশ্চিমবাংলা সরকার পলিসি অব পারসুয়েশন ফলো করছি। আমি বিশ্বাস করি, মাননীয় স্পীকার মহাশয়, হৃদয়ের পরিবর্তনে হৃদয়ের পরিবর্তন হয়। কারও হয়ত করুণ দৃশ্যে মন গলে, আবার কারও হয়ত রিভলভারের ভয়ে মন গলে। অর্থাৎ ভয় দেখিয়ে অথবা হৃদয়ের পরিবর্তন করে মনের পরিবর্তন করা যায়। তাই আমি মনে করি আজকে এই সমস্ত ব্যাপারে একটা মনোভাব সৃষ্টি করা দরকার, এবং সেদিকে আমরা মনোযোগ দিচ্ছি। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি শুনে খুসী হবেন আজকে সেই পলিসি কার্যকরী হচ্ছে।

এই সম্পর্কে আর একটা বিষয়ের কথা উল্লেখ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের দ্বারা যদি আমি সমস্ত জায়গায় লোক নিযুক্ত করতে বলি, তাহলে নিশ্চয় কেউ একথা মনে করতে পারেন না যে, তার দ্বারা শিল্পের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হবে। আমি মনে করি সেই নীতি গ্রহণ করলে কেবল পশ্চিমবাংলার অধিবাসীদের মধ্যেই কাজগুলি ডিষ্ট্রিবিউশনের সুযোগ ঘটবে এবং তার দ্বারা যে বৈষম্য আছে, তা বহুল পরিমাণে দূরীভূত হবে।

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই কথাগুলি বলে, আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[6-50—7 p.m.]

Sj. Bijoy Singh Nahar: Sir, I would like to move an amendment to the main resolution.

I beg to move that after the word "that" and for the words beginning with "in view of" and ending with "sons of the soil", the following be substituted, namely:—

> "In view of the continuous rise in the volume of unemployment amongst the Bengali youths, this Assembly reiterates the views expressed in the resolution passed unanimously by the Assembly on the 6th of December, 1957, and requests the Government to expedite the enquiry proposed therein so that measures may be taken at an early date to ensure employment of Bengalees in sufficiently large numbers."

স্যার, এসম্বন্ধে আমি বক্তৃতা করতে চাই না।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আমি এই এমেন্ডমেন্টটা এক্সেপ্ট করছি।

The motion of Sj. Bijoy Singh Nahar that after the word "that" and for the words beginning with "in view of" and ending with "sons of the soil", the following be substituted, namely:—

> "In view of the continuous rise in the volume of unemployment amongst the Bengali youths, this Assembly reiterates the views expressed in the resolution passed unanimously by the Assembly on the 6th of December, 1957, and requests the Government to expedite the enquiry proposed therein so that measures may be taken at an early date to ensure employment of Bengalees in sufficiently large numbers".

was then put and agreed to.

Mr. Speaker: The other amendments *fall through*.

The motion of *Sj. Jatindra Chandra Chakravorty* as amended by the motion of Sj. Bijoy Singh Nahar that after the word "that" and for the words beginning with "in view of" and ending with "son of the soil", the following be substituted, namely:—

"In view of the continuous rise in the volume of unemployment amongst the Bengali youths, this Assembly reiterates the views expressed in the Assembly on the 6th of December, 1957, and requests the Government to expedite the enquiry proposed therein so that measures may be taken at an early date to ensure employment of Bengalees in sufficiently large numbers".

was then put and agreed to.

Private Members' Bill

The Calcutta Municipal (Amendment) Bill, 1958

Sj. Dhirendra Nath Dhar: Sir, I beg leave to introduce the Calcutta Municipal (Amendment) Bill, 1958.

একটা পাকা বাড়ী যার ভ্যালুয়েশন হচ্ছে ৩ হাজার টাকা তার ট্যাক্স হচ্ছে ১৮॥ টাকা। কিন্তু বস্তিতে একটা ছোট্ট ঘর যার ভ্যালুয়েশন ১০০ টাকা তাকে ২২॥ টাকা ট্যাক্স দিতে হবে—এই যে অস্বাভাবিক জিনিস, এর এমেণ্ডমেন্ট হওয়া প্রয়োজন যার সম্পর্কে বিভিন্ন অংশ থেকে বার বার বলেছি এবং পৌরসভার যারা ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যালিটী নিয়ে কাজ করছেন তারাও বারংবার একথা উল্লেখ করেছেন এবং সকলেই এটা আশা করেছিল যে মন্ত্রী মহাশয় অনতিবিলম্বে এই ধরণের বিল এনে প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুযায়ী চাহিদানুযায়ী সেটা পূরণ করবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ পর্যন্ত মন্ত্রী মহাশয় এ ধরণের বিল পর্যন্ত আনলেন না। কাজেই প্রাইভেট বিল হিসাবে এটাকে উপস্থিত করতে হচ্ছে। আমি একটা কথা প্রথমেই বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে সার্বজনীন ভোটে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হোক। এটা কলকাতা শহরবাসীর একমাত্র দাবি হতে পারে কারণ একমাত্র কলকাতাতেই এটা বাকি আছে। সমস্ত ভারতবর্ষের এডল্ট ফ্রাঞ্চাইজ কমিটির যে রিপোর্ট আমার আছে তার একটা কপি আছে। তাতে দেখা গিয়েছে বোম্বেতে সমস্ত লোকাল বডীতে এটা হয়েছে। মান্দ্রাজে হয়েছে, উত্তরপ্রদেশে হয়েছে, এমন কি বিহার এবং তারপর উড়িষ্যা, অন্ধ্র, কেরালা, মহীশূর ও আসামে হয়েছে এবং রাজস্থানে শেষে হয়েছে। সম্প্রতি দিল্লীতেও কর্পোরেশনে এডাল্ট ফ্রাঞ্চাইজ নীতি গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেই আইনটা সর্বশেষে পার্লিয়ামেন্টে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেদিন মন্ত্রী মহাশয় বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্টের আলোচনার সময় যে ধরণের জবাব দিয়েছিলেন তাতে মনে হয় এটা আশাকরা কলকাতার লোকের পক্ষে সুদূর-পরাহত। এটা অত্যন্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার যে কলকাতা শহরে এ জিনিস গ্রহণ করা হচ্ছে না। আমরা আশা করেছিলাম যে এই বিল মারফত মন্ত্রী মহাশয় নিশ্চয়ই এ জিনিস গ্রহণ করে নেবেন।

দ্বিতীয় কলকাতা শহরের নানা জায়গায় সভা সমিতি হচ্ছে যে ট্যাক্সের যে রেট তার বিরুদ্ধে আন্দোলন হচ্ছে এবং চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি ভবানীপুর নির্বাচন আসছে, কাজেই মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আবেদন করবো যদি আপনারা কলকাতার লোকদের কন্‌ভিন্স করতে পারেন যে তারা রেট-পেয়ার্সদের পক্ষে আছেন, কলকাতার অধিবাসীদের পক্ষে আছেন, তাহলে তারা কংগ্রেসকেই ভোট দেবে। আর একবার আমি মন্ত্রী মহাশয়কে বলছি এই সুযোগ ত্যাগ করবেন না—আমার এই এমেন্ডমেন্ট ন্যায্য এটা যেন তারা গ্রহণ করে নেন। এটা বলবার প্রয়োজন হচ্ছে—১৯৫১ সালের আইন কেন আনলেন, এই আইনে এসেসমেন্টের ভিত্তি কেন এমন করলেন? স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ১৯২৩ সালে যখন আইন এনেছিলেন তখন কর্পোরেশনের আয়ও কম ছিল না, বছরের পর বছর ট্যাক্স বেড়েছে, তখনই কলকাতার অধিবাসীরা

কেউ তো, রেট-পেয়ার্সরা কেউ তো ত্রাহি মধুসূদন ডাকে নি। কিন্তু এই যে এখন ট্যাক্সের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে, মানুষের দেবার ক্ষমতা নাই, তার কলকাতা কর্পোরেশনের চীফ একাউন্টেন্ট বলেছেন—এমন আমদানি হচ্ছে যে পূজোর সময় এমপ্লইজদের মাইনে দিতে পারার অবস্থা থাকবে কিনা ঠিক নাই। এমন অবস্থায় কর্পোরেশনকে নিয়ে যাবার তো কোন প্রয়োজন নাই। যতখানি ট্যাক্স দেওয়ার ক্ষমতা কলিকাতাবাসীর আছে, ততখানিই চেষ্টা করুন না কেন? বেশি করে আদায় করার চেষ্টা করলে শেষকালে হয়ত দেখা যাবে কিছু হচ্ছে না—লাভের মধ্যে কর্পোরেশনকে ডকে তোলার ব্যবস্থা হয়েছে। কাজেই আমি বলি—আগে যেমন ধারার ভিত্তিতে স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি মহাশয় গ্রহণ করেছিলেন, সেইরকম করলেই ভাল। আমি বেশি কিছু বলছি না, আমি শুধু বলছি রেন্টাল বেসিস যে ধারা নিচ্ছেন তার ফলে এখন যাকে ২৫ টাকা ট্যাক্স দিতে হচ্ছে, তাকে হয়ত নূতন রেন্টাল বেসিসে ১০০ টাকা ট্যাক্স দিতে হবে। এটার প্রয়োজন ছিল। অথচ কলকাতায় বড় বড় বাড়ী যাদের পড়ে আছে, যারা বাড়ী ভাড়া দিয়ে হাজার হাজার টাকা আয় করছে, তাদের ট্যাক্স বাড়ল না, এটা কর্পোরেশনের রিপোর্ট থেকেই দেখা যাবে—যারা দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, যারা হয়ত ১ খানা ঘর ভাড়া দিয়েছেন, তাদের ঘাড়ে ৪ গুণ ট্যাক্স গিয়ে পড়ছে। অপরাধ কি? না, তারা একখানা ঘর ভাড়া দিয়েছেন।

[7—7-10 p.m.]

এইরকম একটা আইন কোরে শুধু শুধু লোককে বিপদগ্রস্ত করা ঠিক নয়। কাজেই আমার এমেন্ডমেন্ট হচ্ছে যে যে বাড়ীতে লোক বসবাস করছে, সে বাড়ীতে বেশির ভাগ অংশে যদি ওনার নিজে বাস করে, তাহলে সেখানে রেন্টাল বেসিস গ্রহণ করা উচিত নয়। যেগুলো সম্পূর্ণ ভাড়া বাড়ী সেগুলোর করুন আপত্তি নেই। আমি বিলটা এমনভাবে আনি নি যাতে সমস্ত জিনিসটা নাকচ করতে বলছি। অথচ পূর্বে স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি যা করেছিলেন তাও হুবহু মেনে নিতে বলছি না। বর্তমানে যে জিনিস করছেন সেটা অযৌক্তিক ও ইনইকুইটাস। সেটা না কোরে যেভাবে বিল দিয়েছি সেইভাবে গ্রহণ করুন।

তারপরের জিনিস বস্তি সম্বন্ধে বলেছি যে এটা প্রয়োজন। বস্তি বিল যখন আলোচিত হয়, তখন সকলেই বলেছেন যে বস্তির সেই অঞ্চল যদি উন্নত করতে চান তাহলে আলাদাভাবে বিল করলে পর কর্পোরেশনের আদায়ের সুবিধা হয়। জমিদারের ঘাড়ে চাপানয় তাদের আদায় করতে অসুবিধা হয়। জমিদার কিছুই করতে পারছে না, এবং অত্যধিক ভাড়ার চাপ দিয়ে এবং অযথা কতকগুলি খরচের ব্যবস্থা না কোরে বস্তির সেপারেট বিল করাই সুবিধা। তাতে আদায়ের সুবিধা এবং যে বস্তিতে যে থাকে সে তার উন্নতি করবার চেষ্টা করতে পারে এবং আরও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। সেইজন্য সেপারেট বিলের দাবি করছি এবং বস্তি বিল আলোচনার সময়ও একথা বলেছি।

কাজেই মিউনিসিপ্যাল বিল আনুন যাতে এর পরিবর্তন হয়।

The Hon'ble Iswar Das Jalan: So far as the question of adult franchise is concerned, I have said before in this House that there is an Adult Franchise Committee which is considering this proposal and I hope that the report will be coming to the Government within the next two or three months. Thereafter the Government will come to a decision, on this issue. Regarding the method of assessment we have invited the Calcutta Corporation to make their suggestions for amendments on a large scale. They have been repeatedly saying the Act is unworkable and we have invited the Corporation of Calcutta to make suggestions. They have not been able to do so though about a year has elapsed.

[SJ. BANKIM MUKHERJEE: They have sent some amendments.] If there is to be an amendment, this amendment should be such as would make a comprehensive amendment. Therefore we shall take into consideration all the views which have been expressed by the honourable member of this House. I would, therefore, request him to withdraw this Bill because we

do not want that there should be a verdict of the House against the Bill at this stage. I will request him to withdraw. If he does not withdraw then I will oppose.

Mr. Speaker: Mr. Dhar, are you withdrawing it?

Sj. Dhirendra Nath Dhar: No, Sir,

রিপোর্ট দিয়েছি, মন্ত্রী মহাশয় ক্যালকাটা কর্পোরেশনের দুটো এমেন্ডমেন্ট দিয়েছেন—১৯৫৩তে আর ১৯৫৮তে।

The motion of Sj. Dhirendra Nath Dhar for leave to introduce the Calcutta Municipal (Amendment) Bill, 1958 was then put and a division taken wth the following result:—

NOES—109.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Khan, Sjta. Anjali
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Dhirendra Narayan
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Muzaffar Hussain, Janab
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Ras Behari
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-ul-Huque, Janab Md.

AYES—43.

Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Bera, Sj. Sasabindu
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Sunil
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Gupta, Sj. Sitaram
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu A'sad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Rabindra Nath
Sen, Sj. Deben
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi

The Ayes being 43 and the Noes 109 the motion was lost.

Adjournment.

The House was then adjourned at 7-10 p.m. till 9 a.m. on Saturday, the 19th July, 1958, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Saturday, the 19th July, 1958, at 9 a.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble Sankardas Banerji) in the Chair, 15 Hon'ble Ministers, 12 Deputy Ministers and 204 Members.

[9—9-10 a.m.]

Adjournment motion

Sj. Amal Kumar Ganguli:

স্যার, আমার একটা এডজার্নমেন্ট মোশন আছে।

Mr. Speaker: I have refused consent, but you can read it out.

Sj. Amal Kumar Ganguli: My motion runs thus: The House do now adjourn to discuss a very urgent matter of much public interest and of recent occurrence viz., the fatal steamer wreck on river Rupnarayan at its 'Nowapara Char' near Kolaghat which took place on the 17th instant at about 11 a.m. resulting in total drowning of about 150 human lives.

Mr. Speaker: The reason for refusal is that it is a private company.

Sj. Amal Kumar Ganguli:

স্যার, মোশান সম্বন্ধে বলছি না, কিন্তু যে ঘটনা ঘটেছে তাতে চীফ মিনিস্টার যখন এখানে আছেন তখন আমার অনুরোধ যে এ বিষয়ে তিনি কি করতে চান সেটা জানালে ভাল হয়। সংবাদপত্রে যে খবর বেরিয়েছে এবং নিজে ঘুরে যা দেখেছি তাতে দেখলাম যে আসল ঘটনার সঙ্গে কোন মিল নেই।

Mr. Speaker: There should be no speech.

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহাশয়, উনি যে এডজার্নমেন্ট মোশান এনেছেন তার উপর আলোচনা করবার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী এখানে আছেন বলে জানতে চাই যে যখন বোট এখনও তলায় পড়ে আছে, বডিস বেরুচ্ছে না—১৯টা নাকি বেরিয়েছে তখন এ ব্যাপারে সরকার থেকে কিছু করা হচ্ছে, কিনা? প্রাইভেট কোম্পানি বলে ছেড়ে দিলে হবে না। সেখানে শুনছি নাকি পুলিসও গেছে। কিন্তু সবচেয়ে গুরুতর কথা হচ্ছে যে সেই বডিগুলোকে উদ্ধার করে আইডেন্টিফাই করবার কি ব্যবস্থা হয়েছে সেটাই আমরা জানতে চাই।

The Hon'ble Kalipada Mookerjee:

এই ঘটনা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক এবং এ সম্বন্ধে তদন্ত চলছে। সেদিন এই ঘটনা ঘটবার অব্যবহিত পরে হাওড়া ও মেদিনীপুরের উচ্চপদস্থ পুলিস এবং সরকারি কর্মচারী সেখানে যান। সেদিন থেকে উদ্ধার কার্য বা রেসকিউ অপারেশনের কাজ চলছে। এ পর্যন্ত সেখান থেকে যে ১৯টি লাস উদ্ধার করা হয়েছে সেগুলি ময়না তদন্তের জন্য মেদিনীপুরে পাঠান হয়েছে এবং তার মধ্যে ১৮টি লাস সনাক্ত করা হয়েছে। পোর্ট কমিশনারের সাহায্যে সেখানে যে দুইজন এক্সপার্ট ডাইভার্স নিয়ে আসা হয়েছিল তাঁরা জাহাজের তলায় গিয়ে উদ্ধার করেছেন এবং তাঁরা মনে করেন যে এর ভেতরে আর বেশি মৃতদেহ নেই। কয়েকটা মৃতদেহকে ঘাটের সন্নিকট থেকে স্থানীয় পুলিস উদ্ধার করেছে। এখন এবিষয়ে বিশেষভাবে তদন্ত চলছে এবং তদন্তের পরে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে এবিষয়ে বিবৃতি এখানে উপস্থিত করা হবে।

Sj. Bankim Mukherjee:

সোমবার কি আমরা এ বিষয়ে বিশদ কিছু জানতে পারব?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমরা বলেছি যে তাদের রিলিফ দেওয়া হোক এবং তাদের আত্মীয়স্বজন পরিবার যারা আছে তাদেরও প্রতি স্টেপ নেবার জন্য ব্যবস্থা করা হবে।

Sj. Ganesh Ghosh:

যে বডিগুলি ভেতরে রয়েছে বললেন সেগুলি রেসকিউ করা হচ্ছে কি?

The Hon'ble Kalipada Mookerjee:

সেগুলি রেসকিউ করে পোস্টমর্টেম একজামিনেশনের জন্য পাঠানো হয়েছে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমাদের মনে হচ্ছে যে ১শোর মত মারা গেছে, কিন্তু ডেড বডি মাত্র ১৯টা পাওয়া গেছে, হয়ত বাকিগুলি ধুয়ে বেরিয়ে গেছে। পোর্টকমিশনারের চেয়ারম্যানের কাছ থেকে এই রিপোর্ট পেয়েছি যে তাদের লোক অনেকক্ষণ চেষ্টা করে গোটাকতক ডেড বডি লঞ্চের তলা থেকে বের করেছে। সেগুলি এমন বালির মধ্যে ঢুকে গেছে যে সেখান থেকে উদ্ধার করার কোন চান্স নেই।

Sj. Amal Kumar Ganguli:

এই তদন্ত কি ধরণের হচ্ছে?

Mr. Speaker: The matter is being dealt with in consultation with the Port Commissioners.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: On a point of information, the West Bengal Government maintain a Transport Department. Is it not the duty of that Department to see that, even if they be private companies, they run the transport in proper form—some of these accidents are preventable—and they should see to these things.

Mr. Speaker: A detailed statement is to be made by the Government before the House.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: Though this is a private company, the Government of West Bengal have a certain amount of responsibility with regard to the running of the transport.

Mr. Speaker: Further details will be made available to the House. All the facts that the Government come to know will be placed before the House. Such an assurance having been given, there is no need to proceed with this matter at the present moment.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি খালি আপনার মাধ্যমে এই অনুরোধ করবো যে ইনকোয়ারি করার সময় যেন এটা ইনকোয়ারি করা হয় যে ঐ লঞ্চে যত যাত্রী বহন করবার কথা তার থেকে বেশি যাত্রী বহন করার ফলে এটা হয়েছে কিনা।

Mr. Speaker: As far as I remember. in regard to these marine accidents, a marine enquiry is held presided over by the Chief Presidency Magistrate and aided by two Assessors in which evidence is led. The matter cannot be closed down suddenly. In all cases of steamer accidents there is a regular marine enquiry held by a marine court in which the assistance is taken of two Assessors who are peculiarly well informed in this particular type of work. I assume that such a thing will happen here.

High prices of articles

Sj. Somnath Lahiri:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি কাগজে দেখলাম কোলকাতায় জিনিসপত্রের দাম যে প্রচণ্ড-ভাবে বেড়ে যাচ্ছে সে সম্বন্ধে গভর্নমেন্ট একটা প্রেসনোট দিয়েছেন যে দাম যদি না কমে তাহলে তাঁরা ড্রাস্টিক স্টেপ নেবার কথা চিন্তা করবেন। তাঁদের সেইসব ধমকের পরেও দাম বাড়ছে। আমি জানতে চাই যে সরকারের চিন্তাস্তর পার হয়ে কার্যস্তরে প্রবেশ করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

এ সম্বন্ধে কালকে ত বলা হয়েছে।

Date for discussion of food situation in West Bengal

[9-10—9-20 a.m.]

Sj. Bankim Mukherjee:

সভাপাল মহাশয়, মে মাসের গোড়াতে একটা ফুড এনকোয়ারি কমিটি ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট তৈরি করেছিলেন এবং ১০ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিবেন সেটা গেজেট হয়েছিল।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমার নিজের কতকগুলি ইনফর্মেশনের জন্য কতগুলি লোককে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

Sj. Bankim Mukherjee:

আমরা শুনেছি তাঁরা রিপোর্ট দিয়েছেন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

সেটা আমাদের এখানে আসার কোন কারণ নেই।

Sj. Bankim Mukherjee:

গভর্নমেন্ট যখন একটা এনকোয়ারি করেছিলেন এবং করে রিপোর্ট দিয়েছিলেন সেই রিপোর্ট হাইয়ার প্রাইস সম্বন্ধে গভর্নমেন্ট কি চিন্তা করছেন এবং কি প্রতীকারের উপায় ভাবছেন সেটা জানতে পারলে আমাদের পক্ষে সুবিধা হত। ফুড সম্বন্ধে একটা আলোচনা হওয়া দরকার, কিন্তু সেসন শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং সমস্ত দেশের লোক উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে আজকে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য যেভাবে বেড়ে চলেছে—একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীপ্রফুল্ল সেন মহাশয় বলেছিলেন যে গত বছরের তুলনায় এবৎসর দাম কম আছে, কিন্তু এখন দেখছি দাম বেড়ে গিয়েছে। গত বৎসর একটা দুর্বৎসর ছিল।

Sj. Ananda Gopal Mukhopadhyay:

গত বছরে বন্যা হয়েছিল।

Sj. Somnath Lahiri:

গত বছরের আগের বছর বন্যা হয়েছিল।

Sj. Bankim Mukherjee:

কাজেই আমার মনে হয় এটা সান্ত্বনার বিষয় নয়—তাই এখানে একটা আলোচনা হওয়া দরকার। গভর্নমেন্ট থেকে যে তদন্ত করেছিলেন সেই তদন্ত থেকে যে তথ্য বেরিয়েছে সেটা যদি জনসমক্ষে প্রকাশ করেন তাহলে আমাদের খানিকটা লাভ হতে পারে। আমি জানতে চাই এই দুটোর কোনটা করবেন—রিপোর্টটি দেবেন, না এ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য একটা দিন স্থির করবেন?

Sj. Jyoti Basu:

আমরা শুনেছি সত্যি কিনা জানি না, ২রা মে তারিখের গেজেটে নাকি এরকম বেরিয়েছে যে, একটা কমিটি হয়েছে এবং তার নামও বেরিয়েছে আমাকে সেটা দেখতে হবে—এটা কি সত্য এইরকম একটা এনকোয়ারি করার জন্য কমিটির নাম বেরিয়েছিল? তা যদি হয় তাহলে মুখ্যমন্ত্রী বলতে পারেন না এটা আমার প্রাইভেট এফেয়ার্স, এসেম্বলী ও পাবলিকের কোন ব্যাপার নয়। সাত-আট দিনের মধ্যে এসেম্বলী শেষ হয়ে যাচ্ছে। খাদ্য সম্বন্ধে এখানে একটি প্রশ্নোত্তর হয়েছিল, কোন আলোচনা হয় নি। এরকম গুরুতর পরিস্থিতি সম্বন্ধে আপনাকে অনুরোধ করছি আমাদের কয়েক ঘণ্টার জন্য হলেও একটা দিন দেবেন যখন আমরা এবিষয়ে আলোচনা করতে পারি। এর মধ্যে আমরা দেখছি এসেম্বলীও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং জিনিসপত্রের দামও বেড়ে যাচ্ছে। আমি জানতে চাচ্ছি ঐরকম কোন কমিটি করা হয়েছিল কিনা, এবং ২রা তারিখের গেজেটে কোন নাম বেরিয়েছিল কিনা?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

কোন কমিটি হয় নি, আমি কতগুলি বন্ধুকে বলেছিলাম তাঁরা কয়েকটা বিষয়ে জেনে আমাকে বলবেন।

Sj. Jyoti Basu:

আলোচনা করতে পারব কিনা এবং তার জন্য দিন দেবেন কিনা?

Mr. Speaker:

সমস্ত প্রগ্রাম ও ডেট আমি ঠিক করি না আপনি তো জানেন মিঃ বোস।

Now, we shall take up the Bengal (Rural) Primary Education (Amendment) Bill, 1958.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

স্যার, কোয়েশ্চেনটা হেল্ড ওভার হয়ে গেল কেন?

Mr. Speaker: I held it over because some honourable members asked me to do so.

সেজন্যই করেছি।

GOVERNMENT BILL

The Bengal (Rural) Primary Education (Amendment) Bill, 1958

Clause 1

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 2, line 4, after the words "and allowances" the words ", gratuities and provident funds" be inserted.

Of course the Government might say that the question of gratuity is irrelevant but the question of provident fund is there. You ought to have provided for pensions for those persons. At present, as you say, you have not got sufficient fund. At least you should introduce a system of provident fund for these teachers till you are in a financial capacity to provide them with pension. You must provide them either with provident fund or with pension. But as pension is more costly provident fund ought to be introduced for those persons as a stop-gap arrangement.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Mr. Speaker, Sir, I am quite surprised to find that a practising Advocate like Mr. Panda has not read the section with care. Had he done so he would have found that *pension and gratuity are all mentioned in sub-clause 9 of section 23. How it has escaped his notice I cannot understand.* It is already there.

Sj. Basanta Kumar Panda: Pensions are not given to these teachers

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Let me read out sub-clause 9:—"Subject to the prescribed conditions to grant pensions and gratuities........."

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 2, line 4, after the words "and allowances" the words ", gratuities and provident funds" be inserted, was then put and lost.

The question that clause 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clauses 3, 4 and 5 and the Preamble

Mr. Speaker: There are no amendments to these. So I put them to vote.

The question that clauses 3, 4 and 5 and the Preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, I beg to move that the Bengal (Rural) Primary Education (Amendment) Bill, 1958, as settled in the Assembly, be passed.

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ফার্স্ট রিডিংএ আমি একটা প্রশ্ন তুলেছিলাম, প্রশ্নটা হচ্ছে, অবজেক্টস এ্যান্ড রিজন্সে বলা হয়েছে—

the object of the Bill is to make provision for various allowances,

কিন্তু বডি অফ দি বিলে তার কোন প্রভিসন করা হয় নি। আমার প্রশ্নটা হয়তো ভুল হতে পারে সাধারণ বুদ্ধি থেকেই এই প্রশ্ন করেছিলাম। আমি আশা করেছিলাম মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আমার সন্দেহের নিরসন করবেন জবাব দিয়ে, কিন্তু তিনি তার জবাব না দিয়ে এই বিলের মূল যা উদ্দেশ্য তা বুঝিয়ে বলেছেন। অরিজিনাল এ্যাক্টে স্যালারি ডাজ নট ইনক্লুড এলাউন্সেস, অথচ প্রাইমারী শিক্ষকদের ডিয়ারনেস এলাউন্স দেওয়া হচ্ছে দ্যাট ইজ কোয়াইট ক্লিয়ার। এই অসংগতি দূর করবার উদ্দেশ্যেই এই বিল আনা হয়েছে এই উদ্দেশ্যটা অবজেক্টস এ্যান্ড রিজন্সে বলে দিলে ভাল হত। কিন্তু আপনি বললেন—

to make provisions for various kinds of allowances

আপনি বললেই পারতেন—

to remove the irregularities—That is in the shape that allowances and pensions are being given though there is no such provision in the original Act.

এটা বললেই সুস্পষ্ট হোত। কিন্তু তা না বলে আপনি বললেন—

to make provisions for various kinds of allowances

সেসব এলাউয়েন্সের প্রভিশন একচুয়ালী করেন নাই। সেদিন আপনার কথা শুনেও সুখী হই নাই। রিজন থেকে গালাগালি বেশি দিয়েছেন। আমি আশা করি আজকে এই বিল শেষ হবার পূর্বে তিনি আমাদের বুঝিয়ে বলবেন ইন দি বডি অফ বিলে কেন একথা স্যালারি সম্বন্ধে

তিনি বললেন, অবজেক্টস এ্যান্ড রিজন্সে যে

Object of the Bill is to remove an irregularity.

তা না বলে উনি কেন বললেন না

the object of the Bill is to make provisions for certain alloowances for which provision has not been made in the body of the Bill.

[9-20—9-30 a.m.]

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি মহাশয় যা বললেন—আমার মনে হয় তিনি তা বলতেন না, যদি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা তিনি ভাল করে শুনতেন। আমরা সেই সময় বলেছি যে এলাউয়েন্স তাঁদের দেওয়া হয়ে থাকে, কিন্তু তার কোন উল্লেখ আইনে না থাকাতে হয়ত কেউ কেউ বলতে পারেন যে তা দেওয়া হয় না। এ্যালাউয়েন্সের কোন বিধান আইনে নাই। সেই ইরেগুলারিটি দূর করবার জন্য এই বিল আনা হয়েছে। স্টেটমেন্টস অফ অবজেক্টস এ্যান্ড রিজন্সসটা একটু ভাল করে পড়ে দেখলে তিনি দেখতে পাবেন তার কথাও সেখানে উল্লেখ আছে।

> "With a view to making necessary provision for payment of other allowances, namely, dearness allowance, compensatory allowance, town allowance, house rent allowance etc., which have been or may hereafter be paid to the employees of District School Board, it has been considered that suitable provision should be made by legislation."

কাজেই এখনো সেই সমস্ত এ্যালাউয়েন্স দেওয়া হচ্ছে। আইনে কোন ভিত্তি না থাকায়, পাছে সে সবন্ধে কোন আইনগত আপত্তি হয়, সেই ইরেগুলারিটিটা দূর করবার জন্য এই আইনটা আনা হয়েছে, এটা সুরেশবাবু একটু ভাল করে পড়লে বুঝতে পারতেন।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

আপনার বক্তৃতা শুনেও আমার সন্দেহ দূর হল না। এটা কেন লিখলেন—টু রিমুভ দি ইরেগুলারিটি এটা না লিখে আপনি অন্য কথা লিখতে পারতেন পরিষ্কার করে। আইনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলা। আপনি লিখতেন ইন অর্ডার টু রিমুভ এন ইরেগুলারিটি, যদিও তাদের এলাউয়েন্স দেওয়া হচ্ছে। অরিজিনাল এ্যাক্টে বলতে পারতেন দেয়ার ইজ নো প্রভিশনস ফর সাচ এলাউয়েন্স। তা না করে আপনি, কেন একথা বলতে গেলেন এবং ইন দি অবজেক্টস এ্যান্ড রিজন্সসএ কেন বললেন না যে রিয়েল অবজেক্ট হচ্ছে টু রিমুভ এন ইররেগুলারিটি তা হলে বুঝতাম। সেটা না বলে রাউন্ড এ্যাবাউট ওয়েতে বলে অস্পষ্ট করলেন প্রভিশন ইন দি বডি অফ দি বিল। এ জিনিসটা আমি এখনো বুঝতে পারলাম না।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

আমি যেভাবে বললাম তাতেও যদি সুরেশবাবু না বোঝেন, তাহলে তারচেয়ে ভাল করে বোঝাবার ক্ষমতা আমার নাই।

The motion of the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri that the Bengal (Rural) Primary Education (Amendment) Bill, 1958, as settled in the Assembly, be passed, was then put and agreed to.

Appointment of Food Committee

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I owe an apology to the members of the House. I find that the Food Department had issued a notification regarding appointment of this Committee. Whether the report of the Committee can be placed before the House is a matter for consideration.

Mr. Speaker: It was published in the Gazette.

Sj. Jyoti Basu:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই রিপোর্টের মধ্যে উল্লেখ আছে—যাঁরা মেম্বার আছেন ১০ই মে'র মধ্যে সরকারের কাছে তাঁদের রিপোর্ট দিতে হবে। আমি ধরে নিচ্ছি এবং বঙ্কিমবাবুও বলছেন, রিপোর্ট সরকারের কাছে এসেছে, এসেম্বলী শেষ হবার আগে এই রিপোর্ট আমরা চাই —এসেম্বলীতে প্লেসড হোক। তার উপর আলোচনা করতে সুবিধা হবে—যেদিনটা ধার্য আছে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমার কাছে কোন রিপোর্ট এসে পৌঁছায় নাই। ও'রা টাইম এক্সটেন্ড করতে বলেছেন।

Sj. Jyoti Basu:

হয়ত সেটা প্রফুল্লবাবুর কাছে আছে। আমরা সেটা চাই ফর পাবলিক নলেজ।

Mr. Speaker:

প্রফুল্লবাবু আজ কলকাতায় নাই।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

প্রফুল্লবাবুর কাছে থাকতে পারে—আমি জানি না।

Sj. Jyoti Basu:

আমরা তো শুনেছি এটা আপনার কাছে দেবার কথা। ফর পাবলিক নলেজ আমরা এটা চাই।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

তারা গুটি কয়েক পয়েন্টস মাত্র আমার কাছে দিয়েছেন। ফাইনাল রিপোর্ট দেন নাই, টাইম চেয়েছেন। দোষ খানিকটা আমার। তাঁদের সঙ্গে বসে সেটা দেখবার সময় আমি করে উঠতে পারি নাই।

Sj. Jyoti Basu:

মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় আমাকে ক্ষমা করবেন, এটা এমন একটা গুরুতর ব্যাপার, উনি জানেন না। উনি প্রথমে মনে করলেন প্রাইভেট এফেয়ার্স উনি জানেন না। তাহলে এটা গেজেটে বেরিয়ে গেল কি করে? গণেশবাবুও বলছেন শুনেছি, দেখেন নাই বলছেন। আপনি বললেন বলতে পারি না। যা হোক এখন কারেক্ট করলেন—নিজে এখন বলছেন ১০ই মে'র মধ্যে রিপোর্ট দেওয়ার কথা ছিল। তাঁরা কতকগুলো পয়েন্টস্ মাত্র আপনাকে দিয়েছেন। আমাদের কাছে সত্যিই অদ্ভুত শোনাচ্ছে। তারা যদি কতকগুলি পয়েন্টস গভর্নমেন্টকে দিয়ে থাকেন, তার মানে আমরা বুঝি, আরও বেশি টাইম চাচ্ছেন। তাহলে এসেম্বলী আর যে কয়দিন আছে, তার মধ্যে আমরা পাবো না। এসেম্বলী বন্ধ হয়ে যাবার পর, তিন, চার মাস পরে কি হবে তা জানি না, হয়ত আবার বলবেন আরও কিছু সময় চাই। সুতরাং আমি আবার অনুরোধ করছি—এই রিপোর্টটা যদি থাকে, আমরা সেটা চাই। যদি রিপোর্টটা পার্টল বা তার কতকগুলি পয়েন্টসও থাকে, তা আমরা এখন চাই। আপনি মনে রাখবেন শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়ের পদত্যাগের পর, মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব আনার পর এবং খাদ্য সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবার পর, এই কমিটি এ্যাপয়েন্ট হয়েছে, খুব ভাল কথা। কিন্তু তার রিপোর্টে কি আছে সেটা আমরা চাই। তাঁরা রিপোর্টে কি দিয়েছেন, তাঁরা কি বলতে চান সেটা আমরা চাই, যাতে আমাদের যা একটা বক্তব্য আছে, সেটা আমরা রাখতে পারি। এবং এটা হচ্ছে আমাদের কথা আপনার কাছে, এখন আপনার উপর নির্ভর করছে দিনটা আপনি ঠিক করবেন। আপনি এ্যাজ স্পীকার, এটা নিশ্চয়ই করতে পারেন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

স্যার, আমি মনে করি নি যে এই রিপোর্টটা এসেম্বলীতে আসবে। এই ধারণা আমার মনে ছিল না। কাজেকাজেই আমি খুব তাড়া দিই নি। আমি অন্য কাজে বেশি ব্যস্ত থাকার দরুণ রিপোর্টটা দেখতে পারি নি, তাঁদের সঙ্গে আলোচনাও করতে পারি নি। এই রিপোর্ট আপনাদের

কাছে আসবে, এবং এই রিপোর্ট এলে, তখন এসেম্বলী না থাকলেও I can publish the findings of the report in the press.

Sj. Ganesh Ghosh:

এই এসেম্বলী বন্ধ হওয়ার আগে ঐ রিপোর্ট এনে তার উপর আমরা ডিসকাশন করতে পারি কিনা?

Sj. Bankim Mukherjee:

অন্ততঃ পার্ট রিপোর্ট, ইন্টারিম রিপোর্টটা যদি পাওয়া যায়, তাহলে আমাদের সুবিধা হয়।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

ইন্টারিম রিপোর্ট প্লেস করা ডেঞ্জারাস।

The Presidency Small Cause Courts (West Bengal Amendment) Bill, 1958

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, I beg to introduce the Presidency Small Cause Courts (West Bengal Amendment) Bill, 1958.

(The Secretary then read the title of the Bill.)

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, I beg to move that the Presidency Small Cause Courts (West Bengal Amendment) Bill, 1958, be taken into consideration.

Sir, this Bill aims at removing a little anomaly Under the present Small Cause Courts Act suits above Rs. 1,000 and below Rs. 2,000 could be instituted in the High Court, and such suits, if instituted in the Small Cause Court, could be transferred to the High Court With the City Civil Court coming into existence and having jurisdiction over suits up to Rs. 10,000, these provisions need not be retained. Therefore, this Bill aims at giving exclusive jurisdiction up to Rs. 2,000 to the Presidency Small Cause Courts and the concurrent jurisdiction of the High Court to try suits between Rs. 1,000 and Rs. 2,000 is being taken away. Incidental amendments have also been made.

With these words, Sir, I commend my motion for the acceptance of the House.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that the Presidency Small Causes Courts (West Bengal Amendment) Bill, 1958, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st August, 1958.

Sir, in the short statement of objects and reasons it is stated that the necessity of this Bill has arisen due to the passing of the City Civil Court Act, and some provisions of this Act, the Presidency Small Cause Courts Act, have become anachronistic and unnecessary. Therefore, this small piece of legislation has been introduced in this House. I would ask in the first instance if the Hon'ble Minister has got time to analyse the provisions of this Act when he has thought it necessary to bring a timely legislation for such difficulties which have arisen due to the passing of the Calcutta City Civil Court Act? If he had analysed the Presidency Small Cause Courts Act thoroughly, he would have found that many other provisions of this Act have been unnecessary and time has come for a thorough change of this Act With regard to this Act I shall point out certain other things which have escaped the notice of the Hon'ble Minister. Even in this Bill he could have made provisions for those things. This Act, the Presidency Small Cause Courts Act, 1882 has been passed by the Central

Legislature in 1882, and it has got a limited application only in the three Presidency towns of India, i.e., Madras, Bombay and Calcutta, and its application shall only be in the original side of this city. Simultaneously there was another Act passed by the same Central Legislature, Provincial Small Causes Act. Some cases arising in the Province outside the Presidency town were governed by another Act, and some cases arising in the commercial towns were under this Act. Now, the Act was necessary for the benefit of the commercial section, British commercial section which created business in commercial towns. But now with the passing of time and with the vanishing of the British or foreign commercial interests and also after the Constitution two sets of courts with different powers for dealing with similar cases have been an anachronism.

[9-30—9-40 a.m.]

This anachronism is unconstitutional because in the State there will be different sets of court-fees and other procedures for dispensing the same justice which is being done within the jurisdiction of the metropolis. Therefore, I would say that the entire Act has become an anachronism. I would further say that had the Hon'ble Minister brought a Bill for repealing this Act and introducing Provincial Small Cause Courts for Calcutta as well as the rest of the province, then much trouble would have been avoided and it would have been of much benefit to the people and that would have been constitutional.

Sir, with regard to another matter which has escaped the attention of the Hon'ble Minister, I would say that Chapter X of the Presidency Small Cause Courts Act deals with the levy of court-fees and process fees and other things. Those fees are much higher than the court-fees, as provided in the Court-Fees Act, and the Process fees, as provided in the rules made by the Calcutta High Court, are certainly higher in amount. I would say that instead of making different levies for Calcutta and for the rest of the province, you ought to have fixed the same amount of court-fees as provided in the Court Fees Act—both for the Presidency Small Cause Courts and the City Civil Court as well as for the courts in the rest of the province. You are amending the Presidency Small Cause Courts Act, but you have not brought such an amendment.

Sir, I would draw the attention of the Hon'ble Minister to two other sections which have escaped his notice, viz., Section 39 and Section 63 of the Presidency Small Cause Courts Act. Now, Section 39 provides for the removal of certain cases from the clutches of the Presidency Small Cause Courts to be tried by the Calcutta High Court. Now, Sir, you will remember that just before the introduction of the Calcutta City Civil Act, there were two sorts of Civil Courts in Calcutta for administration of civil justice, viz., Presidency Small Cause Courts and the Original Side of the High Court. Now, another court has been introduced, viz., the Calcutta City Civil Court, which has intervened between the Presidency Small Cause Courts and the Original Side of the High Court. The Calcutta City Civil Court has been given certain powers and a certain amount of jurisdiction and there has been corresponding curtailment of the powers and jurisdiction of the Original Side of the Calcutta High Court. Now, without repealing the entire section 39, if the Hon'ble Minister had substituted 'City Civil Court' in place of 'High Court', that would have been much better—the entire section ought not to have been repealed.

Again, without totally repealing the entire section 63, if the Hon'ble Minister had substituted Calcutta City Civil Court in place of the Presidency Small Cause Courts, then a concurrent provision would have been

retained and that would have been much better. The Hon'ble Minister has *not told us why he is repealing this overlapping provision. So long this* section has served certain purpose. But now the time has arrived when overlapping sections are not necessary and they should be removed. The Hon'ble Minister has not given us this reason, but he has simply said that he is repealing this section. Therefore, as no reason has been given by the Hon'ble Minister for dropping this overlapping provision, I have suggested that the Calcutta High Court should be substituted by the City Civil Court.

Then I would speak about the Provincial Small Causes Court Act. Under the provisions of this Act Munsifs and Subordinate Judges have been granted certain amount of power to deal with small cause cases. Subordinate Judges at some places are given jurisdiction up to Rs. 500; only in two places, viz., in the Sealdah Small Causes Court and the Subordinate Judge, Asansol, they have been given power to deal with cases up to Rs. 1,000. The Presidency Small Causes Court Judges have power to deal with cases up to Rs. 2,000. That is Rs. 1,000 in excess. If there are suits of Small Causes Court and the valuation is Rs. 500 or Rs. 1,000, then those suits in the rest of the State except Calcutta are treated as money suits. If you had given such powers to the City Civil Court, the purpose would have been served. Now the time has come not to retain the Presidency Small Causes Court at all, because if you gradually develop the City Civil Court into a full-fledged District Court with powers of the Subordinate Judges, with powers of the District Judges, with powers of the Sessions Judges and Assistant Sessions Judges, then the retention of another court with Judge and staff will be unnecessary—for the administration of similar justice an extra court should not be retained in Calcutta just as it is not necessary for the rest of the State. I would request you, therefore, to take measures gradually so that there is no retention of the Small Causes Court because it is unnecessary wastage of money and because its jurisdiction is taken over by the City Civil Court.

Then I would speak about the procedure and practice. In the same suit there should not be different procedure and practice. Section 9 of the Presidency Small Causes Court Act provides for a procedure and practice which is costly, cumbrous and different from the procedure laid down in the Civil Procedure Code. Why are you retaining this provision instead of introducing the entire provisions of the Civil Procedure Code in Calcutta?

Then about new trial cases: there is provision for new trial cases under the Provincial Small Causes Court Act. When a single Judge of that Court passes judgment there is provision for revision or retrial or appeal under new trial; the time limit is only 8 days. That case is decided by the Judge who delivered the judgment, sitting along with the Chief Judge. The Judge should not sit in the new trial because if the same Judge who had disposed of the case sits with the Chief Judge there is a chance of his influencing the Chief Judge. There is a provision in section 11 of the Act that if a bench is composed of two Judges and the Chief Judge sits as the presiding officer, he has got one casting vote, so that in case of difference of opinion the opinion of the Chief Judge will prevail. The Judge who passes judgment should not sit with the Chief Judge—being a colleague his presence will influence the Chief Judge. The case should be tried by another Judge sitting with the Chief Judge.

Then in the same section there is another provision that the procedure should be according to section 522 of the Civil Procedure Code.

[9-40—9-50 a.m.]

You know, Sir, the Civil Procedure Code was last amended in 1908 and previous to that there was a Civil Procedure Code which contained about 800 sections. Now, after 1908 the Civil Procedure Code has been so amended that it has been reduced to 159 sections in the operative part and the other portions of the Code have been introduced in so many orders and rules. So if you still retain section 522 of the Civil Procedure Code, then difficulties will arise. The Civil Procedure Code, as it is now, does not contain such a section. I think due to inadvertence the Hon'ble Minister has not looked into this provision and therefore he is still retaining section 522 of the Civil Procedure Code.

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Which section are you referring to?

Sj. Basanta Kumar Panda: I am referring to section 38 of the Presidency Small Cause Courts Act. It says "where a suit has been contested, the Small Cause Court may, on application of either side made within eight days from the date of decree or order in the suit, not being a decree passed under section 522 of the Civil Procedure Code", etc. I would say that the present Civil Procedure Code does not contain any section like 522. The Civil Procedure Code which was obtaining in this country before 1908 contained such a section. From 1908 the Civil Procedure Code has been amended and there are only 159 sections and the other portions have been converted into orders and rules thereunder. Therefore I am pointing out to you. Sir, while you are revising this Act, this provision of the section has escaped your attention and therefore I would say that in place of section 522 of the Civil Procedure Code, you should introduce a particular order and a particular rule of the Civil Procedure Code.

Then, I would say something about Chapter VII of the Presidency Small Cause Courts Act which contains a provision for the recovery of possession of immovable property. In the present context this provision is very hard and oppressive upon the tenants and the occupiers of the properties. If this entire chapter and also chapter VIII which contains the provisions for distresses for default had been replaced by the introduction of the provisions of order XXI of the Civil Procedure Code, there would have been much relief to the persons who are occupying some premises under any contract or as tenants or in any other capacity, not being the owners of those premises. This recovery of possession is very stringent. If you look to section 41, you would see, Sir, that by a simple applicatin, the possession of a man of immovable property the annual value of which at rack-rent does not exceed Rs. 2,000, and living under the original side of the Calcutta High Court can be ousted and after seven days of watching by process-servers or bailiffs, he may be removed unless he is in a position to meet the grievances of the landlord. Now, before the actual decision on the claims of the owner of a house, the occupier will be ousted. This is a novel procedure. There are many persons living in Calcutta either as tenants or in some other capacity and they occupy premises and they may not have sufficient friends or money in their hands to give such security as has not yet been ascertained then. So even when the amount of claim has not been ascertained, if at that stage such persons are obliged to deposit the entire money or the security, that becomes very oppressive for them. On the contrary, if you look to the provisions of the Civil Procedure Code, you will find that a man in order to get possession of a property shall have first of all to obtain a decree and after obtaining the decree he has to execute it. Therefore a man who becomes the defendant or who is the tenant gets sufficient time either for meeting the entire demand of the

landlord or of the plaintiff or he may get sufficient time to arrange for his residence, etc. But this oppressive provision is there within the jurisdiction of the presidency town of Calcutta. The result is that the same sort of persons, that is, the tenants living in Calcutta and the tenants living outside Calcutta, are being treated differently for the same offence or same default on their part. This I say is against the principle of the Constitution which lays down definitely that the same sort of function, the same sort of treatment, and the same uniform law should be administered to all these citizens living in this country or at least in the same State. There is no reason given either in the Presidency Small Cause Courts Act or in any other Act for this differential treatment for the same offence, for the same default. Why should there be a differentiation in treatment after the passing of the Constitution? Therefore, I would say that this differential treatment which is different from the Civil Procedure Code and which is much stringent, more oppressive on the people is unconstitutional and Chapters 7 and 8 ought to be revised or ought to be amended in such a way that it may be brought in line with the provision of order 21 as contained in the Civil Procedure Code.

Then, Sir, there are two Acts for the administration of the same sort of cases, Provincial Small Cause Courts Act and the Presidency Small Cause Courts Act. The Provincial Small Cause Courts Act contains ample provision and it covers the whole of the country except the Original Sides of three States in this country and though we had got no power before the Constitution to amend or to do anything with regard to the Provincial Small Cause Court Act, after the Constitution we have got power to amend it, to repeal it, or to make better provision for it. For bringing uniformity in the Province along with the city of Calcutta, I would say that you should repeal the Presidency Small Cause Courts Act and its place should be taken by the Provincial Small Cause Courts Act and similar provision ought to be introduced in the City Civil Court Act and the City Civil Court judges should be given S.C.C. power so that they may deal with these cases properly and if you proceed on this line, you shall be relieved and the provincial coffer shall be relieved of the extra expenses of maintaining another court, that is the Provincial Small Cause Court.

With these remarks, Sir, I would say either you improve or repeal the Presidency Small Cause Courts Act.

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, with regard to the observations made by my friend Mr. Panda, I have got to say that so far as the main question is concerned, he is of opinion that there should be one Provincial Small Cause Courts Act for the entire Province including Calcutta. I do not agree with him. The conditions prevailing in the city of Calcutta are far different from those prevailing in the muffasil areas. In the muffasil areas suits are tried by Munsiffs and thereafter by Sub-Judges. The limit of jurisdiction for a small cause suit is far less. The number of suits in Calcutta is far greater than what is filed in the muffasil areas. Therefore, a separate Provincial Small Cause Court was instituted to try all these suits. If we transfer these suits to the City Civil Court, this will not lessen the burden of the City Civil Court and it will be followed by considerable delays in the same manner as in the other courts it is taking place. Take for instance, the Alipur Court which is governed by the Civil Procedure Code. Even suits which were filed in 1950 are not being heard even today. Therefore there is no use over-burdening a new court with additional cases which will lead to delay. Even this year in the City Civil Court by our conferring jurisdiction to try eviction cases, there are

about 2,000 suits by this time and naturally it will lead to delays. The conditions are quite different in Calcutta as compared with the muffasil. You can say why should there be a Corporation in Calcutta and not a Municipality under the Bengal Municipal Act. I would say, no. The conditions are quite different. Therefore, on that fundamental proposition I am sorry I do not see eye to eye with my friend Mr. Panda.

[9-50—10 a.m.]

With regard to the Presidency Small Cause Courts Act the other suggestion which he has made, is that suits between Rs. 1,000 and Rs. 2,000, instead of the concurrent judisdiction being given to the High Court, why should it not be given to the City Civil Court. I do not see any reason for the same. Rs. 1,000 had a much higher value in 1882 than what it is in 1958 and now this Rs. 2,000 jurisdiction if it is conferred on the judges of the Presidency Town Small Cause Courts, I do not think there is any chance of any miscarriage of justice because mostly the Judges who are appointed in the Small Cause Courts in Calcutta come from the rank of Subordinate Judges. There is no use giving a concurrent jurisdiction to the City Civil Court over such suits. I am therefore of opinion that exclusive jurisdiction should be given to the Small Cause Courts and we should not give concurrent jurisdiction with regard to suits from Rs. 1,000 to Rs. 2,000 to the City Civil Court.

With regard to the question of fees, well, that is a matter to be examined, as to what should be done with regard to the same

With regard to the question of the rules, they have been in vogue for the last 50 or 60 years. I have not heard complaints about those rules but if you say that these sets of rules should be identical with the sets of rules under the Civil Procedure Code, I do not agree with that. But if there be any rule which requires changing, I will be glad to have the suggestion of Mr. Panda and I will certainly consider it.

With regard to section 39, I have already stated that I am not in favour of giving concurrent jurisdiction over suits between Rs. 1,000 and Rs 2,000 to the City Civil Court. Rather I am in favour of giving judisdiction exclusively to the Small Cause Courts.

With regard to his observation regarding new trials in summary suits, the judgment does not disclose the full facts. In all probability in the judgment the reasons are not given. Necessarily if the Judge does not sit with the Chief Judge it is not possible for the Chief Judge to understand the basis of the judgment. It is expected that the suits tried by the Small Cause Courts are final. It is only in exceptional cases that a new trial order is made. Naturally in a new trial if the Judge who has tried the original case is not there, the Chief Judge will not be in a position to know all the facts and the reasons for the judgment. Of course from the ideal point of view, I agree with Mr. Panda that it should not be, but if he understands the principles governing the Small Cause Courts' judgments he will find that the Act provides that it is final save and except in a few cases in which new trial can be given.

With regard to one error in section 522 of the Civil Procedure Code, of course, it seems it would have been better had it been corrected. But that does not materially affect the situation.

I do not think that it is necessary to deal with any other point. As I have stated before, the objective of the Bill is simply to remove the concurrent jurisdiction and to give exclusive *jurisdiction to the Small* Cause Courts. I do not think there could be any *objection to that course* being adopted.

With these words I commend my motion *for the acceptance* of *the* House.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that the Presidency Small Cause Courts (West Bengal Amendment) Bill, 1958, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st August, 1958, was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Iswar Das Jalan that the Presidency Small Cause Courts (West Bengal Amendment) Bill, 1958, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Clause 1

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that clause 1(2) be omitted.

Sir, I also beg to move that in clause 1(2), line 1, for the words "whole of West Bengal" the words "local limits of the ordinary original Civil Jurisdiction of the High Court at Calcutta" be substituted.

Sir, clause 1(2) says that the jurisdiction of the Presidency Small Cause Court Act extends to the whole of West Bengal. How can it extend to the whole of West Bengal? The original Act is only for Calcutta, Madras and Bombay, I mean the original side of Calcutta, Madras and Bombay and the provision is against Section 17 of the Act itself. The Act says the local limits of the jurisdiction of each of the Small Cause Court shall be local limits, for the time being the ordinary original Civil Jurisdiction of the High Court. So the jurisdiction of the Presidency Small Cause Courts Act according to Section 17 of the Act is the ordinary original civil jurisdiction of the High Court and it you look to the preamble of the Act itself, the original Act XV of 1882, you will find it stated there "Whereas it is expedient to consolidate and amend the laws relating to Court of Small Causes specially in the towns of Calcutta, Madras and Bombay it is hereby enacted as follows:—This Act may be called the Presidency Small Cause Courts Act, 1882. It has come into force on the 17th of July, 1882. Then, Sir, in section 17 it is stated that the jurisdiction of the Presidency Small Cause Court shall be the ordinary original jurisdiction of the High Court. Now in this Amending Bill it is stated: this Act may be called the Presidency Small Cause Court Act, 1958. It extends to the whole of West Bengal. How does this Act extend to the whole of West Bengal. Is there any Presidency Small Cause Court in the rest of West Bengal except in the ordinary original side of the Calcutta High Court? Therefore, my amendment is that instead of the words "whole of West Bengal" it should be "local limits of the ordinary original Civil Jurisdiction of the High Court at Calcutta". If you want to retain this sub-clause (2) of clause 1 you are to amend it in this way. But you do not require to retain this sub-clause, because there is the original provision in Section 17. So I would say, Sir, either you do not retain sub-clause (2) of clause 1, or even if you are so desirous of retaining it, then in place of the words "whole of West Bengal" you should substitute the words "local limits of the ordinary original Civil Jurisdiction of the High Court at Calcutta".

The Hon'ble Iswar Das Jalan: We have considered this amendment. There seems to be some plausibility with regard to this amendment, but we are advised by our Law Department that it is not necessary. The reason is that the previous Amending Act on the subject, West Bengal Act XI of 1955 has an extraordinary clause covering the whole of West Bengal. Section 31 of the principal Act provides for execution of the decrees of the Presidency Small Cause Court outside the jurisdiction of the Presidency town by other Civil Courts of West Bengal. Therefore, it is not necessary to accept the amendment. I, therefore, oppose the amendment.

Mr. Speaker: Excuse me, Mr. Jalan, how is it necessary to enter the words "it extends to the whole of Bengal"? Supposing there is a decree here. I can get the decree transferred to a court anywhere in India. Supposing it applies to the city of Calcutta and the Small Cause Court pass decrees, these decrees can be executed anywhere in India. That is being done from time immemorial.

[10—10-10 a.m.]

Sj. Basanta Kumar Panda: Decrees can be transferred.

Mr. Speaker: That has always been done. Decrees are transferred all over India. You issue a certificate or you issue a precept. The Small Cause Court is a court of limited jurisdiction. The Presidency Small Cause Courts are intended for Calcutta alone. That is why I was asking you to consider this aspect of the matter.

The Hon'ble Iswar Das Jalan: This point was considered by our Law Department. They say that it should remain applicable to the whole of West Bengal because this Act is a Central Act—it was passed by the Central Government. Now, we are amending this Act with reference to West Bengal alone.

Mr. Speaker: It may be a Central Act, but it is applicable only for the purpose of Calcutta—the Presidency town

Sj. Basanta Kumar Panda: It is only for limited application in the Original Side of Calcutta, Madras and Bombay High Courts.

Mr. Speaker: It is meant for the Presidency town. Why do you say it shall apply to the whole of West Bengal? You may consider this aspect of the matter and you may hold it over till after the recess.

The Hon'ble Iswar Das Jalan: I have no objection. I find that this question was specifically considered and their considered opinion is that it should be retained. The principal Act is a Central Act which is being amended in its application to West Bengal (vide preamble of the Bill). The last previous amending Act on the subject, West Bengal Act XI of 1955, had an extent clause covering the whole of West Bengal. Section 31 of the principal Act provides for execution of decrees of a Presidency Small Cause Court outside the jurisdiction of the Presidency-town by other Civil Courts of West Bengal. In this view amendments Nos. 3 and 4 are opposed.

However, I have no objection if you keep it over.

Mr. Speaker: Then I will proceed with the other clauses.

Clause 2

The question that clause 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 3

The question that clause 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 4

The question that clause 4 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 5

Sj. Jagannath Kolay: Sir, I beg to move that in clause 5, in proposed section 21 of the Presidency Small Cause Courts Act, 1882,—

(i) for the words "the said Act" the words "this Act" be substituted; and

(ii) for the words "City Civil Court" the words "Calcutta City Civil Court" be substituted.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 5, in the proposed section 21, line 4, the words "as such" be omitted.

I further beg to move that in clause 5, in the proposed section 21, line 7, for the word "may" the word "shall" be substituted.

I also beg to move that in clause 5, in the proposed section 21, line 8, the words "at the election of the plaintiff" be omitted

As regards my first amendment, let me first place the original section 21. It says: 'Notwithstanding anything contained in this Act or in the City Civil Court Act of 1953, all suits to which an officer of the Small Cause Court is, as such, a party. .' Now, why should it be 'as such'? 'As such' a party means an officer in his official capacity. Unless the officer is made a party in his official capacity, the suit shall not be removed to other courts. Now what is the object of this Bill? It is to remove any influence of any official of that court from the mind of the Judge who will be deciding the case. If the words "as such" be not omitted from this clause, then if a man is impleaded in a suit and only if after his name his official title is given the suit shall be maintainable in the City Civil Court; otherwise not. If a suit is brought against a person only in his name it will not do. It has to be stated that he is such and such an officer of the Court. If only that is written the suit shall not be tried by the Presidency Small Causes Court. From the section itself I understand that you are trying to remove the official influence from the mind of the Judge. If that be your object, then if the particular person sues or be sued in his personal capacity, those suits ought to have been excluded from the purview of the Court. It is necessary that the words "as such" be omitted from the clause. By accepting this amendment no harm will be done but the object of the Bill will be fulfilled. That is my first amendment to clause 5.

My next amendment is that in clause 5, in the proposed section 21, line 7, for the word "may" the word "shall" be substituted. You have used the word "may" here: "all suits to which an officer of the Small

ause Court is, as such, a party except suits in respect of property taken n execution of its process, or the proceeds or value thereof, may be instituted in the City Civil Court". Why do you say "may be"? They shall e instituted there, because there is no other court to try these suits; it s only the City Civil Court which has jurisdiction to try these suits. More mphasis should be placed on it and in place of the word "may" the word shall" should be used. That is my second amendment.

Then, Sir, I have got another amendment to clause 5. My third and ist amendment to clause 5 is that in the proposed section 21, line 8, the ords "at the election of the plaintiff" be omitted. I want to say a few ords on it.

10-10—10-20 a.m.]

'ow, what was the provision? The provision was this: "Notwithstanding nything contained in the said Act or the City Civil Court Act, 1953, all uits to which an officer of the Small Cause Court is as such a party except uits in respect of property taken in execution of its process, or the proeeds or value thereof, may be instituted at the City Civil Court at the ption of the plaintiff". Why this is necessary? It is always the option f the plaintiff to institute his suit at the City Civil Court and that is the nly forum It he at all wishes to proceed with the suit thereafter, that is he only forum and that is the City Court. If he has got something o elect, then there are two forums. But here there are no two forums ut only one forum Therefore the words "at the election of the laintiff" are unnecessary.

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, I am sorry I cannot accept the mendments of Mr. Panda. Section 21, as it stands at present, says "all uits to which an officer of the Small Cause Court is as such a party", eaning thereby that the jurisdiction of the Small Cause Court is ousted 'hen there is a suit against an officer of the Small Cause Court in his apacity as an officer and not otherwise. The principle is that if he has cted as an officer of the Court and if any liability arises on account of his cting as an officer of the Court, the suit at the choice of the plaintiff may e instituted in the High Court instead of in the Small Cause Court ecause the plaintiff may feel that because the suit has been instituted gainst an officer of the Small Cause Court for acts done in his official apacity, he may not get justice in that case. Therefore, this jurisdiction as given to the High Court and it was for the plaintiff to choose the orum. If the plaintiff is not afraid of the suit being tried by the Small ause Court, then the suit can be instituted in the Small Cause Court ven against an officer for acts done in his official capacity as such. That as a right given to the plaintiff at his option, not a right given absolutely. herefore the suggestions made by Mr. Panda cannot be accepted ecause if I accept those amendments, it will mean that the jurisdiction of he Small Cause Court is absolutely ousted in regard to these suits and henever an ordinary suit is there in which it has jurisdiction, if there e an officer of the court involved, then in that case the suit cannot be ried. Take for instance, an officer of the Court has taken a loan of upees twenty. Why should not a suit be filed in the Small Cause Court? t is only when he has acted in his official capacity that this exclusion of urisdiction becomes necessary. Therefore I do not think it will be proper or me to accept the amendments.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, you have considered only when the fficer becomes the defendant but you have not considered when the fficer becomes the plaintiff. In the latter case he will have his option of

instituting the suit against anybody in the Small Cause Court where the other person will have no official influence.

The Hon'ble Iswar Das Jalan: An officer may have a private claim against a third party. Naturally he can file a suit in the court in which he is an officer. That does not affect the situation. The whole scheme of the Act was that where he has done an act in his capacity as an officer there, the election has been given to the plaintiff to file the suit in the High Court instead of in the Small Cause Court. Now, we say that instead of filing the suit in the High Court, you have got the option to file it in the City Civil Court. If I accept your amendment, it means that the plaintiff must file a suit in the High Court in which any officer of the Small Cause Court is there even in his private capacity and thus the jurisdiction of the small Cause Court is ousted. That is your proposition which is not necessary to be adopted.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 5, in the proposed section 21, line 4, the words "as such" be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 5, in the proposed section 21, line 7, for the word "may" the word "shall" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 5, in the proposed section 21, line 8, the words "at the election of the plaintiff" be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Jagannath Koley that in clause 5, in proposed section 21 of the Presidency Small Cause Courts Act, 1882,—

(i) for the words "the said Act" the words "this Act" be substituted; and

(ii) for the words "City Civil Court" the words "Calcutta City Civil Court" be substituted,

was then put and agreed to.

The question that clause 5, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clauses 6 and 7

The question that clause 6 and 7 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 8

Sj. Basanto Kumar Panda: Sir, I beg to move that for clause 8, the following be substituted, namely:—

"Amendment of section 39. 8. In section 39 of the said Act, for the words 'High Court' wherever they occur the words 'City Civil Court' shall be substituted.".

Sir, in clause 8 the original proposal is for omitting section 39 of the original Act. Section 39 of the original Act made some provision for transfer of certain cases from the Presidency Small Cause Courts to be tried in the Calcutta High Court. The provision was this: In any suit instituted in a Small Cause Court in which the amount or value of the subject-matter exceeds the sum of one thousand rupees, the defendant or

any one of the defendants may, before the day fixed by the summons for the appearance of the defendant or within eight days after the service of the summons on him, whichever period shall last expire, apply ex-parte on an affidavit setting forth the facts on which he relies for his defence to a Judge of the High Court for an order removing the cause into the High Court.

Now, the defendant feels certain difficulty in having his cases tried by the Calcutta Presidency Small Cause Courts and therefore there was this section for his protection, that is, he has got an option of having his suit removed from the Presidency Small Cause Court to be tried in some other court. At that time 'some other court' meant the Calcutta High Court. In all cases the plaintiff has got the original option to choose his forum. Where there are two or more courts in which the same suit could have filed, the plaintiff has got the option of choosing his forum, and that was always respected. Now, in this particular Act, for the commercial people or for the citizens of Calcutta there was a special provision that though ordinarily the Calcutta High Court has got no jurisdiction to try cases of small cause nature and above the valuation of Rs. 2,000, still for the protection and for giving, under certain conditions, the defendants an opportunity of having these cases tried by some court other than the Presidency Small Cause Courts, there was this provision. The necessity for retaining this provision has not ceased, that is, the defendant ought to have been given some option to have his case tried by some other court. Therefore that necessity still subsists, but the Hon'ble Minister by this amendment is taking away that necessity, or he is not thinking about the necessity of such defendants. That some other forum had so long been supplied by the Original Side of the Calcutta High Court. Now that is being taken away and in its stead no other forum is being supplied. Therefore, as the Hon'ble Minister has not said anything about the necessity of the forum, I would say a forum should be supplied. Therefore I have stated that in place of "High Court" appearing at any place in this section 39, "City Civil Court" should be substituted, and by this the necessity of the section remains, only the forum changes. But if the Hon'ble Minister can convince us that the necessity has ceased, we have got nothing to say.

10-20—10-45 a.m.]

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, I have already stated that it is proposed to give exclusive jurisdiction up to Rs. 2,000 to the Small Cause Courts. Section 39 was necessary when there was concurrent jurisdiction of the High Court for suits over Rs. 1,000. The provision was that if the suit was over Rs. 1,000, the defendant was entitled to apply to the High Court for transfer of that suit to the High Court on certain terms and conditions. Mr. Panda wants that this provision should remain. How can it remain when the concurrent jurisdiction away? Then he wants that the suit should be transferred to the City Civil Court. It cannot be done. It is not a case of concurrent jurisdiction but it is a case of exclusive jurisdiction which has been given to the Presidency Town Small Cause Courts. I therefore oppose the amendment.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that for clause 8, the following be substituted, namely::—

"Amendment of section 39. 8. In section 39 of the said Act, for the words 'High Court' wherever they occur the words 'City Civil Court' shall be substituted"

was then put and lost.

The question that clause 8 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 9

The question that clause 9 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clauses 10 *to* 13

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 10, line 3, the words "as the case may be" be omitted.

In clause 10 it is stated, "In section 47 of the said Act, after the words 'the High Court' the words 'or the Calcutta City Civil Court, as the case may be', shall be inserted." The original section was this, "Whenever on an application being under section 41 the occupant binds himself, with two sureties, in a bond for such amount as the Small Cause Court thinks reasonable, having regard to the value of the property and the probable costs of the suit next hereinafter mentioned, to institute without delay a suit in the High Court against the applicant, for compensation for trespass and to pay all the costs of such suit in case he does not prosecute the same." Here the proposal is, after the words "the High Court" the words "or the Calcutta City Civil Court, as the case may be," shall be inserted. The object of that is where the valuation of the suit is within the pecuniary and territorial jurisdiction of the City Civil Court, it will be there and when the pecuniary jurisdiction exceeds that of the City Civil Court, it will be in the High Court. Now, the City Civil Court has a limited pecuniary jurisdiction and therefore it is stated "as the case may be". I have only proposed for deleting the words "as the case may be", because the Presidency Small Cause Court has got jurisdiction up to Rs. 2,000.

Now, section 47 deals with illegal distraint or illegal extraction of security from the person and for that if a suit is filed, the Presidency Small Cause Court has got no power to deal with suits regarding immoveable property; it may deal only with suits relating to moveable property or with suits for damage. Now, the Presidency Small Cause Court has got jurisdiction up to Rs. 2,000 and if there is some ill treatment and even if there is rackrent of any premises, the Presidency Small Cause Court can deal with those cases where the rackrent is below Rs. 2,000, that is, where monthly rent will be something below Rs. 200.

Now, for all these suits, for all these illegal distraint and for all these unreasonable extraction of surety, the amount of claim can in no case Rs. 10,000, and that is the jurisdiction of the City Civil Court. Therefore, I would say, Sir, the words "as the case may be" are redundant because we cannot contemplate any case which arises ordinarily at the Calcutta Small Cause Court for which there has been illegal extraction of security or some illegal act has been done with regard to rent or with regard to distraint which may exceed Rs. 10,000. Therefore this provision is unnecessary.

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, I have to oppose the amendment for this reason that the suit may be filed either in the High Court or in the City Civil Court for it depends upon the value of the damage claimed. If the damage claimed is below Rs. 10,000 it may be filed in the City Civil Court. If it is above Rs. 10,000 then it is to be filed in the High Court. Therefore, these words have been added "or the Calcutta City Civil Court, as the case may be".

Sir, I cannot accept the amendment.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 10, line 3, the words "as the case may be" be omitted, was then put and lost.

Mr. Speaker: I am putting Clauses 10. 11, 12 and 13 to vote.

The question that clauses 10, 11, 12 and 13 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 14

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that for clause 14. the following be substituted, namely:—

"Amendment of section 63. 14. In section 3 of the said Act, for the words 'High Court' wherever they occur the words 'City Civil Court' shall be substituted.".

Sir, this is similar to clause 6. I have placed my view points with regard to this.

The motion was then put and lost.

The question that clause 14 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clauses 15 *and* 16

The question that clauses 15 and 16 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 1

The Hon'ble Iswar Das Jalan: As regards Clause 1 I will stick to the provision as it is, because there is no harm in this provision remaining. There may be difficulties if this provision is omitted. I am not sure as to whether a Central Act can be applied to a portion of the State. Either it is applied to a State or it is not applied to a State. It cannot be applied to a portion of the State. There is no harm in the provision remaining but there may be difficulties if it is omitted. Therefore, I oppose the amendments.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that clause 1(2) be omitted was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 1(2), line 1, for the words "whole of West Bengal" the words "local limits of the ordinary original Civil Jurisdiction of the High Court at Calcutta" be substituted, was then put and lost.

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble

The question that the Preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, I beg to move that the Presidency Small Cause Courts (West Bengal Amendment) Bill, 1958, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agreed to.

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes.]

[*After adjournment*]

[10-45—10-55 a.m.]

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji: Sir, I beg to introduce the West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958.

(Secretary then read the title of the Bill.)

Sj. Subodh Banerjee:

माननীয় স্পীকার স্যার, আমার পয়েন্ট অফ অর্ডার হচ্ছে এই—

West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958.

এই বিলের স্টেটমেন্ট অব অবজেক্টস এ্যান্ড রিজন্সের ফার্স্ট প্যারা এবং সেকেন্ড প্যারা ২তে যে জিনিসটা রয়েছে এটা প্যারেন্ট এ্যাক্ট—দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন এ্যাক্ট, ১৯৪৮এর সংগে ঠিক খাপ খায় না। স্টেটমেন্ট অফ অবজেক্টস এ্যান্ড রিজন্সে বলছে—

"The Damodar Valley Corporation Act, 1948, provides for the levy of rates by the Corporation for bulk supply of water to the Government. It also contemplates retail supply of water to cultivators and other consumers by the Government at rates which shall be fixed by the Government after consultation with the Corporation."

সেকেন্ড প্যারায় বলছেন—

"It is thus open to cultivators to take or not to take the water that is available for irrigation purposes".

এই অসুবিধার জন্য। অতএব আমার বক্তব্য হচ্ছে—

"As it is necessary to ensure the fullest utilisation of water available for irrigation purposes, the present Bill has been drawn up to make provision for compulsory levy of water rates,"etc."

দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন এ্যাক্টে কম্পালসরী লেভী অফ ওয়াটার রেট নাই। সেই জন্য সেই অসুবিধা দূর করার জন্য এই বিল আনা হয়েছে। এই কথা বিবেচনা করলে ১৯৪৮এর এ্যাক্ট দেখবার প্রয়োজন আছে। সেই এ্যাক্টের ১৪নং ধারা এবং ১৫নং ধারার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ১৪নং ধারায় বলছে—

"Rates for supply of water for irrigation:"

আর সাব-সেকশন (১) তাতে আছে—

"(i) The Corporation may, after consultation with the Provincial Government concerned, determine and levy rates for the bulk supply of water to that Government for irrigation and fix the minimum quantity of water which shall be made available for such purpose."

সাব-সেকশন (২)তে বলছে—

"(ii) The rates at which such water shall be supplied by the Provincial Government to cultivators and other consumers shall be fixed by the Government after consultation with the Corporation"

তাহলে সেকশন ১৪তে বুঝব কি?

"Bulk supply of water to that Government".

"The rates shall be fixed by the Government after consultation with the Corporation".

এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন কর্পোরেশন সরাসরি কান্সিটিউয়েন্টদের রিটেইল সাপ্লাই করতে পারেন কিনা এবং সেখানে কর্পোরেশন ইচ্ছা করলে কম্পালসারিলী সকলকে জল নেওয়াতে পারেন কিনা। যদি প্যারেন্ট অ্যাক্টে থাকে কর্পোরেশন ইচ্ছা করলে সকলকে কম্পালসারি লেভী করতে পারেন তাহলে এ আইন আনার প্রয়োজন নেই। ১৫নং ধারায় দেখুন—

Rates for supply of water for industrial and domestic purposes—the Corporation may determine and levy rates for bulk supply and retail distribution of water—my emphasis is on these words—and retail distribution of water for industrial and domestic purposes and specify the manner of recovery of such rates.

তখন কর্পোরেশন যদি ইচ্ছা করে কালই জল দেব তখন সে স্বচ্ছন্দে রিটেইল জল দেবে এবং তার লেভী করার পূর্ণ অধিকারও নিচ্ছে।

[দি অনারেবল অজয়কুমার মুখার্জীঃ ইরিগেশন নয়, ডমেস্টিক]

ডমেস্টিক পারপাস বলতে কি বুঝবে? তার আগে যে হেডিং রয়েছে। সেখানে ডমেস্টিক পারপাস বলতে গেলে তার পাশে যা মার্জিন্যাল নোট রয়েছে—এগুলি আইন নয়—কিন্তু যখন লেজিসলেচারের এখানে প্রশ্ন ওঠে সেখানে মার্জিন্যাল নোট এবং হেডিংগুলো কন্সিডারেশনে আনতে হয়। এই ইন্টারপ্রিটেশন অব এ্যাক্টস অ্যান্ড কন্সটিটিউশনের ক্ষেত্রে এরকম লটস অফ রায় আছে এই ইরিগেশন এ্যান্ড ওয়াটার-সাপ্লাই সম্বন্ধে। এখানে যে হেডিং সেটা হচ্ছে মেইন হেডিং, আর তার সাব-হেডিং—

Rates of supply of water for Industrial and Domestic purpose.

তাহলে সেই ডমেস্টিক পারপাস কি? রান্না করার জন্য ত ডি ভি সি-র জল নেবে না। সেখানে ডমেস্টিক পারপাস কোন হেডিংএ ধরা হবে? সেইটা বিবেচনা করুন। স্টেটমেন্ট অফ অবজেক্টস এ্যান্ড রিজন্সসে যে কথা বলা হয়েছে, এটায় ডি ভি সি এ্যাক্ট অফ ১৯৫৮তে প্রপার রিপ্রেজেনটেশন হয় নি। তা ছাড়া যখন ক্লজ ৪ আলোচনা করব সেখানে পয়েন্ট অব অর্ডার তুলব। সেখানে দেখাতে চেষ্টা করব যে-এই যে বিল আনা হয়েছে—

it militates against sub-section (2) of section 14 of the parent Act.

সেখানে কন্সটিটিউশনাল পজিশন কি তখন বলব।

Sj. Sunil Das:

আমার একটা পয়েন্ট অফ ইনফর্মেশন আছে। এই যে সেকশন ১৪(২)তে যে প্রভিসন আছে সেটা কি কর্পোরেশনের সংগে পরামর্শ কোরে করেছেন—সেই ক্লজ ৪?

Mr. Speaker: I have noted on that. The best thing is not to decide it on a point of order but to decide it when the clause itself is dealt with. Sj. Subodh Banerjee's contention is that clause 4 of the Bill is contradictory to certain provisions of the D. V. C. Act, 1948, particularly section 14(1) and (2). When that clause is taken up we will hear all parties concerned and we will hear the Government—whether it is *intra vires* or *ultra vires* and whether it is within the competence of the State Legislature.

Sj. Bankim Mukherjee:

আমার কতকগুলি পয়েন্ট অফ অর্ডার আছে। ১ম হচ্ছে—ফোর্টিন ডেইজ নোটিস হয় নি। এত বড় ইমপর্টেন্ট বিল ট্যাক্সেশনের উপর আমাদের রুল ৪৯(২)তে পিরিয়ড অফ নোটিস

হচ্ছে ফিফটিন ডেইজ—

Unless the Speaker in exercise of his power suspends this sub-rule and allows the motion to be made at shorter notice.

আমার কথা হচ্ছে, এমন কি কারণ ঘটল যাতে করে স্পীকার এই রুল ওয়েভ করবেন, বরং ট্যাক্সেশন মেজারসএ গভার্নরস স্পীচ কি ইন্ডিকেট করে...

[10-55—11-5 a.m.]

Mr. Speaker: You will kindly give me a minute, I shall give the information just now.

Sj. Bankim Mukherjee:

স্যার, আমি এ থেকে বুঝতে পারছি যে স্পীকার ওয়েভ করেন নি এবং গভর্নমেন্ট ধরে নিয়েছেন যে তিনি ওয়েভ করেছেন। প্রধান জিনিস হচ্ছে ট্যাক্সেশন মেজার্সের গভর্নরস স্পীচে তাদের একটা ইনডিকেশন থাকে, গভর্নরস স্পীচে বলা হয়েছে যেকোন ট্যাক্সেশন মেজার্স নেওয়া হচ্ছে না। দ্বিতীয়, চীফ মিনিস্টার তাঁর বাজেট স্পীচের সময় বলেছেন যে আমরা কোন ট্যাক্সেশন মেজার্স নিতে চাচ্ছি না। কিন্তু এর উপর আজকে যদি ট্যাক্সেশন মেজার্স আসে তাহলে নর্মাল রুলস যা সেই অনুসারে হওয়া উচিত। সুতরাং এমন অবস্থায় স্পীকার তাঁর রাইট ওয়েভ করবেন—সেটাই হচ্ছে আমার একটা পয়েন্ট অফ অর্ডার।

আমার দ্বিতীয় পয়েন্ট অফ অর্ডার হচ্ছে, মোর ফান্ডামেন্টাল। সেটা হচ্ছে সিডিউল ৭ লিস্ট ২। কিন্তু কোন এন্ট্রি অনুসারে এই বিলটা আসছে? অর্থাৎ আমার ধারণা যে। আমার ধারণা হচ্ছে রিলিভেন্ট এন্ট্রি হচ্ছে ১৭+১৮—অর্থাৎ একটা ওয়াটার এবং আর একটা ল্যান্ড—

Water, that is to say, water supplies, irrigation and canals, drainage and embankments, water storage and water power subject to the provisions of entry 56 of List I.

আর ঐ সাবজেক্টটার বিষয়ে আমি পরে আসছি। কিন্তু এখন হচ্ছে ওয়াটার সাপ্লাই। এই ওয়াটার রেট করবার রাইট এন্ট্রি ১৭তে দেওয়া আছে। এন্ট্রি ১৮ হচ্ছে—

land, that is to say, rights in or over land, land tenures including the relation of landlord and tenant, and the collection of rents; transfer and alienation of agricultural land; and improvement and agricultural loans; colonization, etc.

এখন এই দুটো কম্বাইন করলে এই জিনিসটা পাওয়া যায় যে জল আমাকে নিতে হবে সেটা আমার দরকার হোক বা না হোক—এমনকি যদি ক্ষতি হয় তাহলেও নিতে হবে। অর্থাৎ যেসময় যথেষ্ট বৃষ্টি বেশী হল সেইসময় আমি জল নিতে চাচ্ছি না, কিন্তু যেহেতু ক্যানেল জল দিচ্ছে সেহেতু আমাকে তা নিতেই হবে। সেজন্য মরালের দিক থেকে আমি মনে করি যে এটা ফান্ডামেন্টাল রাইটসএর বিরোধী। অর্থাৎ কেউ নিতে চাক বা না চাক স্টেট গভর্নমেন্ট তাকে সেটা কিনতে কম্পেল করবে যে যারা ওয়াটার নেবে তাদের জন্য অবশ্য রেট করতে পারা যাবে। কিন্তু এই বিলে হচ্ছে যে ওয়াটার যারা নেবে না, সেখানে শুধু নোটিফাইড এরিয়া বলে ডিক্লেয়ার করলে সেই জায়গার সমস্ত ল্যান্ড-ওনারকে ওয়াটারে রেট দিতে হবে। এই জিনিসটা আমার ধারণা যে এন্ট্রি ১৭তে আছে—

water, that is to say, water supply, etc.

এবং এন্ট্রি ১৮তে আসে না। কাজেই এটা হচ্ছে মোস্ট আর্বিটারী কিন্তু কোন এন্ট্রিতে তাদের এই রাইট আছে? যেহেতু আমার এরিয়ার পাশ দিয়ে ক্যানেল গেছে সেহেতু আমাকে ওয়াটার রেট দিতে হবে—আমার ধারণা যে কনস্টিটিউসনে এরকম কোন পাওয়ার্স স্টেট গভর্নমেন্টকে দেওয়া হয় নি। আমি ডেফিনিটলি এটা জানতে চাই......

Mr. Speaker: You are raising the question of legislative competence.

Sj. Bankim Mukherjee:

দ্বিতীয় হচ্ছে সেকসন ২৮৮। সেটা সুবোধবাবু তুলেছেন—অর্থাৎ সেখানে ইন্টার-স্টেট রিভার, রিভার ভ্যালী ইত্যাদি রয়েছে সেই জায়গায়—

"save in so far as the President may by order otherwise provide, no law of a State in force immediately before the commencement of this Constitution shall impose or authorise the imposition of a tax in respect of any water or electricity stored, generated, consumed, distributed or sold by any authority established by any existing law or any law made by Parliament for regulating or developing any inter-State river or river valley".

২নং হচ্ছে—

"The Legislature of a State may by law impose or authorise imposition of any such tax as mentioned in clause 1, but no such law shall have any effect unless it has, after having been reserved for the consideration of the President, received his assent."

আমি জানি না প্রেসিডেন্টের রিপোর্টে বলা হয়েছে কিনা—

and if any such law provides for the fixation of the rates and other incidents of such tax by means of rules or orders to be made under the law by any authority, the law shall provide for the previous consent of the President being obtained to the making of any such rule or order."

আমার আপত্তি হচ্ছে এখানে ক্লজ (৪) প্রভৃতি অনুসারে দেওয়া হয়েছে লাইয়াবিলিটি ফর পেমেন্ট অফ দি ওয়াটার রেট, এখানে রুলস করা হচ্ছে—এখানে দেওয়া হচ্ছে রাইট প্রভৃতি অর্থাৎ কোন পার্সনকে প্রোভাইড করা হচ্ছে, ক্লজ ৫, ৬, ৭, ৮ এখান থেকে পাওয়া যাবে—গভর্নমেন্ট রুলস তৈরি করবেন, রেট তৈরি করবেন এবং সেই জায়গায় সাম পার্সন উইল বি অথোরাইজড, এ সম্বন্ধে একজেমশন এ্যাপীল প্রভৃতি শুনবেন কিন্তু আর্টিকেল ২৮৮, সেখানে ল-এর ভেতর প্রভিসন থেকে যায় যে এ্যাসেন্ট অব দি প্রেসিডেন্ট নিয়ে এগুলি করা হবে—দেয়ার ইজ নো সাচ প্রভিসন। তাহলে পর আমার বক্তব্য হচ্ছে যে কোন এন্ট্রি অনুসারে এটা করা হচ্ছে? এমন কোন এন্ট্রি নেই যাতে এটা করা যেতে পারে। ১৭ হচ্ছে—

water, that is, water-supply, irrigation, canals, drainage, embankment

এই সমস্ত আপনারা করতে পারেন, আপনারা ওয়াটার সাপ্লাই করলে পর সেখানে ট্যাক্স করতে পারেন। ওয়াটার সাপ্লাই না করলে অপনারা ট্যাক্স ইম্পোজ করতে পারেন না এই হচ্ছে গিয়ে আমার কনটেনসন এন্ট্রি ১৭ সম্বন্ধে এবং ২৮৮(২) সম্বন্ধে সেটা হচ্ছে গিয়ে—

"but no such law shall have any effect unless it has, after having been reserved for the consideration of the President, received his assent;

"and if any such law provides for the fixation of the rates and other incidents of such tax by means of rules or orders to be made under the law by any authority, the law shall provide for the previous consent of the President being obtained to the making of any such rule or order."

[11-5—11-15 a.m.]

এইটা আপনার বিলের ভিতরে কোথাও এই রকমের প্রভিসন নেই। যে এই রুল করা হবে, এই এ্যাপিলেট অথোরেটি, এই সমস্ত যে ক্লজ ৫, ৬ ইত্যাদিতে করেছেন সেই জায়গায় কোথাও এক্সপ্লিসিটলি লেখা নেই যে উইথ দি কনসেন্ট অফ দি প্রেসিডেন্ট যেটা আর্টিকল ২৮২ যেটা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে চলছে যে বিলের বডির ভিতরে এই প্রভিসনটা থাকা উচিত। সেই রকমের নেই বলে আমার মনে হয় যে এই বিল নট ইন অর্ডার।

Sj. Deben Sen:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মে'জ পার্লিয়ামেন্টারী প্রাকটিসে পেজ ৪১০—এটা অবশ্য আমার ফোর্টিন্থ এডিশন আর আপনার কাছে বোধ হয় ফিফটিন্থ এডিশন আছে। এখানে বলছে

মানি বিল, বিল উইদ মানি ক্লজেসএর সাব-সেকশনগুলির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিলস উইদ মানি ক্লজেস পার্লিয়ামেন্টে তার একটা প্রসিডিওর লেডাউন করা আছে। আমি পড়ছি—

> "where a Bill contains as a subordinate or incidental part of its proposal the imposition of a charge it is not required to originate in a Committee of the whole House but the relevant clause or clauses have to be authorised by a resolution of a Committee of the whole House before the Bill is considered by a Committee. This is one provision. The second provision in a clause or part of a clause for examination of the Draft Bill is simple. It means a charge must be printed in italics.

এই ইটালিকসে প্রিন্ট করার অর্থ হচ্ছে টু ড্র আওয়ার এ্যাটেনশন, পয়েন্টেড এ্যাটেনশন—মানে গোঁজামিলের ভিতরে, গুড়ের বিল, তেলের বিল, সরষের বিল এবং তার সংগে একটা ওয়াটার রেট ইমপোজড করব সেই বিলটা দিয়ে দিলাম—আমরা জানি এখানে অন্তত ২৫টা বিল এসেছে তার মধ্যে রুরাল প্রাইমারি এডুকেশন বিল এবং আরও একটা বিল এসেছে এবং সেই সংগে এটাও ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য পার্লিয়ামেন্টে একটা প্রভিসন রেখেছে যে—

it must be printed in italics so that member's attention may be drawn to it.

শ্রদ্ধেয় বঙ্কিমবাবু একথা বলেছেন, যে অতীতে গভর্নরের স্পীচে আমরা ইন্ডিকেশন পেতাম যে এবারকার সেসনে এই সমস্ত ইম্পরটেন্ট বিল আসবে, মানি বিল আসবে, বিল আসবে যাতে চার্জেস্ থাকে। কিন্তু এবার কোন কিছুই করা হয় নি। এবং হঠাৎ এই সমস্ত বিল আনা হচ্ছে, আমরা অত্যন্ত বিব্রত, অসন্তুষ্ট আমরা এর প্রয়োজন বোধ করি না।

আমি এইজন্য পয়েন্ট অফ অর্ডারও তুলছি। পার্লিয়ামেন্টে এইজন্য যে প্রাকটিস ফলো করা হয় সে প্রাকটিস এখানে ফলো করা হচ্ছে না। আমি আরেকটা পয়েন্ট দেখাতে চাই যে বিলস এফেক্টিং প্রাইভেট রাইট—তার সম্বন্ধেও খানিকটা প্রসিডিওর এবং সেফগার্ড পার্লামেন্টে আছে। এখানেও সুবোধবাবু এবং বঙ্কিমবাবু বলেছেন যে প্রাইভেট রাইটসও এফেক্টেড। অর্থাৎ আমি জল কিনবো না, আমি কাপড় কিনবো না, আমাকে জোর করে কিনিয়ে দেবেন। আমি জল কিনবো না, অথচ কিনি না কিনি আমাকে ট্যাক্স দিতে হবে। এতে আমাদের প্রাইভেট রাইটস এ্যাফেক্ট করে। এবং তা যেখানে এ্যাফেক্ট করে সেখানেও পার্লিয়ামেন্টে একটা প্রসিডিওর লেডাউন করা আছে। এবং এই সমস্ত বিল পাঠাতে পারে—

by the House to the examiners of petitions for private Bills.

এবং তারা আগে এটাকে এক্সজামিন করবে তার পরে হাউসে এটা আসবে। সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি পয়েন্ট অফ অর্ডার আপনার কাছে রাখা হয়েছে। আপনি যদি এক্ষুণি এগুলির উত্তর দিয়ে দিতে পারেন তাহলে দেবেন, আর যদি না পারেন তাহলে সেই পর্যন্ত বিলটাও যেন আলোচিত না হয়। এইরকম যেন হয় না যে আমি এর উত্তর পরে দেবো, এখন বিলটা আলোচিত হতে থাক—তার কোন প্রয়োজন নেই, এটা শনিবারে না এলে সোমবারে আসতে পারে—সুতরাং আজই যদি আপনার সব উত্তর দেওয়া সম্ভব না হয় তাহলে বিলটার আলোচনা আজকে স্থগিত থাকুক। এই আমার পয়েন্ট অফ অর্ডার।

Mr. Speaker: I have carefully looked through the provisions and I think the Bill is in order but important questions have been raised by honourable members. So you will have my ruling on Monday at 3 p.m. I have carefully considered each and every point which has been raised by Mr. Bankim Mukherjee and by Mr. Deben Sen. But one point I can tell you. This has nothing to do with the Constitution or the Articles. I find that the Minister asked for leave 12 days ago. Amendments poured in and I said "Don't stop gentlemen from putting in amendments." So till the last moment amendments were received. Even a bunch of them was received yesterday and when members came to me I said "Does not matter. These

are important things concerning the rights of the public." We have taken each and every amendment. I understand there are 126 amendments. I can assure the honourable members that it is as much my concern as it is yours to see that the Bill is introduced. I won't allow a Bill to go through the House which is really unconstitutional or where there is no legislative competency. Such a thing I cannot imagine, but I have to look into the matter and you will get my written ruling on Monday. Meanwhile we can proceed with the Bill.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji: Sir, I beg to move that the West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958, be taken into consideration.

মিঃ স্পীকার, স্যার, স্টেটমেণ্ট অফ অবজেক্টস এ্যান্ড রিজনসের মধ্যে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে কেন এই বিল আনা হল......

Mr. Speaker: Mr. Mukharji, if you are in a position to give the Government points of view as to the points raised by this House regarding the points of order and legislative competence, and so on, I think you can tell them what you think you should say.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

বঙ্কিমবাবু যে কথা বললেন—আর্টিকল ২৮৮-এর কথা তাতে লেখা আছে—

existing law or any law made by Parliament

এটা হচ্ছে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন এ্যাক্ট—

it is not a law made by the Parliament

কাজেই ২৪৪তে এটা আসে না। তারপর এনাদার হিস্টরি—পার্লিয়ামেণ্ট এ্যাক্ট দেখুন, যখন গভর্নমেণ্ট অফ ইন্ডিয়া এ্যাক্ট, ১৯৩৫, এর দ্বারা চলতো তখন

by request from the West Bengal and Bihar Governments the Central Government took this Act.

কিন্তু

this is not in the Central list; it is through the request of this Government that they took it up. My point is

এটা হবে বাই রিকোয়েস্ট ফ্রম দি স্টেট গভর্নমেণ্ট, সেই এ্যাক্ট স্টেট গভর্নমেণ্ট এ্যামেন্ডমেণ্ট করতে পারেন। তারপর আইটেম ১৭ সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু যা বলেছেন এটা খাটে না। এতে আছে

> "Water, that is to say, water supplies, irrigation and canals, drainage and embankments, water storage and water power subject to the provisions of entry 56 of List I."

যেকোন এ্যাক্ট ইনক্লুডিং ট্যাক্সেশন অন দিজ এ্যাক্ট করবার ক্ষমতা আমাদের কনস্টিটিউশন দিয়েছে।

Mr. Speaker: I may also inform the members of the House that the Damodar Valley Corporation Act was once more revised or amended by this Legislature in 1955. You may remember that when there was difficulty in acquiring the land for the purpose of digging canal and land acquisition proceedings were in the way of the work being done with sufficient expedition, a Bill was introduced in this House and that Bill was passed ultimately by this House. If you are interested to know I shall see that the Library keeps it available for the honourable members of this House.

Sj. Bankim Mukherjee:

আমার পয়েন্ট হল ২৪৪(২)—সেখানে আছে যে প্রেসিডেন্টের কনসেন্ট নিতে হবে, that should be in the body of the Bill.

Mr. Speaker: I won't omit a single point.

Sj. Bankim Mukherjee:

সভামুখ্য মহাশয়, 'পরিষ্কার রয়েছে কমেন্সমেন্ট অফ দি কনস্টিটিউশন আগে হলে অন্য কথা ছিল, কিন্তু এখানে রয়েছে প্রিভিয়াস কনসেন্ট অফ দি প্রেসিডেন্ট নিতে হবে।

[11-15—11-25 p.m.]

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

স্টেটমেন্টস অফ অবজেক্টস এ্যান্ড রিজন্সে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে কেন এই বিল আনা হলো। আমি দেখাচ্ছি ডি ভি সি যে কাজ করছেন তার বিভিন্ন ফাংকশনস আছে—ইরিগেশন, ফ্লাড কন্ট্রোল, ইলেকট্রিসিটি, ও আদার ফাংকশন আন্ডার দি ডি ভি সি এ্যাক্ট, পশ্চিমবঙ্গে ডি ভি সি যে পরিমাণ ইরিগেশন করেন, তার পুরো খরচ এই স্টেট গভর্নমেন্টকে দিতে হয়। শুধু তা নয়, এই রাজ্য সরকারের টাকাটা ঠিক যেন শেয়ার অফ দি ডি ভি সি। ডি ভি সি একটা কোম্পানির মত—লায়েবল টু ইনকাম ট্যাক্স, আমরা যে টাকা ডি ভি সি-কে দেব, সে টাকা ডি ভি সি কোনদিন ফেরত দেবেন না। শুধু তার ইন্টারেস্ট দেবেন, তবে ১৫ বছর দেবেন না। তার পরে ইন্টারেস্ট দেবেন, লাভ হলে ভাগ দেবেন, আবার লোকসান হলে তার অংশ আদায় করে নেবেন। জাস্ট লাইক এ কোম্পানি। আমরা ৫৫-৫৬ কোটি টাকা দিয়েছি—ফ্লাড কন্ট্রোল, ইরিগেশন, ইলেকট্রিসিটি প্রভৃতির জন্য দিয়েছি, সে টাকা আমরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছ থেকে ধার নিচ্ছি এবং ধার নিয়ে ডি ভি সি-কে দিয়েছি। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে সুদসমেত আসল টাকা কিস্তি অনুসারে দিতে আমরা বাধ্য। ডি ভি সি এক পয়সা না দিয়ে যদি দেখেন ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে বলবেন আরও টাকা দেও, তাহলে ডি ভি সি-কে টাকা দেব। আবার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে টাকা ধার দিয়েছেন, সে টাকাও সুদ সমেত কিস্তি অনুসারে শোধ দিতে আমরা বাধ্য থাকব সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বলবেন আমাদের কাছ থেকে ধার নিয়ে ডি ভি সি-কে দিচ্ছেন, আমাদের সেই ধারের টাকা শোধ করে দাও। ডি ভি সিতে সেটা ঐ কোম্পানির শেয়ার হিসেবে এসেট হয়ে থাকবে। এইরকমভাবে আমাদের এত টাকা খরচ করতে হচ্ছে। স্টেট তার কাছ থেকে ইরিগেশন পাচ্ছে। ডি ভি সি এ্যাক্টের সেকশন ১৪ অনুসারে বাল্ক সাপ্লাইএর একটা রেট ঠিক করে দেবেন, তার দাম এই—পার গ্যালন বা পার থাউজেন্ড গ্যালনস।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

কি রেটে পাচ্ছেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

বাল্ক রেট এখনো ফিক্সড হয় নাই। ডি ভি সি হয়ত বললেন—আমরা এ বছর নতুন ৩ লক্ষ একরে জল দেব। আমাদের ২ লক্ষ একর পুরাতন আছে, তাহলে মোট ৫ লক্ষ একরে কত লাখ বা গ্যালন জল লাগবে তা আমরা ঠিক করলাম এত লাগবে। বাল্ক কন্ট্রাক্ট ঠিক করলাম, তাঁদের বললাম আপনাদের এত কোটি গ্যালন জল দিতে হবে। এই রেটে জল পাবো। ডি ভি সি জল দেবেন। সেই জল ডি ভি সি-র ক্যানেল দিয়ে আসছে। নতুন কোন ক্যানাল এই ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের নয়। পুরানটা আমাদের আছে। ডি ভি সির ক্যানেল দিয়ে জল এল। তার মেইনটেনেন্স ডি ভি সি-র হাতে আছে। সেই ডি ভি সি-র কাজ হচ্ছে ক্যানেলে জল ছাড়া। রিটেইল ডিস্ট্রিবিউশন অফ ওয়াটার টু দি ল্যান্ডস। সেটার দায়িত্ব আমাদেরও আছে। তাঁরা জল ছেড়ে দিলে মাঠে মাঠে জল দেবার দায়িত্ব আমাদের। কোথায় বাঁধ ভেঙ্গে গেল, কোথায় বাঁধ কোলাপস্ করলো জল মাঠে যেতে পারল না। সে বছর কৃষক বললো আমরা সেচ পাইনি ট্যাক্স দেব না। কম্পালসরি এরিয়ায়ও ট্যাক্স মাপ চাইতে পারে জল পায় নি বলে। তাহলে আমরা হয়তো ১০ হাজার একরে জল দিতে পারলাম না বলে ট্যাক্সও নিলাম না। কিন্তু ডি ভি সি-র সঙ্গে কন্ট্রাক্ট হয়ে গেছে, তাঁরা বাল্ক সাপ্লাই এত লক্ষ গ্যালন দেবেন, আমাদের এত টাকা দিতে হবে। আর আমরা ট্যাক্স আদায় করতে পারলাম না। কৃষকদের জল দিতে পারলাম না, কিন্তু আমাদের টাকা দিতে হবে আন্ডার সেকশন ১৪(১) অফ দি ডি ভি সি এ্যাক্ট। গত তিন

বছর যাবত এখান থেকে জল দেওয়া হচ্ছে। গত বছর ফ্রি জল দিয়েছি, তার আগের বছর একটা রেট ধার্য ছিল, কিন্তু তথাপি ডি ভি সি-র সঙ্গে আমাদের কোন বাল্ক কন্ট্রাক্ট করা সম্ভব হয় নি, কারণ তখন এটা করা ইম্প্রাক্টিকেবল ছিল। ডি ভি সি স্বীকার করেছেন এবং বলেছেন—হ্যাঁ, বাল্ক রেট এখনও আমরা ঠিক করি নি। গত বছর ফ্রি করেছি, তার আগের বছর ৯ টাকা দিতে হয়, এবার থেকে এই আইনের রেট অনুসারে ট্যাক্স আদায় করবো। ট্যাক্স আদায় করে কলেকশন চার্জ-বাদ দিয়ে, ভাগাভাগী করবো। ধরুন, একটা মিউচুয়ালী এগ্রি করা হল যে ডি ভি সি বাল্ক সাপ্লাই এত লাখ গ্যালন জল দেবেন। কিন্তু পরে তা দিতে পারলেন না। গত বছর ফ্রি দিয়েছিলাম। তাঁরা তখন বলেছিলেন যে এত লাখ গ্যালন দেবেন, কিন্তু তা তাঁরা দিতে পারেন নি। কেন পারেন নি, তার দোষ তাঁদের নয়। নতুন ক্যানাল কাটা হয়েছে তার দু ধার দিয়ে নতুন মাটি ফেলে বাঁধ দেওয়া হয়েছে, যদি ফুল টু দি ব্রিম জল ক্যানেলে ছাড়া হয়, তাহলে বাঁধ ভেঙ্গে গিয়ে যত বড় এলাকাতে জল ঢুকে যেতে পারে তাহলে, আরও নিচের দিকে দূরে যেখানে সেচের জল দেওয়ার কথা, সেখানে তা দেওয়া যাবে না। আবার কোথাও রেগুলেটরের গোলমাল হয়ে গেল, লেভেল সুট করছে না, পাঁচ হাজার একরে জল দেওয়া হবে ঠিক করেছিলেন, সেখানে দেখা গেল দু হাজার একরেও জল গেল না। সেটা রেগুলেটরের দোষেই হোক-বা গ্রাউন্ড লেভেলের দোষেই হোক, বা যেকোন কারণেই হোক, সেখানে জল গেল না। তাই প্রথম বছর জল ছেড়ে দিয়ে দেখা হয়, সেই জল যেতে যেতে কত দূর পর্যন্ত এগুতে পারলো।

তা ছাড়া, লোকে সারেপ্টিসিয়াস কাট করে। কোন লোক বলে জল নেবো, আবার কোন লোক বলে জল নেবো না। চার মাইল, ছয় মাইল দূর পর্যন্ত ক্যানাল চলে গেছে। যারা বলে ডি.ভি.সি-র জল নেব, তাদের সঙ্গে একটা কন্ট্রাক্ট থাকে। কিন্তু এই ছয় মাইল লম্বা ক্যানালের দু ধারে বাঁধ আছে, সেখান দিয়ে লোকে বিনা অনুমতিতে বাঁধ কেটে জল নিয়ে নিলো, অথচ তাঁদের সঙ্গে কোন কন্ট্রাক্ট নেই। রাত্রিবেলা কেউ বাঁধ কাটলে, সেই রাত্রে তাকে এরেস্ট করে ফৌজদারিতে সোপার্দ করবো তা সম্ভব নয়। কারণ তার সাক্ষী নেই, প্রমাণ নেই। কয়েক হাজার মাইল ধরে ক্যানাল চলেছে, সেখানে এই সমস্ত ডিফিকাল্টি রয়েছে। সেই সমস্ত ডিফিকাল্টি দেখে, আমরা দেখলাম বাল্ক সাপ্লাই নিয়ে আমরা যদি ডিস্ট্রিবিউট করতে যাই, তাহলে প্রত্যেক বছর আমাদের একটা মোটা ক্ষতি হতে থাকবে। আমরা কেন এই লস সাফার করবো? কারণ, ডি ভি সি বলছেন যে টাকাটা আমরা পাবো, সেই টাকাটা আমদের নেট ইনকম, এবং সেই টাকা সেকশন ৩৭ অফ দি ডি ভি সি এ্যাক্ট অনুসারে ভাগ করবো ইরিগেশন, ইলেকট্রিসিটি ইত্যাদিতে।

ধরুন, আমি ১০ টাকা ট্যাক্স করলাম এবং সেই টাকা ডি ভি সিকে দিলাম। ডি ভি সি তা থেকে তাঁদের ওভার হেড চার্জ কেটে নেবেন। তারপর যদি তাঁদের লাভ হয়, নেট গেইন হয়, তাহলে আমাদের সেই পরিমাণ শেয়ার দেবেন, অর্থাৎ তাদের লভ্যাংশ থেকে আমাদের ভাগ দেবেন।

আমরা জল তাঁদের কাছ থেকে নিয়ে রিটেইল ডিস্ট্রিবিউশন করছি, তারজন্য একটা খরচ আছে, একটা এস্টাবলিসমেন্ট রাখতে হয়েছে। সুতরাং তার খরচ কেন আমরা আদায় করে নেবো নাকো? সেইজন্য এ্যাক্টের ক্লজ (২)এ একটা প্রভিসন আছে, কি কি বাবত খরচ রাখা হয়েছে, সেটা নেট ইনকাম থেকে কেটে নিয়ে, বাকী টাকা দেবো। তা ছাড়া যদি লোকসান হয়, তাহলে সেটাও আদায় করে নেবো। এই এ্যাক্ট মোর রিজনেবল, মোর জাস্টিফাইএবল, মোর ইকুইটেবল বলে আমি মনে করি।

তারপর জল কিভাবে গিয়েছিল দেখুন। ১৯৫৫ সালে ডি ভি সি-র সঙ্গে পরামর্শ করে একটা ওয়াটার রেট করা হয়েছিল সাড়ে সাত টাকা এবং ডি ভি সি বলেছিলেন আমরা ২৫ হাজার একর জমিতে জল দিতে পারবো। কিন্তু সেই বছর তাঁরা এক একর জমিতেও জল দিতে পারেন নি। ডি ভি সি জল দেওয়ার জন্য তৈরি ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টও প্রস্তুত ছিলেন যে সেই জল নিয়ে ডিস্ট্রিবিউট করবেন। কিন্তু জল দেবো কাকে? যাঁরা আমাদের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট করবেন কেবল তাঁদেরই জল দিতে পারি। আমাদের পশ্চিমবাংলায় ইরিগেশনের দুটো

আইন আছে, একটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্ট, এবং আর একটা হচ্ছে ইরিগেশন এ্যাক্ট, ইরিগেশন এ্যাক্টের আইনে বলে—আমরা এই রেটে জল দেবো যদি তাঁরা জল নেন। এক একটা ব্লকে শতকরা ৭৫-৮০ একরের মালিক যদি আমাদের সংগে কন্ট্রাক্ট করেন তাহলে, আইনে বলছে সেন্ট পারসেন্ট কন্ট্রাক্ট হল ধরে নিয়ে ব্লকে জল ছেড়ে দিতে পারা যাবে।

[11-25—11-35 p.m.]

লোক যদি আমাদের সংগে কন্ট্রাক্ট করে তাহলে আমরা তাদের জন্য দেবো। বেঙ্গল ইরিগেশন এ্যাক্ট অনুসারে দিজ ইজ ভলান্টারি। যারা জল নেবে তাদের সংগে আমাদের কন্ট্রাক্ট হবে তারা ট্যাক্স দিয়ে জল নেবে। কিন্তু বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্টে একটা এরিয়া ডিক্লেয়ার করা হয় তা নোটিফাই করা হয় এবং সেখানে আমরা জল দিলে ট্যাক্স ধরা হয়। জল দিতে যদি আমরা ফেল করি তাহলে রেমিশন দেওয়া হয়। এখন প্রথমে আমরা মনে করেছিলাম যে এই দুইটি এ্যাক্টকে একটু বাদ দিয়ে ডি ভি সি এলাকায় কিছু করা যায় কিনা। কিন্তু আমরা লিগ্যাল ওপেনিয়ন নিয়েছি যে ডি ভি সি এ্যাক্ট থাকার দরুণ তা করা যাবে না। এই ডি ভি সি এ্যাক্টে অসুবিধা হচ্ছে যে জল যদি চায় তবে আমি জল দিতে পারি। কিন্তু যদি কোন ব্লকে কেউ কন্ট্রাক্ট করতে না আসে অথবা আমরা নোটিফাই করলাম কিন্তু কেউ আসলো কেউ আসলো না কন্ট্রাক্ট করতে, তাহলে ঐ ব্লকে জল দেওয়া যাবে না। ঐ বছর ২৫ হাজার একরে জল যেতে পারতো, ২৫ হাজার একরে বাড়তি ফসলও হতে পারতো। সমস্তই বরবাদ হয়ে গেল, কারণ লোকে জল নিল না। তার পরের বৎসর ৯ টাকা রেট করা হল, ডি ভি সি বললেন যে ৯ টাকা করতে হবে। এখন ডি ভি সি এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ইনসিস্ট করছেন যে ওটা ১০ টাকা করতে হবে। আমরা বলেছিলাম যে প্রথম প্রথম একটু কম করে রাখুন, না হলে হবে না বিশেষত পাশেই আমাদের ওল্ড দামোদর সিস্টেম আছে তার রেট সাড়ে পাঁচ টাকা। তার পাশেই যদি ১০ টাকা করা হয়, একই আলের এ পাশে ওল্ড দামোদর আর ও পাশে নিউ ডি ভি সি—এ পাশে সাড়ে পাঁচ টাকা ট্যাক্স আর ও পাশে ১০ টাকা ট্যাক্স হবে। এইভাবে নানা রকম করে বুঝিয়ে বলায় শেষকালে ও'রা বললেন আচ্ছা ৯ টাকা করা হবে। ওরা এগ্রি না করলে আমরা ট্যাক্স বসাতে পারি না। এগ্রি করে ওরা বললেন যে এই বৎসর আমরা ৪৫ হাজার একরে জল দেবো। এটা হচ্ছে ১৯৫৬ সালের কথা। ৪৫ হাজার একরের জায়গায় সে বৎসর মাত্র ২০ হাজার একরে জল দেওয়া গেল, আর ২৫ হাজার একরে জল দিতে পারতাম কিন্তু কেউ কন্ট্রাক্ট করতে এলেন না। তার পরের বৎসরে ১৯৫৭তে আমরা ডি ভি সি-কে বললাম, যে আপনারা জল দিতে গেলে কোথাও বাঁধ ভেংগে যায়, কোথাও রেগুলেটর খারাপ হয়, কোন কোন এক্সজিট পাইপ খারাপ আছে, এটা আপনাদের প্রথম ব্যাপক চেষ্টা এই বৎসরটায় যত ক্যানাল সিস্টেম হয়েছে তাতে জল ছেড়ে দিন, ক্রমশঃ ফুল টু দি ব্রিম সব ক্যানালে জল ছেড়ে দিয়ে টেস্ট করে দেখুন। আমরা টেস্ট করে দেখি কোথায় জল যেতে পারে না পারে। সেই জল মাঠেতে লোকে চাইলে তাদের দিয়ে দেওয়া হক, এই হিসাবে যে, জল ফ্রি চাইবে তাকে জল দেবো এবং আমরা একটা টেস্ট করছি কিভাবে ফল পাওয়া যায় প্রথম বৎসরটায়। তারা বললেন যে এই বৎসরে আমার নতুন এলাকায় ৭৫ হাজার একরে জল দিতে পারবো, তা ছাড়া আমাদের পুরাতন এলাকা তো আছে। সে বৎসর ফ্রি ছিল, দেখা গেল ৭৬ হাজার একরে জল চলে গিয়েছে, তাহলে ডি ভি সি আগের বছরে ৪৫ হাজার একরে দিতে পারতেন। এখন এই বৎসর ডি ভি সি বলছেন যে আমরা সাড়ে চার লক্ষ একরে জল দিতে পারবো—২ লক্ষ পুরাতন এবং আড়াই লক্ষ নতুন এলাকায়। তারা এই সাড়ে চার লক্ষ একরে জল দিতে প্রস্তুত আছেন। এই সাড়ে চার লক্ষ একরের সমস্ত মালিককে ধরে এনে রেজিস্ট্রেশন অফিসে নিয়ে গিয়ে কন্ট্রাক্ট রেজিস্ট্রি করতে হবে, আর না হলে এক্সট্রা রেজিস্ট্রার বা সাব-রেজিস্ট্রার এ্যাপয়েন্ট করতে হবে, তারপর তার কেরানী ইত্যাদি ঠিক করে মাঠে মাঠে নিয়ে যেতে হবে, তাতে হয়তো শুধু কন্ট্রাক্ট রেজিস্ট্রী করতে দু-তিন মাস কি আরও বেশি লেগে যাবে। তারপরে হয়তো কেউ করলো কেউ করলো না। একটা ব্লকে জল ছাড়লে, প্রতি মাঠে মাঠে পৃথক করে জল ছাড়তে পারা যায় না, এক একটা ব্লক আছে তাতে জল ছাড়তে হয়, সেই ব্লকের ১০ জন করলো ২৫ জন করলো না, তাহলে যে ১০ জন জল চাইলো তাকেও দেওয়া হবে না। এইসব এ্যাভয়েড করার জন্যে আমরা বলেছি যে এখানে কম্পালসরি না করলে হবে না। যেখানে জল রেডি আছে, সেখানে জল দিলেই বাড়তি ফসল হয় এই আমাদের অভিজ্ঞতা, সারা

ভারতের অভিজ্ঞতা, পশ্চিমবাংলার অভিজ্ঞতা সেখানে আমরা জল দিতে প্রস্তুত থাকলেও কৃষকরা জলের উপকারিতা যারা জানেন না, তারা এই ট্যাক্স দিতে হবে, এই ভয়েতে যদি জল না নেন তাতে তাদেরও লাভ হয় না। তাই বাধ্যতামূলক করা দরকার।

অরও একটা কথা। যেখানে ভলান্টারি জল দেবার কথা সেখানে তারা অপেক্ষা করে বৃষ্টির জন্য আকাশের দিকে চেয়ে। ,তারপর বৃষ্টির জন্য চেয়ে চেয়ে যখন দেখে ধান গাছগুলি হলদে হয়ে গেছে, মাঠ শুকিয়ে ফাট ধরেছে তখন এক সঙ্গে এক লক্ষ দু লক্ষ একর জমির কৃষকরা ছুটে আসে আমাদের কাছে দুদিনের মধ্যে জল দিতে হবে, নইলে গাছ মারা যাবে। সেখানে ক্যানালে মাইলের পর মাইল জল যাবে সেই জল দিতে একটা সময় লাগে, দুদিনে দু লক্ষ একর জমিতে জল ছেড়ে দেওয়া যায় না; কয়েকদিন লাগবেই। তাহলে ইতিমধ্যে সেইসব গাছ মরে যাবে। আমাদের জল পেয়ে যদিও বা বাঁচে, যে গাছগুলো বেঁচে যাবে তাতে যে ফসল হবে সে ফসল নর্মাল হবে না, অনেক কম হবে। কৃষকরা এই যে ভাবেন—যে যদি বৃষ্টি হয়ত ৭-৮-১০ টাকা এড়াতে পারি ট্যাক্স থেকে, কিন্তু তা করতে গিয়ে তারা হয়ত ৪০-৫০-৬০ টাকার ফসল ক্ষতি করে ফেলেন কাজেই ব্যক্তিগত ইকনমির দিক থেকে কিংবা ন্যাশনাল ইকনমির দিক থেকে দেখলে এই যে পশ্চিম বাংলায় এত লক্ষ টাকার ফসল ক্ষতি হচ্ছে—এটা কোন দিক থেকেই সমীচীন নয়। আমরা যেমন ময়ূরাক্ষী এলেকায় বাধ্যতামূলক করে দিয়েছি সেই রকমে এখানে যদি বেঙ্গল ডেভেলাপমেন্ট এ্যাক্ট এ্যাপ্লাইড হত তাহলে এই আইন আমরা আনতাম না। বেঙ্গল ডেভেলাপমেন্ট এ্যাক্টের একটা সেকসনকে এ্যামেন্ড করে নিয়ে যেমন ময়ূরাক্ষীকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই রকমভাবে ডি ভি সি এলেকাকে এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারতাম কিন্তু আমাদের লিগ্যাল ওপেনিয়ন বলছে ওখানে ঐ ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্ট এ্যাপ্লাই করে না ডি ভি সি এ্যাক্ট আছে বলে তাই আমরা নতুন এ্যাক্ট করছি। আমার আর কিছু বলবার নাই, আর যা বলার আছে ক্লজ-বাই ক্লজের সময় বলবো।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এই বিল সম্বন্ধে আমি কয়েকদিন ধরেই ভাবছি। কারণ আমি চাই এই দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের উন্নতি হোক। যখন প্রথম এই দামোদর ভ্যালি প্রজেক্টের কথা উঠে তখন আমি এসেম্বলীর মেম্বার ছিলাম। এবং প্রতি বছরই এক আধটা প্রশ্ন তুলি কারণ আমি জানতাম দামোদর ভ্যালি প্রজেক্ট না হলে পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ করে বর্ধমান এলেকায় উন্নতির কোন সম্ভাবনা নেই। ১৯১২ সালে যখন বর্ধমানে বন্যা হয়েছিল তখন আমি সেবাকার্যে সেখানে যাই। তা থেকে আমার এই ধারণা জন্মে—এভাবে প্রতি বছর বন্যা হলে এই অঞ্চলকে কিছুতেই রক্ষা করা যাবে না। সুতরাং যখন এই প্রস্তাব এসেছিল তখন এই প্রস্তাব সম্বন্ধে প্রতি বছরই কিছু-না-কিছু বলতাম। তারপরে সৌভাগ্যক্রমে যখন দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন গঠিত হয় তখন পশ্চিমবঙ্গে আমি কমার্স, লেবার এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির মিনিস্টার ছিলাম—অনেক কষ্ট করতে হয়, বিহার আপত্তি করেছিল, আমরা ধানবাদে গিয়েছিলাম, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এসেছিলেন, জ্ঞান ঘোষ, তখন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার ডাইরেক্টরস অফ কমার্স, তিনি এসেছিলেন কারণ বিহার খুব আপত্তি করেছিল। সুতরাং বহুদিন থেকে এই দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের সঙ্গে কোন বাস্তব সম্পর্ক না থাকলেও কর্পোরেশনের কার্যপদ্ধতির সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ না হলেও আমি জড়িত আছি। আমি দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন পছন্দ করি, ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা পছন্দ করি, কংসাবতী পছন্দ করি এবং ফরাক্কা ব্যারাজ পছন্দ করি—বিশেষ করে এ কয়টি যদি হয় তাহলে বাঙ্গলার দুর্গতি অনেকখানি কমবে। একটি যদি না হয়, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন যদি না হয়, ঠিকমত কাজ না করে, কংসাবতী যদি ঠিক মত গঠিত না হয় এবং ফরাক্কা ব্যারাজ যদি গঠিত না হয়, তবে পশ্চিম বাংলার উন্নতি কোন প্রকারেই সম্ভব নয়। বরং শোচনীয় অবস্থা আরও বাড়বে।

আমি আজকে দু-চারটি কথা বলবো। সংকোচের সঙ্গে বলছি যে, যে সঙ্কোচের পেছনে প্রেম আছে, ভালবাসা আছে তার সম্বন্ধে যদি এতটুকু ক্ষতি হয় যার উপর পিতার স্নেহ প্রয়োগ করেছি। তাহলে সে অবস্থা আমার পক্ষে অসহনীয় হবে।

[11-35—11-45 p.m.]

আমি এই বিলটা পড়েছি, বারে বারে পড়েছি, বিলটা পড়ে আমি এই সিদ্ধান্তে এসে গেছি, যে এই বিলটা অত্যন্ত সহজ, সরল কিন্তু অত্যাচারমূলক, এবং জনগণের পক্ষে সাংঘাতিক। এই আমার নিশ্চিত মত। শুধু জনগণের পক্ষে নয়, এটা গণতন্ত্রবিরোধীও বটে। গণতন্ত্রে "ইম্পোজিশনে" স্থান আছে কিনা সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। গণতন্ত্রে ইম্পোজিশন যে কিছু কিছু না করা হয় তা নয়, কিন্তু তার স্কোপ অত্যন্ত লিমিটেড। অনেক সিস্টেম অফ গভর্নমেন্ট আছে যাতে ইম্পোজিশনের অর্থ হয় জুলুম, আমরা তার বিরুদ্ধে। আমরা চাই স্বরাজ। আমাদের লক্ষ্য পূর্ণস্বরাজ। কিন্তু সেই স্বরাজ পাওয়া একদিনে সম্ভব হবে না। ধীরে ধীরে স্বরাজ পেতে হবে, পূর্ণ অহিংসা যখন প্রতিষ্ঠিত হবে, তখনই স্বরাজ হবে। যতদিন তা না হবে ততদিন পর্যন্ত খানিক খানিক অত্যাচার জুলুম সহ্য করতে হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে আমরা যে সিস্টেম অফ গভর্নমেন্ট এদেশে ইন্ট্রিডিউস করতে চাই, সেই সিস্টেম অফ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধেই এই ধরণের ইম্পোজিশন। সুতরাং ইম্পোজিশন করতে গেলে ভাবতে হবে এটা অত্যাবশ্যক কিনা, এক্ষেত্রে ইম্পোজিশনের প্রয়োজন আছে কিনা। সেদিন অজয়বাবু বলেছিলেন ময়ূরাক্ষী সম্বন্ধে, আমি তা শুনে খুসী হয়েছিলাম, কারণ, ময়ূরাক্ষী সম্বন্ধে আমরা অনেক কথাই শুনেছি। অজয়বাবু নিজেই বলেছেন যে ময়ূরাক্ষীর সেই রেট দিয়ে বহুলোক জল নিচ্ছে। ৫ বৎসরের জন্য এগ্রিমেন্ট করতেও রাজী আছে, শুনে আমি সুখী হয়েছি। কেন সুখী হয়েছি? না, তারা উপকার পেয়েছে। তাদের ফসল বেড়েছে, ফসল উৎপাদন সম্বন্ধে নিশ্চয়তা লাভ করেছে। আমি যে এলাকা থেকে নির্বাচিত, যা এখন প্রায় আমার মাতৃভূমির মত হয়েছে, সেই এলাকার লোক এক ফোটা জলের জন্য অনেক কিছু খরচ করতে প্রস্তুত রয়েছে। একটা টিওবওয়েলের জন্য গ্রামকে গ্রাম টাকা দিতে রাজী। ওখানে তারা চায় তাদের জমিতে বেশি ফসল উৎপন্ন হোক। সেজন্য তারা খরচ করতে প্রস্তুত। জলের জন্য নানা প্রকার খরচ করে, এবং জলের জন্য স্বেচ্ছায় খরচ করবে। ময়ূরাক্ষীতে যখন তারা স্বেচ্ছায় দিচ্ছে, তখন দামোদরেও দেবে না কেন? এই বিলে বলা হয়েছে যে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের কর্মক্ষেত্র যেখানে সেখানে কোন লোকের যদি জমি থাকে তবে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, জমিতে সেই জল ব্যবহার করুক বা না করুক তাকে ওয়াটার-রেট দিতে হবে। কেন এরকম জবরদস্তমূলক আইন? দামোদর কর্পোরেশন সবার জন্য, জনগণের মঙ্গলের জন্য জনগণকে জল দেওয়া হবে। তারা স্বেচ্ছায় জল নেবে, এবং সেই জল নিয়ে তারা দেখবে তাদের ফসল বাড়ছে। যেখানে বিঘাপ্রতি দুই-তিন মণ ধান হত, সেখানে বিঘাপ্রতি ১০-১২ মণ ধান হলে তারা স্বেচ্ছায় নেবে। এমন মূর্খ কেউ নাই যে নেবে না। আজ না নিতে পারে, কাল সে নেবেই নেবে। এত ময়ূরাক্ষীতে হচ্ছে। আজ যদি না নেয় তাতে গভর্নমেন্টের কিছু লোকসান হতে পারে। গভর্নমেন্ট লোকসান করার জন্য, গভর্নমেন্ট লাভ করতে যায় না। গভর্নমেন্ট জনগণের সেবা করতে যায়। জনগণকে সেবা করতে গেলে গভর্নমেন্টকে লোকসান করতে হবে। গভর্নমেন্টের সেই লোকসান কোন-না-কোন রকমে পূরণ হবে। কাজেই মানুষ জল নিক বা না নিক তাকে জোর কোরে ট্যাক্স দিতে হবে—এ অত্যাচার-মূলক, এ গণতন্ত্র বিরোধী। এ আইন কি কোরে হতে পারে তা বুঝতে পারি না। আমি বলি প্রয়োজন নাই, আপনারা জল দিয়ে যান, কিন্তু গভর্নমেন্ট এখনও ঠিকমত জল দিতে পারছেন না, এবং অজয়বাবুর কথায় মনে হল এখনও ঠিকমত হচ্ছে না। কিন্তু এমনই আইন আনছেন যাতে ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক—একটা রেট তাদের দিতে হবে। এটা অত্যন্ত টিরেনিক্যাল। এ কাজে অগ্রসর হবেন না। অজয়বাবুর কথায় শুনলাম দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন তাদের টাকা চাইছে। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন একটা গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন। তাঁদের বুঝিয়ে বলুন যে কি অসুবিধা। যেকোন প্রকারে হউক—তাদের বুঝিয়ে পারেন ভাল, না পারেন, তাদের লোকসান দিতে হবে, কিন্তু জনগণকে জুলুম করবেন না। জনগণকে লাভ না করিয়ে দিয়ে তাদের কাছ থেকে নেবেন না। এই গণতন্ত্রের নিয়ম, গভর্নমেন্টের নিয়ম রাজা চারগুণ দিয়ে একগুণ নেবে। এইটাই ভারতবর্ষের আগাগোড়া কনসেপশন অফ গভর্নমেন্ট। তার বিরুদ্ধে আপনারা কাজ করছেন।

আর একটা কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। এখানকার যে রেট সেটা অত্যন্ত বেশি মনে হচ্ছে। অজয়বাবুকে বলছি ঠিক ঠিকভাবে আলাপ আলোচনা আরম্ভ করুন। লোক লাভ করুক তাদের ফসল বাড়ুক, তাদের অবস্থার উন্নতি হউক, তখন আস্তে আস্তে রেট বাড়ালে তারা

স্বেচ্ছায় দেবে। আমার এলাকায় আমি দেখেছি একটা টিউবওয়েল পাওয়ার জন্য তারা ওয়ান-থার্ড অফ দি মানি তারা আগাম এসে জমা দিতে চায়, কেননা, তারা জানে—একটা টিউবওয়েল হলে তারা পরিষ্কার জল পাবে, তাদের এগ্রিকালচারের জন্যও টিউবওয়েল দরকার। জনগণ টাকা দিতে প্রস্তুত নয়, তা নয়। আমি বলি ফল না দেখিয়ে নেবেন না। তাই বলছি রেটটা একটু কমান। এজন্য যত বিভিন্ন এমেন্ডমেন্ট দেওয়া হয়েছে, সেই এমেন্ডমেন্ট দেখলেই দেখবেন, প্রায় সকলেই বলেছেন—রবিশস্য হউক, খারিফ হউক সেটা ঠিক করে দিন। কাজ ঠিকমত চলুক। জনগণের লাভ হউক, শস্য বাড়ুক, তাদের মুখে হাসি ফুটুক, তখন তারা স্বেচ্ছায় বেশি দেবে। অতএব তাদের সঙ্গে যুক্তি কোরে, পরামর্শ করে ঠিক করুন। জনগণ কখনও অন্যায় জিদ করে না।

আর একটা কথা বলব। আলোচনাকালে দেখেছি কোন অঞ্চলে ফসল না হলে সে অঞ্চলের খাজনা মাফ দেওয়া হয়।এটা গভর্নমেন্ট গেল বছরেও করেছেন। আপনারা এখানে বলছেন 'মে' এ কেন? 'শ্যাল' বলুন না কেন। পার্শিয়াল বা টোটাল ফেলিওর অফ ক্রপস যদি হয় বা তাদের যদি লাভ না হয় তাহলে মাফ করবেন না কেন? এ অপসন আপনাদের উপর রাখবেন কেন? আপনারা আইন কোরে বলে দিন—তোমাদের যদি লাভ না হয়, তোমাদের কাছ থেকে নেব না, আমরা বরং লোকসান সহ্য করব, তোমাদের ঘাড়ে লোকসান চাপাব না।' এই আমার শেষ কথা।

[11-45—11-55 p.m.]

Sj. Hare Krishna Konar:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী অজয়বাবু আমাদের সামনে যে বিল পেশ করলেন তার বিরোধীতা আমরা এজন্য করব যে এটা অত্যন্ত মারাত্মক এবং এর দ্বারা কৃষকদের উপর অত্যন্ত বেশি অসহনীয় ট্যাক্স চাপাবার ব্যবস্থা হবে। এই বিলের দ্বারা আমরা অর্থব্যয় করে, পরিশ্রম করে যে সেচের সৃষ্টি করেছি তা অপব্যয় হবে। এই বিলের মারফত বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা আছে তাকে ব্যাহত করা হবে। এই বিল পেশ করার সময় তিনি যে যুক্তি দিলেন তার সারবত্তা আমি বুঝতে পারলাম না। এটা কি কোন কোম্পানি যে এর দ্বারা তারা মুনাফা করবে? এটা কী বাংলাদেশের বা ভারতবর্ষের জনসাধারণের টাকা, পরিশ্রম দিয়ে তৈরি হয় নি? এটা কি জনহিতকর কাজের জন্য নয়? সেজন্যই আমরা কি ভাবব যে ডি ভি সি একটা মুনাফালোভী কোম্পানি এবং এর সুবিধা না পেয়ে জনসাধারণ মরুক, কৃষক মরুক, ফসল হোক বা না হোক তাতে কিছু যায় আসে না। এটা কি আমাদের বুঝতে হবে যে সারা ভারতবর্ষে কংগ্রেস সরকারের আলাদা আলাদা ব্যবস্থা হবে? কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী কি এ'দের নীতি নির্ধারিত হয় না? ভারত সরকার থেকে আরম্ভ করে প্রাদেশিক সরকারের সেচের ক্ষেত্রে, যেটা কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত, কি কোন সামঞ্জস্য নীতি থাকবে না? এই বিলে দেখা যাবে যে কৃষকের উন্নতি, কৃষির অগ্রগতি এর লক্ষ্য নয়। এই বিলের লক্ষ্য হল বাধ্যতামূলকভাবে কৃষককে জল দেওয়া এবং তাঁদের উপর ট্যাক্স চাপানো। এর উদ্দেশ্য যদি আমরা পড়ি—যেটা মাননীয় সদস্য সুবোধবাবু বলেছেন—তাহলে দেখব যে লোকে জল নিক, না নিক, তার প্রয়োজন হোক, না হোক জোর করে তাকে জল নেওয়াতে হবে। আজকে কি অজয়বাবুর কাছ থেকে আমাদের শিখতে হবে যে বাংলার কৃষক জলের কদর বোঝে না বলে তাদের তিনি তা বোঝাবেন? ভারত ও বাংলার কৃষক অতীতকাল থেকে সেচ ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। শুধু বর্তমানের কংগ্রেস সরকার নয় অতীতে ভারতের প্রত্যেকটা শাসনব্যবস্থাই এই সেচব্যবস্থা করে গেছেন, কারণ এর উপর তাঁদের রাজস্ব নির্ভর করত। সেজন্য আমি মনে করি যে বাংলার কৃষকের প্রতি এত বড় অপমানজনক উক্তি খুব কম মানুষই করতে পারে। তিনি যুক্তি দেখাচ্ছেন যে লোকে জল নেবে কি নেবে তার ঠিক নেই বলে এটা করার প্রয়োজন আছে। কিন্তু আপনারা কি ভেবে দেখেছেন যে তার ফসল বাড়ানোর জন্য, তার অবস্থা ভাল করবার জন্য জলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেও কেন সে জল নিচ্ছে না? আপনারা কি ভেবে দেখেছেন কোথায় তার এই বাধা আছে? কৃষকের কোথায় অভাব, ফসল কি করলে বাড়তে পারে, তার অসুবিধাটা কোথায়, কি করলে এসব দূর হতে পারে সেসব বিবেচনা করা হচ্ছে না। বরং এখানে একমাত্র আইনের বিচার্য বিষয় হচ্ছে যে জোর করে তাদের উপর ট্যাক্স চাপাতে হবে। এটা করতে

গিয়ে দেখা যাবে যে ট্যাক্স যা চাপাচ্ছেন সেটা আশ্চর্যরকম। অর্থাৎ সাড়ে বার টাকা থেকে পনের টাকা এবং কোন কোন জমিতে যেখানে দোফসল হয় সেগুলিতে একবারে সাড়ে সাতাশ টাকা পর্যন্ত ট্যাক্স। সুতরাং এর ওপরও কি আপনারা বলবেন যে আপনারা তাদের ভাল করছেন? দেখা যাবে যে ডি ভি সি যে এ্যাক্ট সেই এ্যাক্টের যে স্পিরিট তাতে জোর করে গভর্নমেন্ট ট্যাক্স ধার্য করতে পারেন না। অর্থাৎ গভর্নমেন্ট জোর করে এই ব্যবস্থা কখনও করতে পারেন না। দেখা যাবে যে এর আগে আমাদের দেশে যে আইন ছিল, এমনকি ইংরাজ আমলেও যে ডেভেলপ-মেন্ট এ্যাক্ট ১৯৩৫ সালের ছিল, সেটা এরকম ছিল না। নিশ্চয়ই অজয়বাবু আজ বলবেন না যে দেশের মঙ্গলের জন্য ইংরাজ দয়া করে, নাজিমুদ্দিন সাহেব দয়া করে সেই আইনটা করেছিলেন। তাতেও কৃষকদের জন্য সামান্য একটু ব্যবস্থা ছিল যে নতুন ট্যাক্স ধার্য করার আগে তার ফসল কেটে দেখতে হবে সে কি উন্নতি হোল। উন্নতি যা বাস্তবে হবে তার অর্ধেক পর্যন্ত 'নট এক্সিডিং দ্যাট'—সেই পরিমাণ এবং তাও দামোদর ক্যানেলের ক্ষেত্রে সাড়ে পাঁচ টাকার বেশি কোন অবস্থায় হবে না, এমন একটা বিহিত ব্যবস্থা ছিল কিন্তু এবারে দেখা গেল যে গোলমাল আছে। মুখে বলতে হবে ফসলের উৎপাদন বাড়বে, কাজে প্রমাণ করতে পারা যাবে না। অতএব ক্রপ-কাটিংএর ন্যায় ঐরকম একটা ধারার মিনিমাম প্রোটেকশন পর্যন্ত আইন থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে। উৎপাদনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, উন্নতির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, ক্রপ-কাটিংএর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই—অথচ সাড়ে বার টাকা, পনের টাকা ট্যাক্স ধার্য করছেন এবং এই ট্যাক্স দিতে হবে। কাজেই এভাবে জোরজুলুম করে খুসীমত অজয়বাবুর ট্যাক্স আদায় করবার মনোভাব এখানে রয়ে গেছে। ট্যাক্সেশন ইনকোয়ারি কমিটি, ফুড গ্রেন্স ইনকোয়ারি কমিটি—এগুলি নিশ্চয়ই কমিউনিস্ট পার্টি বা বামপন্থী কোন দল কর্তৃক গঠিত হয় নি—এগুলি কংগ্রেস সরকার কর্তৃকই নিযুক্ত হয়েছিল। নিশ্চয়ই সেই কমিটিগুলি কংগ্রেস সরকারকে খেলো করবার জন্য হয় নি বা কংগ্রেস সরকারকে বিপদে ফেলবার জন্য হয় নি। এইসব কমিটিগুলি তাঁদের রেকমেন্ডেশনে, ন্যূনতম ব্যবস্থার দাবি করেছেন, কিন্তু সেগুলিও সম্পূর্ণভাবে সরকার হতে অস্বীকার করা হয়েছে। আমি পরে সেইসব রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃতি তুলে দেখাবো যে ইরিগেশন ট্যাক্স সম্বন্ধে ট্যাক্সেশন ইনকোয়ারি কমিটি কি বলেছেন, ফুড গ্রেন্স ইনকোয়ারি কমিটি কি বলেছেন। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ধরুন বাংলাদেশের সমস্ত চাল বা একটা শহরের সমস্ত চাল যদি আমি গুদামজাত করি এবং গুদামজাত করে বলি যে ৫০ টাকা দর, এই দরে আপনাকে নিতে হবে তখন আপনি আমাকে কি বলবেন? তখন আপনি বলবেন মুনাফাখোর বা দেশের প্রতি আমি শত্রুতা করছি, একথা বলবেন। তার উপর যদি কোন লোক বলে, না মশাই, ৫০ টাকা দরে আমি চাল কিনতে পারবো না, তারচেয়ে আমি গম, জোয়ার, বাজরা খেয়ে বেঁচে থাকবো, তরিতরকারি খেয়ে বেঁচে থাকবো, আমার অন্য কোন উপায় নেই এবং এখন যদি আমি তাকে আইনমত বাধ্য করি ঐ ৫০ টাকা দরে চাল কিনতে—তাহলে আপনি কি করবেন? তখন শুধু মুনাফাখোর বা দেশের প্রতি আমি শত্রুতা করছি একথা বলবেন না—গুণ্ডামী, চুরি, ডাকাতি ছাড়া আর আপনি কিছু বলবেন না। যদি বলি আজকে অজয়বাবু এই বিল এনে জলের মনোপলি জলের একচেটিয়া অধিকার সৃষ্টি করেছেন এবং সেই অধিকারে বলীয়ান হয়ে কৃষকদের বাধ্য করবেন! জল নেবে না, জল নিতে হবে, পুলিস দিয়ে জোর করে তোমাকে জল নেওয়াবো, এইভাবে গুণ্ডাদের মত ডাকাত দলের মত কৃষকদের বিপদে ফেলে তাদের অর্থ কেড়ে নেবার একটা মনোভাব এর মধ্যে ফুটে উঠেছে, এই কথা যদি আমি বলি, তাহলে কি খুব অপরাধের কথা, অন্যায় কথা বলা হবে? গভর্নমেন্টের একটা মুনাফা করার লোভ এর মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সেচের জল কার টাকায় হয়েছে? কারো ব্যক্তিগত টাকায় হয় নি। ডি ভি সি যেসমস্ত টাকা খরচ করেছে, যা অপচয় করেছে কিংবা যা কিছুটা ভালভাবে খরচ করেছে সেই টাকা দেশের লোক দিয়েছে, হাজার হাজার যুবক খেটে এই জিনিস তৈরি করেছে। কিন্তু ১৯৫৫ সালে দুর্গাপুরে ডি ভি সির যে বাঁধ তৈরি হয়েছে আমরা যদি তার সম্বন্ধে রিপোর্ট পড়ে দেখি তাহলে কি দেখবো? প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রিভিউ রিপোর্টের ১৫৪ পৃষ্ঠায় কি দেখাবো?

"Durgapur Barrage was opened in August 1955. It made irrigation available for one lakh acres but actually there was no utilisation."

তারপরে ১৯৫৭-৫৮ সালে লোকসভায় পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির রিপোর্টের ৩ পৃষ্ঠায় কি

দেখা যাবে—

"utilisation held up because of certain legal difficulties encountered by Government of West Bengal in levying water tax."

ট্যাক্স ধার্য করতে পারলাম না বলে ফসল মরুক, তবুও জলের ইউটিলাইজেশন অর্থাৎ ব্যবহার করা হোল না এবং এ হতে দেখা যাবে যে ডি ভি সি যা জল দিতে পারতো সেই জলকে কাজে লাগানো হয় নি। ১৯৫৬-৫৭ সালে ইরিগেশন পোটেনসিয়ালিটি সৃষ্টি হয়েছে প্রায় দেড় লক্ষ একরের মত, ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র ১১ হাজার ২শো ৭১ একর (১১,২৭১ একর)।

[11-55—12-5 p.m.]

আমি জানি গত বছর মন্তেশ্বর থানায় যেখানে জলের টানে ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, সেখানেও তারা জল দেন নি, যেহেতু কৃষকেরা ৯ টাকার লীজে সই করতে রাজী হন নি। তাঁরা পারেন নাই তাই জল দেওয়া হয় নি এবং ফলে মাঠের ফসল মরতে সাহায্য করা হয়েছে। এইভাবে দেখা যাচ্ছে মুনাফার লোভ গভর্নমেন্টকে কোথায় নিয়ে গিয়েছে। তাই আমি বলব, লোকের উপকার নয়, সেচের যা সুযোগ এসেছে তার পুরো ব্যবস্থায় নয়, জনসাধারণকে লুণ্ঠন করাই হল এই বিলের উদ্দেশ্য। তার জন্য আমরা প্রথম থেকেই ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছি। মন্ত্রী মহাশয় অজয়বাবু আজকে একটু দমে দমে বললেন, কিন্তু তার আগের দিনে তিনি বঙ্কিমবাবুর কথায় জবাব দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে দেখবেন জল নিতে লোকে উদগ্রীব। আপনারা যতই বাধা দেন না কেন, লোকে আপনাদের উপেক্ষা করে এই দামে জল নিয়ে যাবে। তাই যদি হয় তাহলে জল নেওয়া ভলান্টারি রাখছেন না কেন, দেখুন তো স্বেচ্ছামূলক রেখে, দেখবেন জলের কার্যতঃ বেশি ব্যবহার হবে না। কেন? এই জন্যই হবে না যে, আপনি এমন রেট অর্থাৎ ট্যাক্স চাচ্ছেন যা নাকি চাষীর পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। আপনি যদি তাকে সহনযোগ্য রেট দিতেন, তাহলে সে কেন নেবে না? সেকি জলের মর্ম বোঝে না? আপনি রেট কম করে তার সহযোগ্য করুন, দেখবেন তারা খুসী মনে জল ব্যবহার করবে এবং দেখবেন পরিপূর্ণ সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়ে খাদ্যোৎপাদন বাড়বে, দেশ বাঁচবে, দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হবে। কিন্তু কৃষকের উপকার করে খাদ্যোৎপাদন বাড়ান তো আপনার লক্ষ্য নয়। সেইজন্য আমি বলি আজকে এই বিলের বিরোধিতা সকলেরই করা উচিত।

এই প্রসংগে আমি একটা কথা বলব, বাংলাদেশের সেচ ব্যবস্থার ইতিহাসের কথা বলব। আমি বেশি অতীতে যাব না, আমি শুধু বলব, পশ্চিমবংগে যেখানে ডি ভি সি করা হচ্ছে, বর্ধমান, হুগলি, হাওড়ার অংশ এবং বাঁকুড়ার যে অঞ্চলগুলিতে সেচব্যবস্থা ডি ভি সি করছে—এই অঞ্চলে আজ নয়, বহু যুগ থেকে এখানে সেচের ব্যবস্থা ছিল। এটা আমাদের কথা নয়, ব্রিটিশ সেচ-বিশারদ উইলকক্স সাহেবের কথা, যা তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২৮ সালে বলেছিলেন। সেই বইখানা পড়লেই দেখা যায় এটা আজকে হয় নি, বহু অতীতে এখানকার রাজারা, এখানের শাসকরা সেচের সৃষ্টি করেছিলেন, দামোদরকে ঘুরিয়ে দিয়ে দামোদরের সংগে গঙ্গার যোগাযোগ রেখে এবং দামোদরের বর্ষাকালের পলিজল যাতে উপচে পড়ে সমস্ত এলেকায় একটা পলির আস্তরণ সৃষ্টি করে তার ব্যবস্থা করে, যা হতে মশা মরবে, মাছ সৃষ্টি হবে, জমির উর্বরতা বাড়বে। এই তো ছিল। তাই আমরা দেখি, বার্ণিয়ার সাহেব ১৬৩০ সালে বলেছিলেন এই অঞ্চল একটা সম্পদশালী অঞ্চল। তারপর হ্যামিলটন সাহেব ১৭৭৫ সালে সমস্ত অঞ্চল ঘুরে বলেছিলেন, তখন ইংরাজ রাজত্ব শুরু হয়েছে কিন্তু তার স্বরূপ পরিপূর্ণরূপ নেয় নি—তখন তিনি বলছেন তাঞ্জোর এবং বর্ধমান এ দুটো হচ্ছে এই এলেকার মধ্যমণি। তার মধ্যে বর্ধমানের গৌরব তিনি বড় করে দেখিয়েছেন। তাঁর রিপোর্টে আমরা পাই, এখানে বিঘাপ্রতি ১৬ মণ ফলন হত। এগুলি ছিল অতীতকাল থেকে ব্যবস্থা। এসব কে করেছিল তা প্রধান কথা নয়, কেউ কেউ বলেন, ভগীরথের আমল থেকেই এগুলি হয়েছে—কিন্তু যেই করে থাকুন, দামোদরের জল উপচে পড়ত, সেই উপচে পড়া জল চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ত—তাতে সমগ্রদেশ বাঁচত। এর পরে দেখা গেল কি? অতীতকালে দেখবেন, সেই হিন্দু রাজার আমলেই বলুন, আর পাঠান মুঘল আমলেই বলুন, গৃহযুদ্ধ মাঝে মাঝে হয়েছে, কখনো হয়তো কোনটা উপেক্ষিত হয়েছে কিন্তু এই ব্যবস্থা তাঁরা মোটামুটি চালিয়ে গিয়েছেন ইংরাজ আমলের আগে পর্যন্ত। ইংরাজের ধ্বংস শুরু করল যেকথা আমি কয়েকদিন আগে বলেছিলাম, সেই ব্যবস্থা ইংরাজ বাতিল করে দিয়েছে পাবলিক ওয়ার্কসের দায়িত্বে। উইলকক্স সাহেব বলেছেন যে, গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড, রেল লাইন ও বাঁধ করে

এই সমস্ত অঞ্চলের কৃষিব্যবস্থা ইংরাজ ধ্বংস করেছে। তারপর ইংরেজের সৃষ্ট জমিদাররা খাজনা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন, কর্তব্য পালন করেন 'না। তারপর বিংশ শতাব্দীতে ইংরাজ বাধ্য হল এখানে ওখানে কিছু কিছু সেচ ব্যবস্থা করতে, কিন্তু বিদেশ থেকে তারা এখানে এসে এ নিয়ে ব্যবসা করা শুরু করল। মুনাফার লোভের বশবর্তী হয়ে তারা কি করল? সেচকে লোকের উপকার করবার জন্য নয়, ব্যবসায় পরিণত করল। এবং আজকে অজয়বাবুরা সেটাই আরও বাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশের কৃষকেরা চিরকাল জল পেয়ে এসেছে, অধিকার হিসাবে তারা কৃষির জন্য জল পেয়ে এসেছে। কিন্তু ১৯৩৫ সালে নাজিমুদ্দিন সাহেব, টাউনসেন্ড সাহেব প্রভৃতি যখন চেষ্টা করলেন দামোদর খালের জল নিয়ে মুনাফা করার জন্য, তখন বর্ধমানের কৃষককে কিছুতেই রাজী করাতে পারলেন না। তখন তারা বাধ্য হয়ে ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্ট পাস করলেন। কিন্তু সেদিনও এর বিরোধিতা আমরা দেখেছি। কাল এবং পরশু আমি লাইব্রেরিতে তখনকার কাউন্সিল ডিবেটস প্রসিডিংস পড়ছিলাম। আমার বেশ ভাল লাগছিল। তখন নাজিমুদ্দিন সাহেব,, টাউনসেন্ড সাহেব যে বক্তৃতা দিয়েছেন, যে যুক্তি দেখিয়েছেন আজকে অজয়বাবুদের মুখে তারই হুবহু প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। সেদিন জে, এল, ব্যানার্জি, প্রমথনাথ ব্যানার্জি, নৌসের আলী, কাসেম সাহেব প্রভৃতি এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিলেন; আমরা আজকে তাঁদেরই ঐতিহ্য বহন করছি। আর এ'রা ইংরেজ নাজিমুদ্দিনের ঐতিহ্যই বহন করে চলেছেন। কিন্তু সেদিনও জোর করে আইন পাস করালেও সরকার টে'কাতে পারেন নি, শেষ পর্যন্ত জনগণের আদালতে যেতে হয়েছে। আজকে দেখে দুঃখ হয়, লজ্জা হয়, এখনকার মন্ত্রীরা ও'দেরই পদাংক অনুসরণ করছেন। তফাৎ হচ্ছে, এ'রা আরো একটু নিষ্ঠুর, এ'রা সব কিছু যুক্তিই উড়িয়ে দিচ্ছেন। মিঃ স্পীকার মহাশয়, সেচকে আমরা কি হিসাবে গণ্য করব? আমাদের প্রাচ্যদেশে সেচের উপর জনসাধারণের ভাগ্য নির্ভর করে। সেচকে প্রাচ্যে জনহিতকর কার্য হিসাবে গ্রহণ করা হোত; ম্যালেরিয়া, মশা তাড়ান ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে হাসপাতাল, রাস্তাঘাট করার মত জনহিতকর কার্য হিসাবে সেচকে গ্রহণ করা হোত। এশিয়ার দেশগুলি সেচ এবং বন্যানিরোধের উপর নির্ভরশীল। এর উপর জাতির সম্পদ গড়ে উঠতো। এটা কখনো জল বেচাকেনা ব্যবসা হিসাবে এখানে ছিল না। এটা অবশ্য করণীয় কাজ ছিল। এর জন্য টাকা সংগ্রহ করা হোত যেমন করে হাসপাতাল ও রাস্তাঘাট করার জন্য টাকা সংগ্রহ করা হত। জেনারেল রেভিনিউ থেকে এইজন্য টাকা সংগ্রহ করা হোত। সেচব্যবস্থার দ্বারা যদি লোকের উপকার হয় তাহলে দেশ ফলেফুলে ভরে উঠবে, ফলে দেশের রাজস্ব বাড়বে। অতীতে এই পদ্ধতিতেই এগুলি করা হয়েছে। আজকে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তো এইভাবে সেচব্যবস্থা করায় আরও বেশি প্রয়োজন আছে। ভারতবর্ষে সেচের উপর, বন্যানিরোধের উপর খাদ্য উৎপাদন সম্পূর্ণ নির্ভর করছে। বিশেষ করে খাদ্যের সংকট যেখানে বাংলায় এত বেশি, সেখানে সেচের প্রয়োজনও অত্যন্ত বেশি।

Sj. Ganesh Ghosh:

স্যার, সোমবার পর্যন্ত এটা কন্টিনিউ করলে ভাল হয়, বারটা বেজে গেছে।

(এ ভয়েস: কার বারটা বেজেছে?)

বারটা বাজলে তো আপনাদেরই বাজবে।

Mr. Speaker: Mr. Konar, I do not want to stop you but I will tell you that there is quite a large number of honourable members who wish to speak on this Bill including those who come from the district of Burdwan. It is not fair that I should try to stop you. You should exercise your own discretion but do not go on repeating the same things.

The House stands adjourned till 3 p.m. on Monday.

Adjournment

The House was then adjourned at 12-5 p.m. till 3 p.m. on Monday, the 21st July, 1958, in the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Monday, the 21st July, 1958, at 3 p.m.

PRESENT:

Mr. Speaker (the Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 15 Hon'ble Ministers, 12 Deputy Ministers and 203 Members.

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

[3—3-10 p.m.]

Enhancement of pension and grant of other facilities to political sufferers

20. Dr. Pabitra Mohan Roy: Will the Hon'ble Minister in charge of the Finance Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে—

(১) নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে যাঁহাদের পেন্সন দিয়া সাহায্য করা হয়, তাঁহারা বর্তমানে আর্থিক দুরবস্থায় পড়িয়াছেন, এবং

(২) নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে যাঁহারা পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারা উদ্বাস্তু, তাঁহারা অর্থের অভাবে বাস্তুজমি ক্রয় ও গৃহনির্মাণের কোন ব্যবস্থাই করিতে পারেন নাই; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি, এই-সমস্ত রাজনৈতিক কর্মীদের পেন্সন বৃদ্ধি, তাঁহাদের সন্তানদের শিক্ষার ও চাকুরীর ব্যবস্থা, বাস্তুহারাদের বাস্তুজমি ও গৃহনির্মাণের খরচ ইত্যাদি দিবার কথা সরকার বিবেচনা করেন কিনা?

The Chief Minister and Minister for Finance (the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy):

(ক)(১) পরিমিত অর্থসংস্থানের দরুন সরকারের পক্ষে রাজনৈতিক কর্মীকে পেন্সন দেওয়া বা তাঁহাদের আত্মত্যাগের প্রতিদান হিসাবে পর্যাপ্ত পেন্সন দেওয়া সম্ভব হয় নাই। নিতান্ত আর্থিক অভাবগ্রস্ত নির্যাতিত প্রাক্তন রাজনৈতিক কর্মীদের, তাঁহাদের আত্মত্যাগের নিদর্শনস্বরূপ যথাসম্ভব পেন্সনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কাজেই ঐ-সকল পেন্সনভোগী রাজনৈতিক কর্মীদের আর নূতন করিয়া দুরবস্থায় পড়ার প্রশ্ন উঠে না।

(২) নির্যাতিত উদ্বাস্তু রাজনৈতিক কর্মীরা অন্যান্য উদ্বাস্তুদের মতই পুনর্বাসন দপ্তরের সাহায্য পাওয়ার অধিকারী। প্রয়োজন অনুসারে তাঁহারা পুনর্বাসন দপ্তরের নিকট আবেদন করিতে পারেন।

(খ) এই প্রশ্ন উঠে না। প্রতিক্ষেত্রেই অবস্থানুযায়ী পেন্সন মঞ্জুর করা হয়। তাঁহাদের সন্তানদের শিক্ষার ও চাকুরীর কোন বিশেষ বন্দোবস্ত করা এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত নহে।

Sj. Pabitra Mohan Roy:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে জবাব দিয়েছেন তাতে পরিমিত অর্থ সংস্থানের দরুন সরকারের পক্ষে সকল রাজনৈতিক কর্মীকে পেনসন দেওয়া সম্ভব হয় নাই। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে একটা খবরের কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই—১৬ই জুলায়ের নয়া দিল্লী থেকে একটা খবর বেরিয়েছে, বিভিন্ন কাগজে, তাতে দেখা যায় সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট একটা স্পেশ্যাল ফান্ড এজন্য ক্রিয়েট করেছেন নির্যাতিত রাজবন্দীদের বিশেষ করে যাতে পেনসন দেওয়া যায়, সেখানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে পেনসন, পুনর্বাসন ঋণ, রাজনৈতিক কর্মীদের জন্য জমি, নগদ টাকা, পোষ্যদের শিক্ষার জন্য খরচের টাকা দেওয়া যায় কিনা, সে বিষয়ে মন্ত্রী মহাশয় কিছু জানেন কিনা বা কিছু বলতে পারেন কিনা?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমি বুঝতে পারি না প্রশ্নকারীর কি উদ্দেশ্য? তিনি একবার বলছেন নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মীর জন্য, আবার বলছেন পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের জন্য, কোন্‌টা?

Sj. Pabitra Mohan Roy:

আমি বলছি নির্যাতিত রাজবন্দীদের সংগে সংগে রাজনৈতিক কর্মীদের কথা।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

দ্বিতীয় বললেন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কিছু টাকা দিয়েছেন, যার মারফত কিছু টাকা দিতে পারি, আমি বলতে পারি এই নিয়ম যা করেছেন ১৯৪৮ সালে এই গভর্নমেন্ট, তখন বাস্তুহারার কোন প্রশ্ন ছিল না। তখন আমরা মনস্থ করেছিলাম, আমার বন্ধু বিগত নলিনীরঞ্জন সরকার তখন ফাইন্যান্স মিনিস্টার ছিলেন, তিনি এ করলেন। ডিসেম্বর মাসে ১৯৪৮ সালে আমরা একটা স্টেটমেন্ট দেই—তাতে বলি যেসমস্ত পলিটিক্যাল সাফারার্স দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামেতে যাদের ক্ষতি হয়েছে, কিংবা শরীর নষ্ট হয়ে গেছে অথবা অন্য কোন কষ্ট রয়েছে এবং যারা এখন পলিটিক্যাল ওয়ার্ক করেন না এবং বাস্তবিক দুঃস্থ, তাদের জন্য আমরা একটা ফান্ড খুলেছি। আজ পর্যন্ত সেই ফান্ড বাবত আমরা প্রথম দিয়েছিলাম কাউকে মাসিক, কাউকে বাৎসরিক পেনসন, কাউকে টিউবারক্লোসিসের জন্য গ্র্যান্ট, কাউকে লাম্প গ্র্যান্ট মাসে মাসে দেওয়া হতো, আজ পর্যন্ত আমরা প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা দিয়েছি। আমাদের প্রতি বছর বাজেটের মধ্যে সাড়ে চার লক্ষ টাকা ধরা হয়ে থাকে। তা থেকে আমরা দেই। উদ্বাস্তুদের সংগে এর কোন সম্পর্ক নাই, বা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার সংগেও এ ব্যাপারে কোন সম্পর্ক নাই।

Sj. Deben Sen:

গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এজন্য কোন টাকা ইয়ার মার্ক করে রেখেছেন কি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

সে সম্বন্ধে কোন খবর জানি না।

Sj. Deben Sen:

ট্যাক্সি দেবার কথা খবরের কাগজে বেরিয়েছে, তা জানেন কি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমাদের যদি বাস্তবিক ট্যাক্সি দেবার থাকে তাহলে, যাঁদের প্রয়োজন তাঁরা লিখবেন। খবর কাগজের মারফত জানবার প্রয়োজন নাই।

Sj. Deben Sen:

নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মীদের ভরণপোষণের জন্য যদি অর্থ না থাকে, তাহলে তাদের ট্যাক্সি দেওয়া সম্ভব হবে কি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আপনি বলছেন উদ্বাস্তু রাজনৈতিক বন্দীদের কথা, না অন্য নির্যাতিত রাজনৈতিক বন্দীদের কথা?

Sj. Deben Sen:

আমি জানতে চাচ্ছি সাধারণ নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মীদের কথা।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

তাদের সম্বন্ধে ট্যাক্সি দেবার কোন ব্যবস্থা নেই।

Sj. Deben Sen:

এদের সম্বন্ধে বিবেচনা করবেন কি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

যদি সম্ভব হয়, চেষ্টা করা যাবে।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

(ক) (১) এর প্রশ্নে ছিল নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে যাহাদের পেনসন দিয়ে সাহায্য করা হয়, তার জবাবে বলেছেন নির্যাতিত প্রাক্তন রাজনৈতিক কর্মীদের এই "প্রাক্তন রাজনৈতিক কর্মী" এর অর্থটা কি, বুঝিয়ে দেবেন কি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

তার মানে হচ্ছে স্বাধীনতা লাভের পূর্বে যাঁরা নির্যাতিত হয়েছেন, যাদের শরীরে কষ্ট আছে বা যাঁদের শরীর ডিস্‌এবলড্‌, কিম্বা কারও শরীরে ক্ষত হয়ে থাকায় কাজ করতে অক্ষম, সেই রকম সব লোক।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

এই যে যাদের পেন্সন দেওয়া হয়, এরা একটিভ ওয়ার্কার না হলেও, তাদের যদি কোন পলিটিক্যাল পার্টির প্রতি এফিলিয়েশন থাকে, তাহলেও দেওয়া হয় কি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

না।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

কংগ্রেসের সঙ্গে যদি থাকে তা হ'লে কি হবে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

তাহলেও না।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

আমরা জানতে পারি কি, এই পেনসনপ্রাপ্ত রাজনৈতিক কর্মীদের সংখ্যা কত?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমি এখন তা বলতে পারবো না, নোটিস চাই। তবে বোধহয় যাঁরা পেনসন পাচ্ছেন ৫৯৭।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

এই ৫৯৭ জন পেনসনপ্রাপ্ত ব্যক্তি, তাঁরা কি সারাজীবন পেনসন পাবেন?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

মরে গেলে পাবেন না, যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন পাবেন।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

যারা পেনসনপ্রাপ্ত ব্যক্তি, তাঁরা যদি ইলেকশনে দাঁড়ায়, তাহলে কি তাদের পেনসন কাটা যায়?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

ইলেকশন, যদি পলিটিক্যাল ইলেকশন হয়, বা কোন রকম রাজনৈতিক ব্যাপারে হয়, তাহলে হবে না।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

আমি জিজ্ঞাসা করছি, এসেম্বলী বা পার্লিয়ামেন্টের ইলেকশনে?

Mr. Speaker: I think we all know the disqualifications provided by the Constitution itself. The right of standing for election is a right of every citizen and unless a person is particularly disqualified by the Constitution itself, nobody can take away that right. You know that in certain instances the Removal of Disqualifications Act has been passed—in the cases of certain people who on the fact of it are disqualified or are becoming disqualified for holding an office of profit. That special Act had to be passed by this very legislature. But other disqualifications are provided in the Constitution itself.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

এই সমস্ত রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে যারা মাঝে মাঝে অনেক সময় কাজকর্ম বা ব্যবসা করে নিজেদের আর্থিক উন্নতি করতে পেরেছে, তাদের কি এই পেনসন দেওয়া হয়?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

যদি তাদের অর্থ সংগ্রহ করার অন্য উপায় থাকে, তাহলে তাদের পেনসন দেওয়া হয় না।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

এই যে পেনসন দেওয়া হয়, এটা কি মাসে মাসে দেওয়া হয়, না, থোক দেওয়া হয়?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

মাসে মাসে।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

যদি তাদের মাসে মাসে দেওয়া হয় তাহলে, ধরুন দু বছর ধরে দিচ্ছেন, অনেক জায়গায়, জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধির জন্য যেমন কর্মচারীদের মাইনে বা ডিয়ারনেস এ্যালাউয়েন্স বাড়ান হয়, তেমনি এদের যে হারে পেনসন দেওয়া হয়, সেটাও কি বাড়ান হয়?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

সেটা আমাদের ক্ষমতার বাইরে।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

এই সমস্ত নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মী যারা পেনসন পায়, তাদের লিস্ট আমরা পেতে পারি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

সে লিস্ট আমার কাছে নেই।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

অন্য কোনভাবে জানতে পারি কি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আপনার যদি কোন পলিটিক্যাল স্ফিয়ার সম্বন্ধে প্রশ্ন করার থাকে জিজ্ঞাসা করবেন, আমি বলে দেবো।

[3-10—3-20 p.m.]

Sj. Saroj Roy:

ডাক্তার রায় এইমাত্র জবাব দিলেন—কোন বিশেষ লোকের কথা হলে প্রশ্ন করবেন। আমি জিজ্ঞাসা করছি, মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা থানার ধনী সিং নির্যাতিত রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে পেনসন পান কিনা?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমি এখন বলতে পারি না। নাম পাঠিয়ে দেবেন বলে দেবো।

Sj. Saroj Roy:

যেসমস্ত নির্যাতিত রাজবন্দীদের যে যে কারণ দেখে পেনসন দেওয়া হয়, এই সমস্ত কারণ বা যুক্তি তাদের কারো মধ্যে যদি না থাকে তাহলে মন্ত্রী মহাশয়কে জানালে তার কি ব্যবস্থা করবেন?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমরা প্রতি বৎসর ৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা বরাদ্দ রাখি। যারা এখনও বেঁচে আছেন তারাই ৪ লক্ষ টাকা পাচ্ছেন। সুতরাং নতুন করে লোক নেওয়া আমাদের পক্ষে মুশকিল।

Sj. Saroj Roy:

আমার প্রশ্ন হচ্ছে, পুরানোদের ভিতর যাদের যে যে কারণে এই টাকা দিয়ে আসছেন তাদের ভিতর কারো যদি সেই কারণ না থাকে, ভুলবশতঃ দিয়ে থাকেন এবং সেটা কন্টিনিউ করে আসছেন, সেইরকম খবর পেলে তার খোঁজ নেবেন কি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

যদি কোন লোক পেনসন পাচ্ছে অথচ তার ছেলে ম্যাজিস্ট্রেট তাহলে নিশ্চয়ই তাকে দেবো না।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

সখারাম দেউশকারের কন্যাকে সাহায্য দেবার জন্য কোন অনুরোধ পেয়েছেন কি?

Mr. Speaker: Mr. Mazumdar, you have heard the Chief Minister. If you are interested in any individual, whoever he may be, serve notice—is so and so getting pension?

Sj. Deben Sen: What is the difficulty in increasing the amount?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

টাকা নেই।

Sj. Deben Sen:

আপনি কি মনে করেন এই হাউস এই জন্য টাকা দিতে অস্বীকার করবে, এই হাউসে এই জন্য যদি ৪ লক্ষর জায়গায় ১০ লক্ষ টাকা চান তাহলে কি এই হাউস দেবে না?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

এই হাউসে আসলেই টাকা পাওয়া যায় না। টাকা পাওয়া যায় অন্যভবে।

Sj. Chitto Basu:

যেসমস্ত রাজনৈতিক কর্মী পেনসন পাচ্ছে তাদের ভিতর আজাদ হিন্দ ফৌজের কোন প্রাক্তন সৈনিক আছে কিনা?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

এখন বলতে পারি না।

Sj. Chitto Basu:

আজাদ হিন্দ ফৌজকে দেওয়া হয় কিনা?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আজাদ হিন্দ বলে লিস্টের মধ্যে কিছু নেই।

Sj. Sunil Das:

যারা ইংরাজ আমলে সরকারী চাকরী করতো তাদের মধ্যে যাদের রাজনৈতিক কারণে চাকরী গিয়েছে তাদের রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে আপনারা গ্রহণ করবেন কিনা?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

কথা হচ্ছে, স্বাধীনতা পাবার আগে দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য যারা খেটেছিল এবং জেলে গিয়েছিল, আমরা ধরে নিয়েছি যে ৫ বৎসর জেল খেটেছিল, তাদের যদি দুরবস্থা হয়ে থাকে তাহলে পেনসন দেবো।

Sj. Sunil Das:

আমি জিজ্ঞাসা করছি, যাদের রাজনৈতিক কারণে চাকরী গিয়েছে তাদের নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে গ্রহণ করবেন কিনা?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

এখনও নয়।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় জবাব দিলেন যে এই টাকা বাড়ান যাবে না কারণ টাকা পাওয়া যাবে না। আমি জিজ্ঞাসা করি, এইরকম অনেককে পেনসন দেওয়া হয় যারা ইংরাজের সময় ইংরাজদের দিকে ছিল, তাদের অনেকে মারা গিয়েছে টেরোরিস্টের দ্বারা, তাদের পরিবারকে পেনসন দেওয়া হয় এবং সেটা এখনও কংগ্রেস সরকার চালিয়ে যাচ্ছে, সেটা বন্ধ করে দিয়ে সে টাকা এদের দিতে পারেন কিনা?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

এখানে আপনি অনেক কিছু এজাম্পশন করেছেন যারা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের পক্ষে ছিল, যারা মারা গিয়েছে ইত্যাদি এইসব কোথা থেকে পেলেন আমি জানি না।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

এইরকম পেনসন পাওয়া লোক আছে যাদের ইংরাজরা পেনসন দিত এবং দেশ স্বাধীন হবার পর কংগ্রেস সরকার তাদের সেই পেনসন চালিয়ে যাচ্ছে, অথচ তারা ইংরাজদের দিকে ছিল, স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কাজ করেছিল, তাদের সেই পেনসন বন্ধ করে সেই টাকা এদের দেওয়া যায় কিনা?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

এখানে একথা আসে না। যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করেছিল, অন্ততঃ ৫ বৎসর জেল খেটেছিল দেশের জন্য তাদেরই আমরা পলিটিক্যাল পেনসন দিই।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আমি বলছি ইংরেজ আমলে যাদের পেনসন দেওয়া হয়েছে তাদের কেটে দিয়ে এদের দেবার কথা চিন্তা করবেন কিনা?

Mr. Speaker: Mr. Chakravorty, If I have understood you, are you suggesting diversion?

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: Yes.

Mr. Speaker: Well, that is a question which cannot be answered here.

Sj. Sunil Das:

আমি একথা জিজ্ঞাসা করছিলম, যারা চাকরি যাবার পরেও নির্যাতিত কর্মচারী কারাবরণ করেছে, কারা ভোগ করেছে তাদের রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে গ্রহণ করবেন কিনা?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

প্রথমে অনেক লোককে চাকরি দিয়েছি, টি, বি, চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি, এককালীন টাকা দিয়েছি, অনেক রকম দিয়েছি, এখন আর আমরা সাড়ে চার লক্ষের বেশি যেতে পাচ্ছি না, আমরা ভেবেছিলাম এক-দেড় লক্ষের বেশি খরচ হবে না, এত লোক আমাদের কাছে আবেদন করেছিল। ৫৯৭ জন লোককে দেওয়া হচ্ছে, আর দিতে পাচ্ছি না।

Sj. Sunil Das:

এইসব লোক যারা হয়ত ২০ বছর চাকরি করেছে, সরকারী কর্মচারী, তাদের পেনসন দিতে প্রস্তুত আছেন কিনা?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

এর মধ্যে এ প্রশ্ন আসে না।

STARRED QUESTION

(to which oral answers were given)

(Further supplementaries to starred question *103)

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

এদের যে জমি দেওয়া হয় জানেন কি কিভাবে দেওয়া হয়। এটা কি স্থায়িভাবে দেওয়া হয়?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

যতদিন কাজ করে ততদিন এদের দেওয়া হয়।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

হোমস্টেড কি এদের স্থায়িভাবে দেওয়া হয়?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

না, স্থায়িভাবে দেওয়া হয় না।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

তাই প্রশ্ন ছিল, চাষের জমি যা দেওয়া হয় তা কিভাবে দেওয়া হয়? অর্থাৎ এক বছর বা দু বছর এরকম কোন মেয়াদ আছে খাজনা দিতে হয়, না, ফসলের কোন ভাগ দিতে হয় না।

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

সেরকম কোন ব্যবস্থা নাই, যতদিন থাকে কাজ করে ততদিনই দেওয়া হয়।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

এদের ছেলেমেয়েদের যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে তাতে এ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষক কতজন নিযুক্ত হয়েছে বলতে পারেন কি?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

নোটিস চাই। স্কুল কতগুলি আছে বলতে পারি, স্কুল হচ্ছে ৪৭টি।

Sj. Pijus Kanti Mukherjee:

এই যে এ্যামেনিটিস দেওয়া হয়, এদের প্রত্যেকটি পরিবারকে কি সপ্তাহে দুদিন করে বেগার খাটতে হয়?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

না, তা সত্য নয়।

Sj. Pijus Kanti Mukherjee:

মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি, এফরেস্টটেশনের জন্য এই যে লেবারার এদের কৃষিমজুর হিসাবে ধরা হবে কিনা?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

হ্যাঁ, হবে।

Sj. Pijus Kanti Mukherjee:

তা যদি হয়, এদের যদি কৃষিমজুর হিসাবে ধরা হয় তাহলে জলপাইগুড়িতে কৃষিমজুরীর যে হার আছে সেটা এদের দেওয়া হবে কিনা?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

লেবার ডিপার্টমেন্টে জিজ্ঞাসা করবেন দেওয়া যাবে কিনা।

Sj. Rama Shankar Prasad: In reply to question (b) in (vi) you have said that medical aid is being given to them free of cost. My supplementary question is will the Hon'ble Minister please state what sorts of medical aid are being given to them free of cost?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay: Necessary medical aid.

Sj. Rama Shankar Prasad: Will you explain that?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay: Doctors are provided free of cost.

Sj. Pijus Kanti Mukherjee:

উত্তরে বলেছেন ডোয়েলিং হাউস উইদ ওয়াটার-সাপ্লাই এ্যারেঞ্জমেন্ট এখন মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি, ফরেস্ট এরিয়াতে এই ডোয়েলিং হাউস শতকরা কত অংশকে দেওয়া হয়?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

নোটিস চাই।

[3-20—3-30 p.m.]

Sj. Rama Shankar Prasad: Do they get medicines free?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay: Yes.

Sj. Deo Prakash Rai: Did the forest villagers get first aid or dispensary treatment?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay: Dispensary treatment.

Sj. Deo Prakash Rai: What is the arrangement for paying them for their work.

Sj. Smarajit Bandyopadhyay: According to the amount of work they put in.

Sj. Deo Prakash Rai: Is it a fact that the workers are paid *pro rata*.

Sj. Smarajit Bandyopadhyay: No.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Is there any provision for maternity arrangement?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay: I want notice. I cannot say off-hand.

Sj. Deo Prakash Rai: Does the Deputy Minister know the Conservator of Forest, Northern Circle, sent his Memo. No. 3226(1)IR-1S, dated 9th April, 1957, with D.F.O.'s Memo No. 2276(6)/22-3, dated 17th April, 1957, whereby they have recommended reduction in quota of land from 3 acres to 1 acre to the forest villagers of the district of Darjeeling?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay: I am not aware of it.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

এর আগেরদিন মন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন যে মেয়েদের এবং ছেলেদের পৃথক পৃথক রেট দেওয়া হয়, কিন্তু ডিসক্রিমিনেশনের অর্থ জানতে পারি কি?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

মেয়েরা কাজ কম করতে পারে বলে তাদের রেট কম।

Sj. Saroj Roy:

আপনি (ক)এ উত্তর দিয়েছেন মেডিক্যাল এ্যাড—এই মেডিক্যাল এ্যাডএর মধ্যে কি ম্যাটারনিটি এ্যাইড পড়ে?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

নোটিস চাই।

Sj. Deo Prakash Rai: Have the Government received any representation from the forest villagers of Darjeeling as a result of reduction in their quota of land from 3 acres to 1 acre?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

उन लोगों को क्या और छुट्टियों का बन्दोबस्त है? जैसे कि पूजा आदि की holidays गवर्नमेन्ट इम्पलाइज को मिलता है?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

हाँ, छुट्टी मिलती है।

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

उन लोगों को वर्ष में कितने रोज की छुट्टी विथ पे मिलती है?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

কাজ সব সময় থাকে না। সুতরাং কাজ না থাকার দরুন ছুটি একদিনও পায় আধদিনও পায়, কিন্তু নির্দিষ্ট কোন ছুটি নেই।

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

আমি জিজ্ঞাসা করছি যে বেতনসহ কদিন ছুটি তারা পায়?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

হলিডে সম্বন্ধে জানতে হলে নোটিস চাই।

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

আপনি বলেছেন মেডিক্যালের ভাল ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সিক এ্যালাউন্সের কি ব্যবস্থা আছে জানতে পারি কি?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

নোটিস চাই।

Sj. Deo Prakash Rai: Will the Deputy Minister be pleased to state the forest settlements where provision for water supply has been made?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay: Water supply arrangements are there and pipe lines are also made. These are also provided under the development schemes. I cannot say which are the forests provided with water supply.

Sj. Deo Prakash Rai: Will the Deputy Minister be pleased to state the forest village settlements where free primary schools have been started?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay: I have already stated that there are 47 primary schools in the forest villages.

Sj. Deo Prakash Roy: If I furnish the Deputy Minister with a list of villages where amenities as are shown in answer (b) are not implemented in the forest villages, will he give an assurance to the House that these will be implemented?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay: I will look into it.

Sj. Subodh Banerjee:

माननीय উপমন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে কনজারভেটর-জেনারেল অফ ফরেস্টের কাছে ফরেস্ট ভিলেজারদের সম্পর্কে কোন রিপ্রেজেন্টেশন এসেছে কিনা?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

আমার জানা নাই।

Sj. Subodh Banerjee:

কনজারভেটর-জেনারেলের কাছে এসেছে কিনা তাঁর জানা নেই, কিন্তু মন্ত্রী বা উপমন্ত্রীর কাছে এসকল এসেছে এটা সত্য কিনা?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

না, জানা নেই।

Sj. Subodh Banerjee:

আমি একটা রিপ্রেজেন্টেশন তাঁকে দিচ্ছি, কিন্তু এর কোন এ্যাকশন তিনি নেবেন কি?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

প্রয়োজন হলে নিশ্চয় নেব।

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani:

স্যার, উনি বলেছেন ডাক্তার দিয়েছেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারি কি যে কতজন ডাক্তার দিয়েছেন?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay: I want notice.

Setting up of Wage Boards in West Bengal

***104. Dr. Ranendra Nath Sen:** (a) Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state whether according to the decisions of the Government of India Wage Boards for different industries are going to be set up in West Bengal during the Second Five-Year Plan period?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) how many industries will be covered in this State;

(*ii*) names of the industries in this State which will be covered by Wage Boards;

(iii) how these Wage Boards will be constituted;

(*iv*) whether personnel of these Boards have been selected;

(*v*) if so, the names of these personnel; and

(*vi*) what are the terms of reference of the Boards to be set up in various industries?

The Minister for Labour (The Hon'ble Abdus Sattar): (*a*) There is no such decision of the Government of India to set up Wage Boards in West Bengal during the Second Five-Year Plan period.

(*b*) Does not arise.

Sj. Rabindra Nath Mukhopadyhay:

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন কোন শিল্পে ওয়েজ বোর্ড বসাবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ করার কোন ইচ্ছা আছে কিনা মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি?

The Hon'ble Abdus Sattar:

এমন কোন অনিচ্ছাও নেই।

Sj. Rabindra Nath Mukhopadyhay:

মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ১৯৫৮ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রীতে একটা এক্সপার্ট কমিটি বসাবার কথা হয়েছিল—আমি ১০ বছর পরে প্রশ্ন করছি যে অন্ততঃপক্ষে জব ইভ্যালুয়েশনের জন্য ওয়েজ বোর্ড বসাবার জন্য কোন রকম রেকমেন্ডেশন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে করেছেন কি?

The Hon'ble Abdus Sattar:

ইঞ্জিনীয়ারিং ইন্ডাস্ট্রীতে ওয়েজ বোর্ড সেট আপ করার বিষয়টা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের বিবেচনাধীন আছে।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

একথা কি সত্য যে চা-শিল্পে ওয়েজ বোর্ড করার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করছেন?

The Hon'ble Abdus Sattar:

না, একথা ঠিক নয়।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

তাহলে চা-শিল্পে ওয়েজ বোর্ড করার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মত কি?

The Hon'ble Abdus Sattar:

আমরা এর বিরুদ্ধে নেই।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

তাহলে ওয়েজ বোর্ড করার ব্যাপারে আপনারা কিছুটা অগ্রসর হয়েছেন কি?

The Hon'ble Abdus Sattar:

প্রশ্নকর্তা জানলেও জানতে পারেন যে, ইন্ডাস্ট্রীয়াল কমিটি অন প্ল্যান্টেশন লেবার তাঁদের এরকম রেকমেন্ডেশন করা আছে যে চা-শিল্পে ওয়েজ বোর্ড হোতে পারে।

Sj. Deben Sen:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, কোন কোন শিল্প সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের ওয়েজ বোর্ড বসানর ইচ্ছা আছে?

The Hon'ble Abdus Sattar: Pursuant to the recommendation of the Wage Board during the Second Five-Year Plan the Government of India decided to set up Wage Boards for the following industries:—plantation, cotton textiles, jute, engineering industries, cement, sugar and iron and steel.

Sj. Deben Sen:

এই লিস্টে কোলএর নাম নাই। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাবেন যে কোল ওয়েজ বোর্ডে ইনক্লুড করা হউক?

The Hon'ble Abdus Sattar:

কোল রাজ্যসরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

ঐ লিস্ট অফ ইন্ডাস্ট্রিজ যা পড়লেন—তার মধ্যে কোন্ শিল্পে ইতিমধ্যে ওয়েজ বোর্ড গঠিত হয়েছে?

The Hon'ble Abdus Sattar: কটন, সুগার, সিমেন্ট।

[3-30—3-40 p.m.]

Sj. Rama Shankar Prasad: Is it a fact that the Government of West Bengal has decided to set up a Wage Board for the workers of the Film Industry?

The Hon'ble Abdus Sattar: I have already said that the Wage Boards are set up by the Government of India.

Sj. Rama Shankar Prasad: Will the Hon'ble Minister be pleased to state whether the case has been taken up with the India Government or not?

The Hon'ble Abdus Sattar: If we find that desirable we shall do so.

Sj. Rama Shankar Prasad: What are the criteria which will decide the desirability of setting up a Wage Board?

The Hon'ble Abdus Sattar: If Government find that time has come for the wage structure to be revised.

Sj. Rama Shankar Prasad: How it will be decided that time has come?

The Hon'ble Abdus Sattar: It will be decided by the circumstances.

Sj. Rabindra Nath Mukhopadyhay:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে লিস্ট দাখিল করলেন সেগুলি যাতে সত্বর কার্যকরী হয় তার জন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন কি?

The Hon'ble Abdus Sattar:

আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে

Wage Board is set up by India Government

প্রাদেশিক সরকার আবশ্যকমত এবং সময়মত এ সম্পর্কে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকেন।

Sj. Rabindra Nath Mukhopadyhay:

ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের কি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন?

The Hon'ble Abdus Sattar:

হ্যাঁ, করা হয়েছে।

Implementation of the decisions of Wage Board for Working Journalists

***105. Sj. Somnath Lahiri:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state—

(*a*) the names of the newspapers in West Bengal which have implemented the decisions of the Wage Board for Working Journalists;

(*b*) the names of newspaper establishments which have not implemented the decisions;

(*c*) what measures have been taken by the Government of West Bengal to secure implementation in the cases referred to in clause (*b*);

(*d*) whether there have been directions of the Government of India to the Government of West Bengal regarding efforts for implementation of the Wage Board decisions; and

(*e*) if so, what are those directions?

The Minister for Labour (The Hon'ble Abdus Sattar): (*a*) Apart from compliance with the provisions of paragraph 39 of the Wage Board's decisions by 15 newspaper establishments, none has yet been reported to have implemented the decisions of Wage Board either in full or in part.

(*b*) Complaints regarding non-implementation of the decisions of Wage Board for Working Journalists have been received regarding the following newspaper establishments:

(1) The Loka Sevak, (2) Press Trust of India, (3) The Statesman, (4) Basumati, (5) Ananda Bazar Patrika and Hindusthan Standard, (6) Amrita Bazar Patrika, (7) Jugantar, (8) Azad Hind, (9) Asr-e-Jadid.

(*c*) All the cases are under examination. Comments have so far been received from: The Loka Sevak, Press Trust of India, The Statesman, Azad Hind.

(*d*) Yes.

(*e*)(i) The State Government was directed to set up machinery required for the administration of the Working Journalists (Conditions of Service) Miscellaneous Provisions Act of 1955 and also for watching the implementation of the decisions of the Wage Board for Working Journalists.

(*ii*) Particular attention of the State Government was invited to paragraph 39 of the decisions of the Wage Board for Working Journalists, which required submission by the newspaper establishments returns for the years 1952, 1953 and 1954 showing details of gross revenue for these three years and also the classification of the establishments according to paragraph 4 of the decisions.

(*iii*) The State Government was requested to take steps to ensure implementation of the decisions of the Wage Board for Working Journalists by newspaper establishments other than those under the ownership of Express Newspapers (Private) Limited. and Shri Ramnath Goenka (a stay order has been issued by the Supreme Court of India in respect of these two etsablishments).

Sir, before I answer this question I want to draw your attention to the decision of the Supreme Court, and I want to know whether this question stands after the Supreme Court decision?

Mr. Speaker: I do not think after the Supreme Court decision this question arises.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

স্যার, আপনি বলছেন এ প্রশ্ন করা যায় না।

Mr. Speaker: Mr. Chakravorty, you can correct me. The Wage Board made certain recommendations with regard to certain journals, and one of the newspapers or periodicals took it up to the Supreme Court and the Supreme Court has given a decision, and the Supreme Court decision prevails. Therefore, we cannot debate on the correctness or incorrectness of any decision which has been given by the Supreme Court... ..

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আমি সেটা বলছি ন। আমার প্রশ্নটা শুনে নিন।

Sj. Somnath Lahiri:

ডিসিসন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি না। আমি কতকগুলি ইনফরমেশন চাই।

The Hon'ble Abdus Sattar:

আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, সমস্ত প্রশ্নটা হচ্ছে ওয়েজ বোর্ডের ডিসিসন ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য কি কি চেষ্টা করা হচ্ছে। সুপ্রীম কোর্ট এই রকম ডিসিসন দেওয়ার পরে এ প্রশ্ন আসে কিনা আপনার কাছে সেই জন্য নির্দেশ চাই।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আপনি (ই) প্রশ্নের যে জবাব দিয়েছেন সেটা দেখুন। ওয়েজ বোর্ড ছাড়াও অন্য ব্যাপার আছে। সেটা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট মিসলেনিয়াস প্রভিসনস এ্যাক্ট, সেটা আল্ট্রা ভায়ার্স ডিক্লেয়ার করে নি, সেই সংক্রান্ত ব্যাপার আমি জিজ্ঞাসা করছি, তার জবাব দিতে হবে।

Mr. Speaker: This is an important matter. Let us consider the different items one by one. Question 105(a) talks of the decisions of the Wage Board. Now, the Wage Board's decisions have been nullified by the decision of the Supreme Court. Therefore, that goes overboard. 105(b) talks of the names of the newspaper establishments which have not implemented the decisions—'decision' means decisions of the Wage Board. Therefore, that goes overboard. 105(c) also means the same. So, that also goes overboard. Then 105(d) also refers to the same thing. So, that also goes overboard. Then 105(e) also goes overboard.

Sj. Somnath Lahiri:

আমি জিজ্ঞাসা করছি (ডি)তে

"whether there have been directions of the Government of India to the Government of West Bengal"

Mr. Speaker: On the face of the Supreme Court judgment, how can the Government of India give direction to the Government of West Bengal? After giving my best consideration, I find that all the questions only mean implementation of the decisions of the Wage Board. If you can satisfy me that the decisions of the Wage Board are still there, I shall certainly allow you to put supplementaries.

Sj. Somnath Lahiri:

আমার কোয়েশ্চেন (ডি) তে জিজ্ঞাসা করছি

"whether there have been directions of the Government of India to the Government of West Bengal."

Mr. Speaker: At what stage?

Sj. Somnath Lahiri:

কোয়েশ্চেন হওয়ার পূর্বে সুপ্রীম কোর্টের ডিসিসন হয়েছিল, কি তার আগে হয়েছিল?

Mr. Speaker:

কোয়েশ্চেন দেওয়ার পরে সুপ্রীম কোর্টের কোয়েশ্চেন ওঠে না।

Sj. Somnath Lahiri:

আপনি আমার পয়েন্টটা ধরতে পারেন নি।

Mr. Speaker: Then it is finished.

Sj. Somnath Lahiri:

সুপ্রীম কোর্টের ডিসিশনের আগে গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া স্টেট্‌কে ডিরেকশন দিয়েছিলেন, এখন যদি সুপ্রীম কোর্টের ডিসিসন হয়ে থাকে, অর্থাৎ বিফোর দি ডিসিসন অফ দি সুপ্রীম কোর্ট।

Mr. Speaker: It is of academic interest.

Sj. Somnath Lahiri: Academic interest is also of interest.

Mr. Speaker: No, not here.

Sj. Somnath Lahiri:

তা হলেও পোস্টমর্টেম হয়

to find out certain causes. By post-mortem examination, certain things may come to light.

Mr. Speaker: No.

You wanted to say that the Government of India wanted the Government of West Bengal to do certain things......

Sj. Somnath Lahiri: Whether they did certain things?

Mr. Speaker: They did not. It is not to be used for any political purpose. The Wage Board is a non-political body. The Wage Board is a non-political body. The Wage Board says you do this, this and this—pay the journalists in this way. One of the firms takes it to the Supreme Court and the Supreme Court says, the decision is set aside. The Wage Board's decision was one whole decision and one judgment set aside that entire decision. I disallow it.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আপনি (ই)(১) তে যে জবাব মন্ত্রী মহাশয় দিয়েছেন সেটা একটু পড়ে দেখুন। তাতে দেখছি উনি বলছেন,

"The State Government was directed to set up machinery required for the administration of the Working Journalists (Conditions of Service) Miscellaneous Provisions Act of 1955 and also for watching the implementation."

আমি এই ওয়াচিং দি ইমপ্লিমেনটেশন সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই। কিন্তু machinery required for the administration of that Act.

It has not been declared *ultra vires* by the Supreme Court.

Mr. Speaker: The question is held over for my consideration. This will come up in the list again on Thursday next when I shall look into the Supreme Court Judgment and if it is to be allowed I shall allow it. You will also remember it: kindly look into the Supreme Court judgment because Mr. Chakravorty thinks that the Supreme Court judgment does not cover the entire field.

The Hon'ble Abdus Sattar: I am entirely in your hands, Sir. If you want it, I am prepared to reply.

Labour dispute in Bengal Electric Works Ltd., Jadavpur

***106. Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state—

(*a*) the total number of workers working in Bengal Electric & Co. at Jadavpur, 24-Parganas, at present;

(*b*) the number of workers against whom criminal cases arising out of labour dispute have been instituted between February, 1955, and March, 1956;

(*c*) the number of bail petitions moved on behalf of the workers and the total amount of security in rupees involved;

(*d*) whether the Hon'ble Minister is aware that after settlement of the dispute between the workers and the Management on January 26, 1956, petitions were submitted to the Labour Minister on behalf of the workers of the abovenamed concern demanding withdrawal of the criminal cases; and

(*e*) if so, the reasons as to why the cases have not still been withdrawn?

The Minister for Labour (The Hon'ble Abdus Sattar): (*a*) The firm referred to apparently is Bengal Electric Works Ltd. of Jadavpur and not Bengal Electric & Co. The total complement of workers in the above firm in 650.

(*b*) and (*c*) This department has no information on these points. Such information may be obtained from the Home (Police) Department who deal with matters pertaining to criminal proceedings.

(*d*) and (*e*) Withdrawal of criminal cases was no part of an agreement as already stated. Such matters are within the jurisdiction of the Home (Police) Department.

[3-40—3-50 p.m.]

Sj. Rabindra Nath Mukhopadyhay:
এই কারখানার অর্ধেক লোক এ্যারেস্টেড হয়েছিল সে খবর রাখেন কি?

The Hon'ble Abdus Sattar:
আগেই বলেছি—খবরটা হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে পাওয়া যেতে পারে।

Sj. Rabindra Nath Mukhopadyhay:
লেবার ডিসপিউটের ব্যাপার সম্পর্কিত এ ব্যাপার কিনা—তা জানেন কি?

The Hon'ble Abdus Sattar:
ব্যাপারটা ঘটেছিল ১৯৫৫ সালে—যা রেকর্ড থেকে জানতে পারি—তাতে পুলিস কোন কেস করেছে কিনা করেছে তা আমি বলতে পারবো না।

Labour Welfare Centres

***107. Sj. Copal Basu:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state—

(*a*) number of Labour Welfare Centres opened in West Bengal up to date;

(*b*) how many of them are running at present;

(*c*) whether there is any arrangement to inspect the activities carried on at these Centres and if so, what is that arrangement;

(d) how many officers have been appointed in connection with inspection jobs;

(*e*) what are the hours of duty of the Watch and Ward Section attached to the Centres;

(f) whether there is any arrangement to examine the inspection reports submitted by the officers;

(g) expenses incurred for running these Labour Welfare Centres, year by year, from 1953-54 to 1956-57;

(*h*) what is the method adopted to popularise these Centres among the workers;

(*i*) whether the Government takes any help from Central Trade Union Organisations to popularise the Labour Welfare Centres; and

(*j*) if so, names of these Central Trade Union Organisations?

The Minister for Labour (The Hon'ble Abdus Sattar): (*a*) Thirty.

(*b*) Thirty.

(*c*) Regular inspections are carried out by the officers of the Labour Directorate.

(*d*) One Assistant Labour Commissioner and one Deputy Labour Commissioner inspect the Centres from time to time. Inspection is also carried out occasionally by other Assistant Labour Commissioners and Labour Officers concerned with conciliation work. The number is nine Assistant Labour Commissioners and nine Labour Officers.

(*e*) There is a durwan-cum-night watchman attached to every Labour Welfare Centre. Normally the working hours of the Centres are from 1 p.m. to 9 p.m. with 1½ days as weekly rest.

As the durwan's duty is to look after the orderliness of the Centre and keep watch over Government property he has to stay in the Centre during and after the Centre's working hours.

(*f*) Yes.

(*g*) 1953-54—Rs. 1,59,731.
1954-55—Rs. 1,55,725.
1955-56—Rs. 1,63,297.
1956-57—Rs. 1,81,671.

(*h*)(1) Bustee visits by Labour Welfare workers.

(2) Radio talks.

(3) Distribution of printed pamphlets.

(*i*) and (*j*) Government welcome help from all quarters including Trade Union Organisations for the purpose of making the Centres popular and effective.

In this connection I would like to add that we have decided to set up Advisory Board for each Labour Welfare Centre.

Sj. Rama Shankar Prasad: Will the Hon'ble Minister be pleased to state the names of the Trade Union organisations from whom he takes help for popularising those centres?

The Hon'ble Abdus Sattar: I have already stated that we do not take any non-official help but at present we have decided to set up advisory boards for each of these welfare centres.

Sj. Gopal Basu:

আপনি (সি)তে বলেছেন—

"Regular inspections are carried out by the officers of the Labour Directorate."

এখানে কি লেবার ওয়েলফেয়ার সেন্টারগুলিকে পরিচালনা করবার জন্য কোন পরিচালনা কমিটি আছে?

The Hon'ble Abdus Sattar:

ইতিপূর্বে আমি বলেছিলাম—এমন কোন কমিটি নেই, তবে স্থির করেছি একটা উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হবে।

Sj. Gopal Basu:

এই উপদেষ্টা কমিটিতে কাদের নেওয়া হবে?

The Hon'ble Abdus Sattar:

অন্য সভ্য ছাড়াও বিধান সভার নির্বাচিত সভ্যরাও থাকবেন।

Sj. Gopal Basu:

এই যে (এফ)তে বলেছেন তাদের ইনস্পেকশন রিপোর্টগুলি এক্সামিনেশন করার ব্যবস্থা করা হয়। যে এডভাইজরী কমিটি হবে, তারাই কি ইনস্পেকশন করবেন ঐ রিপোর্টগুলি?

The Hon'ble Abdus Sattar:

এরা এই ওয়েলফেয়ার সেন্টারগুলিকে ভাল করে দেখবেন এবং প্রয়োজন হলে পরামর্শও দেবেন।

Sj. Gopal Basu:

এই যে (এইচ)এর জবাবে বলেছেন রেডিও টকসের কথা,
methods adopted to popularise these centres by radio talks.
এই রেডিও টকের মানে কি?

The Hon'ble Abdus Sattar:

রেডিও টক মানে, মজুরদের বিষয় কথাবার্তা হয়, তাদের শোনাবার ব্যবস্থা করা হয়।

Sj. Gopal Basu:

ওয়েলফেয়ার সেন্টারের কাজগুলি পপুলারাইজ করবার জন্য কি এই রেডিও রাখা হয়?

The Hon'ble Abdus Sattar:

হ্যাঁ, ঐ কাজেও লাগতে পারে।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মন্ত্রী মহাশয় (সি)এর জবাবে বলেছেন—

"Regular inspections are carried out by the officers of the Labour Directorate."

এই ইনস্পেকশন করবার জন্য কোন আলাদা অফিসার রাখা হয়েছে কিনা? না, এই অফিসার যারা অন্যান্য কাজ করেন, তাদের দিয়ে এই ইনস্পেকশনের কাজ সারা হয়?

The Hon'ble Abdus Sattar:

যারা কন্সিলিয়েশন ওয়ার্ক করেন, তবে তার মধ্যে একজন অফিসার আছেন যাঁর কাজ হল ঐ ওয়েলফেয়ার সেন্টারগুলি কেমন চলছে না, চলছে তার খবর রাখা এবং সেগুলিকে ভাল করে চলার জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব উত্থাপন করা।

[3-50—4 p.m.]

The Hon'ble Abdus Sattar:

এটা প্রশ্ন না সাজেসন?

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

এটা প্রশ্ন। এই রকম পরিকল্পনা আছে কি যে একজন এসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনার তাকে এক্সক্লুসিভলি এই ওলেফেয়ার সেন্টারের জন্য নেওয়া হবে এবং তাকে অন্য কাজ থেকে বাদ দেওয়া হবে?

The Hon'ble Abdus Sattar:

আছে।

Sj. Gopal Basu:

আপনি কি জানেন যে, এই যে বলেছেন গভর্নমেন্ট এ্যাসিস্টেন্ট লেবার কমিশনার ইন্সপেক্ট করে কিন্তু আসলে এইসব কোম্পানির দালালদের দিয়েই তা করা হয়ে থাকে?

The Hon'ble Abdus Sattar:

না।

Sj. Sitaram Gupta:

আপনি (এ)এর উত্তরে বলেছেন ৩০টি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, স্বাধীনতার আগে কত ছিল এবং স্বাধীনতার পরে কতগুলি খোলা হয়েছে?

The Hon'ble Abdus Sattar:

পূর্বাহ্ণ বিজ্ঞপ্তি ব্যতীত বলা যায় না।

Sj. Sitaram Gupta:

স্বাধীনতার পর কয়টি হয়েছে?

The Hon'ble Abdus Sattar:

আমি বিজ্ঞপ্তি চাই, নইলে অফ-হ্যান্ড বলতে পারবো না।

Sj. Gopal Basu:

এই যে বলেছেন 'বস্তি ভিজিটস বাই লেবার ওয়েলফেয়ার ওয়ার্কারস' এরা কি করেন?

The Hon'ble Abdus Sattar:

তারা বস্তি ভিজিট করেন, সেখানে তাদের সংগে কথা বলেন যে কি কি করা দরকার এবং সেইসব সেন্টারে ওয়ার্কারসদের এই সেন্টার সম্বন্ধে পরামর্শ দেন।

Sj. Gopal Basu:

এই লেবার ওয়েলফেয়ার ওয়ার্কারস তারা কারা, হু আর দে?

The Hon'ble Abdus Sattar:

প্রত্যেক সেন্টারেই একজন করে ওয়ার্কার আছে।

Sj. Gopal Basu:

আর দে পেইড?

The Hon'ble Abdus Sattar:

ইয়েস, পেড।

Sj. Gopal Basu:

এদের কি গভর্নমেন্ট পে করেন?

The Hon'ble Abdus Sattar:

নিশ্চয়ই করেন।

Wages fixed by Government for Biri workers

***108. Sj. Narayan Chobey:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state—

(*a*) what is the total number of Biri workers throughout the State of West Bengal as per Government record;

(*b*) what is the basis on which the figure has been arrived at;

(*c*) what are the rates fixed by the Government for Biri workers as wages in various districts of this State;

(*d*) whether such rate of wage as fixed by the Government is being received by the Biri workers in the district of Midnapore and in such places as Kharagpur and Jhargram; and

(*e*) if not, what steps Government propose to take to see that wage rate fixed by Government is paid to the workers in the abovementioned places?

The Minister for Labour (the Hon'ble Abdus Sattar): (*a*) 30,000 approximately.

(*b*) On the basis of a sample survey.

(*c*) A statement is laid on the Table.

(*d*) Yes, generally.

(*e*) Actions according to the statutory provisions after necessary inspection.

Statement referred to in reply to clause (c) of starred question No. 108
The rates fixed by the Government for the various districts are as below—

(Per 1,000 Biris.)

	Rs.	a.	p.
Calcutta	2	4	0
24-Parganas	2	2	0
Howrah	2	4	0
Hooghly	2	2	0
Burdwan	2	1	0
Nadia	2	1	0
Murshidabad (except Dhulian).	2	1	0
West Dinajpur	2	1	0
Jalpaiguri	2	1	0
Darjeeling	2	1	0
Malda	2	0	0
Birbhum	2	0	0
Midnapore	2	0	0
Bankura	2	0	0
Cooch Behar	2	0	0
Dhulian	1	12	0

Sj. Narayan Chobey:

আপনি বলেছেন ৩০ হাজার এবং সঙ্গে সঙ্গে (বি)তে বলেছেন
On the basis of a sample survey. What is that sample survey?

The Hon'ble Abdus Sattar: The total number of biri workers in West Bengal has been obtained by a sample survey. The list of licence-holders of biri tobacco was obtained from the Collector of Central Excise for the State. The number of licence-holders has been multiplied by the average employment per unit in order to obtain the number of workers.

Sj. Narayan Chobey:

এই যে স্যাম্পল সার্ভে বলে যা করেছেন সেটা কি আপনি মনে করেন ভাল হয় নি?

The Hon'ble Abdus Sattar:

হতে পারে।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

এই স্যাম্পল সার্ভে করে হয়েছে, কিভাবে হয়েছিল সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন?

The Hon'ble Abdus Sattar:
সে প্রশ্ন আপনারা করেন নি, সুতরাং আই হ্যাভ নাথিং টু অ্যাড।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:
এই স্যাম্পল সার্ভে কোন্ সালে হয়েছিল, কি পদ্ধতিতে হয়েছিল?

The Hon'ble Abdus Sattar:
আপনারা এ প্রশ্ন করেন নি।

Sj. Narayan Chobey:
এই যে স্যাম্পল সার্ভে বলেছেন, হোয়াট ইজ দি স্যাম্পল সার্ভে? কি করে তা ঠিক করলেন?

The Hon'ble Abdus Sattar:
স্যাম্পল সার্ভে যেভাবে হয় এ ক্ষেত্রেও সেইভাবে হয়েছে।

Sj. Narayan Chobey:
কবে হয়েছিল, কোন সালে হয়েছিল?

The Hon'ble Abdus Sattar:
আমি নোটিস চাই।

Mr. Speaker: Mr. Sattar, from the papers can you say when the sample survey was taken? If you cannot, take your time.

The Hon'ble Abdus Sattar: I want notice.

Mr. Speaker: The question is held over.

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

Introduction of mixed co-operative farming in West Bengal

24. Sj. Dasarathi Tah: Will the Hon'ble Minister in charge of the Co-operation Department be pleased to state—

(ক) পশ্চিম বাংলায় কখন হইতে Mixed Co-Operative Farm স্থাপিত হইয়াছে;

(খ) তাহার মধ্যে কোন্‌টি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং

(গ) এ-পর্যন্ত পশ্চিম বাংলায় এই ধরনের কয়টি সমবায় Farm গঠিত হইয়াছে?

The Deputy Minister for Co-operation (Sj. Chittaranjan Roy):

(ক) বাংলা বিভাগের অব্যবহিত পরেই।

(খ) বর্ধমান জেলার বড়বাইন্যান সমবায় কৃষি সমিতি লিঃ।

(গ) ৩১-৩১৯৫৭ তারিখ পর্যন্ত ১০-টি।

Co-operative Homes Limited, Patipukur

25. Dr. Pabitra Mohan Roy: Will the Hon'ble Minister in charge of the Co-operation Department be pleased to state—

(ক) দমদমের পাতিপুকুরে কো-অপারেটিভ্ হোমস্ লিমিটেডকে সরকার কত টাকা আজ পর্যন্ত সাহায্য করিয়াছেন অথবা ঋণ দিয়াছেন;

(খ) পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই হোমস্ পরিচালনার জন্য কোন অফিসার নিযুক্ত করিয়াছেন কিনা;

(গ) এই কো-অপারেটিভ্ হোমস্-এর রাস্তা, আলো ও জলের কোন ব্যবস্থা শীঘ্রই করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা; এবং

(ঘ) সমস্ত জমি বিলির ব্যবস্থা এই অফিসার করিয়াছেন কিনা?

The Deputy Minister for Co-operation (Sj. Chittaranjan Roy):

(ক) আজ পর্যন্ত কোন সাহায্য অথবা ঋণ দেওয়া হয় নাই।

(খ) হ্যাঁ।

(গ) সরকারের নিকট এইরূপ কোন পরিকল্পনা বর্তমানে নাই।

(ঘ) উক্ত অফিসার জমি বিলির ব্যবস্থার কাজ আরম্ভ করিয়াছেন।

Sj. Pabitra Mohan Roy:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এই প্রশ্ন করেছিলাম এক বৎসর আগে, এখানে তিনি যে উত্তর দিয়েছেন সেটা বর্তমান অবস্থার, না এক বৎসর আগেকার?

Sj. Chittaranjan Roy:

আপ টু ডিসেম্বর, ১৯৫৭।

Sj. Pabitra Mohan Roy:

মন্ত্রী মহাশয়, বলেছেন, আমার প্রশ্ন ছিল এই কো-অপারেটিভ হোমস-এর রাস্তা, আলো, ও জলের কোন ব্যবস্থা শীঘ্রই করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, তার উত্তরে বলেছেন এই পরিকল্পনা বর্তমানে নেই, কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আগে সেখানে যে অবস্থা ছিল তা থেকে আরও অনেক ঘরবাড়ি বেশি হয়েছে, এবং বর্তমানে আরও জমি বিক্রয় হয়েছে, সেখানে এই পরিকল্পনা নেবেন কিনা?

Sj. Chittaranjan Roy:

সরকারের এখন সে পরিকল্পনা নেই তবে সেখানে অফিসার আছেন executive officer of the Society appointed under section 24 of the Bengal Co-operative Societies Act.

সেখানে গভর্নমেন্ট এডমিনিস্ট্রেটর নেই।

Sj. Saroj Roy:

(খ) প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, হ্যাঁ, অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। কোন সময় কোন বৎসর নিয়োগ করা হয়েছে?

Sj. Chittaranjan Roy: It was in 1956.

Mr. Speaker: Question time over. Further supplementaries will be held over.

Electoral roll of the Bhowanipur Constituency.

[4—4-10 p.m.]

Sj. Jyoti Basu:
স্পীকার মহাশয় যদি প্রশ্ন শেষ হয়ে থাকে তাহলে আমি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তার কিছু জবাবও প্রয়োজন। হঠাৎ আমি খবর পেলাম এবং যেহেতু এসেম্বলী বেশিদিন চলবে না সেইজন্যই আজ প্রশ্নটা করতে হচ্ছে, এবং জবাবও চাইতে হচ্ছে।

আপনি জানেন ভবানীপুরে অল্পদিনের মধ্যে একটা উপনির্বাচন হবে। তার জন্য অন্য কোথাও হয় নি—কিন্তু তারজন্য ইলেকটোরাল রোল তৈরি হয়েছে। রিভাইজিং অথরিটিও ছিলেন এবং নতুন ভোটার হয়েছে। যেভাবে তালিকা প্রস্তুত হয় সেইসব নিয়ম তারা পালন করেছেন, কিন্তু সেখানে ৪ জন ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, তাদের নাম—
(1) Mr. Z. K. Mutsuddin, (2) Mr. Guha, (3) Mr. Chakravorti, (4) Mr. S. C. Roy.
এ'রা ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট। কালকে আমি শুনেছি যে কিছু নতুন নাম হয়ত দুই পক্ষ থেকেই দেওয়া হয়েছে, সেগুলি তাঁরা গ্রহণ করেছেন, কিছু হয়ত রিজেক্ট করেছেন। কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম এই দেখে যে ১৫ দিন আগে যাদের পুরানতে নাম ছিল, এইরকম ১,২০০ নাম কেটে দেওয়া হয়েছে, আজ সুধীরবাবু ইন্সপেকশনে গিয়েছিলনে তিনি বলতে পারবেন। সেখানে দেখলেন যে তিনটা লোক ভবানীপুরের শ্রীসুনীল মল্লিক, শ্রীরাজেন দাস, শ্রীঅরুণ বিশ্বাস—এই তিনজন গিয়ে, সেই ১,২০০ লোকের নামে অবজেকশন দিয়েছে, কারণ 'নট ফাউন্ড' এ'রা নাই। এর মধ্যে বহু লোককে—কালকে পনেরজন লোককে দেখেছি, তাঁরা বলেছেন—আমাদের নাম ১০-১৫ দিন আগেও ছিল। এখন কেটে দিয়েছে। এইরকম জিনিস হয়েছে। এই ১,২০০ লোকের মধ্যে হয়ত দুই-একজন মারা গিয়েছে—অপর সকলেই বোধ হয় আছেন, এই আমার খবর। আমি আজ খবর নিয়ে জানলাম যে শ্রীবিশ্বনাথ ব্যানার্জী তাঁদের অধীন কর্মচারী নিযুক্ত হয়েছেন এবং নোটিস নিয়ে সার্ভ করেছেন। কিভাবে করেছেন? না, দেওয়ালে লাগিয়ে দিয়েছেন। কেউ জানেন না। আমি তাঁদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করেছি যে, আপনাদের পনের জনের কেউ কি একটি নোটিসও পেয়েছেন রিভাজিং অথরিটি ঐ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে? তারা বলেছেন—আমরা কোন নোটিস পাই নি। ওরা বললেন—লাগিয়েছে যে তার সাক্ষী এস বসু—তার এড্রেস কেউ জানে না, তার বাপের নামও কেউ জানে না। এইভাবে, ১,২০০ নাম কেটে দেওয়া হয়েছে। আমার মনে হয় মুখ্যমন্ত্রী—তিনি এখানে নাই, তিনি জানেন এ বিষয়ে। কারণ, আমি আজকে রাইটার্স বিল্ডিংসে খবর নিয়ে জানলাম সকালবেলাও যিনি নতুন—আর গুপ্ত সরে গেছেন—তিনি ইলেকটোরাল অফিসার ছিলেন—সেখানে আর একজনকে করা হয়েছে। একজন অফিসার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আজকে আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টা এই হাউসে ছিলেন—আজ সকালে। আমার ধারণা এই ব্যাপারে একটা কন্সিপরেসি হয়েছে। হোম ডিপার্টমেন্ট যেটা মুখ্যমন্ত্রীর নিজের এইসব ম্যাজিস্ট্রেট এবং ঐ তিনজন লোক—যারা অন্য পার্টির লোক বলে আমরা মনে করি আমাদের বিপক্ষীয় লোক বলে মনে করি—তারা এই ষড়যন্ত্র করেছেন। এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ আছি। এখানে আর কোন রেমিডি আছে ব'লে মনে করি না। ভোটার না করার কোন রিমেডি আছে কিনা জানি না। আমার ধারণা নাই।

আমি ভোটার হয়ে ভোট হারাবো এটা আমার একটা প্রপার্টির মতন, কিন্তু এর কি কোন রেমিডি নেই। হঠাৎ রাতারাতি আমার নাম কেটে দিলেন। এখানে তিন-চারজন লোকের বিরুদ্ধে যাঁরা মিথ্যা কথা বলেছেন ক্রিমিনাল প্রসিডিংস হোতে পারে। গভর্নমেন্টের এটা মুক্ত করা উচিত। এটা মুখ্যমন্ত্রী বা সরকারের অন্য মন্ত্রীরা জানেন কিনা—কারণ এই ষড়যন্ত্র সরকারের তরফ থেকে করা হয়েছে। স্পীকার মহাশয়, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আমার এতগুলি কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। এটা একটা কত বড় ব্যাপার সেটা ভেবে দেখুন—একটা উপনির্বাচন হতে চলেছে, কংগ্রেস গভর্নমেন্টকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে সমস্ত অপজিশনের তরফ থেকে। চার-পাঁচদিন আগে লন্ডনে বসে স্টেটসম্যানে আমি দেখেছি যে প্রফুল্ল সেন মহাশয় কোন এক কংগ্রেস কনফারেন্সে বলেছেন—ইলেকটোরাল লিস্টের দিকে

তাকিয়ে দেখুন যে ভবানীপুরে আমরা জয়ী হব। ভবানীপুর বাঙ্গালী এলাকা সেখানে মন্ত্রীরা কি করে একথা বলতে পারেন জানি না এই কোলকাতার বুকের উপর। এইরকম সব ষড়যন্ত্র হচ্ছে। এটা শুধু আমার স্টেটমেন্টের ব্যাপার নয়—আমি এটার জবাব চাই যে সরকার এটা জানেন কিনা। এটা আন্ডার দি কনস্টিটিউসন, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ইলেকটোরাল ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার একথা বললে চলবে না। আমাদের একজন হোম ডিপার্টমেন্টের অফিসার এখানে আছেন যিনি এসব ব্যবস্থা করেছেন বলে আমরা জানি। কিন্তু এটাকে করেছেন তার জবাব চাই।

Mr. Speaker: One thing may I ask you? I have not recently looked up the electoral laws nor have I got the book before me. But I think for wrongful inclusion or wrongful exclusion there is a remedy. Why did you say that the man is without a remedy?

Sj. Jyoti Basu:

সেটা আমি জানি না, সুধীরবাবু হয়ত ভাল বলতে পারবেন। ঠিক টাইমে গিয়ে নাম দেওয়া হয়েছিল—সেই সমস্ত বলবৎ হয়ে গেছে। যখন ফাইনাল লিস্ট টাঙ্গিয়ে দেওয়া হবে, তারপর কিছু করতে হোলে তার রেমিডি কি? রেমিডি হোল টাকা দিতে হবে। আগে যেমন ছিল এক টাকা হোলেই হোত এখন আর তা নেই।

Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri:

স্যার, রেমিডি কি তা বলছি। কিন্তু খুব ভাল হত যদি এখানে মুখ্যমন্ত্রী থাকতেন। এই ব্যাপারটা সকলের পক্ষে জানা দরকার এবং এর একটা বিহিত করা দরকার। এখন কথা হচ্ছে যে কালকে প্রথম জানা গেল যে মাত্র তিন-চারদিন আগে একটা করিজেন্ডাম বেরিয়েছে এবং সেই করিজেন্ডামে দেখা গেল যে ১,২০০ ভোটারের নাম অমিটেড হয়েছে। কি রকম কি রকম ভোটার অমিটেড হয়েছে দেখুন। একজন লোক দরখাস্ত করেছে যে তার নামের বানান ভুল হয়েছে—অর্থাৎ ময়রা (ময়রা) বলে কারেকট করবার জন্য সে দরখাস্ত করে। কিন্তু যে কারেকটেড লিস্ট বেরুল সেই কারেকটেড লিস্টে তার নামটা অমিটেড হয়েছে। এক ভদ্রমহিলা তাঁর বাড়ীর নম্বর ভুল হয়েছে সেটার কারেকশনের জন্য তিনি দরখাস্ত করেন। কিন্তু কারেকটেড হয়ে যে করিজেন্ডাম বেরুল সেই করিজেন্ডামে তাহার দিকে তাঁর নাম অমিটেড হয়েছে। এটা হাউসের একটা প্রিভিলেজের ব্যাপার। হাউসের মেম্বারের ইলেকশনের ব্যাপার বলে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। আমরা জানতাম যে মিঃ গুপ্ত বলে একজন অফিসার যিনি এর কর্তা ছিলেন তিনি আর নেই এবং তাঁর জায়গায় মিঃ নিয়োগী ব'লে একজন এসেছেন, যিনি জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। সেখানে আমরা যাব এই খবরটা পোঁছে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আজ সকালে সেখানে গিয়ে শুনলাম যে আমরা আসছি যেনে তিনি ডাঃ রায়ের সংগে দেখা করবার জন্য কাউন্সিলে চলে এসেছেন। এখানে তাঁকে ফোন করা হ'লে তিনি উত্তর দিলেন যে, তিনি কাজ সেরে সেখানে যাবেন। সেখানে যখন তিনি গেলেন তাঁকে এই যে ১,২০০ ভোটার অমিট হয়েছে এই সমস্ত বলা হল। এর মধ্যে এ্যাটর্নী, ব্যারিস্টার, এ্যাডভোকেট ইত্যাদি আমাদের সব বন্ধুবান্ধবরাও আছেন। তাঁদের আমরা টেলিফোন করে এইসব জিজ্ঞাসা করেছি এবং জানি যে তাঁরা রোজ হাইকোর্টে বেরুচ্ছেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে এইসব ভোটারের ভোট নেই। নাম ছিল কেটে দেওয়া হয়েছে। তারপরে তাঁকে বললাম যে এর রেমিডি হচ্ছে আপনি নিজে ইনকোয়ারি করুন, ইনকোয়ারি করে ইলেকশন কমিশনারের কাছে চিঠি দিন যে কি করা উচিত। কেননা ফাইনাল ইলেকটোরাল রোল পাবলিশ হবার পর আর কোন ক্ষমতা আইনে নেই এক্সেপ্ট দ্যাট ৫ টাকা করে দিলে সেই ভোটগুলি হয়।

Mr. Speaker: Rs. 5 is the fee for setting the law in motion.

[4-10—4-20 p.m.]

Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri:

হ্যাঁ, তবে সেটা সম্ভব নয়, ৫ টাকা করে দিয়ে ভোটার হবে। সেখান থেকে চার্জ নেনে এলাম, এসে সমস্ত কাগজগুলি দেখলাম যে বান্ডিল ধরে পাইকারী হিসাবে সমস্ত বাদ দেওয়া হয়েছে।

দুই-তিনজন লোক এ্যাপ্লিকেশন করেছেন, সেই ১২শো ভোট নাকচ করার জন্য। দরখাস্তের তারিখ সেকেন্ড জুন। একই দিনে সেই ১২শো ভোট নাকচ করার

notice purported to have been served by one man.

১২শো নোটিস সার্ভ হয়ে গেল। অর্থাৎ এক জায়গায় কোথাও বসে ১২শো ভোট নাকচের এ্যাপ্লিকেশন তৈরি হোল, এক জায়গায় বসে সার্ভিস হোল এবং দুই-তিন দিনের মধ্যে চারজন হাকিম ১২শো লোকের সমস্ত ভোট বাতিল করে দিলেন। আইনে একথা লেখা আছে যে যাদের ভোট কাটার প্রস্তাব আসবে তাদের পার্সোনাল সার্ভিসের চেষ্টা করতে হবে, পার্সোনাল সার্ভিস না হোলে রেজিস্টার্ড পোস্টে নোটিস পাঠাতে হবে। রেজিস্টার্ড পোস্ট ফেল করলে সার্ভিস বাই এ্যাফিক্সেসন করতে হবে কিন্তু এখানে প্রথমেই

every service was effected by affixation?

এটা অত্যন্ত মারাত্মক জিনিস হয়েছে। এতে যদি ইন্টারফেয়ার না করেন যদি এইরকমভাবে নির্বাচন চলে তাহলে নির্বাচনের কোন মানে হয় না। নির্বাচিত প্রত্যেক সদস্যের এই অধিকার আছে, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় মুখ্যমন্ত্রীকে এবং সে সম্বন্ধে যাতে একটা বিহিত ব্যবস্থা হয় তারজন্য তাঁর কাছে দাবি করার অধিকার আছে। সেই অফিসার আগেই তাঁর কাছে এসেছেন—

I have finished inspection in an hour's time.

সেই বান্ডিল থেকে সমস্ত নোটগুলি আমি নিজে নিয়ে এসেছি এবং বলছেন যে ফি দিতে হবে ফর দিস ইন্সপেকশন। লোকে কাগজে কিছুই দেখতে পেল না। তিনজন মাত্র লোক অবজেকশন দিয়েছেন শ্রীসুনীল মল্লিক, শ্রীরাজেন দাস, আর শ্রীঅরুণ বিশ্বাস। যিনি সার্ভিস করেছেন বিশ্বনাথ ব্যানার্জি, আমরা জিজ্ঞাসা করলাম তিনি কোথায় কাজ করেন? তিনি টেম্পোরারি ম্যা, তাঁর অ্যাড্রেসও দিতে তাঁরা পারলেন না—

he was temporarily appointed; not even a permanent servant.

একজন টেম্পেরারি ম্যানকে দিয়ে ১২শো নোটিস সার্ভ করা হয়ে গেল। রাতারাতি ১২শো ভোট অন্যায় করে বাতিল করা হয়েছে—এই যদি চলে তাহলে কি হবে? শ্রীসিদ্ধনাথ সেন, যিনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেলের চাকরীপ্রার্থী ছিলেন সেই ভদ্রলোকের নাম কেটে দেওয়া হয়েছে. পনেরদিন আগেও তাঁর নাম ছিল। এক কথায় বলতে গেলে শ্রীসিদ্ধার্থ রায়কে যাঁরা যাঁরা ভোট দেবেন তাঁদের নাম কেটে দেওয়া হয়েছে—

Have they not the right to vote for this man of their choice.

কাজেই তাঁরা যাতে ভোট দিতে পারেন তারজন্য বিহিত ব্যবস্থা করুন। এ সম্বন্ধে একটা ইন্ডিপেনডেন্ট ইনকোয়ারি. অনেস্ট ইনকোয়ারি হোক। তাঁরা যদি না থাকেন তাহলে অবশ্য কোন কিছু বলার নেই কিন্তু তাঁদের না থাকার কোন প্রশ্নই নেই।

Mr. Speaker: I do not think you need to dilate; I have followed every bit of what you have said. Due communication will be made of all that has been said in this House. If what is said is true, certainly the matter should be examined, because at least I ought to know as much as Mr. Sudhir Ray Choudhuri does: how these things should be served; manner of service; mode of service. These are things which I do not need to be taught by anybody. Mr. Rai Choudhuri has mentioned it. It is more than enough for my purpose. All that I can tell you is that during the recess I shall inform the Chief Minister as to what the grievances are and we will see what follows. There need be no further discussion now.

Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri:

স্যার, আপনি তো বললেন যে আপনি মুখ্যমন্ত্রীকে বলবেন। একটা কথা বলে রাখি যে এদের প্রসিকিউশন করতে পারা যায়।

Mr. Speaker: I shall get it communicated.

Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri:

আচ্ছা, স্যার, এটা আমরা জানি যে প্রসিকিউশন করতে পারা যায়। যদি কেউ মিথ্যা কথা বলে ভোট কাটিয়ে থাকে, তাকে চালান দেওয়া যায়। হি ইজ লায়বেল টু বি প্রসিকিউটেড। আমরা তাঁর কাছে এই কথা জানতে চাই যে গভর্নমেন্টের তরফ থেকে তাদের প্রসিকিউশন করা হবে কিনা?

Mr. Speaker: Probably you know Mr. Ray Choudhuri that prosecution depends on facts that you can elicit. The day is not the day when you can prosecute me or I can prosecute you. Things have got to be looked into and examined and elicited and if the facts warrant such a course, that can be adopted.

Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri: সেটা আপনি বলবেন।

Mr. Speaker: You leave everything to me.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

স্যার, আরেকটা কথা, আপনার হয়তো মনে থাকতে পারে যে খাদ্য সম্পর্কে যখন এখানে আলোচনা হয়েছিল তখন মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন খাদ্যের দাম বাড়ছে কিনা তিনি জানেন না এবং এমন কোন আইন তাঁর হাতে নাই যাতে তিনি খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করতে পারেন। কিন্তু সেদিন হোম মিনিস্টার অর্থাৎ কালিপদবাবু স্টেটমেন্ট দিয়েছেন যারা বেশী লাভে খাদ্য বিক্রি করছে তাদের বিরুদ্ধে সরকার থেকে শাসানি দেওয়া হয়েছে।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

মুখ্যমন্ত্রী এক রকম কথা বলছেন, আর হোম মিনিস্টার যে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন, এর মধ্যে আমরা কোনটা মেনে নেব। তবে হোম মিনিস্টারের স্টেটমেন্টে ব্যবসায়ীদের ধমকানির যে কথা বলা হয়েছে তাতে আমার মনে হয় ওভার-এফেকশনেট ফাদার যেমন হ্যাম্পড চাইল্ডকে ধমক দেন এও ঠিক সেইরকম। এরদ্বারা কোন কাজ হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি না।

Sj. Bankim Mukherji:

স্যার, এই কানেকশনে একটা কথা বলতে চাই—ফুড ডিবেটের জন্য আমরা একটা ডেট ডিমান্ড করেছিলাম তার কি হল?

Mr. Speaker: I have not received any information yet. When I get the information one way or the other, I shall convey it to you.

Sj. Bankim Mukherji:

ফুড ডিবেট সম্বন্ধে আপনি একটা দিন ধার্য ও এ্যারেঞ্জ করতে পারেন।

Mr. Speaker:

আপনি জানেন প্রোগ্রাম আমি ফিক্স করি না।

You know it very well, Mr. Mukherjee, that fixation of programme is not within my powers.

Sj. Bankim Mukherji:

টু এ সার্টেন এক্সটেন্ট আপনি করেন, বিশেষতঃ নন-অফিসিয়াল।

Mr. Speaker:

নন-অফিসিয়াল আমি করি কে বলল, আপনারা সকলে মিলে করেন।

Sj. Bankim Mukherji:

তবু আপনার তো একটা ডিসক্রিশন আছে।

Mr. Speaker:

এটা আমি এগ্রি করছি না।

Mr. Mukherjee, one thing I wish to tell you. I promised to deliver a written ruling. It is being typed and I will deliver it tomorrow. I will read out my views that I expressed, namely, that the Bill is in order and in my opinion it is *intra vires* the Constitution and no legal difficulty stands. I have written it and I have explained to Mr. Ganesh Ghosh exactly what I propose to do. He said 'very well, deliver it tomorrow'.

Sj. Bankim Mukherji:

সেটা তো হল। হাই প্রাইস সম্বন্ধে যে কথা আমি বলছিলাম......

Mr. Speaker:

সেটা আমি কি করতে পারি?

Sj. Jyoti Basu:

আপনি গভর্নমেন্টকে এ্যাডভাইস করুন একটা ডেট দেওয়ার জন্য।

Mr. Speaker: You are asking for discussion on food?

Sj. Jyoti Basu:

হ্যাঁ, ফুড ডিসকাশনের উপর আপনার কাছে ডেটের জন্য পারমিশন চাচ্ছি।

Mr. Speaker: Mr. Basu, the point is this. The difficulty comes in in this way. You know 12 resolutions were tabled on the last occasion—whether you applied your mind or not I don's know, perhaps you had arrived that very night—but the difficulty comes in in this way. I said 'two hours for each resolution, let us make some progress'. Nobody was prepared. They said 'no, please have this resolution debated; we don't want to do that'. That is how the work is held up. For a long time a date has been asked for discussion on the food situation. I said that if instead of unnecessarily prolonging the discussion of non-official resolution—because I would not like wasting of time—you could save some time, I would have easily accommodated. The whole trouble is sometimes we are not very serious. That is the whole trouble. Otherwise I for one would have liked that the food question be debated. My difficulty is nobody is serious at times.

[4-20—4-30 p.m.]

Sj. Sunil Das:

মিঃ স্পীকার স্যার, স্যার, গত শনিবার দিন আপনি বলেছিলেন আমার পয়েন্ট অফ অর্ডার সম্পর্কে—আজকে একটা রুলিং দেবেন, তার কি হল?

Mr. Speaker: I said my view remains unaltered. I have dictated my decision and I think my earlier decision given on the spur of the moment is, according to me, wholly correct, but because elucidation has been sought by certain members for future guidance I have written a long ruling which will be read out in the House.

Sj. Amal Kumar Ganguly:

স্পীকার মহাশয়, ফুড সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে একটা স্টেটমেন্ট আমরা চাই।

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: I have nothing further to add. We are going to set up a Court of Enquiry and we will await the decision of the Court of Enquiry.

GOVERNMENT BILL

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958.

Mr. Speaker: Mr. Konar, we have limited time at our disposal. I am just reminding you that you had already spoken for 12 minutes the other day from your 45 minutes.

Sj. Hare Krishna Konar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, অনেক সময় নষ্ট করা আমিও প্রয়োজন মনে করি না। কিন্তু এই বিলটি সাধারণ মানুষের কাছে, এত সর্বনাশকর ও ক্ষতিকর বলে মনে করি, যে এর বিরুদ্ধে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা এখান থেকে সংগ্রাম করবো এবং প্রয়োজন হলে আইন সভার বাইরেও সংগ্রাম চালাবো। সেই জন্য যতটুকু সময় নেবার প্রয়োজন আছে আমার বক্তব্য রাখবার জন্য, ততটুকু সময় আমি নেব। ৪৫ মিনিট হতে পারে, ৪০ মিনিট হতে পারে, বেশিও হতে পারে। এই বিলে বলা হচ্ছে যে ডি, ভি সির জলের জন্য একরে সাড়ে বার ও পনের টাকা করে কর ধার্য করা হবে। এই বিল সম্বন্ধে আলোচনা করার প্রথমে আমি একটা বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এই বিল যখন আনা হচ্ছে, ঠিক সেই সময় বাংলাদেশের যে দু লাখ একর জমিতে বহুদিন থেকে দামোদর ও ইডেন ক্যানাল হতে নিয়মিতভাবে জল সরবরাহ করা হত, সেই দুলাখ একর জমিরও জল সরবরাহ এখন ঠিকমত দিতে না পারায় সেখানকার চাষ নষ্ট হতে বসেছে, এটা আমরা প্রত্যেকটি সদস্য জেনেছি।

দামোদর এবং ইডেন ক্যানাল হতে প্রতি বছর ১৫ই জুন অর্থাৎ পয়লা আষাঢ় হতে জল সরবরাহ করা হত। কিন্তু গত কয়েক বৎসর হতে সেই সময় পাল্টে ১লা জুলাই করে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে চাষের ক্ষতি হচ্ছে। অবশ্য এতেও ১৫ই জুন জল ছাড়া হ'তে টেস্টিং করবার জন্য, শুধু পরীক্ষা করবার জন্য যে বাঁধগুলি, পাইপগুলি ঠিক আছে কিনা, এইজন্য ১৫ই জুন সারা এলাকায় পরীক্ষামূলক জল ছাড়া হত এবং ১লা জুলাই অর্থাৎ ১৪ই আষাঢ় হতে পরিপূর্ণভাবে চাষের জন্য জল সরবরাহ করা হত। অর্থাৎ ১লা আষাঢ় হতেই চাষীরা চাষ করতে আরম্ভ করত, তারপরে ধান রোয়ার কাজ সুরু হ'ত। কিন্তু এবার দেখা গেল ১৫ই জুন দূরের কথা, ১লা জুলাইতেও সেই টেস্টিংএর জলও ছাড়া হল না। সেই টেস্টের জল কোন জায়গায় পয়লা, কোন জায়গায় ২রা, কোন জায়গায় ৩রা, আর কোন জায়গায় বা ৪ঠা জুলাইএর আগে এসে পেঁৗছল না। তারপর সাত-আটদিন চলে গেল, জল সরবরাহ হল না, মাঠ শুকনো। তার উপর আকাশে জল নাই। কৃষকদের তরফ থেকে ক্যানেল ইঞ্জিনিয়ারের কাছে যাওয়া হল। বর্ধমান জেলার কৃষক সমিতির সম্পাদক শ্রীতারাপদ মোদক মহাশয় তাঁর কাছে যান। তখন তিনি বলেন যে কৃষকরা নাকি তাঁকে জানিয়েছেন এখন জলের দরকার নাই। আশ্চর্যের কথা। আকাশে বৃষ্টি নাই, তবুও কৃষকরা নাকি বলছে জলের দরকার নাই। তারপর যখন চ্যালেঞ্জ করা হল—কে বলছে বলুন। তখন তিনি বললেন আচ্ছা শীঘ্র জল দিচ্ছি। দামোদর হতে ক্যানেল সুরু হবার পর আশেপাশের মত জায়গায় ১১ই তারিখে জল দিলেন। আর বর্ধমানের মত জায়গায় ১২, ১৩, ১৪ তারিখে জল এল এবং যেটুকু জল দেওয়া হচ্ছে তাতে চাষের কাজ মোটেই এগুচ্ছে না। জল এত কম হচ্ছে তার কারণ ডি ভি সির খাল আগের খালের তুলনায় এত চওড়া করা হয়েছে যে জলের লেভেল খালের খুব নিচে থাকছে, তাই ক্যানেল থেকে মাঠে জল দেবার যে পাইপ আছে তাতে জল বেশি যাচ্ছে না। গলসী থানায় সিকি ভাগের বেশি এলাকায় জল আজ পর্যন্ত লোকে পায় নি। সদর বর্ধমানের তিনটি ইউনিয়নে হাটগোবিন্দপুর, কুড়মন ও রায়ান ইউনিয়নে পনেরশো বিঘার বেশি জমি জল পায় নি। নেভিগেশন ক্যানেল যা কাটা হয়েছে তাতে কোন সেচের জল দেওয়া যাচ্ছে না। মেমারী থানায় ও মন্তেশ্বর থানায় কোন জায়গায় ক্যানেলে জল নাই। মেমারীতে এক আধটু জায়গায় সামান্য জল পাচ্ছে। বেশির ভাগ জায়গায় জল দেওয়া যায় নি—আজ ২১ তারিখ জুলাইয়ের, শ্রাবণ মাস চলছে। এবু প্রথম সপ্তাহে যেখানে আকাশে বৃষ্টি নাই, যেখানে আজ নয় গত ২২ বছর ধরে কৃষকরা এই সময় ক্যানেল হতে জল পেয়েছে, চাষ করেছে, আগে সাড়ে পাঁচ টাকা রেট দিয়েও জল পেয়েছে, কম দিয়েও পেয়েছে ; সেখানে

এবার নতুন বিল আনার মুখে কোন জল সরবরাহ আজ পর্যন্ত হল না এবং এর ফল হয়েছে চাষের ক্ষতি ও চাষীর উদ্বেগ। কিন্তু মন্ত্রী মহাশয়ের তাতে উদ্বেগ নাই। অন্যদিকে এই মন্ত্রী মহাশয় অজয়বাবুর এত উৎসাহ ১৫ টাকা কর ধার্য করার আইন তাড়াতাড়ি পাস করবার জন্য। ৮ই জুলাই তারিখে জল সরবরাহের জন্য টেলিগ্রাম তাঁর কাছে এসেছে—আপনি হস্তক্ষেপ করুন। ঐ এলাকা থেকে পার্লামেন্টের যিনি মেম্বার আছেন তিনি লিখেছেন হস্তক্ষেপ করুন। বর্ধমানের এম, এল, সি শাহেদুল্লাহ সাহেব লিখেছেন—হস্তক্ষেপ করুন। ৮ই জুলাই যে টেলিগ্রাম এসেছে হস্তক্ষেপ করার জন্য। জল এখনো সেখানে যাচ্ছে না—আপনি হস্তক্ষেপ করুন, চাষের কাজ হচ্ছে না। আশ্চর্য হয়ে ভাবছিলাম এ বছর শ্রাবণ মাসেও বৃষ্টি হল না। এজন্য আমাদের মন্ত্রী মহাশয়ের জল সরবরাহের জন্য একটা ব্যাকুলতা থাকা উচিত ছিল। একটু চেষ্টা করা উচিত ছিল, ছুটোছুটি করা উচিত ছিল কি করে জলের ব্যবস্থা করা যায়, মাইথন থেকে হয়, তিলাইয়া থেকে হয়, বা ডি ভি সির অন্য কোথাও থেকে জল পাওয়া যায়, সেখান থেকে হোক চেষ্টা করা। কিন্তু কি করে জল পাওয়া যায়—তার জন্য একটুও তাঁর তৎপরতা নাই। তাঁর তৎপরতা শুধু কি করে তাড়াতাড়ি নোটিশ দিয়ে এই ট্যাক্সের আইন পাস করা যায়। আইনটা কিভাবে আনলেন দেখুন। সাধারণত বিল আনতে হলে ১৪দিন সময় দেওয়া হয়। তার পর এ্যামেন্ডমেন্ট পেশ করার জন্যও কয়েকদিন সময় থাকে। এবার দেখা গেল আগে থাকতে জানান হলো না, সন্তর্পনে গোপনে এটা আনা হল। ৩রা জুন এসেম্বলী ডাকা হয়েছে। আমি ৪ তারিখে দিল্লী যাই। তখন আমি জানতেই পারি নাই। হঠাৎ শোনা গেল এইরকম একটা বিল আনা হচ্ছে। তিনদিন সংশোধনের সময় ছিল। তারপরও অবশ্য কিছু কিছু শর্ট নোটিস এমেন্ডমেন্ট নিয়েছেন। এখন বলছেন আর শর্ট নোটিস এমেন্ডমেন্ট দেওয়া চলবে না। মন্ত্রী মহাশয় এইরকম তাড়াহুড়া করে বিলটা আনলেন।

[4-30—4-40 p.m.]

এত তাড়াহুড়া এ জন্য নয় যে, দুই লক্ষ একর জমির ধান কেমন করে বাঁচান যায়; তাড়াহুড়া হল কি করে ১৫ টাকা ট্যাক্স ধার্য করা যায়। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি এই ব্যবস্থারই প্রতিবাদ করি, আমি সেদিনও বলেছিলাম এই আইনটি চাষী বা চাষের উপকারের জন্য আইন নয়, এই আইন হচ্ছে চাষীকে লুণ্ঠন করে টাকা আদায়ের ব্যবস্থা। এর আগে কেউ কেউ বললেন ভবানীপুরে ভোটার তালিকার ব্যাপারে যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে; তারই আর একটা রূপ দেখতে পাচ্ছি এই ট্যাক্স ধার্য করার ব্যাপারে। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আগের দিন আমার আলোচনা প্রসঙ্গে যেখানে গিয়ে আমি থেমেছিলাম তা হল এই, যে আমাদের ভারতবর্ষের অতীত সেচ ব্যবস্থা থেকে আমি দেখিয়েছিলাম যে এই সেচ ব্যবস্থাকে জনহিতকর কাজ, হাসপাতালের মত, রাস্তার মত জনহিতকর কাজ বলে গ্রহণ করা উচিত যা অতীতকালে ভারতবর্ষে হয়ে এসেছে এবং যা অস্বীকার করার জন্য এই ২০০ বৎসরে ইংরাজ শাসনে আমাদের চাষ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, চাষের উৎপাদন কমে গিয়েছে। এই অবস্থায় চাষের উপর কর কমিয়ে মূল খরচের টাকা যদি ইন্ডাস্ট্রি বাড়িয়ে তার উপর থেকে ও অন্যান্যভাবে তোলা যায় তাহলে সেইটাই হবে সাউন্ড পলিসি। এ কথা শুধু ভারতের অতীতের ইতিহাসের কথা নয়; বর্তমানে সোভিয়েৎ রাশিয়ায় এই নিয়ম চলছে এবং সেখানে অনেক বেশী ক্যানালের ব্যবস্থা আছে। এখন চীনেও তাই দেখতে পাওয়া যায়। এইসব দেশকে শুধু এক-নায়কত্ব বলে গাল দিয়ে লাভ নেই। মহামতি লেনিন এই কথাই বলেছিলেন যে শ্রমিকের এক নায়কত্বই হল গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ বিকাশ ব্যবস্থা এবং সেই বিকাশ ব্যবস্থা আছে বলেই তারা পারেন সমস্ত কৃষককে ফ্রি অর্থাৎ বিনামূল্যে জল দিতে, এবং সেচেরও উন্নতি করতে পারেন। আজ চীন পারে কি করে? আমাদের গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে যে প্রতিনিধি দল চীনে গিয়েছিলেন তারা বলছেন সেখানে যে উন্নত কৃষি ব্যবস্থা হয়েছে তার কথা। প্রশ্ন হ'ল'তারা পারে কি ক'রে? একটা দুর্বল দেশ, আমাদের চেয়ে পরে স্বাধীন হয়েছে, আমাদের চেয়ে বিধ্বস্ত দেশ ছিল, তারা পারে কি করে? কেন আমার দেশ পারবে না? আপনারা হয়ত বলবেন যে ওগুলি সমাজতান্ত্রিক দেশ তথা, আপনাদের ভাষায় বলবেন এক নায়কত্বের দেশ। আমি তাই আপনাদের ভাষায় গণতান্ত্রিক দেশ, অর্থাৎ আপনারা যাকে পছন্দ করেন তার কথা বলব। জাপানে দেখুন, জাপানেও সেচ ব্যবস্থা আছে। আপনারা পুকুর কাটলে পুকুরের ট্যাক্স নেন আর জাপানের সেচ ব্যবস্থায় কোন ট্যাক্স দিতে হয় না।

শুধু জাপান কেন, যাদের কথা বলতে আপনারা একটু গর্ব বোধ করেন সেই আমেরিকাতে দেখুন, তারাও নিয়ম করেছে যে ক্যানাল হলে অন্ততঃ প্রথম ৩০ বৎসর কোন রকমে ট্যাক্স ধার্য করা উচিত নয়, অন্ততঃ প্রথম ৩০ বৎসর কৃষকরা ভোগ করুক, একটু তারা দাঁড়াবার চেষ্টা করুক—তারাও তাই করে। আপনারা না মানবেন সমাজতান্ত্রিক দেশের কথা, না মানবেন ধনতান্ত্রিক দেশের কথা, আর না মানবেন ভারতের ঐতিহ্যের কথা। আমি জানি আপনারা বিনামূল্যে জল দিতে পারেন না। যে সরকার বড় বড় কোটিপতিদের, তাদের মুনাফা বাড়াবার বাহক যারা হয়েছেন তাদের পক্ষে ফ্রি জল দেওয়া সম্ভব নয়—আমরা জানি। তাই আপনাদের কাছে দাবী করছি না যে কোন রকমের সেচের কর থাকবে না। শুধু এইটুকুই বলা হচ্ছে যে দেশের অবস্থাটা দেখুন, খাদ্যের উৎপাদনের ব্যবস্থা দেখুন, তা দেখে সেচকর যত কম করলে হয়, সেটা চাষী সহ্য করতে পারে, যাতে মারা সে না যায়, এইরকম ব্যবস্থা করুন ; এ ছাড়া আর কিছু আপনাদের কাছে আশা করা যায় না। যদি ফ্রি ইরিগেশন কিছু করতে হয় তা এর পরেই হতে পারে যখন সত্যকারের সমাজতন্ত্র ভারতবর্ষে এবং বাংলাদেশে গড়ে উঠবে।

কি সেচ কর হবে তার আলোচনা করতে গেলে আমাদের দুইটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। এক হচ্ছে কৃষক দিতে পারবে কি অর্থাৎ তার আর্থিক অবস্থার দিক, আর একটা দিক হচ্ছে এই সেচের টাকা আসবে কোথা থেকে? এত যে কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে তার ব্যবস্থা—এই দুইটি দিক। আমি দুইটি দিকই আলোচনা করে দেখতে চাই যে টাকা কোথা থেকে আসবে এবং কৃষকের অবস্থাটাই বা কি। বাংলাদেশের কৃষকের অবস্থা যদি দেখি আমরা কি দেখবো? মন্ত্রীরা নিজেরাই বলছেন কৃষক জল নিতে চাচ্ছে না। কেন চাচ্ছে না? বেশি কর বলে সে নিতে পারছে না। জলকে সে ভালবাসে। আটকাচ্ছে কোথায়? কৃষকের দারিদ্র্য। এটা শুধু আমার কথা নয়, ১৯৫১ সালের বাংলাদেশের সেন্সাস হিসাব দেখুন, তাতে কি দেখতে পাবেন? দেখতে পাবেন বাংলাদেশে যারা চাষ করে জমিতে ভাগচাষী হিসাবে হোক আর রায়ত স্থিতিবান চাষী হিসাবে হোক তাদের মধ্যে ৯০ ভাগের বেশি হল গরীব বা নিম্ন মধ্যবিত্ত চাষী। গরীব চাষীর সংখ্যাটা দেখুন। 'শেয়ার' প্রথায় যারা চাষ করে সেই ভাগচাষীর সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ। দুই একরের কম জমি আছে এমন চাষীর সংখ্যা ২৬ লক্ষ আর দুই একর হতে ১০ একর আছে এমন চাষীর সংখ্যা ৪৬-৪৭ লক্ষ, এরকম হবে। আর ১০ একর হতে বেশি এমন চাষীর সংখ্যা হচ্ছে মাত্র ৮ লক্ষ। আমরা জানি ১০ একরের বেশি যাদের জমি আছে তারা সবাই ধনী নয়, তাদেরও মধ্যে অনেকে পড়েন মধ্যবিত্তের মধ্যে, তাদের আমি বাদ দিচ্ছি। তবুও এই ৮ লক্ষ বাদ দিলেও দেখা যাবে, ক্ষেতমজুরকেও বাদ দিচ্ছি কারণ তারা মজুর হিসাবে চাষ করে চাষী হিসাবে চাষ করে না, ভাগচাষী থেকে ১০ একর পর্যন্ত জমির যারা মালিক তাদের সংখ্যা হল ১ কোটি দুই লক্ষ। এরা হল গরীব চাষী ও মাঝারী চাষী। এদের অবস্থা কি আজ? এরা দেনায় ডুবে আছে, পেটভরে খেতে পাচ্ছে না, ছেলেকে ঔষধ দিতে পাচ্ছে না। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে কেমন করে সে সহ্য করবে যদি সাড়ে বার টাকা করে বা পনের টাকা করে বা কোন কোন ক্ষেত্রে সাড়ে সাতাশ টাকা ক'রে জলকর দিতে হয়? কেমন ক'রে সহ্য করবে এই আঘাত? বাংলাদেশের কৃষকদের যে অবস্থা আজ তাতে তাদের কাছ থেকে রক্ত নেওয়া নয়, রক্ত দিতে হবে। তার ব্লাড ইন্‌জেকশন দরকার, আউট-লেট নয়, কারণ দুশ বছরের ইংরেজ যথেষ্ট রক্ত নিয়েছে, তাদের আজ বাঁচাবার ব্যবস্থা করবেন, না, মারবার ব্যবস্থা করবেন এক ফোঁটা আধ ফোঁটা যে রক্ত এখনও আছে তাও নিয়ে? সেজন্য বলছি কৃষকের অর্থনৈতিক যে অবস্থা, আজও পড়ছিলাম—১৯৩৫ সালের ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টের যে আলোচনা হয় তাতে দেখলাম যে সৈয়দ নৌশের আলি আবুল কাশিম, জে এল ব্যানার্জি, ঠিক এ কথাই বলেছেন যে, বাংলাদেশে কৃষক মরে যাচ্ছে, খেতে পাচ্ছে না তাকে বাঁচাতে হবে। ক্যানাল জলে যেটুকু বাঁচতে পারে সেটুকু তাকে বাঁচতে দিন, তাকে মেরে ফেলবেন না। ক্যানাল জলে সত্যিকার কি উপকার হবে না হবে সে কথায় পরে আসছি।

Mr. Speaker: Come to the point please

এসবতো অনেক বলেছেন।

Sj. Hare Krishna Konar:

স্যার, আপনাকে একটা অনুরোধ করবো। আমাদের অনেকগুলি বক্তা আছে আইনানুযায়ী তারা প্রত্যেকে বলবে, প্রত্যেকে এমেন্ডমেন্টে বলবে। প্রয়োজন হলে আমাদের যেসব পরবর্তী বক্তা আছে তারা সময় কম নেবে। আমার যা সময় লাগবে একটু দেবেন এবং দয়া করে আমার বলার মাঝখানে ডিস্টার্ব করবেন না। যাই হোক ক্যানাল জলে কতটা উন্নতি হবে না হবে সেটা পরে দেখাবো—সেটা সরকারেরই নিযুক্ত এনকোয়ারী কমিটি রিপোর্ট থেকে। উন্নতি যদি হয়ও এবং নিশ্চয়ই কিছুটা হবে, তাহলে এতদিনের ক্ষতির পর সেটা কি পজিটিভ গেইন হল না নেগেটিভ গেইন হল? সেটা কি এই যে কৃষকের অবস্থা আরও ভাল হল? নাকি তাদের ২০০ বছরে যে সর্বনাশ, যে ক্ষতি হয়েছে তা থেকে তার কিছুটা লাঘব হবে? এটা ঠিক যে ক্যানাল জলে যদি কিছুটা উপকার হয় তাহলে দেনার পরিমাণ কিছুটা কমবে ,আধ পেটা থাকা একটু কমবে—হয়ত তিন-চতুর্থাংশ পেটভরা তারা খাবে। এর মধ্যেও কি আপনারা ভাগ বসিয়ে বঞ্চিত করবেন—ট্যাক্স চাপিয়ে? এই পথে আমার মনে হয়, দেশকে সর্বনাশের পথে নিয়ে যাবেন। এই আমার মনে হয়।

দ্বিতীয়তঃ দেখা যাক, ক্যানাল জলে উন্নতি কতটা হবে। এটা আপনাদের স্বীকার করতেই হবে যে বাংলাদেশে ক্যানাল জলে উন্নতির সম্ভাবনা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এটা আমার কথা নয়, ফুড গ্রেইনস এনকোয়ারী কমিটি রিপোর্টে আছে, যে কমিটিতে আপনাদের মতের ও দলের লোক ছিলেন—তাতেও স্বীকার করেছে যে, যেসব জায়গায় রেইনফল হেভি হয়, বাংলাদেশে বৎসরে ৫৫ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়, এইসব জায়গায় খাল, প্রধানতঃ যা করে তা হ'ল:—

It is an insurance against drought.

অর্থাৎ অনাবৃষ্টি বা দেরীতে বৃষ্টি হলে তা থেকে ফসলকে বাঁচায়, এর বেশি কিছু করতে পারে না, সেইজন্যই কমিটি বলেছেন—এইসব জায়গায় সেচের জলের উন্নতির স্কোপ বা পরিধি সীমাবদ্ধ।

[4-40—4-50 p.m.]

একথা তাঁরাও স্বীকার করেছেন। বাংলাদেশে এটা সত্য কথা। এতে ড্রাউট থেকে বাঁচতে পারে তাতে সন্দেহ নেই। পাঁচ বছরের গড় ধরলে—এক বছর হয়ত ড্রাউট হতে পারে—তখন ক্যানেলের জল পেলে চাষ হতে পারে। পাঁচ বছরে দেশের মোট প্রডাকশন কিছু বাড়তে পারে। তার বেশি এ থেকে সুবিধা হতে পারে না। কমিটি একথাও বলেছেন যে ডি ভি সি বা ময়ূরাক্ষী অঞ্চলে যদি দু-ফসল না করা যায় তাহলে হার্ডলি এনি ইম্প্রুভমেন্ট হবে। কাজেই দু-ফসলের প্রচলন যাতে হয় তার জন্য তাঁরা বলেছেন দ্বিতীয় ফসলের জন্য কর না নিলে ভাল হয় এইটাই ফুড গ্রেইনস এনকোয়ারী কমিটি বলেছিলেন। আর আপনারা উল্টা করছেন, আমনের জন্য সাড়ে বার টাকা এবং রবিশস্যের জন্য ১৫ টাকা কর, অথচ ফুড গ্রেনস এনকোয়ারি কমিটি কম করতে বলেছিলেন। অতীতে দামোদরের বিভিন্ন স্থান হতে বাহিত পলিজল এলাকাকে প্লাবিত করত, এখন দামোদরের জল ক্যানেলে একমাত্র আসবে দুর্গাপুর বারাজ থেকে। ফলে মাত্র কয়েক মাইল পর্যন্ত জমিতে পলি জল দিতে পারবে, তার পরে হবে মাঠ ধোয়া ঘোলাটে জল। অতএব কি কোরে বলছেন যে জমির উৎপাদিকাশক্তির উন্নতি হবে। একমাত্র অনাবৃষ্টি থেকে বাঁচান ছাড়া আর কি হতে পারে? ক্যানেলের জল যেখানে দেবেন সেখানে ফার্টিলাইজার বোনডাস্ট অর্থাৎ কৃত্রিম সার, হাড়গুঁড়া দেওয়া দরকার। যেখানে চাষের সামান্য উন্নতি হয় ক্যানেলের জল দিয়ে, সেখানে কৃষককে সার, বোনডাস্ট, ব্যবহার করতে হবে। আজ মন্ত্রী মহাশয় হিসাব বার করেছেন, তাতে দেখা গেল, বর্ধমানে যেখানে ক্যানেলের জল দেওয়া হচ্ছে সেখানেই বোনডাস্ট সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। তুলনামূলকভাবে ঐখানে অ্যামোনিয়া এবং কেমিক্যাল সার ফার্টিলাইজার বেশি ব্যবহৃত হয়, তবেই চাষ ঠিক থাকতে পারে। অর্থাৎ এতে চাষের খরচ বেড়ে গেছে এবং ভবিষ্যতে ডি ভি সির অন্যান্য এলাকায় প্রত্যেক চাষের খরচ আরো অনেক বেড়ে যাবে। আর অন্য দিকে ডাঃ আর আমেদের ডিপার্টমেন্ট থেকে বোনডাস্ট এবং এমোনিয়ার দাম বাড়িয়ে দিয়ে চাষীর খরচ আরো বাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। এইসব সত্ত্বেও মন্ত্রীরা বিরাট উন্নতির হিসাব আমাদের দেন এবং বক্তৃতাও দেন, যে আমরা যদি ১০ টাকা কৃষকের উন্নতি করে দিই তাহলে

৫ টাকা কেন দেবে না? আশ্চয্য। যেমন ইংরেজ আমলে নাজিমুদ্দীন সাহেব বলতেন, সেই রকম আপনারাও বলেন। কাজের বেলায় আপনারা বর্ধিত ফসলের হিসাব বার করেন না, ময়ূরাক্ষীর বেলায় ক্রপ-কাটিংএর হিসাবের তারতম্য দেখেছি। সেইজন্য ওখানে হিসাবের বালাই রাখছেন না, কারণ, হিসাবের ভিতর যেতে গেলে আপনাদের অসুবিধা আছে,. উন্নতি বিশেষ দেখাতে পারবেন না। আমি নিশ্চয়ই স্বীকার করব যে পাঁচ-সাত বছর ধরলে নিশ্চয় চাষীর কিছু উন্নতি হবে। এতদিন যা ক্ষতি হয়েছে তার তুলনায় একটু বাঁচতে পারবে, একটু খেতে পারবে। যদি উন্নতি না হয় তা হ'লে চাষী চাষ করবে কি ক'রে? আপনারা আজ বলছেন চাষে ক্যাপিট্যাল ইনভেস্টেড হচ্ছে না। ক্যাপিট্যাল আসবে কোথা থেকে যদি কৃষকের উন্নতির সবটুকু ট্যাক্সে চ'লে গেল? কৃষকের কাছে টাকা হ'লে তা যদি কেড়ে নেন তা হ'লে সে কি ইনভেস্ট করবে? আমি বলব সামগ্রিক আর্থনীতির দিক থেকে—

it is a piece of bad economy.

দেশের পক্ষে খারাপ অর্থনীতি। আজ কত টাকার খাদ্য বিদেশ থেকে দেশকে আমদানি করতে হচ্ছে? ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিফিকাল্টি বাড়ছে, অথচ কত টাকায় খাদ্য দেশকে কিনতে হচ্ছে। সেই টাকা কোথা থেকে আসছে? উৎপাদন বাড়লে এই খরচা কমে। কিন্তু দেখা যাবে এইভাবে ট্যাক্স করে দেশের উৎপাদন ক্রিপল করা হচ্ছে। দেশের ফরেণ এক্সচেঞ্জ ডিফিকাল্টি বাড়ান হচ্ছে। দেশের অনেক দিকে ক্ষতিও হচ্ছে। সেইজন্য আমার দাবী, আমার বক্তব্য যে আজকের দিনে হয়ত বিনামূল্যে জল দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সেই জন্যই বলি যে সর্বনিম্ন পরিমাণ ট্যাক্স হওয়া উচিত। নিশ্চয়ই পরিকল্পনার ক্যাপিট্যাল কস্ট ট্যাক্স ধার্যের হিসাবের মধ্যে আনা উচিত নয়। এটা কেবল আমার কথা নয়। ফুড গ্রেইনস এনকোয়ারি কমিটি এমনকি ট্যাক্সেশন এনকোয়ারী কমিটিও বলেছেন ক্যাপিট্যাল কস্ট অর্থাৎ খাল কাটতে যে খরচ হয়েছে, সে টাকা কখনও এর মধ্যে দিয়ে আদায় করা যায় না। সেদিন শ্রীনিশাপতি মাঝি মহাশয় বলেছেন আমাদের ময়ূরাক্ষীতে ১৮ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। তার সুদ আছে, এই টাকা তুলে নিতে পারব কি কোরে? তার মানে আপনাদের মতলব পুরো টাকা তুলব, তার যা সুদ তা তুলব, তার উপর চলতি খরচও তোলা হবে, তার উপর লাভ করতে পারলেও করব। আজকের দিনে কি কোরে তা সম্ভব হয়? আজকের দিনে যেসব মাল্টিপারপাস পরিকল্পনা হচ্ছে তাতে প্রচুর পরিমাণে খরচ হয়। সেই সব খরচ চাষীর কাছ থেকে তুলতে গেলে চাষী মারা যাবে, চাষ নষ্ট হবে। কাজেই ক্যাপিট্যাল কস্ট তার ঘাড় থেকে আদায় করা উচিত নয়। ডি ভি সির যে পরিকল্পনা তাতে প্রথমে ছিল ৭৯ কোটি টাকা খরচ হবে, কিন্তু বাস্তবে প্রায় ১২০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। এর মধ্যে ৪৮ কোটি টাকা বাংলাদেশে খালের জন্য ধরা হচ্ছে।

[4-50—5 p.m.]

কিন্তু এই ৪৮ কোটি টাকার মধ্যে ন্যাভিগেবল খাল হয়েছে। এই ন্যাভিগেবল খাল তো চাষীর দরকার ছিল না, বরং কয়লা খনির মালিকদের এবং চটকল মালিকদের এটার প্রয়োজন ছিল। অথচ এই ন্যাভিগেবল খালে যে খরচ হয়েছে সেটাও সুদ সহ আদায় করতে চান। আমি সেদিন লোকসভায় পাবলিক একাউন্টস কমিটির রিপোর্ট, ১৯৫৭-৫৮ সালের থার্ড রিপোর্ট পড়ছিলাম, তাতে তাঁরা বলছেন যে দামোদর পরিকল্পনায় খরচ ভীষণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং শুধু কাজ করতে দেরি করার জন্যই কয়েক কোটি টাকা বাড়তি খরচ হয়েছে। আমি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। তাঁরা ৪ পৃষ্ঠায় বলছেন—

> The total extra cost including the extra establishment charges has been estimated by the Corporation to be over 105 lakhs.

তাঁরা ১৬ পৃষ্ঠায় বলছেন মাইথন ও পাঞ্চেয়েতের জন্য ২৩ লক্ষ এবং ২৯ লক্ষ টাকা শুধু ডিলের জন্য বাড়তি খরচ হয়েছে। আবার ১৮ পৃষ্ঠায় বলেছেন যে এস্টাবলিসমেন্টের জন্য মাইথন, পাঞ্চেৎ, তিলাইয়া, কোনার-এ ৬০ লক্ষ টাকা বাড়তি খরচ হয়েছে। এ ছাড়াও তাঁরা দেখিয়েছেন কভাবে আরও অনেক বাড়তি খরচ হয়েছে। ১ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা দিয়ে আনসুটেবল যন্ত্র কেনা হয়েছে যা পড়ে রয়েছে। এইভাবে আমরা দেখেছি যে ব্লক-মেকিং মেসিন ১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকায় কেনা হল, কিছুই কাজ হল না। এইরকম সমস্ত আজেবাজে অনেক খরচ হয়েছে,

যাতে দেখা যায় কন্ট্রাকটরদের লাভ, চুরি, জোচ্চুরী বাদ দিলেও শুধু ডিলে করার জন্য খরচ অনেক বেড়ে গেছে। কমিটি বলেছেন যে একটু আধটু দেরী হতে পারে কিন্তু যা দেরী হয়েছে তা সমর্থন করা যায় না। এইসমস্ত রিপোর্ট লোকসভায় কমিটি দিয়েছেন। এই খরচও যদি চাষীর ঘাড়ে চাপান হয় তাহলে সে মারা যাবে। সেজন্য আমার বক্তব্য যে ক্যানেলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটা এ্যানুয়াল মেন্টেনেন্স কস্ট আপনারা নিতে পারেন, কিন্তু ক্যাপিটাল কস্ট আপনাদের অন্য জায়গা থেকে যোগাড় করতে হবে। মেন্টেনেন্স কস্ট কত হবে সঠিক বলতে পারি না, তবে নিশ্চয় কম হবে। আমি বছর দুই-তিন আগে দামোদর ক্যানেলের হিসাব ওখানকার ডিপার্টমেন্ট থেকে নিয়ে দেখেছিলাম যে, তখন একরে সাড়ে চার টাকা ক্যানেল কর আদায় হত, মোট আদায় হতে ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্ট এবং রেভেনিউ ডিপার্টমেন্টের খরচ বাদ দিয়েও গভর্নমেন্টের কয়েক লক্ষ টাকা লাভ হ'ত। অর্থাৎ সাড়ে চার টাকা একরে যদি লাভ হয় তাহলে নিশ্চয় এরচেয়ে কম ট্যাক্স হ'তে পারে। যদি দুই লক্ষ একরে জল দিয়ে একরে সাড়ে চার টাকা কর ধার্য ক'রেও লাভ হয় তাহলে ১০ লক্ষ একরে জল দিতে গেলে নিশ্চয় প্রোপোর্শনেটলি খরচ না বেড়ে প্রোপোর্শনেটলি খরচ কম হবে। তাই আমি মনে করি, একরে তিন টাকা, সাড়ে তিন টাকা যথেষ্ট, যা থেকে এ্যানুয়াল মেন্টেনেন্স কস্ট চালিয়েও কিছু বাঁচান যায়। ১৯৫৬-৫৭ সালের ডি, ভি, সির যে রিপোর্ট তাতে দেখা গেল যে ঐ সময়ে আড়াই লক্ষ একরে জল দেবার জন্য ডি, ভি, সি প্রস্তুত ছিল, কিন্তু নেওয়া হয়েছে মাত্র ১১ হাজার ২৭১ একরে জল। আড়াই লক্ষ একরে জল পাওয়া যাবে এমনি ব্যবস্থা করতে খরচ করা হয়েছিল দুই লক্ষের মতন টাকা এবং জল কম জমিতে দেওয়ার জন্য ওরা আশা করছেন যে মাত্র ১ লক্ষ কয়েক হাজার টাকা আদায় হবে। এই থেকে দেখা যায় যে যদি পুরো ক্যানেল চালু হয় এবং ১০-১১ লক্ষ একরে যদি জল দেওয়া হয় তাহলে প্রোপোর্শনেটলি কম খরচে ক্যানেল চালান যায় এবং তিন টাকা সাড়ে তিন টাকা কর করলেই যথেষ্ট হবে। এই এসেম্বলীতে যদি একটা কমিটি করেন সেই কমিটিই ঐ ক্যানেল চালু হলে খরচপত্র দেখে এ্যানুয়াল মেইন্টিনেন্স কস্ট কি হবে সেসব দেখে একটা কর ধার্য তাঁরাই করতে পারেন। কিন্তু ইতোমধ্যে তিন টাকা সাড়ে তিন টাকা করুন এবং সেটা করলে দুঃখকষ্ট থাকলেও কৃষকরা কোনমতে তা দিতে পারবে। এই প্রসঙ্গে আমি দুই-একটা উদ্ধৃতি পরে দিতে চাই। ট্যাক্সেশন এনকোয়ারি কমিটির ভলিউম ৩, পেজ ২৫২তে এই কম্পালসারি ওয়াটার রেট সম্বন্ধে তাঁরা বলেছেন—

> "The compulsory maintenance charge has necessarily to be small in amount, if its enforcement is to present no difficulties and if it is to be acceptable to the majority of cultivators. At present, there is a growing tendency on the part of State Governments to make the water rate compulsory. As the water rate covers many other charges besides the minimum maintenance costs, a compulsory water rate would become a burdensome tax, especially where the scope for profitable utilisation of irrigation, because of various unfavourable factors, is limited. Though in actual practice the division of water charges into a compulsory levy and a voluntary payment as proposed above, will vary according to the conditions obtaining in the project areas, in principle the compulsory charge according to us should be a small fee relatable mainly to the minimum maintenance costs".

এটা আমার কথা নয়, ট্যাক্সেশন এনকোয়ারী কমিটির কথা। ফুড গ্রেইনস এনকোয়ারি কমিটি বলেছেন—

> "Application of cost principle through levy is much higher than water rate to be charged for a new project"

এরপর তাঁরা সাজেস্ট করছেন—

"no assessment in the first year and at concession rates for the next year.

অর্থাৎ পরের বৎসরের বেলায় বলছেন অত্যন্ত কম রেট করতে হবে। সেদিন নিশাপতিবাবু একটা যুক্তি দিলেন যে যদি আমরা ট্যাক্স ধার্য না করি তাহলে টাকা আসবে কোথা থেকে, অন্য জায়গায় ক্যানেল করব কি করে? অন্য জায়গায় ক্যানেল করব কি করে এই যুক্তির উপরই

আমি বেশি জোর দিচ্ছি। আমরা যখন ক্যানেলের করের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলাম তখন ইংরেজ গভর্নমেন্ট থেকে বলা হত ক্যানেল করের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলে অন্যদের ক্ষতি হবে। অর্থাৎ অন্য জায়গায় যেখানে ক্যানেল নেই তাদের সঙ্গে ক্যানেল অঞ্চলে চাষীদের বিভেদ সৃষ্টি করার জন্যই এই কথা বলা হোত যে দেখ, ওরা জল পাচ্ছে কর দিতে চায় না তখন এখানে ক্যানেল হবে কি করে? এইরকম কথা আগের ইংরেজদের মতই আজকে নিশাপতিবাবু বুক ফুলিয়ে বলেন যে অন্য জায়গায় সেচ কি করে হবে। একথা শুনে বলতে হয় যে, হয় ও'রা অর্থনীতির অ, আ, ক, খ বোঝেন না, আর না হয় বুঝতে হবে যে, দেশের লোককে বোকা মনে ক'রে এইরকম একটা তৃতীয় শ্রেণীর যুক্তি দেখাচ্ছেন। আমি আপনাদের বলি যে বাজেটে ইরিগেশন ট্যাক্স বলে যে আলাদা খাত আছে সেই খাতে যে টাকা জমা হবে সেটা কী একমাত্র ইরিগেশনেই খরচ হবে? অর্থাৎ যেমন রেলওয়ে বাজেট আছে। কিন্তু তাতো আপনাদের নেই। অতএব ঐ টাকা এলে ঐ থেকে অন্য জায়গায় ক্যানেল হবে একথা বলা বাজে। কারণ আসল কথা হচ্ছে বাজেট থেকে বিভিন্ন খাতে খরচ করা হয়। দ্বিতীয় কথা, আজ যদি কংসাবতি প্রজেক্ট এরিয়াতে গিয়ে বলি যে তোমরা অপেক্ষা কর কারণ ময়ূরাক্ষীতে যে খাল কেটেছি তাতে সেখানে একরে ১০ টাকা করে ট্যাক্স চাপিয়ে তা থেকে ১৮ কোটি টাকা সুদ সহ শোধ হলে তবে তোমাদের কাঁসাই প্রোজেক্ট হবে তাহলে লোকে পাগলামী ছাড়া আর কিছুই বলবে না। অতএব এক জায়গায় ক্যানেল কেটে সেখানে ট্যাক্স বসিয়ে অন্য জায়গায় সেই টাকা দিয়ে ক্যানেল হবে এটা লোক ঠকানো যুক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। এখন তাহলে ক্যানেল হবে কি করে বা টাকা আসবে কোথা থেকে? আমি মনে করি সাধারণ রাজস্ব বৃদ্ধি হলে এই টাকা আসতে পারে। যেমন ধরুণ সমগ্র ডি ভি, সি এলাকার চাষীর অবস্থা যদি ভাল হয় তাহলে তাঁরা বাজারে বেশি জিনিস কিনবে এবং তারজন্য সেলস ট্যাক্স ও অন্যান্য ট্যাক্স দেবে, লরী যাতায়াত বাড়বে, ইন্ডাস্ট্রি বাড়বে এবং এইসব থেকে রাজস্বও বাড়বে। অতএব এক কৃষকের অবস্থা ভাল হওয়া মানে, যাদের সংখ্যা শতকরা ৭৫ ভাগের বেশি, দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির বিকাশ হওয়া এবং চারিদিকের ইনকাম বাড়া। সেদিন দেখছিলাম চীনেতে মাত্র ১০ পার সেন্ট—গভর্নমেন্টের বাজেটের মাত্র শতকরা দশ ভাগ ওখানকার চাষী, যারা জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ, তাদের কাছ থেকে মাত্র ১০ ভাগ আসে। কিন্তু ঐ ১০ ভাগই অনেক বেশি টাকা। এবং ঐ শতকরা ১০ ভাগ তারা যদি কমিয়ে দেন তবু দেখা যাবে প্রত্যেক বছর টাকা বাড়ছে—কারণ চাষীর অবস্থা অত্যন্ত দ্রুত ভাল হচ্ছে। ঐ ১০ ভাগ কি ৫ ভাগ কী আরও কম নিলেও তাদের টাকা বেশি হচ্ছে। কি কোরে সম্ভব হচ্ছে? কারণ সাধারণ ডেভেলপমেন্ট এবং প্রসপারিটির ভিতর দিয়ে সামগ্রিকভাবে বাজেট বাড়ে। এই হচ্ছে একমাত্র সঠিক পদ্ধতি।

আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করি, রাস্তার জন্য টাকা কোথা থেকে পান, হাসপাতাল করার টাকা কোথা থেকে পান, এবারে যে রিলিফের জন্য টাকা ধার্য করতে বাধ্য হয়েছেন তার টাকা কোথা থেকে পেয়েছেন বানের পরে কিছু টাকা রিলিফ দিতে বাধ্য হয়েছেন সে টাকা কোথা থেকে পেয়েছেন, বিল্ড ইয়োর ওন হাউস স্কীমে টাকা খরচ করছেন তা কোথা থেকে পেয়েছেন? পুলিসের খাতে যে টাকা খরচ করেন তা কোথা থেকে পান, আপনারা যে মাহিনা নেন, সেই টাকা কোথা থেকে পান? টি, এ বিলটা কোথা থেকে আসে? ওগুলি যেমন জেনরেল বাজেট থেকে আসে—যেটা আদায় হয় সাধারণ আয় থেকে পরিকল্পনার খরচও তেমনি ক'রে চলবে। এইভাবে করা যায় এবং এইভাবে করা সম্ভব। ক্যালকাটা ট্রাম কোম্পানিকে যে ৬ লাখ টাকা ধার দিয়েছেন সে টাকা কোথা থেকে এসেছে? ওটাও যেমন করে আসতে পারে তেমনি কোটি কোটি টাকা দেশ থেকে নানাভাবে হতে পারে। টাকার অভাব হতে পারে না—তবে যদি বলেন ট্যাক্সের ব্যাপারে বড়দের গায়ে হাত দেব না, নিচের দিক ছাড়া তাকাব না, তাহলে অবশ্য আপনাদের পক্ষে উপায় নেই চাষীদের পেটান ছাড়া এবং সেই পথেই আপনারা যাচ্ছেন, সেইজন্য নিশ্চয়ই বিরোধিতা করতে আমরা বাধ্য। বিশেষ কোরে এই মাল্টিপারপাস প্রজেক্টগুলি সম্বন্ধে মাননীয় বন্ধু শ্রীবিনয় চৌধুরী বলেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, যেখানে মাল্টিপারপাস প্রজেক্ট হয়, সেখানে ইরিগেশন থেকে বেশি টাকা আদায় করা যায় না, সেখানে আদায় করতে হয় ইলেকট্রিক পাওয়ার থেকে। কেন না পাওয়ারটা বেশির ভাগ কনজিউমড হয় ইন্ডাস্ট্রি করে যারা প্রফিট করে তাদের দ্বারা। আর চাষীরা যে জল ব্যবহার করে বাঁচে তাদের দেনা একটু কমে তার বেশি কিছু নয়।

আমাদের এখানে আপনারা নিজেরা যা হিসেব দিয়েছেন এই ডি, ভি, সি সম্বন্ধে, আমি তাতে দেখছি ডি, ভি, সিতে বিদ্যুতের বিক্রী আমাদের লাভের দিকে চলেছে। যেমন দেখা গেছে ডি, ভি, সি অডিট রিপোর্ট—১৯৫৬-৫৭ সালে বলা হচ্ছে যে ১৯৫৩-৫৪ থেকে ১৯৫৬-৫৭ এই চার বছরে বিদ্যুৎ বিক্রি করা হয়েছে, ৪ কোটি ৭০ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকার। আর ডাইরেক্ট ওয়ার্কিং এক্সপেন্সেস হয়েছে এই ৪ বছরে ২ কোটি ৭১ লক্ষ ৭১৫ টাকা। দেখা যাচ্ছে এই ৪ বছরে পাওয়ার বিক্রি অনেক বেশি বেড়ে গেছে, ডাইরেক্ট ওয়ার্কিং এক্সপেন্সের চেয়ে। তবে যদি এর সংগে যোগ দেন ইন্টারেস্ট এ্যান্ড ডিপ্রিসিয়েশন চার্জ যা ৪ বছরে হয়েছে ৪ কোটি টাকা তাহলে ডাইরেক্ট ওয়ার্কিং এক্সপেন্সেস আর ইন্টারেস্ট ডিপ্রিসিয়েশন কম্বাইন করলে এখনও দুই কোটি টাকা সেখানে লোকসান যাচ্ছে। কিন্তু যদি শুধু ১৯৫৬-৫৭ সাল দেখেন তাহলে ২০১ লাখ টাকার বিদ্যুৎ বিক্রী হয়েছে অর্থাৎ ২ কোটি টাকা। ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস হয়েছে ৮৫ লাখ টাকা অর্থাৎ এক কোটি ১৬ লাখ টাকা লাভ হয়েছে। যদি বছরে এ্যাভারেজ ইন্টারেস্ট এবং ডিপ্রিসিয়েশন ১ কোটি টাকাও ধরেন তবু দেখা যাবে ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ বিক্রী প্রায় লাভের খাতে এসে গেছে। তবুও আপনারা ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাইকে মাত্র দুই পয়সা রেটএ বিদ্যুৎ দেন যদিও পাবলিকের কাছ হতে আপনারা অনেক বেশি নেন। বিলাতী কোম্পানিকে এত কম রেটে দিয়েও এই লাভ হচ্ছে। সেখানে বরঞ্চ রেট বাড়ান। কেন তাদের এত বেশি প্রফিট করতে দিচ্ছেন? বিদ্যুৎ চালন তাতে বাড়তে পারে এবং এ থেকে আয় আরও বাড়তে পারে।

[5—5-20 p.m.]

পরিশেষে আমি বলতে চাই যে এই সরকারের পলিসি সবন্ধে সাধারণভাবে আমার বক্তব্য আমি বলেছি। আমি এখন একটা কথার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এই আইনে লাইকলি টু বেনিফিটের কথাও আছে। আমি মনে করি যে এই আইনের মধ্যে আছে, এটা খুব মারাত্মক। আপনার কাছে বলতে চাই, ১৯৩৫ সালে উন্নয়ন আইন যখন গৃহীত হয়েছে সেই সময়ে কাউন্সিলে তার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রতিবাদ হয়েছিল,' বাইরেও হয়েছিল কিন্তু আমাদের তদানিন্তন গভর্নমেন্ট ভেবেছিলেন ভোটের জোরে এখানে পাস করিয়ে নিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে তা চালু করবেন। সেদিন এসেম্বলীতে বিরোধীপক্ষে ছিলেন কংগ্রেসপন্থী লোকেরা তাঁরা তখন বলেছিলেন, এখানকার কৃষকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। আজ দেখছি কংগ্রেস মন্ত্রীরা আগের যুগের মন্ত্রীদেরই অভিশপ্ত কৌশল নিয়েছেন, তাঁরা তিন বছর আগে ডেভেলপমেন্ট লেভী বিল এনেছিলেন। তাঁরা জানেন তা নিয়ে বাংলায় ব্যাপক আন্দোলন হয়েছিল এবং জনমতের চাপে সে বিল তাঁদের প্রত্যাহার করতে হয়েছিল। আজ রাতারাতি পিছন দরজা দিয়ে এই ক্যানেল করের আইন তারা পাস করছেন। আমরা জানি ভোটের জোর এখানে তাঁদের আছে। তবে তাঁদের বুঝে রাখা দরকার, এর শেষ মীমাংসা হবে জনতার দরবারে। তাদের মনে রাখা দরকার আজকে ১৯৩৫ সাল নয়। আজ ১৯৫৮ সালে কৃষক আরো জেগে উঠেছে। নিশাপতিবাবু ঠিকই বলেছেন কৃষক আজ জাগ্রত হচ্ছে। খুব সত্যি কথা। আজকে তাঁদের কৃষকের সম্মুখীন হতে হবে। এভাবে বড় জোর আর দু-তিন বছর চালিয়ে যাবেন। চাষীর যেমন অভাব ও দেনা বাড়বে, তেমনি চাষীর বিক্ষোভও বাড়বে। যেমন টাউসেন্ড ও নাজিমুদ্দিনের অবস্থা হয়েছিল, জাগ্রত জনমতের চাপে পিছু হটতে হয়েছিল তেমনি এদেরও অবস্থা হবে, তবে অনেক পরে, দেশের অনেক ক্ষতি করে। আপনাদের কাছে আবেদন করবো একটু বিবেচনা করুন, একটু বিচার করুন এবং এই বিলকে প্রত্যাহার করুন। সামান্য ট্যাক্স যা মেইটেন্সে কস্ট, তাই নিয়ে জল দেবার ব্যবস্থা করুন। তা না হলে বাংলাদেশে বিরাট বিক্ষোভের সম্মুখীন আপনাদের হতে হবে, আপনাদের বিপদগ্রস্ত হতে হবে। কৃষক আপনাদের নিশ্চিন্তে ছেড়ে দেবে না। ১৯৩৫ সালের কথা মনে রাখবেন, টাউসেন্ড ও নাজিমুদ্দিনের কথা। কাসেম সাহেব বলেছিলেন—

"Government is on its last leg."

কৃষকদের উপর অত্যাচার চালালে আমরাও কাসেম সাহেব, নৌসের আলি ও জে, এল, ব্যানার্জির কথায় বলবো—

"The Government is on its last leg."

তাদের সে ভবিষ্যৎবাণী সফল হয়েছে, চার-পাঁচ বছরে বাংলার ক্যানেল এলাকায় কৃষক বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। আজ আবার একটা প্রচণ্ড বিক্ষোভ আপনারা ডেকে আনছেন, কৃষকের সর্বনাশ করছেন, দেশেরও সর্বনাশ করছেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes.]

[After adjournment.]

[5-20—5-30 p.m.]

Enquiry about the Statement by Sj. Jyoti Basu re.: electoral roll of the Bhowanipore Constituency.

Sj. Jyoti Basu:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, অন্য জিনিস নেবার আগে একটা কথা বলতে চাই—আমরা খবর পেয়েছি ও'র কাছে খবর পেঁাছেছে। ও'রা সকলে গিয়ে ও সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে এসেছেন। উনি কি বলছেন জানতে চাই।

Mr. Speaker: I have myself heard with very great care both Mr. Basu and Mr. Ray Chaudhuri and if factually it is correct, certainly I can only say as a person with some legal background in the matter, it is a serious matter.

Sj. Jyoti Basu: There is some misunderstanding.

Mr. Speaker: It is no good unnecessarily dilating over this question. Certain charges have been made. I for one can tell you that if the charges are correct, they are very, very serious charges. I never make up my mind one way or the other on an allegation like that without careful examination. The House will be informed, I take it, by the Chief Minister after he has examined the matter.

Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri:

বারশো ভোটারের নাম কাটা হয়ে গেল। এই ব্যাপারে উনি কি বলেছেন সেটা আমরা জানতে চাই।

Mr. Speaker: Mr. Basu wanted an answer from the Chief Minister. He may give it tomorrow morning, I do not know.

Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri:

চীফ হুইপ কি কিছু তাঁকে বলেন নাই?

Mr. Speaker: Supposing somebody makes a charge against X and you are asked to give your views on that. Your inevitable answer will be "I have got to examine the matter."

Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri:

আপনি বললে তো হচ্ছে না, স্যার। তিনি তো পাশে বসে আছেন, তাঁর ঘরে আওয়াজ যাচ্ছে। তিনি এখানে এসে দুটো কথা বলাতে কোন আপত্তি ছিল না। চীফ হুইপ সেখানেতে বললে তো আশ্বস্ত হতাম। আপনি একটু দেখবেন, স্যার, কেমন?

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958.

Dr. Kanailal Bhattacharyya: Mr. Speaker, Sir......

Mr. Speaker: Mr. Hare Krishna Konar has made a speech. I make no comments about it but he took more than fifty minutes. I have got here a list of speakers consisting of 12 names. Now, what do you say about time? One gentleman has spoken for fifty long minutes.

Sj. Bankim Mukherji: There cannot be any understanding about time. We have got no Business Committee for the House.

Mr. Speaker: But the Speaker has always got the right to pull somebody up. If you simply talk of law, I will refer you to the rules. I always take an assurance to be an assurance meant to be kept. An assurance was given by Mr. Hare Krishna Konar that since he was taking so much time of the House, he would see that other members curtailed their time.

Sj. Bankim Mukherji: That is, ten minutes would be adjusted.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আমি এই বিলটির বিরোধীতা করতে উঠেছি। তার কারণ এই বিলের মাধ্যমে একটা বাধ্যতামূলক জল করের বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। দামোদর ক্যানেলের যেসমস্ত খাল যেসমস্ত এলাকার মধ্য দিয়ে গিয়েছে, সেই সমস্ত এলাকায় যেসমস্ত চাষের জমি আছে, তার মালিকদের একটা বাধ্যতামূলকভাবে কর দিতে হবে, এই বিলে সেই প্রভিসন আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই বাধ্যতামূলক কর প্রবর্তন করতে গিয়ে গভর্নমেন্ট যেসকল কথা আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন তাতে প্রথমে বলা হচ্ছে—যেসমস্ত এলাকা দিয়ে এই খালগুলি খনন করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেই সমস্ত এলাকায় যদি বাধ্যতামূলকভাবে কর ধার্য করা না যায়, তাহলে সেই অঞ্চলের লোকেরা অন্যায়ভাবে জল নিয়ে নেবে, অর্থাৎ সেচের জল তারা চুরি ক'রে নেবে এবং সেটা রক্ষা করার জন্য মন্ত্রিমহাশয় কি খালের দুধারে পুলিসের সারি বসাবেন? কিন্তু আমি এই ব্যাপারে মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে এর আগে সেচের জল নেবার জন্য বাংলাদেশে কোন করের প্রবর্তন ছিল কিনা বাধ্যতামূলকভাবে এবং পূর্বে যদি না থাকে তাহলে সেই জল জোর করে রক্ষা করবার জন্য বাংলা সরকারকে এর আগে কত পুলিস প্রয়োগ করতে হয়েছিল। বেঙ্গল ইরিগেশন এ্যাক্টে এই বাধ্যতামূলক করের কোন প্রভিসনস ছিল না। যেখানে লোকের জলের প্রয়োজন হত তারা সরকারের কাছে দরখাস্ত করতো এবং সরকার তাদের জল সরবরাহ করতেন। মন্ত্রী মহাশয় আরো বলেছেন যে এখানে প্রত্যেক লোকের সঙ্গে যদি জল সরবরাহ করার জন্য কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হয় তাহলে সেখানে তাকে একটা সাব রেজিস্ট্রী অফিস খুলতে হবে এবং তাতেও হয়ত তা সম্ভব হবে না। কিন্তু আমরা বেঙ্গল ইরিগেশন এ্যাক্টে সেরকম কোন প্রভিসনস দেখতে পাই না। আমার জলের যদি প্রয়োজন হয় সেচের জন্য আমি জল নেবো। তারজন্য আমার উপর জোর করা আমি মনে করি একটা জুলুম। সেই দিক দিয়ে, সেই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখবো যে এই আইনের দ্বারা সেই সমস্ত অঞ্চলের চাষীদের উপর একটা জুলুম করা হবে। জল সরবরাহের জন্য পুলিস বসাতে হবে, কিম্বা সাব-রেজিস্ট্রী অফিস খুলতে হবে, এই দোহাই দিয়ে সেখানে বাধ্যতামূলকভাবে কর প্রবর্তন করা কোন মতেই সমর্থন করা যায় না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আরও বলেছেন যে এই বাধ্যতামূলক কর প্রবর্তন করলে আমাদের চাষীরা তারা বাধ্য হবে জল নিতে এবং আমাদের দেশে চাষের উন্নতি হবে। মন্ত্রী মহাশয় আমাদের বাংলাদেশের চাষীদের এইভাবে কান মলে তিনি চাষ সম্বন্ধে শিক্ষা দেবেন অর্থাৎ চাষের জন্য জলের যে প্রয়োজন এটা আমাদের দেশের চাষী বুঝে না তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে তাদের পকেট কেটে টাকা আদায় করে, জোর করে জল দেবেন। যদি ভালভাবে বারি বর্ষণ হয় তাহলে অনেক এলাকায় ইরিগেশনের জন্য জলের প্রয়োজন হয় না, অন্তত ধান চাষের জমিতে এবং আজ থেকে যদি গত কয়েক বৎসরের হিসাব নেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে যদি এক্সেসেস রেইনফল হয় কিম্বা ড্রাউট হয় তবে এভারি ফোর্থ অর ফিফথ ইয়ারএ বেশির ভাগ জমিতে হয়ত জলের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন বাধ্যতামূলকভাবে তাদের জল নিতে হবে। মন্ত্রী মহাশয় আরও একটা যুক্তি দেখিয়েছেন যে দামোদর ভ্যালি করবার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের ঋণ দিয়েছেন এবং সেই ঋণের আমাদের সুদ দিতে হচ্ছে ও এই ঋণ আমাদের

আবার ফিরিয়ে দিতে হবে। আমার মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জিজ্ঞাস্য হচ্ছে এই পঞ্চবার্ষিকী-গুলির ভিতর দিয়ে বিভিন্ন ডেভেলপমেন্টের কাজ হচ্ছে সেই টাকা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টই হোক বা প্রাদেশিক সরকারই হোক, তারা এই টাকা কোথায় পাচ্ছেন। সাধারণ মানুষের উপর এই ডেভেলপমেন্ট করার জন্য কি কর ধার্য করা হয় নি? গত পাঁচ বৎসর ধরে আমরা শুনে আসছি এই একটার পর একটা পরিকল্পনা সফল করে তুলবার জন্য জনসাধারণকে বর্ধিত হারে ট্যাক্স দিতে হচ্ছে। তাদের কোমরের বেল্ট আরও জোর করে বেঁধে দেশের উন্নতিসাধন করতে হবে। দেশের ডেভেলপমেন্ট করার জন্য তারা দেশের জনসাধারণের উপর ট্যাক্স বসিয়েছেন এবং এই ডেভেলপমেন্ট হবার পর সেই ডেভেলপমেন্ট থেকে আমি কিছু পাই বা না পাই, চাই বা না চাই আবার আমাকে ট্যাক্স দিতে হবে কেন? এর কারণ কি আমার এলাকাটা ডেভেলপমেন্ট এরিয়ার মধ্যে পড়ে বলে?

[5-30—5-40 p.m.]

এর যুক্তি কি আছে আমি তা বুঝতে পারি না। একবার ডেভেলপমেন্ট করার জন্য সমস্ত দেশের লোকের কাছ থেকে কর নেওয়া হল এবং ডেভেলপমেন্টের ফল ভোগ করুক চাই নাই করুক তাদের আবার কর দিতে হবে। কেননা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ধার আমাদের শোধ করতে হবে। তাদের আমাদের সুদও দিতে হবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এই টাকা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কোথা থেকে দিয়েছে। বাংলার জনসাধারণ কি তাদের পূর্বের ট্যাক্স দেয় নি এই টাকা কি আকাশ থেকে এসেছে? এই টাকা পরিশোধ করার জন্য দরিদ্র চাষীকুলকে আবার কেন বাধ্যতামূলক ট্যাক্স দিতে হবে? এই যুক্তি আমি বুঝতে পারি না। আমার বক্তব্য হয়েছে যে তিনি যে রেট সাজেস্ট করেছেন সেটা অত্যন্ত হায়ার। তিনি নিজেই বলেছেন যে আশেপাশের জমিতে যেখানে ইরিগেশন এ্যাক্ট অনুযায়ী যে রেট করা আছে তার তুলনায় এই ট্যাক্স অত্যন্ত বেশি। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে নাকি বলা হয়েছিল ১০ টাকা ট্যাক্স করতে হবে, অনেকে বলে গিয়েছে সেটা নাকি ৯ টাকা করা হয়েছে। কিন্তু আমি বিলের এক জায়গায় দেখতে পাচ্ছি সাড়ে বার টাকা এবং রবিশস্যের জন্য ১৫ টাকা। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, এই যে রেট, তিনি বেঁধে দিয়েছেন এজন্য যদি কোন রিপ্রেজেন্টেশন আসে তাহলে তারা কি সবচেয়ে নিচে নামবেন ৯ টাকায়? তিনি হয়তো বলবেন ১২ টাকা সর্বোচ্চ এর বেশি আমরা চাই না। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে ১২ টাকা সর্বোচ্চ বেঁধে দিলে একটা টেন্ডেন্সি হবে ১০-১১-১২ টাকা করবার জন্য। কেননা যখনই রেট করবেন তখনই রিপ্রেজেন্টেশন নিশ্চয়ই তার কাছে যাবে তার ফলে হয়ত কিছু কমবে। কিন্তু এই বিলে এরকম বেঁধে দেওয়া খুব অন্যায়। আমার মনে হয়, আমার ধারণা মাঝামাঝি এরকম করার জন্য বিলে এরকম সাড়ে বার টাকা রেট বেঁধেছেন এটা অত্যন্ত বেশি এর কোন যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না।

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে এর মধ্যে একটা প্রভাইসো আছে, লিফট ইরিগেশন করে যারা জল নেবে তাদের জন্য একটা রেট করে দেওয়া হয়েছে, এখানে জিজ্ঞাসা হচ্ছে, যার জমি উঁচু সে যদি লিফট ইরিগেশনে জল না নেয় সে যদি লিফট ইরিগেশনের খরচ বহন না করে তাহলে তার কোন প্রভিসন এই বিলের মধ্যে নেই। তা ছাড়া আর একটা জিনিস সেটা অত্যন্ত অন্যায় সেটা হচ্ছে—যেসমস্ত অঞ্চলের ভিতর দিয়ে তারা ক্যানেল কাটবে, ছোট ছোট খাল কাটবে সেই সমস্ত অঞ্চলগুলির যদি কোন ক্ষতি হয়, তাহলে তার কোন কম্পেন্সেশন বা ক্ষতিপূরণ দেবেন না—আমার কথা হচ্ছে একজনের জমির ভিতর দিয়ে চ্যানেল নিয়ে যাওয়া হল তার জন্য জমির যে পরিমাণ কমে গেল তার জন্য কোন দাম দেবেন না? কারও জমি—একজন কৃষকের জমির ভিতর দিয়ে চ্যানেল নিয়ে যাবার জন্য তাদের ১ বিঘার মত জমি ক্ষতি হয়, যদি সে ফসল ফলতো তাহলে সে এক বিঘার ফলন পেত, কাজেই আইনতঃ যেটা তার প্রাপ্য সেটা সেই কপেন্সেশন কেন দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে সেটাই আমাদের জিজ্ঞাস্য। তিনি যদি বলেন যে এই চ্যানেলস দ্বারা সে আজ উপকার পাবে আমার তাতে কিছু বক্তব্য নেই। সুতরাং তাকে কম্পেন্সেশন দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু তার উপর দিয়ে চ্যানেলসগুলি গিয়ে অন্যের জমিতে জল সরবরাহ করবে এবং যখন জল সরবরাহ করার জন্য তাঁরা অন্য জমির কৃষকের কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে ট্যাক্স আদায় করবেন তখন কেন যার জমির উপর দিয়ে চ্যানেলস যাবে তাকে কেন কম্পেন্সেশন দেওয়া হবে না? এটা ঠিক বুঝতে পারি না। এই ধরণের আরও ধারা আছে, যেগুলি ক্লজ বাই ক্লজ ডিসকাশনের সময় বলব।

এখন বক্তব্য হল এই বিলটাকে এই ধরণে গ্রহণ করা যায় না। তার কারণ, যদি বেঙ্গল ইরিগেশন এ্যাক্ট অনুযায়ী বিলটাকে ঢেলে সেজে যাদের জলের প্রয়োজন তারা জল নিতে পারবে এবং তার জন্য একটা ট্যাক্স দিতে হবে; তাহলে সেটা গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কিন্তু যেহেতু আজকে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের টাকা শোধ করতে হবে তার জন্য গরীব কৃষকদের পকেট কেটে জোর কোরে ট্যাক্স আদায় করা হবে, এটা মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। তার কারণ এই দামোদর ভ্যালির মধ্য দিয়ে শুধু যে ইরিগেশন হয় তা নয়, ফ্লাড কন্ট্রোল করা হয়, হাইড্রোইলেকট্রিসিটি করা এবং ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করা যায়। যে অর্থ দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের জন্য দিতে হবে মনে হয় সেই অর্থ দ্বারা তাদের যেসমস্ত চাহিদা তা মেটান যায় এবং অন্যান্য খরচও এবং তার ঋণও শোধ করতে পারেন বা ইন্টারেস্টেও দেওয়া যেতে পারে।

Sj. Subodh Banerjee:

স্পীকার মহাশয়! এই বিল সম্বন্ধে বলতে উঠলে সর্বপ্রথমেই যে জিনিসটা আমাদের নজরে পড়ে তা হল বাধ্যতামূলকভাবে জল কর আদায় করা। মন্ত্রী মহাশয় এ সম্পর্কে জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন কেন এই বিলে ঐচ্ছিক জল নেবার সুযোগ থেকে চাষীদের বঞ্চিত কোরে বাধ্যতা-মূলক জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্যটা যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে তিনটা যুক্তি দাঁড়ায়। প্রথম যুক্তি হল এই যে যদি আমরা জল নেওয়ায় ঐচ্ছিক ব্যাপার করি তাহলে চাষীরা জল নেবে না। দ্বিতীয় নম্বর যুক্তি হল জল চুরি করতে পারে। আর তৃতীয় নম্বর যুক্তি হল আমাদের খরচ উঠবে না। আমার মনে হয় এ ছাড়া মন্ত্রী মহাশয় আর কোন যুক্তি দিতে পারেন নি। এই যুক্তিগুলি বিচারে টেঁকে কিনা তা দেখা দরকার।

তাঁর প্রথম যুক্তি যে যদি ঐচ্ছিক হয় তাহলে চাষীরা জল নেবে না। তার ফলে আমাদের দেশে ফলন উপযুক্ত পরিমাণে হবে না। ঘটনা কি সত্যই তাই? তাহলে মনে হয় ও'রা এক নিঃশ্বাসে গরম এবং ঠাণ্ডা বাতাস এক সঙ্গে বহিয়ে দিচ্ছেন। তার কারণ দুদিন আগে ময়ূরাক্ষীর ক্ষেত্রে বলেছেন চাষীরা জল নেবার জন্য একেবারে উদ্‌গ্রীব হয়েছে। আর আজ বলছেন তারা নেবে না। এ কি যুক্তি?

দ্বিতীয় নম্বর, তার পাশেই এই ডি ভি সি-র খালের জলের পাশেই পুরান দামোদর রয়েছে। সেখানকার জল কি চাষী নিচ্ছে, না, নিচ্ছে না? জোর জবরদস্তি করতে হচ্ছে? করতে হচ্ছে না। তবে কেন ভয়? একদিকে নিচ্ছে অপশন্যাল থাকা সত্ত্বেও নিচ্ছে।

[দি অনারেবল অজয়কুমার মুখার্জী: কম্পালসরি]

ইরিগেশন এ্যাক্ট নয়, ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্ট।

দ্বিতীয় নম্বর ইডেন-এর ক্ষেত্রে কি? ইরিগেশন এ্যাক্টে সেখানে জল সাপ্লাই হচ্ছে। জল কি নিচ্ছে না? তা যদি নয় তাহলে আপনাদের জবরদস্তি করার কি প্রয়োজন?

[5-40—5-50 p.m.]

দ্বিতীয় নম্বর, মন্ত্রী মহাশয় উদাহরণ দিয়েছেন যে জলকর দিতে হোলে তারা নেয় না, জলকর না দিতে হ'লে ডি ভি সি যা দিতে পারে তার বেশি নেয়। এর উদাহরণ হিসাবে গতবারের চাষীদের জল ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন—অন্যান্য বার নেয় নি, গতবার ডি ভি সি যা দিতে পেরেছে, তারচেয়ে বেশি তারা নিয়েছে এই কথা মন্ত্রী মহাশয় এখানে বর্ণনা করেছেন। আশ্চর্য গতবারের কন্ডিশনের তুলনায় অন্যান্য বছরের কন্ডিশন কিছুই নয়, অন্যান্য বছর প্রচুর জল পড়েছে, সময়মত বৃষ্টি হয়েছে, জলের কোন প্রয়োজন ছিল না। গতবার ড্রাউট অনাবৃষ্টি হয়েছে, সেখানে তো চাষীরা নেবেই। সুতরাং অনাবৃষ্টির দরুণ তারা যদি জল বেশি নিয়ে থাকে তাহলে জলকর ধার্য না করলে নেয় এবং ধার্য করলে নেয় না এই যুক্তি টেঁকে না। অনাবৃষ্টি যদি হয় তাহলে দামোদরের জল চাষীরা বাধ্য হয়ে নেবে। তৃতীয় জিনিস বিবেচনা করা উচিত—নেয় বা নেয় না এটা অনেকগুলি ফ্যাক্টরের উপর নির্ভর করে। ইচ্ছা থাকলেই পাকা বাড়িতে থাকা যায় না। আমার ইচ্ছা আছে মোটরগাড়িতে চাপার। ইকনমিকসএ ইচ্ছা বললেই ক্ষমতা আসে না, ইচ্ছা যোগান করার ক্ষমতা থাকা চাই তবেই অর্থনীতি আসে। তা না হলে আমার মনের মধ্যে অনেক ইচ্ছা আছে কিন্তু পূরণ করা অসম্ভব

—কোন সমাজেই তা হোতে পারে না, সুতরাং ইচ্ছা চিরদিন আনফুলফিল্ড থাকবে। সেই আনফুলফিল্ড ইচ্ছার পেছনে মানুষ চিরদিন এগিয়ে যাবে এবং তার মধ্য দিয়ে সমাজ এগুবে। আমার জল নেবার ইচ্ছা আছে, আমার মাঠে সোনা ফলাবার ইচ্ছা আছে কিন্তু আমার সাধ্যে কুলোয় না। আপনি কি বলবেন যে, সাধ্য না থাকলেও নিতে হবে? আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনার যদি ইচ্ছা হয় তমলুক থেকে এরোপ্লেনে চড়ে রোজ এখানে আসবেন—হয়ত মন্ত্রী আছেন, সরকারী এরোপ্লেনে হোলে তা পারেন.কিন্তু আপনার ব্যক্তিগত খরচে কি তা আপনি পারবেন? আপনার উপর আইন করে যদি চাপিয়ে দেওয়া হয় যে আপনাকে এর খরচ বহন করতে হবে তাহলে আপনার অবস্থা কি দাঁড়ায়? আমাদের বাংলাদেশের চাষীদের অবস্থা, তাদের আয়ের অবস্থা আপনি জানেন আশা করি। বিধানবাবুর পক্ষে এটা না জানা সম্ভব কিন্তু অজয় মুখার্জী মহাশয় জানবেন না বাংলাদেশের চাষীদের এ্যাকচুয়াল অবস্থা কি, নাকি জেনেও ভুলে গেছেন জানতেন ১৯৪৭ সালের আগে পর্যন্ত কিন্তু ১৯৪৭ সালের পর ভুলে গেছেন। এই অবস্থা যদি না হয় তাহলে একবার নিজের হিসাবের দিকে তাকিয়ে দেখুন। রুরাল ইনভেস্টি-গেশনের সার্ভে হয়ে গেছে। সেখানে চাষীদের অবস্থা কি দেখেছি? সেখানে দেখেছি শতকরা ৭২ ভাগ দেনায় ডুবে আছে, ১০৮ কোটি টাকার মত তাদের ঘাড়ে ঋণ চেপে বসে আছে। এই ঋণ কি তারা স্ফূর্তি করবার জন্য, আমোদ করার জন্য, বিলাসিতার জন্য, করেছে? একবারে যেগুলো নেসেসারি, যা না হ'লে তাদের জীবন বাঁচে না—সেই সমস্ত এসেনসিয়াল নেসেসিটিজ অব লাইফ তারজন্য তারা ঋণ করেছে, যার জন্য তারা খাজনা দিতে পারে নি এবং এই ঋণের শতকরা ৩২ ভাগ বকেয়া খাজনা মেটাতে হচ্ছে। আমার ইচ্ছা আছে এমোনিয়ম সলফেট দেবো, সুপার ফসফেট দেবো, ডি ডি টির জল দেবো, কিন্তু আমার সাধ্যে, সামর্থ্যে কুলোয় না। যেখানে ২ টাকা খাজনা দিতে তাদের জিভ বেরিয়ে যায়, সেখানে ১২ টাকা ১৫ টাকা খাজনা তারা কি করে দেবে তা বুঝতে পারি না। সুতরাং তাদের ভাল করে বুঝানো দরকার। দেশের চাষকে আমরা উন্নতি করবো সেজন্য এই জিনিস আমরা করছি—এটা কি প্রথা? অবজেকটিভ ডিমনস্ট্রেশন দিয়ে চাষীকে বুঝান,

let him know by personal experience.

যে জল নেওয়া লাভজনক। তা করেছেন কোনদিন? ফুড গ্রেন্স ইনকোয়ারী কমিশন এসেছিলেন, আমাকে সাক্ষী ডেকেছিলেন—আমি বলেছিলাম যে বাংলাদেশকে খাদ্য বিষয়ে স্বাবলম্বী করতে গেলে ইনটেনসিভ কাল্টিভেসন ছাড়া পথ নেই এবং ইনটেনসিভ কাল্টিভেসনের জন্য জলসেচের ব্যবস্থা প্রয়োজন, আমি বলেছিলাম কৃষকদের ইনসেনটিভ দেওয়া দরকার। দেখিয়ে দিন তাদের হাতেকলমে যে তোমাদের জমিতে আগে জল ছাড়া ফসল ফলতো বিঘাপ্রতি পাঁচ মণ বা চার মণ, তোমাকে যে জল দিলাম তাতে বিঘাপ্রতি ফলন হচ্ছে ১০ মণ। এটা যদি চাষীরা বোঝে যে বাড়তি ফসল তারা পাচ্ছে, সেই জল দেবার পর, তাদের সারপ্লাস প্রফিট থাকে তাহলে তাদের কিছু বলতে হবে না, তারা আপনিই জল নেবে কারণ তারা বুঝবে যে জলের জন্য তাদের যা ব্যয় করতে হচ্ছে তারচেয়ে অনেক বেশি লাভ তাদের আসছে। সেই চেষ্টা কোনদিন করেছেন? সমস্ত রেসপন্সিবিলিটি ঐ ঈশ্বরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বসে আছেন। দেশের লোকেরও কিছু বুদ্ধিসুদ্ধি আছে, সেটা আপনাদেরও মনোপলি নয়, আমাদেরও মনোপলি নয়। সকলেই চাই আমাদের দেশে ভাল ফসল ফলুক, কিন্তু আপনারা জবরদস্তি ক'রে তাদের ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছেন ভাল করতে হবে, তারা ভাল না চাইলেও তাদের ভাল করতে হবে, ভাল খাবে না, জোর করে খাইয়ে দেবেন—কলেরা হোক আর না হোক, এর কোন দরকার নেই। কথায় কথায় আপনারা গণতন্ত্রের জয়গান করেন, আপনাদের গণতন্ত্র শ্রেণী গণতন্ত্র হোতে বাধ্য, পিওর ডেমোক্রেসি ব'লে কিছু নেই। সেই গণতন্ত্রের কথা আপনারা বলবেন, ডেমোক্রেটিক প্ল্যানিংএর কথা বলবেন, কথায় কথায় ডিকটেটরশীপ সম্বন্ধে কথা বলবেন—এগুলি কি?

what sort of Legislation is this?

হোয়াট সর্ট অফ লেজিসলেশন ইজ দিজ? আজ দেখান কাগজপত্রে লিখে যে চায়নার ফোর্স করে কো-অপারেটিভ ক'রে চাষীদের খতম ক'রে দিল, সোভিয়েটে লক্ষ লক্ষ চাষী মরে ভূত হয়ে গেল, কিনা কোয়ারসন হয়েছে কো-অপারেটিভ করার জন্য। ইতিহাস যাঁরা লিখেছেন—এদেশের লোক নন, আমেরিকার লোক যাঁরা লিখেছেন, আন্না লুইসস্ট্রং-এর মত মহিলা লিখেছেন তাঁর লেখায় এসব কথা পাই নি, বরং উল্টো জিনিসই দেখি। আমি নিজে চায়নায় দেখে এসেছি উল্টো

জিনিস। ইনসেনটিভ চাষীদের থেকে আসবে, ইনসেনটিভ পুরোর পেজান্টদের থেকে আসবে। আমি নিজে গ্রামে গ্রামে ঘুরে দেখেছি যে উপর থেকে তারা সেটা চাপিয়ে দেয় না। তলার থেকে উপরের দিকে উঠেছে—এই প্রোসেস থ্রু পারসুয়েসন তারা চেষ্টা করেছে। বর্ধমানের চাষীরা দলে দলে আপনার কাছে রিপ্রেজেন্টেশন করেছে, মুখার্জী মহাশয় আপনি কম্পালসরী লেভী করে দিন, কোথায় করেছেন? সুতরাং এটা বিবেচনা করার দরকার আছে। এ ছাড়া আর যেসমস্ত গলদ আছে সে সম্বন্ধে বা অন্যান্য প্রোসেস সম্বন্ধে আমি কিছু বলবো না, ধারাবাহিকভাবে যখন আলোচনা করবো তখন বলবো। সর্বশেষে এই বিলটার মধ্যে বর্গাদারদের ফাঁক রেখেছিলেন, জগন্নাথবাবুকে দিয়ে তাদের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় করবার সংশোধনী প্রস্তাব আনলেন। আপনি বলবেন এটা এত বড় কি আর জিনিস কিন্তু ছোট ছোট জিনিস থেকেই সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়, অতি সামান্য জিনিস থেকে বুঝা যায় যে ওয়ার্কিং অব দি মাইন্ড কি, পলিসির বেসিস কি। বর্গাদারদের জলকরের মাঝখানে ফেলে দিয়েছেন, সেটা ছিল না। তাদের এক্সক্লুড করেছিলেন, সংশোধনী এনে সেটাকে ঢুকিয়ে দিলেন—তাদের কাছ থেকে আদায় করবেন। অথচ তার জমির কোন স্বত্ব নেই। তা ছাড়াও বর্গাদার এ্যাক্টে কতকগুলি প্রভিসন আছে, এগুলি যদি মালিক দেয় তবে তার জন্য বাড়তি ফসল দেওয়া যাবে। সুতরাং এই সমস্ত জিনিসগুলি বিবেচনা করে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এই বিলটাকে এইভাবে আনবেন না, অপসোনাল রাখুন চাষী যদি ভাল বুঝে নেবে, তাদের পারসুয়েড় করার চেষ্টা করুন। থ্রু পারসুয়েসন তাদের বুঝান যে জল নিলে দেশের ভাল হবে, তোমাদের ভাল হবে। ফসল বেশি হবে, লাভ বেশি হবে—তাহলেই তারা নেবে। আজকে এইভাবে প্রসিড করা উচিত। তা না হলে এটাকে অপ্রেসিভ বিল বলে লোকে গ্রহণ করবে, যতই তাদের ভাল করার ইচ্ছা আপনাদের থাকুক না কেন।

[5-50—6 p.m.]

Sj. Dasarathi Tah:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের লজ্জাহীন সেচমন্ত্রী মহাশয় যে সময় আষাঢ় মাস পার হয়ে যেয়ে অর্ধেক ফসলের সম্ভাবনা গেল, এবং ড্যামগুলি দেখিয়ে আমাদের অধিকাংশ লোককেই ড্যাম বানিয়েছেন। গতবারে তারা বলেছিলেন যদি ড্যামএ জল ধরা না হ'ত তা হ'লে জলপ্লাবনে আকাশ সমান বান হ'ত, অতএব তার ক্যাপাসিটি অত্যন্ত বেশি। সেই ক্যাপাসিটি আজ কোথায়? আজও বর্ধমানের খবর অধিকাংশ ক্যানেলে এখন জল যায় নি এবং যেখানে যেটুকু গেছে একবারে বাঁধ ভেঙ্গে এদিক সেদিক চ'লে যেয়ে সেখানে সর্বনাশের সৃষ্টি করেছে। তাই যেখানে সেচমন্ত্রী মহাশয়ের কোমর বেঁধে খাল-বিলের ধারে গিয়ে, দুর্গাপুরের মুখে গিয়ে, দামোদরকে বলতে হ'ত—তুমি দুর্দান্ত দামোদর ছিলে, আমরা সংযত করেছি, এখন মানুষকে বাঁচাও—সুন্দর ক'রে তোল। তা না ক'রে আজ তিনি আইনসভায় এমন একটি বিল আনলেন যে, যার জন্য সমস্ত দেশ এবং সমস্ত কৃষিজীবীরা আজ আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছে।

স্যার, ভগীরথ নাকি গঙ্গা আনয়ন করেছিলেন, তখন সব চাষীরা, শুনেছি দেবতারা তখন পুষ্পবৃষ্টি করেছিলেন এবং মর্তের যাঁরা ছিলেন তাঁরা শঙ্খধ্বনি করেছিলেন। আজ আর আমাদের সেচমন্ত্রী এখন খাল কাটলেন, এমন খাল কেটে কুমীর আনবার ব্যবস্থা করলেন যে, আজকে লক্ষ্মী তাঁর বাহন ছেড়ে চলে যাবেন আর তাঁর কালপ্যাঁচা ডাকবে কা কা ক'রে। আজ শ্মশানের শকুনের উল্লাস হবে। অজয়বাবু আজ বাংলাদেশকে মেরে দিতে চাচ্ছেন। সেটা আজ সকলে চিন্তা করবেন।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পাঁচুগোপালরূপে প্রথম আইটেম এই দামোদর পরিকল্পনা। তাতে মানুষকে অনেক স্বপ্ন দেখানো হয়েছে। যে দুঃখের দরিয়া দামোদর, সে আজকে সুখের দামোদর হবে। আজকে যে সুখ তিনি দিচ্ছেন সেটা আজ বিবেচনা করতে বলছি। তিনি তো আজকের নতুন লোক নন। এই দামোদরের জলই যখন জুজুটী নামক স্থানে বাঁধ দিয়ে ইডেন ক্যানাল হয়েছিল—ঐ এক দামোদরের জল জুজুটীর মুখ দিয়ে তার প্রথম ট্যাক্স হয়েছিল বিঘাপ্রতি ৪ আনা। একরপ্রতি ৳০ আনা সে গেল, তারপরে অ্যান্ডারসন উইয়্যার যখন হ'ল

রাণ্ডিয়াতে—একই দামোদরের মুখ। অন্য মুখ দিয়ে যখন বের হ'ল তখন সাড়ে পাঁচ টাকা ট্যাক্স বসাবার ব্যবস্থা হ'ল। তৎকালীন বিদ্রোহী কংগ্রেস তাঁরা আন্দোলন করলেন এবং সেই সময় যে এনকোয়ারি কমিটি বসেছিল বাংলাদেশে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ দেশসেবক এবং পণ্ডিত লোক নিয়ে যে কমিটি বসেছিল তার থেকে ২৸৵৹ ধার্য হ'ল। তারপরে যখন কংগ্রেস গভর্নমেণ্ট এল অমনি তখন বলা হ'ল ধানের দর বেড়েছে সেই অনুপাতে কিছু বাড়ান উচিত, খরচ চলছে না। কিন্তু অজুহাতটা ঐ লক্ষ্যটা এই যে খরচ চালানোর জন্য বাড়াতে হবে। তাই তখন ৪টা হয়েছিল। তার পরেই দেখছি ক্রমে ক্রমে মিটার বেড়েই চলেছে, ১৫টা পর্যন্ত সেখানে হয়েছিল। এ বছর দেখছি অ্যান্ডারসন উইয়ারএর মুখে সেখানে সীল ক'রে দেওয়া হয়েছে। ঐ জল এবার ব্রাহ্মণের মুখ দিয়ে নির্গত হচ্ছে অর্থাৎ দুর্গাপুর ব্যারেজের মুখ দিয়ে নির্গত হচ্ছে এবং এতে দেখছি ১২৳০ টাকার কম হবে না এবং রবিশস্যের ১৫ টাকা। এর একটা সীমা আছে। কোন্ যুক্তি অনুযায়ী তিনি এটা ঠিক করলেন? সে কথা তিনি আমাদের বলেন নি কেন? তিনি কি এই কথাই বলতে চান যে, আমরা অপব্যয় করেছি, আমার গভর্নমেণ্ট অপব্যয় করেছে, ডি ভি সি অ্যান্ড কোম্পানি লিঃ—তাকে ব'লে দিয়েছেন যে, ৫৫ কোটি টাকা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দামোদর পরিকল্পনা ঠিক হবে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ হবে এবং সেচের ব্যবস্থা হবে—সে জায়গায় মাত্র ৪টি হয়েছে এবং ৫৫ কোটির জায়গায় তার ডবল ১১০ কোটি কোন-দিন পার হয়ে গেছে। এখনও কত যে হবে তার কি আর সন্দেহ আছে? তারা যে ড্যামএ নৌকাবিলাসের ব্যবস্থা করেছেন, যেরূপ অপচয় করেছেন তার জন্যই এই মাশুল আমাদের গুনতে হবে। আবার আপনারা 'গ্রো মোর ফুড'এর কথা বলেন—আপনার সহমন্ত্রী যিনি খাদ্য-মন্ত্রীরূপে অত্যন্ত পরিচিত হয়েছেন এবং অত্যন্ত সুখ্যাতি লাভ করেছেন তার জুড়িদার আপনি হয়েছেন—তাই দেখছি এই সমস্ত ব্যাচিলর মন্ত্রীদের কাছ থেকে, স্যার, আমাদের রেহাই দিন। তাই দেখছি। ব্যাচিলর মন্ত্রীদের কাছ থেকে আপনি আমাদের রক্ষা করুন, রেহাই দিন। যাঁদের সংসার নাই, ছেলেপেলে নাই,

[Laughter]

সত্যিকারের বাস্তব অবস্থাটা দেখেও তাঁরা এই ব্যবস্থা করছেন। ভিটেয় ঘুঘু চরাবার ব্যবস্থা তাঁরা করছেন। তাই আমি পরিষ্কার বলতে চাই, একটু বিবেচনা করুন। এটা হাসির কথা নয়। কোথায় ছিল ২৸৵৹, আজ কোথায় ১২৷৷ টাকা, ১৫ টাকা। আমাদের কংগ্রেস সরকার কোন্ যুক্তি সেখানে আনছেন? আপনি বলছেন বাধ্যতামূলক, একি কেবল ট্যাক্স আদায়ের ব্যাপারে, না, জল দেওয়ার বেলাতেও? যেখানে আষাঢ়ের প্রথম থেকে জল দেবার কথা, এখন পর্যন্তও তাঁরা জল দেন না। এই খেসারত কে দেবে? বাধ্যতামূলকভাবে যদি নির্দিষ্ট এলাকায় জল সময়মত না দিতে পারেন, তা হ'লে কি খেসারত দেবেন? সেকথা কোথাও উল্লেখ নাই। ডি ভি সি-র হাজার হাজার বিঘা জমি—দুর্গাপুরের নিচে, যেসমস্ত মরুভূমি সৃষ্টি হয়েছে—বর্ধমান, বাঁকুড়া, আরামবাগ সাব-ডিভিসন হয়ে গেছে। তার ক্ষতিপূরণের জন্য কোন কথা তিনি বলেন নি। আমি সাবধান ক'রে বলতে চাই, এ সমস্ত বিবেচনা করুন, একটু ধীরস্থিরভাবে বিবেচনা করুন এবং কংগ্রেসপক্ষের যেসমস্ত বন্ধুরা আছেন, তাঁদের সঙ্গে এবং অপোজিশনের সঙ্গে ব'সে ঠিক করুন কি উপায়ে এই সমস্যার সমাধান করা যায়। ট্যাক্স দেব না একথা নয়। ক্যানেল চালু রাখতে গেলে ট্যাক্স দিতে হবে। এ যুক্তি নয় যে, দামোদরের ক্যানেলে অত্যধিক ট্যাক্স চাপিয়ে ডি ভি সি-র মত আর একটি লিমিটেড কোম্পানির জন্য যেমন কংসাবতী ও বিভিন্ন পরিকল্পনায় সেই টাকা খরচ করবেন। এটাও যুক্তিসঙ্গত নয়। বর্ধমানে একটা হাসপাতাল করলে সেখানে রোগী মেরে মেরে খাদ্য বাঁচিয়ে লাভ করব, তবে হাসপাতাল করব। ততখানি দামোদর ক্যানেলের লাভ নিয়ে অন্য জায়গায় ক্যানেল করব, সেকথাও নয়। বার ব'র একথা বলা হয়ত ন্যায়নীতি বা যুক্তি নয়—জবরদস্তিমূলক এই আইন না ক'রে সেই জায়গায় অমনি ঘোষণা ক'রে দিন যে, আইনসভার কোন দাম নাই, জনগণের কথারও কোন দাম নাই, আমাদের মেজরিটির রোলার চালিয়ে দেব, সেই জায়গায় এই রকম করতে পারেন। আইনের এই রকম একটা প্রহসন করবার কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না। যা হোক আমি এ সম্বন্ধে বার বার ক'রে বলি, আপনাদের কোন যুক্তি থাকতে পারে না। খারিফের জন্য সাড়ে বার টাকা এবং রবিশস্যের জন্য পনের টাকা ট্যাক্স হবে। আর যে জমিতে খারিফ এবং রবি দু'টোই হবে সেখানে রেট কত হবে তা পরিষ্কার ক'রে খুলে

বলেন নি। তা হ'লে কি এই দুটো ট্যাক্স যোগ করলে যা হয় তাই দিতে হবে? এক রকম গাছের পাতা আছে যা জলে পড়লে হয় কুমীর, আর ডাঙ্গায় পড়লে হয় বাঘ। যদি তার অর্ধেক জলে পড়ে ও অর্ধেক ডাঙ্গায় পড়ে—তা হ'লে কি হবে? আপনি বাংলাদেশকে যেভাবে জ্বালিয়ে দিচ্ছেন, তা কি পদত্যাগ করবার জন্য? যাই গো তবে যাই—যাবার আগে রাঙ্গিয়ে দিয়ে যাই।

[Laughter]

তা হ'লে বাংলাদেশে আর গ্রো মোর ফুড হ'তে দেবেন না? বর্ধমানের চাষীরা গ্রো মোর ফুড করেছে ব'লে কি তাদের এই জরিমানা দিতে হবে? সাড়ে বার টাকা ও পনের টাকা ট্যাক্স দিতে হবে?

Sj. Amal Kumar Ganguly:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, সেচমন্ত্রী মহাশয় আমাদের সামনে যে বিল উপস্থিত করেছেন, তা কৃষকদের জীবনে শুধু মারাত্মক নয়, গোটা দেশের সামনে একটা ভয়ংকর রকমের অকল্যাণকর অবস্থার সৃষ্টি করছে এবং এটাকে নিয়মিত নিষ্ঠুর পরিহাস বলা যায়। যে সময় আমাদের পশ্চিম বাংলার সামনে খাদ্যসংকট অত্যন্ত জটিলতর হয়ে উঠেছে, দেশের সমস্ত লোক চিন্তা করছেন যখন এ সংকটের কথা— যে সংকট একটা স্থায়ী রূপ নিতে চলেছে, তা থেকে কি ক'রে দেশকে মুক্ত করা যায়, তার সমাধানের পথ কি, ঠিক সেই সময় আমাদের সেচমন্ত্রী এমন একটি বিল আমাদের সামনে হাজির করছেন যে বিল কার্যকরী যদি করা হয়, আইনে যদি এটা পরিণত করা হয়, তা হ'লে আমি মনে করি খাদ্যসমস্যাকে আরও জটিলতর করা হবে।

[6—6-10 p.m.]

এই উদ্দেশ্যে এই আইন করা হচ্ছে যে, আমরা কৃষককে সেচের প্রতি মনোভাব সম্পন্ন ক'রে তুলব, আমরা কৃষককে অধিকতর সেচের যে উপকার তার আওতায় আনব এবং দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করব। কিন্তু আমার মনে হয় প্রকৃত ঘটনা যা ঘটবে, তা হচ্ছে এই, কৃষক, তারা এই জোর-জুলুমের মধ্যে পড়ে তাদের যে স্বাভাবিক প্রবণতা আছে, তাদের রক্তের সঙ্গে মিশে যে জিনিস রয়েছে যে, আমাদের সেচের ব্যবস্থা করতেই হবে, ফসল ভালভাবে ফলাতে হবে এবং আমাদের আর্থিক সঙ্গতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এই যে তাদের স্বাভাবিক প্রবণতা, সেই প্রবণতার মুখে একটা ভীষণ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। কৃষককে সেচের প্রতি, সেচ ব্যবহারের প্রতি বিরূপ ক'রে তোলা হচ্ছে। এটা মন্ত্রিমহাশয়ের বিশেষভাবে চিন্তা ক'রে দেখা দরকার। তিনি যদি এই ধরনের বাধ্যতামূলক আইন পাশ করেন যে, তোমাকে জল নিতেই হবে এবং তার জন্য তোমাকে কর দিতে হবে, কিংবা এই জল তুমি যদি না নাও, তা হ'লেও তোমাকে কর দিতে হবে, এই বিলের মধ্যে যে কথা বলা হয়েছে তা অত্যন্ত মারাত্মক এবং সমগ্র বাংলাদেশের পক্ষে সর্বনাশকর। সেইজন্য আমি বলব, এই বিলকে প্রত্যাহার করা দরকার, আইনকে তুলে দেওয়া দরকার। এই আইন বিল আকারে আসবার আগে প্রত্যেক দেশে যে জিনিসগুলি যেরকমভাবে ভাবা হয়, আমার মনে হয় আমাদের এখানেও সেই জিনিসটা ভাবা উচিত ছিল। এ সম্বন্ধে পূর্বে অনেকে বিশদভাবে বলে গিয়েছেন। একটা জিনিস এখানে বিবেচনা করা উচিত, আমরা যে ট্যাক্স কৃষককে দিতে বলছি, সেই ট্যাক্স কৃষক দিতে পারবে কিনা? দেবার মত তার ক্ষমতা আছে কিনা? অ যদি না হয়, তা হ'লে সেখানে আপনি আইন ক'রে, জোর ক'রে যদি কৃষকদের কাছ থেকে কর আদায় করেন, তা হ'লে তার ফল হবে এদেশের সমগ্র যে উন্নতি, সমগ্র যে সংহতি, তার উপর আঘাত করা হবে। এই যে সেচ—ইরিগেশনএর বিল আনা হয়েছে। ইরিগেশনএর উপর ট্যাক্স বিল আনা হয়েছে, আমার মনে হয়, তার দ্বারা দেশের যে অগ্রগতি শুরু হয়েছে তাতে প্রচণ্ড আঘাত করছেন। ইতোমধ্যেই কৃষকদের ঘাড়ে দেনার বোঝা চেপেছে। আমরা সকলে ভাবছি কৃষককে এই দেনার হাত থেকে কি ক'রে মুক্ত করা যায়। কৃষক যাতে নিজের আয়ত্তের মধ্যে জমি রেখে ভালভাবে চাষ করতে পারে, তার জন্য আপনারা নতুন নতুন আইন পাশ করছেন এবং বিরাট টাকা দেবার চেষ্টা করছেন, তাদের নানারকম সার ও অন্যান্য সাহায্য দেবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু অন্যদিকে আপনারা আর একটা বিপরীত জিনিস করছেন। অর্থাৎ এক হাত দিয়ে যা দিচ্ছেন,

অন্য দিক দিয়ে সেটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করছেন। কাজেই বাস্তব ফল এই হবে, কৃষককে সঙ্গতির দিক থেকে অধিকতর পঙ্গু করা হবে, কৃষককে অধিকতর দুর্বল করা হবে, তার উপর আরও আঘাত করা হবে, সেই রকম একটা বিল আমাদের সামনে এনে হাজির করেছেন। এই রকম বিল কখনও আনা উচিত ছিল না। আমাদের দেশে কৃষি-সমস্যার মূল কাজগুলি সম্পন্ন করা এবং তা সম্পন্ন ক'রে, কৃষককে তার নিজের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত ক'রে তারপর এ বিষয়ে চিন্তা করা উচিত ছিল। কৃষক যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন সেই প্রতিষ্ঠিত কৃষককে কি দিতে পারি, সে কথা ভাবা যেতে পারে। কিন্তু দীর্ঘদিন হয়ে গেল, আপনারা এখনও পর্যন্ত কৃষকের সমস্যার দিকে এগিয়ে যেতে পারেন নি। আপনারা দুটো আইন যা পাশ করেছেন, এবং সেই দুটো আইন পাশ করবার সময়, অনেকদিন আগে বলেছিলেন কৃষককে জমি দেবেন এবং জমির মালিক করবেন এবং বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের অবস্থার পরিবর্তন ক'রে, তাদের জীবনযাত্রার মান বাড়িয়ে দেবেন। সেদিক থেকে আপনারা কি করেছেন, যদি প্রশ্ন করি নিশ্চয়ই উত্তর পাব—কিছুই করতে পারি নি। এই আইনের মধ্যে এমন সব জগাখিচুড়ি করেছেন, যার দ্বারা কৃষককে আরও ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। অন্যদিক থেকে এমন একটা জগাখিচুড়ি আইন করেছেন এবং তার প্রয়োগ বাস্তবে যে রূপ নিয়েছে এবং মূল যে ঘটনা দাঁড়িয়েছে তাতে কৃষক আরও ধ্বংসের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। কাজেই কৃষকের জীবনের মৌলিক সমস্যা, কৃষিব্যবস্থার যে মৌলিক কাজ সেগুলি না করে অন্য দিক থেকে আপনারা কৃষককে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করছেন একথা শুধু কৃষকের স্বার্থেই নয়, দেশের উন্নতির জন্যও আমাদের এই কথা আরও গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার এবং এই রকম একটা বিল আনার আগে আপনাদের এই কথা চিন্তা করা উচিত ছিল এবং এই কাজ করার পরেই আমরা এই আইনের কথা ভাবতে পারি। এই আইন কেন এনেছেন, না আমরা যা খরচ করেছি, সেই খরচের বোঝা আমাদের ঘাড়ে রয়েছে, কাজেই সেই খরচকে আমাদের মিটাতে হবে। কিন্তু আপনারা যদি কোন কাজের জন্য খরচ করেন এবং অকাজেও যদি তা খরচ করেন তার জন্য যাদের এর কৈফিয়ত দেবার কথা নয়, তাদের কাছ থেকে শাস্তি হিসাবে মাশুল আদায় করবেন এ কোন্ ধরনের যুক্তি, এ কোন্ ধরনের গণতন্ত্র? আপনারা ডি ভি সি-র জন্য যে খরচ করেছেন আগে তার হিসাব দেশের জনসাধারণের সামনে দেওয়া উচিত ছিল যে, কেন আপনাদের ৫৫ কোটি টাকা আজ ১০০ কোটি টাকায় যায় এবং ১০০ কোটি টাকা যাবার পিছনে আপনাদের ন্যায়সঙ্গত কোন যুক্তি ছিল কিনা। আপনারা কি তথ্যের ভিত্তিতে, কি হিসাবের ভিত্তিতে ৫৫-কোটি টাকার এই পরিকল্পনা করলেন এবং কেনই বা এই কয়েক বৎসরের মধ্যে ১০০ কোটি টাকায় গিয়ে হাজির হ'ল। কাজেই এই যে ৫০ কোটি টাকা আপনারা উদ্বৃত্ত খরচ করলেন এবং এই যে দেনার বোঝা আজকে সরকার নিয়েছেন এবং সরকারের এই দেনার বোঝা আজ কৃষকের ঘাড়ে চাপিয়ে আপনারা রেহাই পেতে চান, এ কোন্ ধরনের যুক্তি। আপনারা যে টাকার কথা বলেন আমি যদি প্রশ্ন করি, আজকে এই যে ডি ভি সি-র জন্য আয় হয় এবং যে আয় আরও অধিকতরভাবে আমাদের দেশের লোকের হাতে আসতে পারত তার জন্য আপনারা কি ব্যবস্থা করেছেন। আপনারা ডি ভি সি থেকে যে ইলেকট্রিসিটি দিচ্ছেন তাতে প্রতি ইউনিটে দুই পয়সা ক'রে, সকলেই জানেন সেই কথা, আপনারা ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনকে দিচ্ছেন এবং ক্যালকাটা ইলেকট্রিক কর্পোরেশন তারা প্রতি ইউনিটএ ১০ পয়সা ক'রে নিচ্ছে, এইভাবে বৎসরে বহু টাকা তারা আত্মসাৎ করছে এবং দেশের অর্থকে তারা শোষণ করছে। আপনারা যদি ঐ ব্যবস্থাটা পরিবর্তন ক'রে আপনাদের নিজেদের হাতে নিয়ে ঐ যে বিরাট টাকা সেই টাকা নিয়ে আপনাদের ঘাড়ে যে দেনা, সেই দেনা পরিশোধ করতেন তা হ'লে কৃষকের ঘাড়ে এই বোঝা চাপাবার কোন প্রয়োজন হ'ত না। আমরা অডিট রিপোর্টএ দেখেছি যে, সেখানেও লক্ষ লক্ষ টাকা বৎসরে আপনারা অপচয় করছেন। এই অপচয় যদি বন্ধ করতেন এবং বন্ধ ক'রে সেই টাকা—আজকে যেভাবে বিল এনে কৃষককে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করছেন—দিয়ে আপনাদের ঋণের বোঝা আংশিকভাবেও মিটাতে পারতেন। কিন্তু তা করেন নি, আপনারা ঠিক বিপরীত পন্থা অবলম্বন করেছেন এবং এর ফলটা কি হবে? আপনারা একদিক থেকে ভাবছেন যে, বৎসরে আমরা কয়েক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করব কিন্তু সমগ্র কৃষিব্যবস্থায়, কৃষি উৎপাদনে তার যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে এবং তাতে অনিবার্যভাবে ফসল কম উৎপন্ন হবে এবং এই ফসল কম হবার জন্য প্রতি বৎসর বিদেশ থেকে খাদ্য ক্রয় করার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করতে হবে এই কথা

কি চিন্তা করেছেন, সেই দিকটা কি ভেবেছেন? এই যে আমাদের ভারত-সরকারকে প্রতি বৎসর ২০০ কোটি টাকা খাদ্যের জন্য দিতে হয়, এই যে বিরাট লোকসান, এই যে ড্রেনেজ হচ্ছে, এটা বন্ধ করার পথ হচ্ছে দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং সেই উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সর্ব-প্রথম কাজ হচ্ছে কৃষককে উৎসাহিত করা ও তাদের মধ্যে প্রেরণা জাগান। এই কি আপনাদের উৎসাহিত করার কাজ, এইভাবে কি কৃষককে ফসল বাড়ানোর কাজে উৎসাহিত করতে পারবেন?

[6-10—6-20 p.m.]

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের সামনে সেচমন্ত্রী মহাশয় এই বিলের দ্বারা খাদ্য উৎপাদনে অযথা বাধা সৃষ্টি করছেন তার ফলে বছর বছর কোটি কোটি টাকার অপব্যয়ের পথ উন্মুক্ত ক'রে দিচ্ছেন, আরও প্রশস্ত ক'রে দিচ্ছেন। সেদিক থেকে মনে করি যে, এই বিল প্রত্যাহার করা উচিত।

Sj. Jyoti Basu: Mr. Speaker, does not Shri Ajoy Mukharji at the moment remind one as the boy who stood on the burning deck whence all but he had fled?

Mr. Speaker: No, he is the person who enjoys complete control.

Sj. Tarapada Chaudhuri: Sir, I am also coming from an area where this Act will be in operation. In this connection I will make some observation for the consideration of the Hon'ble Minister and the members of the legislature. First of all, so far as our district of Burdwan is concerned, there are already two canals in operation, namely, the Damodar Canal and the Eden Canal. The maximum rate now in force is Rs. 5-8 and the history of the increase in rate gradually has been dilated upon by my friends on the other side. So far as this rate is concerned I am going to refer to the Budget Estimate of the Irrigation Budget this year so far as the Hon'ble Minister is concerned. Probably he will find that both Damodar Canal and Eden Canal are not only self-sufficient so far as revenue position is concerned, there is Rs. 1,41,000 surplus in the Damodar Canal and something like Rs. 21,000 surplus in the Eden Canal.

Now, Sir, with the present administrative set-up and the revenue set-up, on a review of the past activities and the time that has gone by so far as the operation of the canals is concerned, it is an admitted fact now that these canals may be made not only self-sufficient but also surplus. In the face of working is there any reason just to make out a case or to try to introduce some legislation on any ground whatsoever?

Now, Sir, there is another thing. So far as this irrigation problem is concerned, this canal system will ensure some sort of insurance against drought only. In our district of Burdwan, more than 90 per cent. of land—rather 95 or 98 per cent. of land—is only one crop area and that is only *aman* variety. Here, Sir, one notable thing has been ignored in making the assessment and introducing this legislation. I am going to point out that so far as sowing of aman is concerned, that is done from June to August and harvesting of the major portion of the crop takes place in winter beginning with the end of October to December and sometimes it extends to middle of January. So the *aman* paddy covers parts of kharif and rabi season too. I fail to understand why all these aman lands will be assessed both for kharif season as well as rabi season. In that case it will come to Rs. 27 8.

Sir, I will read out an observation from a publication entitled "A Brief Agricultural Geography of West Bengal" published by the Government of West Bengal. Here it is stated "it is difficult to use this land for another crop". So far as this aman area is concerned—and that is 90 per cent. of the land of the Burdwan District—there is no possibility, as long as this scarcity of water remains, of growing any additional crop other than the

aman crop. So, Sir, the fact remains that the cultivator has to remain contented with only one crop and that is aman crop. Here one thing has to be considered. When the D.V.C. canal was set up, it was probably the idea that this will ensure perennial supply of irrigation water, so that that may ensure double crop or even three or four crops. That was the idea. As things stand now we find that, really speaking, so far as the Burdwan District is concerned, there is not the ghost of a chance of having another crop, because we are absolutely dependent on aman crop. Now, Sir, the only question here is that if we cannot ensure better income, if we cannot improve the economic condition of the cultivator, is there any justification to come to this Legislature and ask for powers to impose a compulsory levy and that too at such a high rate as Rs. 12 and above? Is there anything to justify such a legislation? If anyone brings in such a legislation, the first justification is that the administration should shoulder the responsibility to ensure that the cultivator will be in a position to pay the tax. There is nothing in this Bill, there is no statement made to that effect, nor is there anything in the Statement of Objects and Reasons to satisfy the Legislature that really speaking the Hon'ble Minister means real business, that really he will bring in a condition under which the cultivator individually will be in a position to pay the tax. Has he satisfied himself on that point? Before he is satisfied on this point, this legislation has been brought forward by him, I think, in a most hasty and ill-conceived manner.

Now, Sir, one thing I am quoting from an observation by no less a person than the Secretary, Central Board of Irrigation and Power, Mr. Baleswar Nath. There is an article which has been published in Economic Review on January 15, 1958, under the headline "Full utilisation and economic distribution of Indian Water Resources". He has there referred to the assessment of water charges. He has said, "the assessment of water charges has a great bearing on the problem. In India the system most prevalent is the assessment on mature acreage". Now, Sir, in spite of the experience of other States why is it that the Administration in Bengal will feel like this? In spite of the opinion of the Irrigation experts why this compulsory levy has to be imposed? I think that we have been quite forgetful of the socio-economic aspect of the problem. We are concerned, it seems, only with how the money will come in, how the revenue position of the State will improve—we are mindful of that.

[6-20—6-30 p.m.]

But look at the background. This canal is a part of the multi-purpose project and you have gone through the reports of the Damodar Valley Corporation, the Audit Report as well as the budget estimate for 1958-59.

Sir, here I want to point out certain facts. What is the actual state of things? The excavation of canals and the construction of canal structures have not yet been completed because of certain factors which are referred to at page 7 of the Audit Report—"The flood of September, 1956, caused damage to the banks of the left bank Main Canal, Durgapur branch canals, the Panagarh branch canals and a number of canal structures. In certain areas, the entire bank was obliterated and the excavation filled up."

Now, Sir, let us see what stands in the way of ensuring full utilisation of the water that you are going to supply. As long as there is no efficient irrigational set-up, you cannot ensure full utilisation of this water. Efforts should be made to provide an efficient administration for the purpose.

Now, Sir, the progress of structures under construction also suffered a set-back due to shortage of cement and steel and also shortage of labour and earth-work contractors as a result of large-scale works undertaken in other organisations in the nearby area.

Now, Sir, you will find that the target date for completion of the canal system has now been pushed back from June, 1958, to June, 1959. You will find that the canal system is really just progressing and it has not yet been completed and there are so many things yet undone.

Further, you will find that a committee was set up in March, 1957, to account for the delay in the completion of the canal system and also to suggest measures for ensuring efficiency of the canal system so that there may be fuller utilisation of the water. May I know from the Hon'ble Minister if he is in possession of that report? If the members of the House had been supplied with a copy of that report, they could have really judged the efficiency of the canal system. Sir, I may remind the Hon'ble Minister that this committee was set up by the Government of India on 27th March, 1957. I do not know if the report has yet been submitted to the Government. At least so far as the members of the legislature are concerned, they are kept completely in the dark about it.

Sir, recently we got the information that preparation of land—use plan is going on in different areas including the Damodar Valley area. This is being sponsored by the Government of India. So long as this preparation of land—use plan is not completed and so long as the report of the Government of India on this matter is not before us, I think it will be unwise and imprudent on our part to pass a Bill like this.

Much has been made in this debate of the human aspect of this problem. Somebody feels that there is lack of progressive outlook on the part of the cultivators to take advantage of the irrigation facilities. I admit that there is lack of that outlook to some extent, but at the same time we must not be oblivious of the fact that the cultivators are too anxious to avail themselves of the water provided that it is within their economic capacity. Now how can we ensure the progressive outlook? Are we to ensure it by enacting such a piece of legislation or by education of the farmers in the proper light? If we enact such a piece of legislation, it will create a stir among the cultivators and they would be scared away; they would get frustrated under heavy taxation and that will affect production in my district.

Now, the Secretary of the Central Board of Irrigation and Power has said that we have not developed that water-conservation consciousness. We should create in the cultivators collective responsibility as different from the punitive rates. The problem is, therefore, not only irrigational or agronomic but also socio-economic. I suggest here that with proper education of the people, with proper education of the cultivators, it would not be difficult to organise co-operative societies in the area and the co-operative societies may be made responsible for the payment of the charges to the Government. They will arrange not only for assessment and collection but also for crop planning. They will see to the distribution of water at an economic rate so that there may not be much wastage. There is wastage now in almost all areas of the country covered by irrigation systems; the wastage is something like 40 per cent. in the Uttar Pradesh. Now for economic utilisation of water and of the resources at their disposal what is suggested is for consideration by the administration as well as by the members. How will the work be done? Co-operative societies will undertake the entire work; they will

assess the charges; they will collect the charges; they will ensure crop planning and they will ensure economic distribution of water by mutual understanding among the share-holders.

[At this stage the blue light was lit.]

[6-30—6-40 p.m.]

Otherwise under the present system an influential cultivator who owns big plots is sometimes quite unmindful of the interests of others. He is out to grab the greatest interest that he can get from the land at the sacrifice of interests of others. That will be prevented under the present system. So I think if we set up Panchayat to educate these people, if we proceed ahead with the business of this Panchayat and if we proceed ahead with the business of the co-operatives, the only answer which we can advance in reply to the system now advocated in the present legislation is to ask the Hon'ble Minister to withdraw this Bill for the time being or to circulate this Bill for the opinion of all concerned because such a measure, which seeks to impose a compulsory levy on the cultivators, will really create a stir in our district. I agree with the members of the Opposition and it is our experience that such movements, such stir, such discontent prevailed in the past over the question and we are going to repeat history again if such a measure is enacted. So, Sir, I would appeal to the Hon'ble Minister at least to concede this much that the Bill should be circulated for public opinion so that he may have their views and thereby we may satisfy all people concerned in the matter of this legislation.

[At this stage the honourable member having reached his time limit, resumed his seat.]

Sj. Apurba Lal Majumdar:

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই বিলটার নীতির দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে আপত্তি জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আমাদের দেশে ইরিগেশন সিসটেম অর্থাৎ জলসরবরাহের ব্যবস্থা এই ওয়াটার রেট কিভাবে চার্জ করা হবে, এবং ওয়াটার রেট কাল্টিভেটরদের উপরে পড়বে কিংবা ল্যান্ড হোল্ডার্সদের উপরে পড়বে, এই নিয়ে নানা রকম প্রশ্ন আজ দেখা দিয়েছে এবং নানা রকম সমস্যারও উদ্ভব আমাদের দেশে হয়েছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে এই নিয়ে অনেক আলোচনা, এই নিয়ে অনেক কমিটি গঠন হয়েছে এবং ভিন্ন ভিন্ন মত এবং উপায় এবং রীতি উদ্ভব তাঁরা করেছেন। তবে সমস্ত ক্ষেত্রে একটা মূল নীতির উপরে তাঁরা ভিত্তিস্থাপন করেছেন—সেই মূল নীতিটা হ'ল যে, চাষীর কি পরিমাণ ক্ষমতা আছে খরচা বহন করার এবং জলসেচের জন্য কতটা টাকা সে ব্যয় করতে পারে সেটাই হ'ল সবচেয়ে important factor which disturbs the extent of water rates.

এবং এই যে মূল নীতি সেই মূল নীতিটা সমস্ত ক্ষেত্রে স্বীকার করা হয়েছে। জলসেচের মধ্য দিয়ে এ যে জলকর অর্থাৎ ওয়াটার রেট যেটা চার্জ করা হচ্ছে সেটা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময়ে গড়ে ওঠাতে আমরা দেখছি বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রীতিও গড়ে উঠেছে। এবং এর ফলে রেট অফ অ্যাসেসমেন্ট করবার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন নীতি এবং অনেক রকম চিন্তাধারার বিকাশ দেখা যায়। তবে ভারতবর্ষে বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্যে যে ধরনের সিসটেম চালু আছে এই ওয়াটার রেট অ্যাসেসমেন্ট করার ক্ষেত্রে তাতে মোটামুটি ৫টি ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি; যেমন—

১নং নীতি, ভলিউমেটিক রেট অর্থাৎ যে পরিমাণ জল সেচের জন্য ব্যবহৃত হবে সেই পরিমাণের উপর নির্ভর ক'রে যে নীতি গড়ে উঠেছে সেই নীতির কথাই আমি বলছি। এই নীতি লিফ্‌ট ইরিগেশন বা অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষ ক'রে আমরা দেখছি উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারে এটা চালু আছে। খালের জলের ক্ষেত্রে অবশ্য অ্যাসেসমেন্ট করার জন্য এই নীতি অনেক জায়গায় চালু নেই, তার কারণ যে, এতে ডিফিকাল্টিজ অফ মেজারমেন্ট অনেক সময় দেখা দেয়।

২নং নীতি, আমরা দেখছি যে, কনসলিডেটেড রেট—এর উপর ভিত্তি ক'রে ওয়াটার রেট চালু হয়েছে। এটা
water rate merged with land revenue proper and fixed at settled principle at different intervals.
কিন্তু এই নীতি মাদ্রাজ, মহীশূর এবং হায়দরাবাদ ও বিভিন্ন জায়গায় চালু আছে। তবে এর অসুবিধার দিকও আছে—যেমন এটা অ্যাট ডিফারেন্ট ইন্টারভ্যালস, এটাকে রিভাইজ্‌ড করা যায় না। এবং ডিফারেন্ট ইন্টারভ্যালসএ ওয়াটার চার্জ রিভাইজ্‌ড করা উচিত এই জন্য যে, এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশন বা ফসলের দাম এক সময় বাড়ে বা কমে সেটাকে ভিত্তি ক'রে আমাদের ওয়াটার রেট মাঝে মাঝে রিভাইজ্‌ড করা দরকার। সেইদিক থেকে কনসলিডেটেড রেট বা আমাদের রেভিনিউ আদায়ের দিক থেকেও এইভাবে দেখা যায় রেভিনিউ অত্যন্ত কম আদায় হয়। সেইজন্য অধিকাংশ রাজ্যে এটার উপর নির্ভর করে না।

আমরা তৃতীয় নম্বর যে ওয়াটার রেট তাতে দেখি যে,
differential rate and it is the difference between wet rate and dry rate,
অন্ধ্র, মাদ্রাজ ইত্যাদিতে যেসমস্ত জায়গায় পুরানো সেচব্যবস্থা আছে সেখানে দেখা যায় এই ডিফারেন্সিয়াল রেট এটা আছে। তবে বর্তমানে অর্থনীতিবিদরা বলেন যে, এই ডিফারেন্সিয়াল রেটটা বিশেষ আনসাউন্ড ইন থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস, সেইজন্য অনেক জায়গায় এই ডিফারেন্সিয়াল রেটটা চালু নেই।

এর পরে ৪নং রেট দেখছি, অকুপায়ারস রেট। এই অকুপায়ারস রেট—
charges to the villagers to the nature of the crop and fixed for area actually irrigated.
এখানে কোয়ান্টিটি অফ ওয়াটার কতটা দরকার, স্কেয়ার্সিটি অ্যান্ড অ্যাবান্ডান্স অফ ওয়াটার আছে কিনা ; ৩নং ফসলের দাম কি? জলসেচ করবার জন্য চাষীর আর্থিক সঙ্গতি কি? এই চারটি বিষয় বিবেচনা ক'রে এই ওয়াটার রেট চালু হয়েছে। তার সুবিধা আছে—যেমন মূল্যহীন ফসল—ফডার, গরুর ঘাস যা তৈরি হচ্ছে, তার মূল্য কম, তার ওয়াটার রেটও কম হওয়া উচিত। বিভিন্ন চিন্তাধারা থেকে বিভিন্ন রকম অ্যাসপেক্ট বিচার ক'রে অকুপায়ার্স রেট ঠিক করা দরকার। কোন অপ্টিমাম রেভেনিউ ঠিক নেই, তাই ডিফারেন্সিয়াল রেট না ক'রে কর্তৃপক্ষ বিশেষ(?) ভাল চোখে অকুপায়ার্স রেট দেখছেন।

৫নং যেটা চালু আছে—এগ্রিমেন্ট রেট—
It is fixed by agreement for a period of years. Paid whether water is taken or not.
উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন সমভূমিতে বিশেষ ক'রে যেখানে আবহাওয়ার অবস্থা সন্দেহজনক, যেখানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টির জল পেতে পারে, সেখানে ডি ভি সি ও ময়ূরাক্ষীর জল নেবে না। সেইজন্য অপশন দেওয়া হয় কৃষকদের, যারা এগ্রিমেন্ট করে, তাদের সুবিধা হয়। যদি দীর্ঘদিনের এগ্রিমেন্ট হয়, সেখানে ওয়াটার রেট কমিয়ে দেওয়া হবে। তাতে অপ্টিমাম রেভেনিউ সরকার আদায় করতে পারেন এই এগ্রিমেন্ট রেট থেকে। এগ্রিমেন্ট রেট চালু হ'লে সুবিধা হয় বেশি। যে চাষী জল নেবে, তার সদিচ্ছার উপর তা নির্ভর করে। সরকার বুঝতে পারে এই জল তারা চাষের উপকারের জন্য নিচ্ছে। তাদের ফ্রিডম থাকবে গভর্নমেন্টের সঙ্গে এগ্রিমেন্টএ আসতে। এই রেট ফিক্সড হ'লে তারা যদি কিছুটা মনে করে তাদের প্রতি বিচার করা হয়েছে, তবে অনেকে ডেমোক্রেটিক সেন্সএ এগিয়ে আসতে পারে। উড়িষ্যায় এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে। শতকরা ৯৯ ভাগ লোক ইরিগেটেড এরিয়ার—তারা এগ্রিমেন্ট রেট গভর্নমেন্টের সঙ্গে ফিক্স করেছে। এই রেট—পপুলার ওয়াটার রেট তারা ফিক্স করছে। তা না হ'লে চাষীদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেবে। কংগ্রেস পক্ষের এক মাননীয় বন্ধু তাঁর বক্তৃতায় বললেন—এর বিরুদ্ধে চাষীমহলে একটা প্রচণ্ড বিক্ষোভ হবে। রিপিটিং দি সেম হিস্ট্রি এটা বলা যায়—আপনার এই সিসটেমটা আনপপুলার হ'লে সুবিধা হবে না, যদিও এটা মোস্ট আনপপুলার। এগ্রিমেন্ট রেটএর ভিত্তিতে ওয়াটার রেট চার্জ করা হ'লে আপনারা পপুলার হ'তেন, সহজে পপুলারিটি গেন করতে পারতেন।

তারপর রেট অফ রিটার্নএর দিক থেকেও একটা সমস্যা আছে। সেটা বিচার করা দরকার। বাৎসরিক রিটার্ন অন ক্যাপিটাল আউটলে, বিহারে দেখছি ওয়াটার রেট চার্জ ৪·৬ পারসেন্ট, বোম্বে ৪·১৭ পারসেন্ট, মাদ্রাজে ৬;২৪ পারসেন্ট, পাঞ্জাবে ৪·৬৭ পারসেন্ট, উত্তরপ্রদেশে ৫·২৭ পারসেন্ট বাৎসরিক রিটার্ন অ্যান্ড ক্যাপিটাল আউটলে।

তারপর পারসেন্টেজ কস্ট অফ ইরিগেশন চার্জেস অফ টোট্যাল ইল্ড—বোম্বে দেখছি ৫·৩, মাদ্রাজে ৩০·৪, পাঞ্জাবে ২২;৮, উত্তরপ্রদেশে ৪·০৪, অর্থাৎ দেখা গেল ইরিগেশন রেভিনিউ পাঞ্জাবে ও বিহারে সবচেয়ে বেশি। তার কারণ এগ্রিমেন্ট রেট সে জায়গায় চালু আছে। আজ আমাদের মন্ত্রিমহাশয় রেভেনিউএর দিকটা বেশি দেখছেন এবং সেটাই প্রধান বিচার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এগ্রিমেন্ট রেট দেখছি ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ফিক্সড এগ্রিমেন্ট রেট মেনে নেওয়ায় সেখানে ইরিগেশন রেভিনিউ বেশি আদায় হয়েছে। সেই সিসটেম যদি এখানে চালু করেন, তা হ'লে আমার বিশ্বাস রেভেনিউ বেশি আদায় হবে না, টাকা কম উঠবে। তার হাত থেকে রেহাই পেতে পারেন। যদি ওয়াটার রেট আদায়ের মূলনীতি দেখি তা হ'লে দেখা যায় ওয়াটার রেট যদি ইকনমিক ইউজ হয়, অ্যাট দি সেম টাইম অপ্টিমাম ইউজ জলের হ'তে পারে। এই যে আমাদের জলসেচ—খালের জলের যে নীতি সেখানে এই দু'টো নীতি দেখা দরকার। এ বিষয়ে ভারতবর্ষের ও ভারতবর্ষের বাইরে বিভিন্ন রকম মতভেদ দেখা যায়। আমরা জলসেচের জন্য ওয়াটার রেট ফিক্স করব। কিন্তু তা কোন্ মূলনীতিকে ভিত্তি ক'রে হবে? প্রধানত তিনটি ভিত্তি আছে—কোন প্রফিট নেব না, নো লস, নো প্রফিট, জল মেনটেন করবার খরচ--ওয়াটার রেট যা খরচ পড়বে তাই চার্জ করব—নো লস অ্যান্ড নো প্রফিট; আর হচ্ছে—নো প্রফিট অ্যান্ড সাম লস, অর্থাৎ কিছুটা লোকসান দিতে হবে, লাভ মোটেই করব না।

[6-40—6-50 p.m.]

আর একটা কথা আছে—সাম প্রফিট অ্যান্ড নো লস। এখন এই সাম প্রফিট অ্যান্ড নো লস, সেটা কোন কোন এলাকায় এই নীতি প্রযোজ্য হ'তে পারে? আমরা দেখছি যে, বেটার অ্যান্ড ওয়েল অফ এরিয়া, অর্থাৎ যেসমস্ত জায়গায় চাষীদের অবস্থা অত্যন্ত ভাল এবং ইকনমিক পজিসন সাউন্ড, সেই সমস্ত জায়গায় সাম প্রফিট নো লস করা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় নীতি নো প্রফিট সাম লস—আমাদের দেশে চাষীদের যে অর্থনৈতিক অবস্থা তাতে তাদের প্রফিট নেই, সাম লস, আমাদের স্বীকার ক'রে নিতে হবে। পশ্চিম বাংলায় চাষীদের মোটামুটি অবস্থাটা যদি চিন্তা করা যায় তা হ'লে দেখা যাবে—মালিকানাস্বত্ব যেসমস্ত কৃষিজীবীদের আছে, তারা শতকরা ৮০টি। তার মধ্যে এক থেকে দুই একর জমিতে যাদের মালিকানাস্বত্ব আছে তাদের সংখ্যা হ'ল সাড়ে পাঁচ লক্ষ, আর দুই থেকে তিন একরে যাদের মালিকানাস্বত্ব আছে তাদের সংখ্যা হ'ল আড়াই লক্ষ, আর তিন থেকে চার একর যাদের আছে তাদের সংখ্যা হ'ল ২ লক্ষ এবং যাদের চার থেকে পাঁচ একর আছে, তাদের সংখ্যা হ'ল দেড় লক্ষ। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে প্রায় সাড়ে এগার লক্ষ চাষীপরিবার পশ্চিম বাংলায়, তাদের মোট জমির পরিমাণ ১৫ বিঘার মধ্যে। কাজেই এই যে ১৫ বিঘার মধ্যে যাদের জমির মালিকানাস্বত্ব আছে অর্থাৎ মোট চাষীর মধ্যে পঞ্চাশ ভাগের বেশি লোকের পনের বিঘার কম জমি আছে। সেক্ষেত্রে আমরা যদি তাদের কাছ থেকে এইভাবে ওয়াটার রেট চার্জ করি, তা হ'লে তার আর্থিক অবস্থা কোন পর্যায় গিয়ে দাঁড়াবে, সেটা একটু চিন্তা করবার বিষয়। তারপর বর্গাদারদের ক্ষেত্রে আইনে বলা হয়েছে যে, ৫০ পারসেন্ট ওয়াটার রেট তাদের দিতে হবে। তা হ'লে বর্গাদারদের অবস্থা পশ্চিম বাংলায় কি হবে?

[At this stage the red light was lit but the member was allowed two minutes more]

কাজেই, দেখা যাচ্ছে আপনি বলছেন বাংলাদেশের ভাগচাষীকে শতকরা ৫০ ভাগ ওয়াটার রেট দিতে হবে। ভাগচাষীরা গড়পড়তা ছয় বিঘা ক'রে চাষ করে। এই ছয় বিঘায় যদি বিঘাপ্রতি পাঁচ মণ ক'রে ধান উৎপন্ন হয় তা হ'লে ৫×৬=৩০ মণ ধান, তার অর্ধেক ১৫ মণ ধান। এইটা যদি সম্বৎসরে ভাগচাষীরা পেয়ে, তাকে আবার এই ওয়াটার রেট দিতে হয়, তা হ'লে সে বাঁচবে কি ক'রে?

তারপর মেইনটেনেন্স কস্ট সম্বন্ধে যা আলোচনা হয়েছে তা থেকে দেখছি, এই মেইনটেনেন্স কস্ট আমরা কি ক'রে পাব। মেইনটেনেন্স কস্ট দু' রকমের আছে। এক রকম মেইনটেনেন্স কস্ট হ'ল ইরিগেশন অ্যান্ড ওয়ার্কিং অর্ডার রাখবার জন্য যে কস্ট। আর এক রকম মেইন-টেনেন্স কস্ট হ'ল চাষীকে ওয়াটার সাপ্লাই করবার জন্য যে কস্ট। প্রথমটা হ'তে পারে আমাদের ফার্স্ট ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানের চার্জ। প্ল্যানিং কমিটি সেই চার্জ সম্বন্ধে বলেছেন যে, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে

can be charged irrespective of taking water or not.

কিন্তু বর্তমান বিলে ডিফারেন্সিয়েট করা হয় নি। যে জল নেবে তাকে দু' রকমই মেইন-টেনেন্স চার্জ দিতে হবে, যেটা ফার্স্ট ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানের বিরুদ্ধে বলেছেন। এখন ফার্স্ট ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএ আমরা দেখছি যে, এই মিনিমাম মেইনটেনেন্স কস্ট সেই সম্পর্কেই তাঁরা বলেছেন এবং তাঁরা এটাও বলেছিলেন যে, এই বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখেছি যে, ওয়াটার রেট সেখানে সুগারকেনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ জল দরকার সুগারকেন চাষের ব্যাপারে সেই সমস্ত রেট আমরা দেখি পাঞ্জাবে

it varies from Rs. 9 to Rs. 11-1-6 p.

আর মাদ্রাজে সাড়ে সাত টাকা থেকে আরম্ভ ক'রে বার টাকা, ইউ পি-তে পাঁচ টাকা থেকে বার টাকা কিন্তু এই সমস্ত ছাড়িয়ে আমাদের যে রবি ফসল ও খারিফের যে রেট ধরা হয়েছে সেটা তাদের ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যাঁরা তৈরি করেছিলেন তাঁরা এই কথা বলেন যে, ওয়াটার রেট এটা ফিক্স করবে কে? আমরা দেখেছি সমস্ত পাওয়ার কালেক্টরএর কাছে দেওয়া হয়েছে। সেই কালেক্টরকে সমস্ত পাওয়ার না দিয়ে সেই পাওয়ারটা কিছু পরিমাণে ঠিক করার জন্য একটা ওয়াটার রেট বোর্ড করা দরকার এবং সেই ওয়াটার রেট বোর্ড একটা সামথিং লাইক সেমি-অটোনমাস বডি হওয়া দরকার, সেই সেমি-অটোনমাস বডি আমাদের যেখানে ডিসপিউট দেখা দেবে সেই ডিসপিউটএর ক্ষেত্রে এই ওয়াটার বোর্ড তারা সেখানে কাজ করবে এবং ট্রাইব্যুনালের মত বসবে। শুধু তাই নয়, তাঁরা বলেছেন যে, সেই

Water Rate Board will be entrusted with the maintenance of ways and means funds for developments

এবং ফার্স্ট ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএ একথা বলা সত্ত্বেও আমরা দেখছি যে, সমস্ত ক্ষমতাটা এখানে কালেক্টরএর উপর কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে, এই ভার তার উপর দিয়ে এই ওয়াটার রেট বোর্ড বা সেমি-অটোনমাস বডি এই স্থানীয় সমস্যাগুলি দেখবার জন্য তাঁরা তৈরি করেন নি। কিন্তু ভারতবর্ষের বাইরে অন্যান্য জায়গায়, যেমন অস্ট্রেলিয়া, ইটালি বা জাপান বা ইউ এস এ এই সমস্ত জায়গায়ও যে কনসেসন দেওয়া হয়, ওয়াটার রেটএর ক্ষেত্রে আমাদের এখানে সে কনসেসন দেওয়া হয় নি যদিও আমাদের দেশের চাষীরা সবচেয়ে বেশি দুরবস্থার মধ্যে বাস করছে। এইজন্য আমি এটাকে সার্কুলেশনএ দেবার জন্য বলছি ও এই বিলটাকে সম্পূর্ণভাবে অপোজ করছি বর্তমানে।

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, যে বিলটা আমাদের সামনে এসেছে, এই নিয়ে দীর্ঘকাল আলোচনা হয়েছে, কাজে কাজেই আমি আমার বক্তৃতায় তার আর পুনরাবৃত্তি না ক'রে এই কয়েকটি কথা বলতে চাই যে, শুধু বর্ধমান জেলা নয়, বিশেষ ক'রে হুগলী জেলা, বাঁকুড়া জেলা এবং হাওড়া জেলা এই ডি ভি সি-র অন্তর্ভুক্ত এবং আজকে যে ট্যাক্স বসানো হচ্ছে তাতে এই কয়েকটি জেলা বটেই এবং ইতিপূর্বেই ময়ূরাক্ষী প্রোজেক্ট আছে, তারও ট্যাক্স বীরভূম জেলায় আছে এবং এইটা হিসাব করলে দেখতে পাব যে, প্রায় মেদিনীপুরকে বাদ দিলে সমগ্র বর্ধমান বিভাগেই এই কর প্রযোজ্য হচ্ছে। এই অবস্থাতে আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কতকগুলি যুক্তি কয়েকবার বাজেট অধিবেশনে তিনি দিয়েছেন এবং কর ধার্য কেন করা হবে তা বলতে চেয়েছেন। তিনি ১৯৫৩ সালের ১২ই এবং ১৩ই মার্চে বাজেট বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, মহীশুরের কৃষ্ণাবাই সাগরে একরপিছু ১২ টাকা ক'রে ট্যাক্স আছে। মাদ্রাজে টিনে ভ্যালি সেখানে ২১ টাকা ক'রে ট্যাক্স আছে, মাদ্রাজ লোয়ার ভবানীসাগর সেখানে দশ টাকা কর আছে। পূর্ব পাঞ্জাবে ১১ টাকা আছে, উত্তরপ্রদেশে ৯।৵০, উত্তরপ্রদেশে টিউবওয়েল ইরিগেশন যেখানে

হচ্ছে সেখানে ৭৫ টাকা। এমনিভাবে ঐসব প্রদেশে কর ধার্য আছে দেখিয়ে তিনি বলতে চেয়েছেন বাংলাদেশেও কেন কর ধার্য করা হবে না এবং এইখানে তিনি আরও কয়েকটি হিসাব দেখিয়েছেন, সেই হিসাবে আমরা পেয়েছি যে, ১৯৫১ সালের স্টেট স্ট্যাটিস্টিক্যাল ব্যুরোর হিসাব উদ্ধৃত ক'রে তিনি দেখিয়েছেন যে, বাড়তি ফলন হয়েছে ১'৩½ মণ ক'রে প্রতি একরে এবং কম ক'রে ১৩½ মণের জায়গায় ১২ মণ যদি ধরা যায় তা হ'লে ক্যানেলএর জল ব্যবহার ক'রে, চাষী প্রতি একরে ১২×৭½ অর্থাৎ ৯০ টাকার মূল্যের বাড়তি ফসল পেয়েছে। এইভাবে তিনি কর ধার্যের কথা উল্লেখ করেন।

[6-50—7 p.m.]

কিন্তু মন্ত্রিমহাশয়কে আমি এই প্রশ্ন করি যে, যখন ডি ভি সি স্কীম হয় তখন বলা হয়েছিল যে, ৩ লক্ষ টাকার ফসল বাড়বে এবং স্ট্যাটিস্টিক্যাল ব্যুরোর হিসাবে দেখছি যে, সাড়ে তের টাকা করে প্রতি একরে গড়পড়তা ফলন হয়েছে। এখন কথা হচ্ছে, খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় যখন প্রথম হিসাব দিয়েছিলেন তখন এই বলেছিলেন যে, ১২ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি হবে এবং পরবর্তী হিসাবে তিনি বললেন যে, ৭ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি হবে। যদি বাড়তি ফলনই হয়ে থাকে তা হ'লে এত টন খাদ্যই বা ঘাটতি হ'ল কেন? এ থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে, খাদ্যবৃদ্ধি হয় নি এবং মন্ত্রিমহাশয় খাদ্যবৃদ্ধির যে কথা বলেন তা তিনি প্রমাণ করতে পারবেন না। পাঞ্জাবে, মাদ্রাজে এবং অন্যান্য শুকনো প্রদেশে যে হার আছে সেই হারে তিনি বাংলাদেশের কর ধার্য করতে পারেন না। ও সমস্ত প্রদেশে যে মাটি, যে জমি আছে তা তিনফসলী, সেই সমস্ত জমির সঙ্গে বাংলাদেশের জমির তুলনা হয় না। তা ছাড়া সেখানে জল না দিলে ফসলই হয় না। কিন্তু এখানে বাংলাদেশে যদি বীজ ছড়িয়ে দেওয়া যায়, আর জলের অভাব না হয়, সময়মত বৃষ্টি হয় তা হ'লে পরেই ফসল উৎপন্ন হয়। কাজেই এসব জমির সঙ্গে অন্যান্য প্রদেশের তুলনা হয় না, হ'তে পারে না। তা ছাড়া মন্ত্রিমহাশয় এই যে বিল এনেছেন তা কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েক বছরের বাজেট বক্তৃতা দেখলেই বুঝা যাবে। সেখানে অর্থমন্ত্রী মহাশয় যে বাজেট বক্তৃতা দিয়েছেন তা দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে তাতে বার বার ক'রে বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার যে লোন দেবার কথা বলেছেন ডি ভি সি-র জন্য তা বন্ধ ক'রে দিচ্ছেন, সেই গ্র্যান্ট বন্ধ ক'রে দিচ্ছেন। ১৯৪৮-৪৯ সালের বাজেট থেকে আরম্ভ করে ১৯৫০-৫১ সালের প্রত্যেকটি অর্থমন্ত্রীর বাজেট পড়লে এটাই দেখা যাবে যে, বারবার অভিযোগ করা হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের বাজেট আপসেট ক'রে দিচ্ছে। এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী এ'রা বাধ্য হচ্ছেন কর ধার্য করতে। তার পেছনে কি যুক্তি দিচ্ছেন? যুক্তি দিচ্ছেন যে ফলন বেড়েছে, কৃষকদের আয় বেড়েছে এবং অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে তুলনা ক'রে দেখাতে চেয়েছেন। ১৯৩৫ সালে যখন আইন হয়েছিল তখন যে ডিবেট হয়েছিল তৎকালীন একটি বক্তৃতার অংশ এখানে পড়ে দিচ্ছি। তা হ'লেই বুঝা যাবে মন্ত্রিমহাশয় কোথায় এবং কি ধারায় চলেছেন:—

> "The proposition is that at the present moment if your income is Rs. 10 and you are not in a position to pay your rent and to meet the necessities of life, we are going to charge from you Rs. 10 or Rs. 5 or Rs. 4. Whatever may be the levy but on condition only when I have put in your pocket at least Rs. 20 so that there is a difference between the money which you previously earned and there is a difference between the money which you are going to earn ana we are going to take half of the extra money which is going to your pocket. (A voice: Who is going to decide the profit?)

ঠিক সেইরকমভাবে নাজিমুদ্দিন সাহেব যে বক্তৃতা করেছিলেন তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় সেকথা বলতে চেয়েছিলেন এবং কয়েকবার মন্ত্রিমহাশয় তাঁর বক্তৃতায় একথা বলেছেন চাষীর ঘরে যদি বাড়তি ফলন পায় সেখানে তাদের ৯০ টাকা যদি বেশি আর্ন করে, তা হ'লে তা থেকে তার অর্ধেক আমাদের দেবে না? এবং সেই অর্ধেক দেওয়ার যে যুক্তি সেদিন নাজিমুদ্দিন সাহেব দিয়েছিলেন আজও সে যুক্তি এই মন্ত্রিমহাশয় দিচ্ছেন। আমি পরিষ্কার বলতে চাই যে, এই সরকার মেরুদণ্ডহীন তাই কেন্দ্র থেকে সরকার যে টাকা পেতে পারত সে টাকা আদায় করতে

পারে না, না পেরে আজ চাষীদের উপর সমস্ত কিছু কৃষকদের ঘাড়ে চাপাচ্ছেন। আজকে বড় বড় কোম্পানি এবং কয়লাখনির যাঁরা মালিক, যাঁরা ইলেকট্রিসিটি ব্যবহার ক'রে প্রচুর মুনাফা লুটছে তাদের উপর কোন ট্যাক্স না ক'রে যা কিছু কৃষকদের উপর চাপানো হচ্ছে। আজকে যে বড় বড় এলাকায় কোম্পানি এবং কয়লাখনির মালিকেরা যে মুনাফা লুটছে তাদের উপর কেন ট্যাক্স করা হয় নি? হয় নি, কেননা আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের জোর বেশি, আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে মন্ত্রীদের চেয়ে তাদের কণ্ঠস্বর বেশি পেঁছায়। সেইজন্য তাদের গায়ে হাত দেবার ক্ষমতা নেই। তাই বাংলাদেশের গরিব চাষীদের উপর এই কর ধার্য করছেন। আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করছি এটা কেন হয় না? আমরা দেখতে পাই, সওদাগরী অফিসে যারা চাকরি করে বা গভর্নমেন্ট অফিসে যারা চাকরি করে, তাদের উপর কর ধার্য থাকে না, কিন্তু কৃষকের যে জমি যাতে তার জীবিকা, তার উপর কর ধার্য আছে; ডি ভি সি-র ট্যাক্স বেশি নিচ্ছেন। কৃষককে কবার মারবেন? যে কৃষক তার জমিতে সারা জীবন পরিশ্রম ক'রে ফসল ফলাচ্ছে, হয়ত তার ঋণের বোঝা কিছু কমছে, তার উপর কর ধার্য ক'রে আপনাদের টাকা তুলছেন। আমি মন্ত্রিমহাশয়ের বাজেট বক্তৃতা উদ্ধৃত ক'রে বলব যে, তিনি ১৯৫৬ সালে দাশরথি তা মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, আপনারা সাপ্লাই করতে পারেন না জল যায় না ব'লে। এই রকম অবস্থায় তারা চাক বা না চাক—এটা অমানুষিক ব্যাপার। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় হিসাব দেখিয়েছেন যে, তারা ৯০ টাকা বেশি আয় করতে পারে। আমি প্রশ্ন করি, এটা কোথাকার কথা? আজ জলের জন্য ফলন বাড়বে, দু' শ' বৎসরের ইংরাজ শাসনের ফলে, জমিদারদের অত্যাচারের ফলে কৃষকদের জমি তার উৎপাদিকাশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। যে জমি থেকে ফলন কমে গেছে সেটা কি আজ জলদেওয়ার জন্য পূরণ করা হয়েছে। সেই স্তরে কি আমরা পেঁছেছি। এখনও পেঁছাই নি, তা হ'লে গত বছর যে ফলন হয়েছে তার চেয়ে কি বেশি ফলন হয়েছে? আজ দু' শ' বৎসর ধ'রে ঐ জমিগুলো কুষ্ঠরোগীর চামড়ার মত অবস্থায় ছিল। কৃষকেরা জমিতে সার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস দিতে পারে নি। সেজন্যই তো উৎপাদন কমে গিয়েছিল। আজ সামান্য বৃষ্টির জলের জন্য যদি বেশি ফলে তা হ'লে বলবেন এই অতিরিক্ত উৎপাদন এই জলের জন্যই হয়েছে। আর যখন এই কথা মাননীয় সদস্য বিরোধীদলের ডেপুটি লীডার বঙ্কিম মুখার্জি বলেছিলেন তখন তার উত্তরে বলেছিলেন, 'বঙ্কিমবাবুর মত কথা বঙ্কিমবাবুই বলেছেন' যে, কৃষকের ক্যানাল লেভি হবে, বেটারমেন্ট ট্যাক্স দিতে হবে—এ ট্যাক্স কৃষকেরা বেশি মনে করে। কিন্তু কোন এগ্রিকালচারাল ইকনমিস্ট একথা বলবে না। কিন্তু আমি বলি, গত দু' শ' বছরে যে প্রোডাকশন কমে গেছে, যেখানে দশ মণ হ'ত সেখানে পাঁচ মণ হচ্ছে, তখন তারা গভর্নমেন্টকে কি দেবে? এতকাল ধরে যে অবনতি হয়েছে, তা কি পূরণ হয়েছে—পূর্বের অবস্থা কি এসে গেছে যে, এক বৎসরেই কর চাইবেন? আজকে এই যে ১৫ টাকা কর ধার্য করছেন তাতেই কি রাজ্য চলতে পারবে? অন্যান্য দেশের ইতিহাস দেখলে দেখা যায় যে, আমেরিকায় অন্তত ৩০ বৎসর কর ধার্য করা হয় নি। আর এখানে ডি ভি সি একটা শিশু প্রতিষ্ঠান, আর আমাদের গভর্নমেন্টও শিশু। আমরা এখানকার সমস্ত মানুষের উপর কর ধার্য করতে যে করের তুলনা হয় না, কোন সভ্যজগতের সঙ্গে তুলনা চলে না।

[Here the member having reached his time limit resumed his seat.]

Adjournment

The House was then adjourned at 7 p.m. till 3 p.m. on Tuesday, the 22nd July, 1958, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Tuesday, the 22nd July, 1958, at 3 p.m.

PRESENT:

Mr. Speaker (the Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 15 Hon'ble Ministers, 12 Deputy Ministers and 207 Members.

[3—3-10 p.m.]

(Further supplementaries to starred question *108)

Sj. Chitto Basu:

আপনি যে বলেছেন যে স্টেটমেন্ট লেইড অন দি টেবল (সি)এর জবাবে এতে দেখা যায় বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন রকমের হার হচ্ছে, এর কারণ কি?

The Hon'ble Abdus Sattar:

কম সব জায়গায় নয়, অনুসন্ধান করে যেমন দেখেছি, সেইরকম রিপোর্ট করেছি।

Sj. Chitto Basu:

আপনি (ডি) প্রশ্নের জবাবে বলেছেন 'ইয়েস, জেনারেলী'। এই জেনারেলী কথাটার মানে কি? কেন এটা ব্যবহার করেছেন?

The Hon'ble Abdus Sattar:

জেনারেলি মানে সাধারণভাবে।

Sj. Chitto Basu:

আপনার কি এ খবর আছে যে কোন কোন জেলায় যে রেট বেঁধে দেওয়া হয়েছে, সেই রেট পুরোপুরিভাবে কার্যকরী করা হচ্ছে না?

The Hon'ble Abdus Sattar:

হ্যাঁ, খবর পেয়েছি, কোন কোন জেলায় কার্যকরী করা হচ্ছে না। যেসব জায়গায় হচ্ছে না সেখানে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি।

Sj. Chitto Basu:

এজন্য কি একজন বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত করেছেন?

The Hon'ble Abdus Sattar:

আমরা একজন বিশেষ পরিদর্শক নিযুক্ত করেছি।

Sj. Chitto Basu:

আপনি কি জানেন নদিয়া জেলার রাণাঘাট অঞ্চলের বিড়িশ্রমিকদের নির্ধারিত হারে বেতন দেওয়া হচ্ছে না?

The Hon'ble Abdus Sattar:

এ রকম জানি না। জেনে দেখব—যদি সত্য হয় তাহলে ব্যবস্থা অবলম্বন করব।

Sj. Chitto Basu:

বর্তমানে জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির দরুণ বিড়ি শ্রমিকদের বেতন রেট আপনাদের পরিবর্তন করবার ইচ্ছা আছে কি?

The Hon'ble Abdus Sattar:

এ সম্বন্ধে কমিটি যদি করেন তখন দেখা যাবে।

Sj. Chitto Basu:

যখন বিভিন্ন জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি ঘটে গেছে, সেইটে বিবেচনা করে রেট পরিবর্তন করবেন কিনা?

The Hon'ble Abdus Sattar:

সেটা বিবেচনার ভার কমিটির উপর।

Sj. Chitto Basu:

আপনাদের প্রদত্ত বিড়ি শ্রমিকদের যে সংখ্যা দেওয়া হয়েছে সে সংখ্যা নির্ণয়ের ও রেট নির্ণয়ের প্রণালী কি?

The Hon'ble Abdus Sattar:

সংখ্যা নির্ণয় সম্পর্কে স্যাম্পল সার্ভে করা হয়।

Sj. Saroj Roy:

আপনার জবাবে সংখ্যা দেওয়া আছে ৩০,০০০ ওটা ত্রিশ হাজার হবে না তিন লাখ হবে?

The Hon'ble Abdus Sattar:

আগে ১৯৫১ সালে যখন করা হয়েছিল তখন ঐ সংখ্যা ছিল, তারপর ১৯৫৪ যে সার্ভে করা হয়েছে তাতে দাঁড়িয়েছে ৭১,৮২৬।

[At this stage Sj. Saroj Roy rose to put another supplementary question.]

Mr. Speaker: Just a minute Mr. Roy. I have not been able to follow the information given. Mr. Sattar, you have said approximately 30,000 biri workers; why do you now say 71,000?

The Hon'ble Abdus Sattar: That was long before; that survey was made in 1951.

Mr. Speaker: What you have said is that the number has at present dropped to 30,000.

The Hon'ble Abdus Sattar: No, No. 30,000 was in 1951. Another survey was made by the Statistical Bureau which shows the number as 71,826 in 1954.

Mr. Speaker: Why then this old figure was given?

The Hon'ble Abdus Sattar: I think by mistake.

Mr. Speaker: Let the honourable members take note that the last of the surveys took place in 1954 when 71 thousand odd was the total number of biri workers found on such survey.

Sj. Saroj Roy:

আপনার কাছে এমন কোন সংবাদ রয়েছে কিনা যে, ওয়েস্ট বেঙ্গলের বিড়ি মজদুরদের প্রকৃত সংখ্যা তিন লক্ষ। ওয়েস্ট বেঙ্গল বিড়ি মজদুর ফেডারেশনের যে হিসেব তাতে দেখা যায় বিড়ি মজদুরদের টোট্যাল নাম্বার হচ্ছে এ্যাট প্রেজেন্ট তিন লাখ, এই যে হিসেব ওয়েস্ট বেঙ্গল বিড়ি মজদুর ফেডারেশন দিয়েছেন এ সম্পর্কে আপনার মত কি?

The Hon'ble Abdus Sattar:

এ সম্বন্ধে আমাদের কোন মতামত নাই, স্ট্যাটিস্টিক্যাল ব্যুরো আমাদের যে হিসেব দিয়েছেন আমরা সেইটে নিয়েছি।

Sj. Saroj Roy:

কিছুক্ষণ আগে ইমপ্লিমেন্টেশন সম্পর্কে যে কথা আপনি বললেন তার উপর আমার সাপ্লিমেন্টারী কোয়েশ্চেন হল—বিভিন্ন জায়গায় এটা ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য কজনা স্টাফ নিয়োগ করেছেন?

The Hon'ble Abdus Sattar:

এ সম্বন্ধে আমরা মিনিমাম ওয়েজ কমিটি রিকমেন্ডেশন মতে চারজন নিয়োগ করেছি।

Sj. Saroj Roy:

আপনাদের বেতনের হার ঠিক করার পর থেকে আজ পর্যন্ত তা ইমপ্লিমেন্টেড যেখানে হয় নাই সেখানে মাত্র চারজন স্টাফ দিয়ে কি ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন?

The Hon'ble Abdus Sattar:

কোন আইন পাশ হলেই মনে করা হয় সেটা কার্যকরী হচ্ছে; যেখানে কার্যকরী হচ্ছে না সেখানেই কার্যকরী করবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

Dr. Narayan Chandra Ray:

যে হার আপনারা দিয়েছেন সেই হার অনুযায়ী তারা বিড়ি শ্রমিকদের সপ্তাহে মাত্র চারদিন কাজ দেয়? এ সম্বন্ধে আপনার কি কোন খবর আছে?

The Hon'ble Abdus Sattar:

না, কোন খবর আমি জানি না।

Dr. Narayan Chandra Ray:

আপনি কি অবগত আছেন যে কলকাতায় এই হার বজায় রাখার জন্য সাতদিনের জায়গায় তাদের চারদিন এমপ্লয়মেন্ট দিয়ে কাজ চালাচ্ছে?

The Hon'ble Abdus Sattar:

না, আমি অবগত নই।

Dr. Narayan Chandra Ray:

কলকাতায় এই হারের ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য আন্দোলন হয় বলে এইখানে অল্প লোককে কাজ দিয়ে হার বজায় রাখা হয় এবং বেশির ভাগ কাজ বাইরে পাঠান হচ্ছে—এ কথা কি আপনি জানেন?

The Hon'ble Abdus Sattar:

না, এ কথা আমার জানা নাই।

Dr. Narayan Chandra Ray:

কলকাতার ঐ হার প্রবর্তন করার জন্য প্রেসার দেওয়ায় সস্তায় কাজ করিয়ে আনার জন্য কলকাতার বিড়ি শ্রমিকদের কাজ না দিয়ে অন্যত্র বাইরে পাঠান হয়......

Mr. Speaker: The work is not given here but is given outside. This does not strictly follow from the question.

Dr. Narayan Chandra Ray:

এখানে প্রশ্ন এই কারণে উঠতে পারে, বিড়িশ্রমিকদের ওয়েজ হার ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য যে স্টাফ নিযুক্ত হয়েছে তাদের এটার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবার প্রয়োজন আছে যে বাইরে যে পাঠানো হচ্ছে সেখানে মাত্র বারো আনা চৌদ্দ আনা রেটে মজুরি দেওয়া হচ্ছে, ওদেরও ঠক নো হচ্ছে এদিকে কলকাতার লোকেরও কাজ চলে যাচ্ছে, সেইজন্য আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে—কলকাতার বাইরে লোক পাঠানোর দরকার আছে কিনা?

Mr. Speaker: The short question is this. By reason of non-implementation the work is being entrusted to workers outside Calcutta. Are you aware of this?

The Hon'ble Abdus Sattar: No.

Dr. Narayan Chandra Ray:

কলকাতার বাইরে এই ওয়েজের হারের আইন চালু না থাকায় সস্তা হারের সুযোগ নিয়ে সেখানেই এখানকার বদলে বেশি কাজ পাঠানো হয়, সেইজন্য কলকাতার বাইরে এই ওয়েজ রেট ইমপ্লিমেন্টেড যাতে হয় সেটা করার প্রয়োজন বেশি, এটা মন্ত্রী মহাশয় অনুভব করেন কিনা?

Mr. Speaker: He says by reason of non-implementation, in Calcutta there is no work. The work is being entrusted outside Calcutta where this law does not apply, for the sake of taking advantage.

The Hon'ble Abdus Sattar:

এ প্রসঙ্গে আমি বলতে পারি কখনো কখনো পশ্চিম বাংলার বাইরে থেকে বিড়ি তৈরি করিয়ে আনা হয়। এজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে ভারত সরকারের কাছে ইন্টার-স্টেট ওয়েজ কমিটি অনুমোদন করবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে, যাতে এইরকম ক্ষেত্রে কোন প্রদেশের কোন রকম অসুবিধা না হয়।

[3-10—3-20 p.m.]

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

উনি যে টেবল দিয়েছেন তাতে লিখছেন রেটস ফিক্সড বাই দি গভর্নমেন্ট। কিন্তু এই রেটগুলো ফিক্স করার ভিত্তি কি?

The Hon'ble Abdus Sattar:

মিনিমাম ওয়েজ কমিটিতে মালিকপক্ষ, শ্রমিকপক্ষ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট মেম্বার যাঁরা থাকেন তাঁরা নানা স্থানে গিয়ে যেসমস্ত ড্যাটা পান তার ভিত্তিতে এটা ঠিক করেন।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মিনিমাম ওয়েজ কমিটি যে রেট ফিক্স করে দিয়েছেন সেই রেটটা স্টেট লেভেলে যে মিনিমাম ওয়েজেস এডভারসী বোর্ড আছে সেখানে রেটিফাই করাতে হয়—এখন সেখানে কি সেটা রেটিফিকেশন হয়েছে?

The Hon'ble Abdus Sattar:

হ্যাঁ, হয়েছে।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন যে টুয়েন্টি-নাইন্থ এডভাইসরী বোর্ডের মিটিং হবে তাতে মিনিমাম ওয়েজ কমিটির রিপোর্ট কন্সিডার করবার এ্যাজেন্ডা রয়েছে কিনা?

The Hon'ble Abdus Sattar:

মাঝে মাঝে করা হয়, সেটা এডভাইসরী বোর্ডের সামনে আসে।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

উনি বললেন যে ১৯৫৪তে ৭১,০০০ ওয়ার্কার্সের সংখ্যা ছিল এবং মিনিমাম ওয়েজ কমিটি যে আগে সেই কমিটি যে রেট ফিক্স করেছেন এবং যা টেবলের মধ্যে আছে সেই কমিটি কবে বসেছিল?

The Hon'ble Abdus Sattar: I have got no such date with me at present.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আমার খবর হচ্ছে যে ১৯৫৬তে ওয়েস্ট বেঙ্গলে বিড়ি ইন্ডাস্ট্রির উপর মিনিমাম ওয়েজ কমিটি সেট আপ হয়েছিল এবং ১৯৫৭তে তাঁদের রিকমেন্ডেশন হয়েছিল। এখন এর ভিত্তিতে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে ১৯৫৪তে ৭১,০০০ ওয়ার্কার্স যখন মিনিমাম ওয়েজ কমিটি ১৯৫৬, সেট আপ হয় তখন যদি থেকে থাকে তাহলে এতে টোট্যাল নাম্বার অফ বিড়ি ওয়ার্কার্স ইন্ভল্‌ভ্‌ড কত সেটা কি জানেন?

The Hon'ble Abdus Sattar:

স্যার, আমি কি নিবেদন করতে পারি যে মজুরীর হার নির্ধারণ করার সঙ্গে সংখ্যার কোন সম্পর্ক নেই।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

স্যার, উনি বলেছেন যে ইন্সপেক্টর নিয়োগ হয়েছে, কিন্তু যদি কোন মালিকপক্ষ মিনিমাম ওয়েজ কমিটি যে রেট ফিক্স করেছেন সেই মিনিমাম ওয়েজ কমিটির রিকমেন্ডেশন অনুসারে কাজ না করে তাহলে গভর্নমেন্ট তাদের প্রতি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন জানাবেন কি?

The Hon'ble Abdus Sattar:

আইনসঙ্গত।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

প্রসিকিউশনের কোন ক্ষেত্র কি আছে?

The Hon'ble Abdus Sattar:

প্রসিকিউশনই সঙ্গত ব্যবস্থা।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

ধুলিয়ানে যে বিড়ি ওয়ার্কার্স আছে যাদের মিনিমাম ওয়েজ সমস্ত জেলা থেকে কম এবং যে ধুলিয়ানে মেক্সিমাম নাম্বার অফ বিড়ি ওয়ার্কার্স এমপ্লয়েড আছে সেখানে মালিকপক্ষ যে বিড়ি ওয়ার্কার্সদের বেলায় মিনিমাম ওয়েজ ইমপ্লিমেন্ট করছে না বলে যে অভিযোগ করেছে সে সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন?

Mr. Speaker: Have you received any complaints from Dhuliana regarding non-implementation?

The Hon'ble Abdus Sattar: Yes, Sir.

Mr. Speaker: Have you taken any steps? If so, what?

The Hon'ble Abdus Sattar:

মিনিমাম ওয়েজ কমিটির সিদ্ধান্ত বেরুবার পর আমি স্বয়ং ধুলিয়ানে গিয়ে সেখানে উভয় পক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছি এবং আমি জানি যে তারা উভয় পক্ষেই রাজী হয়েছিল, কিন্তু তারপর যদি সেটা কার্যকরী না হয় তাহলে আমাদের যে ক্ষমতা আছে তা নিশ্চয় আমরা প্রয়োগ করব।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে গভর্নমেন্ট থেকে ঐ রেকমেন্ডেশন অনুসারে সেটা ফিক্স করার আগে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, এই রেকমেন্ডেশনের পর অন্যান্য জেলার তুলনায় এখানে অনেক কম মিনিমাম ওয়েজ ফিক্সড করা হয়েছে এবং টেবিলে ভুল দেওয়া হয়েছে এক টাকা বার আনা নয়, ওটা দেড় টাকা হবে, অন্যান্য জায়গায় দুই টাকার উপর—মিনিমাম ওয়েজ এত কম নির্ধারিত হওয়া সত্ত্বেও এবং সেখান থেকে বারবার অভিযোগ আসা সত্ত্বেও সরকার পক্ষ থেকে এটা নন-ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য কেন প্রসিকিউশন বা অন্য কিছু ব্যবস্থা করা হয় নি?

The Hon'ble Abdus Sattar:

ওরা এপ্রিলের গেজেটে এটা বেরিয়েছে, কাজেই এমন সময় পার হয়ে যায় নি যাতে সরকার এ সম্পর্কে উদাসীন—এই অভিযোগ করা যেতে পারে।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

উনি সংশোধিত সংখ্যা যেটা দিয়েছেন, সেটা কি বিড়ি ফ্যাক্টরী বলে রেজিস্টার্ড যেসমস্ত ফ্যাক্টরী আছে তাতে নিযুক্ত যে শ্রমিক, না মোট সংখ্যা?

The Hon'ble Abdus Sattar:

মোট সংখ্যা।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

এই যে হার ঠিক করা হয়েছে, ফ্যাক্টরীতে নিযুক্ত সমস্ত বিড়ি শ্রমিকদের পক্ষে এটা প্রযোজ্য?

The Hon'ble Abdus Sattar:

নিশ্চয়ই।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

মন্ত্রী মহাশয় এটা জানেন কি যে, মালিকরা অনেক ক্ষেত্রে কোন একটা ট্রাইব্যুনালের রায়ের সুযোগ নিয়ে শ্রমিকদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত কবার জন্য তাঁদের নিজেদের প্রেমিসেসে কাজ না দিয়ে বাড়ি বাড়ি কাজ দিচ্ছেন?

Mr. Speaker: Question disallowed.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

আমি রেলিভেন্সীটা আপনাকে দেখাবার চেষ্টা করছি স্যার। নন-ইমপ্লিমেন্টেশনের ক্ষেত্রে তাঁরা কি করছেন?

Mr. Speaker:

আপনি কোন একটা স্পেসিফিক কেসের কথা বলুন, স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন করুন—ও'রা হয়ত বলবেন নোটিস চাই—

and I do not think it is wrong. You put a general question.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

এটা জেনারেল কোয়েশ্চেন, স্যার, মালিকরা কোন একটা ট্রাইব্যুনালের রায়ের সুযোগ নিয়ে শ্রমিকদের বঞ্চিত করার জন্য নিজেদের প্রেমিসেসে কাজ না দিয়ে অন্য জায়গায় তাদের কাজ দিচ্ছেন।

Mr. Speaker:

কোন ট্রাইব্যুনালের রায়—কোন কেস বলুন না।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

দিনাজপুরের একটা কেস।

Mr. Speaker: He has said that the Maliks have bypassed the law. Has the Government anything in contemplation to meet the situation.

The Hon'ble Abdus Sattar:

আমি এটুকু বলতে পারি যে কোন কোন মালিকদের পক্ষ থেকে আইনকে এড়াবার প্রচেষ্টা আছে।

Sj. Gopal Basu:

এই যে রেটস ফিক্সড হয়েছে—কোলকাতা এবং হাওড়ায় দুই টাকা চার আনা, চব্বিশপরগনা এবং হুগলিতে দুই টাকা দুই আনা, করা হয়েছে—কি ভিত্তিতে এটা করা হয়েছে?

Mr. Speaker: That question has been answered.

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

Limit up to which licit country spirit can be kept at a time by a person

27. Sj. Narayan Chobey: Will the Hon'ble Minister in charge of the Excise Department be pleased to state—

(*a*) whether under the existing law a man is entitled to keep four bottles of wine at a time; and

(*b*) if so, whether Government consider the desirability of amending the said provision of law?

The Minister for Excise (the Hon'ble Syama Prasad Barman): (*a*) An individual may keep licit country spirit up to 80 ounces at a time all over West Bengal except the districts of Jalpaiguri and Darjeeling where the limit of private possession is 60 ounces.

(*b*) There is no such proposal at present.

Sj. Pabitra Mohan Roy: Sir, supplementaries to Question No. 25 are held over.

Mr. Speaker: I have informed the House that Sj. Chittaranjan Roy will be away from Calcutta and I fixed Thursday as the date for answering the question.

Next question.

Proposed zoo at Darjeeling

28. Sj. Rama Shankar Prasad: Will the Hon'ble Minister in charge of the Forests Department be pleased to state—

(*a*) if it is a fact that West Bengal Government is proposing to open a zoo at Darjeeling;

(*b*) if so, when; and

(*c*) how much money has been allotted for the purpose?

The Minister for Forests and Fisheries (the Hon'ble Hem Chandra Naskar): (*a*) Yes.

(*b*) As soon as possible.

(*c*) No specific allotment of fund has yet been made.

[3-20—3-30 p.m.]

Sj. Rama Shankar Prasad: Will the Hon'ble Minister be pleased to state what steps has the Government taken to expedite the opening of a zoo at Darjeeling?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay: *The matter is under the consideration of the* Government. It has not yet taken concrete shape.

Proposal for legislation for development of Jalkars and protection of rights of fishermen

29. Sj. Bejoy Krishna Modak: Will the Hon'ble Minister in charge of the Fisheries Department be pleased to state—

(*a*) whether Government have any scheme to bring a comprehensive legislation regarding Fisheries so as to provide for the development of Jalkars and protection of the rights of fishermen; and

(*b*) if not, whether Government consider the desirability of enacting such a measure at an early date?

The Hon'ble Hem Chandra Naskar: (*a*) No.

(*b*) Not considered necessary, as Government have already a number of schemes for the development of Fisheries.

Sj. Bhupal Chandra Panda:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় (এ) প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন 'নো' এই 'নো' বলার কারণ কি?

Sj. Nishapati Majhi:

আমরা ফিসারীর সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য খুব বেশি নজর দিয়েছি—এইজন্য বলেছি 'নো', আর আইনগত যা প্রশ্ন আছে, তা এর মধ্যে আসে না।

Sj. Bhupal Chandra Panda:

স্কীম কতগুলি তৈরি হয়েছে, সেই স্কীমে মৎস্যজীবীদের মাছ ধরবার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

Mr. Speaker:

আপনি কোশ্চেনটা দেখুন। এতে আর সাপ্লিমেন্টারী হয় না। তাঁরা কোন কম্প্রিহেন্সিভ লেজিসলেশন—সর্বব্যাপী একটা ল'—করবেন না।

Sj. Bhupal Chandra Panda:

আমি সেকেন্ড উত্তর সম্পর্কে বলছি—কতগুলি কম্প্রিহেন্সিভ স্কীম করা হয়েছে যাতে ফিসারীর ডেভেলপমেন্টের কাজ চলতে পারে?
তাতে ফিসারম্যানদের খাল-বিলে নদীতে মাছ ধরবার অবাধ অধিকার স্বীকৃত হবে কি?

Sj. Nishapati Majhi:

ভূমিরাজস্ব বিভাগকে জিজ্ঞাসা করুন।

Sj. Deben Sen:

(এ) এই প্রশ্নের উত্তর উপলক্ষে মন্ত্রী মহাশয় কি বলেন পরিষ্কার বোঝা গেল না। জমিদারী উচ্ছেদ আইনের পরে যেসমস্ত পুকুর মৎস্যজীবীদের পূর্বে দেওয়া হয়েছিল, সে সম্বন্ধে এখন মৎস্যজীবীদের অধিকার কি? এই প্রশ্নের উত্তর চাই।

Mr. Speaker: I find some difficulty in allowing this question, because it is a double-barrel question—protection of rights—existing rights or supposed moral rights?

Sj. Deben Sen: Existing rights.

Mr. Speaker: *Legal rights?*

Sj. Deben Sen: That is not mentioned here.

Mr. Speaker: The question is bad. If you have got legal right, then if there is a chance of attacking you, law gives you protection. If it is a moral right it is different. What is the right?

Sj. Deben Sen:

সেটা বলছি, স্যার। আমাদের মৎস্যজীবীর যেসমস্ত পুকুর নিয়ে বিশেষ করে কাশীপুর, বরানগরে যেসমস্ত পুকুরে মাছের চাষ করত এবং বহুসংখ্যক লোক এইভাবে মাছের চাষ করে কলিকাতার লোককে খাওয়ায়, আজকে তাদের সেই পুকুরগুলি সম্বন্ধে কোন অধিকার থাকবে কিনা, এবং সেখানে তারা মাছ চাষ করতে পারবে কিনা?

Mr. Speaker:

আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—

I know you are clever to follow it.

আমি যদি পুকুরে মাছ ধরি, হয় সেটা আমার পুকুর কিম্বা আমি লিজ নিয়েছি জলকর দিয়ে, কি ভাড়া নিয়ে, কিম্বা কিছু একটা করেছি, সেখানে আমার কি রাইট থাকবে? আমার পুকুর হলে আমার পুকুর, আর ভাড়াটে পুকুর হলে, ভাড়াটের পুকুর।

Sj. Deben Sen:

আমি দরিদ্র লোক, আমার পুকুর নেই। মৎস্যজীবীরা দরিদ্র লোক, তাদের নিজেদের কোন পুকুর নেই। তারা সাধারণতঃ লিজ নিয়ে থাকে চার পাঁচ বছরের জন্য। প্রথম পাঁচ বছর যারা লিজ নিয়ে নিয়েছে, তাদের যখন জমিদারী উচ্ছেদ আইন এলো, তখন তাদের যে অধিকার ছিল এখন তা নেই, এবং প্রবলেম হল, এখন তারা কার কাছে যাবে?

Mr. Speaker: The point is—

জমিদারী উচ্ছেদের জন্য, এখন যারা লিজ নিয়ে মাছ ধরছে, তাদের রাইট কেড়ে নেওয়া হয় না।

Sj. Deben Sen:

এখন তাদের আর সেই লিজ নেই, তাদের লিজ শেষ হয়ে গিয়েছে। কার কাছ থেকে এখন সে লিজ নেবে এবং লিজ নিলে তার কি রাইট হবে? তাদের যেসমস্ত রাইট পূর্বে ছিল সেগুলি ক্ষুন্ন হতে চলেছে।

Mr. Speaker: The question is disallowed.

Sj. Saroj Roy:

মন্ত্রী মহাশয় বোধ হয় লক্ষ্য করেছেন (এ) প্রশ্নের একটা জায়গায় প্রটেকশন অফ দি রাইটস অফ ফিসারম্যান......কথা ছিল, তার উত্তরে আপনি বলেছেন নো! তারপর ডিজায়র্যাবিলিটি অফ এন্যাক্টিং......সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে, ঐ রকম কিছু করবেন কিনা? বলেছেন—

as Government have already a number of schemes for the development of Fisheries.

সে সম্বন্ধে আমার সাপ্লিমেন্টারী কোয়েশ্চেন হচ্ছে—গভর্নমেন্টের কোন স্কীম আছে কি যাতে ফিসারম্যানদের রাইট, অর্থাৎ নদীতে মাছ ধরবার রাইট মেইনটেন করা হচ্ছে?

Sj. Nishapati Majhi:

আমাদের সমবায় সমিতি যদি কোন জায়গায় জলকর ডাকে, প্রথম তাকে অধিকার দেওয়া হয় এবং তিনি যদি সর্বনিম্নও ডাক ডাকেন তাহলে সেই ফিসারম্যান সম্বন্ধে, একটা অধিকার ধরা হয়। আর যদি কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি বা মৎস্যজীবী সেই পুকুরের স্থায়িভাবে বন্দোবস্ত নিয়ে থাকেন জল, পাড় ইত্যাদি তাহলে সেটার সবেতে ন্যায়সঙ্গত ও আইনসঙ্গত অধিকার তাদের থাকবে। আর যদি শুধু জলটা নিয়ে থাকেন তাহলে অন্য সবের উপর তার কোন স্বত্ব থাকবে না।

Sj. Saroj Roy:

আপনি যেগুলি বললেন শুনলাম, আমরা তা জানি। আমার প্রশ্ন ছিল—স্বাভাবিকভাবে নদীতে যে মাছ ধরা হয়, সেখানে কেউ চাষ করে না, স্বাভাবিকভাবে যে মাছ নদীতে আসে, সেই মাছ ধরার জন্য কোন রাইট জেলেদের আছে বা এ সম্বন্ধে কোন স্কীম সরকারের আছে?

Sj. Nishapati Majhi:

সেটেলমেন্টের পূর্বে যাদের যে রকম অধিকার ছিল, যেসমস্ত স্বত্ব ছিল, সেটেলমেন্টের পরেও যাদের সেই স্বত্ব ও অধিকার এসেছে, সেই স্বত্বগুলি যথাযথভাবে প্রতিপালনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

[3-30—3-40 p.m.]

Mr. Speaker: Let me understand what he says. Supposing there was a man at the time of the abolition of the zemindary, and he had some rights. Immediately after the abolition of the zemindary what is his right and what rights are you going to give him?

প্রশ্নটা ছোট করে বলছি। জমিদারী উচ্ছেদের সময় যদি একজন ইজারা নিয়ে থাকে তিন বৎসরের জন্য, জমিদারী উচ্ছেদের সময় হয়ত তার ছয় মাস বাকী ছিল, তাহলে এই ছয় মাস পরে সে কার কাছে যাবে এবং স্বত্ব কিভাবে পাবে?

Sj. Saroj Roy:

নদীতে জেলে মাত্রই তাদের স্বাভাবিক অধিকার আছে মাছ ধরবার। এর কোন স্কীম আপনারা করেছেন কিনা?

Mr. Speaker:

সকলেই জানেন—
every man has a right to fish.

Sj. Saroj Roy: Not so, and that is the question.
সেটা দেওয়া হয় না।

Mr. Speaker: Very well, put your question.

Sj. Saroj Roy:

নদীতে জেলেরা সাধারণভাবে মাছ ধরতে পাবে তার কোন স্কীম করছেন কিনা এবং তাদের খাজনা দিতে হয় কিনা?

Sj. Nishapati Majhi:

ভূমিরাজস্ব বিভাগকে জিজ্ঞাসা করবেন।

Sj. Saroj Roy:

নদীটা কি ভূমিরাজস্ব বিভাগের?

Sj. Nishapati Majhi:

লিজটা রেভেনিউ ডিপার্টমেন্টের।

Sj. Saroj Roy:

এই জিনিসটা একটু ক্লিয়ার করতে চাই। এখানে ইজারা দেবার প্রশ্ন ছিল এবং দেয়ার আর এ নাম্বার অফ স্কীমস যার ভিতর দিয়ে ফিসারম্যানদের রাইট মেইনটেন করা হচ্ছে কিনা?

Mr. Speaker:

এটা ঠিক হল না,

there are a number of schemes for the development of fisheries does not mean there are schemes for the protection of the rights of fishermen. There is a great distinction between the two.

Sj. Saroj Roy:

তাহলে, স্যার, তর্কের অবতারণা করতে হয়। ডেভেলপমেন্ট অফ ফিসারীজ করতে গেলে ডেভেলপমেন্ট অফ ফিসারম্যানও করতে হয়।

Mr. Speaker: Not necessarily.

Sj. Subodh Banerjee:

এই যে লোন এবং এডভান্স দেন জেলেদের উপর এটাকে কি বলবেন?

[Noise and interruptions]

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Is not answer (a) a contradiction of answer (b)?

Mr. Speaker: No, that is not a question for eliciting facts.

Amount of loan to private owners of tanks for pisciculture

30. Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee: Will the Hon'ble Minister in charge of the Fisheries Department be pleased to state—

(*a*) the amount of money paid as loan to private owners of tanks for pisciculture during the last five years, namely, from 1951-52 to 1956-57;

(*b*) how much of the said loan has been recovered;

(*c*) whether Government enquired into the results achieved by those owners with these loans; and

(*d*) if so, what was the result achieved by them so far?

The Hon'ble Hem Chandra Naskar: (*a*) and (*b*) A statement is laid on the Table.

(*c*) Yes.

(*d*) About 7,383 acres of water area have been brought under pisciculture and about 5,453 tons of fish have been produced annually.

Statement referred to in reply to clauses (a) and (b) of unstarred question No. 30

(*a*) Loans advanced

				Rs.
1951-52	...	...	...	5,70,750
1952-53	...	...	...	5,66,795
1953-54	...	...	...	4,59,912
1954-55	...	...	...	3,88,133
1955-56	...	...	...	1,94,332
1956-57	...	...	...	40,987

(b) Loans Realised

	Rs.
1951-52	5,17,588
1952-53	4,25,659
1953-54	3,11,129
1954-55	67,892
1955-56	3,697
1956-57	Nil

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee:

এখানে যে টেবল দিয়েছেন তাতে দেখছি তাদের লোন বৎসরে বৎসরে কমে যাচ্ছে, এটা কমে যাবার কারণ কি?

Sj. Nishapati Majhi:

এখানে উত্তরটা ভাল করে দেখুন। বন্যার পর লোন এবং এডভান্স তা কমে গিয়েছে, তার কারণ প্রথম বৎসর পাঁচ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা দিয়েছি, তারপর এটা পাঁচ লক্ষ ৬৬ হাজার, এই টাকা কিস্তিতে কিস্তিতে দেওয়া হচ্ছে সেইজন্য লোন নেমে নেমে আসছে।

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee:

কিন্তু এই লোন এ্যান্ড এডভান্স প্রতি বৎসর কমে যাচ্ছে কেন?

Sj. Nishapati Majhi:

এর উত্তর দিয়েছি। প্রথমে ৫ লক্ষ ৭০ হাজার দিয়েছি, তারপর বৎসর ৫ লক্ষ ৬৬ হাজার দিয়েছি, এইরকমভাবে এই লোন ঘুরে ঘুরে তারা নিচ্ছে সেইজন্য সামান্য কমে আসছে কারণ মানুষ ত একই।

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee:

এরপর মৎস্যজীবী যারা আছে তারা লোন চাইলে তাদের দেওয়া হয় কিনা?

Sj. Nishapati Majhi:

নিশ্চয়ই দেওয়া হয়।

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee:

এখানে আপনি বলেছেন, বিভিন্ন জেলায় ৭,৩৮৩ একর জমিতে মাছের চাষের উন্নতি হয়েছে। বিভিন্ন জেলায় কত হয়েছে তার হিসাব আছে কি?

Sj. Nishapati Majhi:

পশ্চিম দিনাজপুরে ১,৩৫২ বিঘা, ১,৪৫৬ বিঘা ২৪-পরগনার উত্তর দিকে, ২,৪৫১ বিঘা ২৪-পরগনার দক্ষিণ দিকে। এইরকম প্রত্যেক জেলার হিসাব কষে দেখুন ২২,৭৫২ বিঘা হবে। এটা টোট্যাল করে দেওয়া হয়েছে।

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee:

সব জেলায় হয়েছে কি?

Sj. Nishapati Majhi:

হ্যাঁ, মালদহতেও হয়েছে। বাঁকুড়ায় ১৬ হাজারের উপর, মেদিনীপুরে ১১ হাজার ৪২, মেদিনীপুরের আর একটা দিকে ১২ হাজার ৯৭ বিঘা, নদীয়ায় ২,৩৫১ বিঘা, বীরভূমে ১,৪৯২ বর্ধমান ২,৮০০, মুর্শিদাবাদে ২ হাজার ৯০ বিঘা, হাওড়ায় ১ হাজার ৭৯, হুগলীতে হয়েছে ২ হাজার ৩৬ বিঘা।

Sj. Provash Chandra Roy:

জবাবে যে ৭,৩৮৩ একর দিয়েছেন, তারচেয়ে হিসেব করলে বেশি হয়ে যায় নাকি?

Sj. Nishapati Majhi:

কেন হবে?

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

লোন যেটা দিয়েছেন সেটা যে পর পর কমে গেছে দেখিয়েছেন তাতে কি এই বুঝতে হবে যে লোকেরা আর লোন নিচ্ছে না?

Mr. Speaker:

উনি ত এই কথা বলছেন যে লোকের চাহিদা কমে গেছে।

Sj. Nishapati Majhi:

লোন থাকলে তো আর লোকে লোন নেয় না।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

১৯৫১-৫৭তে যে হিসাব দেখিয়েছেন তাতে ওনার অফ ট্যাংকসদের লোন কত দিয়েছেন দেখিয়েছেন, যারা ট্যাংকের ইজারা নিয়েছে,—আমি ফিসারম্যানদের কথা বলছি—তাদেরও কি এর ভিতর ধরা হয়েছে?

Sj. Nishapati Majhi:

আমার কাছে এরকম প্রশ্নের উত্তর নাই।

Sj. Deben Sen:

এই যে লোন দেওয়া হয়েছে ওনার্স অফ ট্যাংকস যারা শুধু তাদেরই, না, কি যারা ওনারস অফ ট্যাংকস নয়, আগে মৎস্যের চাষ করে তাদেরও লোন দেওয়া হয়েছে?

Sj. Nishapati Majhi:

মাননীয় সদস্য মহাশয় প্রশ্নটা পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন—ওনার অফ ট্যাংকস যারা তাদের কত লোন দেওয়া হয়েছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে।

Sj. Provash Chandra Roy:

১৯৫১-৫২ সালে কত লোক ফিসারী লোনের জন্য দরখাস্ত করে ছিল জানেন কি?

Sj. Nishapati Majhi:

জানি না।

Sj. Provash Chandra Roy:

১৯৫৬-৫৭ সালেই বা কত লোক দরখাস্ত করেছিল?

Sj. Nishapati Majhi:

নোটিস চাই।

Sj. Deben Sen:

যারা মৎস্যচাষী কিন্তু পুকুরের মালিক নয়, তাদের লোন দেবার কোন বন্দোবস্ত আছে কিনা?

Sj. Nishapati Majhi:

তাদের শুধু জাল আমরা দিতে পারি, সেটাও খুব গরীব মৎস্যচাষী হলে দেওয়া হয়।

Sj. Saroj Roy:

৭,৩৮৩ একর এরিয়ায় মাছের চাষ হয়েছে. লোনও প্রচুর দিয়েছেন ম[illegible] ও ওনারদের কভার করে, এ অবস্থায় কলকাতায় সাড়ে তিন টাকা সেরের কমে মাছ পাওয়া যায় না কেন?

Mr. Speaker: Question disallowed.

Jute mills closed down in 1957

31. Sj. Gopal Basu: Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state—

(ক) ১৯৫৭ সালে বাংলা দেশে কয়টি এবং কোন্ কোন্ চটকল বন্ধ (closed down) হইয়াছে এবং কি কারণে;

(খ) এজন্য কতজন শ্রমিক কর্মচ্যুত হইয়াছেন;

(গ) বন্ধ (closed down) হওয়ার কারণ সম্পর্কে সরকার কোন অনুসন্ধান করিয়াছেন কিনা;

(ঘ) লোকসান অথবা অযোগ্য পরিচালনার জন্য বন্ধ চটকলগুলি সরকারী পরিচালনায় চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা;

(ঙ) ঐ-সমস্ত বন্ধ চটকলের শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা (retrenchment benefits) আদায় সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন;

(চ) বন্ধ (closed down) চটকলের শ্রমিকদের কোথায় কোথায় বিকল্প যোগ্য চাকুরীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে;

(ছ) ওয়েভার্লি জুটমিলের শ্রমিকদের কোথায় এবং কতজনকে বিকল্প চাকুরী দেওয়া হইয়াছে;

(জ) আর কোন চটকল বন্ধ হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনার কথা সরকার অবগত আছেন কিনা; এবং

(ঝ) থাকিলে, কোন্ কোন্ চটকল এবং কেন?

The Minister for Labour (the Hon'ble Abdus Sattar):

(ক) ব্যবসায়ে লোকসান এবং আর্থিক অনটনের জন্য নিম্নলিখিত আটটি চটকল বন্ধ হইয়াছে, যথাঃ

(*i*) Luxmi Jute Mills.

(*ii*) Victory Jute Products.

(*iii*) Standard Jute Mills.

(*iv*) North Alliance Jute Mills.

(*v*) Waverly Jute Mills.

(*vi*) Union South Jute Mills.

(*vii*) Kamarhatty Jute Mills (one of the two mills).

(*viii*) Reliance Jute Mills.

(খ) প্রায় ৩,৪০০ জন।

(গ) হ্যাঁ।

(ঘ) এবং (জ) না।

(ঙ) কর্মচ্যুত শ্রমিকদিগকে Industrial Disputes Act, 1947, অনুসারে ন্যায্য পাওনা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(চ) কিম্বিসন, আলেকজান্ড্রা, লরেন্স, ইউনিয়ন নর্থ, এমপায়ার, কেলভিন, কাঁকিনাড়া, কামারহাটি, হাওড়া প্রভৃতি চটকলে।

(ছ) কর্মচ্যুত ১,৬০০ শ্রমিকের অধিকাংশই আলেকজান্ড্রা চটকলে নিযুক্ত হইয়াছেন। ঊনত্রিশ জন কেরানী ও ৫০ জন মিস্ত্রীকে এখানে নিয়োগ করা সম্ভব হয় নাই; তাঁহাদিগকে এমপায়ার ও কেলভিন চটকলে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

(ঝ) এ-কথা উঠে না।

[3-40—3-50 p.m.]

Sj. Gopal Basu:

কোয়েশ্চেনগুলির এন্সার কি মন্ত্রী মহাশয় মডিফাই করার প্রয়োজন আছে মনে করেন? মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন ৮টি চটকল বন্ধ হয়েছে, আমি বলছি ১২টি মিল বন্ধ হয়েছে।

The Hon'ble Abdus Sattar:

প্রশ্নগুলির উত্তর ১৯৫৭ সালে বলা হয়েছে।

Sj. Gopal Basu:

আর্থিক অনটনের জন্য বা ব্যবসায়ের লোকসানের জন্য বন্ধ হল তা বুঝলেন কিভাবে?

The Hon'ble Abdus Sattar:

মিল যখন বন্ধ হয় তখন একটা হয় র‍্যাশনালাইজেশন করার জন্য, তা করতে হলে সরকারের কাছে আগে খবর পাঠাতে হয়, আর ইকনমিক গ্রাউন্ডে বন্ধ হলে বন্ধ হবার পর জানাতে পারে।

Sj. Gopal Basu:

রিপোর্ট আগে পরে ইচ্ছামত দেয় কিম্বা বন্ধ হওয়ার আগে দেয় না পরে রিপোর্ট দেয়, এই দুটির কোনটা ক্লারিফাই করে বলুন।

The Hon'ble Abdus Sattar:

কোন্ প্রকারের বন্ধ—অর্ডিনারী বন্ধ না মিসমেনেজমেন্টের দরুণ বন্ধ?

Mr. Speaker:

আপনার প্রশ্নের যে ধরন তাতে You cannot expect any other answer. You put a specific question. তাহলে ঠিক জবাব পাবেন।

Sj. Gopal Basu:

এই যে উত্তরে লেখা আছে ব্যবসায়ে লোকসান ইত্যাদি, এটা রিপোর্ট বা নোটিস দেবার পরে সরকার জানেন, না, আগে জানেন?

The Hon'ble Abdus Sattar:

বন্ধ যখনই হোক বা যেকোন কারণেই হোক, সরকার অনুসন্ধান করে দেখেন যে ওরা যে কথা বলেছে তা সত্য কিনা? র‍্যাশনালাইজেশন করা ঠিক হয়েছে কিনা অথবা মিসমেনেজমেন্টের দরুণ বন্ধ হয়েছে বা ইকনমিক গ্রাউন্ডে বন্ধ হয়েছে, সব কিছু কারণ সম্বন্ধেই তদন্ত করে দেখা হয়।

Sj. Gopal Basu:

আপনি যা বললেন তাতে ত আমার প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যাওয়া হল।

The Hon'ble Abdus Sattar:

প্রশ্নের যথাযথ উত্তরই ত আমি দিয়ে থাকি, এড়িয়ে যাওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়।

Sj. Gopal Basu:

তাহলে আমার জিজ্ঞাস্য প্রশ্নটির সরল উত্তর দিন।

Mr. Speaker: You could put it in a simpler form. Did they serve notice before closing down or did they serve notice after closing down? These are the two specific reasons given. In your answer will you kindly tell me whether notice was given in these cases?

The Hon'ble Abdus Sattar: Yes; notice was given.

Mr. Speaker: Before or after?

The Hon'ble Abdus Sattar: During the closure.

Mr. Speaker: You mean as or about the time of closing down?

The Hon'ble Abdus Sattar: Yes.

Sj. Gopal Basu:

এটা কি সত্য রিলায়েন্স জুট মিল বন্ধ করার নোটিস দেবার পরে যখন নিগোসিয়েশন হয় তখন আপনাদের কাছে লেবার ডাইরেকটরে তারা নোটিস দেয় নাই, তার পরে তারা নোটিস দেয়?

The Hon'ble Abdus Sattar:

আমার কাছে এমন কোন তারিখ নেই যে আমরা বন্ধ হবার পরে খবর পেয়েছি।

Sj. Gopal Basu:

কেন্দ্রীয় সরকার এ সম্পর্কে জুট মিলস এনকোয়ারী কমিটি করবার কথা উঠিয়েছেন, এর পরও কি বলা যায়, জুট মিল সব আইনমাফিক কাজ করছে?

The Hon'ble Abdus Sattar:

জুট এনকোয়ারী কমিটি বলে কিছু নেই—যেটা হচ্ছে সেটার নাম হল ইন্ডাস্ট্রিয়েল কমিটি অন জুট, তার মিটিংএ সব কিছুই আলোচনা হবে।

Sj. Gopal Basu:

কি কি কারণে জুট মিলস বন্ধ হয় সে প্রশ্নও উঠবে ত?

The Hon'ble Abdus Sattar:

শুধু সাধারণভাবেই আলোচনা হবে না, সব কিছু খুঁটিনাটি ব্যাপারেরও আলোচনা হবে বলে মনে হচ্ছে।

Sj. Gopal Basu:

পাকিস্তান জুট মিলস এসোসিয়েশনের যে রিপোর্ট বেরিয়েছে এবং তাতে যে তুলনামূলক বিচার দেখেছেন তার পরও কি মন্ত্রী মহাশয় মনে করেন যে আয় তাদের কমেছে এবং লোকসান দেখা দিয়েছে?

Mr. Speaker: That is a matter of opinion.

Sj. Gopal Basu:

আপনি যে কথা বলেছেন যে ৩,৪০০ লোক ছাটাই হয়েছে—হিসেবটা কিভাবে করা হয়েছে?

The Hon'ble Abdus Sattar:

সংবাদের উপর ভিত্তি করে যেভাবে সংবাদ পাওয়া গেছে যে কত লোক কাজ করছে আর কত লোক রিট্রেঞ্চমেন্ট বেনিফিট নিয়ে বাড়ি ফিরে গেছে তাই মিলিয়ে হিসেব পাওয়া গেছে।

Sj. Gopal Basu:

আপনি কি জানেন নতুন মিলে যাদের ট্রান্সফার করা হয়েছে তাদের মধ্যে অনেকেই সেম কন্ডিশন এ্যান্ড প্রিভিলেজ অফ সার্ভিস নাই বলে জয়েন করে নি?

Mr. Speaker: That question does not arise. If you had said of these 3,400 how many have been appointed in identical terms and how many not, your question would have been legitimate.

[3-50—4 p.m.]

Sj. Gopal Basu:

আপনি কি জানেন যে রিলায়েন্সের ঘটনা নিয়ে যখন আলোচনা হয় তখন লেবার ডাইরেক্টরেটের তদানীন্তন ডেপুটি লেবার কমিশনার, ডি, চ্যাটার্জি, সেকশন ১০ এ্যাপ্লাই করার জন্য গভর্নমেন্টকে রেকমেন্ড করেছিলেন?

Mr. Speaker: Out of which question does it arise?

Sj. Gopal Basu:

(ঘ)এর এবং (চ)এর জবাবে আছে যে যদি......

Mr. Speaker: How does it arise?

Sj. Gopal Basu:

আমি বলতে চাই যে সেকশন ১০ এ্যাপ্লাই করার তিনি যে রেকমেন্ড করেন সেটা যদি এ্যাপ্লাইড হত তাহলে মিল ভালভাবে চলতে পারত।

Mr. Speaker:

আপনি প্রশ্ন করছেন যে যেসমস্ত কল অযোগ্য পরিচালনার জন্য বন্ধ হচ্ছে সেগুলো চালাবার ইচ্ছা সরকারের আছে কিনা? দি এন্সার ইজ 'নো'।

Sj. Gopal Basu:

আপনি (ঙ)এর জবাবে বলেছেন যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউটস এ্যাক্টের সেকশন ৪৭ অনুসারে ন্যায্য পাওনা দেবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু কোন্ সেকশনে এটা পাবার ব্যবস্থা আছে?

Mr. Speaker: I think you better look into the Industrial Disputes Act.

Sj. Gopal Basu:

আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউটস এ্যাক্টএর কি কোন প্রভিসন আছে?

Mr. Speaker: You cannot cross-examine the Hon'ble Minister. I won't allow it.

Sj. Gopal Basu:

রিলায়েন্সের শ্রমিকদের কামারহাটি হাওড়া জুট মিল এবং কাঁকিনাড়া জুট মিলে কাজ দেওয়া হয়, কিন্তু তাঁদের কি সেইম কন্ডিশনস অফ সার্ভিস দেওয়া হয়েছে?

Mr. Speaker:

সেকথা স্পেসিফিক্যালী রেইজ না করলে হয় না।

The Hon'ble Abdus Sattar:

যে আইনে দেনা পাওনার কথা বলা হচ্ছে তাতে......

Mr. Speaker: When some of these persons became unemployed by reason of the closure of the mills and when some of them were transferred to some other mills, did those mills offer the same conditions of service to them?

The Hon'ble Abdus Sattar: Yes.

Sj. Gopal Basu:

আপনি কি জানেন যে হাওড়া, কাঁকিনাড়ায় থাকা, খাওয়ার, পায়খানার জায়গা দেওয়া হয় নি এবং তাদের তাঁবুতে রাখা হয়েছে?

The Hon'ble Abdus Sattar:

আমার জানা নেই।

Mr. Speaker: He will look into it.

Sj. Gopal Basu:

চারখানা চটকল বন্ধ হবার রিপোর্ট তিনি পেয়েছেন কিনা—অথচ বন্ধ হবার আগে রিপোর্ট দিতে হবে?

Mr. Speaker: Is it not with reference to 1957?

Sj. Gopal Basu:

১৯৫৭ সালের মিডিলে এই প্রশ্ন করেছি, তার পরে চারটা জুট মিল বন্ধ হয়েছে।

Mr. Speaker:

চারটা চটকল কবে বন্ধ হয়েছে বললেন না ত। ১৯৫৮ সালে যদি হয়ে থাকে?

Sj. Gopal Basu:

১৯৫৭ সালে হয়েছে। তারপরে মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে নফরচাঁদ জুট মিল বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে?

The Hon'ble Abdus Sattar:

এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে এমন কোন সংবাদ আসে নি।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আমার প্রশ্ন হচ্ছে, উনি (ক)তে উত্তর দিয়েছেন ব্যবসায় লোকসান এবং আর্থিক অনটনের জন্য মিলগুলি বন্ধ হয়েছে—কোম্পানিগুলি ও'দের কাছে যখন নোটিস দেন বন্ধ করার আগে—সেই নোটিসে কি তাঁরা এই কথাগুলি লিখেছিলেন?

Mr. Speaker: The two reasons given—were those reasons furnished by the Company?

The Hon'ble Abdus Sattar:

যে কথাগুলি তাঁরা লেখেন আমরা সেগুলি অনুসন্ধান করে দেখি সত্য কি অসত্য।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মিলগুলি যে নোটিস ও'দের কাছে বন্ধ করার আগে দিয়েছেন বলে উনি বলেছেন......

The Hon'ble Abdus Sattar:

বন্ধ করার সময় বলেছি।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

তাহলে বন্ধ করে দিয়ে তারপরে ও'দের কাছে নোটিস পাঠিয়েছেন?

Mr. Speaker:

বন্ধ হওয়ার সময় বলেছেন।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

তাহলে ডিউরিং কি করে হয়? ধরুন ২২এ তারিখে একটা মিল বন্ধ হয়েছে, তাহলে ২১এ তারিখে নোটিস পাবেন কিংবা তার আগে পাবেন, কিন্তু যদি ২২এ তারিখে পান তাহলে ডিউরিং হোল না।

Mr. Speaker:

আপনার কোয়েশ্চেনটা পুট করুন।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে ব্যবসায়ে লোকসান এবং আর্থিক অনটন বলেছেন—সেটা নিজেরা কি অনুসন্ধান করেছেন?

The Hon'ble Abdus Sattar:

উনি কি টাইমটা চান, স্যার?

Mr. Speaker: Mr. Sattar, can you say what is the date of the closure of the mill and what is the date of the notice?

The Hon'ble Abdus Sattar: I can give the dates of the closure—Luxmi Jute Mills—2-3-57; Victory Jute Products—1-4-57.

Mr. Speaker: What is the date of notice?

The Hon'ble Abdus Sattar: I cannot give the answer just now.

Mr. Speaker: The question is held over. The question time is over.

Electoral roll for the South Calcutta Constituency

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I want to make a statement regarding the discussion that took place yesterday about the electoral roll preparation for the South Calcutta Constituency.

Sir, elections are held under Article 324 of the Constitution of India which says "The superintendence, direction and control of the preparation of the electoral rolls for, and the conduct of, all elections to Parliament and to the Legislature of every State and of elections to the offices of President and Vice-President held under this Constitution, including the appointment of election tribunals for the decision of doubts and disputes arising out of or in connection with elections to Parliament and to the Legislatures of States shall be vested in a Commission (referred to in this Constitution as the Election Commission)." Sir, the Election Commission ask the Government, and that is the only time that we come into touch with them, to make available to the Election Commission or to a Regional Commissioner such staff as may be necessary for the discharge of the functions which, I have just mentioned, are conferred on the Election Commission.

[4—4-10 p.m.]

Sir, under the Seventh Schedule to the Constitution the power to legislate is given to the Parliament only. It says "elections to Parliament, to the Legislatures of States and to the offices of President and Vice-President; the Election Commission". The Constitution says "subject to the provisions of this Constitution, Parliament may from time to time by law make provision with respect to all matters relating to, or in connection with, elections to either House of Parliament or to the House or either House of the Legislature of a State" etc. Article 328 says "subject to the provisions of this Constitution and in so far as provision in that behalf is not made by Parliament, the Legislature of a State may from time to time by law make

provision with respect to all matters relating to, or in connection with, the elections to the House or either House of the Legislature of the State" etc. As there is already an Act passed by the Parliament, this Lgislature has not passed any Act with regard to this matter.

Sir, according to the provisions of the Constitution two Acts were passed, called the Representation of the People Act, 1950 and the Representation of the People Act, 1951. The first Act is intended for the purpose of the preparation of the rolls etc. and the second Act is mainly for the purpose of having proper elections and the arrangements for making elections. Sir, in performing the functions for the election to the House and for the preparation of rolls, etc., the Act says "subject to the superintendence, direction and control of the Election Commission, the Commission may appoint the Chief Electoral Officer who shall supervise the preparation, revision and correction of all electoral rolls in the State under this Act. Sir, under the rules framed for the preparation of electoral rolls, it is said—the point that was at issue yesterday, viz., rejection of claims and objections—the Electoral Registration Officer may within the time specified apply to the Revising Authority for the exclusion of any name from, or making of any correction in, the electoral roll. The Revising Authority shall serve on each of the persons affected thereby a notice specifying the ground on which the exclusion of name or correction of entry is sought. Every such notice shall also specify the place and the time when the objection should be held. Sir, in connection with this, there is a form V in which an objector can say that I object to the entry or to the particulars which are mentioned in item (3) above on the following ground. He can object to any number. If he is a voter he has got the power to do it and he can object to any number of persons. He can include the names of any number of persons with regard to the election. Therefore, it would be seen, Sir, that the superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for and the conduct of elections to the Legislature of a State shall be vested in the Election Commission. The preparation of the electoral rolls is made under rules framed under the Representation of the People's Act. The rules were framed in 1956. The lodging of claims and objections, etc., etc., is all controlled by the Revising Authcrity appointed by the Election Commissioner. The register is maintained by the Election Commissioner. A question was raised yesterday why a particular gentleman was appointed the Chief Electoral Officer. Sir, the position is that the gentleman who was there before, the Secretary of the Industries and Commerce Department, had to be transferred because his services were asked for by the Government of India for the preparation of the next census, and therefore Mr. Mitra having gone Mr. Gupta had to take over the charge of a very big and full department, the Industries and Commerce Department. Therefore we had to relieve him of this and the Election Commissioner was asked to select another man. He selected Mr. Neogi. It is not our fault and so far as his action under the Act is concerned, he is entirely under the superintendence, direction and control of the Election Commissioner.

The Electoral Rules are revised annually. Rules 26, 27 and 27A of the Rules indicate the rules for further inclusion of names. Therefore this is a matter for which complaints, if there be any at all, should be made to the appropriate authorities in the manner prescribed by law. This is a matter which cannot be discussed in the State Assembly, particularly as all that is done by the authorities for the preparation and publication of the electoral roll is done by the Election Commissioner.

A suggestion was made that perhaps Government had taken some share in rejecting a certain number of names. In the first place, Sir, the electoral officer came to see me yesterday to get my permission for the purpose

of erecting sheds in building which belong to the Government where they want to hold the electoral office. I told them that it would be certainly better if they make arrangement so that the voter might have some protection, as I knew to my knowledge at the last election in many of the polling booths the voters were not properly looked after. Barring that no other discussion took place and I do not know about this particular matter which was mentioned in the House.

Sir, it so happened that this morning I received letters from persons belonging to the Congress group whose names also were rejected. I have here a letter from Satya Charan Chakrabarty. He says, "I am a member of the Mandal Congress Committee. It is curious how my name has been omitted. I suspect some ulterior motive." Another man, Ganesh Bose, writes to say, "I am the Secretary of No. 68 Mandal Congress Committee. I find that my name is omitted in the corrigenda from the voters' list." I have also ascertained that very large number of Congress-minded voters' names have been omitted in Ward 68 only. Here is a paper signed by about 10 people who also said that their names have been omitted although they belong to the Congress. There is another paper—"We, the undersigned residents of the 69 Corporation Ward in the Bhowanipur constituency, beg to state to your goodself that our names which were enlisted in the original voter's list of 1957 have been omitted in the final voter's list prepared in 1958. We are all Congress supporters." And the answer that I gave to them was that it was for them to approach the proper authorities as indicated under the rules operating in this matter. I do not think that there is therefore any reason to think that we have any say in this matter. They never consult us, they never ask us as to the procedure they would adopt. They are entirely under the guidance of the Election Commissioner although one of the Secretaries of the Secretariat happens to be the Secretary. So far as the action under the electoral law is concerned, he works under the Election Commissioner.

This is all I have to say.

[4-10—4-20 p.m.]

Sj. Jyoti Basu:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার শেষ কথায় আমি যা বলেছিলাম সেটার কোন জবাব মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে পেলাম না। জানি না ও'র কাছে সেটা রিপোর্ট করা হয়েছিল কিনা। আমি বলবো যারা এইসমস্ত করেছেন তাঁদের নাম পাওয়া যায়। এটাও আমি বলেছিলাম যে দু-একটা খবরের কাগজে আজকে আছে, যে সিদ্ধার্থ রায় বলেছেন যে ষড়যন্ত্রটা ভালই হয়েছে। উনি যা বললেন, একজন মন্ডল কংগ্রেসের সেক্রেটারীর নাম অমিটেড হয়েছে রিভাইজড লিস্টে। সেটা খুব ভালই কন্সপিরেসি হয়েছে। ও'র ঐ তিন-চারটি লোকের ব্যাপার।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

ঐ তিন-চারটি লোক শুধু নয়, তাঁরা ছাড়াও আরও অনেক লোকের নাম আমার কাছে আছে।

Sj. Jyoti Basu:

যেসমস্ত অফিসাররা অবজেকশন দিয়ে নাম কেটে দিয়েছেন, সেই সমস্ত অফিসারদের মধ্যে তিন চার জনের নাম আমি বলেছি, তাদের ঠিকানা আমার কাছে আছে, আমি ট্রেস করেছি টু দি কংগ্রেস অফিস আমি অন্যের নাম ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু আমি যে কয়জন অফিসারের নাম বলেছি, তাঁরা যদি এর জন্য দায়ী হয়ে থাকেন, এবং মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যে তিনজন কংগ্রেসের লোকের নাম করেছেন, যাদের রিভাইজড লিস্ট থেকে নাম চলে গিয়েছে বললেন, তাহলে আমি বলবো এ'দের প্রসিকিউট করা দরকার এবং ক্রিমিন্যাল প্রসিডিংস এগেইনস্ট দেম হতে পারে। তা ছাড়া এখানে অফিসার, যিনি ইলেকট্রোরাল অফিসার হয়েছেন, তাঁর বিরুদ্ধে সরাসরি আমরা কিছু

বলি না। ও'র ডিপার্টমেন্টের লোক, এই যে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর কথা পেড়ে লাভ কি আছে? কন্সটিটিউশনের কথা ভাল করে জানতাম না, এখন ভাল করে জানলাম। শ্রী সুন্দরমের কাছে লিখেছি এই ব্যাপারে, উনি এ সম্বন্ধে কিছু করতে পারবেন, কি পারবেন না, জানি না। ধরুন ম্যাজিস্ট্রেট যদিও বলেন এই চার্জ ইলেকশন পারপাসে নয়, এটাত ফর দিজ পার্টিকুলার পারপাসে......এও আমরা জানি, এ অজানার কিছু নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেট ১৫ দিনের জন্য ইলেকশন কমিশনার হলেন। কিন্তু ইনিত এ'দের লোক, এ'দের ম্যাজিস্ট্রেট, আণ্ডার দি ইলেকশন কমিশনার, ম্যাজিস্ট্রেট এ্যাপয়েন্টেড হয়েছেন তাঁদের দ্বারা, সুতরাং তাঁর প্রমোশন, তাঁর ট্রান্সফার ইত্যাদি সমস্ত কিছুই নির্ভর করে এ'দের উপর। ছেলেমানুষী কথা বলে ত কিছু লাভ নেই। এটা একটা পরিষ্কার ষড়যন্ত্র। আমি এখানে বলেছিলাম ক্রিমিন্যাল প্রসিডিংস তাদের এগেইনস্টে ড্র করবার জন্য। ইভেন ডাক্তার রায়, চীফ মিনিস্টার একজন লোকের উপরও একটা প্রসেস সার্ভ করুন। এটা করলে এ'দের খ'ুজে বার করা যায়। এটা খ'ুজে বার করা কাদের কর্তব্য, ও'দের কর্তব্য, না আমাদের কর্তব্য? ও'দের পাওয়ার আছে গভর্নমেন্ট হিসেবে, সেই প্রসিডিংস উনি নেবেন কিনা?

Mr. Speaker:..Under what law do you suggest to take proceedings?

Sj. Jyoti Basu:

এটা আমরাও করতে পারি। কিন্তু হাইকোর্টে ও'রা কংগ্রেস পার্টি হিসাবে, গভর্নমেন্ট হিসাবে, এটা মুভ করবেন কিনা, তা জানতে চাচ্ছিলাম, তার জবাব পেলাম না। আর একটা কথা বলছি এই দু-তিনজন লোক কেন, যদি ১৫ জন, কি ১০০ জনও হতো, তবুও তাদের খ'ুজে বের করতে পারতাম। ও'দের কাছে ঠিকানা আছে, সেই লোকদের উনি কি খ'ুজে বের করবার চেষ্টা করেছেন? খুজলে কংগ্রেস অফিসে তাদের ঠিকানা পাবেন। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে এ্যাকশন নেবেন কি? দুজনের খবর পেয়েছি, তারা একেবারে অল্প বয়স্ক যুবক, তারা এই কাজ করেছেন। ও'দের অনুমতি ছাড়া তাঁরা কখনও তা করতে পারেন না, কেউ তা বিশ্বাস করে না। সেইজন্য আমি জানতে চাচ্ছি শুধু কতকগুলি টেকনিক্যাল জিনিস গড়ে চলেছেন, তাতে দরকার কি?

Mr. Speaker: Mr. Basu, after you referred it I took a copy of your speech from the House and read it. I took it up for my own satisfaction, not that I could help you or the Congress in any way whatsoever. This is a matter which is entirely controlled by the Election Commissioner. If the Commissioner says they have been guilty of whatever you will say, certainly it is for him to initiate the proceedings, not for anybody else. This is not a question for the House, but when you have mentioned it, I will allow it, because it is a serious matter.

Sj. Jyoti Basu:

এই ম্যাজিস্ট্রেট কি কনটিনিউ করবে এ্যাজ ম্যাজিস্ট্রেট? যদি কনটিনিউ করে......

Mr. Speaker: Election Commissioner must decide it.

Sj. Sudhir Chandra Roy Choudhuri:

ইলেকশন কমিশনার আছে জানি। কিন্তু এখানে যা কিছু হয় আমাদের সরকারই করে থাকেন। এখানকার সেক্রেটারিয়েটে বসেই চীফ ইলেকটোরাল রোল অফিসার কনস্টিটিউশন ডিপার্টমেন্ট এই সম্বন্ধে সব ঠিক করছেন আর ডাক্তার রায় সেই ডিপার্টমেন্টের হেড হয়ে আছেন সেখানে কি এই ইলেকটোরাল রোল অফিসার তার কাছে এসে গাইডেন্স নেন নি।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: That is not correct. I do not know anything about electoral roll.

Sj. Sudhir Chandra Roy Choudhuri:

আপনি এটা বুঝতে পারবেন, স্যার, সে কথায় কথায় বলে ইলেকটোরাল রোল অফিসার তাকে সংবাদ দিচ্ছেন, আর এটা ইস্যু করার সময় ১২শত ভোট বাদ পড়ে গেল সে সম্বন্ধে একটা কথাও বলেন নি এ কথা জগতে কেউ বিশ্বাস করবেন না। এটা উনি অসহায় হয়ে বলছেন।

Mr. Speaker: I will tell you this. No personal accusation. If he says "I do not know it," it is no good saying 'it is a lie'.

Sj. Sudhir Chandra Roy Choudhuri:

আমি লায়ার বলি নি। তিনি যে জিনিসটা পড়লেন তা থেকে একটা জিনিস বাদ দিয়েছেন। যে ফরমটা পড়লেন তাতে প্রসিকিউটের ধারা লেখা আছে, তিনি অবজেক্ট করছেন। এ ছাড়াও তো পেনাল কোড আছে, তা দিয়েও প্রসিকিউট করা যায়।

Mr. Speaker: At whose instance?

Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri: At the Government's instance.

Mr. Speaker: I do not think so; however, you can say that.

Sj. Sudhir Chandra Roy Choudhuri:

চোরাই ভোট নষ্ট করার জন্য তিনি বলেছেন ফটোগ্রাফ তোলা হবে এবং তিনি বলেছেন যে কংগ্রেসেরও ভোট চলে গিয়েছে। এখানে ১২শত ভোট চলে গিয়েছে ইট ইজ এ প্রুভড ফ্যাক্ট, সেখানে তাদের দুই জনের নাম ইচ্ছা করেই ঢুকিয়ে দিয়েছেন—
that only demonstrates the diabolical character of the crime.
এর কোন বিহিত করতে পারেন না, ১২শত ভোট যারা বাদ দিল তাদের সেই শয়তানির জন্য প্রসিকিউট করা চলবে না?

Sj. Jyoti Basu:

আপনি বলেছেন প্রসিকিউট করতে পারেন না। আমি জিজ্ঞাসা করছি, আপনি জানেন, যদি যরা করেছে এ্যাট দেয়ার ওন ইন্টারেষ্ট, তাহলে করবেন কিনা। আমি জানতে চাই যে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের ক্ষমতা থাকলে তিনি প্রসিকিউট করবেন কিনা?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমি করবো না।
I won't do it because I cannot do it.

Sj. Jyoti Basu:

এটাই শুনতে চাচ্ছিলাম, অন্য কিছু শুনতে চাই না।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমি বলেছি যে আমি করতে পারি না।
I won't do it because I cannot do it.

[4-20—4-30 p.m.]

Mr. Speaker: As I said, this is not a fit subject for discussion. This subject cannot be discussed in this House, but I allowed it because I thought Mr. Basu had a grievance and, therefore, I did not try to shut him out. He has had his full say in the matter and the Government also has had its full say. After this, I do not wish that this matter should be discussed any further in this House.

We will now proceed with the day's business.

Shortage of X'ray films

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Sir, I want to bring to your notice that there is an acute shortage of X'ray films due to which radiological clinics have almost stopped work. I am particularly anxious for those

clinics which are catering to the poorer section of the people at a concession rate. They have already stopped work. May I know if the Government have any particular scheme to relieve this difficult situation?

Mr. Speaker: This is a very important matter. Dr. Ghani, would it not be better that you discuss this matter with the Health Minister in his chamber? Whatever you wish to know he will certainly tell you.

Point of information

Sj. Saroj Roy: On a point of information, Sir.

গতকাল এই হাউসে কথা হয়েছিল যে কোলাঘাটের কাছে যে লঞ্চ ডুবি হয়েছিল......

Mr. Speaker: Government has decided to form a court of enquiry to go into the matter in every aspect and it will be a public enquiry.

সে সম্বন্ধে কালীবাবু সম্পূর্ণ জবাব দিয়েছেন, আপনি ছিলেন না, আপনারা শুনবেন না, দফায় দফায় সময় নষ্ট করবেন।

Statement by the Chief Minister

Sj. Bankim Mukherjee:

ডাক্তার রায়ের স্টেটমেন্ট দেওয়ার কথা ছিল পাকিস্তান সীমান্তের ব্যাপারে......

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I will make the statement tomorrow.

GOVERNMENT BILL

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958.

Sj. Bhakta Chandra Roy:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের সেচমন্ত্রী মহাশয় যে বিল এনেছেন তার বিস্তারিত আলোচনা হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও এই বিলের প্রতিবাদ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। আমি এইটুকু বলতে পারি যে অত্যন্ত অশুভ মুহূর্তে এই বিল এনেছেন। গত সোমবার দিন আমি এবং ফকিরবাবু তাঁর কাছে বর্তমান ক্যানালে জল সরবরাহের জন্য যখন গিয়েছিলাম এবং চাষীদের অসুবিধার কথা যখন বলেছিলাম তিনি বলেছিলেন যে ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় এসেছিলেন এবং আমরা তাড়াতাড়ি জলসরবরাহ করছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় গত সোমবার থেকে আজ ৮ দিন কেটে গেল বর্ধমান জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংবাদ আসছে যে চাষীদের চাষের উপযোগী জল নাই। এবং সেজন্য আবেদন নিবেদন এবং অভিযোগও আসছে। এই অবস্থার মধ্যে আমাদের সেচমন্ত্রী মহাশয় তাদের জলের ব্যবস্থা না কোরেই তার ৮ দিন পরে এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই বিলটাকে এনেছেন হাউসে। এতে মনে হচ্ছে যে—

he has tried to ride roughshod over the feelings of the Burdwan peasantry, and he has dragged the Burdwan representatives' protest against this Bill,

কারণ, ডি ভি সি ক্যানালের জলের যে আওতা সেটা প্রধানতঃ বর্ধমান জেলায়। আজ তিনি যথেষ্ট অনুকূল অবস্থার মধ্যে এই বিল হাউসে পাশ করাতে পারতেন যদি এইরকম তাড়াহুড়া কোরে করবার চেষ্টা না কোরে আজ বর্ধমান জেলার চাষীদের আবাদযোগ্য জলের ব্যবস্থা করতে পারতেন। এই কাজের ফলে বর্ধমান জেলার চাষীদের যে কো-অপারেটিভ মনোবৃত্তি, ন্যায়সঙ্গত ট্যাক্স সম্বন্ধে তাদের যে মনোবৃত্তি সেটা নষ্ট কোরে দিয়েছেন। মন্ত্রী মহাশয় যে বিল আজ এনেছেন এটা অত্যন্ত অবিবেচনাপ্রসূতই হয়েছে এ কথা বলতে বাধ্য। আজ ডি ভি সির জলে চাষীদের এটা উপকার হবে, সেই উপকারের কোন প্রমাণ আজ পর্যন্ত না দিয়ে, এবং সেই প্রমাণ দেবার সর্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ ছিল যখন প্রকৃতি বর্ষণে বিমুখ ছিলেন, যখন ক্যানালের জলের উপরই বর্ধমানের চাষীরা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিল সে সময় সেই প্রমাণ দেবার পূর্বে এই বিল স্থগিত

রাখা উচিত ছিল। কাজেই এই তাড়াহ্নড়া না কোরে যদি সমস্ত ক্যানাল অঞ্চলে জল দেবার ব্যবস্থা করতেন এবং চাষীদের আস্থা রাখতে পারতেন তাহলে সেই অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যে তাঁর পক্ষে ট্যাক্সেশনের কাজ অত্যন্ত সহজ হত বলে মনে করি। অবশ্য যে হারে সাড়ে বার টাকা, পনের টাকা অর্থাৎ যে অন্যায্যভাবে ট্যাক্স তা সঙ্গত না হলেও একটা সঙ্গত হারে ট্যাক্স করা সম্ভব হত। তাহলে সেটা বর্ধমানের চাষীরাও সমর্থন করতে পারত এবং বর্ধমানের প্রতিনিধি-দেরও সমর্থনযোগ্য হত। কিন্তু যেভাবে এই বিলটাকে তাড়াহুড়া কোরে আনবার চেষ্টা করেছেন, প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ না কোরে এবং বর্ধমান ক্যানাল ট্যাক্সের পূর্ব নীতির কথা বিস্মৃত হয়ে এই বিল আনবার চেষ্টা করেছেন, তাতে আমি বলব তাঁর মত একজন জনপ্রিয় এবং তাঁর মত একজন কৃষিপ্রধান মেদিনীপুর জেলার লোকের পক্ষে বিশেষ অনুপযুক্তই হয়েছে। এই বিল পাশ করালেও কাজে করা সম্ভব হবে না। বিভিন্নঅঞ্চলের প্রতিনিধিদের কথায়ও কান দেওয়া উচিত ছিল। আমি জানি ডি ভি সির টাকার প্রয়োজন হয়েছে। আমি জানি ডি ভি সি এই টাকা ঋণ করতে পারবেন না। কিন্তু আমি বলব ডি ভি সি অধ্যুষিত অঞ্চলে যে ফুড প্রডাকশন হবে, তাতে শুধু বর্ধমান জেলার লোকেই উপকৃত হবে না। সারা বাংলাদেশ যাতে উপকার পাবে, এবং বাংলা গভর্নমেন্টও ফুড প্রবলেম সলভ করতে পারবেন বলে মনে করি—সেখানে ডি ভি সির কাজের যে কস্ট তার সম্বন্ধেই চিন্তা কোরে এটা করা অসংগত হয়েছে। ডেভেলপ-মেন্টের কাজ শুধু ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াতে করা হচ্ছে না, চাষীদের বাঁচাবার জন্য ও তাদের ডেভেলপমেন্ট করবার জন্যও যখন রাজস্ব থেকে খরচ করা হচ্ছে তখন শুধু তাদেরই ঘাড় থেকে আদায় করবার যে প্রচেষ্টা সে প্রচেষ্টা অত্যন্ত মমত্বহীন প্রচেষ্টা। বর্ধমানের পিজেন্ট্রী, মিনিস্টারের কাছে জাস্টিস পায় নি যদিও তারা জাস্টিস পাবে বলে আশা করেছিল।

Mr. Speaker: Even Mr. Tarapada Chaudhuri from Burdwan made a statement. After all this, long speeches are not wanted. I cannot allow more than seven minutes to any honourable member.

Sj. Bhakta Chandra Roy:

আমি এইটুকু বলতে চাই—অন্য কোন বিল হলে হয়ত বলতাম না—

he has dragged us all to protest against this Bill. We, Burdwan representatives, cannot but protest against this Bill.

আর যদি বলতে না দেন ত কি আর করব?

Mr. Speaker:

আপনি অত রাগ করবেন না, যথেষ্ট বলা হয়েছে।

[5-15—5-25 p.m.]

Sj. Bankim Mukherji:

মাননীয় সভামুখ্য মহাশয়, এই বিলে যে উচ্চহারে কর ধার্য করা হচ্ছে সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে আপত্তিজনক। দ্বিতীয় আপত্তি হচ্ছে যে বাধ্যতামূলক কেন করা হবে? এই উচ্চহার এবং বাধ্যতামূলক এই দুটোর একসঙ্গে সমন্বয় হবার ফলেতে আমাদের এদিক থেকে এটার প্রতি তীব্র বিরোধিতা হচ্ছে। তাঁরা যে এই উচ্চহার কেন ধার্য করলেন এ বিষয়ে কোন সন্তোষজনক যুক্তি দেখাতে পারলেন না যে এ ছাড়া আমাদের উপায় নেই। কিন্তু সেরকম কোন কিছু দেখাতে পারেন নি যে এই যে খরচ হচ্ছে তার এইটুকু গভর্নমেন্ট দেবে এবং আর বাকীটুকু লোকেরা দেবে। বরং আমরা বলব যে বাংলাদেশে যদি মাইনর ইরিগেশন করা হয়—অর্থাৎ যদি বড় বড় কুয়া খোড়া হয়, ইদারা করা হয় তাহলে এ বিষয়ে আমরা গভর্নমেন্টকে সাহায্য করতে পারতাম। বাংলাদেশের মাটিতে ৫০০-৬০০ টাকায় একটা পাকা ইদারা করা যেতে পারে। একটা কুয়ার দ্বারা এক বিঘা জমিতে চাষ হতে পারে এবং একটা বড় ইদারার দ্বারা ৫-৬-৭ বিঘা জমিতে চাষ হতে পারে। অতএব এইসব করলে কৃষকদের উপর আর্থিক চাপ খুব কম পড়ত এবং কাজও অনেক হতে পারত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এখানে আর একটা আপত্তিজনক বিষয় হচ্ছে কিনা তারা নোটিফাই করে দেবেন এবং এই নোটিফাইএর বেলায় বুঝতে পারা যায়

যে সাড়ে বার টাকা ব্যাপক নোটিফিকেশান হবে। কিন্তু পনের টাকায় রবির যে জল দেবেন তার নোটিফিকেশান কিরকমভাবে হবে? সেটা কি সমস্ত দামোদর ভ্যালির ভেতরে হবে না সেটার জন্য লিমিটেড দেবেন? দামোদর ভ্যালি এলাকায় যেসমস্ত প্লটে দোফসলা ফসল হয় সেখানে নোটিফাই করবেন কিসের উপর রবি শস্যের উপর না ব্যাপক সাড়ে সাতাশ টাকা নোটিফাই করে দেবেন? সেজন্য বলছি যে এ বিষয়ে ক্লজগুলোর ভেতরে এমন কিছু করা উচিত ছিল যাতে করে এটা পরিষ্কার হত যে রবিশস্যের জন্য জল দিলে এই ধার্য করা হবে এবং আমনের জন্য জল দিলে এই ধার্য করা হবে। এইভাবেই বলব যে এজন্যেই সিলেক্ট কমিটির ভেতর দিয়ে সমস্ত বিল নিয়ে আসা উচিত। এই সিলেক্ট কমিটির তাৎপর্য কি সেটা অন্ততঃ জানা উচিত? কিন্তু তা না করে সিলেক্ট কমিটিকে এতখানি অগ্রাহ্য করা, সাধারণ মেম্বারদের এতখানি অগ্রাহ্য করা যে কেন হয় তা বুঝি না। ট্রেজারী বেঞ্চ কি সমস্ত অভিজ্ঞতা, জ্ঞান অর্জন করে বসে আছেন যে এইসবের প্রয়োজন বোধ করেন না। এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করি। সিলেক্ট কমিটির মধ্যে দিয়ে এই সমস্ত বিল না আনার জন্য আমার মনে হয় এ'দের বিরুদ্ধে সেনসার মোশান, নো-কনফিডেন্স মোশান আনা উচিত। [দি অনারেবল অজয়কুমার মুখার্জি: আনুন না কেন? আচ্ছা, এটাকে আমরা বাস্তবভাবে গ্রহণ করবো। এইভাবে অগ্রাহ্য করে চলার ফল কি হয়? গভর্নমেন্টের নির্দিষ্ট একটা দিক আছে, সেটা হচ্ছে আয়ব্যয়, রাজস্ব প্রভৃতির দিক। জনসাধারণের সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে গভর্নমেন্ট যে জানেন না তা নয় কিন্তু তাঁদের দৃষ্টি খণ্ডিত। তাঁদের রাজস্বের দিকে, আয়ব্যয় কিভাবে হবে সেদিকে দৃষ্টি আছে, অন্য দিকে জনসাধারণের মঙ্গল সুবিধার দিকে তাঁদের দৃষ্টি নেই। সিলেক্ট কমিটি দিয়ে এলে পর চীফ হুইপকে দিয়ে এ্যামেন্ডমেন্ট আনার প্রয়োজন পড়ে না। এটা যেকোন গভর্নমেন্টের পক্ষে লজ্জার কথা যে প্রতিটি ব্যাপারে চীফ হুইপকে দিয়ে এ্যামেন্ডমেন্ট নিয়ে আসতে হয়, এটা যেকোন গভর্নমেন্টের পক্ষে ধীক্কারের বিষয়, যে এমনভাবে বিল তাঁরা প্রস্তুত করেন। কাজেই সেদিক দিয়ে সিলেক্ট কমিটির ভেতর দিয়ে এলে পর কিছুটা কাজ হোত। মিঃ স্পীকার, স্যার, এই বিলে দুটো পার্টি আছে—একটা গভর্নমেন্ট, আর একটা প্রজা। গভর্নমেন্টের সমস্ত স্বত্ব সাব্যস্ত, কি করে টাকা পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে সমস্ত বিলে ক্লজ ভর্তি, কিন্তু আর একটা যে পার্টি আছে কৃষক তার সম্বন্ধে কিছু নেই—সে জল পেল কি পেল না, না পেলে পর কি ব্যবস্থা হবে সে সম্বন্ধে কিছু নেই।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

রেমিশনের ব্যবস্থা আছে।

Sj. Bankim Mukherji:

না, সেখানে আজ যদি ক্রপ ফেলিওর হয়। আপনার নিজেরই জ্ঞান নেই বিলে কি লেখা আছে। বিলে লেখা আছে যদি ক্রপ ফেলিওর হয় পার্শিয়াল অর কমপ্লিট তাহলে পর রেমিশন হবে। পার্শিএল ফেলিওর কিসের জন্য হবে। আপনি জল দিতে পারলেন না, কম ফসল হোল সেটাকে ফেলিওর বলা যায় না এবং তখন প্রফুল্ল সেন মহাশয়ের যেসমস্ত ব্যাখ্যা আছে ফেলিওরের সেই সমস্ত ব্যাখ্যা নিয়ে আসবেন। আপনার নিজেরই জানা নেই যে জল না পোঁছালে পর রেমিশন হবে। কোন্ ক্লজে আছে দেখান, আমি চ্যালেঞ্জ করছি। এই ত আপনার নিজের জ্ঞান। সেই কারণে বলছিলাম যে এটা সিলেক্ট কমিটিতে যাওয়া উচিত। যেখানে দুটো পার্টি আছে সেখানে একটা পার্টি তাদের নিজেদের সমস্ত রকম স্বত্ব সাব্যস্ত আদায় করবে, আর একটা পার্টি কৃষক, প্রজা—তারা যদি জল না পায় তাহলে পর কি হবে তার কোন ব্যবস্থা নেই। সেই কারণে প্রায় ৩০ জন কৃষক আমার কাছে কয়েকদিন আগে একখানা চিঠি পাঠিয়েছে তাতে লিখেছে—মহাশয়, আমরা ভাতার থানার অন্তর্গত বামুনাড়া ইউনিয়নের অধীন খুড়িকাডাঙ্গা গ্রামে বাস করি। এই অঞ্চল কৃষি প্রধান অঞ্চল, ধান হচ্ছে একমাত্র অর্থকরী ফসল। আমরা প্রতি বছর জুলাই মাসের তিন-চার তারিখের মধ্যে ক্যানেলের জল পাই, কিন্তু অদ্য ১৫ই জুলাই পর্যন্ত ক্যানেলের জল পাই নি। যদিও এই অঞ্চল ক্যানেল অঞ্চল তথাপি এই বৎসর খাদ্যসঙ্কট তীব্র আকারে দেখা দিয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এক্ষণে জলের জন্য মাননীয় সেচমন্ত্রী মহাশয়কে টেলিগ্রাফ করিলাম। আপনি অনুগ্রহপূর্বক এ সম্বন্ধে চেষ্টা করুন এবং ফলাফল জানান।

Telegram to the Irrigation Minister, copy forwarded to the Executive Engineear, Burdwan, Damodar Canal.

সভামুখ্য মহাশয়, আপনি জানেন আমাদের দেশে ২২এ ও ২৩এ জুন থেকে অম্বুবাচী শুরু হয়, এটা চিরকালের ধারা। তখন থেকে হলকর্ষণ নিষিদ্ধ হয়। সাধারণতঃ ২২এ ও ২৩এ জুনের ভিতর সমস্ত বাংলাদেশ জলে জলময় হয়ে যায়।

[4-40—4-50 p.m.]

আজকে হয়ত কিছুটা প্রাকৃতিক পরিবর্তনের জন্য দিন পনর যা পেছিয়ে যাচ্ছে। অনেক সময় ১৫-১৬ই জুন বৃষ্টি শুরু হয়, ২২এ ও ২৩এ জুন বাংলাদেশে হাঁটু পর্যন্ত জল মাঠে হয় না। কাজেই এই অম্বুবুচীর পরেও চাষীকে মাঠে যেতে হয়, হাল চালাতে হয়। কিন্তু জুন মাস পেরিয়ে যাবার পর জুলাই মাসেও মাঠে জল দাঁড়ায় না যখন সেটাকে বুঝতে হবে অতি দুর্বছর। এবং সেই হিসেবে এটাও অত্যন্ত দুর্বছর যে আজও জুলাই মাসে ২২এ তারিখ আজও বাংলাদেশে খুব অল্প অঞ্চলেই মাঠেতে হাঁটু পর্যন্ত জল আছে। কাজেই এ বছর জল নাই বললেই চলে। কাজেই ক্যানালের যে প্রয়োজনীয়তা সেটা বাস্তবিক এক হল যে রবি শস্যের জন্য—যদি দিতে পারা যায়, আর নইলে অন্য বছরের জন্য শুধু এই রকমের যেসব বছর যে বছর জুলাইও পেরিয়ে যায় তখনও পর্যাপ্ত বৃষ্টি হয় না—সেইটা হল বছর যে বছর ক্যানাল জল দেবে। তা যদি না পারল তাহলে পরে—আমরা সাধারণতঃ জানি ৫ বা ৭ বছরে সাইকেল ধরা হয় বাংলাদেশের আবহাওয়া কিম্বা ধান চালের উৎপদনে। পাঁচ বছরে সাইকেল ধরলে পরেও অন্ততঃ এক বছর এই পাঁচ বছরে দুর্বছর হবেই। সাত বছরে ধরলে পর একটা বা দুটো হতে পারে। এবং উল্টো এই পাঁচ বছরে হবে যে বছর বন্যা হবে। এই দুটি বছরই ক্যানেল উপকারে আসে। বন্যার বছরে উপকারে আসে। বন্যা প্রতিরোধ করে এবং এইরকম যখন জলের অভাব সেই বছরে ক্যানেল উপকারে আসে—যখন জল দেয়। তার মানে হচ্ছে পাঁচ বছরে প্রকৃতপক্ষে দুটি বছর আমরা ক্যানালের দ্বারা উপকৃত হই। আর তিন বছর ক্যানালের কোন উপকারিতা নেই। যদি না কিছু অপকারিতা থাকে। অর্থাৎ বেশ যখন জল হয়েছে তার উপরে ক্যানেলের জল এসে পড়ল। কাজেই এই দুই বছরে সুবিধার জন্য পাঁচ বছর কৃষককে কর দিতে হবে। হিসেব করে দেখেছেন কৃষকের আজ বাংলাদেশে কত আয়? কত তার দেবার ক্ষমতা? বাংলাদেশের জমিদারদের খাজনা কত ছিল? এক টাকা দেড় টাকা বিঘা প্রতি কিন্তু তাতেই সারা বাংলাদেশে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের আওয়াজ সমস্ত বাংলার আকাশ বাতাসকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। পশ্চিম বাংলায় একটু বেশি ছিল। গড়ে এক টাকা দেড় টাকা তখন অখণ্ড বাংলায় ছিল। পূর্ব বাংলায় হার কম ছিল। এখানেও কিন্তু আড়াই টাকা তিন টাকার বেশি বিঘাপ্রতি খাজনা ছিল না। তাতেই বাংলাদেশের কৃষকদের এমন অবস্থা যে তারা হাহাকার করত। আর আজকে আপনি সেখানে চাইছেন—জল দেবেন তাতে তিন টাকার উপর বিঘা প্রায় চার টাকা করে বিঘা। বর্ষায় জল দেবেন আর হেমন্তে জল দেবেন তার জন্য পাঁচ টাকা করে বিঘা। ৯ টাকা বিঘার উপর গভর্নমেন্ট চার্জ করবে—এটা আপনি লিখতে পারলেন? আপনার যাঁরা পেছনে পরামর্শদাতা তাঁরা এটা বিলে লিখতে পারলেন? বাংলাদেশের চাষী সম্বন্ধে এতটুকু জ্ঞান অভিজ্ঞতা নেই যে বিঘা করা ৯ টাকা তাদের কাছ থেকে আদায় করতে রেঁজা খাঁ পারে নি। আপনি আজকে সেই জিনিস করতে যাচ্ছেন এবং তার সম্বন্ধে প্রতিবাদ হবে—এতো জানা কথা। এ জিনিস শুধু তাই নয়, বাধ্যতামূলক করছেন। সেখানে শ্রীঅজয় মুখার্জীর আপত্তি কি, না, অতখানি দামোদর ভ্যালী হাজার হাজার মাইল ক্যানেল— তার প্রত্যেক জায়গায় আমরা কেমন করে দেখবো? যে জল পেয়েছে তার কাছে পোঁছিল না, অন্যের কাছে পোঁছিল। কি করা যাবে! অজয়বাবুর বোঝা উচিত গণতন্ত্রের যেমন সুবিধা আছে, তেমনি কিছু অসুবিধাও আছে। গণতন্ত্রের এইটুকু অসুবিধা যে আপনি যেখানে জোর করে বলতে পারেন না যে তোমাকে জল নিতেই হবে। কি করবেন, বলুন? তার জন্য পাহারাদার রাখতে হবে। তার অসুবিধা ক্যানেল কন্ট্রাক্ট আইনে আপনি জল দেবেন যাদের, তারা টাকা দেবে। এই কনট্রাক্ট ফাইনাল হচ্ছে কিনা; জল দিতে পারলেন না, টাকা নেবেন কি করে? জল কোন জায়গায় পোঁছাল, অথচ যদি কেউ অভিযোগ করে আমার ওখানে জল পোঁছায় নাই, তখন তার বিচার কি করে হবে?

কাজেই আপনার পক্ষে প্রয়োজন হবে কনট্রাক্ট রাখতে গেলে ঐ রকমভাবে রাখতে হবে—পাহারাদার বসাতে হবে। কাজেই আমার সেখানে কথা হচ্ছে, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে একনায়কত্বের, সে ওয়েলফেয়ার স্টেটে নয়, কল্যাণ রাষ্ট্র হলে এই রকম জিনিস তুলে দিতেন। সেখানে জবরদস্তি জুলুম করে বলছেন আমার এই টাকা চাই—সেটা আমি জবরদস্তি করে জুলুম করে নেব। তাঁর অসুবিধা তিনি অত লোকজন রাখতে পারবেন না। কেন রাখতে পারবেন না? পঞ্চায়েতটা তাড়াতাড়ি করছেন না। নির্বাচিত কোন পঞ্চায়েতের উপর ভার রাখুন—কে কন্ট্রাক্ট করে জল পায়, কে পায় না, বা কে কন্ট্রাক্ট না করেই জল পায়। এটা তারা দেখবে। এই সেচ ব্যবস্থাটা তাদের বিশ্বস্ত লোকের উপর নির্ভর করা হোক। আমরা লক্ষ্য করেছি মন্ত্রী অজয় মুখার্জীর মধ্যে জবরদস্ত একটা ভংগী আছে। যেহেতু তিনি খদ্দর পরেন তবুও গান্ধীজীর অহিংসা নীতি তাঁর পোষায় না, মানসিক হিংসা করতে তাঁর ভাল লাগে। কখনো বা বারবার দেখা যায় আমার হাত পা ভেঙ্গে কুয়োর ভেতর ফেলে দেয়, ময়ূরাক্ষীর ধারে গেলে নাকি কৃষকরা আমায় মেরেধরে ময়ূরাক্ষীর জলে ফেলে দেবে। মন্ত্রী মহাশয়ের মানসিক হিংসাটা বেশ আমি উপভোগ করি। এই মানসিক হিংসার জন্য তাকে সাইকোলজিস্টকে দেখান উচিত। উপরে হিংসা না করলেও মনে তাঁর হিংসা আছে বলেই এই জবরদস্তি কৃষকদের উপর চালাতে চান, তাদের উপর জুলুম করতে চান। বারবার করে বলেছি পূর্বের বিলেও বলেছি আবার দ্বিতীয়বার পুনরুক্তি করে লাভ নাই। তবে এইটুকু সত্যি যে তারা জল নেবে, কিন্তু তিনি ঐ ১০ টাকাও পাবেন না। দেখা যাক জবরদস্ত অজয় মুখার্জীর শক্তি কতদূর, আর বাংলাদেশের দরিদ্র কৃষকদের শক্তিই বা কতদূর। তাঁর শক্তি পরীক্ষা আগামী দু বৎসরে দেখা যাবে।

[4-50—5-15 p.m.]

Sj. Mihirlal Chatterjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, প্রথমে আমি এই কথা বলতে চাই যে যে রকম তাড়াহুড়া করে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই বিল হাউসের সামনে এনেছেন, সেদিক থেকে আমি এই বিলের সম্পূর্ণ বিরোধী।

আপনি জানেন এই বিল গেজেটেড হয়েছে মাত্র ৫ই জুলাই যখন এই হাউসের অধিবেশন চলছে। এই বিল সম্বন্ধে জনসাধারণের অভিমত নির্ধারণ করবার জন্য কোন সুযোগ সুবিধা আমরা পেলাম না। অবশ্য আপনি এমেন্ডমেন্ট দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় দিয়েছেন, সেজন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক এইরকম একটা বিলের মারফত নতুন ট্যাক্সের আওতার মধ্যে পড়বে, সেই সমস্ত লোককে এই বিলের সম্বন্ধে তাদের মতামত জানাবার কোন রকম সুযোগ সুবিধা না দিয়ে, তাড়াহুড়া করে এই বিল হাউসের মধ্য দিয়ে পাশ করানর আমি তীব্র বিরোধী। আমি মনে করি এই বিল সার্কুলেশনের জন্য যাওয়া উচিত। অন্ততঃ যে অঞ্চলের লোককে এই ট্যাক্সের বোঝা বইতে হবে, তাদের জানতে দেওয়া উচিত যে সরকার তাদের উপর এই ধরনের ট্যাক্স চাপানর ব্যবস্থা করছেন। সে সম্বন্ধে তাদের মতামত জানাবার সুযোগ দেওয়া উচিত। ঠিক এইভাবে, এইরকম ধরনের বিল আনাতে, আমার মনে হয় জনকল্যাণমূলক যে মাল্টি-পারপাস ইরিগেশন স্কীম আছে, সেই স্কীমকে ব্যাহত করা হয়। যে পারপাসে, যে উদ্দেশ্যে দামোদর ভ্যালী ইরিগেশনের ন্যায় সুন্দর স্কীম সরকার গ্রহণ করেছিলেন, এবং তাকে রূপ দিয়েছেন সেই পরিকল্পনায় ট্যাক্স আদায় সম্বন্ধে সরকারী কার্যকলাপ এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, মানুষ উপকার বোধ করা অপেক্ষা মানুষ মনে করছে এর দ্বারা তাদের উপর মস্ত বড় জুলুম করা হচ্ছে। সরকারের ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার কাজ আমরা দেখেছি, সেখানে ট্যাক্স ধার্যের পূর্বে মানুষের সেই ট্যাক্স ধার্য সম্বন্ধে বলবার এবং নানা রকম অভিমত ও আপত্তি প্রকাশ করবার সুযোগ আছে, কি পরিমাণ ফসল বৃদ্ধি হল বা না হল, সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশের একটা সুযোগ আছে। কিন্তু আজ মাননীয় মন্ত্রী অজয়বাবু এমন একটা বিল এনেছেন, যেখানে মানুষ জলের ট্যাক্স সম্বন্ধে তার বক্তব্য, তার নিজের অভিমত প্রকাশ করবার একটা সুযোগ পর্যন্ত পাবে না। অর্থাৎ এই সেচের জলের দ্বারা তারা কি পরিমাণ উপকার পেল, বা কি পরিমাণ ফসল বৃদ্ধি পেল, তা তাদের বলবার কোন অধিকার থাকবে না। আমি স্বীকার করি যে জলের মারফত ফসল বাড়বে। কিন্তু সেচের জল পেলে কি পরিমাণ ফসল বাড়বে, তা যাচাই হওয়া

উচিত। এই বিল পাশ হওয়া মাত্র অজয়বাবুর লোক দামোদর এলাকার লোকদের কাছে গিয়ে হুমকি দেবেন, সেচের জল দিয়েছি, ফসল কাটার পরেই ডিম্যান্ড নোটিস যাবে, তোমরা আমাদের সাড়ে বার টাকা করে খারিফের জন্য ট্যাক্স দাও, এবং রবিফসলের যখন সময় আসবে তখন বলবেন ১৫ টাকা করে ট্যাক্স দাও।

স্যার, ক্যানাল কাটলেও সব জায়গা দিয়ে জল যায় না। ক্যানাল নানা এলেকায় কাটা হয়েছে, কিন্তু দেখা গিয়েছে তার সমস্ত এরিয়াতে জল যায় নি। দামোদর ভ্যালি অপারেশন এরিয়ার সর্বত্র জল পেঁছায় না। সেইজন্য তাঁরা এই বিলের ৯ নম্বর ধারাতে বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন যে বিভিন্ন জায়গায় ভিলেজ চ্যানেল কাটবার অধিকার যেন সরকারকে দেওয়া হয়, এবং সরকার বিনা খেসারতে ও বিনা ক্ষতিপূরণে জল চলাচলের জন্য ভিলেজ চ্যানাল কাটতে পারবেন। সরকারের নিজের মনে এইরকম সন্দেহ আছে, এবং সরকার জানেন যে দামোদর ভ্যালীর জল সব জায়গায় ঠিক সমানভাবে পেঁছাচ্ছে না। যখন সরকার এই বাধ্যতামূলক আইনের দ্বারা ট্যাক্স ধার্য করতে যাচ্ছেন, তখন সরকারের সুনিশ্চিত হওয়া উচিত ছিল যে, যে জল সরবরাহ করা হবে, সেই জল সর্বত্র সমানভাবে পেঁছাবে কিনা? খারিফ ও রবি ফসলের জন্য সরকার একরপ্রতি সাড়ে সাতাশ টাকা ট্যাক্স ধার্য করছেন আর লিফট ইরিগেশনের জন্য তার অর্ধেক করতে চাচ্ছেন। কিন্তু লিফট ইরিগেশনে অনেক অসুবিধা আছে। যাঁরা এই লিফট ইরিগেশনে চাষ করেন তাঁরা সকলে জানেন লিফট ইরিগেশনে খরচ বেশি পড়ে। অনেক সময় চাষীর লিফট ইরিগেশনের জন্য একরে ৩০ টাকা কোন কোন জায়গায় একর প্রতি আরও বেশি খরচ পড়ে যায়। ময়ূরাক্ষীর জলসেচ ব্যাপারে অজয়বাবু জানেন এবং তাঁর ডিপার্টমেন্টের অফিসাররাও জানেন, সেখানে একটা তাঁরা কি রেট ঠিক করেছেন লিফট ইরিগেশনের জন্য। সেখানে লিফট ইরিগেশনের যে রেট আছে, দামোদর এলেকায় সেই রেট হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে জনসাধারণের মতামত জানবার জন্য কোন প্রচেষ্টা অজয়বাবু করলেন না, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ও সুযোগ দিতে চান না। হঠাৎ এ্যাসেম্বলী চলবার মাঝামাঝি সময় এই বিল এনে আমাদের সামনে হাজির করলেন। সার্কুলেশন মোশন তিনি গ্রাহ্য করবেন কিনা জানি না। আমি বলবো এই বিল সার্কুলেশনে যাওয়া উচিত। তার প্রধান কারণ হচ্ছে, সরকার যাদের উপর এই ট্যাক্স ধার্য করতে যাচ্ছেন, তাদের বলবার একটা সুযোগ অন্ততঃ আপনাকে দিতে হবে। তারা যদি তাদের অভিমত জানাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে এই বিলকে তাঁরা অত্যন্ত জুলুমবাজী বিল বলে মনে করবে, এবং তারা মনে করবে এই বিল তাদের সুবিধা বা উপকারের জন্য নয়, তাদের উপর খুশীমত অত্যাচার, অনাচার ও উৎপীড়ন করবার জন্যই এই প্রকারের বিল আনা হয়েছে।

স্যার, দামোদরের জলে যে ফসল উৎপন্ন হবে তার কোন আন্দাজ আমরা জানতে পারলাম না, আমরা জানি না দামোদর ভ্যালি করপোরেশন সরকারকে কি দামে জল দিচ্ছেন, কি রেটে বিভিন্ন সিজনে তাঁরা জল দেবেন। বিলে আমরা দেখছি যে, যে ট্যাক্স আদায় হবে সেই ট্যাক্স আদায়ের খরচা ইত্যাদি বাদ দিয়ে তারপর দামোদর ভ্যালি করপোরেশনের সংগে আর আমাদের বাংলা সরকারের সংগে টাকা সম্বন্ধে হারাহারি একটা বন্দোবস্ত হবে। স্যার, আমরা সবাই জানি তিন পয়সা ইউনিটে দামোদর ভ্যালির বিদ্যুৎ নিয়ে ছয় আনা রেটে এই সরকার বিক্রি করছে। স্যার, তিন পয়সা রেটে বিদ্যুৎ নিয়ে সরকার ছয় আনা রেটে বিক্রি করে। কাজেই সেচের জলের এই সাড়ে সাতাশ টাকা রেট সম্বৎসরের জন্য যে ধরা হয়েছে, এর কি অংশ সরকার দামোদর ভ্যালিকে দেবেন আর নিজেরাই যে কি পরিমাণে লাভ এবং মুনাফা রাখবেন এ সম্বন্ধেও আমরা কিছু জানি না। স্যার, সম্পূর্ণ অজ্ঞতার উপর, হাউসকে কোন কিছু জানবার সুযোগ সুবিধা না দিয়ে এবং যারা এই ট্যাক্সের দ্বারা এফেক্টেড হবে তাদের বিন্দুমাত্র সুযোগ সুবিধা না দিয়ে এই স্টিম-রোলার যদি অজয়বাবু হাউসের মধ্যে চালিয়ে দিতে চান তাহলে ডি ভি সির মত এত বড় জনকল্যাণমূলক কাজ যে ব্যাহত হবে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। স্যার, জনসাধারণ চায় দামোদর ভ্যালির জল নিতে। আমি জানি, স্যার, আমি একথাও জানি তারা এ কথা স্বীকার করে যে, জল পেলে তাদের ফসল বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, তারা চাষ করে যে ফসল উৎপাদন করবে তার কি প্রপোরশন সরকার নেবে সে সম্বন্ধে কিছু একটা ঠিক হওয়া উচিত। স্যার, জলের জন্য যে পরিমাণ উচ্চ ট্যাক্স মন্ত্রী মহাশয় ধার্য করতে চান সেই উচ্চ হারে যদি ট্যাক্স তিনি আদায় করতে চান বর্তমান অবস্থাতে, তাহলে এটা সম্পূর্ণ অত্যাচার হবে এবং অত্যন্ত পরিমাণে জুলুম হবে। স্যার, ট্যাক্সের রেট অত্যন্ত কম প্রথম অবস্থায় হওয়া উচিত।

সরকারের কর্তব্য চাষের জন্য জল নেবার জন্য যে অভ্যাস সেই অভ্যাস সৃষ্টি করা। আমাদের দেশে চাষীর জল নেবার ইচ্ছা আছে। লোকে বিনা পয়সায় জল পেলে খুশী হয়। আমি জানি স্যার, স্বীকার করি, ওয়াটার রেট দিতে গেলেই প্রথমে মানুষ আপত্তি করে এ কথাও আমি জানি। কিন্তু স্যার, চাষীকে যদি জল নেবার অভ্যাসে অভ্যস্ত করা যায় আর আমাদের দেশে যে সকল ফসল উৎপাদন হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন সেই ফসলের উৎপাদন যদি আমরা বাড়াতে চাই, তাহলে, স্যার, জলের রেট খুবই কম হওয়া উচিত। যত অধিক পরিমাণে ফসল মানুষ উৎপন্ন করবে মানুষ জলের প্রয়োজনীয়তা তত বেশি বোধ করবে এবং উত্তরোত্তর বেশি হারে জলের ট্যাক্স দেবার জন্য প্রস্তুত হবে। চাষী এখন পর্যন্ত জলের উপকারিতা বুঝতে পারলো না, তাদের অর্থনৈতিক জীবনের কোন উন্নতি হল না, যে অবস্থায় তারা সাধারণতঃ জীবন যাপন করে এই জল পেয়ে তারা এখনও সেই একই অবস্থায় জীবনযাপন করছে। জিনিসপত্রের দাম এখন অসম্ভবরকম বেশি। যে ফসল ছোট চাষীরা উৎপাদন করে সেই ফসলের দ্বারা তারা সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে পারে না। স্যার, ৩০ টাকা মণ দরে মানুষকে চাল কিনে খেতে হচ্ছে। আপনি জানেন স্যার, যে, সকল চাষীর সবসময় ঘরে ধান থাকে না। অনেক গরীব চাষী আছে, যার দুই একর কিংবা এক একরেরও কম জমি আছে। তারাও এই দামোদর ভ্যালি এলাকায় বসবাস করে। ফসল কাটার দুই-তিন মাস পরে তাদের ঘরের খোরাক শেষ হয়ে যায়। তাদের সম্পূর্ণরকমে নির্ভর করতে হয় ক্রয়ের উপর। কাজেই ৩০ টাকা করে চাল কিনে যারা সংসার যাত্রা, এখন নির্বাহ করছে, যাদের আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত নয়, তাদের বর্তমান অবস্থাতে প্রস্তাবিত হারে যদি তাদের ট্যাক্স ধার্য করা হয় তাহলে স্যার, অত্যন্ত অন্যায় করা হবে, জুলুম করা হবে। আমি চাই মাননীয় অজয়বাবু এই বিল সার্কুলারের জন্য দিন। আমি এই উচ্চ হারে ট্যাক্স ধার্যের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করি, কিন্তু আমি একথা বলি না যে একেবারে কোন ট্যাক্স হওয়া উচিত নয়।

[At this stage the House was adjourned till 5-15 p.m.]

[*After adjournment.*]

[5-15—5-25 p.m.]

Ruling of Mr. Speaker on the points of order raised on the West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958.

Mr. Speaker: Gentlemen, I have my ruling about that particular matter and the points of order. It is a written ruling and I think I would do well by making it over and not waste time by reading it. It will be cyclostyled and circulated.

The following points of order have been raised in connection with the above-mentioned Bill:—

(1) Whether the Bill is a taxation measure and can be introduced when there was no reference to such a measure in the Governor's speech?

(2) Whether a compulsory levy on water rate as is proposed by this Bill is permissible under the Damodar Valley Corporation Act, 1948? If it is not, is the Bill *ultra vires*?

(3) Whether the Bill falls within Article 288 of the Constitution, and in the absence of the President's consent, can it be introduced in the House?

(4) Whether the State Legislature is competent to enact the measure?

With regard to first point of order I hold that it is a taxation measure and Governor's sanction has been duly obtained for introducing the Bill. There is no legal difficulty in the way of the Bill being introduced for consideration. Mr. Subodh Banerjee and Mr. Deven Sen urged that there was no mention

of the fact, that such a Bill would be introduced, in the Governor's speech. Neither the Constitution nor the Assembly Procedure Rules anywhere lays down the principle that a Bill cannot be introduced if no mention is made that such a step would be taken in the Governor's speech.

With regard to the second point of order, I hold that the present Bill, if passed by the Legislators, will not be *ultra vires*. It has been suggested that the proposed legislation sought to override some of the provisions of the Damodar Valley Corporation Act, 1948, particularly, section 14 which is in the following terms:—

> "The Corporation may after consultation with the Provincial Governments concerned determine and levy rates for the bulk supply of water to that Government for irrigation and fix the minimum quantity of water which shall be made available for such purpose, the rates at which such water shall be supplied by the Provincial Government to the cultivators and other consumers shall be fixed by that Government after consultation with the Corporation".

The Damodar Valley Corporation Act, 1948, was enacted before the Constitution came into being. A provision has been made in the present Bill that the proposed Act shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or any other law or contract for the time being in force. Having regard to the above, there is no legal difficulty in enacting a law which may have the result of overriding some of the provisions of the Damodar Valley Corporation Act.

In answer to the third point of order which has been raised by Mr. Bankim Mukherjee, I hold that Article 288(2) has no application. Article 288(1) exempts from taxation by States in respect of water or electricity in certain cases of inter-State utility. The object of this article is to exempt, subject to any order of the President to the contrary, certain objeots of inter-State public utility from existing State taxation. Future taxation of such concern by the State is also made subject to President's assent to such legislation. If an illustration is sought for "any authority established by any existing law" instance may be found from Damodar Valley Corporation Act itself. Sections 13 to 21 of the Damodar Valley Corporation Act 14 of 1948 empowers the Corporation to sell water and electricity under certain conditions.

Article 288(2) imposes a similar restriction on the power of State Legislature to the imposition of any such tax as is mentioned in Article 288(1). Neither Article 288(1) nor Article 288(2) has anything to do with the power of the State Legislature to introduce measure for taxing the cultivators direct. In view of the above I hold that the previous assent of the President to wholly unnecessary.

With regard to fourth point of order I hold that this Legislature is competent to deal with it as it is covered by item 17 of the State List in Schedule 7.

Sj. Chitto Basu:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আজকে আমাদের এই হাউসের সামনে মাননীয় সেচমন্ত্রী মহাশয় যে বিল উপস্থাপিত করেছেন. সেই বিল সম্পর্কে কোন অভিমত প্রকাশ করতে গেলে এই অভিমতই আমি প্রকাশ করতে চাই যে জনগণের বৃহত্তম অংশের স্বার্থের প্রয়োজনের প্রতি সামান্যতম সম্মান বা শ্রদ্ধা না দেখিয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা বিহীন পরিকল্পনার নামে পরিকল্পনা করবার যে

কুফল তার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলে এটাকে মনে করতে পারি। কেন না, এই হাউসে বারবার এ কথা বলা হয়েছে যে দামোদর ভ্যালি করপোরেশনের মত একটা উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা পশ্চিম বাংলার জনগণের সমর্থন পাক, এ কথা আমরা সকলেই আশা করি, এবং সেই পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে যে সেচ ব্যবস্থা করা হয়েছে তার সুযোগ গ্রহণ কোরে আমাদের রাজ্যের চরম খাদ্যসংকটের খানিকটা উপশম হউক এ কথা আমরা সকলেই স্বীকার করি। এই হাউসের অনেক বক্তা অনেকবার বলেছেন যে ক্যানাল এরিয়াতে বর্তমান ২২এ জুলাই যখন অধিকাংশ জায়গায় চাষ আবাদের কাজ শেষ হয়ে যাবার মত, এখনও সেখানে জল গিয়ে পেঁছায় নি। মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে সে ব্যক্তি অন্য সাধারণ চাষী নয়, আমাদের লোকসভার সদস্য সুকোমল ঘোষ মহাশয়—একটা বিশেষ অঞ্চল তাঁর নির্বাচনকেন্দ্র—যেখানে চাষীরা যে সুযোগ সুবিধা পায় নি—এ কথা তিনি বার বার জানিয়েছেন জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে ডি ভি সি কর্তৃপক্ষের কাছে, এবং সর্বশেষে আমাদের সেচমন্ত্রী অজয়বাবুর কাছে। কোথায় অজয়বাবু সেই জনসাধারণের প্রতিনিধি, লোকসভার সদস্য তাঁর নির্বাচন কেন্দ্রে জনসাধারণের জলের দাবী তা মেটাবার চেষ্টা না কোরে, বা সে সম্পর্কে সরকারের কি করণীয়, আছে, সে সম্বন্ধে আলোকপাত না কোরে, অত্যন্ত অস্বাভাবিক তাড়াহুড়ার মধ্য দিয়ে কৃষকদের স্বার্থের বিরুদ্ধে একটা অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল আইন প্রণয়ন কোরে হাউসের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। এই যে এলাকার কথা আলোচনা করা হচ্ছে, এই যে দামোদর ভ্যালি সেচ পরিকল্পনা, তার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতে পশ্চিম বাংলার সেচ পরিকল্পনা তৈরি হবে, তাতে কি ধরনের সেচ করের বোঝা কৃষকদের ঘাড়ে চাপান হচ্ছে তার একটা ইঙ্গিত পাচ্ছি। যে কৃষক এতদিন অত্যাচারিত ছিল, যারা এতদিন ঋণের বোঝা ও খাজনার বোঝায় জর্জরিত হয়েছিল আমরা আশা করেছিলাম যে এই ধরনের পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন দেশের ফসল বাড়বে, জাতি সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে, তেমনি দেশের চরম খাদ্যসংকটেরও লাঘব হবে, এবং দেশের কৃষককুলও খানিকটা রক্ষা পাবে। বর্তমানে দেশে যে খাজনার হার প্রচলিত আছে, সেই প্রচলিত হারে কর দেওয়া অনেক কৃষকের ক্ষমতার বাহিরে।

এবার এখানে সেচকরের নামে ঐ দামোদর পরিকল্পনা' অঞ্চলে বিঘাপ্রতি প্রায় ৯ টাকা কোরে খাজনা বৃদ্ধি করা হবে, সেচকরের নামে। কৃষকের অর্থনৈতিক উন্নতি হল না, তার ফসল বৃদ্ধি হল কিনা তা জানল না, সে সম্বন্ধে হিসাব নিকাশ করবার সুযোগ নাই, উপরন্তু এই রকম জঘন্য ভাবে, পীড়নমূলকভাবে এই ধরণের কর ধার্য করবার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই বিলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে কথা বর্ণনা করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে ফুল ইউটিলাইজেশন অফ ওয়াটার হবে। এ হাউসে এমন ব্যক্তি নাই—এ পক্ষের হউক, আর ও পক্ষের হউক, যিনি ফুল ইউটিলাইজেশন অফ দামোদর ভ্যালী ওয়াটার চান না। কিন্তু ফুল ইউটিলাইজেশন করতে যতখানি সক্রিয় আগ্রহশীলতা বিলে দেখা যাচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ততখানি আগ্রহশীল নন। তা যদি হত তাহলে লোকসভার সদস্যের আবেদন তাঁর কানে গিয়ে পেঁছাত, তাঁর কানে গিয়ে পেঁছাত ঐ জল যারা চান, জল পাবার জন্য আগ্রহশীল যে কৃষক তাঁদের কথা, তাঁর কানে গিয়ে পেঁছাত যার কাজের দ্বারা ফুল ইউটিলাইজেশন সার্থক হত। তার পরিবর্তে আমরা দেখছি তাঁদের চেষ্টা কিভাবে নির্ধারিত হারে খাজনাটা আদায় করবেন, অর্থাৎ তাঁদের কাছে ফুল ইউটিলাইজেশন মানে ফুল একজার্শন অব আর্বিট্রারী ট্যাক্সেশন। মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি বিল পড়ে দেখেছি, আমি লক্ষ্য করেছি প্রতিটি থানায় থানায় এই ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে প্রতিহিংসার ভাব নিয়ে এই জবরদস্তিমূলক ট্যাক্সেশনের বিধান হয়েছে। যে সরকারের সঙ্গে, যে মন্ত্রীর সঙ্গে কৃষক সম্প্রদায়ের সামান্যতম আশা আকাঙ্ক্ষার পরিচয় আছে, সেই সরকার ও তার মন্ত্রী যে এই ধরনের পরিকল্পনার কথা চিন্তা করতে পারেন তো আমাদের ধারণার বাহিরে। এ কথা কেউ কল্পনা করতে পারে না যে জল পাক আর না পাক, সরকার দেশের কৃষকদের উপর চড়া হারে খাজনা ধায্য করছেন—এক পয়সা দু পয়সা নয়, যেখানে ৯ টাকা বেশি খাজনা ধার্য করতে চাচ্ছেন সেখানে তাদের মতামত দেবার সুযোগ নেই। প্রাথমিক এসেসমেণ্ট করবার কথা নাই, প্রাথমিক এসেসমেণ্ট সম্পর্কে যদি কোন কৃষকের কিছু বক্তব্য থাকে সেই বক্তব্য পেশ করতে হবে যে মালিক, যে কালেক্টর তিনিই বিচার করবেন। আমরা একথা কিছুতেই বুঝতে পারি না যাঁর এসেসমেণ্টের বিরুদ্ধে কথা বলতে চায় তাঁর কাছেই বিচার চাইতে হবে—এই ধরণের বিভিন্ন জবরদস্তিমূলক, পীড়নমূলক মনোভাব এই আইনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

[5-25—5-35 p.m.]

Sj. Phakir Chandra Ray:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই বিল যখন সেচমন্ত্রী মহাশয় উত্থাপন করেন তখন তিনি বলেছিলেন যে দুবৎসর ডি ভি সি, এলাকায় যেখানে যেখানে ক্যানাল তৈরি হয়েছে এবং ডি ভি সি যেখানে জল দিতে চেয়েছিল স্থানীয় লোকেরা সে জল নেয় নি। আমি যতটুকু জানি তাঁর এই তথ্য ঠিক নয়। গতবারে ডি ভি সি এলাকার যেখানে যেখানে খাল কাটা হয়েছে সেখানে ঘোষণা করা হয়েছিল যে যদি চাষীরা জল নেয় তাহলে জল নেবার জন্য কোন খাজনা দিতে হবে না। আগেরবারে জল যেখানে ইচ্ছা চাষীরা নিতে পারে এ কথা বলা হইয়াছিল কিন্তু অতিরিক্ত বন্যায় অনেক জায়গায় ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, অনেক জায়গায় জল নেবার ইচ্ছা থাকতেও চাষীরা জল নিতে পারে নি। তা ছাড়া কোথাও কোথাও চাষীরা জল নিয়েছে নিজেরা ক্যানাল কেটে। নিজেরা খরচ কোরে জল নেবার ব্যবস্থা করেছে। কাজেই এই যে যুক্তি যে ডি ভি সি জল দিতে চেয়েছে কিন্তু লোকেরা জল নেয় নি—এই জন্য বাধ্য কোরে জল নিতে হবে আমার এলাকার আমি যতদূর খবর জানি তাতে এ যুক্তি দাঁড়ায় না।

জলের দরকার আছে আমরা জানি। পানাগড়ের কাছে ডি ভি সি থেকে জল নেবার জন্য লোকেরা দাঁড়া কাটছে। জলের উপকারিতা চাষীরা বোঝে, তারজন্য বাধ্যতামূলকভাবে কর আদায় করবার জন্য আইনের প্রয়োজন হয় না। আমরা দেখছি এখনও পর্যন্ত যেখানে ক্যানেল কাটা হয়েছে সেখানে জল পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে বহু দরখাস্ত মন্ত্রী মহাশয় পেয়েছেন, কিন্তু তিনি জল দিতে পাচ্ছে না। গলসীতে, অর্থাৎ ন্যাভিগেশন ক্যানেলের দক্ষিণে, ডি ভি সি কর্তৃপক্ষ বলেছেন যে আমরা জল দিতে পারব না। তাঁরা যেসব জায়গায় জল দেবেন বলেছেন সেইসব জায়গায় রেগুলেটর নেই, স্লুইস গেট ভেগে গিয়েছে এবং এর ফলে যেখানে একটু জল পাওয়া যেত তাও পাওয়া যাচ্ছে না। এইরকম অব্যবস্থায় মন্ত্রী মহাশয় কেন যে এইরকম একটা আনপপুলার বিল আনলেন তা বুঝতে পারছি না। দ্বিতীয়তঃ কর বৃদ্ধি করার কোন কারণ নেই। ইরিগেশন এ্যাক্ট বা বেংগল ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্ট অনুযায়ী এই কর আদায় করা যায় না। সেদিন মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে এই আইন দিয়ে কর আদায়ের একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু সেটাতে খুব ঝামেলা হবে। এখন এখানে ও'র কথা থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, এটাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে এমন কোন কথা নেই, বরং বাধ্যতামূলক না করেই কর আদায়ের ব্যবস্থা করা যায়। অতএব যখন তিনি নিজে একথা উপলব্ধি করছেন তখন কেন যে এ জিনিস করছেন তা বুঝতে পারছি না। ডি ভি সি এলাকায় মন্ত্রী মহাশয় যদি উপযুক্ত পরিমাণে ঠিক সময় জল দিতে পারতেন তাহলে লোকে নিশ্চয় ট্যাক্স দিত। এখন এটার রেট কি হবে? বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্ট যেভাবে আছে তাতে ৫০ শতাংশ আছে।• তিনি সেই ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্টটাই চালু রাখতে পারতেন তাহলে তাতেই কাজ চলত। তারপর এবার ইডেন ক্যানেলের জল একেবারেই সরবরাহ করা হয় নি। দামোদর ক্যানেলের জল কিছু কিছু জায়গায় ডি ভি সি দিয়েছে—অধিকাংশ জায়গায়ই পারে নি। এখন ট্যাক্স কোন্ আইন অনুসারে আদায় হবে সেটা একটা প্রশ্ন—অর্থাৎ বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্ট অনুযায়ী ট্যাক্স আদায় হবে, না এই আইন চালু হলে এই আইন অনুসারে ট্যাক্স আদায় হবে। কিন্তু এই নতুন ধরনের ট্যাক্স চালু করার উপযুক্ত পরিস্থিতি এটা কিনা সেটা মন্ত্রী মহাশয়কে বিচার করে দেখতে বলি। আর যদি তিনি উপযুক্ত পরিস্থিতি বলে মনে করেন তাহলে এই বিলটা তাদের কাছে পাঠিয়ে তাদের মত নিন এবং তারা যদি বলে যে বাধ্যতামূলক হলেও আমরা রাজী আছি তাহলে কারুর এতে আপত্তি নেই। সেজন্য আমি বলব যে তাড়াহুড়া না করে এটা জনমতের সামনে পাঠান হোক এবং জনমত যদি গ্রহণ করে তাহলে আমাদের আপত্তি থাকবে না।

Sj. Sunil Das:

মিঃ স্পীকার, স্যার, এই বিলের পেছনে যে সর্বনাশা সেচনীতি রয়েছে তার পরিণতি সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তা, বিশেষতঃ সরকারপক্ষের একজন সদস্য সেচমন্ত্রী মহাশয়কে হুঁসিয়ার করে দিয়েছেন। দুটো প্রশ্ন এই বিলের ভেতর নিহিত রয়েছে—কম্প্যালসারি লেভী হবে কি হবে না, তার রেটস কি হবে। দুটো ভিত্তিভূমির উপর এই দুটি প্রশ্নের বিচার হওয়া প্রয়োজন। একটা হল অর্থনৈতিক, আর একটা হোল বৈজ্ঞানিক কিংবা টেকনিক্যাল। অর্থনৈতিক ভিত্তিভূমির উপর প্রভূত আলোচনা হয়েছে, আমি তার বিশেষ পুনরোক্তি না করে সমস্যার বৈজ্ঞানিক দিক যেটা রয়েছে

টেকনিক্যাল এ্যাসপেক্ট, সে সম্পর্কে দুই-একটা কথা বলবো। আমি এই হাউসের বেশি সময় নেব না। এখানে আমাদের সেচমন্ত্রীর কাছে সমস্যা হোল এই যে দামোদর ভ্যালি করপোরেশন এলাকায় ইরিগেশন পোটেনশিয়াল তৈরি হয়েছে জলের এ্যাভেলেবিলিটি রয়েছে, কিন্তু ইউটিলাইজেশন নেই। জলের ইউটিলাইজেশন কেন নেই—এ্যাভেলেবিলিটি এবং ইউটিলাইজেশনের মধ্যে যে ব্যবধান, এই ব্যবধানের কি কারণ—সে সম্পর্কে সেচমন্ত্রী আমাদের কাছে বিশেষ কিছু বলবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। বিভিন্ন বক্তা সে সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন—সবচেয়ে বড় কথা হোল ডি ভি সি এলাকার জলের সেচের জন্য প্রয়োগের পথে ডিস্ট্রিবিউটিভ সিস্টেমের অপ্রতুলতা এবং ডিস্ট্রিবিউটিভ সিস্টেম সম্বন্ধে সরকারের আনপ্রপিয়ার্ডনেস। ডিস্ট্রিবিউটিভ সিস্টেম সম্বন্ধে অব্যবস্থার সবচেয়ে বড় কারণ জল নেবার ব্যবস্থা চাষীদের করতে হবে অথচ এটা টেকনিসিয়ান জব। আমেরিকা ইউ, এস, এ-তে—টেকনিসিয়ানরা এই কাজ করেন, কারণ ড্রেনেজ সম্পর্কে ল্যান্ড কনটুর সম্পর্কে, সম্যক জ্ঞান না থাকলে এই ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। বক্স সিস্টেম ব্যবস্থা হওয়া দরকার, ছোট ছোট হোল্ডিং তার কোন ব্যবস্থা এখানে নেই। আনপ্রপিয়ার্ডনেস, সম্পর্কে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রোগ্রেস রিপোর্ট, অডিট রিপোর্ট, ডি ভি সির অডিট রিপোর্ট এবং সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান এ্যাপ্রেজালে যেসমস্ত উক্তি রয়েছে সে সম্পর্কে মাননীয় সদস্যারা বলেছেন। এ্যাভেলেবিলিটি এবং ইউটিলাইজেশনের ব্যবধান সম্পর্কে আরও টেকনিক্যাল দিক থেকে আমি দুই-একটা কথা বলবো। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় নিশ্চয়ই জানেন যে ইরিগেশন ওয়াটার ক্যানেল দিয়ে যখন আসে তখন কিছু জমিতে সেটা শুষে যায় এবং তিনি আরও জানেন, যে জল জমিতে দেওয়া হয় সেই জল সবটাই ফসলের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় না, জমি শুষে নেয়, যার ফলে জমির নিচে ওয়াটার লেভেলের উচ্চতা বৃদ্ধি হয়। যদি সেটা মার্সি ল্যান্ড হয় তাহলে ওয়াটার লেভেল এমন একটা পর্যায়ে উঠবে যার ফলে আজকে ফ্লাড নিবারণের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে—দুই বছরে একবার কি তিন বছরে একবার এই ইরিগেশনের ফলে এমনও হোতে পারে মাঠে পার্পিচুয়াল একটা ওয়াটার লগিং চিরন্তন ফ্লাডের ব্যবস্থা হোতে পারে—তার সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে বর্তমান নির্বিচার সেচনীতির মধ্যে। আজকে যদি কম্পালসরী লেভীর ব্যবস্থা হয় এবং এই ধরনের ব্যবস্থায় জমির যদি এই অবস্থা হয় তাহলে তার জন্য কি চাষীকে খেসারত দিতে হবে? এ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা রয়েছে?

[5-35—5-45 p.m.]

বিলে রয়েছে সেচকর মকুব করা হবে। কখন মকুব করা হবে? একজেমশন কি কি কারণে হবে? একজেমশন শুধুমাত্র দুটি কারণে হবে। পার্শিয়াল অব টোট্যাল ক্রপ ফেলিওর এ কথা কোথাও বলা হয় নি যে ওয়াটার লেভেলের যদি উচ্চতা বৃদ্ধি পায় তার ফলে ওয়াটার-লগিং হয় তাহলে সেখানে চাষীকে সেচকর থেকে মকুব করা হবে। এ কথা কোথাও বলা হয় নি। আরও রয়েছে কমান্ডেড এরিয়া অর্থাৎ এরিয়া অফ অপারেশন বলে বিলে যা বলা হয়েছে, তাকে সাধারণতঃ কমান্ডেড এরিয়া বলা হয়। কমান্ডেড এরিয়াতে যদি স্যান্ডি জমি থাকে, বালু জমি থাকে এবং সেটা স্বভাবতই থাকে, ইডেন ক্যানাল, দামোদর ক্যানালের অভিজ্ঞতা থেকে সেচমন্ত্রী মহাশয় সে খবর জানেন, সেই স্যান্ডি এরিয়ার জন্য কি ব্যবস্থা হয়েছে, কম্পালসারি লেভী যদি হয় সেই স্যান্ডি এরিয়ার জন্যও জলের খেসারত, জলের মাশুল চাষীকে কেন দিতে হবে? সে সম্পর্কে এ বিলে কোন ব্যবস্থা নেই। কাজেই এই সমস্ত টেকনিক্যাল দিক থেকে বিলটাকে বিবেচনা করাই হয় নি। কিছু অর্থ আদায় করা, জবরদস্তি করে, জুলুম করে যেকোনভাবে কিছু অর্থ আদায় করাই হয়েছে বিলের উদ্দেশ্য। এই বিলের যে সুদূর প্রসারী বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে চাষীর উপরে, কৃষকের উপরে এবং চাষের উপরে, এবং সারা দেশের কৃষি-ব্যবস্থার উপরে সে সম্পর্কে সেচমন্ত্রী হয় অজ্ঞ আর তা না হলে তিনি সব জেনেও চোখ বুজে আছেন।

তারপর আরেকটা কথা বলার রয়েছে। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ফ্লাড কন্ট্রোল থেকে মাল্টি-পারপাস রিভার ভ্যালি প্রজেক্টসগুলির সুরু। মাল্টি-পারপাস রিভার ভ্যালি প্রজেক্টস একটা ইন্টিগ্রেটেড ব্যবস্থা সামগ্রিক ব্যবস্থা, তার ভিতরে ফ্লাড কন্ট্রোল, পাওয়ার জেনারেশন এবং ইরিগেশনের ব্যবস্থা রয়েছে। এই ব্যবস্থা ফ্লাড কন্ট্রোল থেকে সুরু হয়েছে এবং পাওয়ার জেনারেশন এবং ইরিগেশন পরের স্তরে সেখানে এসেছে। কারণ পাওয়ার জেনারেশন এবং ইরিগেশন

ভিতর দিয়ে আয় হয় এ ব্যবস্থাগুলি রেভেনিউ ইল্ডিংএর ভেতর দিয়ে আয় হয়। এবং তার ভিতরে পাওয়ার জেনারেশনে সব চাইতে বেশি আয় হয়। সুতরাং রিজার্ভারে ড্যাম করা হয়েছে, রিজার্ভার করা হয়েছে রিজার্ভারে যে অপারেশন্যাল কন্ট্রোল, সে অপারেশনাল কন্ট্রোল পাওয়ার জেনারেশনের তাগিদে যতটা না নিয়ন্ত্রিত হয়, যতটা না তার ব্যবস্থা হয় আর কোন কারণে, ফ্লাড রেগুলেশন কিম্বা ইরিগেশনের তাগিদে ততটা হয় না। কিন্তু পাওয়ার জেনারেশন এবং ইরিগেশন সাপ্লাইয়ের দুটোর ভেতরে বিরোধ নেই। কিন্তু ফ্লাড কন্ট্রোলএর সংগে পাওয়ার জেনারেশনের বিরোধ হয়েছে। এবং সে সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন উঠছে—আমেরিকার হুভার ডাম, কলোরেডো অথারিটির, সেইসব জায়গায় সেই সমস্ত প্রশ্ন উঠেছে। আমি তার ভেতরে না গিয়ে শুধু এইটুকু বলতে চাই—আজকে এই বিরোধের ফলে যদি এমন হয় ইরিগেশনের জল কমিয়ে দেবার প্রশ্ন হল কারণ ন্যাচারাল ড্রেনেজ রাখতে হলে ফ্লাড নিয়ন্ত্রণের জন্যে যে ব্যবস্থা রয়েছে সেই ব্যবস্থাকে যদি কোন সময় কোন কারণে অগ্রাধিকার দেবার প্রশ্ন আসে, ইরিগেশনের জন্য যদি জলের সাপ্লাই কমে যায় তাহলে তারও খেসারত চাষীকে দিতে হবে? কম্পালসরি লেভী বলতে যেকোন অবস্থায় হউক না কেন, ইরিগেশনের জল কমুক। বালুচর হউক, ওয়াটার লেভেল বাড়ুক, মার্শি ল্যান্ড হউক, ওয়াটার-লগিং হউক, জমি জল দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়ে যাক, যেকোন অবস্থায় হউক না কেন চাষীকে কম্পালসরি লেভী দিতে হবে। এ সম্পর্কে আমি ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ পাওয়ার এ্যান্ড রিভার ভ্যালী ডেভেলপমেন্টের এ বছরের এপ্রিল সংখ্যায় ডাক্তার এন কে বসু, তিনি রিভার ভ্যালী ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর ছিলেন, তার একটি প্রবন্ধ থেকে কিছু পড়ে আপনাকে শুনাচ্ছি—তার প্রবন্ধের নাম হল—

"Future of multi-purpose river valley projects in India."

তাতে তিনি বলছেন—

> "For the preservation of the river channel in the lower valleys, the principle of operational control of the dams and the barrage should be carefully drawn up. It may be necessary to sacrifice a part of the revenue from the sale of hydro-electricity and irrigation water to keep the river alive. If the river dies, can the people live?"

২০ বছরে হুভার ড্যামে নাকি সংকট দেখা দিয়েছে। হীরাকুদ ড্যামের নাকি একশো বছর আয়ু বলা হচ্ছে। ২০ বছরে হীরাকুদ ড্যাম অকেজো হয়ে যেতে পারে। মাইথন ও দামোদর ভ্যালীর অন্যান্য ড্যাম কতদিন কার্যকরী থাকবে সে সম্বন্ধে ও বৈজ্ঞানিকদের মনে আজ সংশয় দেখা দিয়েছে। তার আভাষ পাওয়া গেছে। আজ বাংলাদেশের চাষীকে ভুগতে হবে যদি কম্পালসরী লেভী বাংলাদেশের চাষীর উপর চাপান হয়। এর নির্দিষ্ট রেট সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। রেট ইল্ড অর্থাৎ ফসল যা উৎপন্ন হয়, সেই ফসলের পরিমাণ দেখে ইরিগেশনের জলের ব্যবহারের পরিমাপ করা হবে। ইল্ড দেখে ইরিগেশনের জলের পরিমাপ হবে তা নয়, যে জমিতে ময়েশ্চার কন্টেন্ট বেশি সেই এলাকায়, ইরিগেশনের জল কম লাগে। শুধু ইরিগেশনের ফলে সেখানে উৎপাদন হচ্ছে তা নয়। সুতরাং ইল্ড দিয়ে ইরিগেশন মাপা যায় না। ইল্ড দিয়ে যদি রেট ডিটারমাইন করা হয়, তাহলে সেটা অবৈজ্ঞানিক হবে। ইরিগেশন কি? বাইরে যে জলটা রয়েছে, তাতে মিনারেলস রয়েছে, শস্যের খাদ্য রয়েছে, সেই সলিউশন উইক থাকা দরকার, প্ল্যান্টের মধ্যে সলিউশন যেটা স্ট্রং বাইরের অর্থাৎ জমির উইক সলিউশন থেকে খাদ্য প্ল্যান্টের মধ্যে স্ট্রং সলিউশনে সঞ্চালিত হয়। সেখানে ময়েশ্চার দরকার হয় ইরিগেশন করলে। তাতে একর পিছু খরচ বাড়বে। কিন্তু এটা নয় ইল্ড দিয়ে পরিমাপ হবে ইরিগেশনের। সেটা বিবেচনা করে ইল্ড দিয়ে লেভী করতে পারেন না। আরও গভীরভাবে চিন্তা করে অন্যান্য মাপকাঠির বিচারে রেট ধার্য করতে হবে। এই বলে এই হাউসে সর্বনাশা বিল সম্পর্কে যেসমস্ত কথা বলা হয়েছে, সেই সমস্ত মন্তব্যের সংগে একমত হয়ে আমি মন্ত্রী মহাশয়কে বলবো হয় এই বিল প্রত্যাহার করুন, আর না হয় বঙ্কিমবাবু যে কথা বলেছেন সিলেক্ট কমিটিতে দিন। আর না হয় সার্কুলেশনে দিন। অবিবেচকের মত কাজ করে দেশের সর্বনাশ করছেন। ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রীস নদীর উপত্যকায় শ্রেষ্ঠ সভ্যতা গড়ে উঠে ছিল, সেখানে ভ্রান্ত সেচ—নির্ভর কৃষিব্যবস্থার ফলে মানুষের সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় নির্বিচারে ইরিগেশনের নীতি প্রয়োগ করে লোয়ার দামোদর ভ্যালির জনসাধারণের সর্বনাশ করবেন কিনা সেটা তিনি একটু ভেবে দেখুন।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে সেচমন্ত্রীকে এই বিলটা প্রত্যাহার করবার জন্য অনুরোধ করবো। আগে জল দেওয়ার ব্যবস্থাটা নিশ্চিত করুন, তারপর সেচ করের ব্যবস্থা করবেন। আজ ৬ই শ্রাবণ, গোটা আষাঢ় চলে গেছে, আপনি একটুও জল এখনো দিতে পেরেছেন? সে জল তিনি দিতে পারেন নি। আমি দুর্গাপুর গিয়েছিলাম। গত শনিবার এবং রবিবার। কেন সেচ দেওয়া যাচ্ছে না? তার সম্বন্ধে আমি অনুসন্ধান করেছি। অনুসন্ধান করে যে তথ্য আমি জানতে পেরেছি তা অত্যন্ত মারাত্মক। তা এখানে বলবো। সে ঘটনা হচ্ছে এই এ বছর রান্ডিয়া বন্ধ করে দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে জল দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। সেখানে এইরকম ঘোষণা করা হয়েছে সাড়ে চার লক্ষ একরে জল দেওয়া হবে। কিন্তু একটা ব্যাপার এই যে ডি ভি সি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে জল সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, সেই ডি ভি সি আবার স্টীল প্রজেক্ট থার্ম্যাল প্ল্যান, কোক ওভেন প্রভৃতির জন্য ফ্রেশ ওয়াটার সরবরাহ করার সাপ্লাই করার এবং তার ফাউল ওয়াটার ড্রেন আউট করবার একটা স্কীমও তারা কন্ট্রাক্ট হিসেবে দিয়েছেন —যাকে বলে টাম্বলা নালা স্কীম। এই স্কীম এই বছর জুন মাসে শেষ করবার কথা ছিল। কিন্তু সেটা শেষ হবার আগে ডি ভি সির ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনিয়ার, ইরিগেশন এ্যান্ড ব্যারেজ দেবেশ মুখার্জী আমেরিকা চলে যান। এখন সেখানে সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার এস, আর, ঘোষ রয়েছেন তিনি বলেছেন তাদের সঙ্গে করেসপন্ডেন্স চলছে। তাতে তিনি বলছেন তা তিনি জানতেন না যে সেই টাম্বলা নালা স্কীম শেষ হয় নাই।

[5-45—5-55 p.m.]

এর শেষ না হওয়ার জন্য, প্রশ্ন হয়েছে এই যে, যদি ঠিকভাবে রিকুইজিট কোয়ান্টিটি জল সাপ্লাই করতে হয় তাহলে ব্যারেজে যে পাম্পিং এসেন্সিয়াল, সেই পাম্পিং করলে পর, এই টাম্বলা নলাার কাজ বন্ধ হয়ে যায় জল দিতে। এবং এই সমস্যা। আমি জানি, আমি রবিবারে যখন ওখানে অনুসন্ধানে যাই, শনিবারদিন এখান থেকে চীফ ইঞ্জিনীয়ার এ, এল, দাস গিয়েছেন, এবং গিয়ে, এই সমস্যা সম্বন্ধে তাঁরা জানেন, এবং জেনে গোপন করা হচ্ছে। আমি এ পর্যন্ত সংবাদ জানি যে আজকে যখন অবস্থা ওইরকম হয়েছে, ওদিকে ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের চাপ যে তাঁদের স্টিল প্রজেক্ট, কোক ওভেন এবং থার্ম্যাল প্ল্যান্টের জন্য যে ব্যবস্থা, সে ব্যবস্থাকে কমপ্লিট করতে হবে, এবং তার কাজ চালু রাখতে হবে, আর অন্য দিকে জলও দিতে হবে। কারণ বাংলাদেশে এইরকম একটা নিদারুণ খাদ্য সমস্যা চলেছে। সেই খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য জল দেওয়ার ব্যবস্থায় যে দু-মনা ব্যবস্থা চলেছে এবং যার ফলে হচ্ছে—আজকে সেখানে খানেকটা জল কমিয়ে দিয়ে ওদিকের কাজ চালাতে হচ্ছে, এবং শেষ পর্যন্ত চিফ ইঞ্জিনীয়ার সেখানে গিয়ে, তিনি একটা প্ল্যানিং করবার ব্যবস্থা করেছেন। কি করে কতটা দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করেছেন। আমি জানি কয়েকদিন আগে বিধান সভায় প্রশ্ন করেছিলাম—যদি সাড়ে চার একরে জল দিতে হয় তাহলে কত কিউসেক জল মেইন ক্যানাল পাবে? সেখানে ইঞ্জিনীয়ার বলেছেন অন্ততঃ পক্ষে চার হাজার কিউসেক জল ছাড়তে হবে, বেশি হলে ভাল হয়। এটা ১৬ই জুলাই ১৯৫৮ তারিখের কথা হয়েছে, তাতে আমি জানি ১২শো থেকে ১৩শো কিউসেক পর্যন্ত তাঁরা জল দিচ্ছেন। এখন তাঁরা ঠিক করেছেন, অনেক সময় পশ্চিমবাংলা সরকারের কাছে একটা মিথ্যা করে বাড়িয়ে দেখানর জন্য, সেখানে ট্যাম্পারিং উইদ রেকর্ড হচ্ছে। যেখানে ১৪শো কিউসেক জল যাচ্ছে সেখানে ২২শো কেউসেক জল যাচ্ছে বলে রেকর্ড করা হচ্ছে। সুপারভাইসরী স্টাফরা এই সমস্ত করছেন, কাউকে জানতে দেওয়া হচ্ছে না। এগুলি আমি পরিপূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে বলছি, এ বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান হওয়া দরকার। আর একটা জিনিস হচ্ছে, সেটা সকলে স্বীকার করেছেন যে মেইন ক্যানাল দিয়ে যে জল যাবে, সেখানে ১৪শো কিউসেক জল ছাড়ায়, ক্যানালের বহু জায়গায় বাঁধ ভেঙ্গে যাচ্ছে। ক্যানালের বাঁধগুলি এখনও পর্যন্ত সেটেল হয় নি তার উপযুক্ত পরিমাণ জল ছাড়ার জন্য। এই যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে সে সম্বন্ধে এতদিন কেন কোন তদন্ত ও ব্যবস্থা করা হয় নি? যাঁরা ক্যানালের বাঁধ বাঁধেন এবং ক্যানালের বাঁধ কেন ভাঙ্গে, এই সমস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ লোক তাঁরা জানেন এখন মেসিনারী আনবার চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু এমন অনেক কাজ আছে, যা হাতে করলে পর ঢের আগে শক্ত বাঁধ তৈরি করা যায়। এখানে যিনি এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, তাঁর অভিজ্ঞতা আছে, অজয়ের বাঁধ বর্ষায়

মানুষের দ্বারা বাঁধা হয়েছিল এবং ভীষণভাবে জলস্রোত সেখান দিয়ে যাওয়াতেও ঐ বাঁধ টিকে ছিল। আর এখন মেসিনে করা হচ্ছে, অল্প লোক লাগিয়ে। উপযুক্ত সময় বহু লোক লাগিয়ে লেভেলিংএর কাজ ঠিকমত করা হয় নি, যার ফলে রাজবাঁধের কাছে কয়েকটা ব্রীচ হয়েছে, এবং মেইন রেগুলেটর নষ্ট হয়েছে, এবং যার ফলে কৃষকরা জল চাইলেও আপনি তা দিতে পারবেন না, কারণ আজ দামোদ ক্যানালের জল বন্ধ করেছেন। দামোদর ক্যানাল ও ইডেন এই দুটোয় মিলে দুই লক্ষ দশ হাজার একরে জল দেওয়া হত, এখন আপনারা সাড়ে চার লক্ষ একরে জল দেবেন কি করে? আপনি দুই লক্ষ, আড়াই লক্ষ একরে জল দিতে পারবেন কিনা, সে বিষয় গভীর সন্দেহ আছে। বাস্তব অবস্থা এই। সুতরাং এই অবস্থাতে আপনি আগে জলের সুচিন্তিত ব্যবস্থা করুন যে জল আপনি প্রপারলি সাপ্লাই করতে পারবেন। আগে ক্যানালগুলির অবস্থা ঠিক করা দরকার, তারপর ট্যাক্সের প্রশ্ন আসবে। তা যদি ঠিক করতে না পারেন, তাহলে কেন তাড়াহুড়া করে এইরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে, এই ধরনের একটা বিল আনবেন?

আজ যদি শ্রাবণ মাস পর্যন্ত জল না দিয়ে থাকতে পারেন, যেকোন চাষী জানে যে প্রথম দিকে জলের কি প্রয়োজনীয়তা। এই শ্রাবণের পরে যদি বীজ বুনে তারা রুইয়ে তারপর যদি চাষ করতে হয় তাহলে আধা ফসলও সেখানে পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। সেইজন্য এই বৎসরের প্রশ্নই উঠে না। এই বৎসরের যখন এই অবস্থা তখন এই বৎসরে এই বিল আনার কোন কথাই আসে না, সেখানে যেসমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে সেই প্রশ্নগুলিকে নিয়ে ভালভাবে আলোচনা করে তারপর একটা নির্দিষ্ট ভিত্তিতে এই জিনিসটা আনা দরকার। এই হচ্ছে আমার প্রথম বক্তব্য, এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান হওয়া দরকার। দ্বিতীয় কথা আমি বলতে চাই এর মূলে যে একটা প্রধান দৃষ্টিভংগী আছে সরকারের এবং ডি ভি সি কর্তৃপক্ষের সেই দৃষ্টিভংগীর মূল হচ্ছে এই যে তারা অত্যন্ত, বলা যেতে পারে আর্বিট্রারীভাবে মোট যে খরচ হয়েছে ডি ভি সির জন্য সেই মোট খরচটাকে এত অংশ ইরিগেশন বাবদ, এত অংশ ফ্লাড কন্ট্রোল বাবদ, এত অংশ হাড্রো-ইলেকট্রিসিটি বাবদ, এত অংশ নেভিগেশন বাবদ এইরকম পৃথক পৃথক পর্যায় কোন ভিত্তিতে করছেন তার কোন ঠিক নেই। এবং এইরকম একটা কম্পোজিট প্ল্যানকে, এইরকম একটা কম্পোজিট পরিকল্পনাকে এই-রকমভাবে বিচ্ছিন্ন করা যায় কিনা আদৌ এও হচ্ছে প্রশ্নের কথা। তারপর সেখানে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে, অযৌক্তিকভাবে সেখানে ইরিগেশন ঘাড়ে বেশি চাপিয়ে দিয়ে প্রশ্ন উঠছে যে সেই টাকাটা চাষীর উপর দিয়ে কি করে তুলতে পারা যায় তারই জন্য এটা হচ্ছে। আমি আগেও বলেছিলাম উচিত হচ্ছে, সমগ্র জাতির কল্যাণের জন্য এই পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং সেই পরিকল্পনার তার যে প্রয়োজনীয় খরচ, সেই প্রয়োজনীয় যে অংশ যেমনভাবে দিতে পারে, যেমনভাবে তার বহন করবার ক্ষমতা আছে সেইভাবেই আদায় করা প্রয়োজন। আমি জানি এবং সেইজন্যই টেনেসী ভ্যালির কথা বলেছিলাম, সেদিন ঐখান থেকে আপনাকে নোট দিয়ে দেয়, সেই নোট নিয়ে আপনি সেখানে বললেন টেনাসী ভ্যালীতে হতে পারে কিন্তু এখানে এটা হতে পারে না। আমি জানি ভাখরা নাংগল বা ঐ ধরনের যেসব প্রজেক্ট, সেখনে শুধু সেচই প্রধান এবং সেখানে এইরকম ব্যাপক শিল্প বিস্তারের কোন সম্ভাবনা নেই সেই জায়গায় এই কথা খাটে কিন্তু ডি ভি সিতে সমস্ত দেশ চেয়েছিল যে ডি ভি সি এমন একটা পরিকল্পনা, এমন এলাহী-ভাবে পরিকল্পনা করা হচ্ছে যেখানে ঢের বেশী বিদ্যুৎ উৎপাদন করে গোটা দেশকে শিল্পায়ণ করা যায়, করে আমাদের দেশের প্রধান ও অন্যতম যে সমস্যা বেকার সমস্যারও সমাধান করা যায়। কিন্তু ইতিমধ্যেই অন্য ইলেকট্রিটিস বের করবার আগেই, ইতিমধ্যেই জল, রেভেনিউ, ইলেকট্রিসিটি বিক্রি করে আপনাদের ৪ কোটিতে উঠেছে। আমি জানি এই দুর্গাপুরে যে থার্ম্যাল প্ল্যান্ট হচ্ছে সেখানে দেড় লক্ষ কিলোওয়াটের হবে। আমি জানি সেখানে আরও একটা নতুন প্ল্যান স্যাংশন হয়েছে, দুবো বলে একটা জায়গায় ঐ সিন্দ্রি ও বোকারোর মাঝখানে, এই-রকমভাবে যদি আরও পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি করা হয় এবং সেই পাওয়ার প্ল্যান্টের সাথে সাথে যদি ব্যাপকভাবে শিল্প বিস্তার করা হয় তাহলে পর এই টাকা উঠে আসতে পারে, তাহলে পর এই দরিদ্র, নিরন্ন এবং দেশে যেখানে একটা স্থায়ী দুর্ভিক্ষের অবস্থা রয়েছে সেইখানে দেশকে জাহান্নামে দিয়ে এইরকম একটা ব্যবস্থা করতে হতো না। আপনি জানেন একদিকে চাষীর ঘাড়ে এই সাড়ে পাঁচ টাকা থেকে বার টাকা ট্যাক্স বসাচ্ছেন আর ঐ দিকে টাটা থেকে আরম্ভ

করে মার্টিন বার্ন থেকে আরম্ভ করে, কোলিয়ারীর মালিক থেকে আরম্ভ করে যাদের নিজের নিজের ব্যবস্থা রাখতে হতো, কলিয়ারীর সেখানে দুইটি বড় বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র ছিল সোদপুরে এবং শিবপুরে, আজকে তারা সস্তায় এইখান থেকে নিতে পারছে। বড় বড় শিল্পপতি, যাদের কোটি ক্রোটি টাকা, যারা পারে নিজেদের নিজেদের ব্যবস্থা করতে, আজ তারা সেখানে জাতির নামে সস্তায় ইলেকট্রিসিটি নিয়ে আরও ঢের বেশি মুনাফা করার চেষ্টা করছে। অথচ আজকে সেই জায়গায় যেখানে গোটা দেশে প্রয়োজন ছিল, খাদ্য উৎপাদনের দিক থেকে সেখানে সমস্ত টাকাটা চাষীর ঘাড় থেকে তুলতে হবে, ইরিগেশনের ঘাড়ে এই টাকা পড়েছে বলে তাকেই দিতে হবে। এ কোন যুক্তি, এ কিছুতেই হতে পারে না। সেই জন্য আজকে আমার প্রধান কথা হচ্ছে এই যে এনকোয়ারী করুন, অত্যন্ত মারাত্মক অবস্থা, এবং সেই জায়গায় আমি জানি ভাল করে যে এই বৎসর কিছুতেই আপনি দিতে পারবেন না। যেমন করে ১৯৫৬ সালের বন্যা প্রমাণ করেছে বন্যা নিরোধের দিক থেকে এর কার্যকারিতা কতখানি ব্যর্থ হয়েছে, কোথায় কোথায় তার ভিতরে গলদ ও ত্রুটি যেমন আংগুল দিয়ে দেখিয়েছেন, বন্যার যে সিরিয়াস ওয়ার্নিং শুধু বললে হবে না যে অতি বৃষ্টি হয়েছে—অতি বৃষ্টি হলেই বন্যা হয় সেই অতি বৃষ্টিকে নিরোধ করার জন্যই বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা শুধু খোদার হাতে দোষ চাপিয়ে দিলেই সেখানে হবে না—ঠিক তেমনি সেখানে ড্রাউট হলেই তবে সেটা সেখানে প্রয়োজন। যেমন সেই বন্যার বৎসরে প্রমাণ করেছে আপনার অক্ষমতা তেমনি ড্রাউট ইয়ারে প্রমাণ করেছে ডি ভি সির অক্ষমতা। এবং এটাকে বাড়িয়ে দিয়েছে ডি ভি সির এই যে সমস্ত কন্ট্রাডিকটার কমিটমেন্টস সেই কমিটমেন্টস। সেই দিক থেকে আজকে প্রয়োজন হয়েছে এর অনুসন্ধান করা। এবং সেই দিক থেকে এই বিল উইথড্র করুন, উইথড্র করে সময় রয়েছে এ বৎসর দিতে পারবেন না, সেই বৎসর জিদ করে এই বিল না নিয়ে এসে সময় থাকবে এই বৎসর হাতে, এই নিয়ে আলোচনা করা হোক, তারপর এর ব্যবস্থা করা হোক।

[5-55—6-5 p.m.]

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, we are against the principle and the rate contained in this Bill. The principle is that levy is being sought at an *ad hoc* rate and at high rate. By following this principle we shall be gradually drifting away from the principle contained in the original Bengal Development Act of 1935. The principle was that if by Government effort some improvement is done at some place then certainly the beneficiary ought to share something for this improvement. Nobody will dispute this proposition and this scheme was well-settled in the Act of 1935. There, after the Government had done certain work the benefit is assessed over certain process and a few years thereafter the real benefit is ascertained and according to that ascertainment a levy is made. By the amendment which you have made the other day that principle has been taken away and the same spirit is permeated in the present Act itself. Here the spirit of this improvement has been taken away. The spirit was or a spirit ought to be that the Government would do something for the benefit of the people and the people for the first few years shall be entitled to enjoy the benefit without paying anything. They shall be gradually made to be accustomed to the benefit. In this particular case first of all for a few years water should be supplied to the people free of cost and then gradually when the incentive will be created then they will be coming forward to pay because all these years they will be in a position to realise the benefit which they are getting and if they get the benefit they shall not hesitate to pay. But what is being done now? They are being terrified. First of all an *ad hoc* levy at the rate of Rs. 27-8 is being imposed on all sorts of lands without any exception. Therefore, first of all they will be terrified. At the first call of payment of money the agricultural people in that area will be terrified. Therefore the real spirit for which this Act is being passed will be lost and I would say the Damodar Valley Corporation contains two things, one agricultural and one commercial. These multi-purpose schemes contain the following things: production of electricity and thermal energy,

control of floods, internal navigation, pisciculture, afforestation, drinking water and then water for cultivation. Now, I would say that for commercial purpose the major portion of the scheme is to be utilised and for commercial purpose you can levy something greater in proportion than agricultural purposes. You are generating electricity, you are selling it at a high rate. Thermal energy is being generated. Firms have been contracted. That has been a direct contribution to the benefit of the people and merely by controlling the floods, crops have been increased. Then internal navigation: through these dams internal navigation has been increased and therefore the pressure on the railway on the other internal transport that is bus, etc., has been reduced. You can levy a greater amount of tax on those things. Then pisciculture. I do not know and you have not told us what is the benefit which you are getting from the rearing of fish in those canals. Then afforestation. You have not said anything about afforestation. Lastly, about drinking water. The things which I have just now said, that is, about commercial portion, from these you can realise much more money than from agricultural side, that is, irrigation and supplying of water. Therefore, I would say, without making such a haste you ought to have waited. I do not dispute the principle that the peasants should pay but high amount of rate should not be realised from them at the very beginning.

Then, I have got one misgiving within myself as to the fixing of this maximum rate. You are fixing a maximum rate and you are not levying a particular rate. Now, you know, under section 147 of the Damodar Valley Corporation Act of 1948, which is a Central Act, you are to come to an agreement with the Damodar Valley Corporation about a rate which you are going to levy on the peasants. Now, this Act does not contain any rate which you are going to levy on a particular year. You are only fixing a ceiling. Whether you are competent to fix a ceiling without coming to any agreement as to a particular rate to be levied in a particular year—that is a thing which, I think, you cannot do. Section 14, sub-section (2) of the Central Act will be against the spirit of this Act or the provisions of this Act. You are making it and you know that according to List I, Item 56, this is an inter-provincial or inter-State navigation or inter-State project. Now your power under List II, item 17 is subject to section 14. There is this provision that when you are going to levy something on the agriculturists, you shall have to come to a definite undertaking, or a definite agreement with the Corporation. You have not told us what undertaking or what agreement you have made with the Corporation and for which particular year. Without doing that you are fixing a levy. I do not know whether this proposal of yours will be acceptable to the Corporation. If the Corporation imposes a rate much higher than this rate, then you will be affected and the entire Act will be nugatory. Therefore, I would say that without coming to a definite agreement with the Corporation, this sort of legislation will be at least against Section 14 of the Act and, therefore, it will be ultra vires to that extent.

Then I will say about the utility side of this thing. In Independent India you are going to improve the river valley projects and you are going to make certain plans for irrigation and for supply of water. Long before this Government or the British Government took up any such project one of the Native States of India, the Mysore State have made certain such projects and other embankments over the river Cauveri as a result of which about 50 years ago under the advice of Sir M. Visvesvaraya who is still living the entire supply of electricity in Mysore was obtained from these dams. There is also improvement of cultivation, specially sugarcane and sandal cultivation. These are entirely State projects and the State have benefited from these projects. People have been supplied with water for

the purpose of irrigation at least for five years without any taxation at all, then for the next ten years at a very low rate, and at present the rate is, as far as I know, Rs. 5 per acre. I would say, Sir, if a Native State or now a State Government in another part of India can supply water at such a low rate, why are you out to levy such a high rate. You have already said that the Corporation is a commercial concern and they are going to pay income-tax. Whatever may be their position, the position of the tenant or the agriculturist would be different, and when you are going to supply water to them, no commercial consideration should be brought in, because you may have to invest large sums of money, in making these dams, digging these canals and in the supply of water, but if you think in terms of realising this money or interest thereon from these people by the supply of water, then you will be doing injustice to the nation. Sir, the present need of the country is the increase in production by whatever means or from whatever source that is available. If by this multi-purpose river project you are getting the benefit in many ways—can you not make this endeavour a free one or at least a contributive one, so that for a period of one decade at least from the introduction of this canal water supply, people will get the benefit and the incentive would be created from beneath. You have said that you are going to levy a uniform rate, because if you are to exempt some persons or if the taking of water is made optional, then there is a chance of pilfering, because long channels are to be maintained and persons who will be willing to take water will be living in a great distance. In the meantime the length of the canal will have to be maintained and surreptitious taking away of water by unauthorised persons will be there. Therefore, you are going to impose a uniform rate. With regard to this I may say, Sir, that it is for you to protect the public property. If anybody tries to destroy a public property, you must maintain the law and order. If you cannot maintain the law and order, then the people of the whole area will be penalised.

I would, therefore, request you either to withdraw the Bill or to refer it to a Select Committee.

[6-5—6-15 p.m.]

Mr. Speaker: Even if this Bill is passed, there cannot be any realisation this year—this cannot be done. If this Bill is passed in this House, it goes to the Upper House. Of course, it is a Money Bill—it is finished here. After that, many other things will have to be done before any realisation can be made.

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, বিভিন্ন দিক থেকে নানান যুক্তি দেখান হয়েছে, যে কারণে এটা পরিষ্কার বলা যায় যে এই বিলের দ্বারা কোন কারণেই ট্যাক্স বাড়ান এবং কম্পালসরী করা উচিত নয়। কিন্তু সেইসব কারণের মধ্যে আমি আর যাব না। একটা কারণ উনি বলেছেন যে টাকা তোলা দরকার, কারণ তা না হলে ডি ভি সির টাকা কোথা থেকে উঠবে? পশ্চিমবাংলা সরকারের তরফ থেকে যেখানে ডি ভি সির জন্য প্রচুর টাকা দিতে হয় সেখানে ডি ভি সির অডিট রিপোর্টেই পাওয়া গেছে যে সেখানে প্রচুর পরিমাণ অর্থের অপচয় হয়। সুতরাং এই অপচয় যদি বন্ধ করা যায় তাহলে কৃষকদের উপর নির্যাতন করে এই টাকা তোলার কোন প্রয়োজন হয় না। এটা শুধু বিরোধীপক্ষের কথা নয়, কালকে একজন কংগ্রেস সদস্য নিজেদের অবস্থা বুঝে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন যে এইভাবে কর চাপানো উচিত নয়। সুতরাং এইসব দিক থেকে বিবেচনা করে দেখার প্রয়োজন আছে। আর একটা কথা যে অন্যান্য প্রদেশে কোথাও এই ধরণের কম্পালসরী ট্যাক্স চাপান হয় নি। মাদ্রাজ, পাঞ্জাব যেখানে এই ধরণের উচ্চ হারে কর নেই সেখানে পশ্চিম বাংলায় কি কারণ আছে এটা করার তা বুঝতে পারি না।। এর একটা কারণ মনে হয় যে অন্য

প্রদেশে কংগ্রেসে যেখানে রয়েছে সেখানে তাঁদের দেশের শিল্প বিকাশের একটা প্রচেষ্টা আছে, কৃষকের প্রতি একটা সমবেদনা আছে, কিন্তু সে সবের বালাই আমাদের এখানে এ'দের নেই। একসময় এ'রা ইংরাজের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন, আর আজ কংগ্রেস আমলে সাম্রাজ্যবাদীরা বহাল তবিয়তে শোষণ চালাচ্ছেন এবং আমাদের গভর্নমেন্ট তাঁদের সমর্থনও করছেন। সেজন্য বলি যে যেটুকুন দেশপ্রেম অন্যান্য প্রদেশে যাও একটু বে'চে আছে, আমাদের প্রদেশে সেসব মরে গেছে। আমরা নিম্ন দামোদর অঞ্চলের মানুষ আমাদের চোখের সামনে দেখছি যে ডি ভি সি হবার পর দামোদরের বেড় চার-পাঁচ ফুট উ'চু হয়ে বালি চাপা পড়ে গেছে এবং হাওড়া জেলা দিয়ে যে দামোদর গেছে তার আশেপাশের সমস্ত জমি নিষ্ফলা হয়ে গেছে। অর্থাৎ সেখানে সোনার শস্য আর হয় না, দুগ্ধবতী গাভী আর দুধও দেয় না। বাংলার কৃষককে দামোদর গু'তোত বটে, মাঝে মাঝে দেশ ভাষত বটে, কিন্তু তার জলে দুধে বাংলার কৃষক বাঁচত। কিন্তু আজ তাঁদের আমলে দুগ্ধবতী গাভী যে শেষ হয়ে গেল তার প্রতি তাদের কোন মর্মবেদনা নেই। এক পার্টি সাড়ে বার টাকা, আর এক পার্টি পনের টাকা। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে, 'গরু মেরে জুতা দান'—সেই গরু মেরে তার জুতো কিনতে হবে, এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। শেষ কথা বলছি যে একটু ভেবে চিন্তে দেখুন। এখনও দেশপ্রেম যাঁদের মধ্যে মারা যায় নি সেই সমস্ত কংগ্রেসী সদস্যদের আমি অনুরোধ করছি যে তাঁরা মন্ত্রীদের বুঝান যাতে করে এই বিল উইথড্রন হয়। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Sj. Promatha Nath Dhibar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, যেদিন থেকে এই বিল এসেম্বলীতে পেশ হয়েছে সেদিন থেকে বিভিন্ন বক্তা এমনকি কংগ্রেসের সাইড থেকে শ্রীতারাপদ চৌধুরী মহাশয়ও এই বিলের বিরুদ্ধে বলেছেন। তার কারণ বর্ধমান জেলায় ডি ভি সি কর্তৃপক্ষ আজও জল দিতে পারছেন না। মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে বর্ধমান জেলার প্রতিনিধিরা এসেছিলেন, তিনি তাঁদের বলেছেন যে ডি ভি সির উপর আমাদের কোন হাত নেই। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্থানীয় চাষীরা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে, আজও পর্যন্ত কোন প্রতিকার হয় নি। ডি ভি সি কর্তৃপক্ষ বলছেন যে, আমরা গলসী থানায় জল দিতে পারবো না। এই অবস্থায় এইরকম একটা জনস্বার্থবিরোধী বিল আসায় জনগণ আজকে বিক্ষুব্ধ হয়েছে, তারা জল পাচ্ছে না অথচ এই বিলের তাগিদে তাদের জলকর দিতে বাধ্য করা হবে। কাজেই জবরদস্তিমূলক এই বিলের বিরুদ্ধে আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। সেদিনে সেচমন্ত্রী মহাশয় এই বিল উত্থাপন করার সময় খুব হেসেদুলে নেবে বক্তৃতা দিলেন এবং চাষীদের উপর দোষারোপ করলেন যে চাষীরা জল নিতে চায় না। আমি জানি যে চাষীরা জল নিচ্ছে, গতবারে বিভিন্ন সময়ে তারা ইরিগেশন বিভাগে বন্ড দিয়েছে অথচ তাদের জল দেওয়া হয় নি। গতবারে আমি জানি কতকগুলি চাষী ৯ টাকা হারে বন্ড দিয়েছিল কিন্তু তাদের জল দেওয়া হয় নি, এবং সেখানে আজও পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। ডি ভি সি যে ক্যানেল কেটেছেন, মেন ক্যানেল এমনভাবে নিয়ে গেছেন তাতে ডিস্ট্রীবিউশনের কোন সুবিধা হয় না। ডি ভি সির ক্যানেলগুলিতে যদি পাইপের ব্যবস্থা থাকতো তাহলে দক্ষিণ দিকে জল পাবার ব্যবস্থা হোত কিন্তু ডি ভি সির এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, ডি ভি, সির কর্তৃপক্ষ, এমনকি অজয়বাবু পর্যন্ত ডি ভি সির উপর কিছু করণীয় নেই এই জানিয়ে বর্ধমান জেলার চাষীদের এ থেকে বঞ্চিত করেছেন। তাঁদের যদি জল দেবার ক্ষমতা বা ডি ভি সির উপর কোন কর্তৃত্ব না থাকে তাহলে এই বিল এনে জনসাধারণের উপর কর চাপাবার কি অধিকার তাঁদের থাকতে পারে এ কথা জানার অধিকার আমার আছে। গত সেসনে বিধানবাবু বলেছিলেন যে ডি ভি সির উপর আমরা কিছু করতে পাবি না এবং সেজন্য একটা ইউন্যানিমাস রিজলিউশন এই এসেম্বলী থেকে পাঠানো হয়েছিল তার কিছু সংশোধনের জন্য।

Mr. Speaker:

সেটা একাউন্টস কন্ট্রোল সম্বন্ধে, শুধু ডি ভি সির একাউন্টস সম্বন্ধে বলেছিলেন। তার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।

Sj. Promatha Nath Dhibar:

আমি বলতে চাই যে ডি ভি সির উপর যদি পশ্চিম বাংলা সরকারের কোন কর্তৃত্ব না থাকে তাহলে এইরকম বিল আনার কি অধিকার তাঁদের আছে?

Mr. Speaker:

এটা কোন কর্তৃত্বের ব্যাপার নয়। ও'রা বলছেন জল নিলে ট্যাক্স দিতে হবে এবং ও'রা এও বলেন ট্যাক্স নেওয়া উচিত, আপনারা বলছেন ট্যাক্স নেওয়া অনুচিত।

Sj. Promatha Nath Dhibar:

এই কারণে এই বিলের বিরুদ্ধে আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং এই বিলটা জনমত সংগ্রহার্থে যাতে প্রচার করা হয় তারজন্য মন্ত্রী মহশয়ের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

[6-15—6-25 p.m.]

Sj. Tarapada Dey:

মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ডি ভি সি এলাকায় কৃষকদের উপর ট্যাক্স বৃদ্ধির পরিকল্পনা নিয়ে এসেছেন। শুধু এটা ডি ভি সি এলাকার কৃষকদের উপর নয় এটা সারা বাংলাদেশের কৃষকদের উপর চরম আঘাত হানবে। তিনি যুক্তি হিসেবে প্রথমে বলেছেন যে এই যে অতিরিক্ত করের তিনি ব্যবস্থা করছেন, এ সম্বন্ধে তার কোন হাত নেই যেহেতু ডি ভি সিকে টাকা দিতে হবে—সেই জন্যই তিনি এটা করছেন। তিনি এর আগে ডি ভি সি কর্তৃপক্ষকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে দামোদরের এক জায়গায় যদি সাড়ে পাঁচ টাকা ট্যাক্স হয় অপর জায়গায় বেশি ট্যাক্স করা যায় না—এটাও তিনি বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ডি ভি সি প্রথম বছর ১৯৫৫ সালে সাড়ে সাত টাকা, তারপরে ৯ টাকা ট্যাক্স করেন একরপ্রতি এবারে উনি করছেন ১২ টাকা থেকে ১৫ টাকা পর্যন্ত। আমি বুঝতে পারি না যে কি কোরে একই কংগ্রেস সরকারের মধ্যে থেকে—কারণ সারা ভারতবর্ষ আজ কংগ্রেসই শাসন করছেন—কি প্রদেশে কি কেন্দ্রে তারাই শাসন করছেন—অথচ তার মধ্যে থেকে সমস্ত বাংলাদেশের কৃষকদের মঙ্গলের জন্য কোন আইন করতে গেলে তিনি তা করতে পারেন না—এ যুক্তি আমরা কিছুতেই বুঝতে পারি না। আমাদের মনে আছে ১৯৫০ সালের কথা যখন ওয়েস্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি এ্যাক্ট মাননীয় হাই কোর্ট বেআইনী করে দিল তখন আপনাদের মত মন্ত্রীমণ্ডলী কেন্দ্রকে ধরে রাতারাতি পি ডি এ্যাক্ট সারা বাংলাদেশের কৃষকদের আন্দোলন দমন করবার জন্য তৈরি করেছিলেন। আজ যেখানে কৃষকদের মঙ্গল করবার কথা সেখানে আপনারা কেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলে সাধারণ দুঃস্থ বাংলাদেশের কৃষকদের ট্যাক্স তুলে দেবার ব্যবস্থা আপনি করতে পারেন না। সুতরাং আপনি যে প্রথম যুক্তি দিয়েছেন যে ডি ভি সি যেহেতু করছে আপনার কিছু হাত নেই সে যুক্তি একদম খাটে না।

দ্বিতীয়তঃ আপনি যে যুক্তি দিয়েছেন যে এবার আরেকটা কথা আপনি বলতে চেয়েছেন যে কৃষকরা অমনি জল তারা নিতে চান কিন্তু রেট দিয়ে তারা জল নিতে চান না। এই যুক্তি দিয়ে আপনি বলেছেন ১৯৫৮ সালে আপনাদের পরিকল্পনা ছিল ৫৭ হাজার একর জমিতে জল দেবেন, তারা ৭৬ হাজার একর জমিতে জল নিয়েছে যেহেতু এবারে কোন ট্যাক্স ছিল না। কথাটা তা নয়, সত্যি সত্যি কৃষকরা ট্যাক্স দিতে পারে কিনা—কতটুকু তারা দিতে পারে, এই সমস্ত হিসেব আপনার করা উচিত এবং এগুলি দেখা উচিত। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আপনি সে সমস্ত দেখেন নি—বাংলাদেশের অবস্থা আজ কি অবস্থায় এসে পৌঁছিয়েছে তা আপনি ভাববার চেষ্টা করেন নি। কিন্তু শুধু তা নয় বিলের প্রতিটি ধারায় আপনি এমন ব্যবস্থা করেছেন যে কৃষকদের উপর একটা বিরাট আক্রমণ চলবে তারই পরিকল্পনা আপনারা করেছেন। এ ছাড়াও পরবর্তী কয়েকটি ধারায় আপনি যে ব্যবস্থা করেছেন যেমন জোর করে কৃষকদের জমির উপর নালা কিম্বা ক্যানেল করবার ব্যবস্থা করেছেন তার কোন কম্পেন্সেশন দেবার ব্যবস্থা রাখেন নি। ইলেকট্রিসিটি বোর্ডে আমরা দেখেছি তারা যখন কোন জায়গা দখল করেন—তারা তার কম্পেন্সেশন দেন। কিন্তু আপনি এক্ষেত্রে কোন নালা বা চ্যানেল তৈরি করতে যদি কেউ আপত্তি করে আপনি তখন কলেক্টরের মারফত তার জমির উপর জোরকরে আপনি নালা বা চ্যানেল করবার ব্যবস্থা করছেন। জল সেচের ভেতর বাঁধের জল পেতে কৃষকরা আপত্তি করে না, কিন্তু আপনারা যা ব্যবস্থা করছেন, তাতে সাধারণভাবে চ্যানেল করার প্রয়োজন হবে। তা করতে গেলে কৃষকদের ন্যায্য দাবী কতটুকু ফসলের অপচয় হবে, আপনারা তা আইনের ভেতর রাখেন নাই।

তারপর আপনারা একটা ট্যাক্স ধার্য করছেন, যা অতিরিক্ত হবে মুনাফা হবে, যে এত খরচ খরচা বাদ দিয়ে লাভ থাকবে, সেটা আপনারা ও ডি ভি সি—সেই অতিরিক্ত লাভটা বণ্টণ করে নেবেন। যে লাভটা থাকবে সেটা কেন কৃষকদের রিবেট দিয়ে দেন না। তার কোন পরিকল্পনা আপনাদের নাই। তাঁরা শুধু দেখছেন কি করে টাকা আসে, কৃষক উৎপীড়িত হয়। কেবল ট্যাক্স আদায় করবার পরিকল্পনা করেছেন। কৃষকদের চাষে উৎসাহ আনবার কোন পরিকল্পনা এই বিলের মধ্যে নাই। কেবল•জলকর আদায়ের যুক্তি হিসেবে বলেছেন, যখন সরকারপক্ষ থেকে জল দেওয়া হবে, বাড়তি ফসল ফলবে, তখন কেন তারা ট্যাক্স দেবে না? আমি মনে করি টিউবওয়েল তৈরি করে যে জল তাঁরা দেন, হাসপাতাল করে জনসাধারণের যে উপকারের ব্যবস্থা করেন, তার জন্য যেমন ট্যাক্সের কোন ব্যবস্থা নাই, তেমনি এক্ষেত্রেও বাংলাদেশের কৃষকদের অবস্থার কথা বিবেচনা করে, বিনামূল্যে এই জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা উচিত। তা না করে তাঁরা আজ যে টাকা খরচ করছেন, সেই টাকা আদায়ের ব্যবস্থা এর দ্বারা হচ্ছে।

এই পরিকল্পনার আগে দামোদর ভ্যালীর যেসমস্ত অঞ্চল শস্যশ্যামলা হতো, সেখানে আজ উষর হয়ে পড়েছে। যেসমস্ত মানুষ আজ সেখানে নিরন্ন হতে বসেছে, তাদের জন্য কোন পরিকল্পনা নাই। এই যদি আপনাদের নীতির হয়, সরকার পক্ষ থেকে খরচ করে কৃষকের শস্য বেড়েছে বলে পয়সা চান, অপর দিকে হাওড়া জেলার কৃষকদের যে ক্ষতি করছেন, তার জন্য আপনাদের বিবেচনা করা উচিত। যে বিল আপনারা এনেছেন, তা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ গ্রহণ করবে না, গ্রহণ করতে পারে না। আপনাদের উচিত এই বিল প্রত্যাহার করা। তা যদি না করেন, তাহলে তার বিরুদ্ধে আজ সাধারণ মানুষের যে অভিযোগ, যে রোষ, তা বিক্ষোভের আকারে আন্দোলনের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পাবেই। আমরা শুধু বিরোধিতা করছি তা নয়, কংগ্রেসেরও বহু সদস্য আছেন, যাঁরা বলছেন না আমরা জানি তাঁরা এর বিরুদ্ধে মত দিয়েছেন। যদি আপনারা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কোন কথা না শুনেন, তাহলে বাংলাদেশের কৃষকরা মাঠে গিয়ে এই বিলকে প্রতিরোধ করবে।

Sj. Saroj Roy:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ফার্স্ট রিডিংএর আমি বোধহয় শেষ বক্তা। অপজিশন বেঞ্চের কোন বক্তা বোধ হয় নাই।

সকলকে এমনি কথা চিন্তা করতে হবে। সকলে এই বিলটা ভাল করে লক্ষ্য করেন নাই যে এই বিলের নামকরণ থেকে এই বিলের অবজেক্টস এ্যান্ড রিজন্স পর্যন্ত ভাল করে যদি পড়া যায়, তাহলে দেখবেন সাধারণ মানুষের উপর জুলুম করার দিকে, জনস্বার্থের বিরোধিতা করার দিকে, জনস্বার্থকে গলাটিপে মারার দিকে কংগ্রেস গভর্নমেন্টের একটা ঝোঁক রয়েছে। ফলে তাঁরা পূর্বতন বৃটিশ গভর্নমেন্টের যোগ্য স্থান গ্রহণ করেছেন। সেটা এই বিলের ভেতর দিয়ে তাঁরা আর একবার তা প্রমাণ করে দিয়েছেন। এটা মন্ত্রী মহাশয়ের একার চিন্তার কথা নয়, তিনি আজকে মন্ত্রীর আসনে বসে বহু দিকে জড়িত হয়েছেন, বহু মোহ থাকার জন্য তিনি আজকে সাধারণ কৃষকদের কথা চিন্তা করতে পারছেন না। যারা সাধারণ মানুষ আছে যাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের সঙ্গে সম্পর্ক আছে, তাদের একটা কথা স্মরণ করা দরকার যে পদ্ধতি সুরু হলো, যেভাবে ব্যাক ডোর দিয়ে লেভী বিলকে এই হাউস থেকে তুলে দিতে তাঁরা বাধ্য হয়েছিলেন, আজ সেই লেভী বিল বিভিন্নভাবে ব্যাক ডোর দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেটা একটা পদ্ধতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কেবল দামোদরের ক্ষেত্রেই নয়, বাংলার গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেও সেই জিনিস আসবে। সেটা আজ সকলের চিন্তা করা দরকার।

[5-25—6-32 p.m.]

আমার আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে, এই বিলের দ্বারা তাঁরা যে ট্যাক্স লেভী করতে চান, এবং তার জন্য তারা যেসমস্ত আর্গুমেন্ট নিয়ে এসেছেন, তার মধ্যে একটা আর্গুমেন্ট হচ্ছে—ফুলেস্ট ইউটিলাইজেশন অফ দি ওয়াটার, এই যে আর্গুমেন্ট, এটা অত্যন্ত অবাস্তব ও অবান্তর। ফুলেস্ট

ইউটিলাইজেশন অফ দি ওয়াটার, তার দায়িত্ব নিচ্ছেন কে, না মন্ত্রী মহাশয়? তাঁর কথার ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে যে বাংলাদেশের সাধারণ কৃষক জলের মর্যাদা বোঝে না। এবং তাদের প্রয়োজনবোধও নেই ফসল বেশি উৎপাদন করার। বাংলাদেশের কৃষক এ কথা বোঝে না যে আজকে ফসল বেশি উৎপাদন করতে পারলে তাদের অর্থনৈতিক জীবনের উন্নতি হবে। শুধু তাদেরই হবে না, ৭৬ পার সেন্ট লোকের অর্থনৈতিক জীবনের উন্নতি হলে পর সমগ্র বাংলাদেশের উন্নতি হবে, এটুকু বুদ্ধিও তাদের নেই। তাই আজকে তারা জল নিতে চায় না। তাই মন্ত্রী মহাশয়কে ঠান্ডা ঘরে গদিতে বসে, তাঁর মাথা ঘামাতে হবে। ফুলেস্ট ইউটিলাইজেশন অফ ওয়াটার করবার জন্য, তাদের বাধ্যতামূলকভাবে জল দিতে হবে। এখানে এই যে একটা মাত্র আর্গুমেন্ট আনা হয়েছে, এটা অত্যন্ত অবাস্তব এবং অত্যন্ত ছেলেমানুষী ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমার তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে দামোদর এলাকার মধ্যে যেসমস্ত অন্যান্য পূর্বেকার খাল ছিল এবং পূর্বে যেগুলি স্বাভাবিকভাবে জল দিত সেই সমস্ত খাল এলাকায় জলের জন্য কোন রকম রেট ছিল না। কিন্তু যেহেতু এই খালগুলি দামোদর এলাকার মধ্যে পড়েছে, এবং সেই এলাকার কৃষকরাও এর মধ্যে থাকবে, তাদের উপরও এই নতুন কর হচ্ছে এবং এই করের চাপে তারা পীড়িত হচ্ছে।

আমার চতুর্থ প্রশ্ন হচ্ছে, তাঁরা বললেন দামোদর ভ্যালী করে এই এলাকার খুব উন্নতি সাধন করেছেন, ডেভেলপমেন্ট করেছেন। আজকে সেই ডেভেলপমেন্টের হিসাবটা এই দিক থেকে হওয়া উচিত ছিল যে দামোদর ভ্যালী প্রজেক্ট হওয়ার পূর্বে যখন সেখানে ন্যাচারাল ফ্লো অফ ওয়াটার ছিল, আমরা ইতিহাসে পাই তখন সেখানে ১৫-১৬ মণ করে ধান হত প্রতি বিঘায়। আজকে এই দামোদর ভ্যালী হওয়ার ফলে সেখানে মাত্র ৭-৮ মণ করে হচ্ছে। অবশ্য আগে কম হত। সেখানে স্বাভাবিকভাবে জলস্রোত পূর্বে যেত, কিন্তু এই সমস্ত রেলওয়ে লাইন হবার পর, রাস্তা হবার পর, এবং বাঁধ বেঁধে সেটা নষ্ট করে দিয়েছিল। ডেভেলপমেন্ট করবার পূর্বে সেখানে যে ১৫-১৬ মণ করে বিঘাপ্রতি ধান হত, তাকে সারপাস করে যদি সেখানে ২০-২২ মণ ধান দিতে পারতেন তাহলে আজকে এই ডেভেলপমেন্ট স্কীমের কথা বলা চলত। দামোদর ভ্যালী স্কীম করে ঐসব অঞ্চলের কৃষকদের জীবনের উন্নতি করে দিয়েছেন এ কথা যদি বলেন তাহলে সেটা অবাস্তব হবে এবং ইতিহাসের দিক থেকে এ কথা সত্য নয়।

আমি আর একটা কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। সেটা হল যে তাঁরা ট্যাক্স যেখানে করতে যাচ্ছেন, তাঁরা বলছেন যে দামোদর ভ্যালীর আশেপাশে যেসমস্ত কৃষকরা রয়েছে তাদের উপর ট্যাক্স করছেন। আমি অন্যান্য বন্ধুদের এ বিষয় চিন্তা করতে বলছি—এই যে বিল করা হচ্ছে, এর দ্বারা শুধু যে ঐ অঞ্চলের কৃষকদের উপর পীড়ন হবে, তা নয়, আজকে বাংলাদেশের সাধারণ অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার উপরও আঘাত আসবে। এটা ত স্বাভাবিক, যদি এইভাবে জলকর বাধ্যতামূলক করা হয়, তাহলে সেখানে জলের ব্যাপার নিয়ে নানা রকম গণ্ডগোল সৃষ্টি হবে এবং বাংলাদেশের কৃষকের মনে যেটুকু আশা ভরসা আজও আছে—যে সরকার থেকে নানা রকম ডেভেলপমেন্ট স্কীম করা হচ্ছে, ভবিষ্যতে তারা জল পাবে, সেই সমস্ত আশা ভরসা নষ্ট হয়ে যাবে।

আজকে আশু প্রয়োজন বাংলাদেশে গ্রো মোর ফুড আন্দোলন করা, খাদ্য ফসল বাড়ান দরকার, এবং যেটার উপর প্রধানতঃ আজ বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করছে, সেখানে যদি এইরকম একটা আইন প্রয়োগ করা হয়, তাহলে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে কৃষকদের মনে যে আশা ও উদ্দীপনা, তাকে সমূলে নষ্ট করা হবে। সেইজন্য আজকে এই যে আইন করছেন বিশেষ এলাকার কৃষকদের উৎপীড়নমূলক ব্যবস্থা করা হবে, শুধু তাই নয় সমস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আঘাত দেওয়া হবে। সমস্ত দেশে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চলছে সেই ব্যবস্থার উপরও আঘাত হানবে। এইগুলি বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে। এই কথা মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করবো যে, তিনি একদিন ভাল কাজ কিছু করেছিলেন যার জন্য তার গোড়ায় নাম ছিল তা আর

থাকবে না এবং সমগ্র কংগ্রেস যারা আপনার পিছনে আছে তাদের আজকে কল্যাণ করতে যেয়ে এই রকম খারাপ কাজ করবেন না। এই বিল তিনি উইথড্র করুন। আর নিতান্তই যদি উইথড্র না করতে চান তাহলে অন্ততঃ এটা সার্কুলেশনে দিন।

মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি বলেছিলেন যে বেশি আলোচনা করলে বা কচলালে তিক্ত হয়ে যাবে। এখানে কচলানর প্রশ্ন নয়, এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে বিল এসেছে তা এত তিক্ত যে ওকে আর কচলিয়ে বেশি তিক্ত করা যাবে না এবং মন্ত্রী মহাশয় এইরকম একটা তিক্ত জিনিসই সাধারণ মানুষের জীবনে আনছেন। যদি এই থেকে তিনি উদ্ধার পেতে চান, যদি মঙ্গল করতে চান, বাংলাদেশের মানুষের প্রতি যদি তাঁর দরদ থাকে, তাহলে তিনি এই বিল উইথড্র করে নেবেন।

Mr. Speaker: The Hon'ble Minister will give a telling reply tomorrow. The House stands adjourned till 3 p.m. tomorrow.

Adjournment

The House was accordingly adjourned at 6-32 p.m. till 3 p.m. on Wednesday, the 23rd July, 1958, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Wednesday, the 23rd July 1958, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 14 Hon'ble Minister, 12 Deputy Ministers and 211 Members.

[**Further supplementaries on Unstarred Question No. 31**]

[3—30-10 p.m.]

The Hon'ble Abdus Sattar: Sir, this question may be taken up tomorrow.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

কালকে এ প্রশ্নের উত্তর দেবার কথা ছিল। এই কোয়েশ্চেনের জন্য উনি একদিন সময় পেয়েছেন। আজ আবার কেন তিনি টাইম চাইছেন?

Mr. Speaker: I have in my discretion allowed him time.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আবার আপনার ডিসক্রিশন কেন?

Mr. Speaker: I have exercised my discretion for the simple reason that he has not been able to prepare himself and there is no reason why I should not exercise my discretion.

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

Grievances of Tea Garden Labour Union against Plantation Labour Rules.

32. Sj. Satyendra Narayan Mazumdar: Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state—

(a) whether Government have received any representations from the Tea Garden Labour Unions complaining about the Plantation Labour Rules framed by the Government;

(b) whether the matter has been examined by the Government; and

(c) if so, with what result?

The Minister for Labour (the Hon'ble Abdus Sattar): (*a*) Yes.

(b) The matter is under examination.

(c) Does not arise.

Sj. Satyndra Narayan Mazumdar:

যে কম্‌প্লেইন্টগুলি মেমোরেন্ডামে ছিল, রেপ্রেসেন্টেশনে যেসমস্ত অভিযোগ করা হয়েছে, সেগুলি কি কি—জানাতে পারবেন কি?

The Hon'ble Abdus Sattar: Two sets of representations have so far been received. One is regarding a specific case of alleged violation of rule 55(iv) of the West Bengal Plantation Labour Rules, 1956 (regarding occupation of accommodation after termination of employment of the worker) by the managements of the Nagri and Tukda Tea Estate. The managements have filed eviction suits against their workers in the Civil Court. The matter is *sub judice.*

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

আর একটা প্রশ্ন ছিল—প্ল্যান্টেশন লেবারে অন্য রুলস ছিল কিনা?

The Hon'ble Abdus Sattar: The other complaint is regarding non-implementation of Rules 15-20 (regarding latrines, drainage, etc.) and Rules 33-46 (regarding canteens, creches, etc.) as also rules regarding housing and medical facilities.

Sj. Satyndra Narayan Mazumdar:

এভিকশন স্যুট সম্বন্ধে যে কমপ্লেন্ট আছে, সেটা সম্বন্ধে গভর্নমেন্ট কি করছেন?

The Hon'ble Abdus Sattar:

আমি তো বললাম—

The matter is *sub judice,*

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

আর একটা হচ্ছে, ঐ ওয়েলফেয়ার রুল্স ইমপ্লিমেন্টেশন সম্বন্ধে, সেটা গভর্নমেন্ট কি বিবেচনা করছেন?

The Hon'ble Abdus Sattar:

আমরা পরীক্ষা করছি, যেগুলি এখনই চালু করা যায়, এমনগুলি চালু করবার কথা চিন্তা করছি।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

এ সম্বন্ধে আপনি শ্রমিকপক্ষ ও মালিকপক্ষের সংগে একটা মিলিত বৈঠকে যাতে পরামর্শ করতে পারে, তেমন কিছু ভাবছেন কি?

The Hon'ble Abdus Sattar:

অন্ততঃপক্ষে ভাবছি না এমন কোন কথা নাই।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

রিপ্রেজেন্টেশন কবে পেয়েছেন বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Abdus Sattar:

বছরখানেক আগে হবে।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

এক বছর আগে যদি হয়, এর মধ্যে আপনার বিবেচনা কতদূর এগিয়েছে?

The Hon'ble Abdus Sattar:

অনেকখানি এগিয়েছে।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

শ্রমিকপক্ষ ও মালিকপক্ষকে ডেকেছেন কি, বা তাদের কাছে অভিযোগগুলির কপি পাঠিয়েছেন?

Mr. Speaker: Why should you put it in that way? You better ask: "When do you expect that the matter will be finished?"

The Hon'ble Abdus Sattar:

সমস্ত জিনিসটা এখনও পরীক্ষা করা হচ্ছে। এখনই কোন্ কোন্ বিধান চালু করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে।

Mr. Speaker: When do you expect that they will be implemented?

The Hon'ble Abdus Sattar: Within a reasonable time.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, স্টেট লেবার অ্যাডভাইসরি বোর্ডের মিটিং আগামী তারিখে যেটা হ'তে যাচ্ছে, সেখানে এ বিষয় আলোচিত হবে কিনা?

The Hon'ble Abdus Sattar:

অ্যাজেন্ডায় থাকলে হবে।

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

Opening of a bus service on Raina-Palempur Road, Burdwan district

***109. Sj. Gobardhan Pakray:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Transport) Department be pleased to state—

(ক) বর্ধমান জেলার রায়না-পলেমপুর রোডের বাসযাত্রীদের নিকট হইতে রাজ্য-সরকার বাসের নানাবিধ অসুবিধার কথা-সম্বলিত কোন গণ-দরখাস্ত পাইয়াছেন কিনা; এবং

(খ) পাইয়া থাকিলে, এ-সম্বন্ধে সরকার কি-প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন?

The Minister of State for Development (the Hon'ble Tarun Kanti Ghosh): (ক) হ্যাঁ।

(খ) উক্ত রাস্তায় দুইটি বাস-চলাচলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

এই দু'টা বাসে যাত্রীদের যে আসন আছে, সেটা কয় শ্রেণীতে বিভক্ত?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

দুইটা শ্রেণীতে বিভক্ত থাকে। সাধারণতঃ ড্রাইভারের পাশে যে সিট থাকে এবং আর একটা সিট পার্টিশন ক'রে রাখা হয় ড্রাইভারের পিছনে, এই দু'টোকে ফার্স্ট ক্লাস বলা হয়। সেকেন্ড ক্লাস জেনারালি বাকি সিটগুলোকে বলা হয়।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

থার্ড ক্লাস ব'লে কোন সিট নেই?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

না, কোন থার্ড ক্লাস নেই।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

এক একটা বাসে কয়টা ক'রে সিট নির্দিষ্ট আছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

যেটুকু তাঁরা করেন। ড্রাইভারের পাশে দু'-তিন জন বসতে পারেন, আর পিছনের দিকে কাঠের পার্টিশন ক'রে যে সিট আছে সেখানেও কয়েক জন লোক বসতে পারেন, সবশুদ্ধ কত লোক তা এখন বলতে পারব না।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

ড্রাইভারের পাশে যে সিটগুলি থাকে সেগুলি এক শ্রেণীর, আর বাকি সিটগুলি আর একটা শ্রেণীর? এইটা আপনি বলছেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

না, তা বলি নি। ড্রাইভারের পাশে যে সিট আর তার পিছনদিকে কাঠের পার্টিশন ক'রে রেখে যে সিটএ মেয়েরা বসে, এই দুটাকে ফার্স্ট ক্লাস বলে।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

তা হ'লে তো তিনটা শ্রেণী হয়।

[No reply]

Sj. Mihirlal Chatterjee:

এইগুলি কি প্রাইভেট বাসএ না স্টেট বাসএ?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

প্রাইভেট বাসএ অ্যান্ড দ্যাট ইজ অ্যাকসেপ্টেড।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

শ্রেণীবিন্যাস সম্বন্ধে সরকারের কি কোন নির্দেশ থাকে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

না।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

প্রাইভেট বাসএ যেমন ইচ্ছা শ্রেণীবিন্যাস করা চলে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

যেমন ইচ্ছা, তা করা চলে না।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

সরকারের কি ইচ্ছা যে, সাধারণ প্রাইভেট বাসে দু'টার বেশী শ্রেণী হওয়া প্রয়োজন নয়?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

সেই রকম ইচ্ছা সরকারের নেই।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

আমি কি জানতে পারি, প্রাইভেট বাসে যেসমস্ত আসন আছে তার মধ্যে অধিকাংশ আসন নিম্নশ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট থাকে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

হ্যাঁ, নিশ্চয়।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

সে সম্বন্ধে কোন প্রপোর্শন রাখবার বন্দোবস্ত আছে কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

৫-৭টার বেশি ফার্স্ট ক্লাস আসন থাকে না, এবং সেটা মেনলি মহিলাদের অসুবিধার জন্য এবং ওভারক্রাউডিংএর জন্য রাখা হয়।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

তা হ'লে এটা ধ'রে নিতে পারি, প্রাইভেট বাসে সাধারণতঃ ৫-৭টার বেশী ফার্স্ট ক্লাস সিট রাখা বাঞ্ছনীয় নয়?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

নিশ্চয়ই নয়।

Sj. Dasarathi Tah:

এই যে (খ) প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে উক্ত রাস্তায় দুইটি বাস চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু মাত্র এই দু'টি বাস চলাচলের ফলে সেখানে সমস্যার সমাধান হয় নি, এবং সেখানকার জনসাধারণের এর জন্য অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে, এ খবর মাননীয় মন্ত্রি-মহাশয় রাখেন কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

সেরকম কোন খবর আমি পাই নি। তবে, একখানা বাস ঐ লাইনে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কিছুদিনের জন্য জনসাধারণের অসুবিধা হয়ে থাকতে পারে। এখন এই বাসটা আবার চলছে।

[3—10—3-20 p.m.]

Sj. Provash Chandra Roy:

ভাড়া প্রতি মাইলে কত ক'রে জানাবেন কি?

Mr. Speaker: That question does not arise.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

ঐ যে শ্রেণীবিভাগ আছে জবাব দিলেন, তা তুলে দেবার কোন পরিকল্পনা আছে কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

এখনই করতে পারব না।

Sj. Hare Krishna Konar:

রায়নার সঙ্গে বর্ধমানের যোগাযোগ—বি ডি রেলওয়ের সকালের ও বিকালের ট্রেন ছাড়া আর এই বাসরুট ছাড়া যে আর কোন ব্যবস্থা নাই, তা কি মন্ত্রিমহাশয় জানেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: Sir, does it arise out of this?

Mr. Speaker: The point is that it does not and if you cannot answer it, do not answer it. It does not arise.

[At this stage the next question *110 was called and the Hon'ble Tarun Kanti Ghosh rose to read the answer]

Mr. Speaker: Mr. Ghosh, I warn you, if you go beyond the legitimate sphere of your answer and if you import new things into it, members are certainly entitled to pursue it.

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: Sir, I was only trying to help the honourable members.

Mr. Speaker: Please do not; try to help yourself.

Sj. Ganesh Ghosh:

উনি যদি জবাব দেন আপনি আপত্তি করেন কেন?

Mr. Speaker: The Treasury Bench does not enjoy more privileges than the other Benches do.

[Noise and interruptions].

Overcrowding in buses on route Nos. 6 and 85

***110. Sj. Niranjan Sengupta:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Transport) Department be pleased to state—

(a) if he is aware of the fact that the buses plying on routes 6 and 85 run overcrowded;

(b) if so, what steps, if any, have been taken to lesson this overcrowding; and

(c) if the Government consider the desirablity of running a shuttle bus service between Tollygunge Tram Depot and Garia?

The Minister of State for Development (the Hon'ble Tarun Kanti Ghosh): (a) There is overcrowding on route No. 6 during morning and evening peak hours like other routes in Calcutta and suburbs.

There is overcrowding on route No. 85.

(b) *Route No. 6.*—Number of State buses has been increased and smaller buses have been replaced by bigger ones. It is not possible to place more buses till the road from Tollygunge Tram Depot to Garia is widened.

Route No. 85.—To relieve overcrowding, it is proposed to put additional ten buses on this route shortly. I may inform the honourable member that from May 1958 we have already introduced 9 buses out of the 10 that we proposed to introduce.

(c) A shuttle service between Garia and Tollygunge Tram Depot is provided in the evening when the traffic increases.

Sj. Niranjan Sengupta:

৬নং বাসরুটে

evening and morning overcrowding in peak hours

আপনি কি জানেন যে, ৬নং বাসেও ওভারক্রাউডিং আছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghose: According to the information that I have received only in the morning and evening there is overcrowding, not in all hours.

Sj. Niranjan Sengupta:

ওভারক্রাউডিংএর অর্থ কি? হ্যান্ডল্ ধ'রে ঝুলে যাওয়া?

The Hon'ble Tarun Kanti Chosh:

নিশ্চয়ই না।

Sj. Niranjan Sengupta:

এ জায়গায় সব সময় লোক হ্যান্ডল্ ধ'রে ঝুলতে ঝুলতে যাতায়াত করে, জানেন কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

আমার সে ইনফরমেশন নাই।

Sj. Niranjan Sengupta:

এই রুটে ডেইলি কতখানা বাস চলে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

আপাততঃ এই রুটে ২৭খানা বাস চলে।

Sj. Niranjan Sengupta:

যে বাসগুলো ঐ রুটে চলে তার চেয়ে বড় বাস ঐ রুটে দেওয়া যায় কি না?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

আপাততঃ দেওয়া যায় না; ঐ রুটে ওর চেয়ে বড় বাস দেওয়া যায় না—টেকনিক্যাল অ্যাডভাইসএ।

Sj. Niranjan Sengupta:

তার কি এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

টেকনিক্যাল কারণে এক্সপার্ট ওপিনিয়নও তাই।

Sj. Niranjan Sengupta:

আপনি জবাবে বলেছেন—

"It is not possible to place more buses till the road from Tollygunj Tram Depot to Garia is widened."

কালিঘাট ট্রাম ডিপো থেকে গড়িয়ার রাস্তা চওড়া করার সংগে বেশী বাস চলাচলের কি সম্পর্ক?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

ঐ রাস্তাটা ছোট এবং আশপাশে কনজেসশন বেশী; দুটো বাস পাশাপাশি ক্রস করা অসুবিধার ব্যাপার। যতক্ষণ না রাস্তা বড় হচ্ছে, খুব ঘন ঘন বাস যাতায়াত করলে অ্যাকসিডেন্ট হওয়ার চান্স বেশী।

Sj. Niranjan Sengupta:

এটা ঠিক বুঝলাম না, বাস একটার পর একটা যাবে, পাশাপাশি তো যাবে না।

Mr. Speaker: They cross each other.

Sj. Niranjan Sengupta:

বেশী বাস দিলে একটার পর একটা যাবে, তার সংগে ক্রস ইচ আদারএর কি সম্পর্ক?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

এ প্রশ্ন ডিপার্টমেন্টে করেছিলাম। তাঁরা বলেছেন অলরেডি রাস্তাটা ন্যারো এবং ওভারকনজেস্টেড। ফলে বাস যদি অনবরত যাতায়াত করে তা হ'লে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার চান্স বেশী। অতএব রাস্তা বেশী চওড়া না করলে তা হয় না।

Sj. Niranjan Sengupta:

জনসাধারণের অসুবিধার কথা মনে ক'রে আর বেশী করার পরিকল্পনা আছে কিনা?

Mr. Speaker: Mr. Sengupta, I think this does not follow. They say "We cannot add to the number of buses unless the road is widened."

Sj. Niranjan Sengupta:

এই রুট ওয়াইডেন করার কোন ব্যবস্থা হয়েছে কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

এটা আমরা ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে চেষ্টা করছি। উই আর ট্রায়িং টু ওয়াইডেন।

Sj. Niranjan Sengupta:

সেটার সময় বলতে পারবেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

না।

Sj. Niranjan Sengupta:

আপনি একটা জবাবে বলেছেন—

"A shuttle service between Garia and Tollygunge Tram Depot is provided in the evening when the traffic increases"

পিক আওয়ার্স তো মর্নিং আর ইভনিংএ; তা হ'লে সাটল সার্ভিস কেন ইভনিংতে দেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

সকালবেলা অফিস যাবার সময় লোকে চেঞ্জ না ক'রে অফিসে ডাইরেক্টলি যায়, কিন্তু ইভনিংএ অফিস্ আওয়ার্সএর পরে টালিগঞ্জে বা আর কোথাও নেমে অন্য গাড়িতে যেতে পারে। সেইজন্য হিসাব ক'রে দেখেছি মর্নিংএর চেয়ে ইভনিংতে বেশী গাড়ি দরকার।

Mr. Speaker: Mr. Ghosh, I am afraid, it may mean this: in route No. 6 during morning and evening peak hours there is over-crowding. Peak hours cover both morning and evening.

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: The point is that in the morning all the people that go in the buses to office do not change the buses and they do not want to take advantage of the shuttle service. But in the evening when they come back from office they change and then they go to cinema or other places when the buses are overcrowded and full of other people.

Sj. Niranjan Sengupta:

আপনি রুট নং ৮৫র সম্বন্ধে বলেছেন, সেখানেও ওভার-ক্রাউডিং হয়। সেখানে অ্যাডিশনাল বাস দেবার কথা ভেবেছেন কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

অলরেডি দেওয়া হয়েছে।

Sj. Niranjan Sengupta:

আপনি আগে বলেছেন যে রাস্তা কনজেস্টেড হওয়ার জন্য আপনি ও রাস্তায় বেশী বাস দিতে পারেন না। ৮৫নং এর রাস্তা সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতা আছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

৮৫নং রাস্তা সম্বন্ধে আমি খোঁজ করেছিলাম এবং আলোচনাও হয়েছিল। আর একটা জিনিস খোঁজ করেছিলাম, সেটা রাস্তাটা ওয়াইডেন করা যায় কিনা। সে সম্বন্ধে ওয়ার্কস অ্যান্ড বিল্ডিংস ডিপার্টমেন্ট চেষ্টা করছেন; এবং গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়ার যে রোড ফান্ড আছে তা থেকে টাকা দিলে আমরা করবার চেষ্টা করব।

Sj. Niranjan Sengupta:

ঐ অঞ্চলের ঐ রাস্তায় অনেক মিল-ওনার্স আছে; তাদের রাস্তায় এনক্রোচ করা হবে ব'লে সরকার হাত দিতে চান না?

Mr. Speaker: Question disallowed.

[3-20—3-30 p.m.]

Sj. Haridas Mitra:

আপনি কি এ খবর বলতে পারেন যে, এই সাটল সার্ভিস ইভনিংএ ইনক্রিজ করার জন্য যে রিপ্রেজেন্টেশন করা হয়েছিল তার ফল কি হয়েছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

আপাততঃ ৩টা থেকে ৪টা বাস সাটল সার্ভিস করে এবং State Transport Authorities think that it is sufficient তবে ভবিষ্যতে যদি খুব ওভার-ক্রাউডিং হয় তখন ন্যাচারালি ইট উইল বি কন্সিডার্ড।

Sj. Haridas Mitra:

আপনি বলেছেন, বাস ইনক্রিজ করা হয়েছে, কিন্তু এই রুট নং ৬এ কটা বাস ইনক্রিজ করা হয়েছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

প্রথমে ছিল ১০খানা অর্থাৎ যখন স্টেট ট্রান্সপোর্ট আরম্ভ হয়, তারপর ২৪খানা বাস স্টেট ট্রান্সপোর্ট সেখানে দিয়েছিলেন এবং এখন সেখানে ২৭খানা বাস চলছে। এ ছাড়া আগের বাসগুলোতে ২৫ থেকে ২৮ জন বসতে পারত আর এখন ৩৬ থেকে ৩৮ জন তাতে বসছে।

Sj. Haridas Mitra:

পিক আওয়ার্সএর সময় এক একখানা বাসে কতজন ক'রে যাতায়াত করে?

Mr. Speaker: I do not think that arises, over-crowding has been admitted. You know exactly what it means more than the legitimate number of passengers.

Sj. Haridas Mitra:

ওভার-ক্রাউডিং মানে অনেক সময় বাসে লেখা হয় স্ট্যান্ডিং ২০ জন কি ২৫ জন অ্যালাউড। কিন্তু দেখা যায় যে, ৪০ থেকে ৬০ জন দাঁড়ায় ওভার-ক্রাউডিংএর সময়। সেজন্য আমার মূল প্রশ্ন হচ্ছে যে.........

Mr. Speaker:

বাসে যে কটা সিট আছে তাতে লোকে বসে, ভেতরে দাঁড়িয়ে, তারপর যারা আশপাশে ঝোলে, ফুটবোর্ডএ চাপে—
Overcrowding corners on multitudes of sins.

Sj Gopal Basu:

৪৬ রুটএ ৯খানা বাস বাড়াতে এখন সর্বসমেত কখানা বাস চলেছ?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

সর্বসমেত ৪৮খানা বাস চলে।

Sj. Gopal Basu:

আপনি কি জানেন যে, সেখানে ৫৮খানা বাস চলে কিনা?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

হ্যাঁ।

Sj. Gopal Basu:

এ খবর কি আপনি জানেন যে, মালিকদের লাভ কমে যাবার জন্য তারা প্রতিদিন কয়েকখানা ক'রে বাস বসিয়ে দেয়?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

এ খবর আমার জানা নেই।

Sj. Gopal Basu:

৪৬ রুটএ ৯খানা বাস দেবার পরে ওভার-ক্রাউডিং কিছু কমেছে ব'লে খবর পেয়েছেন কি?

Mr. Speaker:

উনি তো বলছেন যে, এখনও ঢের দরকার।

Sj. Hemanta Kumar Basu: Question arising out of answer (a) there is over-crowding on route No. 6 during morning and evening peak hours like other routes.

আমাদের রুটসএ ওভার-ক্রাউডিং যদি হয়—৪৬এ যেমন ৯খানা বাস বেড়েছে—তা হ'লে বাস বাড়াবার কোন কথা ভাবছেন কিনা?—

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: Transport Services in Calcutta are gradually increasing.

Sj. Hemanta Kumar Basu: In answer (a) it is stated that there is over-crowding in other routes along with routes Nos. 6 and 85. My question arises out of that.

Mr. Speaker: No; it does not arise.

Sj. Gopal Basu:

আপনি ৮৫তে এই বাস বাড়িয়েছেন, তাতেও সেখানে যে অ্যাক্সিডেণ্ট হচ্ছে ওভার-ক্রাউডিংএর জন্য এটা কমাবার কি চেষ্টা করছেন?

Mr. Speaker:

উনি প্রিজিউম করলে তো আর অ্যাক্সিডেণ্ট কমবে না।

Sj. Gopal Basu:

এই ফ্যাক্ট কি উনি অস্বীকার করতে পারেন?

Mr. Speaker: The question is disallowed.

Increase in the number of buses on route Nos. 35 and 35A

***111. Sj. Jagat Bose and Sj. Rama Shankar Prasad:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Transport) Department be pleased to state—

(ক) কলিকাতায় ৩৫ ও ৩৫-এ বাসরুটে বাসের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য রুটের যাত্রীদের কোন আবেদন সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অবগত আছেন কি; এবং

(খ) অবগত থাকিলে, এই রুটের বাসের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য কোন ব্যবস্থা করা হইয়াছে কি?

The Minister of State for Development (the Hon'ble Tarun Kanti Ghosh):

(ক) হ্যাঁ।

(খ) যথেষ্ট-সংখ্যক বাস এই দুই রুটে আছে। তবে যাত্রীদের অধিকতর সুবিধার জন্য যে-সব ছোট বাস এই রুটে আছে তাহা নূতন বড় বাস তৈয়ারী হইলে প্রয়োজন অনুসারে বদলাইয়া দেওয়া হইবে।

Sj. Jagat Bose:

(খ)এর জবাবে বলা হচ্ছে, 'যথেষ্টসংখ্যক বাস এই রুটে আছে'। সংখ্যাটা কত বলবেন কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

২৮টা দুটো রুট মিলিয়ে।

Sj. Jagat Bose:

মন্ত্রিমহাশয় জানেন কি, এই রুটে ৩ ভাগের ১ ভাগ বাস ব্রেকডাউন হয়ে পড়ে থাকে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

এ খবর আমার জানা নেই।

Sj. Jagat Bose:

মন্ত্রিমহাশয়ের জানা আছে কি এই রুটে বাসগুলি দৈনিক গড়ে কত যাত্রী বহন করে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

সে খবর বলতে পারি না, তবে এক একটা বাসের সিটিং ক্যাপাসিটি কত সেটা বলতে পারি।

Sj. Jagat Bose:

আপনি বলেছেন, 'যথেষ্টসংখ্যক বাস এই রুটে আছে'—যথেষ্টসংখ্যকটা কি হিসাবে বললেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

টোটাল বাস যা দরকার সেখানে, আর যা বাস আমরা দিয়েছি সেটা নিয়েই বলেছি।

Dr. Ranendra Nath Sen:

যখন এই বাসরুট প্রথম আপনারা নিলেন তখন বাসের সংখ্যা কত ছিল?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: I want notice.

Dr. Ranendra Nath Sen:

সেখানকার যাত্রীরা কি জানিয়েছিলেন যে, লোকসংখ্যা অনুপাতে সেখানে বাসের সংখ্যা অনেক কম?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

সেটা তো হ্যাঁ বলেছি।

Dr. Ranendra Nath Sen:

তা হ'লে কি ক'রে উত্তর দিলেন যে, যথেষ্টসংখ্যক বাস এই রুটে আছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

আমরা আগে যা বাস দিয়েছিলাম সেই বাসগুলি সব ছোট বাস ছিল। এখন ২৮টা বাসের মধ্যে ২৬টা বড় বাস হয়েছে। অতএব প্রত্যেক বাসের সিটিং ক্যাপাসিটি বেড়ে যাচ্ছে আগের চেয়ে অনেক বেশী। স্টেট ট্রান্সপোর্ট অথরিটির যে খবর রয়েছে তাতে ক'রে বলতে পারি যে, ২৮টা বাসের মধ্যে প্রায় ২৬টা বড় বাস দেওয়ার ফলে ওদের যা ডিফিকাল্টি ছিল সেই ডিফি-কাল্টিগুলি দূর হয়েছে।

Dr. Ranendra Nath Sen:

এটা কি মন্ত্রিমহাশয় জানেন যে, ঐ অঞ্চলে যাতায়াতের পক্ষে একমাত্র এই বাস ছাড়া আর কোন উপায় নেই?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

হ্যাঁ।

Dr. Ranendra Nath Sen:

ট্যাক্সি পর্যন্ত সেখানে নেই সেটা মন্ত্রিমহাশয় জানেন কি?

Mr. Speaker: Taxi can go everywhere.

Dr. Ranendra Nath Sen:

কিন্তু ট্যাক্সি স্ট্যান্ড না থাকলে ট্যাক্সি পাওয়া যায় না।

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: I cannot say that just now. I can tell you this much that............

তাঁরা জানাবার পর এখানে যে ছোট বাসগুলি ছিল সেগুলি বড় বাস করতে করতে এখন আমাদের ২৮টা বাসের মধ্যে ২৫-২৬টা বড় বাস হয়ে গেছে।

Dr. Ranendra Nath Sen:

মন্ত্রিমহাশয় কি জানেন যে, যে পরিমাণ বড় বাস সেখানে দিয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে ওখানকার জনসংখ্যা বেড়ে গেছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

আমরা মনে করি, আপাততঃ যা করা হয়েছে, সেটা তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী করা হয়েছে।

Dr. Ranendra Nath Sen:

এটা কি তিনি জানেন যে, যে পরিমাণ ছোট বাস থেকে বড় বাস করা হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণ জনসংখ্যা বেড়ে গিয়েছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

দরকার অনুযায়ী করা হয়েছে এবং আপাততঃ তাতেই তাদের চাহিদা মিটাতে পেরেছি।

Enhancement of bus fares on Kanchrapara-Haringhata route

[3-30—3-40 p.m.]

***112. Sj. Niranjan Sengupta:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Transport) Department be pleased to state—

(*a*) whether bus fare for route No. 22 running from Kanchrapara to Haringhata has recently been enhanced by the R.T.A.; and

(*b*) the reasons for the enhancement?

The Minister of State for Development (The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh): (*a*) Yes.

(*b*) To bring the rate of bus fare on this route at par with rates of fare obtaining on other routes in the district.

Sj. Niranjan Sengupta:

আপনি এটা কি জানেন যে, ২-১২-৫৫ তারিখে এই অঞ্চলের জনসাধারণ এই বাসের ভাড়া অত্যন্ত বেশী এইভাবে পিটিশন দিয়েছিল?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

আমার কাছে সে তথ্য নেই।

Mr. Speaker:

ও'র কাছে এ তথ্য নেই।

Sj. Niranjan Sengupta:

আপনি কি এটা জানেন, আর টি এ দুই মাসের মধ্যে তিনবার বাস ফেয়ার পরিবর্তন করেছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

না।

Sj. Niranjan Sengupta:

আপনি এটা কি জানেন, শেষবার যে বাস ভাড়া বাড়িয়েছে সেটা অত্যন্ত বেশী?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

এটা অ্যাট পার উইথ আদার এরিয়াজ করা হয়েছে, পার মাইল হিসাবে।

Sj. Niranjan Sengupta:

কোন্ এরিয়ার সঙ্গে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

আশপাশের এরিয়ার সঙ্গে।

Sj. Niranjan Sengupta: Which district?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

নদিয়া।

Sj. Niranjan Sengupta:

আমার আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে. এই অঞ্চলের জনসাধারণের একটা আবেদনের ফলে আর টি এ একটা স্টেজে বাস ভাড়া কমিয়েছিল অথচ সেখানকার বহু বাস-ওনার সেটা মানে না—এটা জানেন কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

না।

Sj. Niranjan Sengupta:

এই রকম খবর দিলে তার প্রতিকার করার চেষ্টা করবেন কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

নিশ্চয়ই। আই উইল সার্টেনলি লুক ইনটু ইট।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

বাস ভাড়ার রেট ঠিক করা সম্বন্ধে ডিস্ট্রিক্ট আর টি এ কি ফাইন্যাল অথরিটি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

হ্যাঁ।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

সরকারের কোন অনুমোদনের প্রয়োজন করে না কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

এই আর টি এ-ই হচ্ছে ফাইন্যাল অথরিটি, কিন্তু তারা ফাইন্যাল করার আগে স্টেট ট্রান্স-পোর্ট অথরিটিকে জানিয়ে তারপর করে।

Mr. Speaker: The question as either they are the final authority or they are not.

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: They are the final authority.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

তা হ'লে বাস ভাড়া যা বৃদ্ধি করা হয়েছে সেটা কোন্ শ্রেণীর বাস ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়েছে—ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস, না থার্ড ক্লাসএর?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

সেকেন্ড ক্লাসএর ভাড়া বাড়ান হয়েছে।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

ফার্স্ট ক্লাসএর হয় নি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

ফার্স্ট ক্লাসে যেটা ছিল সেটা, দ্যাট ওয়াজ অ্যাট পার উইথ আদার এরিয়াজ।

Mr. Speaker: I think the answer refers to the fares of all the classes. Now, supposing the first-class fare in 24-Parganas is the same as in Nadia, then there is no room for alteration.

Sj. Haridas Dey:

কাঁচরাপাড়া-হরিণঘাটা রুটে কতদিন হ'ল ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়েছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

এখন বলতে পারি না।

Let me see the paper. He wants the date.

Sj. Haridas Dey:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানেন কি, এখানে বারাসত-কাঁচরাপাড়ার যে রুট আছে সেই রুটের বাস কাঁচরাপাড়া-হরিণঘাটা রুটে যাতায়াত করার জন্য তাদের ওখানে অসুবিধা হচ্ছে ব'লে ৩০শে মে তারিখে তারা একটা আবেদন করেছিল?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: It does not arise out of this question, Sir.

Sj. Provash Chandra Roy:

কাঁচরাপাড়া থেকে হরিণঘাটা রুটে আগে কত ভাড়া ছিল এবং এখন কত করা হয়েছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

৬ পাই পার মাইল ছিল এখন সেটা ৭½ পাই পার মাইল করা হয়েছে।

Mr. Speaker: Mr. Ghosh, do you charge fare according to the mileage?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: When they fix the rate, they fix it on that basis.

Sj. Provash Chandra Roy:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানেন, এই হাউসএ ডাক্তার রায় একটা ঘোষণা করেছিলেন যে, পার মাইল দুই পয়সার বেশী করা হবে না। এই নীতি ভঙ্গ করা হ'ল কেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: I don't know about the statement made by the Chief Minister.

Dr. Kanailal Bhattacharjee:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানেন কি, ২৪-পরগনা জেলার অন্যান্য জায়গায় এক মাইলের ভাড়া ৬ পাই নেওয়া হয়?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: I don't know.

Sj. Subodh Banerjee:

এই যে ফেয়ার এটা পার মাইল ঠিক করা হয়, না পার স্টেজ টু স্টেজ ফিক্স করা হয়। অর্থাৎ মাইল ক্যালকুলেটেড হয়, না স্টেজ টু স্টেজ ক্যালকুলেটেড হয়?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

আর টি এ যে ফেয়ার ঠিক ক'রে দেয় তা মাইলের উপরই ঠিক ক'রে দেয়।

Mr. Speaker: I have looked into the question; it is all about route No. 22 and we will stick on to that route.

Dr. Kanailal Bhattacharjee:

এখানে বলেছেন, ২৪-পরগনা জেলায় যে বাসভাড়া সেই ভাড়া অনুযায়ী ফেয়ার ট্যাক্স করা হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি যে, এই জেলার অন্যান্য জায়গায় ৬ পাই এক মাইলে এবং দুই মাইল হ'লে এক আনা। সেটা থেকে এটা কেন ইনক্রিজ করা হ'ল?

Mr. Speaker: He does not say that it has increased.

Sj. Provash Chandra Roy:

যদি অ্যাট পার হয়, তা হ'লে ৭½ পাই করা হ'ল কেন, বজবজ রুটে......

Mr. Speaker: The question is disallowed.

[3-40—3-50 p.m.]

Sj. Gopal Basu:

১২নং রুটে যাত্রীদের ভাড়া বৃদ্ধি যেভাবে হয়েছে, তাতে অন্যান্য এলাকার মত সুবিধা তারা ভোগ করছে কি?

Mr. Speaker: The question is disallowed.

Sj. Gopal Basu:

সেই বাসগুলি ছোট, সেখানে কোয়ালিটি চেঞ্জ করা হবে না, অথচ ভাড়া কি সেইরকমই থাকবে? তার জবাব দিতে পারেন না?

Mr. Speaker:

না, তা ডিসাইড করব আমি।

Sj. Niranjan Sengupta:

আপনি কি এটা জানেন, গত ২৮-৪-৫৬ তারিখে আর টি এ জানিয়েছিলেন, এই রুটের ভাড়া কলকাতার রুটের ভাড়ার সমান করবেন। আবার দু' মাস পরে বাড়ালেন কেন?

Mr. Speaker: The answer is there to bring at a par.

Sj. Niranjan Sengupta:

সেটা তো হয় নাই, স্যার।

Mr. Speaker:

আমি বলছি।

Sj. Niranjan Sengupta:

২৪-পরগনায় ৬ পাই পার মাইল হ'লে অ্যাট পার হ'ল কি ক'রে?

Mr. Speaker: In other words you are disputing what he is starting. By disputing you cannot make him accept your position.

Dr. Kanailal Bhattacharjee: That is a misstatement of facts.

Mr. Speaker: I am not prepared to accept that as a misstatement of facts.

Sj. Niranjan Sengupta:

৬ পাই ২৪-পরগনায় আছে কিনা?

Mr. Speaker: I think for that he wants notice.

Overcrowding in State buses on route Nos. 5, 6, 4 and 8B

*113. **Sj. Haridas Mitra:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Transport) Department be pleased to state—

(*a*) whether the Government is aware that in the State buses of route Nos. 5, 6, 4 and 8B running in between Howrah, Garia, Jadabpur, Chanditala and Baranagar there is tremendous overcrowding, specially during office hours, thus causing a great suffering to public and often resulting in out-of-order of the buses and street accidents; and

(*b*) if so, what steps the Government contemplate towards relieving the difficulties of the people?

The Deputy Minister for Home (Transport) (Sj. Satish Chandra Roy Singha): (a) There is overcrowding in these four routes during the office hours similar to what happens on buses and trams in other routes of the city during these periods. There is hardly any break-down of the buses and accident due to overcrowding is few and far between.

(*b*) Relief can be given by putting double-deck or bigger buses when the schemes for improvement of the roads on the side and construction of a bridge at the Dhakuria level crossing are completed. It is expected that Bansdhani Road and Russa Road will be widened in the near future when more buses will be placed on route No. 6. It is also proposed to introduce another service from Jadavpur railway station.

Sj. Haridas Mitra:

দিল্লী এবং বোম্বের বাসে ওভার ক্রাউডিং অ্যালাউ করা হয় না, সেই ওভার ক্রাউডিং এখানেও অ্যালাউ করা হবে না, সেটা কতদিনের মধ্যে হবে বলতে পারেন?

Mr. Speaker: Mr. Mitra, are you suggesting that in some other countries overcrowding is allowed? Why do you mention Delhi and Bombay city. Nowhere over-crowding is allowed.

Sj. Haridas Mitra:

উনি কি বলতে পারবেন—কতদিনের মধ্যে আমরা ওভার ক্রাউডিংএর হাত থেকে বাঁচতে পারব? ক্যান হি গিভ মি অ্যান আইডিয়া?

Sj. Satish Chandra Roy Singha: We just are trying to increase the number of buses.

যেই আমাদের কমপ্লিট বডি বিল্ডিং হয়ে যাবে, যে রুটে ওভার ক্রাউডিং হবে, সেই পথে আমরা বাস ছড়িয়ে দেব।

Sj. Haridas Mitra:

আপনি বলছেন, যখন হবে তখন হবে—আমি বলছি, কতদিনে হবে তার একটা আইডিয়া দিতে পারেন কি?

[Laughter]

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

এরকম কোন দিন নির্ধারিত ক'রে বলা সম্ভব নয়।

Sj. Haridas Mitra:

আপনি (এ) প্রশ্নোত্তরে বলেছেন—
there is hardly any break-down of the buses and accident due to over-crowding is few and far between
গত দেড় বছরের মধ্যে অর্থাৎ ফার্স্ট এপ্রিল ১৯৫৭ থেকে আজ পর্যন্ত কতগুলি অ্যাক্সিডেন্ট ও ব্রেক-ডাউন হয়েছে, মোটামুটি বলতে পারেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

তা এখন বলা সম্ভব নয়।

Sj. Haridas Mitra:

আপনি বলেছেন, দেখছি যে—ডাবল-ডেক আর বিগার বাসেস আপনি দেবেন—
improvement of roads on the side and construction of a bridge at the Dhakuria level crossing
এ যখন হবে। এটা কত দিনের মধ্যে হ'তে পারে, বিশেষ ক'রে ঐ কনস্ট্রাকশন অফ ব্রিজ অ্যাট ঢাকুরিয়া?

Sj. Satish Chandra Roy Singha:

আমার ইনফরমেশন আছে যে—
The Calcutta Inprovement Trust are considering the scheme for construction of an over-bridge at Gariahata railway level crossing in consultation with the Eastern Railway. The Railway are also considering reconstruction of their bridge over Russa Road at Tollygunge so as to make it higher and wider. The scheme, when completed and implemented, will also help to ensure free flow of traffic including State Buses and to put double-deck buses on some of these routes.

Sj. Haridas Mitra:

আপনি এখানে বলেছেন, যাদবপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে আর একটা নতুন রুট ইন্ট্রোডিউস করবেন। এই যে নিউ সার্ভিস ইন্ট্রোডিউস করছেন, এটা ফ্রম যাদবপুর টু হোয়্যার—কোথা কোথা দিয়ে যাবে?

Sj. Satish Chandra Roy Singha:

হাওড়া পর্যন্ত যাবে।

Sj. Haridas Mitra:

কোন্ কোন্ রাস্তা দিয়ে যাবে?

Sj. Satish Chandra Roy Singha:

যখন চালু হবে, তখন সেটা নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হবে।

Sj. Haridas Mitra:

আপনি এখানে সাটল্ সার্ভিস ইন্ট্রোডিউস করবার কথা ভাবছেন কিনা? বালিগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন থেকে গড়িয়াহাট রোড দিয়ে, এই নিউ রুটএ একটা সাটল্ সার্ভিসএর জন্য রিপ্রেজেন্টেশন করা হয়েছিল, সে সম্বন্ধে আপনি ভাবছেন কিনা?

Sj. Satish Chandra Roy Singha:

আপাততঃ নয়।

Bus service between Chola and Madhyamgram of 24-Parganas

*114. **Dr. Pabitra Mohan Roy:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Transport) Department be pleased to state—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে—

(১) যশোর রোড এবং ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড রাস্তা দুইটি সোদপুর রোড দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছে এবং ঐ রাস্তায় শ্যামবাজার (ক্যালকাটা) হইতে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড হইয়া সোদপুর রোডএ ঘোলা (ঘোলা) পর্যন্ত ৭৮বি বাস রুটএর শেষ হয়, ও অপর দিকে শ্যামবাজার হইতে যশোর রোড হইয়া সোদপুর রোড ধরিয়া ৩০ বাস-রুটটি মধ্যমগ্রাম স্টেশন পর্যন্ত আসিয়া শেষ হয়, এবং

(২) মধ্যমগ্রাম হইতে ঘোলা এই তিন মাইল রাস্তায় বাস চলাচলের ব্যবস্থা না থাকায় ঐ স্থানে নাগরিকদের যাতায়াতের খুবই অসুবিধা হয়; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি সরকার ৭৮বি বাস রুটটিকে মধ্যমগ্রাম স্টেশন পর্যন্ত বর্ধিত করিবার কথা বিবেচনা করেন কিনা?

The Minister of State for Development (the Hon'ble Tarun Kanti Ghosh):

(ক) না; মধ্যমগ্রাম হইতে ঘোলার মধ্যে ৭৮এ এবং ৭৮বি রুটের ১৩ খানি বাস যাতায়াত করে।

(খ) প্রশ্ন ওঠে না।

Sj. Pabitra Mohan Roy:

আমার যা প্রশ্ন ছিল—৩০ নম্বর বাস রুটটি শ্যামবাজার হ'তে যেশোর রোড হয়ে সোদপুর রোড ধ'রে মধ্যমগ্রাম স্টেশন পর্যন্ত আসে, কিন্তু মধ্যমগ্রাম হ'তে ঘোলা, এই রাস্তায় কোন বাস চলাচলের ব্যবস্থা না থাকায়, সেখানকার লোকের অত্যন্ত অসুবিধা হয়। সেইজন্য ৭৮বি বাস রুটটাকে আর একটু এক্সটেন্ড ক'রে মধ্যমগ্রাম স্টেশন পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে এন্ড করলে এখানে একটা কন্টিনিউয়াস সার্ভিস হয়। এই সম্পর্কে আপনি ভাবছেন কিনা?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

৭৮এ যেটা, সেটা শ্যামবাজার থেকে বনগাঁ পর্যন্ত, ভায়া ঘোলা, মধ্যমগ্রাম দিয়ে গিয়েছে। সেখানে কন্টিনিউয়াস সার্ভিস এই ৭৮এ রুট থেকেই পাচ্ছেন।

Sj. Pabitra Mohan Roy:

এই যে ৭৮এ বাস কত দেরিতে যায় এবং কয়েকখানি মাত্র বাস চলে, তাতে লোকের সুবিধা হয় না, একথা মন্ত্রিমহাশয় জানেন কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

৭৮এ বাস সাতখানা যায়।

Sj. Pabitra Mohan Roy:

আমার প্রশ্ন ক্লিয়ার হ'ল না।

Mr. Speaker:

দরকার নেই।

Extension of Calcutta Hackney Carriage Act, 1919, to Kharagpur Town

***115. Sj. Narayan Chobey:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Transport) Department be pleased to state whether the Calcutta Hackney Carriage Act, 1919, has been extended to the Town of Kharagpur?

(*b*) If the reply to (*a*) be in the negative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) what are the reasons for which this Act has not been extended to this Town;

(*ii*) whether Government received any representation from the Kharagpur Municipality to extend this Act to Kharagpur Town;

(*iii*) what steps were taken by Government on such representation, and

(*iv*) when the abovementioned Act will be extended to Kharagpur Town?

The Deputy Minister for Home (Transport) (Sj. Satish Chandra Roy Singha): (*a*) Yes, on 3rd February, 1956, by a notification which was published in the *Calcutta Gazette* on 23rd February, 1956.

(*b*) Does not arise.

Number of crimes committed in and around Calcutta from 1955 to 1957

***116. Dr. Narayan Chandra Roy:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Police) Department be pleased to state—

(*a*) how many cases of—

(*i*) murder,

(*ii*) robbery,

(*iii*) dacoity,

(*iv*) arson,

(*v*) looting,

(*vi*) theft, and

(*vii*) burglary

were committed in Calcutta and its suburbs during the years 1955, 1956 and up to October, 1957;

(*b*) how many cases of each kind of crime were detected by the police during the years 1955, 1956 and up to October, 1957; and

(*c*) how many persons were punished for each kind of crime during 1955, 1956 and up to October, 1957?

The Minister for Home (Police) (The Hon'ble Kali Pada Mookerjee): A statement is laid on the Table.

Statement referred to in reply to starred question No. 116

	Murder.	Robbery.	Dacoity.	Arson.	Looting.	Theft.	Burglary.
	(*i*)	(*ii*)	(*iii*)	(*iv*)	(*v*)	(*vi*)	(*vii*)
(*a*) No. of cases committed—							
1955 ..	42	22	2	Nil	Nil	7,312	1,290
1956 ..	43	28	6	Nil	Nil	6,995	1,018
Up to October, 1957.	40	21	2	2	Nil	5,600	754
(*b*) No. of cases detected—							
1955 ..	33	11	1	..	..	1,921	244
1956 ..	30	20	5	..	..	1,862	259
Up to October, 1957.	30	14	1	1	..	1,347	175
(*c*) No of persons punished—							
1955 ..	12	10	Nil	..	..	1,265	203
1956 ..	21	17	10	..	..	1,362	206
Up to October, 1957.	5	6	4	Nil	..	919	160

[3-50—4 p.m.]

Dr. Narayan Chandra Ray:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় দয়া ক'রে জানাবেন কি, সাবজেক্ট অন থেফ্‌ট যেটা দেখিয়েছেন, তাতে ইয়ার বাই ইয়ার যত নাম্বার থেফ্‌ট কমিটেড দেখিয়েছেন,. তাতে ডিটেক্টেড ও পানিশ্‌ড দেখিয়েছেন ঢের কম—এরকমটা কেন হয়েছে? Can you explain the difference between these numbers?

Mr. Speaker: You should have put the question in this form why the number of cases detected is comparatively small?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

কারণ যে সংবাদ সরবরাহ করা হয় থানায় সেই সংবাদের ভিত্তিতে আসামীর সন্ধান পাওয়া যায় না, এ শুধু এখানেই নয়, সবত্রই এই রকম রেট হয়ে থাকে।

Dr. Narayan Chandra Ray:

আমি যতদূর জানি, বিশেষ ক'রে চুরি এবং বার্গলারির ক্ষেত্রে কথা বলছি, যারা খবর দিতে যায় তারা পুলিসের কাছে অপদস্থ হয়—এটা উনি জানেন কিনা?

Mr. Speaker: Question not allowed.

Dr. Narayan Chandra Ray:

যারা ইনফরমেশন বা স্টেটমেন্ট দিতে থানায় যায় তাদের সারাদিনব্যাপী দাঁড় করিয়ে রাখা হয় কিনা, সেজন্য এই প্রশ্ন এখানে ওঠে;

The Hon'ble Minister told me in answer that on the ground of information supplied to the police

[illegible] ধরা যায় না, আমি পাল্টা ও'কে জিজ্ঞাসা করছি—

do you know that the man who goes for complaining to the police is more harassed than getting redress?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: That is not a fact.

Dr. Narayan Chandra Ray:

আমি একটা ঘটনা বলি। আমি কখনও এ সম্বন্ধে সন্দেহ করতে পারি না ঘটনাটা সত্য নয় বলে, কারণ, পুলিসে খবর দিতে গিয়ে

I was made to accompany the police that day and the whole of next day round the whole of Calcutta in my own car:

[হাস্য]

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani:

আপনি যে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন তাতে বলেছেন ১৯৫৫এ মার্ডার ডিটেক্টেড হয়েছিল ৩৩টা কেস, পানিশ করা হয়েছে মাত্র ১২ জনকে—বাকি ২২ জনকে কি ছেড়ে দিয়েছেন?

Mr. Speaker: I won't allow that question. A murder case is put up before a jury. Government has nothing to do with it.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: In 1955 out of 33 cases detected how many were prosecuted?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: In 1955 42 murders have been committed, 33 detected and 28 charge-sheeted and committed to the Sessions. Ten of them acquitted and 18 discharged by the Court.

Sj. Sunil Das:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তাঁর স্টেটমেন্টে বলেছেন ডাকাতির ক্ষেত্রে—

Number of cases committed up to October, 1957—2;
Number of cases detected up to October, 1957—1;
Number of persons punished up to October, 1957—4.

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

সংখ্যা এখানে যে বেশী হয়েছে পানিশমেন্টের ক্ষেত্রে সেটা আগের বছরের কেস, ঐ বৎসর পানিশ্‌ড হয়েছে।

Mr. Speaker: The Proceeding which started in 1956 can well run in 1957.

Sj. Saroj Roy:

মন্ত্রিমহাশয় কি দয়া ক'রে জানাবেন, এই যেসব ডাকাতির কেস তার অনেকগুলি থানা থেকে চুরি চার্জ দিয়ে কি চালান দেওয়া হয়েছিল কেসগুলি হাল্কা ক'রে দিতে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

কেসগুলি এত ভারি যে, তা হাল্কা করা যায় না। দু-একটা কেস যদিও বা করা যায়, কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা করা সম্ভব নয়।

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: Will the Hon'ble Minister please tell us if there are any arrangements to prevent the burglary which is taking place in an area covered by the local police station?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: *Police vigilance is there.*

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: If in spite of such vigilance repeated burglaries take place, are not actions taken against the police station?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: That is a hypothetical question.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: When repeated burglaries take place in any locality, is any action taken?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: Matters are looked after by high police officials and such steps are taken as are deemed necessary.

[4—4-10 p.m.]

Time for discussion of the West Bengal Panchayat Rules.

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। শ্রীবঙ্কিম মুখার্জি কিছুদিন আগে বলেছিলেন যে, ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত অ্যাক্টের আন্ডারে যে রুলস হয়েছে তার আলোচনা করবার সুযোগ দিতে হবে। তার কি হ'ল?

Mr. Speaker: Mr. Bankim Mukherjee also came to me yesterday and told me that the Rules should be discussed in the House. Time will be fixed for it.

Sj. Jyoti Basu:

আপনি তো উইল বি ব'লে দিলেন কিন্তু যে বিল হচ্ছে গভর্নমেণ্ট বিজিনেস, তা তো কালই শেষ হয়ে যাবে, তা হ'লে তো আর সময় থাকছে না।

Mr. Speaker: I will let you know after the recess.

Message

Secretary (Sj. A. R. Mukherjea): The following Message has been received from the West Bengal Legislative Council, namely:—

"*Message*

That the West Bengal Legislative Council at its meeting held on the 18th July, 1958, adopted the following Special Motion, namely:—

This Council concurs in the recommendation of the Legislative Assembly that the Council do join in the Joint Committee of the Houses on the West Bengal Children Bill, 1958, and resolves that the following members of the Council be nominated to serve on the said Joint Committee, namely:—

1. Sjkta. Anila Debi,
2. Sj. K. P. Chattopadhya,
3. Sj. Tripurari Chakraborty,
4. Sjkta. Santi Das,
5. Sj. Chittaranjan Roy,
6. Sj. Kanailal Goswami, and
7. Dr. Sambhu Nath Banerjee.'

SUNITI KUMAR CHATTERJI,
Chairman,
West Bengal Legislative Council."

Retrenchment of workers at Panchet and Hunger-strike in Berhampore Jail

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

স্যার, আপনার মাধ্যমে মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি দু'টো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আকর্ষণ করছি এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিমহাশয় আশা করি তার জবাব দেবেন। এইমাত্র খবর পেলাম যে, ১৭ই তারিখ থেকে শুরু ক'রে ২২ তারিখ পর্যন্ত পাঞ্চেতে ৬০০ টেকনিক্যাল এবং সেমি-টেকনিক্যাল ওয়ার্কার্সদের রিট্রেঞ্চ করা হয়েছে। এবং দুর্গাপুরে থারমাল প্ল্যান্ট, স্টীল প্ল্যান্ট, কোক-ওভেন ইত্যাদিতে সেই ৬০০ টেকনিক্যাল এবং সেমি-টেকনিক্যাল ওয়ার্কার্সদের অ্যাবজর্ভ করবার কোন চেষ্টা হয় নি। এই সম্পর্কে অজয় মুখার্জির কাছ থেকে কিছু জানতে চাই। এরপর দ্বিতীয় নম্বর হ'ল আমি একটা খবর পেলাম যে, ২০এ তারিখ থেকে বহরমপুর জেলে ২ জন পি ডি অ্যাক্ট প্রিজনার্স—একজন কম্যুনিস্ট পার্টির শান্তি দাস এবং আরও একজন আর এস পি-র দেবব্রত ভট্টাচার্য—হাঙ্গার স্ট্রাইক ক'রে আছেন। তাঁদের যেসমস্ত অভাব-অভিযোগ গ্রীভান্সেস আছে সেসমস্ত তাঁরা লিখিতভাবে আই-জি অব প্রিজন্সএর কাছে প্লেস করতে চান কিন্তু আই-জি তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন নি। তাঁদের সেই গ্রীভান্সগুলোর প্রতিকার হ'তে পারত। কনফাইন্‌ড অবস্থায় থাকাকালীন তাঁদের যে ফ্যামিলি অ্যালাউয়্যান্স দেবার কথা আছে সেই অ্যালাউয়্যান্স আজ পর্যন্ত তাঁরা পান নি। এই সম্পর্কে কারামন্ত্রী মহাশয়ার কাছ থেকে আমরা কিছু জানতে চাই।

Mr. Speaker: You have raised the questions before the House. I do not know if the Hon'ble Minister will ask for a short notice or he will answer the questions straightaway.

[No reply]

Non-availability of water in the Mayurakshi Canal Area

Sj. Radhanath Chattoraj:

ময়ূরাক্ষী ক্যানেল এরিয়া, বিশেষ ক'রে লাভপুর, নানুর ইত্যাদি এরিয়াতে আজ পর্যন্ত জল পাওয়া যাচ্ছে না অথচ জুলাই মাস হ'তে চলল। ট্যাক্স ধার্য হয়ে পড়ায় তারা আবার খুব আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে। তারা যে একটা টেলিগ্রাম করেছে, সেটা আমি পড়ছি।

Mr. Speaker:

টেলিগ্রাম প'ড়ে লাভ নেই, সেটা বরং ও'কে দিয়ে দিন।

Sj. Radhanath Chattoraj:

ক্যানেল ওয়াটার যদি না পাওয়া যায় তা হ'লে সেখানকার চাষের অবস্থা ভয়ানক হবে। এই জলের জন্য তারা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে।

Retrenchment of workers at Panchet and Hunger-strike in Berhampore Jail

GOVERNMENT BILL

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958.

Mr. Speaker: The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji will now reply.

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহাশয়, উনি বক্তৃতা দেবার আগে আমি একটা কথা বলতে চাই। এই বিলটার সম্বন্ধে দেখলাম যে, কংগ্রেস থেকে একজন এর অপোজ করছেন এবং আমাদের এদিক থেকে সবাই বলেছেন যে, এই বিলটা করা উচিত নয়। সেজন্য বলব যে, উনি দয়া ক'রে বিলটা উইথড্র ক'রে নিন। অর্থাৎ উনি যদি এখন উইথড্র ক'রে নেন তা হ'লে পর আমরা একসঙ্গে ব'সে আলোচনা ক'রে এর চেয়ে ভাল একটা কিছু করলে ভাল হয়। আপনি বোধ হয় একজনের কাছে বলেছিলেন যে, ও'রা বোধ হয় এটাকে ইম্পোজ করবেন না। তাই যদি হয় তা হ'লে আর সময় নষ্ট ক'রে লাভ কি। সেজন্য পজিসনটা কি সেটা আমি একটু জানতে চাচ্ছি।

Mr. Speaker: What I actually said was this. It is not such a simple thing that by passing this Bill, the tax can be imposed because, as far as I know, the D.V.C. has yet to be consulted, the rate has to be fixed, the area has to be notified and nothing can be done until all these things are finished. A large number of honourable members of this House have suggested the withdrawal of this Bill and Government has heard it. It is now for the Government to make up its mind as to which way to act.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, গত তিনদিন ধ'রে আমি প্রত্যেকের আলোচনা শুনেছি। মাননীয় সদস্যরা বহু প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, আমি সেগুলির যতটা পারি জবাব দেব। একটা প্রশ্ন তুলেছেন শ্রীহরেকৃষ্ণ কোনার, বিনয় চৌধুরী এবং ফকির রায় মহাশয় যদিও সেটা এই বিলের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়, তবুও আমি তার জবাব দেব। তাঁরা বলেছেন জল দিতে দেরি হয়েছে, অনেক জায়গায় জল পায় নি কেন? এবারে ডি ভি সি ৪ লক্ষ একরের উপর জল দেবেন বলেছেন। দুর্গাপুর ব্যারাজ থেকে এই ৪ লক্ষ একরে জল দিতে গেলে ১ মাসের কমে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত জল দেওয়া যায় না। আমরা প্রথমবার ১লা জুলাই জল ছেড়েছি, ২০এ জুলাই পর্যন্ত রিপোর্ট হচ্ছে ২ লক্ষ একরে জল গেছে। কাজেই যদি ৪ লক্ষ একরে ৪ সপ্তাহ লাগে, তা হ'লে শেষ সপ্তাহের জন্য ১ লক্ষ একর বাকি থেকে যাবে। এই কারণে বহু জায়গায় জল পায় নি একথা স্বীকার করছি এবং জল দেওয়া সম্ভবও নয়। তা ছাড়া ডি ভি সি-র নিজস্ব যে ক্যানেল সেগুলি নতুন ক্যানেল, অনেক সময় জলের চাপে ভেঙ্গে যায়। রেগুলেটর, আউটলেটের ত্রুটি থাকলে এবং সেগুলি ধরা পড়লে সেগুলি সংশোধন ক'রে নিতে হয় যার জন্য দেরি হয়। আমার কাছে ডি ভি সি থেকে এবং আমাদের ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্ট থেকে অনেক খবর এসেছে যে, বহু জায়গায় গ্রামবাসীরা এই জল পরিবেশনে নানা রকম বাধা সৃষ্টি করেছেন। এ বছর আকাশে বৃষ্টি নেই, চাষে দেরি হয়ে যাচ্ছে, সমস্ত কৃষকরা ব্যস্ত

হয়ে উঠেছে, কোথাও যদি জল পাওয়া গেল তো সেই জলটা যাতে আর নীচের দিকে না যেতে পারে সেজন্য তার সবটাই সেই এলাকার লোকে ধ'রে নেন, এমন কি তখনকার প্রয়োজনের চেয়ে বেশী ধ'রে নেন। এই রকম একটা মনোভাব কৃষকদের বহু জায়গায় দেখা গেছে। তারা আমাদের কর্মচারীদের বাধা দিয়েছেন, তাদের তাড়া করেছেন এবং অনেক সময় দলবদ্ধভাবে গ্রামবাসীদের আক্রমণে তাঁরা পালিয়ে এসেছেন। তাঁরা এইসব রেগুলেটর দখল ক'রে বসে আছেন, অনেক জায়গায় তাঁরা আমাদের ক্যানেলের ভেতর বাঁশটাঁশ পুঁতে, টিন দিয়ে তার উপর মাটিভরা থলি দিয়ে একবারে বন্ধ ক'রে দিয়েছেন এবং একটা ক্রস ড্যাম তৈরি করেছেন যাতে জল নীচে না যেতে পারে। এই নিয়ে নীচের লোকের সঙ্গে উপরের লোকের মারামারি হবার উপক্রম হয়েছে। এ বৎসর দুর্বৎসর—মানে বৃষ্টির দেরি হচ্ছে। এই দেখে আমরা হঠাৎ তাড়াতাড়ি পুলিস অ্যাকশন নিচ্ছি না, লোককে বুঝিয়ে সুজিয়ে যতটা পারা যায় চেষ্টা করা হচ্ছে—এজন্য জল যেতে কিছু দেরি হচ্ছে। বিনয়বাবু বলেছেন, স্টীল প্ল্যান্ট প্রভৃতিতে জল দেওয়ার জন্য দেরি হচ্ছে। আমরা সেটা মনে করি না, কেননা ১০ লক্ষ একরে জল দেবার জন্য তাঁরা প্রস্তুত হচ্ছেন। এ বছর অবশ্য ১০ লক্ষ একরে নয়, এ বছর বলেছেন ৪ লক্ষ একরে দেবেন এবং ডি ভি সি আমাদের স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, ৪ লক্ষ একরের বেশী তাঁরা জল দিতে পারবেন না। আর একটা কথা হরেকৃষ্ণবাবু, বঙ্কিমবাবু, ফকিরবাবু বলেছেন যে, জল না দিলেও ট্যাক্স আদায় করবেন কি? আমি এর সোজা জবাব দিচ্ছি যে, তা আদায় করব না। যেখানে জল দেওয়া যাবে না সেখানে কর আদায় করা হবে না। পুরাতন ক্যানেল, ময়ূরাক্ষী ক্যানেল প্রভৃতি এলাকায় যেখানে বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্ট আছে সেখানেও জল না গেলে রেমিশন দেওয়া হয়। এই বিলেও রেমিশনের ব্যবস্থা আছে।

[4-10—4-20 p.m.]

ক্লজের উপর যখন আসবে তখন দেখবেন নোটিফায়েড এরিয়াতে ঐ জিনিসটা দেবার চেষ্টা করেছি—সে সময় সেটা আলাদা ক'রে বলব। আর-একটা জিনিস আমি স্পষ্ট ক'রে বলতে চাই, জল বিক্রি ক'রে আমরা টাকা নিই না কিংবা জলের পরিমাণ ধরে টাকা নিই না—ফসল হ'লে পরই টাকা নিই। ফসল কম হ'লে সেইমত সবটা বা আংশিকভাবে রেমিশন দেবার ব্যবস্থা করি। বহু জায়গায় ইরিগেশন ক্যানেল আছে—সেখানে যে নীতিতে আদায় হয় এখানেও সেই নীতিতেই আদায় হবে। রেমিশনএর ব্যাপারটার ডিটেলস রুলএ দেব। বর্তমান বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্ট যদি পড়েন তা হ'লে দেখবেন সেখানে ডিটেল্ড রুলস আছে। গভর্নমেন্ট সেসব ব্যবস্থা এখানেও করবেন। নোটিফায়েড এরিয়া যখন ঘোষণা করা হয় তখন সব কিছু বুঝা সম্ভব নয়। সেজন্য নোটিফায়েড এরিয়া যখন ঘোষণা করা হয় তখন মস্ত বড় একটা ব্লক নিয়েই ঘোষণা করা হয় এবং জল দেবার পর যদি সেই এরিয়াতে ক্রপ ফেল করে তা হ'লে আমরা পূর্ণ মকুবও দিয়ে থাকি।

Dr. Kanailal Bhattacharjee:

ক্ষতিপূরণ দেবেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

ক্ষতিপূরণ কেন দেব?

Sj. Pramatha Nath Dhibar:

জল দিতে না পারলে ক্ষতিপূরণ দেবেন না?

Mr. Speaker: I say I won't allow that. No interruptions please

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

যা বলছিলাম—সেইজন্যই ছোট ছোট ব্লক নোটিফাই করার সময় বাদ দিয়ে করা যায় না। আগে থেকে বোঝা যায় না কোথায় জল যাবে আর কোথায় যাবে না। তারপর, বসন্তবাবু বলেছেন, ডি ভি সি যদি পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের রেট না মেনে নেয় বা বেশী রেট বসায় তা হ'লে

কি করবেন? আমি তাঁকে বলব, ডি ভি সি অ্যাক্ট পড়ে দেখলে দেখতে পাবেন রিটেল রেট বসানোর ক্ষমতা পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের যদিও ইন কন্সালটেশন উইথ ডি ভি সি। কাজেই ডি ভি সি জনগণের উপরে রেট বসাতে পারে না। আর-একটি প্রশ্ন করেছিলেন হরেকৃষ্ণবাবু যে, 'অর লাইক্‌লি টু বি বেনিফিটেড' কেন দিলেন—ব্যাপার হচ্ছে, যখন নোটিফায়েড করছি তখন তো আমরা জানি না বেনিফিটেড হবে কিনা। আমাদের ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট এবং ডি ভি সি ডিপার্টমেন্ট তাঁরা ঠিক করেন সেই এরিয়াতে জল দিতে পারবেন অথচ হয়তো পরে সেই পুরো এলাকাতে জল দিতে পারলেন না; সেইজন্যই লাইকলি টু বি বেনিফিটেড' বলা হয়েছে। তারাপদবাবু বলেছেন সমস্ত এলাকায় দু'টো ক'রে ট্যাক্স বসানো হচ্ছে, কিন্তু তিনি যদি দেখেন তা হ'লে দেখবেন ক্লজ ৪(১)এ খারিফ অর রবি সিজন কথাটা আছে, কাজেই দুটোই দিতে হবে, এটা ঠিক নয়। ক্লজ ২(৬) অ্যান্ড ২(৮)এ আছে খারিফের ডেফিনিশন জুলাই থেকে অক্টোবর এবং রবি হ'ল নভেম্বর থেকে মার্চ। তারপর ডি ভি সি-র বাজেট যদি দেখতেন তাহলে দেখতে পেতেন ১০ লক্ষ একর খারিফে জল দিতে পারি আর রবিতে ৩ লক্ষ একর—কাজেই তিনি যেটা বলছেন সেটা ঠিক নয়। খারিফের এরিয়াতে যে নোটিফিকেশন হবে রবিতেও সেই এরিয়ার উপর নোটিফিকেশন হবে এমন কোন কথা নেই এবং এক বছরেই হবে তারও কোন মানে নেই। যেখানে রবির চাষ নাই সেখানে রবির চাষ ইন্ট্রোডিউস করতে হবে। গভর্নমেন্ট চেষ্টা করছেন কোন্ প্যাটার্নএর রবিচাষ ইন্ট্রোডিউস করতে পারা যায়। এইভাবে করতে হ'লে তার অনেক দেরি আছে। এখনও আমরা ময়ূরাক্ষী এলাকায় রেটের নোটিফিকেশন করতে পারি নি। কেননা একটা এমন ব্লক তৈরি করতে পারি নি যেখানে বেশী এলাকায় রবিশস্য হয়। ভয় করার কোন মানে নাই। রবি ও খারিফ এই দু'টোর জন্য দু'টো ট্যাক্স সাড়ে সাতাশ টাকা আদায় ক'রে নেওয়া হবে।

কানাইবাবু, সুরেশবাবু, বঙ্কিমবাবু—প্রশ্ন করেছেন এটা বাধ্যতামূলক কেন? আমি তার জবাব দিয়েছি। সুরেশবাবু বলেছেন, তারা স্বেচ্ছায় জল নেবে। ঠিক। আমরা দেখেছি প্রথম কয়েক বছর লোকে স্বেচ্ছায় জল নেয় না। একবার অভ্যস্ত হ'লে নেয়। প্রথম কয়েক বছর বিনা পয়সায় জল দিতে পারি না। এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টএর ব্যাপার, প্ল্যানিং কমিশনের ব্যাপার, ডি ভি সি-র ব্যাপার। তা ছাড়া আমরা দু' বছরে ৪৫ হাজার আর ২৫ হাজর একরে জল দিতে প্রস্তুত ছিলাম। তারা জল না নেওয়ায় এই এলাকা জল পেল না। জল পেলে সেখানে ফসল আরও বাড়ত। আমাদেরও কিছু ট্যাক্স আদায় হ'ত।

[এ ভয়েসঃ আগে কি কোথাও বাধ্যতামূলক ছিল?]

কানাইবাবু জিজ্ঞাসা করেছেন আগে কি কোথাও বাধ্যতামূলক ছিল? নিশ্চয়ই ছিল। পুরাতন দামোদর ক্যানেলে এবং ময়ূরাক্ষীতে আছে। বঙ্কিমবাবু বলেছেন যে, মন্ত্রিমহাশয় কোন হিসাব দেন নাই—ইরিগেশনএর কত খরচ, কি ব্যাপার, কেন এত সব হ'ল? সেটা ডি ভি সি বাজেটের সময় আলোচনা হয়ে গেছে। সেখানে দেখিয়েছি ১৯৫৮-৫৯ সালে পশ্চিম বাংলায় ডি ভি সি-র খরচ ৩৫ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা। এটায় শেষ হয় নাই। বছর বছর খরচ অনেক বেড়ে যাচ্ছে। ডি ভি সি-র কাজ এখনও শেষ হয় নাই। সে হিসেব দেখিয়েছি। হরেকৃষ্ণবাবু, দাশরথিবাবু, বঙ্কিমবাবু, বসন্তবাবুও বলেছেন—এই ট্যাক্স অত্যধিক হয়েছে, অসহনীয় হয়েছে। আমি বলছি আমার এই বিলে আছে সর্বোচ্চ রেট। সর্বোচ্চ রেট যে গোড়া থেকেই ধার্য হবে না, সে কথায় পরে আসছি। অনেকে বক্তৃতায় বলেছেন, পুরাতন দামোদর ক্যানেল এরিয়ার জলকর নিয়ে আগে বিরাট আন্দোলন হয়েছিল তারও উল্লেখ করেছেন। আমি জানি, সেই সময় কি হয়েছে। সেই সময় মাননীয় যাদবেন্দ্র পাঁজা মহাশয়ের নেতৃত্বে আন্দোলন হয়েছিল এবং আমাদের মাননীয় সদস্য ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বেও একটি কমিটি হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত যে সিদ্ধান্ত হয়, তাতে একথা বলা হয় নাই যেটা দাশরথিবাবু ব'লে গেলেন যে ২ টাকা না, ৩ টাকা রেট হয়েছে। তা ধার্য হয় নাই—

[এ ভয়েসঃ ২৷৷৴০।]

তাতে ঠিক হয়েছিল এক মণ ধান এবং এক পণ খড়।

Sj. Dasarathi Tah:

ওটা পাঁজা মশায়ের নিজস্ব মত, আমাদের নয়।

[এ ভয়েসঃ ভুল।]

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

মুভমেন্টএর পরে ২৷৷/০ ধার্য হয়েছিল।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

তারাপদবাবু বলেছেন, এই দামোদর ক্যানেল প্রোজেক্ট বর্তমান ট্যাক্স ৫৷৷০ আছে। সেটা বহুকাল আগে হয়েছিল। ক্যাপিটাল কস্ট তখন খুব কম ছিল। এখন কোন একটি প্রোজেক্ট করতে হ'লে তার ক্যাপিটাল কস্ট, রানিং কস্ট, ইন্টারেস্টস ইত্যাদি আগের চেয়ে বহুগুণ বেশী হয়েছে। যেটা তখন ৫৷৷০ ছিল, সেটা ডি ভি সি-তে এখন ১২৷৷০ টাকা হ'লে খুব অন্যায় হবে —তা বলা যায় না। এই ১২৷৷০ টাকা ম্যাক্সিমাম ধরা হয়েছে। কিন্তু ১২৷৷০ টাকাই ধার্য হয়েছে তা বলা হয় নাই।

Not exceeding Rs. 12.5 per kharif and Rs. 15 for rabi.

একথা বলা আছে। বহু সময় আমরা ব'লে থাকি, বিরোধীপক্ষও ব'লে থাকেন, হয়ত কৃষির উৎপন্ন ফসলের মিনিমাম ও ম্যাক্সিমাম প্রাইস বেঁধে দেওয়া হোক; ফিক্সড প্রাইস বেঁধে দেওয়া হোক। মিনিমাম প্রাইস বেঁধে দেওয়া হোক যাঁরা বলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই বলবেন না যে, ঐ বাঁধা দরের বেশি দামে কেউ ধান বেচতে পারবে না। আবার ম্যাক্সিমাম বেঁধে দিলেও কেউ বলবেন না তার চেয়ে কম দামে ধান বেচতে পারবে না। এখানে ম্যাক্সিমামই বলা হয়েছে। যাঁরা ময়ূরাক্ষীর খবর রাখেন তাঁরা জানেন সেখানে ম্যাক্সিমাম দশ টাকা গোড়া থেকে আছে। অথচ প্রথম বছর অমরা ফ্রি দিয়েছি। তারপর সাত টাকা বার আনা করেছিলাম, তৃতীয় বছরে ৯ টাকা এবং চতুর্থ বছরে ১০ টাকা বাড়িয়ে করেছি। ধীরে ধীরে বাড়িয়ে সেটা করেছি। এ অভিজ্ঞতা আছে।

[4-20—4-30 p.m.]

আমি মাননীয় সদস্যদের একটা কথা জানাতে চাই, এই বিল নিয়ে বহু কংগ্রেসী এম এল এ, বিশেষতঃ ডি ভি সি এলাকার চারটি জেলা কংগ্রেস কমিটির কর্তৃপক্ষরা আমার কাছে এবং ডাঃ রায়ের কাছে এসে আলোচনা করেছেন। আবার তাঁরা বলেছেন, বিল পাশ হ'লে, আর একটা ডেপুটেশনে তাঁরা আমাদের কাছে আসবেন। ডাঃ রায়ও বলেছেন, ডেপুটেশনে এলে তাঁদের সঙ্গে কথা ব'লে, আলোচনা ক'রে, দেশের বর্তমান অবস্থা দেখে, কৃষকদের অবস্থা দেখে একটা ন্যায্য রেট ধার্য করব। এই ১২৷৷০ টাকা দেওয়া আছে ব'লেই এই রেটটাই ধার্য হয়েছে ব'লে আপনারা ধ'রে নেবেন না। আইনের দিক থেকে একটা ম্যাক্সিমাম রেট বেঁধে দেওয়া দরকার। তা যদি না করতাম, সরকার ইচ্ছামত করলে, সেটা 'আল্ট্রা ভায়ার্স' হয়ে যেত এটা সরকারের শুভবুদ্ধির উপর ছেড়ে দিলে চলবে না। কংগ্রেসী সরকার দীর্ঘকাল ধ'রে কৃষকদের স্বার্থ দেখে আসছেন। বিরোধীপক্ষরা সবাই কৃষকদের বন্ধু, একথা আমি স্বীকার করি না। তা যদি হ'ত তা হ'লে তুমুল বিরোধিতা ও বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও এই কংগ্রেসী সরকার দ্বিতীয়বার বিপুল ভোটাধিক্যে বিপুল সংখ্যায় এই হাউসে আসতে পারত না।

শ্রীহরেকৃষ্ণ কোনার বলেছেন, আপনারা কি ক্যাপিটাল কস্ট তুলে নিতে চান? তার জবাবে আমি বলতে পারি, প্ল্যানিং কমিশন তাই চান, এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টও তাই চান। শুধু ওয়াটার রেটকে যদি বেশী করা হয়, তার দ্বারা সমস্ত ক্যাপিটাল কস্টটা কোন রকমেই উঠতে পারে না। আমরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছ থেকে টাকা ধার করছি, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আবার দেশী বিদেশীর কাছ থেকে টাকা ধার করছেন। সে কথা না হয় ছেড়ে দিলাম। আমরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টএর কাছ থেকে টাকা ধার ক'রে সেই টাকা ডি ভি সি-কে দিচ্ছি। এই ডি ভি সি হচ্ছে তিনজনের একটা মিলিত কোম্পানি। এই ডি ভি সি যে টাকা নিচ্ছেন, সেটা

ধার হিসাবে নয়, সেটা একটা শেয়ার ক্যাপিটালএর মত। আমরা যে টাকা তাঁদের দিচ্ছি সেটা শেয়ার ক্যাপিটাল হিসাবে। সেই শেয়ার ক্যাপিটালএর লাভ হ'লে, লাভের অংশ দেবেন আর লোকসান হ'লে তা আদায় ক'রে নেবেন। এই রকম একটা ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছ থেকে যে টাকা ধার নিলাম, সেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে কিস্তি অনুসারে সুদ সমেত আমাদের শোধ ক'রে যেতে হবে, সেখানে কোন রেহাই নেই। শুধু ওয়াটার রেটএ টাকা শোধ হ'তে পারে না, তার জন্য বেটারমেন্ট লেভিরও প্রয়োজন হবে। বেটারমেন্ট লেভি হচ্ছে—সেখানে ক্যানাল হওয়ার পর, সেখানকার জমির দাম অনেক বেড়ে গিয়েছে। সেই জমি তাঁরা বিক্রয় করুন বা না করুন, তাঁদের কাছে রাখুন বা না রাখুন, জমির দাম বাড়ার জন্য তাঁদের পকেটে টাকা যাক বা না যাক, যেহেতু জমির দাম বেড়েছে সেখানে বেটারমেন্ট লেভি করা উচিত। এই প্রস্তাব গভর্নমেন্টএর কাছে আছে। এই বেটারমেন্ট লেভি হ'লে তবে মূলধনের কিছুটা শোধ হ'তে পারে, তাও সবটা নয়। এই ডি ভি সি অ্যাক্ট এতেও বেটারমেন্ট লেভির প্রভিশন আছে এবং আমাদের অন্যান্য রিভার ভ্যালি প্রোজেক্টস, যেমন ময়ূরাক্ষী প্রোজেক্ট, সেখানেও বেটারমেন্ট লেভির প্রভিসন ছিল যখন এই অ্যাক্টটা হয়েছিল। এখনও তাতে আছে। কিন্তু আমরা পশ্চিমবঙ্গ-সরকার, উপর থেকে বার বার অনুরোধ আসা সত্ত্বেও আমরা বলছি যে, এখনও বেটারমেন্ট লেভি বসানোর সময় হয় নি। সেইজন্য আমরা এই বেটারমেন্ট লেভি এই বিলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিই নি। আমার কাছে এখানে ৫-৬টি অ্যাক্ট আছে ডিফারেন্ট স্টেটস ইন ইন্ডিয়ার, যেমন ধরুন, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন, অর্থাৎ বর্তমানে কেরালা, পাতিয়ালা, পেপসু, রাজস্থান, মহীশূর, বোম্বে, এইসব স্টেটের অ্যাক্টগুলি আমার কাছে আছে। আরও ঢের আছে আমার কাছে। এইগুলিতে দেখবেন যে, কম্পালসরি ইরিগেশন রেট ছাড়াও কম্পালসরি বেটারমেন্ট লেভির ব্যবস্থা এ'রা করেছেন। আমরা এখনও করি নি। আমরা মনে করছি, এখন বাংলাদেশের যে অবস্থা তাতে এমনি জল কর নিয়ে আদায় করতেই কৃষকদের যে অবস্থা হয় তাতে আমরা এখনও বেটারমেন্ট লেভি বসানো উচিত মনে করি না। এখনই ১২॥০ টাকা করব তা বলছি না, তবুও ১২॥০ টাকা ক'রেও যদি ওয়াটার রেট হয় তা হ'লেও একশত বৎসরের মধ্যেও ক্যাপিটাল উঠবে না। এই প্রশ্নের জবাব হ'ল আমরা ক্যাপিটাল তুলব একথা আমরা বলছি না। তাঁরা অবশ্য সব ট্যাক্সের বেলাই বিরোধিতা করেন, শুধু যে এটার বেলায় করছেন তা নয়। এক পয়সা সেলস্ ট্যাক্স যদি বাড়ে তখনও বিরোধিতা করেন, যে-কোন ট্যাক্স এলেই তাঁরা বিরোধিতা করেন। তাঁরা বলছেন—ট্যাক্স বাড়িও না তবুও তোমাদের গভর্নমেন্টের হাতে ঝুড়ি ঝুড়ি টাকা আসবে। কোথা থেকে আসবে, ভুঁই ফুড়ে? টাকা না পেলে ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ ক'রে চললে শুধবে কে? মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তা হ'লে আমি একটা গে'য়ো কথা বলি—(এখানে মন্ত্রিমহাশয় হাতের পাঁচটি অঙ্গুলি এক এক করিয়া দেখাইয়া বলেন)—এটা বলে খাব খাব, এটা বলে কোথায় পাব, এটা বলে ধার কর না, এটা বলে শুধবে কিসে, আর এটা বলে লবঢংকা। আমার কম্যুনিস্ট ভাইরা বলছেন ধার কর না, যখন বলছি শুধবে কে তখন বলছেন লবঢংকা। শ্রীহরেকৃষ্ণবাবু এবং বিনয় চৌধুরী বাবু বলেছেন ইরিগেশন ট্যাক্স কমিয়ে ইলেকট্রিসিটিতে বাড়িয়ে দাও। আবার যখন ইলেকট্রিক বিল নিয়ে আসা হয় বা ইলেকট্রিসিটি বাজেট নিয়ে বক্তৃতা হয়েছিল, আমি বই খুলে দেখিয়ে দিতে পারি যে ঐ ভদ্রলোকেরা সেই সময় বলেছিলেন ইলেকট্রিসিটির এত বেশী রেট হ'লে চলবে না। জনসাধারণকে দিতে হ'লে রেট কমিয়ে দাও। আজ বলছেন ইরিগেশনে কমিয়ে দিয়ে ইলেকট্রিসিটিতে বাড়িয়ে দাও। যখন যেমন দরকা'র তখন তাই বলেন। তাঁদের তো আর দায়িত্ব নেই, তাই তাঁরা একথা বলতে পারেন। ডি ভি সি অ্যাক্টের সেকশন ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬এতে দেখবেন অ্যালোকেশন অফ এক্সপেন্ডিচার, ডি ভি সি এক্সপেন্ডিচার কি কি দফায় আছে। ইরিগেশন অ্যান্ড ফ্লাড কন্ট্রোল, ইলেকট্রিসিটি অ্যান্ড আদার্স এতে কিভাবে অ্যালোকেটেড হবে ফান্ডটা তার ব্যবস্থা আছে এবং শুধু যদি ইরিগেশন ধরেন, শুধু যদি ইলেকট্রিসিটি ধরেন সেটাও আবার এই তিনটি গভর্নমেন্টের মধ্যে—সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট, বিহার গভর্নমেন্টএর মধ্যে কিভাবে ভাগ করতে হবে তারও ফরমুলা দেওয়া আছে। আমরা এই ডি ভি সি অ্যাক্টএর ফরমুলাতে হস্তক্ষেপ করতে পারি না। সেখানে ব'লে দেওয়া আছে ইলেকট্রিসিটির কত অংশ পাবে, কত ক্যাপিটাল ইলেকট্রিসিটির ঘাড়ে যাবে এবং ইরিগেশনে কতটা যাবে। ইরিগেশনে যেটা যাবে সেটায় সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কিছুই নেবেন না, বিহার

গভর্নমেন্ট ৫ পারসেন্ট কি ৪ পারসেন্ট নেবেন, বাকি সবটা ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টএর ঘাড়ে থাকবে। কাজেই বেঙ্গল ইরিগেশন ট্যাক্সটা, যেটা বাংলার ঘাড়ে পড়বে, বাংলার মধ্যে সেই ট্যাক্স কমিয়ে যদি বিহারের ঘাড়ে ফেলে দেন, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টএর ভাগ নেই, তার ঘাড়ে ফেলে দেন, আমরা আইন সভায় যতই জোর করি না কেন, তাঁরা তা ঘাড় পেতে নেবেন তা আমার মনে হয় না।

[4-30—4-40 p.m.]

এই যে অ্যালোকেশনগুলো হয়েছে, এই অ্যালোকেশনগুলো ডি ভি সি-র বাজেট বইতে পারেন। এই অ্যালোকেশনগুলো আবার তিনটি গভর্নমেন্টের একসঙ্গে বসে রিকন্সিডার করার সুযোগ আসতে পারে।

হরেকৃষ্ণবাবু বলেছেন, শুধু জলে হবে না, সারও চাই। আমি শুধু জলে যতটুকু উপকার হবে তার একটা অংশ ট্যাক্স হিসাবে চাইছি। সার হ'লে আরও বেশী উপকার হবে; খরচ যেমন হবে, সেই অনুসারে উপকারও বহুগুণ হবে। কাজেই সারের কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। সার চাই, কিন্তু গ্যারান্টিড ইরিগেশন যদি না থাকে সেখানে সার খরচ করতে কোন কৃষক সাহস করে না খরচ করলেও অনেক সময় সেটা অপচয় হয়। অনেক সময় জমির ক্ষতি হ'তে পারে; মাটি শুকনো হয়ে যায়, কড়া সার দেবার পরে।

হরেকৃষ্ণবাবু বলেছেন, বি ডি অ্যাক্টে ক্লপ-কাটিং আছে। অবজেকশন দেবার সুযোগ আছে, লেজিসলেচারে আনতে হবে, ৫০%এর বেশি হবে না, এসব তুলে দিলেন কেন?

এর উত্তর হচ্ছে, এই যে বিধানগুলো ইংরাজ আমলের তৈরি করা আইন। বইতে আছে, দেখতে শুনতে সাজান গোছান, কোনদিন ইংরাজ আমলেও প্রযুক্ত হয় নি; এগুলো ইম-প্র্যাক্টিকেবল। আমরা দেখতে পাই যে, ডি ভি সি-র একটা সেন্ট্রাল অথরিটি আছে, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে—একটা ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট আছে। ইঞ্জিনীয়াররা একটা প্রোজেক্ট ক'রে দিয়েছেন, তার জন্য একটা ট্যাক্স ধ'রে দিয়েছেন। সেটা করতে হ'লে অ্যাসেমব্লিতে এসে পাশ করাতে হবে; যেমন এই বিল পাশ করাতে হচ্ছে। কিন্তু বড় একটা প্রোজেক্ট করলে মাঝে মাঝে এস্টিমেট বদল করতে হয়; কিন্তু ঐ আইনে প্রোজেক্টের এস্টিমেট আইনসভা ছাড়া বদল করতে কেউ পারে না; আবার যেই একটু এতটুকু বদল হ'ল অমনি ডাক আইনসভাকে। এরকমভাবে ইংরাজ আমলে পর্যন্ত হ'ত না, আর আজকে র‍্যাপিড ডেভেলপমেন্টএ এই আইন অচল। তাই আমরা যে যে কাজে এই অ্যাক্ট অ্যাপ্লাই করব ব'লে ভেবেছিলাম, সেকশন ৬তে সেগুলি বাদ দিয়েছি। দামোদর ক্যানাল, বক্রেশ্বর ক্যানাল, ময়ুরাক্ষী ক্যানাল, বাংলাদেশে যে কটা ক্যানালে ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্ট প্রযোজ্য হ'তে পারে, সব কটাকে ঐসব ব্যবস্থায় বাহিরে রেখেছি। খালি সেচ কাজের জন্য রেখেছি।

(জনৈক সদস্যঃ অ্যামেন্ড করুন না।)

এখন করছি দেখুন না।

কানাইবাবু বলেছেন, ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানের টাকা নিয়ে যেরকম ডেভেলপমেন্টের কাজ করছেন, তাতে আবার লোকের উপর ট্যাক্স কেন? কথাটা মন্দ না। কিন্তু আমি বলি কানাইবাবু পণ্ডিত লোক, তিনি জানেন ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানের বহু টাকা ভারতের ভিতরে এবং বাহিরে ঋণ ক'রে করতে হয়; দেশের লোকের উপর ট্যাক্স না করলে ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা করা যায় না। এই ধরনে টাকা ধার ক'রে যেখানে ডি ভি সি-র ১০২ কোটি টাকা বেশি খরচ হয়েছে, সেটা কোনরকমে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে; এই ডি ভি সি-র জন্য ভারত-সরকার ও পশ্চিম বাংলা সরকার ও ডি ভি সি ওয়ার্লড ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার করেছেন, ভারত-সরকারের জামীনে। কাজেই দেশের গভর্নমেন্টকে ট্যাক্স ক'রে জলকর কিছু না নিলে হয় না, একথা কেন বুঝবেন না। হরেকৃষ্ণবাবুকে বলছি, কৃষকদের অভাব হচ্ছে ব'লেই না ইরিগেশনের ব্যবস্থা করছি। ইরিগেশন করলে ফসল কিছু বাড়বে, অভাব কিছু কমবে। কিন্তু ইরিগেশনের জন্য এক পয়সাও ট্যাক্স যদি না করি, তা হ'লে ইরিগেশনের টাকা পাব না, এবং তা হ'লে ইরিগেশন প্রোজেক্টও হবে না। এই বিল করছি এজন্য যে, লোকের অবস্থা আরও শীঘ্র ভাল হবে।

হরেকৃষ্ণবাবু, মিহিরবাবু বললেন—কল্যাণ রাষ্ট্রে আবার ক্যানাল কর কেন? হাসপাতাল, রাস্তাঘাট কিভাবে ক'রে দিচ্ছেন? তার জন্য ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স নিচ্ছি—সেইরকমভাবে এখানে ডাইরেক্ট ট্যাক্স নিচ্ছি। হরেকৃষ্ণবাবু দৃষ্টান্ত দিলেন যে, রাশিয়ায় জলকর নাই। অবশ্য রাশিয়ায় যাই নি, অতদূর দৌড় নাই। হরেকৃষ্ণবাবুকে কেরালায় যেতে বলি। সেখানকার ইরিগেশন অ্যাক্টটা পড়ে দেখবেন। সেখানে কম্পালসরি ইরিগেশন ট্যাক্স আছে। আবার তার উপরে কম্পালসরি বেটারমেন্ট ফিও করেছেন। হয়তো বলবেন যে, আমরা তা তো করি নি। আজ এক বছর হ'ল কমিউনিস্ট শাসন হ'ল, কই আজও তার পরিবর্তন তাঁরা করেন নি। আজও সেই অনুসারে তাঁরা ট্যাক্স আদায় করছেন।

(শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ কোনারঃ সেটা কমিউনিস্টদের নয়।)

আগে সেটা নিষ্কর ক'রে দেখান, তারপরে আমাদের এখানেও কি করা যায় দেখবেন।

মিহিরবাবু বলেছেন, যাদের ২-৪ বিঘা বা অল্প জমি আছে তারাও ৩০ টাকায় ধানচা'ল কিনে খায়। সেখানে তাদের ট্যাক্স মকুব করা দরকার। আমরা সেচের জল দিলে যার পাঁচ বিঘা জমি আছে সে ৫×৩=১৫ মণ ধান বেশি পাবে এবং ১০ টাকা ক'রে দাম ধরলে ১৫০ টাকা পাবে। তা থেকে ১০ টাকা ট্যাক্স আদায় করলে তার অবস্থা ভাল ক'রেই দেওয়া হয়। তখন, তার যা প্রয়োজন, তার চেয়ে কম ধান কিনলেই চলবে। মাননীয় সদস্য বলেছেন, অন্যান্য রাজ্যে জলকর নাই বা সস্তায় জল দিচ্ছে। অন্যান্য রাজ্যে জলকরের সঙ্গে সঙ্গে বেটারমেন্ট ফি আছে। আমাদের রাজ্যে তা নাই।

বঙ্কিমবাবু বলেছেন, প্রতি ৫ বছরে এক বছর বন্যা, এক বছর অনাবৃষ্টি হ'লে—এই দু' বছর লোক ক্যানাল থেকে উপকার পেলে, আর ৩ বছর উপকার পেলে না। আমি সেদিন বললাম, অক্টারলোনি মনুমেন্টএ চাষ করলে এই রকম ভুলভ্রান্তি হবেই। আমি তমলুকে থাকি, একদিনও অক্টারলোনি মনুমেন্টএ বক্তৃতা করতে যাই নি। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, দশ বছরের মধ্যে কটা বছর পাওয়া যাবে, যে বছর কৃষকরা সময়মত চাষের জল পায়? আমাদের সেচব্যবস্থার মত, ঠিক পরিমাণে এবং নিয়মিত সময়ে সুনিয়ন্ত্রিত ও যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টির জল আকাশ থেকে পাওয়া যায় কি? আমরা তো খরার সময়েও কিছু কিছু জল দিতে পারব, তাই জলকরের আইন করলেও কৃষকরা মানবে। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হ'লে সেচ এলাকার বাইরে যে ক্ষতি হয়, ক্যানাল এলাকায় সেরকম ফসল হানি হয় না। ক্যানাল এলাকায় এক বছরের বাড়তি ফসলে ৫-৭ বছরের লাভ উঠে যায়। এ ছাড়া আমাদের যেসব পুরান ক্যানাল এরিয়া আছে, যেখানে স্বেচ্ছামূলক ইরিগেশন অ্যাক্ট আছে, সেখানে লোকে ইচ্ছা করলে জল নিতে পারেন, নাও নিতে পারেন। কোন বছর ভাল বৃষ্টি হ'লে কৃষকরা ইচ্ছা করলে জল না নিতে পারেন, কিন্তু তাঁরা তা করেন না। তাঁরা ক্যানালের জল নিতে অভ্যস্ত হয়েছেন এবং ভাল বৃষ্টি হ'লেও ক্যানালের জল নেন ও ট্যাক্স দেন।

সুনীল দাস মহাশয় বলেছেন, ডি ভি সি ইচ্ছা করলে ইরিগেশনএর জল কমিয়ে দিয়ে ইলেকট্রিসিটিতে বেশি জল দিতে পারেন, বেশি পয়সা হবে ব'লে। তাঁর কথায় অনেকগুলো টেকনিক্যাল পয়েন্ট আছে। সেগুলি খুব মূল্যবান। কিন্তু এই টেকনিক্যাল পয়েন্টএর বেলায় তাঁর এতবড় কেন ভুল হ'ল তা বুঝলাম না। হাইড্রো-ইলেকট্রিসিটির যে জল তা ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন থেকে নেমে এসে ব্যারাজে আটকে যায় এবং সেখান থেকে ক্যানাল দিয়ে চাষের মাঠে চ'লে যায়। হাইড্রো-ইলেকট্রিসিটি কেন, থারমাল ইলেকট্রিসিটিরও কুলিংএর যে জল তার যেটুকু বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে তা ছাড়া বাকি জল ক্যানাল দিয়ে ইরিগেশনে চলে যায়। ইলেকট্রিসিটির জল এক ফোঁটাও নষ্ট হয় না, সবই ইরিগেশনে লাগে।

আর ড্রেনেজ এবং কন্টুর সার্ভের কথা যা বলেছেন, এগুলি গুরুত্বপূর্ণ কথা। আমি জানিয়ে রাখি এগুলি সম্বন্ধে ডি ভি সি এবং পশ্চিম বাংলা সরকার ওয়াকিফহাল আছেন এবং এগুলি সম্বন্ধে নজর রেখেছেন।

[4-40—4-50 p.m.]

এ সম্বন্ধে যা করণীয় তা করা হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। তিনি বলেছেন ওয়াটার লেবল উঠে গিয়ে ওয়াটার-লগিং হ'তে পারে; একথা ঠিক এবং আমরা এদিকে নজর দিচ্ছি। আমি যতদূর জানি ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ মহীশূর অঞ্চলে বহু পুরাতন ক্যানেলে ইরিগেশন সিস্টেম আছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেখানে ওয়াটার-লগিং হয়েছে ব'লে শুনি নি। অর্থাৎ ৩০-৪০-৫০ বছরের এই ইরিগেশন আছে, কিন্তু কোথাও ওয়াটার-লগিং হয় নি। শ্রীবসন্ত পান্ডা মহাশয় ভ্যালিডিটির কথা তুলে বলেছেন যে, এটা হয়ত আল্ট্রা ভায়ার্স হবে। এর জবাব মাননীয় স্পীকার মহাশয় দিয়েছেন তাঁর রুলিংএর মধ্যে। কিন্তু আমি তাঁকে একটা কথা জানিয়ে দিচ্ছি যে, ডি ভি সি অ্যাক্ট ইজ নট অ্যান অ্যাক্ট অফ পার্লামেন্ট। এই অ্যাক্টটা পার্লামেন্ট হবার আগে হয়েছিল। অর্থাৎ এটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অফ ১৯৩৫এর অনুসারে হয়েছিল। সেখানে সেভেন্থ সিডিউলে যে স্টেট কন্ট্রোল এবং কনকারেন্ট লিস্ট আছে তার মধ্যে যেটা স্টেট সাবজেক্ট আছে, সেই স্টেট সাবজেক্টএর ১৯ দফায় আছে—

"water, that is to say, water-supply, irrigation and canal, drainage and embankments, water storage and water power."

এগুলো এক্সক্লুসিভলি স্টেট সাবজেক্ট। আমাদের নতুন যে সংবিধান হয়েছে তাতে যেমন কোন কোন ব্যাপারে ইন্টার স্টেট সম্পর্কিত রিভার ভ্যালিগুলোকে সেন্ট্রাল সাবজেক্ট করেছে। কিন্তু এটা এক্সক্লুসিভলি স্টেটএর ব্যাপার, কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। আমি মাননীয় বসন্ত পান্ডা মহাশয়কে ১০৩ ধারাটা পড়বার জন্য অনুরোধ করছি। সেখানে আছে—

"if it appears to the Legislatures of two or more provinces to be desirable that any of the matters enumerated in the Provincial Legislative List should be regulated in those provinces by the Act of the Federal Legislature and if resolutions to the effect are passed by all the Chambers of those Provincial Legislatures, it shall be lawful for the Federal Legislature to pass an Act for regulating the matter accordingly but any Act so passed may, as respects any province to which it applies, be amended or repealed by an Act of the Legislature of that province."

পশ্চিমবঙ্গ আইনসভার ২১এ নবেম্বর ১৯৪৭ সালে সর্ববাদীসম্মতিক্রমে একটা প্রস্তাব পাশ হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে ডি ভি সি অ্যাক্ট করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল, সেই অনুরোধে তাঁরা ডি ভি সি অ্যাক্ট করেছেন। তার পরে আজকে ডি ভি সি অ্যাক্ট অ্যামেন্ড করার অধিকার আমাদের আছে

"but any Act so passed may as respect any province to which it applies be amended or repealed by an Act of the Legislature of that province."

এখানে রাষ্ট্রপতির অনুমতির প্রয়োজন হয় না। এই ক্ষমতা গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্টএ আছে এবং সেই ক্ষমতা অনুসারে আমাদের এই আইনসভায় আমরা ডি ভি সি অ্যাক্টকে একবার চ্যালেঞ্জ করেছি। কাজেই এটা আল্ট্রা ভায়ার্স হ'তে পারে না। শ্রীপ্রমথনাথ ধীবর বলেছেন অজয়বাবুর ডি ভি সি-র উপর যদি কোন কর্তৃত্ব না থাকে তা হ'লে লোকের উপর কর্তৃত্ব করছেন কেন? ডি ভি সি-র উপর আমাদের কর্তৃত্ব নেই একথা আমি স্বীকার করি কিন্তু আমরা লোকেদের উপর তো কর্তৃত্ব করছি না, ডি ভি সি থেকে যে জল স্টেট গভর্নমেন্ট কিনে নিলেন সেই জল রিটেল ডিস্ট্রিবিউট করার জন্য ট্যাক্স করছি। এখানে কর্তৃত্বের কোন কথা নেই। আমি আর একটা কথা ব'লে শেষ করছি—শ্যামাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন ধনীদের সঙ্গে মিশে মন্ত্রীদের অধঃপতন হয়েছে। আমরা ধনীদের শত্রু মনে করি না, আমরা তাদের শোষণ ও অত্যাচার বন্ধ করবার চেষ্টা করছি। তাদের নির্বংশ ক'রে শ্রেণীহীন সমাজ আমরা গড়তে চাই না। আমাদের শ্রেণীহীন সমাজ হবে অহিংসার ভেতর দিয়ে। আমি তাঁকে বলি, দয়া ক'রে একবার কেরালায় যান, দেখবেন সেখানের কমিউনিস্ট সরকার তাঁদের দলের অনুসৃত দীর্ঘকালের গরীবদরদী নিয়ম, নীতি, আদর্শ বিসর্জন দিয়ে বিড়লার অনুগ্রহপ্রার্থী হয়েছে।

[4-50—5-15 p.m.]

The motion of Janab Taher Hossain that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon was then put and a division taken with the following result:—

NOES—125.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Doloi, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad

AYES—67.

Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Bose, Sj. Jagat
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Halder, Sj. Renupada
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mitra, Sj. Satkari
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 67 and the Noes 125, the motion was lost.

The motion of Sj. Phakir Chandra Roy that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st December, 1958, was then put and lost.

The motion of Sj. Amal Kumar Ganguli that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th December, 1958, was then put and lost.

The motion of Sj. Bankim Mukherji that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st October, 1958, was then put and lost.

The motion of Sj. Chitto Basu, that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th September, 1958, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st August, 1958, was then put and lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Choudhury that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 15th March, 1959, was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji that the West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill be taken into consideration was then put and a division taken with the following result:—

AYES—126.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mazlruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad

NOES—65.

Badruddu¡a, Janab Syed
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Halder, Sj. Renupada
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mitra, Sj. Satkari
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 126 and the Noes 65, the motion was carried.

[At this stage the House was adjourned till 5-15 p.m.]

[After adjournment]

[5-15—5-25 p.m.]

Clause 1

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 1(3), line 2, after the words "of the Corporation" the words "where water is available for irrigation purposes" be inserted.

Sir, it is about the area of operation. In the original clause it is stated "it shall apply to so much of the limits of the Damodar Valley and of the area of operation of the Corporation as is situated in West Bengal". Sir, in this sub-clause two things have been contemplated one is the limit of Damodar Valley and another the area of operation of the Corporation as is situated in West Bengal. Now my point is that there may be a portion in West Bengal where the area of operation of the Corporation extends, but in that area of operation water may not be available for the time being or at any time. The area of operation of the Corporation includes many things. It has got multipurpose activities and, therefore, apart from supply of water it has got other functions where the operation can be carried on. So I wish to restrict it only in those portions where water will be available. In this Act it is not defined what is the limits of the Damodar Valley. But in the original Act there is the definition of "Damodar Valley". Damodar Valley Corporation Act, 1942 interpretation—section 2, sub-section (2)—Damodar Valley includes the basin of Damodar River and its tributaries. Now this is also an indeterminate area

basin of Damodar. That will depend upon a fresh survey as to the extent from which the waters of those areas are drained into the Damodar river and also its tributaries. The area is to be determined. So the entire Damodar Valley even according to the definition in Section 2(2) is an indeterminate factor, and the area of operation of this Damodar Valley is also, similarly, uncertain and the area has not yet been settled. Therefore, I would say, Sir, in those portions of West Bengal where the Corporation will be in a position to supply water. So the area will be more specific, more limited and it will be easy to comprehend. I wish, Sir, that the Hon'ble Minister would accept this amendment.

Sj. Hare Krishna Konar: Sir, I beg to move that in clause 1(3), line 3, after the words "as is situated in West Bengal" the words "excluding the areas covered by the Damodar canal and the Eden canal" be inserted.

আমার এই ক্লজ ১, সাব-ক্লজ (৩)-তে যেটা আছে—

It shall apply to so much of the limits of the Damodar Valley and of the area of operation of the Corporation as is situated in West Bengal

আমি তার পরে এই কথাটুকু যোগ করতে চাচ্ছি।

"Excluding the areas covered by the Damodar canal and the Eden canal"

এটা যোগ করা হোক। এটা মুভ করতে গিয়ে এটুকু বলতে চাই—দামোদর ক্যানেল ও ইডেন ক্যানেল—এরা বহুদিন ধরে......

Mr. Speaker: You need not emphasize. It is obvious and a plain meaning is there.

Sj. Hare Krishna Konar:

এর সহজ অর্থ আছে আমি কেন এটা দিয়েছি।

এই এলাকাগুলি বহুদিন ধ'রে জল পাচ্ছিল না। তাদের কাছে ডি ভি সি-র জল নতুন ক'রে দেওয়া হচ্ছে না। রন্ডিয়া অয়্যার থেকে জলটা খাল দিয়ে আসার পরিবর্তে এখন দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে জল আসবে। তাতে জলের গুণগত কোন পরিবর্তন হবে না। জল এখান থেকে না দিয়ে ওখান থেকে দিচ্ছেন। তার জন্য নতুন ক'রে ট্যাক্সেশন কোন অর্থনীতির দিক দিয়েই উচিত নয়। বিশেষ ক'রে মনে রাখা দরকার কৃষকরা এই অত্যধিক ক্যানেল করের বিরুদ্ধে ও ন্যায্য করের জন্য সংগ্রাম করেছে। সেই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তারা আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়েছে। এটা মনে রাখা দরকার, এই আন্দোলন দমন করবার জন্য শুধু পুলিসের ব্যবস্থাই হয় নাই—হাইল্যান্ডার রেজিমেন্ট ও গুর্খা রেজিমেন্টের সৈন্যদের নিয়ে গ্রামে গ্রামে অত্যাচার চালান হয়েছিল। ঐ আন্দোলনকে উপলক্ষ্য ক'রে ক্যানেল অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে। এটা যে-কোন অবস্থায় খেয়াল রাখা দরকার যে, এক জায়গার মানুষ যদি অনেক সংগ্রামের ভিতর দিয়ে একটা অধিকার অর্জন ক'রে থাকে এবং সেই অধিকারে মানুষ জল পায় তা হ'লে তার করটা একটা সীমাবদ্ধ লিমিটে নিশ্চয়ই রাখতে পারে ও রাখা উচিত। আজকে হঠাৎ নতুন কোন বিশেষ সুবিধা না দেওয়া সত্ত্বেও তাদের ঘাড়ের উপর এই রকম নতুন বোঝা চাপান অত্যন্ত অন্যায় ব'লে আমি মনে করি এবং সেইজন্য আমার সংশোধনীটা গ্রহণ করবার জন্য দাবি করছি।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherjee: Area of operation and limits of the Damodar Valley

পান্ডা মহাশয় বললেন ইনডিস্টারমিনেট, তা নয়। গভর্নমেন্ট নোটিফিকেশন দিয়ে তার সমস্ত ডেসক্রিপশন অফ বাউন্ডারি ক'রে দিয়েছেন। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টএর অ্যাক্টেই আছে, সেকথায় আমি পরে আসছি।

This is a simple application of the Act.

তারপর উনি যেটা রেস্ট্রিক্টেড অ্যাপ্লিকেশন বলেছেন, সেটা তো বিলের ক্লজ ৪এ আছে, এখানে থাকা দরকার নেই। আমি এটা অপোজ করছি।

মাননীয় সদস্য হরেকৃষ্ণ কোনার মহাশয় যেটা বলেছেন, তিনি জানেন ইতিমধ্যেই ডি ভি সি-র অন্যান্য অঞ্চলের হোল ক্যানাল সিস্টেম,, ডি ভি সি-র সংগে ট্যাগ ক'রে দেওয়া হয়েছে। এ বছর দামোদরএ ইরিগেশন হচ্ছে, সেটা দুর্গাপুর থেকে জল এনে হচ্ছে, রন্ডিয়া থেকে নয়। রন্ডিয়ায় এ বছর বন্ধ হয়ে গিয়েছে, সেটা এখন ফাংকশন করছে না। যখন দামোদর কন্ট্রোল করা হয় নি তখন দামোদরে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টির জল নামত এবং সেখানে বন্যা দেখা দিত। তখন শতকরা দশ ভাগ, পাঁচ ভাগ জল এই দামোদর ক্যানেল দিয়ে যেতে পারত। এখন জল আটকানো হয়েছে এবং সেই মাইথন অ্যান্ড পাঞ্চেতএর স্টোরড ওয়াটার হ'তে খরচ করা হচ্ছে, তাতে আগের মত আর জল শতকরা ৮০ ভাগ নদীতে নেমে যায় না, বরং ৮০ ভাগ বা আরও বেশি ক্যানাল দিয়ে মাঠে যায়। সেইজন্য ঐ ক্যানালটা ট্যাগ করা হয়েছে।

Mr. Speaker: I am putting both the amendments to vote.

Sj. Ganesh Ghosh: We want division on 18 and 18A.

[5-25—5-35 p.m.]

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 1(3), line 2, after the words "of the Corporation" the words "where water is available for irrigational purposes" be inserted, and the motion of Sj. Hare Krishna Konar that in clause 1(3), line 3, after the words "as is situated in West Bengal" the words "excluding the areas covered by the Damodar canal and the Eden canal" be inserted, were then put and a division taken with the following result:—

NOES—130.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Majhi, Sj. Budhan

Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-ul-Huque, Janab Md.

AYES—61.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Halder, Sj. Renupada
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majl, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 61 and the Noes 130, the motion was lost.

Sj. Ganesh Ghosh: We wanted division on the two amendments separately to be recorded.

Mr. Speaker: This has already been done and there was no protest. I made it clear that I was putting them together and division was taken on the two amendments, put together.

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and a division taken with the following result:—

AYES—130.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra

Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-ul-Huque, Janab Md.

NOES—62.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitte
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Halder, Sj. Renupada
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mondal, Sj. Bijoy Bhusan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Pati, Sj. Mohini Mohan
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sengupta, Sj. Niranjan
Tafi, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 130 and the Noes 62, the motion was carried.

Clause 2

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 2(3)(i), line 5 to 7, the words "or by any agency under arrengement with the Corporation or the State Government" be omitted.

Sir, this amendment relates to the definition of canal. It is stated that canal means "any river or any stream, canal, distributary or other water-course and any reservoir, dam, weir, pond, pool or sheet of water, constructed, maintained, worked or improved by the Corporation or by the State or by any agency under arrangement with the Corporation or the State Government" etc. Sir, the construction of the canal is the function of the Damodar Valley Corporation itself. The State Government has got no right to construct any canal within the area of operation of the Damodar Valley. This is provided in the Damodar Valley Corporation Act itself (Act XIV of 1948). But in this provision I see that the State Government comes in and the State Government says that the canal shall be constructed either by the Corporation or by the Corporation in consultation and collaboration with the State Government or even by the State Government itself. Now, if the parent Act does not empower the State Government to construct any canal of its own choice for the same purpose for which the Damodar Valley Corporation exists and which is a statutory body, then I would say that the functions and powers of the two agencies, that is, the Corporation and the State Government overlap. So to this extent my

objection is that apart from these two agencies, that is, the Corporation and the State Government, a third body is coming. The third body mentioned in this clause is "or by any agency under arrangement with the Corporation or the State Government". Now, either the Corporation or the State Government can do these things by contractors or by their officers. The work done by the contractors or the Government officials is the work of the Government itself. So it does not convey the idea of agency. But here we see there is an idea in the mind of the legislators or in the mind of the Government to develop any agency and it will hand over the function of the Government or of the Corporation to this agency and that these agents will come in and they will do the functions either of the Corporation or of the Government. Therefore, by my amendment I wish to omit this portion "or by any agency under arrangement with the Corporation or the State Government". You should not hand over this power of yours to some agency because when the agency comes in, you have not stated what will be the arrangements with that agency. I do not know on what basis the agency will come. Will it come on commission basis or will it come on profit-sharing basis or on what basis will it come? You are making simple things complicated. Therefore I would say that you would do well to omit this portion "or by any agency under arrangement with the Corporation or the State Government" and by omitting that the rest of the section will be quite clear and quite workable, and keeping the rest of it that the Corporation will do it or the State Government will do it or both of them by arrangement or in consultation will do it.

[5-35—5-45 p.m.]

Dr. Kanailal Bhattacharjee: Sir, I beg to move that in clause 2(4), line 1, for the words "any officer" the words "an officer not below the rank of a Deputy Magistrate" be substituted.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বিলটা গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা আইনে পরিণত করার পর এটাকে কাজে রূপায়িত করতে গেলে যে অফিসারের উপর দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে, এই বিলের মাধ্যমে তাঁর সম্বন্ধে অজয়বাবু ব'লে দিয়েছেন—এনি অফিসার অর্থাৎ যদি একজন কানুনগোও হয় তার উপরই অজয়বাবু ক্ষমতা দিয়ে দেবেন এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের। আমরা মনে করি, একেই তো জনসাধারণের উপর একটা বাধ্যতামূলক করের বন্দোবস্ত তাঁরা এই আইনের ভিতর দিয়ে করছেন, তার উপর যদি একটি সামান্য অফিসার দিয়ে এই কাজ করাবার প্রচেষ্টা হয় তা হ'লে জনসাধারণ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। একজন আধজন নয় বোধ হয় লক্ষ লক্ষ মানুষ এর আওতায় পড়বে। এইজন্য আমি অ্যামেন্ডমেণ্ট দিয়েছি—এনি অফিসারএর জায়গায়—

"not below the rank of a Deputy Magistrate"

এই কথাগুলি বসিয়ে দেওয়া উচিত ব'লে আমি মনে করি।

Sj. Bhupal Chandra Panda: Sir, I beg to move that in clause 2(6), lines 1 and 2, for the words "July to October" the figures and words "15th June to the end of October" be substituted.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি যে অ্যামেন্ডমেন্ট মুভ করছি তাতে আপনি দেখবেন ক্লজ ২ সাব-ক্লজ (৬)এ বলা হয়েছে খারিফ ফসলের সিজন হচ্ছে জুলাই থেকে অক্টোবর। ধরতে হবে —খারিফের জন্মাবার আয়োজন যখন থেকে শুরু হয়, তখন থেকে জলসরবরাহ করার দরকার। কখনও কখনও জুলাইয়ের আগে থেকে খারিফ জন্মাবার আয়োজন করতে হয়। সেইজন্য খারিফের সিজনকে জুলাই থেকে অক্টোবর বলা ঠিক হবে না। এর অর্থ এই হ'তে পারে, জুলাই থেকে ধ'রে অক্টোবর শেষ হবার পূর্বে খারিফের সিজন শেষ হ'তে পারে। জুলাই থেকে অক্টোবর বললে খারিফ সিজনএর একটা অংশকে বোঝাবে। সেইজন্য আমি খারিফের

সিজন হিসেবে ১৫ই জুন থেকে অক্টোবরের শেষ অবধি ধরবার জন্য এই অ্যামেন্ডমেন্টটা দিয়েছি। বিলের যেখানটায় রয়েছে—ফ্রম জুলাই টু অক্টোবর তার পরিবর্তে ফিফটিন্থ অফ জুন টু দি এন্ড অফ অক্টোবর বসালে সমস্ত সিজনটাই বুঝাবে। আশা করি মন্ত্রিমহাশয় আমার এই সংশোধনীটা গ্রহণ করবেন।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury: Sir, I beg to move that after clause 2(8), the following be added, viz.,—

'(9) "maintenance cost" means annual expenditure necessary for maintaining and operating the D.V.C. canal system excluding the navigation canal and for distribution of canal water.'

স্যার, ২(৪)এর পর আমি আর একটা শর্ত ঐ ডেফিনেশনের সঙ্গে যে যোগ করতে বলছি সেটা হচ্ছে মেনটেনেন্স কস্ট। এটা যোগ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, আমি মনে করি, যদি কোন কর ধার্য করতে হয় তা হ'লে ক্যানেল সিস্টেম রান করার জন্য, জল ডিস্ট্রিবিউট করার জন্য, সেটাকে অপারেট করার জন্য যেটুকু করার দরকার শুধু সেটুকু চাষীর কাছ থেকে তোলা উচিত। এই প্রভিশন রাখার জন্য মেনটেনেন্স কস্ট বলতে কি বোঝায় সেটা আমি রেখেছি। এটার খুব প্রয়োজন। কারণ তা না হ'লে আমরা জানি যে, যখন আগে দামোদর ক্যানেল আন্দোলন হয়েছিল তখন সরকার স্বীকার করেছিলেন যে, এর যে ক্যাপিটাল কস্ট সেই ক্যাপিটাল কস্ট চাষীর ঘাড়ের উপর থেকে তোলা যায় না। দামোদর ক্যানেলের যেটা অ্যান্ডারসন ক্যানেল সেটা কাটতে তৎকালীন বাজারে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল এবং সেটা শেষ পর্যন্ত রিটেন-অফ হয়েছিল। ইলেকট্রিক চার্জএর প্রসঙ্গে আমার কথা ছিল যে, গোটা পরিকল্পনাকে ভাগ করুন যে, এত টাকা ইরিগেশনের খাতে, এত ইলেকট্রিসিটির খাতে, এত বন্যা নিরোধের জন্য খরচ হয়েছে এবং সেইভাবেই ট্যাক্স তোলা হোক। এই প্রসঙ্গে আমি বলেছিলাম যে, ইলেকট্রিসিটি বিক্রি ক'রে প্রায় ৪ কোটি টাকা রেভিনিউ হচ্ছে। সেখানে এই কথা খুব বিস্তারিতভাবে বলেছিলাম যে, দুর্গাপুর থারম্যাল প্ল্যান্টে যেখানে এক লক্ষ ৫০ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করার ব্যবস্থা হয়েছে এবং যেখানে বোখারোর কাছে আর একটা প্ল্যান্ট করবার ব্যবস্থা হচ্ছে, সেখানে আমার বক্তব্য ছিল যে, সেখানে যদি আরও ইলেকট্রিক প্ল্যান্টের দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদন ক'রে শিল্পের ব্যবস্থা করা হয় তা হ'লে তার মাধ্যমে সমস্ত ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার উঠে আসতে পারে। আরও একটা কথা কনজিউমারদের রেট সম্বন্ধে বলতে চাই। যারা বাল্ক পারচেজার তাদের অন্য রকম করা উচিত। যারা সাধারণ কনজিউমার তাদের জন্য সাড়ে ছয় আনা, সাড়ে পাঁচ আনা করাতে আপত্তি উঠেছে। অর্থাৎ সেখানে যদি ডোমেস্টিক কনজাম্পশনের জন্য সাধারণ কনজিউমারদের উপর বেশি রেট ধরা হয় তা হ'লে সেটা ঘোরতর আপত্তির কথা। আমি বলেছিলাম যে, এখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন হবার ফলে আগে কোলিয়ারিতে নিজেদের সমস্ত কিছু ছিল, যেমন শিবপুরে সোদপুরে একটা পাওয়ার স্টেশন আছে। এই সমস্ত পাওয়ার স্টেশন মেনটেনেন্স ক'রে তারা মোটা লাভ করত। সেখানে যদি দেখা যায় যে, ঐ সমস্ত বড় বড় শিল্পে ঐ রেট তারা দিতে পারবে সেখানে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু যদি শুধু শিল্প বিস্তারের জন্য নেওয়া হয় তা হ'লে এক্সিস্টিং রেটএ তারা তা নিতে পারবে। এই প্রসঙ্গে জানাতে চাই যে, বহুদিন আগে মরগ্যান এসে বলেছিলেন যে, ইনিসিয়াল স্টেজএ টি ভি সি-র মতন করা উচিত।

[5-45—5-55 p.m.]

Sj. Hare Krishna Konar: Sir, I also want to say.

আমার অন্য এ্যামেন্ডমেন্ট আছে।

Mr. Speaker: I won't allow more than one member to speak in these cases. Suppose Mr. Subodh Banerjee gives an amendment and you also give an amendment, there should be two separate amendments. If one amendment in identical language is given by 42 members, those 42 members cannot be allowed to speak. Only one member should speak. However, you may speak.

Sj. Hare Krishna Konar:

স্পীকার মহাশয়, শ্রীবিনয় চৌধুরী মহাশয় যে যুক্তি দিয়েছেন তা ছাড়াও আমি একটা নতুন যুক্তি দিচ্ছি। একটু আগে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন আমার কথার জবাব দিতে গিয়ে যে, ক্যাপিটাল খরচ তুলতে চান, প্ল্যানিং কমিশন তাই চান কিন্তু তা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, সেটা শুধু এই সেচকর দিয়ে হবে না, তার জন্য উন্নয়ন লেভি আলাদা ধার্য করতে হবে। এর থেকে আমরা ধরে নিতে পারি যে, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় ওয়াটার রেট থেকে ক্যাপিটাল কস্ট তোলার উপর জোর দিচ্ছেন না। ক্যাপিটাল কস্ট তোলার জন্য উন্নয়ন লেভি হয়ত ভবিষ্যতে হ'তে পারে। তার উপর জোর দিচ্ছেন। তাই যদি হয় তা হ'লে কেন ইরিগেশন রেট বা ওয়াটার ট্যাক্সকে মেনটেনেন্স কস্টের অর্থাৎ রক্ষণাবেক্ষণ খরচের মধ্যে সীমাবদ্ধ করবেন না, ভবিষ্যতে যখন উন্নয়ন লেভি বিল আনবেন? আধ ঘণ্টা আগে মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন বেটারমেন্ট লেভি ক্যাপিট্যাল কস্ট তোলার জন্য হয়ত আসতে পারে, ওয়াটার রেট দিয়ে হবে না। ওয়াটার রেটটাকে সীমাবদ্ধ করুন মেনটেনেন্স কস্টের মধ্যে। আশা করি, আমার সংশোধনীটা উনি গ্রহণ করবেন।

Sj. Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that in clause 2(8), lines 1 and 2, for the words "from November to March" the words "from November to the end of April" be substituted.

Mr. Speaker: Here also there are your good self, Mr. Hazra, Sj. Saroj Roy and Sj. Provash Chandra Roy. I am not going to allow three members to speak unless you can convince me with rules. The first member will talk.

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি যে অ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছি সেটা হচ্ছে এই ডেফিনিশনে "ফ্রম নবেম্বর টু দি এন্ড অফ এপ্রিল" এটাকে বসাবার জন্য। এজন্য এটা বলতে চেয়েছি যে, মার্চ মাস হয়ত অফিসিয়াল ইয়ার, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখলে পর এটা যদি মার্চ পর্যন্ত থাকে তা হ'লে অসুবিধা হ'তে পারে। প্রথম কথা হচ্ছে যে, আমাদের দেশে রবি ক্রপসএর মধ্যে ঝিঙে, ঢেঁড়স, বেগুন-টেগুন এই সময় হয়। আমাদের দেশে দোকো বেগুন ব'লে একরকম বেগুন হয়। মোট কথা হচ্ছে, এই সময় ফসল যা ফলে তা আমাদের খাদ্যকে কিছুটা সাপ্লিমেন্ট করে এবং চাষীরাও দু-চারটা পয়সা পায়। কাজেই আমি মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, যাতে মার্চ থেকে এপ্রিল করা হয় তার ব্যবস্থা যেন করেন। সুতরাং চাষীদের যদি কিছু উপকার করতে চান তা হ'লে এই টাইমটা ঠিক করুন। এই অ্যামেন্ডমেন্টটা গ্রহণ করলে আপনার বিলটা অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।

Mr. Speaker: I would refer to rule 41 at page 22 of the Rules and Regulations of the West Bengal Legislative Assembly which says: "Where substatially identical motions stand in the names of two or more members, the Speaker shall decide whose motions shall be moved, and the other motions shall thereupon be deemed to be withdrawn."

Mr. Jnanendra Nath Majumder: Rule 65 says: "When this procedure is adopted, the Speaker shall call each clause separately, and, when the amendments relating to it.................."

Mr. Speaker:

সে তো ভোটের কথা।

[5-55—6-5 p.m.]

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

অ্যামেন্ডমেন্ট ১৯তে বসন্তবাবু যেকথা বলেছেন আমি সেটা স্বীকার করি না। বসন্তবাবু বলেছেন যে, বেঙ্গল গভর্নমেন্টএর ক্ষমতা নাই; কিন্তু বিলটাই হচ্ছে বেঙ্গল গভর্নমেন্টএর। বেঙ্গল গভর্নমেন্ট ডি ভি সি বা অন্য কোন এজেন্ট নিযুক্ত করতে পারেন—এমনকি জিলেজ পঞ্চায়তের হাতেও দিয়ে দিতে পারেন। আমি বলেছি—— '

Officer not below the rank of a Deputy Magistrate.'

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটএর হাতে দিতে পারলেই ভাল হয়, কিন্তু নিজেদের হাত-পা বেঁধে রাখতে চাই না—এমন কি অনেক সময় সিনিয়র সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটএর হাতেও দেওয়া দরকার হ'তে পারে। কাজেই তাঁর সংশোধনটা আমি স্বীকার করি না।

অ্যামেন্ডমেন্ট ১৯, পাঁচুবাবুর প্রস্তাবে গোপালবাবু বলেছেন—ফার্স্ট জুন থেকে অক্টোবর করতে। তা দিতে পারলে ভাল হ'ত। খরিফ ও রবি সিজনএ করেছি। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি এর বেশি জল দিতে পারি না। এই সংশোধনটাও আমি স্বীকার করি না।

তারপর ২১এ, ২১বি, এখানে মেনটেনেন্স কস্টের ডেফিনিশন দিতে তিনি চেষ্টা করেছেন। নানা কারণ দেখিয়েছেন ও'রা। হরেকৃষ্ণবাবু বললেন—আপনি বলছেন যে, ওয়াটার রেট দিয়ে কি সমস্ত ক্যাপিটাল তুলতে পারবেন? বেটারমেন্ট লেভি না হ'লে ট্যাক্স বেশি আদায় হবে না। যখন বেটারমেন্ট লেভি করব তখন আপনার প্রস্তাব আনবেন। যতদিন তা না আনা হচ্ছে, ততদিন এই প্রস্তাব স্বীকার করতে পারি না।

আর কোন জবাব দেওয়ার নাই।

২১(এ) পাঁচুবাবুর রেজলিউশন এ নবেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত বলছেন। আর একজন বলছেন—জুন থেকে অক্টোবর। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় দেখেছি, টাইম চেঞ্জ করা চলে না।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

একটা ক্ল্যারিফিকেশন চাচ্ছি—ঐ যে যেটা বলেছেন, যত বেশি জল দিতে হবে, তত বেশি সময় লাগবে। যদি ১লা জুলাই থেকে দেওয়া হয়, যদি ১৫ই জুন জল না ছাড়েন, তা হ'লে ১০ লক্ষ একরে যে জল দেবেন, তা সেখানে পেঁছবে কি ক'রে?

আপনি কবে জল ছাড়বেন দুর্গাপুর থেকে, সেটা ধরবেন, না, কবে জমিতে জল পেঁছাবে, সেটা ধরবেন? কোন্‌টা?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

প্রথম যখন জল ছাড়ব, সেটা ধরব।

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 2(3)(i), lines 5 to 7, the words "or by any agency under arrangement with the Corporation or the State Government" be omitted, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—133.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar

Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Dhirendra Narayan
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-ul-Huque, Janab Md.

AYES—63.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Halder, Sj. Renupada

Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majl, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mondal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 63 and the Noes 133, the motion was lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that in clause 2(4), line 1, for the words "any officer" the words "an officer not below the rank of a Deputy Magistrate" be substituted, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—133.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Dhirendra Narayan

Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-ul-Huque, Janab Md.

AYES—63.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Haldar, Sj. Renupada
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majl, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
-lumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mondal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phak'r Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 63 and the Noes 133, the motion was lost.

The motion of Sj. Bhupal Chandra Panda that in clause 2(6), lines 1 and 2, for the words "July to October" the figures and words "15th June to the end of October" be substituted, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—132.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit

Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Dhirendra Narayan
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Noronha, Sj. Clifford
Pai, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-ul-Huque, Janab Md.

AYES—83.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna

Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Halder, Sj. Renupada
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mondal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phak'r Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 63 and the Noes 132, the motion was lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Choudhury that after clause 2(8), the following be added, viz.,—

'(9) "maintenance cost" means annual expenditure necessary for maintaining and operating the D.V.C. canal system excluding the navigation canal and for distribution of canal water.',

was then put and a division taken with the following result:—

NOES—133.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra

Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Dhirendra Narayan
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matia
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-ul-Huque, Janab Md.

AYES—62.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Halder, Sj. Renupada
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mondal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 62 and the Noes 133, the motion was lost.

[6-5—6-15 p.m.]

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that in clause 2(8), lines 1 and 2, for the words "from November to March" the words "from November to the end of April" be substituted was then put and lost.

The question that clause 2 do stand part of the Bill was then put and a division taken with the following result:—

AYES—133.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurusada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Mallck, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Dhirendra Narayan
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra

Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-ul-Huque, Janab Md.

NOES—63.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Haldar, Sj. Renupada
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mondal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 133 and the Noes 63, the motion was carried.

Clause 3

Sj. Hare Krishna Konar: Sir, I beg to move that in clause 3, lines 1 and 2, for the words "notwithstanding anything to the contrary" the words "subject to the provisions" be substituted.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বিলে যা আছে তা হল এই—

The provision of this Act shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or in any other law or contract for the time being in force.

আমার সংশোধনী হল যেখানে লেখা আছে—

notwithstanding anything to the contrary.

সেটা তুলে দিয়ে তার জায়গায় বসাচ্ছি—

subject to the provisions

অর্থাৎ এটা গৃহীত হলে ভাষাটা এই রকম দাঁড়াবে—

The provision of this Act shall have effect subject to the provisions contained in the Act or in any other law or contract for the time being in force.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই আপনার মারফত যে, প্রথম দিন শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ডি ভি সি অ্যাক্টের ১৪ ধারা উদ্ধৃত ক'রে দেখিয়েছিলেন যে, তার স্পিরিট আর এই আইনের যে স্পিরিট এ দুইটির মধ্যে একটা কন্ট্রাডিকশন, একটা পার্থক্য রয়ে গিয়েছে। ডি ভি সি থেকে জল নিয়ে সেই জল সরবরাহ ক'রে ট্যাক্স আদায়ের যে প্রভিশন তা মূল ডি ভি সি অ্যাক্টের সংগে সংগতিহীনভাবে এই রকম করা চলতে পারে না। এটাই হওয়া উচিত, যে আইন প্রযোজ্য হবে তার সংগে সংগতি রেখে। এইগুলি আমার মূল বক্তব্য। আর বেশি কিছু ব'লে আমি সময় নষ্ট করতে চাই না। আশা করি মন্ত্রিমহাশয় আমার কথাগুলি প্রণিধান ক'রে আমার এই যুক্তিসংগত অ্যামেন্ডমেন্টটা গ্রহণ করবেন।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এটার সম্বন্ধে আমার বলার বিশেষ কিছুই নাই। আমি বলছি—ডি ভি সি অ্যাক্ট অ্যামেন্ড করার আমাদের অধিকার আছে। এবং এখানে যা প্রয়োজন আমরা সে কথা বলেছি। যদি কোন অসামঞ্জস্য হয়, সেখানে আমাদের অ্যাক্ট বলবত্তর হবে। আমি ও'র এই অ্যামেন্ডমেন্ট গ্রহণ করতে পারব না।

The motion of Sj. Hare Krishna Konar that in clause 3, lines 1 and 2, for the words "notwithstanding anything to the contrary" the words "subject to the provisions" be substituted, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—131.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Dhirendra Narayan
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar

Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Patil, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-ul-Huque, Janab Md.

AYES—57.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Halder, Sj. Renupada
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Tah, Sj. Dasarathi

The Ayes being 57 and the Noes 131, the motion was lost.

Mr. Speaker: Sj. Sunil Das has not moved his amendment No. 23. I am putting Clause 3 to vote.

The question that Clause 3 do stand part of the Bill was then put and a division taken with the following result:—

AYES—130.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Prafulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar

Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Dhirendra Narayan
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-ul-Huque, Janab Md.

NOES—56.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath

Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Halder, Sj. Renupada
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Tah, Sj. Dasarathi

The Ayes being 130 and the Noes 56 the motion was carried.

[6-15—6-25 p.m.]

Clause 4

Mr. Speaker: Just at the beginning I wish to inform the members of the House—I have told you and I am telling you again—that I shall allow only one member to speak. Take for instance amendment Nos. 24-29. Several members have given their names to this amendment. Only one gentleman will speak according to my ruling. Choose your speaker.

Dr. Kanailal Bhattacharjee: Sir, I want to speak on all the amendments to this clause together.

Mr. Speaker: What are the amendments?

Dr. Kanailal Bhattacharjee: Amendments Nos. 24, 35, 41, 60 and 64.

Sir, I beg to move that in clause 4(1), line 4, the words "or are likely to be benefited" be omitted.

Sir, I beg to move that in clause 4(1)(a), for the words and figures "Rs. 12.50 nP." the words and figures "Rs. 5.00 nP." be substituted.

Sir, I beg to move that in clause 4(1)(b), for the words and figures "Rs. 15.00 nP." the words and figures "Rs. 7.00 nP." be substituted.

Sir, I beg to move that in the proviso to clause 4(3), line 4, for the words "one-half" the words "one-fourth" be substituted.

Sir, I also beg to move that the following further proviso be added to clause 4(3), namely:—

> "Provided further that such rate shall not be applicable to any land for which water is not required or taken or used for irrigation."

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই ৪নং ধারাটা বিলের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট। কারণ এই ধারাটায় কত ট্যাক্স হবে সেইটে বলা আছে। এবং এই ট্যাক্স যে বাধ্যতামূলক তাও এই ধারাটার ভিতর আছে। আমার ৪টা অ্যামেন্ডমেন্টের মধ্য দিয়ে আমি এই ধারাতে কতকগুলি কথা যোগ করতে চাইছি।

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় যখন এই বিলের দফাওয়ারী আলোচনার পর আমাদের বক্তব্যের উত্তর দিতে উঠেছিলেন, তখন তিনি যে কথাগুলি বলেছিলেন সে সম্বন্ধে আমি এখানে দু'-একটা কথা বলতে চাই। অবশ্য অন্যান্য মন্ত্রিমহাশয়দের তুলনায় অজয়বাবু আমাদের প্রত্যেকটি জবাবের উত্তর দিতে চেষ্টা করেন যদি খুব অসুবিধা না হয়। কিন্তু তাঁর স্বভাবে একটু কড়া ভাব থাকার জন্য প্রত্যেকটা জবাবেই একটু আক্রমণ ক'রে বলেন। আমার মনে হয় জন্মাবার সময় তাঁর মুখে মধু একটু কম দেওয়া হয়েছিল।

[হাস্য]

তাই হোক আমার প্রথম অ্যামেন্ডমেন্ট যেটা ২৪ নম্বরে সেটা হচ্ছে যে, অর লাইকলি টু বি বেনিফিটেড কথাটা বাদ দেওয়া হোক। এর যুক্তি হচ্ছে যে, ডি ভি সি বলছেন যে, এই বছরে ৪ লক্ষ একর জমিতে তাঁরা জল দেবেন, কিন্তু সেই জল শেষ পর্যন্ত সেচের জমিতে পেঁাছাল কিনা, কতটা দেরীতে এল এইসব দেওয়া দরকার। কাগজ-কলমে, হিসাব করা লেভেল দেখে জলের ভলিউম মেপে থিওরেটিক্যালি যদি আগে থেকে ডিটারমাইন করা হয় তা হ'লে আমার মনে হয় অত্যন্ত অন্যায় হবে। এজন্যই 'লাইকলি টু বি বেনিফিটেড' কথাটা বাদ দিতে বলছি। কারণ যদি শেষ পর্যন্ত জল না পেঁাছায় বা দেরীতে পেঁাছায় তা হ'লে তাদের কি একজেম্পশন দেওয়া হবে। আমার বক্তব্য এজন্য যে যারা সত্যি বেনিফিটেড হবে সেটা দেখে তারপর নোটিফাই করা উচিত এবং শুধু অংক ক'ষে খানিকটা এক্সপেরিমেন্টাল ফ্যাক্টসএর উপর বেস ক'রে এটা করলেই ভাল হবে। এরপর বলব রেট সম্বন্ধে। অজয়বাবু বলেছেন যে, আমরা ১২৷৷৹ এবং ১৫ টাকা রেট ধার্য করব। ময়ূরাক্ষীর বেলায় তাঁরা যে ডেভেলপমেন্ট বিল এনেছিলেন তাতে তাঁরা প্রথমবার ১০ টাকা ধার্য করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা প্রথমে ৪ টাকা করেছিলেন, তারপরে ৬৷৷৹ আনা করেছিলেন এবং পঞ্চম বৎসরে ১০ টাকা ধার্য করেছিলেন। আমার মনে হয় এক্ষেত্রেও প্রথমে ৯ টাকা করবেন, তারপর ১০ টাকা করবেন এবং ১২৷৷৹ আনায় চলে আসবেন। আমি ধরে নিলাম যে, ১০ টাকা অ্যাভারেজ রেট যদি প্রত্যেক বছর রবি ও খারিফের জন্য রেখে দেন তা হ'লে তাঁদের হিসাব মত ১৩ লক্ষ একর জমিতে ১ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার মত ট্যাক্স তাঁরা বছরে পাবেন। অজয়বাবু বলেছেন যে, এই ট্যাক্সের মারফত ১০০ কোটি টাকায় যে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন তাঁরা করেছেন তার আসলটা তোলবার কথা তাঁরা চিন্তা করেন না। কিন্তু আমি মন্ত্রিমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে, তা যদি চিন্তা না করেন তা হ'লে এই হাই রেট অফ ট্যাক্সেশন তাঁরা করছেন কেন? এই ব্যাপারে তিনি আমাদের বলেছিলেন যে, বেটারমেন্ট লেভি করতে হবে ওর ক্যাপিটাল তোলার জন্য, কারণ বিদেশ থেকে আমাদের এর জন্য অনেক ধার করতে হয়েছে। কিন্তু অজয়বাবু কি এটা অস্বীকার করেন যে, এর বেশির ভাগ পোরসনটা দেশের লোককে ট্যাক্স হিসাবে দিতে হবে? অজয়বাবু কি জানেন না যে, এই দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন সাকসেসফুল করার জন্য আমাদের দেশের লোক শুধু অর্থ নয় শ্রমও দিয়েছে। সেজন্য বলছি যে, যারা এর থেকে বেনিফিট পাবে তারা ট্যাক্স দিক, আর যারা বেনিফিট পাবে না তাদের দিতে হবে না। আপনি যদি বলেন যে, ক্যাপিটাল আমরা এ থেকে তুলবা না, শুধু সুদের হার তুলব কিম্বা মেন্টেনেন্স কস্ট তুলব তা হ'লে আমি জিজ্ঞাসা করি বছরে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা কি জলের ট্যাক্স বাবত হ'তে পারবে? আমি মনে করি এটা হওয়া উচিত ৫ টাকা এবং ৭ টাকা। তার দ্বারা মেনটেনান্স কস্ট শুধু নয়, এই ক্যানেল তৈরি করার জন্য, ইরিগেশনের জন্য দামোদর ভ্যালির যে খরচ হয়েছে সেই খরচের যে ইন্টারেস্ট সেই ইন্টারেস্ট শুধু এর ভেতর থেকে উঠে আসবে। ট্যাক্সের যে রেট তাঁরা করেছেন এটা অত্যধিক বেশি, এটাকে কমানো উচিত। যদি তাঁরা কম্পালসারি করতে চান তা হ'লে এটা কমিয়ে ৫ টাকা এবং ৭ টাকা করা উচিত ব'লে আমি মনে করি। আমার তৃতীয় সংশোধনী প্রস্তাব, যারা লিফ্‌ট ইরিগেশনে জল নেবে অর্থাৎ যাদের জমি একটু উঁচু জায়গায় অবস্থিত তারা দামোদর ভ্যালির জল যদি ছেঁচে তুলে নিতে চায় তা হ'লে তাদের ট্যাক্সের হার অর্ধেক করা হয়েছে। আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে বলি যে, ছেঁচে জল তুলতে গেলে কত খরচ হয় সেটা উনি নিশ্চয়ই জানেন। আমার তো মনে হয় যে, ½ করাটাও হয়ত বেশি হবে, তবুও আমি আমি আমার সংশোধনী প্রস্তাবে বলেছি যে, ½ করা হোক। জলের সুযোগ তাদের ক'রে দিচ্ছেন, তাদের যদি প্রয়োজন থাকে, তা হ'লে নিশ্চরই তারা ছেঁচে জল তুলবে এবং তাতে

তাদের বেশি খরচ হবে—তার জন্য ই রেট করলে তাদের উপর অন্যায় করা হবে ব'লে আমি মনে করি। সেজন্য এই রেটটা ই ক'রে দেওয়া হোক এই আমার সংশোধনী। আমার চতুর্থ হচ্ছে, আমি আর একটা প্রোভাইসো এই ক্লজের মধ্যে জুড়ে দিতে চেয়েছি। প্রোভাইসোটা হচ্ছে—

"provided further that such rate shall not be applicable to any land for which water is not required or taken or used for irrigation."

মন্ত্রিমহাশয় যদি বলেন যে, বেটারমেন্ট লেভি করব, সেই বেটারমেন্ট লেভি যখন করবেন তখন দেখা যাবে কিন্তু এখন যেসমস্ত চাষীর জলের প্রয়োজন হবে না, যারা জল নেবে না তাদের এই কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোক। তার কারণ, বঙ্কিমবাবু যে কথা বলেছেন আমি তার পুনরুক্তি ক'রে বলছি—প্রত্যেক ৫ বছরে ৩ বছর সুবৃষ্টি হয়—অজয়বাবু স্বতই বলুন না কেন ১০ বছরে ১ বছর মাত্র হয়। আজকে যেসময় বৃষ্টি চাওয়া যায় সেই সময় বৃষ্টি পাওয়া যায়। একথা অজয়বাবুর জানা থাকা দরকার যে, এতখানি অঞ্চলব্যাপী ডি ভি সি জল দেবেন বলছেন —যে ব্যবস্থা তাঁদের আছে যখন থেকে তাঁরা জল ছাড়তে আরম্ভ করবেন সেই জল যখন সেখানে গিয়ে পেঁছাবে তখন অনেক জায়গায় জলের আর প্রয়োজন থাকবে না এবং এটাও তাঁর জানা থাকা দরকার যে, তাঁরা যে মনে করছেন একটা আইডিয়াল ইরিগেশনের বন্দোবস্ত এত বড় এলাকার মধ্যে গোটাকতক ড্যাম থেকে ক্যানেল সিস্টেম ক'রে ফেলতে পারবেন—এটা অত্যন্ত ভুল ধারণা। আমাদের এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে যে, যদি ক্যানেলের জল ঠিকমত ছাড়া হয়—শেষের দিকে যখন তা গিয়ে পেঁছাবে তখন বেশির ভাগ লোকের আর জল নেওয়ার কোন প্রয়োজন থাকবে না। অন্তত অজয়বাবুকে এই কথাটা বলতে চাই, তিনি যদি মনে করেন, চাষীদের জলের প্রয়োজন আছে তা হ'লে কিছুদিন পর্যন্ত এই বিলটাকে অপারেট না ক'রে দেখুন যে, যাদের জলের প্রয়োজন আছে তারা ঠিকই কিনবে, কিন্তু এর জন্য বাধ্যতামূলক কর ধার্য করার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন আছে ব'লে আমি মনে করি না। এখনও আমি তাঁকে বলি, ৪নং ধারাতে বাধ্যতামূলক যে ব্যবস্থাটা আছে সেটা বাদ দিন। চাষীদের উপর অন্যায় জুলুম করবেন না। এই আমার বক্তব্য।

Sj. Sunil Das: Sir, I beg to move that for clause 4(1)(a) and (b) the following be substituted, namely:—

"Rupees five per acre".

মিঃ স্পীকার, মহাশয়, এই ক্লজ ৪এর উপর আমার দুটো অ্যামেন্ডমেন্ট আছে। একটা হ'ল সাব-ক্লজ ১ লাইন ৪এ যেটা কানাইবাবু এইমাত্র বললেন, 'অর লাইকলি টু বি বেনিফিটেড' —এটা আমি অমিট করার কথা বলছি। তারপরেরটা হচ্ছে, ক্লজ ৪ লাইন ১বি, এটার পরিবর্তে এটা বলা দরকার। যেখানে রুপিজ ১২ এবং ৫০ নয়া পয়সা খারিফের জন্য বলা হচ্ছে এবং যেখানে রুপিজ ফিফটিন রবির জন্য বলা হচ্ছে আমি সেখানে বলছি রুপিজ ফাইভ পার একর ধার্য করা হোক। এখন, মিঃ স্পীকার, স্যার, প্রশ্নটা হ'ল যেখানে ৪নং ধারাতে বলা হচ্ছে

"whenever the State Government is of opinion that lands in any area in West Bengal within the limits of the Damodar Valley or within the area of operation of the Corporation are benefited or are likely to be benefited".

সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নটাও এসে যায় এই যে, 'লাইকলি টু বি বেনিফিটেড' তার মাপকাঠি কি হবে—এই বেনিফিটএর মাপকাঠিটা পরিষ্কার থাকা দরকার। আমি কন্সিডারেশন স্টেজএর আলোচনায় এই প্রশ্ন তুলেছিলাম, কিন্তু মন্ত্রিমহাশয় এ সম্পর্কে কিছু বলেন নি সেই সময়। আমি এই কথাই বলতে চেয়েছিলাম এরিয়া অফ অপারেশন কথা যা বলা হয়েছে তার ভিতর সব রকম জমিই আসতে পারে—ভাল জমি আসতে পারে, স্যান্ডি জমি আসতে পারে, ডাঙ্গা জমি নীচু জমি, সবরকম জমিই আসবার সম্ভাবনা রয়েছে। এইটাই বলতে চেয়েছিলাম। 'লাইকলি টু বি বেনিফিটেড' কথাটার তাৎপর্য ভাল ক'রে মন্ত্রিমহাশয়কে ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি। যেভাবে কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে এবং যে মনোভাব এর পেছনে কাজ করছে তাতে মনে হয় ডি ভি সি-র বাঁধে জল মজুত থাকলেই ডি ভি স এলাকার জমির উৎকর্ষসাধন অনিবার্য হয়ে উঠবে। কিন্তু জল গড়ালেই ফল পাওয়া যাবে না—এই দুইয়ের মধ্যে বাধা অনেক।

[6-35—6-45 p.m.]

যে কথা বলেছিলাম মিঃ স্পীকার, স্যার, জল ছাড়া হ'ল, জল গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় পেঁছিল। এখন সেই জল কোন জমিতে গিয়ে পেঁছিল এবং সেই জমির উপর তার কি প্রতিক্রিয়া হবে, তার উপর নির্ভর করবে জমি বেনিফিটেড হ'ল কিনা, কিংবা জমি বেনিফিটেড হবার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা সেটা। এখন যেভাবে জমিতে জল ছাড়া হয়, সেটাকে ফ্লাডিং প্রসেস বলা হয়ে থাকে সেচ ব্যবস্থার পরিভাষায় এবং এই ফ্লাডিং প্রসেসএ জল ছাড়ার পরে লো ল্যান্ডএর উপর দিয়ে জল গড়িয়ে গেল এবং জল গড়াবার ফলে ওয়াটার-লগিংও হ'তে পারে। মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন, তাঁরা এ সম্পর্কে খুব সচেতন এবং খুব সতর্ক। দামোদর এবং ইডেন ক্যানেলের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি নাকি জানতে পেরেছেন কোথাও ওয়াটার-লগিং হয় না। বাংলাদেশের গ্রামের সঙ্গে মন্ত্রিমহাশয়ের যেমন অন্তরঙ্গ যোগ আছে, হয়ত আমাদের তেমন অন্তরঙ্গ যোগ নাই, হয়ত বা আছে, বিরোধীপক্ষের এমন অনেকে আছেন যাঁদের অন্তরঙ্গ যোগ আছে। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা অন্যরকম। ওয়াটার লগিং হয় এবং ওয়াটার লগিং হবার ফলে বেনিফিট কি পেল, ইরিগেশনএর জল ক্ষেতে পেঁছে কি বেনিফিট এনে দিল সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত বলবেন। মন্ত্রিমহাশয়ের কি মাপকাঠি আছে তা জানি না।

তা ছাড়া উঁচু জমি ফ্লাডিং প্রসেসএ ইরিগেশন হবার ফলে উঁচু জমি--যার ভেতর দুটো ফসল হবার সম্ভাবনা থাকে ; সেই জমিও হয়ত জলের তলায় তলিয়ে গেল। সেখানে কোন্ বেনিফিট সেই জমি পাচ্ছে এবং কোন্ মাপকাঠি দিয়ে সে বেনিফিটএর বিচার হবে? সেটা মন্ত্রিমহাশয় ব'লে দেবেন।

তারপর কম্যান্ড এরিয়ার ভেতর যেটা স্যান্ডি ল্যান্ড পড়বে, যা পড়তে বাধ্য। এমন কোন ভূখণ্ড দামোদর এরিয়ায় বের করতে পারবেন না যেখানকার সয়েল সুষ্ঠু সয়েল, যেখানকার সয়েল মন্ত্রিমহাশয়ের অপ্টিমাম ইল্ডএর জন্য যে ধরনের জমি দরকার ইরিগেশনএর সাফল্যের জন্য, সার্থকতার জন্য, সেই ধরনের জমি তিনি ব্যবহার করছেন। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন এলাকার জমির বিন্যাস যদি বিচার করা যায়, তা হ'লে দেখা যাবে বিভিন্ন ধরনের জমি সেখানে রয়েছে। ৮-৯ রকমের সয়েল সেখানে রয়েছে। সেক্ষেত্রে আমার বক্তব্য, বেনিফিট যেটা পাবে তার মাপকাঠি কি? সেটা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত করতে হবে। সেখানকার লাইকলি টু বি বেনিফিটেড, তার মাপকাঠি কি হবে? সেচের প্রয়োগের ফলে কোন্ জমি বেনিফিটেড হবার সম্ভাবনা রয়েছে কিংবা কোন্ জমি বেনিফিটেড হবে না, তার চূড়ান্ত মীমাংসা হবে। তার পূর্বে কোন মীমাংসা হবার সম্ভাবনা নাই। তাই এই যে একটা কথা বসান হয়েছে লাইকলি টু বি বেনিফিটেড এটা অত্যন্ত মারাত্মক। যাকে ইংরেজী ভাষায় বলে—

thin end of the wedge.

ইরিগেশন ব্যবস্থার ভেতরে শুধু নয়, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভেতরও এই থিন এন্ড অফ দি ওয়েজ ঢুকিয়ে দিয়ে একটা বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবার প্রয়াস হচ্ছে। সেই প্রয়াসটা নিয়ে যাতে মন্ত্রমহাশয় অগ্রসর হ'তে না পারেন, তার জন্য আমি বলতে চাই এই লাইকলি টু বি বেনিফিটেড এই অস্পষ্ট কথাটা এখান থেকে অপসারিত করুন, অমিট ক'রে দিন। বেনিফিটেড কি হ'ল তার সঙ্গে দেখা নাই অথচ বলছেন লাইকলি টু বি বেনিফিটেড, তাতে জিনিসটা আরও অস্পষ্ট ক'রে তুলেছেন এই কথার ভেতর দিয়ে।

মিঃ স্পীকার, স্যার, আজকে বাংলাদেশে যে চাষী এবং চাষ, তাদের অধিকাংশ সাবসিসটান্স এগ্রিকালচারের উপর নির্ভর করে এবং যেটা মাননীয় সদস্য মিহিরবাবু বলেছেন, বিনয়বাবু, হরেকৃষ্ণবাবুরাও বলেছেন, সাবসিসটান্স এগ্রিকালচার যেখানে রয়েছে, সেটা আমাদের এই বাংলাদেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চাষীদের জীবনে রয়েছে এবং সেই সাবসিসটান্স এগ্রিকালচারএর ভিত্তির মূলের উপর দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের, বিশেষ ক'রে দামোদর ক্যানেল এলাকায় সেচব্যবস্থার কথা চিন্তা করতে হবে, সেখানে রেট কি হবে, কি হবে না। কত কর ধার্য করা হবে সেটা ঐ ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে হবে।

মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি ভাবতে পারেন পুনরুক্তি করা হচ্ছে, পুরানো যুক্তি নতুনভাবে বিন্যাস করা হচ্ছে। এই সকল কথা পুনঃ পুনঃ আপনার সামনে উপস্থাপিত করা হচ্ছে। কিন্তু আমরা নিরুপায়। মিঃ স্পীকার, স্যার, কারণ যুক্তি যেখানে স্বচ্ছ, সেই যুক্তিও মন্ত্রি-মহাশয় গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। আমাদের এটা কর্তব্য বারে বারে সেই স্বচ্ছ যুক্তির আঘাতে মন্ত্রিমহাশয়ের কর্ণপটাহ সজাগ করবার জন্য চেষ্টা করা—যদি আমাদের সৌভাগ্যক্রমে মন্ত্রিমহাশয়ের কর্ণপটাহ খুলে যায় তা হলে ভাল। আমাদের স্বচ্ছ যুক্তির স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে তিনি আমাদের বক্তব্য ও সংশোধনী গ্রহণ ক'রে বাংলাদেশের কৃষককুলকে বাঁচাবার জন্য পদক্ষেপ করুন।

[6-45—6-55 p.m.]

মিঃ স্পীকার, স্যার, যে কথা বলছিলাম রুরাল ক্রেডিট সার্ভের ভিত্তিতে ভূমি ইরিগেশনের কথা যখন আসে তখন এই প্রশ্ন সঙ্গে সঙ্গে আসে মূলধন কোথায়? চাষীর হাতে মূলধন কোথায়? সেটা মাননীয় সুবোধবাবু ব'লে গিয়েছেন, তাঁদের বক্তৃতার কথা আমি আবার স্মরণ করিয়ে দিই। আমার পূর্ববর্তী বক্তাও ব'লে গিয়েছেন, হরেকৃষ্ণবাবুও ব'লে গিয়েছেন, এই কথা স্মরণ করাতে চাই যে, মূলধন কোথায়? সেদিন বলেছিলাম গাছের গোড়ার বাইরের সলিউশন যদি উইক না হয় তা হ'লে গাছের শিকড় সেটা টেনে নিতে পারে না। তাই ইরি-গেশনের মধ্য দিয়ে গাছের পুষ্টির ব্যবস্থা করতে গেলে ম্যানিওর চাই, ইরিগেশন করতে গেলে ম্যানিওরের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কারণ ম্যানিওরএর পুষ্টি ইরিগেশনের জলে গাছের গোড়ায় উইক সলিউশনএর মধ্যে থাকবে এবং গাছের শেকড় তা ভেতরে টেনে নেবে। তার মূলধন কে দেবে? সেই মূলধন চাষীর ঘরে নাই। চাষী সেখানে স্বভাবতই জল নিতে সঙ্কোচ বোধ করবে। সেইজন্য আজকে এই প্রশ্ন বার বার এই সভায় আলোচিত হয়েছে যে, ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্ট সংশোধনের দ্বারা এই কন্সিডারেশন স্টেজএ আপনারা ধীরে ধীরে চলুন। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলএ এই কথা বার বার আলোচিত হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে যে, কনসেসনাল রেটএ আপনারা জল দিন। একথাও আলোচিত হয়েছে যে, যদি প্রয়োজন হয় তা হ'লে বিনা পয়সায় জল দেওয়া হবে। কারণ ইরিগেশনের যে সামগ্রিক প্রভাব অর্থনীতির উপর সেদিক থেকে বিচার ক'রে দেখলে পর সেইটাই সাশ্রয় হয়। আজকে মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন যে, ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার তাঁরা ক্যাপিটাল কস্টএর ভিতর দিয়ে কিছু সংগ্রহ করবেন, এই কথা নাকি প্ল্যানিং কমিশন বলেছেন, এই কথা নাকি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বলেছেন। আমরা শুনেছি ওয়াটার রেটএর ভিতর দিয়ে ক্যাপিটাল কস্ট আদায় করতে হবে। আমরা জানি যে, এই সব মাল্টিপারপাস রিভার ভ্যালি প্রোজেক্টএর ক্যাপিটাল কস্ট ওয়াটার রেটএর ভিতর দিয়ে আদায়ের কথা ওঠে না। আমরা জানি যে, ওয়াটার রেটএর ভিতর দিয়ে মেনটেনেন্স কস্ট আদায় করতে হবে।

[At this stage the red light was lit.]

Mr. Speaker: You have finished your fifteen minutes.

Sj. Sunil Das: I will finish immediately, Sir. I am speaking on two amendments. I can reasonably get some more time.

Sj. Bankim Mukherji: Sir, he is speaking on two amendments. Naturally he can take some more time.

Mr. Speaker: I do not agree; I rule it out.

Sj. Sunil Das:

এখানে রেট ধার্য করতে হ'লে এই কথা আসে যে, এই পর্যন্ত যে নীতির ভিত্তিতে রেট ধার্য করা হ'ত সেখানে একরপ্রতি ইল্ড কত তার ভিত্তিতে রেট ধার্য করা হবে। যারা বিশেষজ্ঞ তাঁরা এই পদ্ধতি পরিত্যাগ ক'রে নতুন পদ্ধতিতে রেট ধার্য করার জন্য আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

Mr. Speaker: I still believe that the honourable member who has said to the Speaker 'I will stop immediately' will live up to his commitment. I will give you just two more minutes. Either you will finish or you will not finish—it is your business.

Sj. Sunil Das:

১৯৫০ সাল থেকে বিশেষজ্ঞরা যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি, না, ম্যাক্সিমাম ক্রপএর ভিত্তিতে নয় অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার সাপ্লাইএর ফলে যে ইল্ড তার বেনিফিট ধ'রে বিচার এটা নয় পার একরএ আপনারা কত দিয়েছেন যে জল আপনারা দিয়েছেন, সে জল কাজে না লাগতে পারে, ময়েশ্চার কতটা ছিল, ন্যাচারাল প্রেসিপিটেশনএর ফলে কতটা ময়েশ্চার পাওয়া গিয়েছিল তার বিচার তো হ'ল না। সেইজন্য নতুন পদ্ধতিতে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, জল কতটা পরিমাণ ব্যবহার করা হয়েছে তার পরিমাপ করা উচিত। সেইজন্য ম্যাক্সিমাম ক্রপ পার ইউনিট অফ ওয়াটার সাপ্লাইএর প্রতি আউন্স ওয়াটারএ কি ইল্ড হয়েছে তার উপর ধরা হয়েছে হিসেব। বিশেষজ্ঞরা নতুন ক'রে আবার অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ট্রান্সপিরেশনএ ওয়াটার লসটাও ধরতে হবে, অর্থাৎ যে জল আকাশে উড়ে যায় সেটার কোন পরিবেশন হয় না। সেইজন্য তাঁরা নতুন ক'রে বলেছেন—

maximum possible area that can be irrigated with a given quantity of water to produce the normal crop.

তাই বলছি, মিঃ স্পীকার, স্যার, এটা কিন্তু এত সহজ ব্যাপার নয় যে, জল ঢেলে দিলাম আর কিছুদিন পরই এসে উপস্থিত হলাম যে, ১৫৷৷ টাকা ক'রে কর দিতে হবে। ইল্ড যথেষ্ট হ'লেই কর দিতে হবে—এমন বিধান থাকা উচিত নয়। এটা আমার নিজের কথা নয়। 'ইরিগেশন অ্যান্ড পাওয়ার' নামে ইরিগেশন অ্যান্ড পাওয়ার কমিশনএর যে জার্নাল আছে, সেই জার্নালএর ১৯৫৮এর জানুয়ারি সংখ্যায় বেরিয়েছে, ১০৫ পৃষ্ঠায় যদি মাননীয় মন্ত্রি-মহাশয় দয়া ক'রে দৃষ্টিপাত করেন তা হ'লে বৈজ্ঞানিক অভিমতটা পাবেন এবং তাতে যে নীতি নির্ধারিত হয়েছে সে নীতি গ্রহণ না করবার কোন কারণ নাই। সেটা গ্রহণ করলে সাধারণ লোক আর লাইক্‌লি টু বি বেনিফিটেড।

[6-55—7 p.m.]

Sj. Pramatha Nath Dhibar: Sir, I beg to move that in clause 4(1), items (a) and (b) for the words and figures "Rs. 12.50 nP." and "Rs. 15.00 nP." the words and figures "Rs. 5.00 nP." and "Rs. 2.00 nP." be substituted.

মিস্টার স্পীকার, স্যার, আমি এই ক্লজটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। ক্যানাল এরিয়ায় বর্তমানে চাষীদের যা অবস্থা তাতে প্রতিবাদ না জানিয়ে উপায় নাই। আমার কাছে একটা স্ট্যাটিস্টিক্‌স আছে—তাতে ক্যানাল এরিয়ায় যে রেট......

Mr. Speaker: The House is adjourned till 2-30 p.m. tommorrow. Tomorrow only urgent questions will be taken up: normal routine questions will not be allowed. After the questions this Bill will be taken up but at 6 o'clock sharp will be taken up the discussion of the West Bengal Panchayat Rules, 1958, made under the West Bengal Panchayet Act, 1956.

Adjournment

The House was then adjourned at 7 p.m. till 2-30 p.m. on Thursday, the 24th July, 1958, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Thursday, the the 24th July, 1958, at 2-30 p.m.

Present:

Mr. Speaker (the Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 15 Hon'ble Ministers, 12 Deputy Ministers and 209 Members.

[2-30—2-40 p.m.]

Mr. Speaker: I may remind the honourable members that I informed you yesterday that today only very urgent questions will be permitted, otherwise I would not allow any ordinary questions, and all the questions will be held over till the next session. Is there any question which may be considered to be urgent?

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, I have got a question.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

স্যার, আজকে প্রোগ্রামে আছে হেল্ড ওভার স্টার্ড কোয়েশ্চেন ১০৫ হবে।

Speaker's ruling on question *105

Mr. Speaker: I will give you my ruling here and now. This question was put by Sj. Somnath Lahiri and it appears from the record that the date of the question was 27th November, 1957. This question was answered by the Government or rather an answer was prepared by the Government which is dated the 10th March, 1958. It so happened that on the 19th of March, 1958, two judgments were delivered by the Supreme Court. One was of Mr. Justice Gajendragadkar and the other was the judgment of Mr. Justice Bhagwati. So far as Mr. Justice Gajendragadkar's judgment is concerned, I do not think it has any bearing on the question which we have before this House. So far as the judgment of Mr. Justice Bhagwati is concerned, I have carefully gone through what has appeared in the newspapers. From enquiries that I made, I learnt that the judgment has not been published in any of the authorised or unauthorised law reports. I have sent for a copy of the blue-print of the judgment from the High Court. If it is available, I will go through it. But inasmuch as Mr. Chakravorty is anxious about it, I may tell him that the blue-print is officially sent to the Hon'ble High Court for information of the Judges. It is not normally available to members of the public who have to rely on certified copies of the law reports as the case may be. From what appeared in the newspapers I have found that the entire Wage Board recommendation has been set aside and thrown overboard by the judgment on one ground and one ground alone and that is the capacity of the newspaper industry to pay was not considered. After that in the month of June an Ordinance was promulgated for the purpose of going into the self-same question and as far as I could see from the newspapers the Committee appointed by the Ordinance are holding their sittings. I do not think having regard to the question as framed, there is any need for the Minister to answer as the question of implementation does not arise. That is my final judgment.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

স্যার, আমি একটা হাম্বল সাবমিশন আপনার কাছে করছি। আপনি যেটা বলেছেন টেকনিক্যালি ইউ আর পার্ফেক্টলি কারেক্ট এবং আপনার সঙ্গে আমি ডিসএগ্রি করছি না। কিন্তু মনে রাখবেন ওয়েজ বোর্ড যেটা সেটা আলট্রা ভায়ারিস হয় নি।

Mr. Speaker: Do not make that mistake. The Wage Board is a Board which comes into being by reason of a provision in the Act. The Act has never been held to be *ultra vires*. The whole Act is there save and except Section 5 which is covered by Mr. Gajendragadkar's judgment. The rest of the Act is perfectly all right.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

স্যার, আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, সোমনাথবাবুকে যে কোয়েশ্চেন পুট করেছিলেন সেটা নিয়ে আমরা সাপ্লিমেন্টারী করছি এবং স্পিরিট অব দি কোয়েশ্চেন খুব ইম্পর্ট্যান্ট, আমরা সেখানে এ্যাক্ট কথাটা না বসিয়ে বোর্ড এবং তার ডিসিশন কথাগুলো বসানোতে কোয়েশ্চেনটা টেকনিক্যালি ইউ আর কারেক্ট। কিন্তু আপনি রুল আউট করেছেন। কিন্তু আপনার কাছে আপীল করছি এবং লেবার মিনিষ্টার যখন এখানে তৈরি আছেন তখন আমরা দুটো অল্টারনেটিভ চাচ্ছি —একটা হচ্ছে যে আমরা সর্ট নোটিস কোয়েশ্চেন করছি এই সেসানে জবাব দেবেন। আর তা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে আপনার মাধ্যমে লেবার মিনিষ্টারকে আপীল করছি যে তিনি একটা স্টেটমেন্ট করুন।

regarding implementation of the Act relating to the terms and conditions of service, such as working hours especially of the reporters and proof-readers,

এই সংক্রান্ত ব্যাপারে উনি কাগজপত্র নিয়ে যখন আজ তৈরি আছেন, অর্থাৎ এই এ্যাক্টের বিষয়ে তাদের টার্ম অ্যান্ড কন্ডিশন অব সার্ভিস বিষয়—তখন তিনি একটা ছোট স্টেটমেন্ট করতে পারেন। আমাদের কোয়েশ্চেনএর স্পিরিটটা দ্যাট ইজ ভেরী ইমপর্টেন্ট, কিন্তু টেকনিক্যাল পয়েন্টে আপনি এটাকে রুল আউট করেছেন। অবশ্য এরজন্য আমরা আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি না।

Mr. Speaker: No part of the Award is alive. We cannot flog a dead horse. The Award covered every feature.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আমি বলছিলাম যে ওয়েজ বোর্ড আছে তার ডিসিসন আল্ট্রা ভায়ারিস হয়েছে, ফাইনান্সিয়াল ক্যাপাসিটি অব দি নিউজ পেপারস সেটা কন্সিডার্ড হয়েছে বলে, কিন্তু যে ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট এ্যাক্ট আছে—

that has not been declared *ultra vires*

সেই এ্যাক্টে

provision with regard to the terms and conditions of service of certain categories of employees covered by that Act,

সেই সংক্রান্ত ব্যাপারে আমি আপনার মাধ্যমে লেবার মিনিস্টারকে এ্যাপীল করেছিলাম। ঐ কোয়েশ্চেনের মধ্যে সেগুলি ছিল কিন্তু টেকনিক্যাল গ্রাউন্ডে আপনি রুল আউট করে দিয়েছেন এবং সেটা পারফেক্টলি জাস্টিফায়েড হয়েছে, আমি সেটা চ্যালেঞ্জ করছি না, কিন্তু

working hours especially with regard to the proof-readers and reporters

সেটা ইমপ্লিমেন্টেড হচ্ছে কিনা? ফার্স্ট রিটায়ারমেন্ট, ডেড এমপ্লয়িজদের গ্রাচুয়িটি দেওয়া হচ্ছে না এবং আপনি জানেন, স্যার, সেকশন ৫ আল্ট্রা ভায়ারিস হয়েছে, সেকশন ৫এ ছিল গ্রাচুয়িটি আফটার রিটায়ারমেন্ট কিন্তু উইথ রিগার্ড টু গ্রাচুয়িটি অব গ্রুপ অব এমপ্লয়িজ যখন ভলান্টারীলি রিটায়ার করে সেটা খালি আল্ট্রা ভায়ারিস হয়েছে।

Mr. Speaker: Mr. Chakravorty, I hope I have not muzzled you. You have nothing further to add?

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: No, Sir.

Mr. Speaker: I have nothing further to add. Mr. Ghosh, which question do you want to be taken up?

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, I want answers to question No. *117.

STARRED QUESTION

(to which oral answer was given)

Implementation of the provisions of Sports Act, 1955

***177. Sj. Ganesh Ghosh:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Police) Department be pleased to state—

(a) why the Sports Act has not yet been put into operation, though the same has long been passed; and

(b) when the Sports Act will come into force?

The Minister for Home (Police) (the Hon'ble Kali Pada Mookerjee): (a) The Sports Act has not yet been put into operation as the draft rules to be framed under the Act are under preparation.

(b) The Sports Act will come into force as soon as the draft rules to be framed under the Act are ready.

[2-40—2-50 p.m.]

Sj. Ganesh Ghosh:

কবে থেকে এবং কি কারণে এই স্পোর্টস বোর্ড হোম (পুলিস) এর আন্ডারে গেল?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

গোড়া থেকেই আছে।

Sj. Ganesh Ghosh:

এটা তো এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে ছিল, হোম (পুলিস) এর আন্ডারে তো জানতাম্ না?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

কি করবো—ডিপার্টমেন্টের খবর যে আপনার চেয়ে আমরা বেশি রাখি।

Sj. Ganesh Ghosh:

ড্রাফট রুল তৈরি করতে ৩ বছরের বেশি সময় লেগেছে, এর অসুবিধা কোথায় আছে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

ড্রাফট রুলস তৈরির জন্য একটা রুল কমিটি তৈরি করা হয়েছিল, সেই রুলস কমিটি তাঁরা একটি ড্রাফট রুলস পাঠিয়েছেন।

and those rules are under examination by the Government.

Sj. Ganesh Ghosh:

এই রুলস ছাড়াও কি আনুষঙ্গিক সমস্ত কিছু কমপ্লিট হয়ে গেছে? রুলস হয়ে গেলে আসবে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

হ্যাঁ, আসবে।

Sj. Ganesh Ghosh:

ষ্টেডিয়াম তৈরি করবার জন্য কি ব্যবস্থা করা হয়েছে জানতে পারি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

ষ্টেডিয়াম ম্যাটার তো এর সংগে আসবে না। সেটা সেপারেট বিষয়বস্তু।

Sj. Ganesh Ghosh:

সেই ষ্টেডিয়াম কমিটিতে কারা কারা আছে? ষ্টেডিয়াম তৈরি করবার কি ব্যবস্থা করেছেন?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

তা বলতে পারবো না।

Sj. Jyoti Basu:

মাননীয় মন্ত্রী কি জানেন—এই এ্যাক্টে উল্লেখ আছে এই এ্যাক্টে যখন অপারেশন আসবে, তখন ষ্টেডিয়ামও এই এ্যাক্টের দ্বারা হবে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

সেইজন্য তো রুলস তৈরি করা হচ্ছে। রুল তৈরি হতে দেরী হবার কারণ অন্যান্য বিষয়েরও সমাধানের চেষ্টা হচ্ছে।

Sj. Jyoti Basu:

উনি যদি না জানেন, তাহলে ডাঃ রায় এসে উত্তর দিলে ভাল হত। উনি এ্যাক্ট পড়েন নাই, না হয় ভুলে গেছেন। ষ্টেডিয়াম আলাদা ব্যাপার আপনি বললেন। এই এ্যাক্টের সংগে কোন সম্পর্ক নাই। ষ্টেডিয়াম তৈরি করবার জন্য এই এ্যাক্ট তৈরি হয়েছে।

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

আমি কোথাও তা বলিনি। এই ষ্টেডিয়ামের সংগে এ্যাক্টের কোন সম্বন্ধ নাই।

Sj. Jyoti Basu:

এটা কেন অপারেশনে আনেন নাই, কার্যকরী হয় নাই আপনি বলছেন অসুবিধার জন্য। আড়াই বছর তিন বছর লাগলো রুলস তৈরি করতে?

আমার প্রশ্ন ছিল, এত দেরী হল কেন? যেটা পনের দিনে প্রিপেয়ার করা যায়, সেখানে আড়াই বছর দেরী হল কেন?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

যেখানে অনেক প্রশ্ন আছে, সে সমস্ত সমাধান করে এমনভাবে নিয়মাবলী তৈরি করা প্রয়োজন, যাতে সেটা কার্যকরী কালে সুচারু ও সুষ্ঠুরূপে সব কিছু চলতে পারে।

Sj. Jyoti Basu:

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম স্পোর্টস এ্যাক্টটা এতদিন অপারেশনে আনা হয় নি কেন? তার জবাবে উনি বললেন—ড্রাফট রুলস তৈরি হয় নি বলে। আমি জানতে চাচ্ছি, আবার আমি বলছি স্পোর্টস এ্যাক্টের ড্রাফট রুলস তৈরি করতে এক মাস সময় লাগার কথা, সেটা এত দেরী লাগছে কেন, কোথায় তার বাধা?

Mr. Speaker: If you have any particular difficulty in mind, say this is the difficulty.

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: No difficulty at the present moment. Rules have been formulated. They are just being examined.

Sj. Ganesh Ghosh: Why the Sports Act has not yet been put into operation and also the creation of a stadium?

Mr. Speaker: He has said that the implementation of the Sports Act will be through the rules and those rules not having been finalised preparation of a stadium is not made.

Sj. Ganesh Ghosh:

উনি বললেন, এখন সমস্ত কিছু আনুষঙ্গিক হয়ে গিয়েছে। তাই আমি জিজ্ঞাসা করে-ছিলাম, এই ষ্টেডিয়াম কমিটিতে কারা কারা আছেন?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

এখন সে প্রশ্ন উঠতে পারে না। রুলস যতক্ষণ পর্যন্ত না ফাইনালাইজ হয়ে পাবলিসড হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এ বিষয়ে বলা যাবে না।

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, the Stadium Committee is something different. It is not to be formed under the rules. It is to be formed according to the Act itself. It is not being governed by the rules.

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: The rules are framed under the provisions of the Act.

Sj. Jyoti Basu.:

মিঃ স্পীকার, স্যার, উনি এ্যাক্টটা পড়েন নি। কেন এইরকমভাবে আমাদের কোয়েশ্চেনের উত্তর দিচ্ছেন? তিন বছর ধরে কেন রুলস ফ্রেম করতে পারছেন না? এই ষ্টেডিয়াম সম্পর্কে আজকে খালি বাজে কথা বলছেন।

আমি জিজ্ঞাসা করছি কোথায় ষ্টেডিয়াম করবেন তার কোন ব্যবস্থা হয়েছে কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

ষ্টেডিয়াম হবার কথা হয়েছিল—প্রথমে ইডেন গার্ডেনে এবং সেখানেই রাখা হবে স্থির হয়েছে।

Sj. Jyoti Basu:

ইডেন গার্ডেনে রাখবার উনি ব্যবস্থা করেছেন পুলিস দিয়ে। কিন্তু ইডেন গার্ডেনে যে ক্রিকেট ক্লাব আছে, তাঁরা মামলা করেছেন। এখন কতদিন ধরে সেই মামলা চলবে, তা কেউ বলতে পারে না। এখন মামলা যদি ২-৩ বছর ধরে চলে, তাহলে ষ্টেডিয়াম অন্য জায়গায় করবার জন্য কোন পরিকল্পনা আছে কি না?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

এখন এ বিষয় উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

Sj. Jyoti Basu:

মন্ত্রিমহাশয় জানেন যে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট আগে কোন জায়গা ময়দানে দিতে চান নি ষ্টেডিয়াম করবার জন্য, কিন্তু এখন মিলিটারী ডিপার্টমেন্ট থেকে ও'রা বলছেন যে আমরা মহম্মডান স্পোর্টিং গ্রাউন্ড, সেটা দিতে পারি যদি ষ্টেডিয়াম করেন পশ্চিমবাংলা সরকার। এটা মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্ত হয় নি।

Sj. Jyoti Basu:

এইরকম কোন খবর সেখান থেকে রিলিজ হয়েছে দেখেছেন কি না?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

তাঁরা বলেছেন এটা ইডেন গার্ডেনে হতে পারে।

Sj. Jyoti Basu:

সেটাত আগে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। আমি বলছি এটা ছাড়া ময়দানের আর অন্য কোন গ্রাউন্ডে হতে পারে কি না?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

ইডেন গার্ডেনের গ্রাউন্ডেই হবে, তবে সেটা এখনও ফাইনালাইজেশন হয় নি, এখন এ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবো না।

Sj. Jyoti Basu:

ও'রা এখন বলছেন ময়দানে গ্রাউন্ড দিতে পারেন, যদি প্রয়োজন হয়। মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি জানেন ময়দানে জায়গা পাওয়া এতদিন পর্যন্ত অসুবিধা ছিল, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বার বার আমাদের বলেছেন যে মিলিটারী ডিপার্টমেন্ট দিচ্ছেন না, আমি কি করতে পারি। সেই-জন্য জোর করে পুলিস দিয়ে ইডেন গার্ডেন দখল করলেন সেখানে ষ্টেডিযাম করবার জন্য। তারপর পরবর্তীকালে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বলছেন ঐখানে গ্রাউন্ড দিতে পারেন এবং স্পেসিফিক গ্রাউন্ড হচ্ছে মহম্মডান স্পোর্টিং গ্রাউন্ড, ঐটা দিতে তাঁরা প্রস্তুত আছেন, সেখানে পশ্চিমবাংলা সরকার ষ্টেডিয়াম করতে পারেন কি না? এবং এ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

মহম্মডান স্পোর্টিং গ্রাউন্ডে হবে, কি অন্য কোথাও হবে, এখনও কিছু ফাইনালাইজ হয় নি।

[2-50—3 p.m.]

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে রুলস যা তা অন্ডার কন্সিডারেশন। তাহলে ড্রাফট ফাইনালাইজ হতে কতদিন লাগবে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: This will be done as expeditiously as possible.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আপনি জ্যোতিবাবুর জবাবে ষ্টেডিয়ামের ব্যাপার কোন খবর দিতে পারলেন না। কিন্তু ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্টএর পক্ষ থেকে তার চেয়ারম্যান বলেছেন লেক ময়দানে একটা ষ্টেডিয়াম করবেন। এই সংক্রান্ত ব্যাপারে আপনার কোন সাহায্য করবেন কি?

Mr. Speaker: That question is not allowed.

Sj. Ganesh Ghosh:

এই যে রুল-ফ্রেমিং কমিটি করা হয়েছে তার মধ্যে কারা কারা আছেন?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: It consisted of the following members:—

(1) Mr. M. Dutta Roy of I.F.A.,
(2) Mr. A. N. Ghosh of the Cricket Association of Bengal,
(3) Mr. G. A. Georgiadi of the Calcutta Football Club,
(4) Dr. Parimal Roy,
(5) Mr. I. B. Surita, Joint Secretary, Home Department,
(6) Mr. P. Roy, Special Officer, Judicial Department.

Sj. Ganesh Ghosh:

কতদিন আগে এই কমিটি ফ্রেম হয়েছিল?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

ডেট মনে নেই, তবে ১৯৫৭এর গোড়ার দিকে হয়েছিল।

Sj. Ganesh Ghosh:

এই কমিটির কাজ কি হয়ে গিয়েছে, তাঁরা ফাইনাল ড্রাফট কি গভর্নমেন্টের কাছে সাবমিট করেছেন?

Mr. Speaker: The Committee has concluded the work of framing the rules. They have submitted them to the Government and Government is considering the matter.

Sj. Ganesh Ghosh:

এখনও কি গভর্নমেন্ট কন্সিডার করছেন, এই কি অবস্থা?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

গভর্নমেন্ট কন্সিডার করছেন।

Missing of letter from the Railway Board regarding contribution to the State Government.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

স্যার, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গতকাল 'যুগান্তরে' অত্যন্ত গুরুতর খবর বেরিয়েছে সেটা হচ্ছে; এখানে মন্ত্রীমণ্ডলী সব সময় বলেন যে, তাদের টাকার অভাব। অথচ দেখতে পাচ্ছি রেলওয়ে বোর্ডএর পক্ষ থেকে একটা চিঠি দেওয়া হয়েছিল ....

Mr. Speaker: May I remind you about something? It has been the general practice in this House not to permit a single question on the basis of newspaper reports. We have not altered our own rules in that respect nor do we propose to alter them.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

৫০ লক্ষ টাকা দেবার জন্য রেলওয়ে বোর্ড চিঠি দিয়েছিল এখানে আমাদের কমিউনিকেশনস রাস্তা তৈরি করবার জন্য। সেই চিঠি হারিয়ে যাবার ফলে এই ৫০ লক্ষ টাকা ওয়েস্ট বেঙ্গল পেলো না। রাজস্থানের মত ষ্টেট পাবে, অন্য সব ষ্টেট পেলো, আমরা পেলাম না। অথচ মন্ত্রীমণ্ডলী বলে থাকেন যে তারা নাকি অনেক কিছু টাকার অভাবে করতে পারেন না। এই সম্পর্কে মন্ত্রী মহাশয় কি কিছু বলবেন?

Mr. Speaker:

জানি না বলবেন কি না।

Scarcity of Baby Food

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Sir, I want to bring to your notice the acute scarcity of baby food in the market. Sir, you may remember.... .

Mr. Speaker: There is a debate day after tomorrow.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: I am talking of baby food. Sir, I referred to it in my speech on the 12th June when I was talking on the Medical budget. So far I have not seen anything being done by the

Government. The prices are very high and the poorer section of the people are suffering very much. May I know if any steps are being taken by the Government to relieve the difficult situation?

Mr. Speaker: You should put in a short-notice question.

TRANSFER OF THE CENTRAL ACCOUNT OFFICE OF THE RESERVE BANK TO NAGPUR

Sj. Deben Sen:

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, আমি একটা বিষয়ের প্রতি আপনার এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি পেপারে দেখতে পেলাম এবং জানতে পেরেছি যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সেন্ট্রাল একাউন্টস অফিস কলকাতা থেকে ট্রান্সফার হচ্ছে নাগপুরে; তাতে বহু সংখ্যক কর্মচারী ইন্‌ভলভড হবে। কারণ হিসাব দেওয়া হয়েছে নাগপুর একটা সেন্ট্রাল প্লেস; আমরা জানি বড় বড় সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কার্যালয় এখানে আছে, পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফস ওয়ার্কসপ এবং তার অ্যাকাউন্ট রাখার কাজ এখানে আছে, বাংলাদেশে ভারতবর্ষের ভিতর ইন্ডাস্ট্রীতে ক্যাপিটাল সবচেয়ে বেশি কনসেনট্রেশন হয়েছে কাজেই ব্যাঙ্কের লেনদেন কলকাতাতেই সবচেয়ে বেশি হয়, কিন্তু তাদের অফিস এখান থেকে স্থানান্তরিত হবে কেন বুঝতে পাচ্ছি না, যদি কারণ দেখান হয় নাগপুর সেন্ট্রাল প্লেস তাহলে বোম্বের সমস্ত অফিস সেখানে আনা হয় না কেন? এটা যদি সারা ভারতের প্রবলেম হয় তাহলে সারা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টএর অফিস নাগপুরে নিয়ে যাওয়া হয় না কেন? এটা একটা গুরুতর ব্যাপার, এ বিষয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের অবহিত হওয়া উচিত। কিছুদিন আগে শুনেছি কোল কমিশনারের অফিস এখান থেকে সরান হচ্ছে, মাঝে মাঝেই শুনতে পাই এরকম হচ্ছে। আমি মনে করি এ ব্যাপারে বেঙ্গল গভর্নমেন্টের একটা হাই পাওয়ার কমিটি করা উচিত এবং কলকাতা থেকে যেসমস্ত সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অফিস সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেগুলি এখানেই রাখার চেষ্টা করা উচিত এবং বিশেষ করে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সেন্ট্রাল অ্যাকাউন্টস অফিস যাতে এখান থেকে চলে না যায় তার ব্যবস্থা করা উচিত।

Reduction in the number of tramway cars in Howrah

Sj. Somnath Lahiri:

স্যার, গত কিছুদিন থেকে হাওড়া-বাঁধাঘাট রুটে ট্রাম কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিছুদিন আগে ট্রাম কোম্পানীর ডিরেক্টর আনন্দীলাল পোদ্দার এবং এজেন্ট সাহেব কলকাতার জনসাধারণকে হুমকি দিয়েছিলেন যে যদি আমাদের ভাড়া বাড়িয়ে না দেওয়া হয়, তাহলে হাওড়া-নিমতলা লাইনে আস্তে আস্তে কমিয়ে পরে বন্ধ করে দেবেন—এরকম ধমকানি দিয়েছিলেন। এখন দেখছি হাওড়া-বাঁধাঘাটে সেই ধমকের কার্যসূচি হিসাবে গাড়ির সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, ফলে স্থানীয় জনসাধারণের খুব অসুবিধা হচ্ছে। সরকার যখন এ বিষয় ভাড়া বাড়ান বিষয় বিবেচনা করছেন, তখন এই অবস্থা কি অন্ততঃপক্ষে সরকার বেমালুম সহ্য করবেন? তাই জিজ্ঞাসা করছি যে এই অবহেলা করার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা?

Saline water in Hasnabad and Sandeshkhali

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

স্যার, আমার কাছে একটি টেলিগ্রাম এসেছে এবং আগেও আমি একথা বলেছিলাম যে, প্রায় চাষের সময় সুন্দরবনে যে সমস্ত জলনিকাশের পথ ছিল তা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। টেলিগ্রাম করেছে ওদেরই বন্ধু সুধাংশুবাবু জেলা কংগ্রেসের সদস্য। হাসনাবাদ-সন্দেশখালি অঞ্চলের সমস্ত জায়গায় লোনা জল, স্যালাইন ওয়াটার জমির মধ্যে ঢুকেছে, ফলে চাষের সংকট দেখা দিয়েছে, বীজপাতাও অমনি নষ্ট হয়ে গিয়েছে, জমির মধ্যে জল যাবার ফলে সমগ্র অঞ্চলে চাষাবাদের সমূহ ক্ষতি হচ্ছে—এ বিষয়টা অত্যন্ত জরুরী, আমি এর প্রতি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এ সম্বন্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন দরকার, কারণ ঐ সমস্ত জমি থেকে লোণাজল যদি চলে না যায় তাহলে সমূহ সর্বনাশ হবে।

Chinakuri explosion

[3-3—10 p.m.]

Sj. Pramatha Nath Dhibar:

স্যার, কলিয়ারী ইউনিয়নের সেক্রেটারী তিনাকুড়ি সম্বন্ধে জানিয়েছেন যে, তিনাকুড়ি কোলিয়ারি ইউনিয়নের সম্পর্কে ওখানকার কলিয়ারির ম্যানেজমেন্ট বলছেন, তিনাকুড়ির যে এক্সপ্লোশন হয়েছিল, সেই এক্সপ্লোশনে যেসমস্ত লোক মারা গিয়েছিল, তাদের পুলিস কোলিয়ারি থেকে বার কোরে যেখানে সেখানে ফেলে দিচ্ছে। এবং সেখানে সেজন্য স্থানীয় লোকের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছেন। এ বিষয়ে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

GOVERNMENT BILL

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958.

Clause 4

Mr. Speaker: We are dealing with clause 4 of the Bill and after Mr. Sunil Das, I think, Mr. Dhibar spoke and I have taken it for granted that Mr. Dhibar finished his speech. So Mr. Subodh Banerjee may please begin.

Sj. Hemanta Kumar Basu:

স্যার, শ্রীযুক্ত প্রমথ ধীবর মহাশয় এখন বললেন—হি ওয়াজ স্পিকিং ইয়েসটারডে এখন তাঁর টার্ন।

Mr. Speaker: I am trying to do justice, Mr. Basu. Mr. Dhibar took six minutes and he can take four minutes more.

Sj. Pramatha Nath Dhibar:

গতকাল আমি বলেছিলাম যে, এক বিঘা জমিতে যে খরচ হয় সেটা ৪৬৮ আনা। রবি-শস্যের জন্য যে খরচ হয়, সেটা আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, এক কাঠা জমিতে ২০ থেকে ২৫ টাকার মধ্যে সরকারী হিসেবে দেখা যায়, ক্যানেল এরিয়াতে বর্তমানে বর্ধমান জেলায় আউশ ধানের উৎপাদন একরে ১৩ মণ। এবং বর্ধমান জেলায় রবি শস্যের বারো আনাই আলু। এবং রবি উৎপাদন এক একরে ১১০;৯৯ মণ, সেই অনুপাতে এক বিঘা জমিতে উৎপাদন হয় মাত্র ৩৬;৭৭ মণ। শুধু এক কাঠায় খরচ হয়, ২০ টাকা থেকে ২৫ টাকা। এই অনুপাতে যদি দেখা যায় তাহলে এক বিঘায় খরচ হয় ২৭৯;৮ টাকা। প্রায় ৩০০ টাকা। আমি দেখাতে চাই সরকারী হিসাবে আমাদের যে ১১০ মণ আলু হয়, রবি শস্য উৎপন্ন হয় তার প্রতি মণ ৮ টাকা হিসাবে ধরলে, হয় ২৭৯ টাকা। এই অনুপাতে দেখা যায় যে, এক বিঘা জমিতে যে খরচ হয় তার অনুপাতে উৎপাদনের মূল্য খুবই কম। এবং তাতে চাষীকে সেই হিসাবে বিপদগ্রস্ত হতে হয়। আমি বর্দ্ধমান জেলার চাষীদের পক্ষ থেকে বলতে চাই যে, খারিফ খাদ্য ৫ টাকার বেশি এবং রবি শস্য ২ টাকার বেশি সরকার যদি করেন, তাহলে চাষীদের উপর অত্যাচার করা হবে। কারণ রবি শস্যের জন্য ডি, ভি, সি জল দিতে পারবে না। এখনো দিতে পারলেন না বহু জমি অনাবাদী হয়ে পড়ে রয়েছে, ডি, ভি, সি এবং মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে বহু আবেদন করা সত্ত্বেও তাঁরা জল দিতে পারেন নি, সরকার যে রেট দিয়েছেন তার তীব্র প্রতিবাদ জানাই। তারপর বর্ধমান জেলায় অনেক দিন থেকে যা জানি তাতে

সাধারণত ধানের জমি চাষ করতে যে খরচ হয়, তার একটা হিসেব দিতে পারি। সেই হিসাবে কত খরচ হয় সেইটে আমি দেখাচ্ছি। চাষীদের এক একর জমি চাষ করা থেকে ফসল ওঠা পর্যন্ত যে খরচ হয়, সেইটের একটা গড় হিসেব আমি মন্ত্রী মহাশয়কে দিচ্ছি—এক বিঘা জমিতে তিনবার লাঙ্গল দিতে হয় প্রতিবারে তিন টাকা নয় আনা, তারপর বপনের সময় দুটো মুনিষ তাদের মজুরী ও খোরাকী যথাক্রমে দেড় টাকা ও এক টাকা করে, মোট ৫ টাকা, ধান কাটার সময় মুনিষের মজুরী ৫ টাকা, তারপর ধান ঝাড়াই বাবত দুটি মুনিষের মজুরী ও খোরাকী ৫ টাকা, তারপর সরকারকে দিতে হয় প্রতি একরে অন্ততঃ ৫ টাকা করে। এই গড়ে এক বিঘা জমি চাষ করার জন্য খরচ পড়ে। আর ক্যানেল এরিয়ায় দেখা গেছে, গড়ে ৮ মণ করে উৎপাদন হয়, ধানের মূল্য ৮ টাকা হিসেবে ৬৪ টাকা এবং খড়ের দাম ১২ টাকা ধরলে এক বিঘা জমিতে মোট উৎপাদনের মূল্য হচ্ছে ৭৬ টাকা। সাধারণত অধিকাংশ চাষীর জমি ৩-৪ বিঘা বড় জোর ৫।৬ বিঘার বেশি অধিকাংশ চাষীর জমি নাই। এই হিসেবে যে ক্যানেল কর দেখিয়েছি, তার উপর যদি কোন ক্যানেলকর আরো বাড়ানো হয়—তাহলে পরে দুর্দশাগ্রস্ত চাষীর অবস্থা আরো শোচনীয় হবে। তারাত একেই কৃষিঋণ পায় না, বেশি সুদে তাদের ঋণ করতে হয়, নৈলে তারা সময় মতন চাষ করতে পারে না। সময় মত ক্ষেতে লাঙ্গল দেওয়া, সময় মত বীজ ফেলা—এসব জিনিষের জন্য তাদের ঋণ করা ছাড়া উপায় নাই। এই অবস্থায় যদি ১২ টাকা করে কর দিতে হয়, তাহলে আমি মনে করি পশ্চিমবাংলার চাষীকুল ধ্বংস হয়ে যাবে। এবং চাষেরও ব্যাঘাত ঘটবে। সেইজন্য ১২ টাকা হারে যে ক্যানেল করের রেট ধরেছেন সেটা ধরা ত উচিত নয়ই বরং বর্তমানে যে রেট আছে, সেইটেও আরো কমানো উচিত।

তারপর রবি শস্যের জন্য যে ১৫ টাকা করে ধরতে যাচ্ছেন, তার পরে রবি শস্যের চাষ চলতেই পারবে না, প্রথমত রবি শস্যের জন্য জল তাঁরা দিতে পারছেন না, খারিফ শস্যের জন্যই তাঁরা ক্যানেলের জল দিয়ে উঠতে পারছেন না, তারপরে আবার রবি শস্যের জন্য জল তাঁরা যে কি করে দেবেন তা বুঝতে পারি না। এখন যেটুকু ক্যানেলের জল দেন তাতে সময় মতন দিতে পারেন না, সুতরাং জল তাঁরা দেবেন না, অথচ সময় মতন করের দাবী করবেন। সেইজন্য আমি বলি বর্তমানে কৃষকদের যা অবস্থা এবং জিনিষপত্রের যেরকম মূল্য তাতে যদি রবি শস্যের উপর ট্যাকস ১৫ টাকা করে করা হয়, তাহলে রবিশস্য তারা উৎপাদনই করতে পারবেন না। ফলে রবিশস্যের দাম আরো বাড়বে। সেইজন্য আমি বলতে চাই—রবি ফসলের জন্য ক্যানেলকর ২ টাকার বেশি হওয়া উচিত নয়।

Sj. Subodh Banerjee:

স্পীকার মহাশয়, আমার ৬টা সংশোধনী প্রস্তাব আছে—২৬, ৩২, ৫০, ৫৬, ৫৭, ৬৫। স্পীকার মহাশয়, আমি আমার ৫৬নং প্রস্তাবের ভাষাটা কিছু বদলাবো। সে যখন ৫৬নং সংশোধন প্রস্তাবের উপরে বলব, তখন কি ভাষা দিতে চাই সেটা বলার চেষ্টা করব।

আমার প্রথম সংশোধনী প্রস্তাব হচ্ছে ২৬ নং। এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে, আইনে যে লাইক্লি টু বি বেনিফিটেড, কথাটা আছে. এই লাইক্লি টু বি কথাটা তুলে দেওয়া দরকার। অজয়বাবুর যুক্তিটা আমি শুনেছি। শুনেও আমি বুঝলাম না, কথাটা রাখার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি না, সেখানে আছে—

> "whenever the State Government is of opinion that lands in any area in West Bengal within the limits of the Damodar Valley or within the area of operation of the Corporation are benefited or are likely to be benifited by irrigation during the kharif season or the rabi season by water supplied by the Corporation through canals, etc.

আমার যুক্তি হল এই যে যেহেতু আমরা জানব না—কোন কোন উপকার হবে এই জলের দ্বারা, অথচ সেইরকম অবস্থাতেও সরকারকে নোটিফিকেশন দিতে হবে। সেই কারণে শুধু বেনিফিট কথাটা যদি ব্যবহার হয়, তবে সুবিধা হয়। লাইক্লি টু বি বেনিফিটেড এই রকম আইনের ভাষাটা অজয়বাবুর যুক্তির বিরুদ্ধে যাচ্ছে।

[3-10—3-20 p.m.]

সুতরাং তিনি জানেন কোন জমি উপকৃত হচ্ছে এবং সেই জায়গায় যদি আগে নোটিফিকেশন দেবার অসুবিধা না হয় তাহলে অন্যান্য ক্ষেত্রে আর বেনিফিটেড কথাটা রাখলে কি অসুবিধা হবে? কোন অসুবিধা হচ্ছে না, কারণ বিলের ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে রয়েছে আর বেনিফিটেড। কোন জমিতে এই অনিশ্চয়তা আছে—এই অনিশ্চয়তার জন্য আর নট লাইকলি টু বি বেনিফিটেড কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু অজয়বাবুর এই যুক্তি তাঁর আইনের ভাষাই খণ্ডন করে দিচ্ছে। কারণ সেখানে ক্যাটিগোরিক্যালী বলে দিচ্ছে, আর বেনিফিটেড, সেজন্য আমি আর লাইকলি টু বি বেনিফিটেড কথাটা বাদ দিতে চাই। আমার দ্বিতীয় নম্বর যুক্তি হল যে জমি জল দ্বারা উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেই জমি সম্পর্কে নোটিফিকেশন দিতে হচ্ছে, এটা চাষীকে অত্যন্ত আঘাত করবে। কারণ অ্যাকচুয়েলী জল না পেলেও খাজনা তাকে দিতে হবে। এটার একটা ভীষণ অসুবিধা আছে। তৃতীয় নম্বর আমি যা বলব তাতে অজয়-বাবুর যুক্তি একদম টেকে না। প্রথমে ৪ নম্বর ধারার এক নম্বর উপধারা দিয়ে যে নোটিফিকেশন দিলেন সেই নোটিফিকেশন দেবার পর এক মাসের মধ্যে তার আপত্তি থাকলে সে তা দাখিল করতে পারবে এবং তারপর একজন অফিসার সেসব এনকোয়ারী করে একটা ফিক্সড রেট ধার্য্য করে দেবেন। কিন্তু এই ফিক্সড রেট ধার্য্য করার সময় পর্যন্ত তিনি দেখেন নি যে হোয়েদার দি ল্যান্ডস আর অ্যাকচুয়ালি বেনিফিটেড। অর্থাৎ জল ছাড়লেন জুলাই মাসে, তারপর এক মাস আপত্তি দাখিল করবার সময় পেয়ে আগস্ট, সেপ্টেম্বর মাসে আপত্তি এল ফয়সালা হয়ে ফাইনাল ইমপোজিশন অব দি ওয়াটার ট্যাক্স হয়ে গেল, কিন্তু তখন ফসল উঠল না যে তাতে দেখা যাবে যে কতটা বেনিফিটেড হয়েছে। আর এক জায়গায় তিনি বলেছেন যে, আমি রেমিশান দেবার চেষ্টা করব। কিন্তু কোন দিক থেকেই লাইকলি টু বি বেনিফিটেড কথাটা রাখার আইনসংগত কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং লাইকলি টু বি বেনিফিটেড কথাটা তুলে দিলে অজয়বাবুর কোন ক্ষতি হয় না। ট্যাক্সের লিমিট সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে, খারিপে একর প্রতি সাড়ে বার টাকা এবং রবিতে পনের টাকা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সাড়ে বার টাকা এক সেসানে একর প্রতি যথেষ্ট কিনা এবং রবির ক্ষেত্রে এক সেসানে পনের টাকা যথেষ্ট কিনা? আপনি জানেন চাষীরা বর্তমান যা অবস্থা তাতে তাদের উপর যদি বেশি করে ইতিমধ্যে ট্যাক্স চাপান হয়, তাহলে তারা ইন্সেন্টিভ পাবে না। আমি মনে করি যে দেশের লোকের কতকগুলি যে সংস্কার আছে, সেগুলি কাটানো দরকার আছে এবং সেগুলি কাটাতে গেলে জোর করা যাবে না। সেজন্য এ বিষয়ে একটা প্রসেস মেন্টেইন করতে হবে। আজকে বলতে পারেন যে আমি জল নেব না, কিন্তু দেশের প্রয়োজনে জল নেওয়া দরকার। এই দুটো কন্ট্রাডিকশন আমাদের সার্ভে করতে হবে। তারা শুধু যে জল সংস্কারের জন্য নেয় না, তা নয়, অনেক সময় অভাবের তাড়নায় জল নিতে পারে না। এই দুটোকে যদি জোর করে চাপিয়ে দিতে চান, তাহলে তারা মিডিয়া কি? ভায়া মিডিয়া হচ্ছে, প্রথম খাজনা ধরলেন না, তারপরে অল্প একটু ধরলেন প্রোডাকশন বেশি হচ্ছে দেখে, গ্রাজুয়েলী সেগুলি বাড়ালেন। অজয়বাবু তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন আমি আপার সিলিং বেঁধে দিয়েছি, ওটা যে হবে তার কি মানে আছে? আমি অজয়বাবুকে উল্টো প্রশ্ন করবো, আপনি সর্বনিম্ন দাম বেঁধে দিলেন না যে মিনিমাম লিমিট ও টাকা বা এইরকম হবে? অর্থাৎ

it is indicative of the trend of mind.

যখন আমি একটা সিলিং বেঁধে দেই, তখন ইন্ডিকেট করে ঐদিকে আমি বলবো। সাড়ে বার টাকা যদি একর প্রতি বেঁধে দিই, তাহলে অফিসারেরা স্বভাবতঃ ওর কাছাকাছি করবেন এবং সর্বনিম্ন যদি বেঁধে দিই, তাহলে ওর কাছাকাছি না হয়ে ২।৪ টাকা বাড়তো, ৬।৭ টাকা না হয় হোত। যদি একটা সীমারেখা বেঁধে দেওয়া দরকার মনে করেন, তবে নিম্নতম টাকা বেঁধে বলে দিন যে ৫ টাকার কম কি ৪ টাকার কম হবে না, এবং আমি বলেছি ৬ টাকা এবং সাড়ে সাত টাকা একসিড করবেন না—অর্থাৎ বিঘা প্রতি ২ টাকা খারিপে এবং আড়াই টাকা রবিতে। জমির খাজন বিঘা প্রতি স্বভাবতঃ কত হল—২১, ১৷৷, ২ টাকা। বর্ধমানে বোধ হয় জমির খাজনা ২ টাকা। জমির খাজনা যেখানে ২ টাকার মত সেখানে ওয়াটার ট্যাক্স বিঘা প্রতি এত বেশি করার কোন প্রয়োজন নেই। আপনি দেশে যদি খাদ্য জন্মাতে পারেন বেশি করে,

চাষীরা যদি বুঝতে পারে যে আপনাদের জল নিয়ে তারা বিঘা প্রতি অনেক লাভ করেছে, তাহলে তারা আপনিই জল নেবে, তাদের বুঝাবার কোন দরকার হবে না এবং সেজন্য তারা আন্দোলনও করবে না। সেই জল নিয়া তারা বেশি প্রোডাকশন করবে এবং অপোজিশনও তখন ইরিগেশনের বিরুদ্ধে গড়ে উঠবে না। কাজেই সমস্ত দিক থেকে বিবেচনা করে এই ওয়াটার রেটটা কম করা দরকার। আমি সর্বোচ্চ বলেছি খারিপে হবে বিঘা প্রতি ২ টাকা, এবং রবিতে বিঘা প্রতি আড়াই টাকা। সেইজন্য আমি মুভ করছি—

Sir, I beg to move that in clause 4(1), items (a) and (b), for the figures "12-50" and "15-00" the figures "6-00" and "7-50" respectively be substituted.

আমার তৃতীয় সংশোধনীটি ভাষাগত সংশোধনী এবং আমি মুভ করছি—

Sir, I also beg to move that in clause 4(2), line 5, after the the words "prefer objections" the words "to the State Government" be inserted.

৪(২) ধারায় বলেছেন খাজনা কি হবে এইরকম নোটিফিকেশন বেরুবার পর এক মাসের মধ্যে যারা এই নোটিফিকেশনের দ্বারা এ্যাগ্রীভড হবে—

they will prefer objections, to whom, Sir? To the collector.

গভর্নমেন্টের কাছে অবজেকশন প্রেফার করবে, এরকম জিনিস থাকা দরকার। এজন্য আমার সংশোধনী হচ্ছে টু দি ষ্টেট গভর্নমেন্ট। এখানে সংশোধনী প্রস্তাবে আমি টু দি ষ্টেট গভর্নমেন্ট বলেছি—কালেকটর, ম্যাজিস্ট্রেট, এসব কথা বলি নি। কেন বলি নি? ৪(১) ধারার দিকে তাকিয়ে দেখুন, সেখানে রয়েছে—

whether the State Government is of the opinion that,

অর্থাৎ ষ্টেট গভর্নমেন্ট সন্তুষ্ট হোলে, তবে নোটিফিকেশন বেরুবে। সুতরাং অবজেকশন যদি দিতে হয় তাহলে ষ্টেট গভর্নমেন্টের কাছেই দেওয়া উচিত। সুতরাং প্রেফার অবজেকশনস টু দি ষ্টেট গভর্নমেন্ট এই এমেন্ডমেন্টটা আমি এখানে উপস্থিত করছি।

[3-20—3-30 p.m.]

আমার ৫৬ নম্বর সংশোধনীর ভাষাটা একটু পরিবর্তন করছি এবং পরিবর্তিত সংশোধনী প্রস্তাবটি ফ্লোর অব দি হাউস থেকে মুভ করছি—

Sir, I also beg to move that in clause 4, sub-clause 3(b) for the sub-clause 3(b) the following be substituted, namely:—

"(b) impose a water rate in the area in respect of which the declaration under sub-section (1) was made, or in any part thereof (hereinafter referred to as the notified area) not exceeding the rates specified in the notification under sub-section (1)".

এই কথাটা বলার অর্থ কি? কেন এটা দিয়েছি? কারণ এই বিলে যে ভাষাটা আছে সেটা হল কি না, প্রথম নোটিফিকেশন বেরিয়েছিল এবং সেই নোটিফিকেশনে একটা রেট ধার্য্য করে দেওয়া হল। সেই রেট কত? ধরুন খারিপের জন্য ১১ টাকা ধার্য্য করা হল, বিশেষ একটা এরিয়ায়। তারপর এক মাস সময় দেওয়া হয়েছে অবজেকশন দেওয়ার জন্য। তারপর অবজেকশন শুনে টুনে একটা ফাইনাল ফিকশেসন অব ওয়াটার রেট হবে। এখন এই যে ফাইনাল ফিকসেশন হবে, কার চেয়ে বেশি হবে না? ঐ ১১ টাকার বেশি হবে না, না, ১২ টাকার বেশি হবে না? যেটা ম্যাকসিমাম সিলিং সরকারের এই বিলে রয়েছে, সেই ম্যাকসিমাম সিলিং ১২ টাকার বেশি হবে না। নোটিফিকেশনে ১১ টাকা ফিক্স। তার বেসিসে লোকে অবজেকশন দিলো। পরে ফাইনাল ফিকসেশন হচ্ছে ১২ টাকা হবে না। সুতরাং হওয়া

উচিত নোটিফিকেশনে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তার চেয়ে বেশি কোনক্রমে হবে না। সেই অসুবিধা ও ত্রুটি যা ডিফেক্ট আছে, তা দূর করবার জন্য ফ্লোর অব দি হাউস আমি এটা মুভ করলাম।

তারপর হচ্ছে আমার ৫৭ নং প্রস্তাব.........

Mr. Speaker: With regard to this substitution in clause 4(3)(b), the Hon'ble Minister has just now told me that he is accepting it.

Sj. Subodh Banerjee:

নেক্সট পয়েন্টএ আসছি। যে ক্লজ ৪(৩) প্রভিসো আছে এবং আমি মুভ করছি—

I beg to move that in clause 4(3) for the proviso, the following proviso be substituted, namely:—

"Provided that there shall not be any such rate in respect of any land for which water is obtained for irrigation by lift irrigation arrangement maintained and operated by the owner or occupier thereof unless the occupier makes a petition to the State Government for supply of water in which case such rate shall be one-half of the rate specified in the notification."

যখন প্রভিসোতে এখানে বলছেন যে লিফ্‌ট ইরিগেশন যেখানে হবে, সেই জায়গায় ওয়াটার রেট হবে অর্ধেক হবে, শুধু একথা বলা হচ্ছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে যেখানে লিফ্‌ট ইরিগেশন হবে, সেখানে অর্ধেক নয়, কোন কিছু ধরা উচিত নয়। মন্ত্রী মহাশয় নিজে জানেন লিফ্‌ট ইরিগেশনে যা খরচ, সে খরচ অনেক বেশি। ভাগ দিলেও তার যা পড়বে, সেক্ষেত্রে অনেক বেশি হবে। এই বলবো লিফ্‌ট ইরিগেশন যেখানে হবে, সেখানে ট্যাক্স মকুব করে দেবেন। কেন লিফ্‌ট ইরিগেশন হচ্ছে? কারণ আপনারা খালের জল তার মাঠে পৌঁছে দিতে পারেন নি। তার জন্য লিফ্‌ট ইরিগেশন করছেন। তার একস্ট্রা খরচ করতে হচ্ছে। আপনি চাচ্ছেন কি? আপনার সদিচ্ছায় সন্দেহ প্রকাশ করছি না। আপনি বলছেন এই বিল আনা হলে খাদ্যোৎপাদন বাড়বে। আপনি বললেন রেগুলেটার যদি ভেঙ্গে যায়, বাঁধ ভেঙ্গে যেতে পারে, একটা লোক জল চায়, সেক্ষেত্রে কোন চাষী লিফ্‌ট ইরিগেশন করে জল নেবে, সেখানে এমনি দেওয়া উচিত। আপনার একটা ফিলিং থাকা দরকার। সেখানে অর্ধেক কেন নিচ্ছেন? সেখানে আপনার ছেড়ে দেওয়া দরকার। যারা লিফ্‌ট ইরিগেশন চাচ্ছে, তাদের সেখানে ট্যাক্স ছেড়ে দেওয়ার দরকার আছে।

তারপর আমার ৬৫ নং সংশোধনী প্রস্তাব আছে।

I move that the following further proviso be added to clause 4(3), namely:—

"Provided further that no occupier of any land shall be made to pay the water rate unless his land gets supply of water."

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের এই সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করায় কোন আপত্তি থাকা উচিত নয়। আমি ক্লজ ৪(৩)তে একটা প্রভিশো যোগ করতে চেয়েছি, সেটা হল—

provided further that no occupier of any land shall be made to pay the water rate unless his land gets supply of water.

অর্থাৎ জল যদি না যায়, জল যদি না পায়, তাহলে ওয়াটার রেট দেওয়া হবে না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, তাঁর বক্তৃতায় প্রিন্সিপলটা মেনে নিচ্ছেন। তিনি বলেছেন, আমি মকুব করে দেবো, রেমিশন করে দেবো, জল যদি না দিই, তাহলে ট্যাক্স ধরবো না। এই কথা তিনি যদি

মানেন, তাহলে ক্যাটিগরীক্যালি এখানে একটা প্রভিশো রাখতে কি আপত্তি আছে? মকুব করে দেবেন বলছেন, অবশ্য আইনে সেরকম কোন ব্যবস্থা নেই। মকুব দেবার ক্ষেত্রে একটা জায়গা আছে, সেটা হচ্ছে—

If for any reason there is, in any season, a total or partial failure of crops in any land in the notified area, the State Government may grant total or partial exemption from the water-rate to the owner or occupier of such land as the case may be.

টোটাল অর পার্শিয়াল ফেলিওর অব ক্রপের ক্ষেত্রে হতে পারে। কিন্তু এই ফেলিওর অনেক রিজনএও হতে পারে। আবার জল না দিলেও ফেলিওর না হতে পারে। আপনার জল গেল না, আকাশে টাইমলি প্রচুর পরিমাণে জল হল, ফেলিওর অব ক্রপ হল না। আপনি নদীর বা ক্যানেলের জল দিলেন না, কিন্তু স্বাভাবিক জলে ফসল ভাল উৎপন্ন হল, কিন্তু সেখানে আপনার একজেম্পশন দেবার ক্ষমতা নেই। কারণ এখানে বলছেন ফেলিওর হলে। কিন্তু সেখানেও ফেলিওর টোটাল অর পার্শিয়াল হয় নি, সুতরাং আপনি সেক্ষেত্রে একজেম্পশন দিতে পারবেন না এ্যাকর্ডিং টু অ্যাক্ট। অথচ আপনি জলও দিলেন না, আপনার জল না পেয়ে ফসল হল এবং তার জন্য তাকে ট্যাক্স দিতে হল। কি বলবো, এটা অত্যন্ত একেবারে ড্র্যাকোনিক। এর চেয়ে আর কি গালাগালি দেবো। (এ ভয়েস ফ্রম কংগ্রেস বেঞ্চঃ প্রাণভরে দিন।) এর চেয়ে খারাপ আইন আর হতে পারে না।

Mr. Speaker: "Draconic" means severe, according to Chamber's Dictionary.

Sj. Subodh Banerjee:

শুধু সিভিয়ার নয়, ঐ ড্র্যাকোনিকএর মধ্যে একটা কন্সেপ্ট আছে।

Mr. Speaker:

সেটা হচ্ছে ভাবার্থ।

Sj. Subodh Banerjee:

ড্র্যাকোনিকএর মানে হচ্ছে ঐ রকম—কোন কিছু দেবো না, কোন বেনিফিটও দেবো না, অথচ বাগে পেলে গলা কেটে নেব।

মন্ত্রী মহাশয়কে একটা জিনিস বিবেচনা করতে বলি. তিনিত নীতিগতভাবে মেনে নিচ্ছেন, বক্তৃতায় বলেছেন জল না দিলে, ট্যাক্স নেবো না। তিনি বোধহয় জানেন, তাঁর মতামত হাউসে বলার বক্তৃতার কোন মূল্য থাকে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেটা আইনে লেখা থাকে। লেজিসলেচার-এর ভিতর বক্তৃতা দেবার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, যখন কোন আইনের সংগে এম্বিগুইটি থাকে, অর্থাৎ—

interpretation of Acts and statute ambiguity

সেটা ঠিক করা। কিন্তু এখানে যে এম্বিগুইটি নেই, পার্শিয়াল অ্যান্ড টোটাল ফেলিওর না হলে, আপনি রেমিশন দিতে পারেন না। জল না দিয়েও পার্শিয়াল অ্যান্ড টোটাল ফেলিওর না হতে পারে, সেক্ষেত্রে ক্যাটিগরীক্যালি এই রকম একটা প্রভিশন থাকা ভাল, এবং তাতে চাষীরা আশ্বস্ত হবে যে মন্ত্রী মহাশয় আমাদের জল না দিয়ে ট্যাক্স আদায় করবেন না। সুতরাং আমার এই সংশোধনী প্রস্তাবটি গ্রহণ করবার জন্য মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করবো। আমার সংশোধনী প্রস্তাবের নম্বর হচ্ছে ৬৫।

[3-30—3-40 p.m.]

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

প্রথম কথা এই সম্বন্ধে বলতে চাই যে, অর আর লাইকলি টু বি বেনিফিটেড; এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে, বর্তমানে ডেভেলপমেন্ট্‌ অ্যাক্টে এই প্রভিশন আছে যে কোন জমিতে জল পেলো কি পেলো না এখানে তা চাষীকে প্রমাণ করতে হবে। এবং ট্যাক্স ইম্পোজ করবার আগে গভর্নমেন্ট তাদের অফিসার পাঠিয়ে টেষ্ট নোট দিয়ে তারা জানাবেন যে হ্যাঁ এই এই প্লটে জল গিয়েছে, সেটা দেখে টেষ্‌এ নোট প্রিপেয়ার করে সেই জল দেবার জন্য নোটিস দিয়ে ইম্পোজ করতে পারেন। এখানেও তাই হওয়া উচিত। এখানে কমান্ড এরিয়ায় ১০ লক্ষ একর জমিতে জল দিতে হবে। অবশ্য প্রথমে পারবেন না, কয়েক বৎসর লাগবে। সেজন্য হয়ত প্রথমে নোটিফিকেশন হবে যে দু লাখ একরে দিতে পারবেন, তার পরের বছরে তিন লাখ একরে নোটিফাই করবেন, এরকম করে যখন দিতে পারবেন তখন নোটিফিকেশন বাড়াবেন। এবং যখন টেষ্ট নোট প্রিপেয়ার হচ্ছে, জল সেখানে যখন গেছে তখনই ইম্পোজ করা সম্পর্কে নোটিস ইসু করতে পারবেন, তার আগে নয়। এটা সকলেই জানেন এক মাস সময়ের ভিতর অনেক জমি লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি শেষ পর্যন্ত যদি ১০ লক্ষ একরে জল দিতে হয়, সেখানে হয়তো ২৫।৩০ লক্ষ কৃষক সেখানে ইনভলভড হবে, এতগুলি কৃষকের পক্ষে অল্প সময়ের ভিতর চাষের সময় এসে অবজেকশন ফাইল করে যাওয়া অনেকের সুযোগই পাবে না, সেজন্য চাষীর উপর চাপান না রেখে ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টে যা ফলো করা হত, সেই রকমভাবে আগে টেষ্ট নোট প্রিপেয়ার করবেন এবং সেইখানে একজাক্টলি জল গেছে কিনা, সেটা দেখে জল যাবার পর এই সম্পর্কে নোটিস করবেন এই হচ্ছে এই সম্পর্কে বক্তব্য। তারপর আমি মুভ করছি—

Sir, I beg to move that in clause 4(1), lines 8 to 12, for the words beginning with "at such rate" and ending with "in the notification" the words "at such rate that will be necessary to meet the maintenance cost of the canal system, but in no case such rate shall exceed Rs. 5 50nP. per acre for a single year", be substituted.

আর আমি বলছি যে রবি এবং খারিপে কোন পার্থক্য না রেখে সাড়ে পাঁচ টাকা করে বর্তমানে যা আছে তাই রাখুন। আমার যুক্তি হচ্ছে প্রধানত এর আগেও যা বলেছি মোটামুটি ক্যানেল মেন্টেইন করতে অপারেট করতে এবং জল ডিস্ট্রিবিউট করতে ট্যাক্স রিয়েলাইজ করতে ডিস্ট্রিবিউশন অব ওয়াটার অ্যান্ড • রিয়েলাইজেশন অব রেট করতে যা খরচ পড়ে, সেটুকু তোলার মত রেট সেখানে ধার্য করুন এবং এই প্রসঙ্গে ১৯৫৩-৫৪ সালে দামোদর ক্যানেল সম্পর্কে প্রশ্ন রেখেছিলাম, তাতে দেখা যায় সেই সময় ১ লক্ষ ৭৫ হাজার একরে যে জল দেওয়া হত, তাতে সাড়ে পাঁচ টাকা করে প্রায় ৯ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা আদায় হত এবং খরচ সর্বসাকুল্যে ম্যাক্সিমাম অপারেট করা ইত্যাদিতে প্রায় ৭ লক্ষ টাকার মত খরচ হত, দু লক্ষ টাকা সেখানে বাঁচত। সেই হিসাবে দেখছি ১০ গুণ বেশি হলে সাড়ে পাঁচ টাকা ১০ লক্ষ একরে ধার্য করলে ৫৫ লক্ষের মত হবে, শেষ পর্যন্ত ৩৫।৩৭ লক্ষ টাকা খরচ হবে, এটাই হচ্ছে ক্যানেল অপারেশনের দিকে থেকে সাফিসিয়েন্ট এবং এটাই হওয়া উচিত। এবং এই সমস্ত যুক্তিতেই দু টাকা নয় আনা ধার্য হয়েছিল। আন্দোলনের পর বাড়াবার প্রধান যে যুক্তিগুলি উঠেছিল, যেজন্য উনি একথা তুলেছিলেন যে, ধানের দাম খড়ের দাম যা বৃদ্ধি হবার তা আগেই হয়েছে সেই বৃদ্ধি অবস্থাতেই যখন এত বছর সাড়ে চার টাকার মত রেটে এত বছর চলে এসেছে, তখন সেটাই সেখানে রাখা দরকার, তার উপর বাড়িয়ে এ জিনিস করা উচিত নয়। এখানে প্রশ্ন উঠেছে আমরা ওয়ার্লড ব্যাঙ্ক থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ধার করেছি, যা নিয়েছি তা সুদ সমেত ফেরত দিতে হবে। আমি সেখানে বার বার দেখিয়েছি যে এই টাকা যা নেওয়া হয়েছে, তা সুদ সমেত ফেরত দেওয়া যায় এবং তার জন্য এটা চাষীর ঘাড়ে না কল্লেও চলে, তাদের ঘাড়ে ট্যাক্স না করেও ফেরত দেওয়া যায়, সেই সম্পর্কে ইলেকট্রিক সম্বন্ধে যে আয় হতে পারে, সেটা তুলেছিলাম। এখানে ইলিকট্রিসিটি আয়ের বৃদ্ধির কথা নয়, খুব ভাল করে খবর নিয়ে দেখেছি, বর্তমান সেচমন্ত্রীর যে ভাষণ ছিল, গত বছর ইলেকট্রিসিটি

বিক্রি করে গ্রোস রেভিনিউ হয়েছে ৪ কোটি টাকা এবং এটা আরও বাড়বে। সেটা বাড়লে পরে আয় যথেষ্ট হতে পারে। আপনি যদি ১২ টাকা হারে করেন তাতে দেখা যাবে ১০ একরে দেবেন ১ কোটি ২০।২২ লক্ষ টাকা এবং ৩ লক্ষ একরে ধরেন ১৫ টাকা হারে সবশুদ্ধ হবে ৬৫।৬৭ লক্ষ টাকা, তার বেশি নয়। অথচ দেখা যাচ্ছে ইলেকট্রিসিটি থেকে ১২।১৩ কোটি টাকা তুলতে পারেন। এমন কি বাল্ক সেল যা হয়, তাতে অল্প যে টাকা কম পড়ে সেই টাকাও তুলতে পারেন, সেজন্য এদিকেও প্রশ্নই নাই, আমি জানি আসানসোল এলাকায় শিল্পের সাথে জড়িত, কলিয়ারি এলাকায় যে সমস্ত জিনিস মেন্টেইন করতো, তাদের আজকে সুবিধা হয়ে গেছে। তারা সেই বড় বড় পাওয়ার হাউস উঠিয়ে দিয়ে বড় বড় কনসার্ন মার্টিন বার্ণ থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ফ্যাক্টরীতে আজকে এটা না থাকলে আদারওয়াইজ যে কষ্ট পড়ত তা করতে হয় না। আজকে বেনিফিট পাচ্ছে তারা অনেক বেশি, আজকে সেখানে যদি প্রয়োজন হয় কিঞ্চিত বাড়িয়ে হতে পারে, অনেক সময় মনে হয় না বাড়িয়েও হতে পারে, যদি আমরা সেরকম ব্যাপক শিল্পবিস্তারে এগিয়ে যেতে পারি।

[3-40—3-50 p.m.]

সেইজন্য আমার খুব স্পষ্ট কথা এই যে সাড়ে পাঁচ টাকা ধার্য্য কোরে তাকে মেন্টেইন করা, ডিস্ট্রিবিউট করা এবং রেট রিয়েলাইজ করা সম্ভব। সেটা আমার অভিজ্ঞতায় আমি হিসাব নিয়ে দেখেছি। দামোদর পরিকল্পনার যে টপ হেভী এডমিনিষ্ট্রেশন যদি সেভাবে এডমিনিষ্ট্রেশন ডি, ভি, সি না করে, তাহলে দামোদর ভ্যালির ব্যবস্থা অনুযায়ী খরচ হলে টাকা উঠে আসতে পারে। যেখানে ৩ নং এমেন্ডমেন্ট বলা হচ্ছে—

"On the expiry of the period referred to in sub-section (2) for preferring objections, the State Government may after considering the objections, if any, received by it during such period, by notification,—

(a) withdraw the declaration intending to impose a rate, or

(b) impose a water rate at such rate, not exceeding the limits referred to in sub-section (1),"

অর্থাৎ যদি গোড়ায় ধরা হয় যে, ম্যাক্সিমাম ফিক্স কোরে দিলেন তা নয়, কি একজাক্ট রেট সেখানে হচ্ছে এটা যেখানে ফিক্স করার কথা হচ্ছে সে বিষয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েতের সাথে আলোচনা কোরে, এবং স্থানীয় প্রতিনিধির সাথে আলোচনা কোরে হওয়া উচিত। কারণ, এখানে ব্যাপার হচ্ছে, একটা লোকালিটিতে তারা সত্যসত্যিই কতখানি পারে বা না পারে, তা লোকাল এডমিনিষ্ট্রেশন হিসাবে আপনি যদি পঞ্চায়েত গড়ে তুলতে চান, তাহলে পঞ্চায়েতকেই ইলেকটেড বডি হিসাবে নেওয়া উচিত, এই বিলের মধ্যে। যদি তাঁরা বলেন যে সমগ্র এলাকাই একটা পঞ্চায়েত এলাকা, এবং এক একটি এলাকায় তাদের সমগ্রভাবে ওয়াকিফহাল হওয়ার কথা যে কি হওয়া উচিত বা না উচিত, সেদিক থেকে এই জিনিসটার কন্সিডারেশনের ক্ষেত্রে অঞ্চল পঞ্চায়েতকে রাখতে বলছি এবং এই কারণেই নির্বাচিত প্রতিনিধির কথাও বলছি।

তারপরে ৬২ নংএ একটা প্রভিশো অ্যাড করতে বলছি—

Sir, I beg to move that the following further proviso be added to clause 4(3), namely:—

"Provided further that such rate shall in respect of any land for which water is not taken be nil."

এখানে বলছি ওয়াটার ইজ নট টেকেন—এটা খুব প্রয়োজনীয়। গত কালকার এমেন্ডমেন্টে সদস্য সুনীল দাস মহাশয় বলেছেন এবং আমাদের বহুদিনের অভিজ্ঞতা যে ক্যানেলের জন্য ওয়াটার-লগিং অনেক জায়গায় এমন হয় যে, ওয়াটার-লগিং না করলে চাষ নষ্ট হয়, সেখানে চাষকে সেভ করবার জন্য অনেকক্ষেত্রে জল আটকে রেখে দেবার প্রয়োজন হতে পারে। সেই জন্য কোন এরিয়া যে এরিয়া টেইল এন্ডে থাকে সেখানে এই সমস্যা খুব বেশি, কারণ

টেইল এন্ডে প্রয়োজনের বেশি জল অন্য ক্যানালে বা নদীতে ছাড়বে এমন নাই, অধিকাংশই মাঠে ছাড়তে হয়, সেই জন্য টেইল এন্ডে অবস্থা হয় যে টেইল এন্ডে জল এলে পর ওয়াটার-লগিংএর জন্য চাষ নষ্ট হবে, সেখানে চাষীর অধিকার থাকবে কি না যে চাষকে সেভ করবার জন্য সে জলটা বাঁধ দিয়ে আটকে রাখতে, বা ডাইভার্ট কোরে দিতে পারে। সেইজন্য যে জল নিলে না সেজন্য মাপ হওয়া প্রয়োজন। সেই রকম ধরণের মেমারী এবং অন্য জায়গার অভিজ্ঞতা দিয়ে বলছি, যে যাঁরা বাস্তব সমস্যা জানেন তাঁরা এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল। সেই রকম যেখানে সম্ভাবনা আছে, যেখানে জল এলে পর চাষের ক্ষতি হতে পারে, সেখানে ফসল রক্ষা করার মৌলিক অধিকার কেন দেবেন না? তার অধিকার থাকা দরকার, যে সে বলতে পারে আমি জল নেব না। জলকে ডাইভার্ট কোরে দেব এবং সেজন্য রেমিশন বা মকুব হওয়া দরকার। গভর্নমেন্টের খালের জল এক দিনে ঢোকান যায়, কিন্তু বার করতে ১০ বছর লাগে। কাজেই ইম্পজিশনএর আইন হলেও রেমিশন কিছু পেতে পারে। সেই সেই ক্ষেত্রে ইম্পজিশন না হওয়ার প্রভিশন থাকা দরকার।

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 4(1), lines 8 to 11, the expression beginning with "not exceeding" and ending with "Rs. 15.00 nP. per acre for the rabi season" be omitted.

Sir, I beg to move that in clause 4(3)(b), line 2, the words, figure and brackets "referred to in sub-section (1)" be omitted.

Sir, I will speak on items Nos. 30 and 55. In my amendment No. 30 I have sought to delete the entire operative portion, but I would say that by deleting that portion the object of the Act will remain in tact, because in my amendment I have sought to delete this portion "not exceding Rs. 12.50 nP. per acre for the kharif season, and Rs. 15.00 nP. per acre for the rabi season,". Though this portion is deleted, the remaining portion would be the State Government may by notification declare its intention to impose in such area a water rate for the kharif season or the rabi season at such rate as may be specified in the notification. So the spirit of the Act will be there. The imposition will be there, but the maximum limit which is inculcated in this portion of clause 4(1) will be omitted, and this omission will be, I say, in tune with the Damodar Valley Corporation Act which is the Central Act. Of course it carries your ruling that in spite of that fact and in spite of Article 288 of the Constitution, this Legislature has got the power to proceed with such a legislation. So in this House we are bound to obey that. Further, in the statement of objects and reasons you have said that you shall impose tax after consulting the Corporation. It is stated there "which shall be fixed by the Government after consultation with the Corporation". So by stating this you are following Section 14, sub-section (2) of the Damodar Valley Corporation Act, 1948.

[3-50—4 p.m.]

Sir, section 14(ii) is in these terms: The rate at which such water shall be supplied by the Provincial Government to the cultivator and other consumers shall be fixed by that Government after consultation with the Corporation. So, you shall have to follow section 14(ii) of that Act and even in imposing taxes under the present Act which is a provincial Act, you shall consult that Corporation. Now, if that procedure is to be followed, then why are you going to fix any upper limit. You are not imposing any particular tax, but you are only fixing an upper limit, thereby you mean to say that you shall never exceed that limit. Now, if the rate is to be fixed after consulting the Corporation and if there is an extreme case that the Corporation disagrees with your fixation of Rs. 12.50 nP. for the kharif crop and Rs. 15 for the rabi crop and the Corporation says that it shall allow you to impose a rate which is higher than those rates, then the

operation of this Act will be completely nugatory. You are not yourself the master of the whole situation. The rate will be fixed after consultation with another party and if that party, who will be a party to this agreement, disagrees on your maximum limit and if it suggests something higher, then you cannot proceed under this section and the entire section will be nugatory and the Central Act, in spite of this legislation of ours, will remain in force. This is because of Article 372 of the Constitution which says "all the law in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution shall continue in force therein until altered or repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority." Now, the Damodar Valley Corporation Act of 1948 was in force when this Constitution came into operation and that was a Central Act and a valid Act passed under section 103 of the Government of India Act. Now, that Central Act will remain in force and the only legislature which is competent to alter it or amend it is the Central Legislature because the Damodar Valley Corporation Act was passed for inter-State supply of water and that is covered by item 56 of List I of the Seventh Schedule. Under Article 372 of the Constitution, the Central Legislature is the only legislature which can make any change in that Act. Our power as given in item 17 of List II of the Seventh Schedule is subordinate to that power. Of course, before the Constitution, under section 103 of the Government of India Act, the legislature of the province of West Bengal and the legislature of the province of Bihar requested the Central Government to pass an Act in that manner and the Central Government at that time passed that Act. But after the Constitution came into force, our power to legislate in regard to this matter is subject to item 56 of List I of the Seventh Schedule. Therefore, we are powerless to do anything with regard to that Act. So, if that Act remains in force, how can you make this portion of the section operative if the Corporation disagrees with your rate? Therefore, you have said in clause 3 which has been just passed: The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or in any other law or contract for the time being in force. By this legislation you are trying to reserve your power in spite of the Central Act. But when there is conflict between the Central Act and the State Act and the Central Legislature under the Constitution is competent to enact in that way, provisions of section 3 in spite of giving priority to this Act, in spite of provisions of other Acts to the contrary, cannot prevail. Instead of entering into a hazardous position of fixing a maximum limit you could have said "at such rate as may be specified in the notification". Each time whenever you come into contact with the Corporation and you and the Corporation come to an agreement, that will follow. Although that rate does not appear in the operative portion of the section, you have got power to levy tax but for each year the rate has not been fixed. It may be put there in the notification. Article 13(3) of the Constitution says, "In this article, unless the context otherwise requires, (a) 'law' includes any Ordinance, order, bye-law, rule, regulation, notification, custom or usage having in the territory of India the force of law". If you say something in a notification after consultation with Damodar Valley Corporation, that will be law according to this provision of the Constitution because Article 13(1) says, "All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution, in so far as they are inconsistent with the provisions of this Part, shall, to the extent of such inconsistency, be void": That is with regard to Part III. The Constitution nowhere defines the word "law" except in this Article and according to this Article law includes notification. In this section you have said "at such rate as may be specified in the notification". According to section 4(1) if you, after consulting the Damodar Valley Corporation, come to an agreement and publish that agreement in a notification that will be a valid piece of law and that law will

prevail in spite of the Damodar Valley Corporation Act, because by following that you shall be obeying section 14 of that Act, the conflict between State and Central law will be avoided, and for each year you shall not be liable to enter into the bitterness of fixing up the maximum limit but you will be able to fix the rate according to the prevailing circumstance and according to the agreement. That is with regard to my amendment No. 30.

Then I have got an amendment, No. 55, which is a consequential one. I move that in clause 4(3(b), line 2, the words, figure and brackets "referred to in sub-section (1)" be omitted. If you accept amendment No. 30 that will automatically follow.

Sj. Chitto Basu:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার এখানে ৪টা এমেন্ডমেন্ট আছে এবং তার দুটো হচ্ছে রেটস সংক্রান্ত প্রশ্ন। সেখানে রেটস ধার্য্য করবার কথা আছে, সেখানে আমি ৬ টাকা এবং ৯ টাকা এই দুটো রেটের কথা উল্লেখ করেছি।

I move that in clause 4(1)(a), for the words and figures "Rs. 12.50 nP." the words and figures "Rs. 6.00 nP." be substituted.

I also move that in clause 4(1)(b), for the words and figures "Rs. 15.00 nP." the words and figures "Rs. 9.00 nP." be substituted.

[4--4-10 p.m.]

যদিও মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন তিনি যে রেটের কথা উল্লেখ করেছেন, সেটা সর্বোচ্চ এবং এর কমও হতে পারে এবং সেটা বিভিন্ন সময় নির্ধারণ করা হবে। কিন্তু নির্ধারণ করবার ক্ষেত্রে কি কি পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে সে সম্পর্কে তিনি কিছুই বলেন নি। আমরা এই হাউসে অনেকবার আলোচনা করেছি এবং বারবার এই কথাই বলেছি যে, নো প্রফিট, নো লস এবং মেন্টিনেন্সের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হবে, সেই অর্থ যদি সেচকরের মারফত তোলবার চেষ্টা করেন, তাহলে হয়তো হতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল কৃষকদের বর্তমানে যে অবস্থা সেটাই সর্বাগ্রে বিবেচনা করা উচিত। সাধারণভাবে জমির খাজনা বিঘা প্রতি ২।৩ টাকার উপর হয় না, এর উপর যদি সেচকর চাপান এবং মন্ত্রী মহাশয় যে হারের কথা বলছেন, তাতে আরো অনেকগুণ বেড়ে যাবে। সুতরাং সাধারণ খাজনার যা রেট আছে, তার ২।৩ গুণের বেশি হওয়া উচিত নয়, এটাই বলেছি। এবং কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে নো প্রফিট, নো লস, এই ভিত্তিটা আগে ঠিক করা উচিত।

তারপর দ্বিতীয় প্রস্তাবে আমি যেটা বলেছি সেটা পড়ে দিচ্ছি—

Sir, I also beg to move that in clause 4(2), line 4, for the words "one month" the words "three months" be substituted.

এখানে আমি ১ মাসের জায়গায় তিন মাসের কথা বলেছি। মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, সমগ্র আইনটা প্রয়োগ করার কেত্রে আমরা দেখছি জল যাক বা না যাক, অল লাইকলি টু বি বেনিফিটেড, সেই অঞ্চলটা সেটাই ইনক্লুড করা হবে। এই ইনক্লুশন হওয়ার ফলে অধিক সংখ্যক আপত্তি হবার সম্ভাবনা আছে। যেখানে তিনি উচ্চহারে রেট নির্ধারণ করছেন—

at which the water rate is intended to be imposed or to the inclusion of such land in the area...... or the rate at which the water rate is intended to be imposed or to the inclusion of such land in the area in respect of which the declaration has been made".

সুতরাং যে ক্ষেত্রে আইনটি ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হবে, সেখানে তাদের আপত্তি দেবার সুযোগ থাকা উচিত, সে জন্যই আমি এক মাসের জায়গায় তিন মাস করতে বলেছি।

কাজেই এই প্রস্তাব বিবেচনা করে ঐ সময়টা বাড়ান দরকার। কেন না আপত্তি যাতে ভালমত বিবেচিত হয়, সকলে যাতে আপত্তি দাখিল করতে পারে, তার জন্য এই সময়টা দেওয়া প্রয়োজন।

তারপর ৫৪নং—

I move that in clause 4(3), line 4, after the word "period" the words "stating reasons" be inserted.

এইভাবে অবজেকশন দাখিল করবার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেই আপত্তিগুলি শুনে তার পরেতে—

On the expiry of the period referred to in sub-section (2) for preferring objections, the State Government may, after considering the objections, if any, received by it during such period"

আমি বলেছি, স্টেটিং রিজন। কেন না ওখানেতে আছে এই আপত্তিগুলি শুনে স্টেট গভর্ণমেণ্ট ধার্য করবেন বা উইথড্র করবেন, ডিক্লিয়ারেশন দিয়ে। সেই প্রসংগে আমার বক্তব্য হচ্ছে, যদি কোন জায়গায় আপত্তি দাখিল হবার পরে, কেন সেটা অগ্রাহ্য করা হলো, সে বিষয়ে সরকারের যদি কোন রকম বক্তব্য থাকে, সেগুলি সরকারের জানান দরকার, সেই রিজন দেওয়া দরকার। নইলে আরবিটারী হবে। যে অফিসার রায় দিলেন তিনি কোন বিবেচনা করে দিলেন কিনা, সেই আপত্তি যারা দিয়েছে, সেটা ভালভাবে হিয়ার করা হয়েছে কিনা, লাইকলি টু বি বেনিফিটেড হয়েছে কিনা, সেটা দেখা প্রয়োজন। সে শর্তগুলি অনুধাবন করে স্থানীয় সাক্ষীসাবুদের শুনানীর সুযোগ দিয়েছেন কিনা।

Mr. Speaker:

১২ টাকার ওয়াটার রেট ছাড়াতে গিয়ে ২৬ টাকা উকিল খরচ দিতে হবে?

Mr. Basu, do you mean that they should give a judgment?

Sj. Chitta Basu: I do not mean that

আমি উকিলের কথা তুলছি না। তাহলে তো কোন আইন করা যায় না। আই ডু নট মিন প্লিডার।

সেই কৃষক যদি আপত্তি দিতে চায়, সে দেবে। তারপরেও কেন ১০ টাকা ধার্য করা হলো, সেটা সে জানতে চায়, গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে।

Sj. Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that in clause 4(1)(a), for the words and figures "Rs. 12.50 nP." the words and figures "Rs. 4.50 nP." be substituted.

I move that in clause 4(1)(a), for the words and figures "Rs. 12.50 nP." the words and figures "Rs. 3.00 nP." be substituted.

Sir, I beg to move that clause 4(1)(b), be omitted.

I further beg to move that after clause 4(1)(b), the following be inserted, namely:—

"(c) for both the season Rs. 5.50nP."

I also move that in clause 4(2), line 4, for the words "one month" the words "nine weeks" be substituted.

স্পীকার মহাশয়, আমি যে এমেন্ডমেন্টগুলি মুভ করছি, সেগুলি হচ্ছে ৩৭, ৩৯এ, ৪৪ই ও ৪৮এ।

আমার এই সংশোধনীগুলি আনার সঙ্গে সঙ্গে আমি বলতে চাই যে, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে বিল এনেছেন এবং যাতে কর ধার্য্য স্থির করেছেন.........

[4-10—4-20 p.m.]

Mr. Speaker:

এটা কি ভাগ বাটোয়ারার কাজ হচ্ছে?

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে চড়া হারে কর ধার্য্য করতে গিয়েছেন, সেটা আমি সংশোধিত আকারে আনতে চাই। আমি রেখেছি—সাড়ে বার টাকার জায়গায় ৩ টাকা করা হোক এবং ৩ টাকা করার যুক্তিটা আমি এই হিসাবে রাখতে চাই। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যেভাবে চড়া হার করেছেন, এই হারে কৃষকরা দিতে ত পারবেনই না, অধিকন্তু এর জন্য যে সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে, তা বাড়বে বই কমবে না। অন্য দিকে যে যে কারণেতে ডি, ভি, সির জল দিয়ে ট্যাক্স নেওয়া যেতে পারবে, সেই সমস্ত কারণগুলি যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে সময় ডি, ভি, সির জল দেবেন বলছেন খারিপ সিজনের জন্য সেই সময় জলের প্রয়োজনীয়তা আছে নিশ্চয়, কিন্তু তারপরে বর্ষার জল এসে পড়ার সম্ভাবনা আছে। তারপর এই কথা আমি বলছি না, যে বর্ষার জল পাওয়া যাবে বলে তার আগে বৃষ্টি হতে পারে না, সেই সময় জলের প্রয়োজনীয়তা নেই। প্রশ্ন হচ্ছে সেই সময় জলের যোগান দেওয়া যাবে কি না? আমিই শুধু এই কথা বলছি না। আমি বাংলা সংবাদপত্র যুগান্তর থেকে একটা উদ্ধৃতি দিয়ে বলছি। তাঁরা লিখছেন যে ডি, ভি, সি পরিকল্পনার মাধ্যমে সেচের জল বাবত মূল্য আদায় সম্পর্কে আরও একটি মূল নীতিগত প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে। পরিকল্পনার ব্যবস্থা আছে যে, আমন খন্দের জন্য, অর্থাৎ আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র মাসেই সর্বাপেক্ষা বেশি জমিতে, পরিমাণে প্রায় সাড়ে দশ লক্ষ একর, সেচের জল সরবরাহ করা হইবে।

Mr. Speaker:

ওটা না পড়ে আপনি মুখে বলে দিন। আপনি পাকা লোক, খবরের কাগজ আর পড়বেন না।

Sj. Monoranjan Hazra:

স্পীকার, স্যার, আমি পড়ছি এই জন্যে যে খবরের কাগজের মতামতেরও ত একটা দাম আছে। আমার যুক্তির সাপক্ষে, দু-চারটে লাইন মাত্র পড়ছি, আমি কিছু বেশি পড়ছি না।

Sj. Jagannath Majumdar: On a point of order, Sir,

কোন খবরের কাগজ থেকে একস্ট্রাক্ট পড়া এলাউড কি না? আমি যতদূর জানি খবরের কাগজ থেকে একস্ট্রাক্ট পড়া এলাউড হয় না।

Sj. Monoranjan Hazra:

আমি যতদূর জানি পূর্বে এখানে এলাউড হয়েছিল।

Mr. Speaker: I am only telling you this. I will allow short extracts to be read but not to be read in *extenso*.

Sj. Monoranjan Hazra:

আমন ফসলের জন্য, অর্থাৎ আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র মাসেই সর্বাপেক্ষা বেশি জমিতে সেচের জন্য জল সরবরাহ করা হইবে। কিন্তু স্বাভাবিক বৃষ্টি হইলে এ সময়ে জল কিনিয়া ক্ষেতে সেচ দেওয়ার প্রয়োজন অতি নগণ্য।

এখন বলা হচ্ছে, এই সময় যে বৃষ্টি হবে সেই বৃষ্টির জল দিয়ে তার ভাল ফসল হলে আপনি বলবেন আমি জল দিয়েছি, তার জন্য আইন হয়ে গেছে, কর দিতে হবে। এইরকম একটা অবস্থায় গিয়ে পড়তে পারে। অন্য দিক দিয়ে আমি এই কথা বলতে চাই, যে সময় রবি ক্রপ হয়, সেই সময় জলের যোগান দেওয়া অসম্ভব। কারণ আমাদের দেশে যে সমস্ত নদী আছে, তার মধ্যে খুব কম সংখ্যক নদীগুলিরই পাহাড়ের সংগে যোগ আছে। ফলে সেখান থেকে জলের যোগানও হয় কম। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে যেসব খাল প্রভৃতি আছে, সেগুলি দামোদরের সংগে যদিও যোগ আছে, কিন্তু দামোদর পরিকল্পনা হবার পর থেকে, সেখানে জলের যোগান অত্যন্ত কমে গিয়েছে। কাজেই এই অবস্থায়, যখন রবি ক্রপের জন্য জলের বেশি প্রয়োজন, সেই সময় জলের যোগান দেওয়া অসম্ভব।

মাননীয় সদস্য বিনয়বাবু এখানে সে কথা বলে গিয়েছেন, কিছুদিন আগে যেমন সাড়ে পাঁচ টাকা করে আদায় করতেন, সেই রকমভাবে উভয় সিজন খারিপ এবং রবি সিজনে দুটো রেট না করে সাড়ে পাঁচ টাকাই করা হোক—এই হচ্ছে আমার প্রথম সংশোধনী প্রস্তাব।

[4-20—4-30 p.m.]

তারপর আমি বলতে চাই ৯ উইকস—আপনি এক মাস সময় দিতে চান, আমি সেখানে বলছি নয় সপ্তাহ। আপনি উত্তরে বলেছিলেন জল পৌঁছাল কিনা সেটা দেখে এক মাসের মধ্যে অবজেকশন দিতে হবে। কিন্তু কিসের উপর অবজেকশন দেবে? জল পৌঁছাল কিনা সেটা দেখে এক মাস সময় পাবে কৃষক তার মধ্যে সেতো বুঝতেই পারবে না যে, ফসল তৈরি করল তাতে জলের কি এফেক্ট হল—সেটা যদি পরিষ্কার করে বুঝতে না পারে তাহলে কি অবজেকশন দেবে? কাজেই ফলনের উপর কি এফেক্ট হল না হল সেটা দেখার সময় দিতে হবে। কাজেই আপনি যদি হিসাব করে দেখেন তাহলে দেখবেন যে এক মাসে হবে না, আপনি যেটা ভাবছেন যে ঐ সময়েই বুঝা যাবে—তা ছাড়া আর একটা ব্যাপার চাষী, উকিল ধরতে পারবে না এখানে সেখানে ঘুরে অবজেকশন নিয়ে এসে হাজির হতে হবে। কাজেই নয় সপ্তাহ সময়টা এমন কিছু অবাস্তব জিনিষ নয়। এভাবে আমরা যে সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত করলাম, আশা করি মন্ত্রী মহাশয় তা বিবেচনা করবেন। আর তা যদি না করেন তাহলে বিলের যে উদ্দেশ্য তা হয়তো সফল হবে, তবে আপনার সামনে এই বিলই শেষ বিল যার পরে বাংলাদেশে কৃষক বিদ্রোহ হবে। কাজেই এই অবস্থায় যখন রবি ক্রপের জন্য আমাদের বেশি জলের প্রয়োজন, সেই সময় জল যোগান দেওয়া অসম্ভব এবং বিশেষ করে আমার অভিজ্ঞতা থেকে যেটা দেখেছি, সেই অভিজ্ঞতায় সেই সময় প্রত্যেক বার কোন জায়গায় জল যোগান দেওয়া হয় নি। এমন কি ছোট ছোট ক্যানেল যেখানে আছে সেখানেও এই অবস্থা হয়েছে। কাজে কাজেই যেটা মূল কথা সেটা দেখছি, সেখানে জল যোগান দেবার কোন সম্ভাবনা নেই। সেই দিক থেকে এইভাবে কর ধার্য্য করা অন্যায় ও বেআইনী, এবং বেআইনী-ভাবে এই করটা কৃষকদের ঘাড়ে চাপাবার জন্য তীব্র প্রতিবাদ করি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে রবি ক্রপের কথা বলেছেন, কিন্তু দুঃখের কথা এই যে খারিপ সিজনে তার একটু অর্থকরী মূল্য আছে। রবি শস্যের সময় এক আউশ ধান বাদ দিলে পর মানি ক্রপ আর কিছু থাকে না, সেখানে রবি শস্যের উপর সব থেকে বেশি কর ধার্য্য করা হয়েছে। এর থেকে অবাস্তব আর কিছু নেই। মন্ত্রী মহাশয় এই বিল একটুও চিন্তা করে আনেন নি। সেদিন বলেছিলাম কেন্দ্রীয় সরকারের চাপে পড়ে এই বিল আনা হয়েছে তাড়াহুড়া করে। সেদিন আমি যে যুক্তি দিয়েছিলাম, আজকে সেটা ডাক্তার রায়ের বাজেট বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃত করে দেখাতে চাই। সেখানে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে, ১৯৫১-৫২ সালে এবং ১৯৫০ সালে বলা হয়েছিল বাজেট স্পীচে—

"Excluding the provision for the Damodar Valley Project, a provision of 6 crores 43 lakhs was made for productive development schemes in the current year's budget. Subsequently, the Government of India informed the State Government that, pending further

scrutiny, they had made a Budget provision of 5 crores on account of loan payable to the Government of West Bengal for development schemes during the current year. This was in addition to a provision of 3 crores 40 lakhs payable on account of West Bengal's share of the cost of the Damodar Valley Project for 1949-50. Government of India has also informed the State Government in November, 1948, that the development grant admissible to the State during 1949-50 would be 2 crores 40 lakhs. In August last, Government of India warned the State Government that the provisions for development grants and loans might have to be reduced. The warning was followed up in October by further communication intimating that for the current year a development grant of 2 crores only would be available to the State against 2 crores 40 lakhs promised before and that payment of development grant would be stopped completely from next year"

এখানে বলেছিলেন—

"These decisions of the Government of India upset the State Budget."

একথা লক্ষণীয় এবং তার পরের বৎসর বাজেট স্পীচে অর্থমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকার এই কথা বলেছিলেন। তারপর প্রত্যেকটি বাজেট বক্তৃতা যদি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে, অন্যান্য খাতে সেচ উন্নয়নের যে ব্যবস্থা ছিল, সেই টাকাগুলি ভারত সরকার আর দিতে চায় নি। ডাক্তার রায় তার প্রত্যেক বারের বাজেট বক্তৃতায় পরিষ্কার এটা চেপে গিয়েছেন। আজকে এই যে বিল এসেছে, এই বিল হচ্ছে ট্রাম্ফ কার্ড। কেন্দ্রীয় সরকার কাঁসাই প্রজেক্ট ও স্মল ইরিগেশন বলছেন টাকা নেই, এই বিলের দ্বারা আজকে সেটা তুরূপ করা হবে। দামোদর এলাকায় বাংলাদেশের চাষীদের এই কর বাড়ান সম্পর্কে এই কথা।

মাননীয় সদস্য বিনয়বাবু এখানে যেকথা বলে গিয়েছেন কিছুদিন আগে যেমন ৫॥০ টাকা করে আদায় করতেন সেই রকমভাবে উভয় সিজন খারিফ এবং রবি সিজনএ দুটো রেট না করে ৫॥০ টাকাই করা হোক—এই হচ্ছে আমার প্রথম সংশোধনী প্রস্তাব।

তারপর আমি বলতে চাই ৯ উইকস—আপনি এক মাস সময় দিতে চান আমি সেখানে বলছি নয় সপ্তাহ। আপনি উত্তরে বলেছিলেন জল পেঁছাল কি না সেটা দেখে এক মাসের মধ্যে অবজেকশন দিতে হবে। কিন্তু কিসের উপর অবজেকশন দেবে? জল পেঁছল কি না সেটা দেখে ১ মাস সময় পাবে কৃষক তার মধ্যে সে তো বুঝতেই পারবে না যে ফসল তৈরি করল তাতে জলের কি এফেক্ট হল সেটা যদি পরিষ্কার করে বুঝতে না পারে তাহলে কি অবজেকশন দেবে? কাজেই ফলনের উপর কি এফেক্ট হল না হল সেটা দেখার সময় দিতে হবে। কাজেই আপনি যদি হিসাব করে দেখেন তাহলে দেখবেন যে ১ মাসে হবে না—আপনি যেটা ভাবছেন যে ঐ সময়েই বুঝা যাবে --তা ছাড়া আর একটা ব্যাপারে চাষী উকীল ধরতে পারে না এখানে সেখানে ঘুরে অবজেকশন নিয়ে এসে হাজির হতে হবে। কাজেই ৯ সপ্তাহ সময়টা এমন কিছু অবাস্তব জিনিস নয়। এভাবে আমরা যে সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত করলাম আশাকরি মন্ত্রী মহাশয় তা বিবেচনা করবেন। আর তা যদি না করেন তা হলে বিলের যে উদ্দেশ্য তা হয়ত সফল হবে তবে আপনার সামনে এই বিলই হবে—শেষ বিল যার পরে বংলাদেশে কৃষক বিদ্রোহ হবে।

Sj. Saroj Roy: Sir, I beg to move that in clause 4(1)(a), for the words and figures "Rs. 12.50 nP." the words and figures "Rs. 3.75 nP." be substituted.

আমার এইটা খুব সহজ এমেন্ডমেন্ট তথাপি সেই সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা দরকার। ৩৬এতে আছে ১২ টাকা ৫০ নয়া পয়সা আমি সেটা ৩;৭৫ টাকা করার জন্য এমেন্ডমেন্ট দিয়েছি। এ পর্যন্ত এখানে যে ওয়াটার ট্যাক্স করা হয়েছে, সাধারণভাবে কৃষকদের বেনিফিটের উপরই করা হয়েছে।

আর একটি কথা—বহু আলোচনা হয়ে গিয়েছে আর লাইকলি টু বি বেনিফিটেড আইনে এরকম কথা রাখা চলে কিনা। অবশ্য ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর অ্যাক্টে লাইকলি টু বি ইত্যাদি সমস্ত কথা আছে, কিন্তু যেখানে একটা পজিটিভ একশন আর একটা পজিটিভ একশনের উপর নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেখানে যদি লাইকলি টু বি কথাটা দেওয়া হয়, বিশেষতঃ এখানে এটা বেআইনী বা অন্যায় বলা হয়েছে। স্পীকার মহাশয়, যদি এই লাইকলি কথায় বলি যেহেতু মন্ত্রী মহাশয়ের পাগল হওয়ার সম্ভাবনা আছে, অতএব তাঁর মাথায় মধ্যম নারায়ণ তেল দিই, তখন পাগল হয় নি, একথা স্বীকার করে নেওয়া হয় না। তেমনি এই জলের ক্ষেত্রেও যেহেতু জল পাবার সম্ভাবনা আছে, সেইজন্য ট্যাক্স ধরা হবে, এটা অত্যন্ত অন্যায় বলে মনে করি। এবং এটার আমি প্রোটেস্ট করছি, বড় জোর স্বীকার করছি যে মেন্টেনেন্সএর দিক থেকে সর্টেন সর্ট অব ট্যাক্স থাকা দরকার।

[4-30—4-40 p.m.]

সেদিক থেকে আমি রাখতে চেয়েছিলাম যেটা ১২;৫০ টাকার জায়গায় ৩;৭৫ টাকা থাকা উচিত। আজকে মন্ত্রী মহাশয়কে বলব যেভাবে কৃষককে ট্যাক্স করতে যাচ্ছেন, সেখানে আর একটা জিনিস চিন্তা করা দরকার। কৃষকদের সামগ্রিক জীবন সম্পর্কে যদি চিন্তা না করেন, তাঁর যদি একমাত্র চিন্তা হয় যে, যেহেতু জলের ব্যবস্থা করতে গিয়ে এত টাকা খরচ হয়েছে এবং তার সুদ এত, এবং সমস্ত টাকা কৃষকদের উপর দিয়ে তুলে নিতে হবে, এ করতে গেলে কৃষকদের মঙ্গল কোন দিক থেকে হবে না। কারণ কারও উপর ট্যাক্স করতে গেলে ন্যাশনাল গভর্নমেন্টের চিন্তা করা উচিত যে, ছোট ছোট চাষী যে সমস্ত ফসল তৈরি করে, তার যেন ন্যায্য দাম পায়। সেদিক থেকে গভর্নমেন্টের করণীয় কাজ ছিল যে ফসলের একটা নিম্নতম দর ঠিক কোরে দেওয়া। সেদিক থেকে কৃষকেরা যেন লাইফের কিছু সিকিউরিটি পায়। কিন্তু সে রকম ব্যবস্থা হল না। সাধারণত আমরা দেখি ছোট ছোট চাষী তারা যখন রবি ফসল বা অন্যান্য আমন ফসল বাজারে তোলে, তখন দর পায় না। তারপর চাষীর জীবন যাত্রার দিক থেকেও তার ব্যয়ক্রম বর্ধমান। কাজেই চাষীর সামগ্রিক অর্থনৈতিক জীবনের দিকে তাকিয়ে আর একটা জিনিস ন্যাশনাল গভর্নমেন্টের করা উচিত ছিল। আজকে আমরা জানি যে কৃষকের মঙ্গলের উপরে সাধারণত জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে। কাজেই চাষীদের ঘাড়ে সমস্ত চাপ সৃষ্টি করা উচিত নয়। সেদিকে মন্ত্রী মহাশয়ের উদ্দেশ্য সফল হবে না। আজ আইন দিয়ে টাকা তোলবার চেষ্টা করলে সে চেষ্টা বেশি দিন চলতে পারবে না। আজ জোর কোরে তিনি এটা পাস করিয়ে নেবেন, কিন্তু তাকে এটা কন্সিডার করতে বলব যে এই ট্যাক্স না কোরে মেন্টেনেন্স ট্যাক্সএর দিকে লক্ষ্য রেখে সেখানে যত কমে করা যায় তা করুন। নইলে ভবিষ্যতে পস্তাতে হবে।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal: I move that in clause 4(1)(a), for the words "Rs. 12.50 nP." the words "Rs. 4.50 nP." be substituted.

অজয়বাবু আগে বলে গেছেন যে তিনি গ্রামে চাষ করেন, আর বঙ্কিমবাবু গড়ের মাঠে চাষ করেন। আগে তিনি গ্রামের ঘরে থাকতেন, বর্তমানে রাইটার্স বিল্ডিংসে ঠাণ্ডা ঘরে বসে বড় বড় চিন্তা করেন; গ্রামের সঙ্গে এখন আর তাঁর যোগ নেই। এবং সেই ধারণা থেকেই আজ ১২:৫০ টাকার কথা বলছেন। এতেই প্রমাণ হচ্ছে তাঁর গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। আমি সেই জন্য ৪;৫০ টাকা দিয়েছি। তাদের উপর যখন এত কর ধার্য্য করতে যাচ্ছেন, তখন ত দেখা উচিত, তাদের উপার্জন কতটুকু বেড়েছে, সে কথা বললেন না, যার ভিত্তিতে তিনি কর ধার্য্য করতে যাচ্ছেন। সেই জন্য আমি বলি নীতিগতভাবে মোটেই দেওয়া উচিত নয়, বরং যাতে উৎপাদন বাড়ে এবং চাষীদের স্বার্থ যাতে সুরক্ষিত হয়, সে দিকে তাদের উৎসাহ দেওয়া উচিত। পরের কাছ থেকে টাকা ধার করা হয়েছে, সেই টাকা সুদ সহ শোধ করবার যে শর্ত সেই জন্য চাষীকে ঘাড় থেকে টাকা তুলে সেই টাকা সুদ সমেত শোধ দিতে হবে। সেই জন্য করটা ১২;৫০ টাকা করেছেন। আর ঐ সব প্রভুদের কথা ভাবতে হয়, কাজেই দেশের কথা ভাবতে পারেন। এতে কি দেশের মঙ্গল হতে পারে? উনি আগেই বলেছেন ওয়ার্লড ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার করেছেন, আমেরিকান প্রভুদের কাছ থেকে টাকা নেবার ব্যবস্থা করেছেন। এই

সব ফ্যাশিষ্টদের মস্ত বড় দল আছে, তাদের টাকা যেভাবে হোক শোধ দিতে হবে। কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁর বাস্তব ধারণা থাকা উচিত। আমেরিকার দিকে তাকিয়ে থাকলে দেশের মঙ্গল হবে না। দেশের দিকে তাকান। মেদিনীপুরে যে ছিলেন সে কথা ভুলে গেছেন। এখন দেশের প্রকৃত অবস্থার দিকে তাকিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই দেশের মঙ্গল হবে। এ কয়টি কথা বলে আমি ৪;৫০ টাকা করবার জন্য এমেন্ডমেন্ট দিচ্ছি।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

যে এলাকায় বর্তমানে বাংলাদেশে কম্পালসরী জল করের ব্যবস্থা আছে, সেই এলাকার একজন অধিবাসী হিসাবে কম্পালসরী ওয়াটার রেট সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত কিছু অভিজ্ঞতা আছে। তাতেই আমি বুঝতে পেরেছি যে সরকার জলকর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ব্যবসাদারী বৃত্তিতে অবতীর্ণ হয়েছেন। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনায় আমরা দেখেছি সেখানে জলকরের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত হয়েছে একরে দশ টাকা। আর দামোদর ভ্যালি এলাকায় সেই সীমা আরও বর্ধিত কোরে সাড়ে বার টাকা একর প্রতি কর ধার্য্য করবার জন্য এই বিল মন্ত্রী মহাশয় পেশ করেছেন। আমি যে মতাবলম্বী মানুষ, তাতে আমি একর প্রতি সাড়ে বার টাকা বর্তমানে কর ধার্য্য করা নিতান্ত অসংগত মনে করি। কিন্তু, স্যার, আমি একথাও বিশ্বাস করি যে, এমনদিন নিশ্চয় একদিন আসবে যখন দামোদরের জল ঠিক ঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য চাষীকে যদি সুবিধা দেওয়া হয়, তাহলে চাষী পঁচিশ টাকা পর্যন্ত একর প্রতি ট্যাক্স দিতে সমর্থ হবে।

[4-40—4-50 p.m.]

কিন্তু বর্তমানে যে অবস্থা সেই অবস্থাতে আমি মনে করি ছয় টাকার উপর ট্যাক্স হওয়া অত্যন্ত অন্যায় এবং ভবিষ্যতে চাষের উন্নতির পক্ষে অতিরিক্ত ট্যাক্স প্রধান প্রতিবন্ধক। স্যার, সরকার জলের ট্যাক্স নিয়ে উঞ্ছবৃত্তি করছেন, কারণ সরকার এই দামোদর এলাকাতে ১০ লক্ষ একর জমিতে জল দেবার পরিকল্পনা করেছেন, কিন্তু এ পর্যন্ত এক লক্ষ একরেও জল দিতে পারেন নি। অবশ্য এ বৎসর হয়ত ৪ লক্ষ একরে জল দিতে পারবে বলে মনে আশা করছেন, কিন্তু ২৩এ জুলাই পর্যন্ত মাত্র ২ লক্ষ একরে জল দিতে পেরেছেন। দামোদর পরিকল্পনা চাষীর কাছে দেবতার আশীর্বাদস্বরূপ বলে আমি মনে করি এবং ক্যানেলের জল যেদিন বাংলা সরকার মাঠে মাঠে সুষ্ঠুভাবে সময়মত পৌছে দিতে পারবেন, সেদিন চাষী ২৫ টাকা একর প্রতি ট্যাক্স দিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যেমন এই বিল অতর্কিতে এনে আমাদের চমকে দিয়েছেন, তেমনি বর্তমানে বিলে ট্যাক্সের সর্বোচ্চ মাত্র সাড়ে বার টাকা খারিপ, সেখানকার জন্য ধার্য্য করে সরকার চাষীর পক্ষে এবং ঐ এলাকার চাষের উন্নতির পথে মহা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছেন। তিনি বলেছেন যে, এই বৎসর তিনি সাড়ে বার টাকা ধার্য্য করতে চান না, তবে ১।২।৩ বছর পরে তিনি ঐ পরিমাণ ধার্য্য করবেন। কিন্তু বর্তমানে এই বিলে সাড়ে বার টাকা ট্যাক্সের উর্ধ্ব মাত্রা নির্দিষ্ট রেখে জনসাধারণকে এই-ভাবে চকিত করবার প্রয়োজন নেই। সেজন্য বলছি যে সাড়ে বার টাকার জায়গায় ৬ টাকা করতে আপত্তি কি? স্যার, সরকার এই বছর দামোদর ভ্যালি এলাকায় সেচের জল দিয়ে এমন কোন ফসল কি বৃদ্ধি করতে পেরেছেন যে যার জন্য তাঁরা বলতে পারেন যে, একরে ৯।১০ টাকা ট্যাক্স যুক্তিসংগত হবে? এ পর্যন্ত জল সরবরাহ হল না, লোকে জল পেল না, অধিক ফসল উৎপন্ন হল না, এই অবস্থায় যদি এই বিলে সাড়ে বার টাকা পর্যন্ত ট্যাক্স ধার্য্যের ব্যবস্থা থাকে তাহলে কৃষকদের মনে আমরা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে তুলব। সেজন্য কম্প্রমাইজ প্রস্তাব হিসাবে আমি বলছি যে, এ বছর সাড়ে বার টাকার জায়গায় উর্ধ্ব মাত্রা ছয় টাকা রাখুন। আপনি যদি ৬ টাকা উর্ধ্ব মাত্রা রাখেন তাহলে তারা চকিত হবে না। আমি মনে করি দামোদর ভ্যালি এলাকায় সরকার পক্ষের একটা অগ্নি পরীক্ষা হবে। স্যার, আমি মনে করি যতক্ষণ পর্যন্ত এই এলাকায় কমপক্ষে একরে ৮০ মণ ধান উৎপন্ন না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি মনে করব, দামোদর ভ্যালি এলাকার পরিপূর্ণ ডেভেলাপমেন্ট হল না। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত কি করে দামোদরের জলে সেই অঞ্চলের জমিতে সর্বোচ্চ পরিমাণ

ফসল উৎপন্ন হতে পারে। সরকার ফসল উৎপাদনের দিতে সম্পূর্ণ নজর দিচ্ছেন না, ফসলের উৎপাদন বাড়াবার চেষ্টা করছেন না—সরকার কেবল জলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হচ্ছেন। ময়ূরাক্ষী এলাকায় আমি দেখেছি সেখানে লোকে জল পেয়েছে, কিন্তু জল পাবার পরে ফসল কি পরিমাণ বৃদ্ধি হয়েছে এখনও পর্যন্ত তা এ্যাসেসমেন্ট হয় নি, এ্যাসেসমেন্ট হোলে হয়ত দেখবো বিঘা প্রতি অতিরিক্ত ফসল ২ মণ কিম্বা ৩ মণ, কিম্বা ৪ মণ উৎপন্ন হয়েছে—তা যদি হয়, তাহলে তাতে আমাদের সন্তুষ্ট হবার কারণ আছে কি? অন্যান্য দেশে যেখানে বিঘা প্রতি ৩০।৪০ মণ ধান হয়, সে জায়গায় আমাদের দেশে যদি বিঘা প্রতি ৫।৬ মণ কিম্বা আরো ২।৩ মণ বৃদ্ধি হয় এবং এই উৎপাদনেই যদি সরকার কেবল ট্যাক্সের উপর অত্যধিক জোর দেন, তাহলে সেটা কি সরকারের পক্ষে মহানুভবতার লক্ষণ বা সরকারের পক্ষে খুশী হবার ব্যাপার? সরকারের প্রথমে লক্ষ্য হওয়া উচিত দামোদরের মত সুন্দর একটা পরিকল্পনার জল সেই অঞ্চলের চাষীরা আগ্রহের সাথে সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করে জমিতে যে পরিমাণ ফসল উৎপন্ন করা সম্ভবপর, সেই পরিমাণ ফসল যাতে উৎপন্ন করতে পারে। ময়ূরাক্ষী এলাকাতে ১ লক্ষ ২০ হাজার একরে রবিশস্যের জন্য জল দেবার কথা, কিন্তু এ পর্যন্ত চারশো একরেও তাঁরা জল দিতে পারেন নি। আমার মনে হয় সরকার ঠিক সেই রকম জিনিসই দামোদর ভ্যালি এলাকাতে করবেন। তাঁরা কেবল জলের ব্যবসাদারী করতে চান, ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে চান না, কিভাবে ফসল বেশি করে উৎপন্ন হবে, সেদিকে মনোনিবেশ করতে চান না। ময়ূরাক্ষী এলাকাতে গেল বছর চারশো একরে জল দিয়েছেন, এ বছর বোধ হয় ৫।৬ হাজার একরে দিতে পারবেন, যেখানে টার্গেট হচ্ছে ১ লক্ষ ২০ হাজার একর। এখানেও জলের ট্যাক্সের উপর অত্যধিক নজর দিতে গিয়ে কি করে জল সম্ব্যবহার হোতে পারে, সেদিকে তাঁরা নজর দিচ্ছেন না। স্যার, আমি বিশেষ করে একটা কথা বলতে চাই, সরকার একথা মনে রাখবেন যে যদি ধানের পরে সেই জমিতে রবিশস্য করতে হয়, তাহলে এমন ধান সেই জমিতে লাগানো উচিত, যে ধান অন্ততঃ পক্ষে ১৫।২০ দিন আগে পাকবে। আরলি ভ্যারাইটি অব প্যাডি লাগানোর ব্যবস্থা যদি না করা যায়, তাহলে দেখা যাবে, রবিশস্যের জন্য যে সমস্ত জমি সেই সমস্ত জমি জল পাওয়ার জন্য প্রস্তুত হবে না। সেদিকে আমাদের সরকার কি চেষ্টা করেছেন? ময়ূরাক্ষী এলাকাতে চাষীর ক্রপ প্যাটার্ন নির্দিষ্ট করার কোন ব্যবস্থা নেই। চাষ বিভাগ যেভাবে কাজ চালাচ্ছেন, সেইভাবে যদি কাজ চলে, ক্রপ প্যাটার্ন ঠিক করে দেবার ব্যবস্থা যদি না হয়, তাহলে ময়ূরাক্ষীর জল যেমন চাষী এযাবৎ সম্ব্যবহার করতে পারে নি, তেমন দামোদর ভ্যালির জলও মানুষে পূর্ণ সম্ব্যবহার করতে পারবে না। সরকারের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে সেচের জলের যাতে পূর্ণ সম্ব্যবহার চাষীরা করতে পারে এবং সর্বোচ্চ পরিমাণ ফসল যাতে জমিতে সৃষ্টি হোতে পারে, সেদিকে সকলের আগে সর্বশক্তি নিয়োগ করা। যদি ফসল বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং যদি জলের পূর্ণ সম্ব্যবহার মানুষ করে, তাহলে আমার মত বিরোধীদলের মানুষ, আমি একরে ২৫ টাকা ট্যাক্স দিতে পেছপা হবো না এবং সেই ট্যাক্স সমর্থন করবো। একথা আমি বলছি। কিন্তু আমার দুঃখ হয় এই জলের পূর্ণ ব্যবহার করবার জন্য ময়ূরাক্ষী এলাকাতে যেমন কোন চেষ্টা হচ্ছে না, ঠিক দামোদর ভ্যালি এলাকাতেও যে সেরকম হবে না, এ আমার বিশ্বাস হয় না। তার কারণ হচ্ছে জল সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করতে গেলে ক্রপ প্যাটার্ন চেঞ্জ করতে হবে। এক দিকে মানুষের গলা টিপে সাড়ে বার টাকা ট্যাক্স আদায় করবো, আর এক দিকে চাষীকে বলবো ক্রপ প্যাটার্ন চেঞ্জ করো, এ দুটো একসঙ্গে হোতে পারে না।

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি আপনার মারফত মন্ত্রী মহাশয়কে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ করব, জলের ব্যবসাদারি আপাততঃ স্থগিত রাখুন। আগে ফসল আশানুরূপ উৎপাদন হোক, কৃষকেরা জলের সম্ব্যবহার করুক, তারপর কৃষকেরা স্বেচ্ছায় সরকারকে নিশ্চয়ই কর দিবে। এবং অপোজিশনের লোকেরাও সরকারকে সহায়তা করবে। সেজন্য মন্ত্রী মহাশয় যে প্রস্তাব করেছেন সেটা আপাততঃ বন্ধ রাখুন। আমি যে প্রস্তাব দিয়েছি যে ৬ টাকা খারিপের জন্য এবং ৯ টাকা রবিশস্যের জন্য ট্যাক্স ধার্য্য হোক, সরকার তা গ্রহণ করুন। আমরা এমন কথা বলি না যে, ট্যাক্স দিতে হবে না। আগে কৃষক জলের সম্ব্যবহার করুক, তারপর যত ইচ্ছা ট্যাক্স নেবেন—এটা সকলেই সমর্থন করবেন।

Sj. Hare Krishna Konar: Sir, I beg to move that in clause 4(1), lines 3 and 4, after the word "Corporation" the words "excluding the areas covered by the Damodar and Eden canals" be inserted.

Sir, I beg to move that in clause 4(1)(b), for the words and figures "Rs. 15.00 nP." the words and figures "Rs. 5.50 nP." be substituted.

Sir, I beg to move that in clause 4(1)(b), for the words and figures "Rs. 15.00 nP." the words and figures "Rs. 4.50 nP." be substituted.

Sir, I beg to move that in clause 4(1)(b), for the words "Rs. 15.00 nP." the words "Rs. 3.50 nP." be substituted

Sir, I beg to move that in clause 4(2), lines 8 and 9, after the words, figure and brackets" under sub-section (1)" the words "and can also apply for exemption from imposition of water rate on account of inability to pay even in lieu of non-availability of water" be inserted.

Sir, I beg to move that in the proviso, to clause 4(3), line 4, for the words "one-half" the words "one-third" be substituted.

মাঃ স্পীকার মহাশয়, আমার এই সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাবগুলির উপর বলবো। প্রথমেই আমার যে সংশোধনী প্রস্তাব আছে সেটা হল, কালকে যে বিষয়টা এখানে আলোচনা হয়ে গিয়েছে, অর্থাৎ দামোদর এবং ইডেন এলাকায় এই রেট প্রয়োগ না করা, অর্থাৎ এই সাড়ে বার টাকা এবং পনের টাকা দামোদর এবং ইডেন ক্যানেল অঞ্চলে প্রয়োগ করা হবে না, এই এলাকাগুলি বাদ দিয়ে করা হবে এইটেই বলা হয়েছে। কিন্তু মন্ত্রী মহাশয় তা গ্রহণ করেন নি। এর যুক্তির সম্বন্ধে নতুন করে বলার কিছু নাই, কারণ এখানকার চাষীরা বহু সংগ্রাম করে এই প্রচলিত করের অধিকার অর্জন করেছিল, এখন সেই অধিকারে হস্তক্ষেপ করা মন্ত্রী মহাশয়ের পক্ষে খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আমার দ্বিতীয় সংশোধনীতে মূলতঃ রেট সম্বন্ধেই বলা হয়েছে। এ সম্বন্ধে বিনয়বাবু বলে গিয়েছেন যে, মেন্টেনেন্স কস্ট যাতে পূরণ হয়, সেইভাবেই রেট ধার্য্য করা উচিত। এবং কোন ক্ষেত্রেই এটা সাড়ে পাঁচ টাকার বেশি হওয়া উচিত নয়। এই কথাই বিনয়বাবু বলেছেন। তিনি অনেক যুক্তি দিয়েছেন, আমি সেইসব যুক্তির পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। এর উত্তর দিতে গিয়ে অজয়বাবু বলেছেন, আমরা নাকি বড় বড় কথাই বলি। তিনি বলেছেন, ক্যানেলে ঠিকমত জল দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমি তাঁকে বলতে পারি আমি ২।১ দিন আগে দেখে এসেছি, মাত্র ২ লক্ষ একর জমিতে জল দেওয়া হয়েছে।

[4-50 -5 p.m.]

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি এই হাউসের স্পীকার, অন্ততঃ আপনার জানা দরকার—আমাদের মন্ত্রী মহাশয়রা কি রকমভাবে জনপ্রতিনিধিদের সামনে দাঁড়িয়ে নির্জলা অসত্য কথা বলেন। আপনাকে অনুরোধ করবো, আগামী কাল হোক, পরশু হোক, বা তিন দিন পরে হোক—আপনি চলে যাবেন গাড়ি করে—ঐ ক্যানেল এলাকায়; দেখে আসুন ৫ লক্ষ একরে জল দেওয়া হয়েছে কিনা! গলসীর মত থানা—যেখানে প্রথম জল পাবে, সেখানে গত রবিবার পর্যন্ত এক-চতুর্থাংশ এর বেশির জল পায় নি। পুরানো দামোদর এলাকা ও ইডেন এলাকা—এই দুটো মিলে হচ্ছে মাত্র ২ লক্ষ একর। গলসী যদি এক-চতুর্থাংশএর বেশি জল না পেয়ে থাকে তাহলে কী করে হয় যে ও'র কথামত পুরানো ২ লক্ষ একরে জল দেওয়া হয়েছে? আপনি অঙ্কের যুক্তি দিন, এরকম অসত্য কথা বলার কোন অর্থ হয় না। মন্ত্রী মহাশয় বলতে পারতেন এবার জল দিতে অসুবিধা হয়েছে। নূতনভাবে দুর্গাপুর থেকে জল দিতে হচ্ছে। তা হলে বোঝা যেত। উনি সোজা এখানে বলে যাচ্ছেন যে, জল দেওয়া হয়েছে। অন্য যেকোন জেলার এম এল, এ সেখানে যান, গিয়ে দেখে আসুন, কতটুকু জল দিচ্ছেন, মাঠে জল এসেছে কি না! যাঁরা রবিবার বাড়ি গিয়ে ওখান দিয়ে সোমবার এসেছেন, মেন লাইনে বা কর্ড লাইনে, তাঁরা নিশ্চয়ই দেখেছেন, কোথায় জল দেওয়া হয়েছে। মেমারীর পাশে দেখেছেন? পালসিটের পাশে দেখেছেন? যে জলটা দেখেছেন, সেটা ক্যানেলের জল নয়।

মন্ত্রী মহাশয় বন্ধু সুনীল দাসের বক্তৃতার উত্তরে বলেছেন, হ্যাঁ, ওয়াটার-লগিং আবার হয়? কোথাও তো ওয়াটার-লগিংএর কথা শুনি নি! তিনি বলেছেন যে পঞ্জাবের খালে, অমুক খালে, কোথাও ওয়াটার-লগিংএর কথা শুনি নি! একজন মন্ত্রী যিনি এতদিন ধরে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রিত্ব করছেন, তার এতটুকুও পড়াশুনা যদি না থাকে, তাহলে আশ্চর্য্যের বিষয় বলতে হবে। আমরা মন্ত্রিত্ব নেই নি, তবুও আমরা কত জিনিস ঘাঁটাঘাঁটি করছি, কত জিনিস জানছি। স্পীকার মহাশয়, আপনাকে একটা জিনিস একটু পড়ে শোনাচ্ছি—ফুড গ্রেইন্স এনকোয়ারী কমিটির রিপোর্টের ১০৮ নম্বর ও ১০৯ নম্বর পৃষ্ঠাঃ

> "One of the major problems that arise in the wake of canal irrigation is water-logging for which defective drainage, planning and designing are often responsible. For example, we were told that in Punjab approximately 2 million acres of irrigated land have become unsuitable for cultivation. To bring these areas back into cultivation would take many years of intensive and costly effort."

আমার নিজের বাড়ি যেখানে তার পাশে অজয়বাবু জানেন, বিজরা গ্রাম, যে গ্রামের মাঠের জল আগে বেহুলা দিয়ে চলে যেত, আজ বেহুলাতে বাঁধ দেওয়া হয়েছে। যেটা ডি, ভি, সির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তার ফলে ৩।৪ বছর, মাননীয় সভার সাহেব বলতে পারেন, সেখানে জল চাপা পড়ে ধান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। জল দেয় নাই; কিন্তু মাঠের জল কি করে বেরুবে, তার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। ডি, ভি, সির ইঞ্জিনীয়ার তাঁরা চেষ্টা করছেন—কি করে জল বের করা যায়। আর মন্ত্রী মহাশয় বললেন, জল চাপা তো হয় না।

দ্বিতীয়তঃ জল না দিলে ট্যাক্স আদায় করবো না বলছেন বটে—কিন্তু আসলে টাকা আদায় করবেন, তাতে সন্দেহ নাই। গত বছর কাটোয়া থানায় যাঁরা লীজে সই করেছিলেন, ডি, ভি, সির জল নেবার জন্য, ২ হাজার লোকের বেশি, এক দিনের বেশি জল দেওয়া হয় নাই। আজ তাদের নামে সার্টিফিকেট জারি হয়েছে, সেই দু হাজার লোকের বিরুদ্ধে। সেই টাকা আদায়ের ব্যবস্থা হয়েছে, তাদের রেহাই দেন নাই।

দামোদরে মন্ত্রী মহাশয় সর্বোচ্চ হার খারিপের জন্য সাড়ে বার টাকা বছরে করছেন। তিনি বলছেন, একবারে তো অতটা করবো না। ময়ূরাক্ষীতে প্রথমে সাড়ে ছয় টাকা, তারপর সাড়ে সাত টাকা, তারপর বছর নয় টাকা, তারপর এবার দশ টাকা করেছেন। এখানে প্রথমে সাড়ে ছয় টাকা করবেন, তারপর আট টাকা করবেন, এবং তারপর সাড়ে বার টাকা করবেন। এমন কি পনের টাকা তো আপনি করবেন, তাতে সন্দেহ নাই।

এর উপর আবার বলছেন, বেটারমেন্ট লেভি করতে হবে। তিনি শেষ করে বললেন—পাঞ্জাবে কি হয়েছে? কেরালায় কি হয়েছে? আজকে কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের চাপে আপনারা যেমন বাধ্য হচ্ছেন টাকা শোধ দেবার জন্য আইন করতে; ঠিক তেমনি তাঁরাও আমেরিকার ধারের টাকা শোধ দেবার জন্য ওয়ার্লড ব্যাঙ্কের চাপে বাধ্য হচ্ছেন আইন করতে।

তিন বছর আগে আপনারা বেটারমেন্ট লেভি বিল এনে ছিলেন, কিন্তু তা পাস করতে পারেন নি। পাঞ্জাব গভর্নমেন্ট এই ধরণের বিল পাস করিয়ে নিয়েছে। আগের ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনেও তারা পাস করিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে বেটারমেন্ট লেভি কার্য্যকরী হয় নি। কেরালাতে হয় নি। একমাত্র পাঞ্জাব গভর্নমেন্টের সাহস হয়েছে এই বেটারমেন্ট লেভি চালু করতে। অবশ্য পাঞ্জাবের কৃষকরা তার বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়েছে, এবং এর পরীক্ষা হয়ে যাবে আগামী দু-এক বছরের মধ্যে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, উনি বলেছেন, ক্রপ কাটিং বাদ দিয়েই ট্যাক্স চাপাবেন। কি এমন ব্যাপার আছে যে ক্রপ কাটিং কার্য্যকরী করা যেত না? এতে কিছু প্রোটেকশনও চাষীর হত। কিন্তু মন্ত্রী মহাশয়ের যুক্তি হোল যখন কার্য্যকরী হচ্ছে না, তখন কোন প্রোটেকশনের দরকার নেই; খানীর মত চালিয়ে দেবো। বরং তার বদলে এইটা বলা উচিত ছিল যে, ইংরাজ আমলে

যেটা কাজে লাগাচ্ছিল না, আমরা আজ স্বদেশী গভর্নমেন্ট হয়েছি, আমরা সেইটা আজ কাজে লাগাবো। দেখাবো ক্রপ কাটিং করে কতখানি উন্নতি বা ক্ষতি হয়েছে, এইটে হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এখানে যুক্তিটা ঠিক উল্টো। ইংরাজের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে, এ'রা তাঁদের উপরে চলেছেন। ইংরাজের যেটাকে শুধুমাত্র লোক দেখানো অকেজো করা প্রয়োজন ছিল, এ'রা তা কার্য্যকরী না করে, সেই অংশটাকে বাদ দিয়ে কর ধার্য্য করাকেই নির্লজ্জভাবে গ্রহণ করেছেন। মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন ডবল ট্যাক্সেশন হচ্ছে না। তারাপদবাবু জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন, আইনমতে সাড়ে সাতাশ টাকা একর প্রতি ট্যাক্স হবে। কিন্তু সব জমিতে হবে, একথা কোন মূর্খও বলবে না। আপনি বলেছেন ১৩ লক্ষ একর জমিতে জল সরবরাহ করবেন, তার মধ্যে ৩ লক্ষ একর রবিশস্যের জন্য জল দেবেন। যদি ডি, ভি, সির হিসাব দেখেন, তাহলে দেখতে পাবেন নেট এরিয়া হচ্ছে ১০ লক্ষ একর। অর্থাৎ এমন কিছু কমন ল্যান্ড হতে পারে, যেখানে খারিপ ও রবিশস্য দুটো ফসলই হওয়া সম্ভব। সুতরাং এই সাধারণ জমিতে কৃষককে একবার খারিপের জন্য ট্যাক্স দিতে হবে, আবার সেই জমিতেই রবিশস্যের জন্য ট্যাক্স দিতে হবে। অর্থাৎ একই জমির উপর দুটো ট্যাক্স দিতে হবে, মোট সাড়ে সাতাশ টাকা। অতএব ডবল ট্যাক্সেশন হচ্ছে না, বলে উনি যেভাবে আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, তা মোটেই সত্য নয়। কৃষকদের কিছু জমিতে সাড়ে সাতাশ টাকা একর প্রতি ট্যাক্স দিতে হবে, অথচ উনি বললেন এতো এমন কিছু বেশি নয়। সাধারণ লোক ইচ্ছে করলেই তা দিতে পারবে!

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি সেই জন্য দাবি করছি যে সর্বোচ্চ সাড়ে পাঁচ টাকা মোট কর ধার্য্য করা হোক। অর্থাৎ একটা জমিতে রবি হোক বা খারিপ হোক অথবা দুটোই হোক, সব নিয়ে সাড়ে পাঁচ টাকার মধ্যে ট্যাক্স সীমাবদ্ধ রাখুন।

তারপর আমি একটা অনুরোধ করবো। যদিও আপনাদের নীতিতে সেই কথা বলছেন না, তবুও আমি মনে করি মেন্টেনেন্স কস্টএর বেশি এতটুকু চাওয়ার অধিকার সরকারের নেই, চাওয়া উচিতও নয়। আপনাদের করা উচিত ঐ সাড়ে পাঁচ টাকা যা বর্তমানে রয়েছে। ক্যানেল চালু হতে চার পাঁচ বছর দেরী হবে। সুতরাং অন্ততঃ এই চার পাঁচ বছর সময়টুকু পর্যন্ত এই সাড়ে পাঁচ টাকা রেটটা রেখে দিন। তারপর যদি আপনাদের এখানে স্থান থাকে, যদি আপনাদের ভোট থাকে, মেজরিটি থাকে, তাহলে তখন নূতন আইন পাস করাতে পারবেন। এখন থেকে জিদ্ কেন? এখনই এত জোরজবরদস্তি কেন, যে সাড়ে সাতাশ টাকার আইন যে কোন রকমেই হোক পাস করাতেই হবে? এই বিল কেন আপনারা করছেন তা আমি বুঝতে পারছি না। এর দ্বারা চাষীদের অত্যন্ত ক্ষতি হবে। তারপর এই ৫১ নম্বর সংশোধনীটা নিয়ে আমি বেশি কিছু বলতে চাই না। যদি কেউ এমন দরিদ্র হয়, যে এই ক্যানেলের জল না নিতে পারে, অথবা কেউ যদি মনে করে তার জলের প্রয়োজন নেই বা তার নেবার অবস্থাও নেই, তাহলে জোর করে চাপালে তাঁদের খুব ক্ষতি হয়ে যাবে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, আশা করি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এর উত্তর দেবেন, যাদের এই জল নেবার ক্ষমতা নেই বা প্রয়োজন নেই, তাদের কি অবস্থা হবে? এমন বহু কৃষকের জমি আছে, যেখানে এই ক্যানেলের জলের আবশ্যকতা দেখা যায় না, বরং বাঁধ দিয়ে তার সেই জমি নষ্ট করেছেন, তাকে বাঁচাবার জন্য কি ব্যবস্থা হবে? সে জল নিক বা না নিক, নোটিফাইড এরিয়া হলেই তাকে সাড়ে বার টাকা ও পনের টাকা জলকর দিতেই হবে। কাজেই এখানে একটা একজেম্পশন ক্লজ রাখুন, যদি কোন গ্রামের লোক এই জল নিতে ইচ্ছুক না হয়, বা তার এই জলের কোন প্রয়োজন না থাকে, তাহলে এর হাত থেকে সে যেন অব্যাহতি পেতে পারে। কোন কৃষক মনে করতে পারে যে, এই জল নিতে গেলেই পনের টাকা দিতে হবে, অতএব জলের দরকার নেই। "মা ঠাকরুন, ভিক্ষার দরকার নেই, কুকুর সামলান" বলে একটা গল্প আছে।

[5- -5-20 p.m.]

ভিখারি ভিক্ষা করতে গিয়েছে কিন্তু মা ঠাকরুন উলটো কুকুর লেলিয়ে দিলেন। তখন সে বললো, মা ঠাকরুন ভিক্ষা না দেন, কুকুরটাকে দয়া করে সামলান, আমি কোনক্রমে প্রাণে বাঁচি। তেমনি কোন কৃষক বলতে পারে আপনার দরকার নেই বেশি উপকার করে। এই সাড়ে বার

টাকার কুকুরটাকে সামলান। পরিশেষে বলতে চাই যে, মন্ত্রী মহাশয় সেদিন খুব গর্ব করে ট্যাক্সের কথা বললেন। একজন মন্ত্রী, এইরকম একটা মারাত্মক বিল আনছেন, তাঁর একটু গাম্ভীর্য্য থাকা উচিত ছিল; তা নয়, একেবারে উল্লাস করে বললেন, যেন কী বাহাদুরী। যেমন একজন মহাজন গরীব কৃষককে সর্বশান্ত করে, তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে, তার স্ত্রীপুরুষকে পথে দাঁড় করিয়ে দিয়ে পৈশাচিক উল্লাস করে বলে যে তাড়িয়ে দিয়ে রাস্তায় দাঁড় করিয়েছি, এখানেও তিনি তাই করছেন।

Mr. Speaker: I think you are becoming irrelevant.

Sj. Hare Krishna Konar:

সেদিন মন্ত্রী মহাশয় ভোটের কথা বলছিলেন গর্ব করে, যে আমাদের এত ভোট আছে, আমাদের কি ভয়। কিন্তু ভোটের হিসাব করে দেখতে বলবেন যে ময়ূরাক্ষী ক্যানেল এরিয়া থেকে আপনাদের কয়টি এম, এল, এ এসেছে, বর্ধমান থেকে আপনার কয়টি এম, এল, এ এসেছে।

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes.]

[*After adjournment*.]

[5-20—5-30 p.m.]

Sj. Suhrid Mullick Chowdhury: Sir, I beg to move that in clause 4(1)(a), for the words "Rs. 12.50 nP" the words "Rs. 4.00 nP." be substituted.

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এই চতুর্থ ক্লজে যেখানে ওয়াটার রেট ইম্পোজ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে কৃষকদের উপর, সে সম্পর্কে সংশোধনী একটা দিয়েছি। যেখানে সাড়ে বার টাকা কর ধার্য্য করা হচ্ছে, আমি বলেছি সেখানে চার টাকা করা হোক। এখানে যেভাবে তিনি কর ধার্য্য করছেন, তাতে দেখতে পাচ্ছি সাধারণ চাষীদের এই টাকা দিতে গিয়ে খুব কষ্ট হবে। শুধু যদি চাষীদের দিতে হতো তাহলে পর অনেকে যারা চাষী আন্দোলন করে সে সম্পর্কে অনেক কথা বলবার থাকতো। জনসাধারণের যে অসুবিধা হবে সে সম্পর্কে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আপনি, মাননীয় স্পীকার মহাশয়, জানেন যে আজকে ধান চালের দাম যেভাবে বেড়ে চলেছে, খাদ্য সমস্যা যেভাবে বেড়ে চলেছে, তাতে জিনিসপত্রের দাম কমান একেবারে অপরিহার্য্য হয়ে পড়েছে। সেখানে আমরা কি দেখছি। চার লক্ষ একর জমিতে তারা ধানের ফসল ফলাবে, তাদের জল দেবার নাম করে আমরা তাদের বিঘা প্রতি তিন টাকার উপর কর ধার্য্য করছি। তার ফলে হচ্ছে কি সঙ্গে সঙ্গে ধানের দাম যাতে বেড়ে যায় তার ব্যবস্থা আমরা করে দিচ্ছি। কারণ এখন যেভাবে ধানের এবং চালের দর বেড়েছে, তাতে যদি আর কর তাদের দিতে হয়, তাহলে সেটা তারা নিজের পকেট থেকে দেবে না, তারা ধানের যে দাম পাবে, চালের যে দাম পাবে, তা থেকেই এই কর দেবার ব্যবস্থা করবে। সুতরাং সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে চার লক্ষ একর জমিতে যারা ধান রোপন করবেন, তারা জনসাধারণের পকেট থেকে সেই টাকা আদায় করবার চেষ্টা করবেন। সুতরাং মন্ত্রী মহাশয় যিনি এই বিল এনেছেন, তিনি ভাবছেন চাষীদের পকেট কাটছেন, তা নয়। সেখানে সমস্ত গরীব চাষী, দুঃস্থ জনসাধারণ যারা খাদ্য সমস্যায় জর্জরিত হয়ে আছে, যারা দাম কমবার জন্য আন্দোলন করছে, তাদের সেই আন্দোলন এতে আরও বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং এই যে চাষী আন্দোলন এটা শুধু দামোদর ক্যানেল এরিয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, আরও বিস্তরলাভ করবে। সেজন্য আমার বক্তব্য হচ্ছে, সেদিক থেকে চিন্তা তারা যেন করেন এবং এই ধরণের কর বসিয়ে সমস্ত জিনিসের দাম বাড়াবার ব্যবস্থা যাতে না করেন। কারণ আজকে যদি ধান চালের দাম বেড়ে যায়, তাহলে খড়ের দাম বাড়বে সঙ্গে সঙ্গে গরু খড় খায়, সুতরাং দুধের দাম বাড়বে, দুধের দাম বেড়ে গেলে মাখম ইত্যাদির দাম বেড়ে যাবে এবং এইভাবে অন্যান্য যেসমস্ত ফুড রয়েছে, তার দাম বেড়ে যাবে।

Mr. Speaker: You are not talking on the amendments.

Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury:

আমি আসছি। এভাবে সমস্ত জিনিসের দাম বেড়ে যাবার জন্য সমস্ত দেশের মানুষ—আপনি ব্রাহ্মণ—তাহলে অভিসম্পাত দেবে সেটা আপনি সহ্য করতে পারবেন না। তাহলে আমাদের মনে ব্যথা হবে। তাছাড়া আর একটা কথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিই, আমাদের পুরানো যে ঐতিহ্য আছে, সেটা আপনি নিজেও জানেন যে জাতীয় আন্দোলনে কিভাবে তিনি ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সেই ঐতিহ্যের কথা আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিই। যে ভারতীয় ঐতিহ্য হচ্ছে, জলদান, অন্নদান ভারতীয় সেই আদর্শ থেকে আপনি বিচ্যুত হচ্ছেন, আমাদের শাস্ত্রে বলে—জলদান যদি না করেন তাহলে চাতক পক্ষীর মত ঘুরে বেড়াতে হয়। আমি বলছি যে সেই চাতক পক্ষীর মত আপনাকে জীবন যাপন করতে হবে না।

Mr. Speaker: We have had enough of these things.

Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury:

সেজন্যই বলছি সারা জীবন যাতে চাতক পক্ষীর মত ঘুরে বেড়াতে না হয়, এক-চতুর্থাংশ জীবন যাপন করলেই যাতে হয়, সেজন্যই আমি চার টাকা বলেছি।

Mr. Speaker:

শেষ করুন।

I would like you to cut it short.

Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury:

এই যে পরিকল্পনা করছেন, দামোদর ভ্যালি পরিকল্পনা যাতে বলছেন চার লক্ষ একর জমিতে জল দেবেন—জলদান করবেন সে সম্বন্ধে আমরা জানি, আপনিও জানেন, স্যার, আপনি ইউরোপে কাটিয়েছেন, আমিও কিছু কিছু ঘুরেছি, সেই সমস্ত দেশে যা হচ্ছে সেগুলি হচ্ছে বিরাট ড্যাম—

[5-30—5-40 p.m.]

আজ গর্বে আমাদের বুকটা ভরে ওঠে যে, আমাদের দেশেও এইরকম ড্যাম হয়েছে। কিন্তু কথা হচ্ছে এই প্রকারের ড্যাম ইউরোপের মতন জায়গায় ভাল। সে দেশে.........

Mr. Speaker: You cannot bring in Europe here, you are going beyond your limit.

Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury:

সেখানে বরফ গলে জল আসে, সেখানে এই ড্যাম উপযুক্ত, সেখানে এই ড্যাম সাকসেসফুল হয়েছে। আমাদের দেশে বরফ গলে জল আসে না; সুতরাং আমাদের দেশে আপনাদের ডি, ভি, সির ঐরকমভাবে ড্যাম করার পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এখানে আপনারা যা করেছেন, তাতে আপনাদের উদ্দেশ্য ছিল চার লক্ষ একরে নাকি জলদান করবেন। কিন্তু এখানে আপনারা যা করেছেন, তাতে বৃষ্টির জলের উপরই নির্ভর করতে হয়। তাই যদি হয় তাহলে চাষীরা নিজেরাই ভগবানের কাছে কর দেবে, পূজা দেবে; আপনাদের কেন নৈবেদ্য দেবে? সেদিক দিয়ে ব্যাপারটা বিবেচনা করুন।

Sj. Bankim Mukherji:

মিঃ স্পীকার, স্যার, পি, টি, আই-এর একটা নিউজ কাগজে বেরিয়েছে, সেটা আপনাকে শোনাচ্ছি—

"The World bank today sanctioned a loan of 25 million dollars to meet the foreign exchange costs of the present stage of expansion of the Damodar Valley Corporation. It was announced here (New Delhi). The present loan is the third sanctioned for the D. V. C.

It is expected to cover some 6 to 7 million dollars of expenditure already undertaken for the project. The loan will be for a period of 20 years and the rate of interest is 5 3/8 per cent."

স্যার, এই সংবাদ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, মন্ত্রী মহাশয়ের বা গভর্নমেন্টের আজকে এই উচ্চ হারে ক্যানেল রেট ধরবার এত যে আগ্রহ, এত যে পীড়াপীড়ি, এত যে জেদাজেদী, তার কারণ কি? এত উচ্চ হারে ইন্টারেস্ট দিয়ে ৫⅜ পারসেন্ট ইন্টারেস্টে ওয়ার্লড ব্যাংক থেকে লোন নেওয়া হচ্ছে, যে জায়গায় ইংল্যান্ড এর কম দিলে হত, হয়ত সে জায়গায় ৫⅜ পারসেন্ট ইন্টারেস্ট দিয়ে লোন নেওয়া হচ্ছে, ওয়ার্লড ব্যাংক থেকে। আমরা জানতে চাই এই যে লোন তারা দিয়েছে, তারা কি আপনাদের সংগে কিম্বা কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে কোন শর্ত সাব্যাস্ত করেছিল যে, দামোদর ভ্যালিকে যদি আমরা টাকা দি, তাহলে কৃষকদের কাছ থেকে তা তুলতে হবে? এটা আমরা জানতে চাই। আমরা বার বার জিজ্ঞাসা করেছি, সাড়ে বার টাকার এবং পনের টাকায় কি হিসাবে আমাদের গভর্নমেন্ট এসে পেীছলেন? কেন এগার টাকা বা সাড়ে এগার টাকা নয়? অকাট্যভাবে এই সাড়ে বার টাকা এবং পনের টাকায় কি করে পেীছালেন? এটা জানার জন্য চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোনো জবাব পাই নি। আমরা জানতে চাই, এটা কি কেন্দ্রীয় সরকার চাপিয়েছেন? কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়ে তাঁরা এই উচ্চ হারে ক্যানেল রেট প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন? কেন্দ্রীয় সরকার যে ওয়ার্লড ব্যাংক বা অন্যান্য জায়গা থেকে যে লোন নিয়েছেন, তার সংগে কি এই রকম কোন শর্ত আরোপ করেছেন? তা যদি হয়ে থাকে তাহলে আমরা বলব—এ টাকা আমরা চাই নে। এতে কোন লাভ হবে না। পৃথিবীর প্রত্যেক ষ্টেট জানে, চাষের ভিতর দিয়ে ৬ পারসেন্ট লোন করা কঠিন। চাষের ক্ষেত্রে ২৫ পারসেন্ট গেন হয় না, ব্যবসায়ের ভিতর দিয়ে ২৫ পারসেন্ট আয় করা যেতে পারে। চাষে যা ইনকাম হয়, তা এভারেজ ৬ পারসেন্ট। যে কোন ফার্মারকে নির্দিষ্ট মজুরী দিয়ে চাষী নিযুক্ত করতে হয়, সেইজন্য তার আয় বেশি হয় না। সে জায়গায় যদি ৫⅜ পারসেন্ট লোন নিয়ে করতে হয়, তাহলে না করাই ভাল, কারণ যা আমরা পাব—তাব প্রায় সবটা ইন্টারেণ্ট দিতেই চলে যাবে। ৫ পারসেন্টে কিছুমাত্র আমাদের থাকবে না।

আমরা গভর্নমেন্টের কাছ থেকে জানতে চাইছি, তাঁদের পলিসিটা কি? ট্যাক্স যে দেবে মানুষ, তার খেতে পারা চাই, কিছুটা পরতে পারা চাই, তার পরে তো সে ট্যাক্স দেবে! আমাদের বাংলাদেশের কৃষকের কি আয়, কি সে খেয়ে থাকে, কি সে পরতে পায়, সেটুকু গণতন্ত্রের ভক্তরা আগে ভাবুন। কৃষকের যদি আয় হয় ১০০ টাকা, সেজন্য সে দেয় ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স কৃষকের হাত থেকে কেন ডাইরেক্ট ট্যাক্স চাওয়া হবে, ডাইরেক্ট ট্যাক্স কবে সে দিয়েছে? তার আয় বার্ষিক ৬০০ টাকা, তার উপর কি করে আপনারা ট্যাক্স চাপাবেন? আপনাদের যুক্তি আর একটা ১০০ টাকা যদি তার হয়, তাহলে ১০ টাকা কেন সে দেবে না? এটা ইম্পেরিয়ালিজমের যুক্তি, সাম্রাজ্যবাদের যুক্তি যে কৃষকের যদি মঙ্গল হয়, তাহলে সে বেটারমেন্ট লেভি হিসেবে অর্ধেক দেবে—হাফ দেয়ে। কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কোন কল্যাণরাষ্ট্র এই ধরণের চিন্তা করতে পারে। যে দেশের কৃষক এখনো পর্যন্ত এমন অবস্থায় রয়েছে, যে কৃষকের দু' বেলা ভাত যতটা খাওয়া উচিত, তা খেতে পায় না বলে সে কম বাঁচে, এক বছরের খাদ্য সেই কম খাদ্যও যার ঘরে নাই, তাদের উপর এই রকমের ট্যাক্স আপনারা কেন করবেন!

জানি একথা বলে কোন লাভ নেই। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—এই টাকা অত সুদে ওখান থেকে না এনে এ দেশেই কেন তোলা হবে না? এদেশে এই বাংলায় ভারতবর্ষে কি দেখতে পেয়েছি। ৪ পারসেন্ট লোন রিজার্ভ ব্যাংক মারফত কোটি কোটি টাকা তিন দিনে কখনো দু দিনে হয়ে যায়। যেখানে ৪ পারসেন্ট ইন্টারেষ্ট দিলে দু দিনের ভিতর দেখা যায়, টাকা উঠে যায়, সেই দেশে আজ দেখছি যে ৫ পারসেন্ট লোন নিয়ে আপনারা কৃষকের কাছ থেকে তা তুলতে চাইবেন। ট্রেজারী বেঞ্চে বসেই কি মন্ত্রী মহাশয় কৃষকের কাছ থেকে এই টাকা দিতে পারবেন? মন্ত্রী মহাশয় সে সবের অর্থনৈতিক যুক্তি ও রাজনৈতিক যুক্তি না দিয়ে খেউড়ের ভিতর দিয়েই চালাচ্ছেন। কাল তিনি বলছেন কবির তর্জার দিন নেই, তিনি তার ভক্ত নন তিনি ত খেউড়ের ভক্ত। তিনি বলেছেন বঙ্কিম মুখার্জী গড়ের মাঠে চাষ করবেন,

বঙ্কিম মুখার্জী কোন দিন চাষ করে নি। অজয় মুখার্জীও কোন দিন চাষ করে নি। তাদের কোন পুরুষেও কেউ চাষ করে নি। এইসব কি এসেম্বলীর উপযুক্ত কথা? চাষ না করলেও কৃষির সম্বন্ধে, কৃষকদের জীবন সম্বন্ধে আমার যে অভিজ্ঞতা আছে, সে কথা অস্বীকার তিনি করতে পারেন, কিন্তু তাঁর নেতা, তাঁর লীডার তা করেন না। কিন্তু ও'র সেচ কার্য সম্বন্ধে কি অভিজ্ঞতা আছে? পয়ঃপ্রণালীতে প্রতিদিন জলত্যাগ করা ছাড়া ও'র আর কি অভিজ্ঞতা আছে?

Mr. Speaker. You have protested enough, I think.

[5-40—5-50 p.m.]

Sj. Bankim Mukherjee:

কিন্তু, স্যার, কতদিন আর খেউড় সহ্য করা যায়? তদানীন্তন স্পীকার এই রকমের উক্তির নিন্দা করেছিলেন। তিনি সেদিন বলেছিলেন বঙ্কিমবাবু আকাশের দিকে চেয়ে চলেন, কোন-দিন হুড়মুড় করে পড়ে মারা যাবেন। ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে কি এইরকম ধরণের কথা শুনতে হবে। তিনি বলেছিলেন যে, ময়ূরাক্ষীর জলে কৃষকেরা ঠেলে ফেলে দেবে। এইসব কি ট্রেজারী বেঞ্চের কথা? এ ছাড়া এই হাউসে তিনি দু দিন বলেছিলেন যে আমরা না কি গড়ের মাঠে চাষ করি। হোয়াট ডজ হি মিন বাই ইট? আমি সারা ভারতের কৃষক সমিতির অধ্যক্ষ ছিলাম এবং সেই সময় সারা ভারতে কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এই হাউসে ও'র দলের নেতা, ডাঃ রায়, ষ্টেটস একুইজিশন অ্যাক্টের সময় আমার অবদান স্বীকার করেছিলেন। তাঁরা কথায় কথায় কেরালার কথা বলেন, কিন্তু সেখানে এই রকম অ্যাক্ট পাস করাবার জন্য কংগ্রেস ধূলায় গড়াগড়ি খাচ্ছে।

Mr. Speaker: You have presented enough, I think.

Sj. Bankim Mukherjee:

এই হাউসে গত ২০।২৫ বৎসর ধরে আছি, কিন্তু কোনদিন এই টোনে কথা বলি নি, কিন্তু আজ বলতে বাধ্য হলাম, কেননা দেখলাম যে শ্রীঅজয় মুখার্জীর বক্তৃতা ওদিক থেকে এপ্লডেড হচ্ছে। যাই হোক, এই ক্লজের ভেতরে যেটা সবচেয়ে আপত্তিকর দেখছি, সেটা হচ্ছে একই ক্লজের ভেতরে একটা নোটিফিকেশন আছে।

Mr. Speaker: You know that one of the amendments of Sj. Subodh Banerjee has been accepted by the Hon'ble Minister.

Sj. Bankim Mukherji:

আমি সেটা ছাড়া বলছি। ধরুন একই নোটিফিকেশন হবে কোন এরিয়ায় রবি ক্রপ হবে এবং কোনখানে খারিপ ক্রপ হবে। অর্থাৎ কোন এরিয়া নোটিফাই করা হল, সেটা ধরা ভারি মুস্কিল হবে। কোন এরিয়ায় যে কিসের জন্য নোটিফাই করা হচ্ছে, সেটা বোঝা যাবে না। আপনি জানেন একটা এরিয়ার ভেতর এই রকমভাবে ভাগ করা যায় না। অর্থাৎ একটা এরিয়াকে এইভাবে ভাগ করা যায় না যে এই পোর্শানটা রবি এবং এই পোর্শানটা খারিপ। সেখানে কিছু কিছু প্লট অব ল্যান্ড........

Mr. Speaker: From what little I know of agriculture, I think Rabi and kharif lands are not different.

Sj. Bankim Mukherji:

আমি সেই কথাই বলছি যে কিছু কিছু ল্যান্ড রবি [illegible] জন্য রেখে দিতে হবে এবং কিছুটা খারিপের জন্য। সেজন্য ও'দের নোটিফিকেশন দুটো থাকা উচিত ছিল। কেন না ও'রা নোটিফাই করলেন যে এই এলাকায় কম্পালসারী সাড়ে বার টাকা আবার ওখানে নোটিফাই করবেন পনের টাকা। অর্থাৎ প্রত্যেক প্লট অব ল্যান্ড নোটিফাই করতে হবে যে এই প্লট অব ল্যান্ডে খারিপ হয় এবং এই প্লট অব ল্যান্ডে রবি হয়। উনি বলছেন যে

কনটাক্ট করতে রাজী নই। অর্থাৎ আমাদের ক্যানেলের এই রেট এবং ১০।১২।১৫ যাই হোক না কেন দামোদর ভ্যালি এরিয়ার আমরা দ্বার জল দেব। আমি মনে করি কিছুটা মানে বুঝা যায়। তাহলে পর এটা কমিয়ে নিয়ে আসতে হয়। নিজেদের হিসাব অনুযায়ী দেখা যাবে কত জমি রবিশস্যের জন্য দিতে পারবেন —কে দিতে পারবেন, কে দিতে পারবেন না ইত্যাদি। যদি বলতেন পনের টাকায় দুবার জল দেবো, আমরা হয়ত বলতাম ৭।৮ টাকার দুবার জল দিন, এটা ভেবেছেন সিম্পল ক্লজ। তারপরে দেখবেন চার ' ক্লজ থেকে যে কমপ্লিকেশন এ্যারাইজ করবে, তার ফলে ৫।৬।৭ ক্লজের কি সাংঘাতিক অবস্থা হবে, অর্থাৎ প্রত্যেকটা প্লট অব ল্যান্ডের অধিকারীকে প্রত্যেক বছর অ্যাপীল করতে হবে এবং তাদের প্রমাণ করতে হবে মশাই, এ বছর আমার জমিতে রবিশস্য হবে।

Mr. Speaker: The words are "are benefited or are likely to be benefited", so you need not wait till the harvesting is over.

Sj. Bankim Mukherji:

লাইকলি টু বি বেনিফিটেড মানে হচ্ছে, তাদের নোটিফাই করতে হবে—ইভন বিফোর দি হারভেষ্টিং, আফটার দি হারভেষ্টিং। সেত গভর্নমেন্টের উপর নির্ভর করে, আইনে কিছু নেই। আমি বলছি এর দ্বারা জটিলতার সৃষ্টি হবে এবং আমি গত দিনও বলেছি, আজও বলছি যে, এত তাড়াহুড়া করবার কি দরকার ছিল? আমরা জানি যে লোকসভায় অত্যন্ত আর্জেন্ট বিল যখন এসেছে, তখন সে দিনই সেটা সিলেক্ট কমিটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সে দিনই সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট এসেছে। মর্ণিং সেশানে এটা হয়েছে, ইভনিং সেশানে পাস হয়ে পার্লামেন্ট ক্লোজড হয়েছে—এরকম ঘটনা ঘটেছে। লোকসভায় অন্ততঃ খানিকটা এ জিনিস পালন করা হয়। সিলেক্ট কমিটির মারফত এলে পর বিরোধী পক্ষও এবং অন্যান্য পক্ষের কি মত সে সম্বন্ধে কিছুটা ওয়াকিবহাল হওয়া যেতে পারে. এটাই হোল গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। তা না হলে আমরা এখানে কি জন্য এসেছি? শুধু আপনারা চোখ রাঙিয়ে যাবেন এবং ভোটের জোরে সমস্ত কিছু পাস করিয়ে নেবেন এবং আমরা টেবিল চাপড়ে চীৎকার করে যাবো, এরই জন্য কি এসেছি? আর একটা জিনিস আছে যে বিরোধীপক্ষ এবং গভর্নমেন্ট পক্ষের জনসাধারণের কাছে রেসপন্সিবিলিটি আছে, তাঁরা সেটা এড়াতে পারেন না। যদি সিলেক্ট কমিটির ভেতর দিয়ে আসতো তাহলে আমাদের পারস্পরিক আলোচনার ভেতর দিয়ে অন্ততঃ আমাদের কি ভিউ পয়েন্ট, আপনাদের কি ভিউ পয়েন্ট এই সমস্ত জিনিসগুলি বুঝতে পারতাম। এই হাউসে আক্রস দি বেঞ্চ কোন জিনিস বুঝানো সম্ভব নয়। আমাদের পক্ষে আপনাদের বুঝানো সম্ভব নয়, আর আপনাদের পক্ষেও আমাদের বুঝানো সম্ভব নয়। কেবল সিলেক্ট কমিটির ভেতর দিয়ে এই জিনিস হোতে পারে। ভবিষ্যতে এই বিল থেকে অনেক মারাত্মক জিনিস আসবে। আপনারা ভেবেছেন যে এই কাজ সহজ হবে, আমার ধারণা এতে গভর্নমেন্টের কাজ আরো জটিলতর, আরো কঠিন এবং আরো দৃঢ় হবে এবং কৃষকদের নানাভাবে হয়রানি হোতে হবে. নানা প্রকার মামলা মোকর্দমা, আবেদন নিবেদন, কোর্ট কাছারী করতে হবে, এ্যাপীল, রেভেনিউ বোর্ড প্রভৃতিতে হয়রানি হোতে হবে। কাজেই আমি বলবো এখনও চিন্তা করে দেখুন, থার্ড রিডিং পর্যন্ত যাবার আগে এটা সিলেক্ট কমিটিতে দিয়ে পরের সেশানে নিয়ে আসুন, তাতে কি এমন সর্বনাশ আপনাদের হবে? ওয়ার্লড ব্যাঙ্ক বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে যদি কিছু থাকে তাহলে পর লেজিসলেশন আনা হয়েছে, সেটা দেখালেই যথেষ্ট হবে এবং টাকা পাওয়ার পক্ষে কোন বাধা থাকে না। ২।৩ মাসের মত স্থগিত রেখে সিলেক্ট কমিটির মারফত এটা আনুন, এই আমার বক্তব্য।

Sj. Apurba Lal Majumdar:

মাঃ স্পীকার মহাশয়, এই বিলের ৪নং ক্লজের উপর কয়েকটি কথা বলে সেচমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রথমে হল কম্পালসরী লেভি করতে গিয়ে তিনি কোন নীতিতে সাড়ে বার টাকা এবং পনের টাকা করলেন, সেটা এই হাউসে পরিষ্কার করে বলেন নি, তার কারণ এই মূল নীতি সম্বন্ধে ট্যাক্সেশন এনকোয়ারী কমিটির রিপোর্ট ফার্ষ্ট ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানে আলোচিত হয়েছে। ট্যাক্সেশন এনকোয়ারী কমিটি যেখানে কম্পালসরী লেভির কথা

বলেছেন, সেখানে সান্ত্বনার স্বরূপ বলা হয়েছে, যখন তখন জল দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। আমি অজয়বাবুকে জিজ্ঞাসা করি তিনি কি তা করতে পারবেন, তিনি কি এই এস্যুরেন্স কান্টিভেটরদের দিতে পারবেন যে, যখনই প্রয়োজন হবে জল দিতে পারবেন? তিনি ট্যাক্সেশন এনকোয়ারী কমিটির রিপোর্ট পছন্দ করুন বা না করুন, এটা বিলের মধ্যে তাঁর ইনকরপোরেট করা উচিত। তিনি কি এই আন্ডার টেকিং দিতে পারবেন বছরের যে কোন সময় চাষীরা জলের জন্য দরখাস্ত করবে, তিনি দেবেন? যতক্ষণ পর্যন্ত না এই আন্ডার টেকিং না দিতে পারেন, ততক্ষণ এই কম্পালসরী লেভি করা তার পক্ষে উচিত নয়। আমরা আশা করেছিলাম তিনি এই হাউসে পরিষ্কার করে বলবেন, ট্যাক্সেশন এনকোয়ারী কমিটির রিপোর্ট তিনি কিভাবে দেখবেন। তিনি তাঁর খেয়ালখুশীমত যা ইচ্ছা তা করতে পারেন না।

আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, ওয়াটার রেট যা তিনি ফিক্স করছেন, কোন নীতির উপর ভিত্তি করে করছেন? ফার্ষ্ট ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানে বলে কস্ট অব সাপ্লাইএর সংগে তার কোন সম্পর্ক থাকা উচিত নয়। যে জল তিনি সরবরাহ করবেন তা সরবরাহ করতে কস্ট অব সাপ্লাই যা হবে তার সংগে এর কোন রিলেশন থাকা উচিত নয়, এটা ফার্ষ্ট ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানে বলা হয়েছে, এবং অজয়বাবুও তা স্বীকার করেছেন। মিনিমাম মেন্টেনেন্স কস্টএর ভিত্তিতে কি তিনি এই সাড়ে বার টাকা ও পনের টাকা ধার্য্য করেছেন? না, তিনি ওভারহেড চার্জ, ক্যাপিটাল চার্জ এইসব কিছু তিনি ধরেছেন? যদি তিনি তা ধরে থাকেন তাহলে এটা সর্বতোভাবে স্বীকৃত যে এই দুটোই তিনি চাষীর কাছ থেকে আদায় করতে পারেন না। যাদের শুধু জল দেবেন তাদের কাছ থেকে মেন্টেনেন্স কস্ট হিসাবে তিনি একটা কর আদায় করতে পারেন। আর যেখানে অ্যাকচুয়ালী জল যাবে কিনা সে সম্পর্কে তিনি কোন কথা বলতে পারেন না, সেক্ষেত্রে তিনি শুধু মিনিমাম মেন্টেনেন্স কস্ট ছাড়া অন্য কিছু আদায় করতে পারেন না। আশা করি আমার এই যুক্তির সারবত্তা ট্রেজারী বেঞ্চ ও অন্যান্যরা সহজেই উপলব্ধি করবেন।

[5-50—6 p.m.]

যে বাংলাদেশের বিশেষ করে দামোদর এলাকার যে চাষী তার বর্তমান আর্থিক অবস্থা কি পর্যায়ে, কত দুঃস্থ অবস্থার মধ্যে বর্তমানে সে বাস করছে, সে যদি দামোদর ক্যানেলের জল নেয়, তাহলে তার চাষের কি সুবিধে হয়, কি আর্থিক অবস্থার উন্নতি করবে; তাহলে কি তার সম্বৎসরের খোরাক, ও বাৎসরিক বায়ভার বহনে ও পরিবার প্রতিপালনে কি দরকার হয়, সে আয় তারা করতে পারবে কি না? এই সমস্তও এর সংগে দেখার প্রয়োজন আছে।

তাছাড়া, দু রকমের ওয়াটার রেট হচ্ছে, খারিপের জন্য একটা, রবিশস্যের জন্য আর একটা। দুটো আলাদা আলাদা ধরা হয়েছে। তাতে কৃষকের অনেক অসুবিধা হবে। অনেক চাষী ডবল ক্রপ করতে চান। যে সমস্ত জমিতে দু রকম ফসল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেখানে তারা যখন জল চাইবে, তখন যদি আপনারা জল দিতে পারেন, তাহলে দু ফসল কেন, তিন ফসলও সেখানে তৈরি করা সম্ভব হতে পারে। যারা দু রকম ফসল ফলাবে, অজয়বাবুর হিসেবে তাদের সাড়ে সাতাশ টাকা জলকর দিতে হবে। কাজেই ডবল ফসল তৈরি করবার ইন্সেন্টিভ যে চাষীর থাকবে, সে জল পেলে পরে তার সেই ইন্সেন্টিভ কাজে লাগাতে পারে। কিন্তু যখন সে শুনবে দু ফসল ফলাতে গেলে ডবল ট্যাক্স দিতে হবে, তখনই ইচ্ছা থাকলেও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে ডবল ট্যাক্সেশনের ভয়ে ঐ দু রকম ফসল করবার যে ইন্সেন্টিভ তার আছে, তা নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। এই ট্যাক্সই তার দুই ফসল তৈরির পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করবে। এটা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না, কোন কোন জমিতে আর্লি ধান রোপন করবার পর সেই ধান কেটে নিয়ে ডাল বা অন্য শাকসবজি চাষ করতে পারে। দু রকম জলকরের ফলে চাষীর সব ইন্সেন্টিভ নষ্ট হয়ে যাবে। দামোদরের যে এলাকায় জল সরবরাহ করতে যাচ্ছেন। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন যেভাবে ওয়াটার সাপ্লাই করছে; তাতে কোন কোন এলাকার চাষীর সর্বনাশ করছে। আমি বিশেষ করে হাওড়ার দিকে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি দিতে বলছি। এখানে ৪০ মাইল দামোদর আছে। সেই ডি. ভি. সির জল আটকে রাখার ফলে ঐ এলাকায় দামোদর শুকিয়ে যাবার দরুন, সেখানে দামোদরের জল সরবরাহ বন্ধ

ফসল তুলে বাজারে বিক্রয় করতে যায়, তখন সে কি দাম পায়? সেই দামের দিক থেকে তুলনা মূলকভাবে দেখা যায় যে, চাষীরা অনেক কম দাম পায়। সেদিক থেকে আমি মনে করি— পরিমাণগত উৎপন্ন কম হচ্ছে, যেখানে চাষীর চাষের খরচ অনেক বেশি পড়ছে। সেক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে জলের পরিমাণও সে কম পাচ্ছে। সেক্ষেত্রে কি করে আমন ধানের চাষের চাইতে ট্যাক্সের হার বেশি বাড়ান হয়েছে? আমি মনে করি দুই ক্ষেত্রেই পনের টাকা আদায় করা অতি অন্যায় এবং অযৌক্তিক। অধিকন্তু '৪ টাকা ৭৫ নয়া পয়সা' আমার যা এমেন্ডমেন্ট, নিশ্চয়ই মন্ত্রী মহাশয় বিবেচনা করে এবং রবি ফসলের অবস্থার কথা বিবেচনা করে, এটা তিনি গ্রহণ করবেন।

স্যার, আমার আর একটা বিষয়ে কিছু বক্তব্য আছে।

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি শুধু একটা পয়েন্টে বলছি। এই নোটিফিকেশন দেওয়ার ক্ষেত্রে মাননীয় সদস্য পাঁচুবাবুর একটা এমেন্ডমেন্ট রয়েছে, আমি সেটা মুভ করছি। সেটায় ছিল জুলাই টু অক্টোবর, আমি সেখানে এই এমেন্ডমেন্ট আনতে চাচ্ছি যে, এক মাস নোটিফিকেশনের যে টাইম দিচ্ছেন, তার মধ্যেই অবজেকশন দিতে হবে। এই যে এক মাস এ একেবারেই হতে পারে না। কারণ আমরা জানি যে এর জন্য অনেক বেশি সময় লাগবে। এই জল না পেঁাছালে চাষী কি করে বুঝবে।

Mr. Speaker: Discussion on this Bill stops. Now we will take up the Rules of the Panchayat Act.

[6—6-10 p.m.]

The West Bengal Panchayat Rules, 1958, made under the West Bengal Panchayat Act, 1956.

Mr. Speaker: I am taking up the rules of the Panchayat Act. I wish to inform the members of the House and I have already explained to Sj. Bankim Mukherjee that there are 51 amendments and for all of them Shri Basanta Kumar Panda is responsible. I was given to understand that some members had a grievance, namely they had put in amendments, but the amendments have not been accepted. I made an enquiry in the matter. There is no room for making any grievance at all. The section that lays down the rule says that amendments must be put in within fourteen days after the rules are laid on the library table, and I have no power whatsoever to make any concession. I have admitted amendments even after the due date, but in this particular matter I am powerless. I have explained the position to Sj. Bankim Mukherjee. The only amendments are those of Mr. Basanta Kumar Panda. I would like to know on a point of information whether Mr. Panda will talk on his amendments first or the Hon'ble Minister in charge wishes to make a preliminary statement, and if he is willing to accept any of the amendments, he may indicate them here and now, so that we can cut short the discussion.

Sj. Hare Krishna Konar:

আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এই রুলগুলি যখন লোকাল সেল্ফ-গভর্নমেন্ট ডিপার্ট-মেন্ট থেকে পাঠান হয়েছিল, এম, এল, এ-দের কাছেও পাঠান হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল এত তারিখের মধ্যে অবজেকশন দিলে কন্সিডার করা হবে। আমি তখন অনেকগুলি এমেন্ডমেন্ট পাঠিয়েছিলাম। এইগুলির ভাগ্য কি হয়েছে, এইগুলি মন্ত্রী মহাশয় বিবেচনা করেছেন কিনা

জানতে চাই। কারণ আমি দেখলাম, অরিজিনাল ড্রাফট রুলস এবং ফাইনাল রুলস যা হচ্ছে, তার মধ্যে কিছু তফাৎ নেই। সেইজন্য আমার কোন এমেন্ডমেন্ট বিবেচনা করেছেন কিনা, সেটা দয়া করে বলবেন।

Mr. Speaker: I take it Mr. Konar, you are under a misconception. I have checked it up. I have got to proceed according to the letter of the law. In this particular matter there is another rule—departure from the usual practice. Something has been provided by law. Mr. Mukherjee came to me and I have shown him the file. I don't want to lose any more time.

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee:

নিয়ম হচ্ছে ১৪ দিনের মধ্যে কোন এমেন্ডমেন্ট দেবার হলে দিতে হবে। এই বিষয় আমরা রাইটার্স বিল্ডিং-এ অনেকগুলি এমেন্ডমেন্ট লিখে দিয়েছিলাম।

Mr. Speaker: We have nothing to do with it. We take no notice of the amendments that are sent to the Writers' Buildings.

Sj. Sowrindra Mohan Misra: Sir, I am accepting amendments Nos. 1, 7, 13, 17, 24, 44, 50 and 51.

Mr. Speaker: Mr. Panda, you can talk on amendments.

Sj. Basanta Kumar Panda: I must thank the Hon'ble Minister for accepting some of my amendments. Now, Sir, I shall be placing my amendments one after another except those which have been accepted. You may please look to section 120, sub-section (4) of the West Bengal Panchayat Act. Though there are 26 items in sub-section (3) on which rules may be framed, there are only 8 item in sub-section (2)—(f), (g), (j), (l), (p), (q), (u) and (v)—these are the only eight items on which the amendments can be accepted or discussed in the House. Out of these eight items—I have looked into all the rules—there are no rules framed under items (j) and (g). So there are six items on which the amendments can be placed.

Now, out of my amendments which are 51 in number, amendments Nos. 1 to 18 are with regard to item 3(2)(f), amendments Nos. 19 to 32 are with regard to item 3(2)(g) and the rest, i.e., Nos. 33 to 51 are with regard to item 3(2)(l).

Now, although there are about 200 police-stations in the whole State of West Bengal, the entire Act has been made applicable only to 25 police-stations in West Bengal, according to an Extraordinary Gazette issued on the 7th June, 1958. Out of these 25 police-stations, there are only four police-stations in Midnapore where it has been made applicable and of these two, viz., Bhagawanpur Police Station and Khejuri Police Station are within my constituency.

Now, I shall place my amendments one after another. My first four amendments relate to rule 9 with regard to publication of notice announcing the date, etc., of election.

Sir, I beg to move that in rule 9, line 2, for the figures "50" the figures "60" be substituted.

This amendment has already been accepted by Government.

Then I move my second amendment.

I beg to move that in rule 9, line 4, for the word "notice" the word "notices" be substituted.

The rule, as it stands, says 'the Returning Officer shall announce by display of notice at the office of the Gram Panchayat or Anchal Panchayat, if any, or at some conspicuous places within the area of the Gram Sabha or the Anchal Panchayat.' My amendment is a mere technical amendment because here the publication of notice is contemplated at various places—at the office of the Gram Panchayat, at the office of the Anchal Panchayat and at various other conspicuous places. Therefore, instead of the word 'notice' the word 'notices' ought to have been there. I think there will be no harm in accepting this innocent amendment.

Then I move my third amendment.

Sir, I beg to move that in rule 9, line 5, for the words "or at some" the words "and at all the" be substituted.

In the rule the words used are 'at the office of the Gram Panchayat or Anchal Panchayat, if any, or at some conspicuous places' and I wish to substitute the words 'at all the conspicuous places' in place of the words 'at some conspicuous places'.

Then I move my fourth amendment.

Sir, I beg to move that in rule 9, line 7, after the word "Panchayat" the words "as well as by beat of drum in all the hats and bazars situated in the said area" be inserted.

Sir, all these amendments are with regard to publication. With regard to this publication, I wish to point out that enough or adequate publicity should be given so that the illiterate villagers may be well aware of the fact that a very important and vital thing, viz., an election, is going to be held at that place. So, publicity should be given to this fact in all possible ways.

[6-10—6-20 p.m.]

Therefore you should announce the date of election by beat of drum in all the hats and bazars situated in the area, because these are the only places where the villagers assemble at least once or twice a week; if it is announced there in addition to the conspicuous places where you are to hang up the notices the publication will be adequate and for the illiterate people it is a necessity.

I now come to Rule 10, i.e., nomination and registration of candidates. Here I move that in rule 10(1), lines 7 and 8, for the words "cause to be delivered to the Returning Officer the particulars required in form A annexed to these rules" the words "deliver or cause to be delivered to the Returning Officer, the form A annexed to these rules duly filled in. Such forms are to be supplied by the Returning Officer, free of cost" be substituted. Form A is an elaborate form and these forms are not easily available. Sometimes the local vendors or other persons who publish or print these forms supply them. A person wishing to stand as a candidate will have to write out these forms or print or type them. There is difficulty. In each village 9 to 15 seats will have to be filled in by election and for these 50 or 60 candidates may be competing. For each one of them form A will be necessary. These forms ought to be supplied by the Returning Officer. I have said that these forms must be made available to the intending candidates free of cost, otherwise it will be difficult for them to get these forms.

Then I move that in rule 10(5), line 2, after the word "rejected" the words "after recording the reasons for the same" be inserted. If any nomination paper is not valid under sub-rule (2), it shall be rejected. It is an arbitrary power given to the Returning Officer. In each election where a nomination paper is rejected some reason is given because that is the basis on which the person concerned can agitate before the higher authority. If arbitrary power is given to the Returning Officer he can reject a nomination paper without giving any reason. I suggest that while rejecting the nomination paper he must write the reasons for which he is rejecting it, otherwise he may be guided by his whims and caprices to reject any nomination paper he likes.

Sir, I beg to move that in rule 13(1), line 4, after the words "any person" the words "who filed a nomination paper" be inserted.

This amendment has been accepted by the Hon'ble Minister and therefore I shall not speak on it.

I also beg to move that in rule 13(1), line 7, after the words "District Panchayat Officer" the words "after giving the appellant an opportunity of being heard" be inserted.

The principle here is about appeal to the District Panchayat Officer. A person aggrieved by an order of the Returning Officer has got a right to appeal to the District Panchayat Officer. The provision is this: "If any person who has filed a nomination paper under sub-rule (1) of rule 10 finds that his name is not included in the list of candidates published under sub-rule (6) of rule 10 by the Returning Officer or if any person disputes the right of any other candidate to be on such list, such person may appeal to the District Panchayat Officer in writing not less than 26 days before the election day. The District Panchayat Officer shall forward a copy of his order passed on appeal to the Returning Officer so as to reach him not less than 16 days before the election day". Now, Sir, if an order is passed by the District Panchayat Officer without giving a hearing to the person who has appealed, I would say that is a travesty of justice because a person who has filed an appeal before an appellate officer with a prayer for relief must be given an opportunity to place his viewpoint. Now, if without placing his viewpoint, his appeal is rejected or if the District Returning Officer does not give any reason for the rejection of that appeal, then the statutory right which is given to the aggrieved party for appeal is virtually withdrawn. Therefore I have sought to introduce these few words "District Panchayat Officer after giving the appellant an opportunity of being heard".

Sir, I also beg to move that the following proviso be added to rule 18(3), namely:—

> "Provided that any candidate or his agent may at any time enter into the voting place for purpose of inspection along with the Presiding Officer and other candidates or their agents who may desire to be present."

Sir, you know that there is an arrangement for holding some election and there will be a place of voting which will be excluded from outside view and therefore to ascertain whether the ballot box is in order or whether there is some other contrivance in the place of voting and where a candidate or his agent has got something to suspect, he should be given an opportunity of inspecting the place of voting. In the general elections for the

Parliament or for the Legislature the Presiding Officer as well as the candidates who are present or their agents at times or at intervals together enter into the voting room to inspect whether the ballot box is in order or to see if there is anything suspicious which may be done even by intending voters who have the privilege of entering into that room for the purpose of casting their votes. Therefore, I would say that there should be an arrangement for inspection of this place of voting at intervals. Of course, I do not say that only one candidate or his agent or the Presiding Officer only will enter the place. Whenever there will be any entry, the entry must be by all the persons so that there is nothing to suspect.

Sir, I also beg to move that in rule 20(5), line 1, after the word "disability" the words "or illiteracy" be inserted.

This is about casting of votes by disabled persons.

[6-20—6-30 p.m.]

If a voter owing to any physical disability is unable to read the symbol on the voting paper, that is, a man who, due to physical disability, whether due to blindness or any other reason, is unable to read the symbol, in that case the Presiding Officer is to help him. If a man is illiterate, it may be a case that an illiterate person is unable to read the symbol—of course. symbols are different signs and illiteracy does not count—and the word used is "physical disability", the only disability which disentitles a man from reading a symbol as is defined in the Rules, not that he is completely blind or partially blind. Except his physical disability any other disability does not stand in the way of recognising the symbol. Therefore, in addition to this physical disability I have tried to add the word "illiteracy".

Then Rule 23. I move that in rule 23(4), lines 4 and 5, for the words "hand over the paper so folded to the Presiding Officer" the words "cast the same into the ballot box" be substituted.

Here the procedure is laid down for voting for election of members of an Anchal Panchayat. Why this difference is made for voting? In the case of election of Gram Panchayat you have laid down that the ballot paper will be placed in the place of voting but here you have said that the ballot paper would be handed over to the Presiding Officer. Sir, we are aware that these Presiding Officers are not always quite impartial persons. Therefore, arrangements should be made for the casting of ballot papers at the proper place, that is, in the ballot box. The provision is, the voter who has received the voting paper shall then be directed by the Presiding Officer to proceed to the voting place to record his vote. After marking his voting paper the voter shall fold the voting paper in such a manner as to conceal the marking and shall then hand over the paper so folded to the Presiding Officer and shall forthwith quit the polling station. If I cast my vote in the same way and thereafter I fold it and I hand it over to the Presiding Officer, it is in the custody of the Presiding Officer and the Presiding Officer, if he has got some sympathy with any of the candidates, there is every chance of tampering with these ballot papers. Therefore I would say that after marking this ballot paper should be cast in the ballot box and it should not be handed over to the Presiding Officer as provided in this rule. It is a very valuable right, Sir, and therefore it should be safeguarded in the same way as the general elections, that is no paper is handed over to any of the officers but it is always cast in the ballot box. Why there should be a different procedure followed here? Here you are using ballot box for Gram Panchayat election. Why you should not use such box in the Anchal Panchayat election?

Then rule 26. I move that in rule 26, lines 2 and 3, after the words "District Panchayat Officer" the words "within three days of the date of election" be inserted.

It is a very important amendment because the same suspicion prevails. We are of opinion that District Panchayat Officers are not to be taken to be all impartial persons. Therefore, these ballot papers should not be kept in his custody for a very long time. There is every chance of tampering, every chance of destruction, every chance of siding with or helping any of the candidates who has been defeated for whom this Panchayat Officer has got a soft corner. The provision is that the Returning Officer shall forward the sealed packets to the District Panchayat Officer, but when? There should be a time and the time should be very short. Just after the election these papers should be sent to the District Panchayat Officer. These papers should not be kept with the Returning Officer for very long for the reasons which I have just now stated. Therefore, I have said these papers should be immediately despatched and if the word "immediate" becomes meaningless, I am giving a time-limit, and that is only three days, that is, just after the election is over within three days the Returning Officer must send up all the ballot papers and other papers concerned with election because in the cases which will be following these papers will be very important evidence at the time of determining whether the election was proper or not. So the best evidence, these papers, should not be kept in the custody of the Returning Officer for a very long time. You are laying down the rules and therefore by this rule you must or you should make the Returning Officers too much vigilant about their duty. Therefore you should accept this amendment which is a beneficial one.

Then you have accepted No. 13, which I move: that in rule 27(4), lines 4 and 5, the words beginning with "but no candidate" and ending with "in the voting" be omitted.

My amendment No. 14 is with regard to Rule 27. I move that in rule 27(4), line 13, for the word "hear" the word "know" be substituted.

If any voter is unable to write the name of the candidate in favour of whom he desires to vote he shall request the Presiding Officer to write the name on his behalf without giving any chance to others to hear the name. You see, Sir, the word is not proper.—the Presiding Officer to write the name on his behalf without giving any chance to others to hear the name—to hear the name or to see the name or to know the name? Your object is to keep his name a secret. Therefore his name is being written on a paper. I say that is a good object. His name is being written on a paper and how a man would hear his name? A man can know his name. 'Know' is a very comprehensive word because 'to know' includes both 'to hear' and 'to see'. You must keep his name secret and for that purpose the knowledge is the essential factor. Knowledge can be attained through the eye, through the ear or even by signs also.

Then, Sir, I move that in rule 27(6), line 2, after the words "as the case may be" the words "along with all voting papers" be inserted.

The District Panchayat Officer shall forward the names of the elected Adhyaksha, Upa-Adhyaksha, Pradhan or Upa-Pradhan, as the case may be—after this along with all the voting papers—to the Director of Panchayats for information as also to the Superintendent, Government Printing, West Bengal, for publication in the Calcutta Gazette.

Then with regard to rule 29, I move that in rule 29, line 5, after the word "period" the words "not exceeding 30 days" be inserted.

Rule 29 is with regard to extension of date—the District Panchayat Officer may extend any date specified in these rules in connection with the holding of election of members of a Gram Panchayat or an Anchal Panchayat or an Adhyaksha or Upa-Adhyaksha or Pradhan or Upa-Pradhan, as the case may be, by such period as he may deem fit. This is very vague. Therefore I have tried to give a very concrete idea with regard to the period—not exceeding 30 days. The power to extend the date by the District Panchayat Officer should be limited, because you know, Sir, when an election has been declared the party becomes ready and perhaps some of them incur certain costs and also they have to spend some time with regard to their election campaign. After everything is made ready, if for some reason or other the District Panchayat Officer finds that the date is to be extended, then this extension should be within a reasonable limit.

[6-30—6-40 p.m.]

You have not put in the limit. Therefore, I say that if for any reason whatsoever the election cannot be held on the date fixed, he may extend the date not exceeding 30 days. If extended, no paraphernalia have to be gone into; that is from the time of publication up to the date of polling, there will be so many paraphernalia, and if in this rule you give the date, these paraphernalia do not come in. If you keep these things vague, and if the date is extended to some day which is much more than sixteen days, then other paraphernalia should be maintained.

Sir, I beg to move that in rule 30, line 6, for the word "fifteen" the word "thirty" be substituted.

Sir, you have accepted No. 17.

Sir, I beg to move that in rule 30, line 12, after the words "District Magistrate" the words "subject to a revision by the District Judge" be inserted.

With regard to election disputes you made the District Magistrate the final authority. Thereafter you do not wish to extend these powers further. In the last line of these rules it is stated "the order of the District Magistrate shall be final". In spite of this I wish to bring in another superior Judicial Officer of the District to revise the matter. Therefore, my amendment is "the order of the District Magistrate subject to a revision by the District Judge" shall be final.

Sir, I beg to move that the proviso to rule 44 be omitted.

The proviso relaxes the qualification of the person who shall be appointed as Secretary to Anchal Panchayat. The rule runs thus: "No person shall normally be included in the list referred to in sub-rule (1) of rule 43 or selected as a candidate for filling up a casual vacancy unless he has passed the School Final Examination or any other equivalent examination." Thus in the rule you have laid down the minimum educational qualification of a Secretary as the School Final Examination certificate or an equivalent examination certificate. Thereafter in the proviso it is stated "Provided that the State Government may relax the conditions regarding educational qualification in the case of candidates considered suitable for appointment to the post of Secretary to Anchal Panchayat by the District Magistrate". Why this loophole should be there. The obvious result would be that some person who is in the good book of the District Magistrate shall be appointed as the Secretary though he does not possess such qualification. The post of Secretary is a responsible post. He shall have to keep all the records of the accounts and other things in the office and, therefore, you have prescribed a minimum educational qualification for the Secretary. Why don't you

stick to that qualification? If thereafter you relax that qualification and give the District Magistrate a free hand in the appointment of any man who does not possess such qualification, that would not be desirable.

Sir, I beg to move that in rule 45(3), line 5, after the words "Magistrate shall" the words "subject to a revision by the District Judge" be inserted.

Sir, I want simply to say that even in the case of appeal there shall be the revision by the District Judge.

Sir, I beg to move that in rule 49, line 2, the word "ordinarily" be omitted.

I further beg to move that the proviso to rule 49 be omitted.

Rule 49 is in these terms: Age of retirement—No person appointed under sub-rule (2) of rule 43 or rule 47 or rule 48 shall ordinarily be retained in service after he attains the age of 60 years: Provided that extension of service may for good grounds be granted to an employee with the approval of the District Panchayat Officer for not more than a period of one year at a time but in no case an employee shall be retained in service after he attains the age of 65 years. Now, Sir, with regard to these two amendments, I say that you have laid down a rule for superannuation and that is the ripe old age of 60, but you have kept a loophole there in the proviso—with the approval of the District Panchayat Officer, the service of an employee may be extended up to the age of 65 years. Sir, you know that only in the case of the service of the highest judicial authority, viz., the Supreme Court Judges, the age of retirement is 65. Even the High Court Judges and Professors of Universities and Colleges retire at the age of 60. So, why should these persons be retained beyond the age of 60? These persons are Matriculates or have passed the School Final Examination and it is enough that they should be retained up to the age of 60. As the rule stands, after the 60th year, the extension of their service depends upon the sweet-will of the District Panchayat Officer. So, I say that there is some scope for corruption or some sort of influence either over the District Panchayat Officer or with regard to a person for whom the District Panchayat Officer may have got a soft corner. If in these small posts, you retain these men up to such an old age, then you do not help in solving the problem of unemployment in the countryside. It should be the endeavour of all men and at all places to compel retirement at a particular age, fixed by the Act or the rule itself, and thereafter give a chance to the new-comers so that they may fill up these posts. But the endeavour of the present Government is and has been to retain old men as long as possible. That is why we find that after the retirement of officers, either executive or judicial, they are extending their service or giving them new appointments at different places and retaining their service as long as possible.

Mr. Speaker: I do not think members are very enthusiastic about your amendments. So, please try to finish quickly.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I am hurrying up.

Then I come to rule 51.

Sir, I beg to move that in rule 51, line 2, after the words "decision shall" the words "subject to a revision by the District Judge" be inserted.

Sir, here also the same argument applies that you are always trying to make the District Magistrate the final appellate authority, but I am trying to make the District Judge the revising authority after the judgment is delivered by the District Magistrate.

Sir, I beg to move that after rule 56 the followinf new rule be inserted, namely:—

"56A. The District Panchayat Officer may transfer any officer serving under any Gram or Anchal Panchayat to some other such Panchayat in the same subdivision."

This has been accepted by the Government.

Now, I will move amendments Nos. 25 to 32—they all relate to the same substitution.

I beg to move that in rule 57, for the words "District Magistrate" wherever they occur the words "District Panchayat Officer" be substituted.

I beg to move that in rule 58 for the words "District Magistrate" wherever they occur the words "District Panchayat Officer" be substituted.

I beg to move that in rule 59, for the words "District Magistrate" wherever they occur the words "District Panchayat Officer" be substituted.

I beg to move that in rule 92, for the words "District Magistrate" wherever they occur the words "District Panchayat Officer" be substituted.

Sir, I beg to move that in rule 94, for the words "District Magistrate", wherever they occur the words "District Panchayat Officer" be substituted.

I beg to move that in rule 99, for the words "District Magistrate" wherever they occur the words "District Panchayat Officer" be substituted.

I beg to move that in rule 101, for the words "District Magistrate" wherever they occur the words "District Panchayat Officer" be substituted.

I beg to move that in rule 102, for the words "District Magistrate" wherever they occur the words "District Panchayat Officer" be substituted.

Sir, in all these amendments my attempt has been to substitute the words "District Magistrate" by the words "District Panchayat Officer" because you have over-burdened the District Magistrate with so many diversified activities that he seldom has any time to apply his mind to this work. Therefore, whatever he does becomes a stereotyped matter. Somebody—either his Secretary or his Head Clerk—does all these things in the name of the District Magistrate who merely signs the files.

[6-40—6-50 p.m.]

You are retaining a permanent officer, District Panchayat Officer, in each district, and he is the person who has been there to apply his mind. He gradually becomes an expert in the application of this Act. Therefore, in place of District Magistrate if you have District Panchayat Officer, justice would be done, because an officer will be there to think over the matter and come to a decision.

Then I move that in rule 110A, for the word "buildings" wherever it occurs the word "structures" be substituted. These are vital rules. You are going to tax a person. "The maximum rates of tax on persons, who are the owners or occupiers or owners and occupiers of land or buildings or both according to estimated total annual income shall be". You have not defined "buildings" in the Act or in the Rules. Ordinarily buildings will refer to pucca buildings or houses of masonry works. "Structure" will include buildings and all other dwelling places.

Then I move that in rule 110-A after item (a) the following new item be inserted, namely:—("(aa) for the next Rs. 250 or less of the income ½ per cent." I also move that in rule 110-A after the proposed item (aa) the following new item be inserted, namely:—"(aaa) for the next Rs. 500 or less of the income...¾ per cent." I have introduced here certain rates.

Then I move that in rule 110-A after item (f) the following explanation be inserted, namely: "Explanation 1.—The word 'lands' includes agricultural lands, non-agricultural lands, tanks, fisheries, forests, orchards, hats and bazars and plantations." Here the word "land" was introduced and no other thing. In the original rule it was stated "The maximum rates of tax on persons who are owners or occupiers or owners and occupiers of land or buildings." For "buildings" I wish to substitute "structure" and for "land" the words as I have stated in my amendment No. 36. "Land" generally means fallow land or which is open land and where mere cultivation is done. The owners of tanks, fisheries, forests, orchards, hats and bazars and plantations ought to be included; otherwise there will be this loophole through which there will be escape from asseesment. If there is any escaping, the rich people will get the benefit because the owners of such lands, that is, tanks, fisheries, forests, orchards, hats and bazars, are rich people and there is loophole for their escaping away from this Act. Therefore in order to keep them tied down to the burden of this Act, this explanation should be accepted.

I also beg to move that in rule 110-A Explanation 1, paragraph (a), line 1, after the words "agricultural land" the words "cultivated by the owner himself" be inserted.

Sir, here I wish to restrict the scope and to exclude the bargadars therefrom. If the agricultural land is there, then any owner on that land may be liable to pay that tax A man may be on the land but not as the owner but as tenant or as a licencee, as a bargadar or as anybody else and these persons ought not to be made liable under these Rules to pay this tax. Therefore I have said "agricultural lands cultivated by the owner himself".

I also beg to move that the following proviso be inserted to rule 110-A after Explanation 1(a), namely:—

> "Provided that if the agricultural land is cultivated by any Bargadar the annual income of the owner of such land is 40 per cent. and that of the Bargadar is 30 per cent. of the estimated market value of the produce of such lands during the year of assessment".

You know, Sir, in the Land Reforms Act the division is in the ratio of 40:30; the owner gets the whole of it but the Bargadar gets at least half of it, that is, 30 per cent. is spent for his agricultural purpose.

I also beg to move that in clause 110-A, in Explanation 1, paragraph (b), line 1, after the words "forests, orchards" the words "hats and bazars" be inserted.

Here I have tried to make some amends for the omission that has been made because you have only used the words "forests" and "orchards" but the words "hats" and "bazars" ought to be there and in that way the entire list should be completed.

I also beg to move that in rule 110-A, Explanation 1, paragraph (d), line 4, for the words "seven and a half" the word "five" be substituted.

Here I wish to reduce the amount of taxation.

Mr. Speaker: Mr. Panda, how much more time will you take? I am not trying to stop you, but how much more time will you take? If you take longer time—of course, you have a number of amendments to speak on—the Minister may not have time to reply. He might simply say 'good bye' and then go.

Sj. Basanta Kumar Panda: In that case, Sir, I will simply pass over the other amendments as fast as I can, so that the Minister may have some time to reply.

I also beg to move that in rule 110-A for the expression "Explanation 1" the expression "Explanation 2" be substituted.

I also beg to move that in rule 110-A, for the expression "Explanation 2" the expression "Explanation 3" be substituted.

I also beg to move that in rule 110-B(1), in the Table, line 3, after the word "Concerns" the words "and any person holding any service within the local limits of Anchal Panchayat" be inserted.

This is for taxing those persons who hold any service within the Anchal Panchayat area and who derive some income therefrom.

I also beg to move that in rule 110-B(2) and 110-C(2), line 3, after the expression "1st April" the words "of the said financial year" be inserted.

This has been accepted by Government.

I also beg to move that in rule 110-c(1), line 1, after the word "vehicle" the words "who uses the same for any trade or business" be inserted.

A man may be the owner of a vehicle but he may use it for his personal use or he may lend it to some other person. Therefore it should be made specific.

I also beg to move that in rule 111(1), "Explanation 2" be omitted.

I also beg to move that after rule 112(7), the following be added, namely:—

> "(8) Order passed in appeal by the District Panchayat Officer shall, subject to a revision by the District Judge, be final".

I also beg to move that in rule 119, lines 4 and 5, for the words "the Chawkidar or any other persons" the words "a member of the Anchal Panchayat and a Chowkidar" be substituted.

I also beg to move that in rule 119, line 7, after the words "and agriculture" the words "and foodgrains for the consumption of the defaulter and his family till the next crop is obtained by him" be inserted.

I also beg to move that in rule 119, line 8, for the word "half" the words "twenty-five per cent. of" be substituted.

This has been accepted by the Hon'ble Minister.

I also beg to move that in rule 120, line 2, after the words "movable property" the words "only during the day time" be inserted.

This has also been accepted by the Hon'ble Minister.

[6-50—7 p.m.]

Sj. Sourindra Mohan Misra:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, সেকেন্ড এমেন্ডমেন্ট নোটিস বলতে নোটিসেস বুঝায়, বেঙ্গল জেনারেল ক্লজেজ অ্যাক্ট দেখলেই বুঝতে পারবেন। থার্ড এমেন্ডমেন্ট এটা অসুবিধা হল 'অল' বলতে অনেক কিছু বুঝায়, বটগাছ থেকে আরম্ভ করে সব কিছু বুঝাবে—এটা তাই গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ৪র্থ এমেন্ডমেন্ট এটা 'বিট অব্ গ্রাম' করলেই ভাল হয়, কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখবেন, নির্বাচন করতে যে খরচ পড়বে তা পঞ্চায়েতকেই বহন করতে হবে। এ রকমে এক একটা অঞ্চলে যদি ৭।৮টি বাজার থাকে, তাহলে ঢোল সহরৎ করতে যে খরচ পড়বে, তাতে অনেক খরচ পড়ে যাবে এবং সে খরচ বহন করতে হবে অঞ্চল পঞ্চায়েতকেই। তবে একথা ঠিক যে গ্রামে যে ইলেকশন হবে, তাতে নানা দল উপদল থাকবে তাতে এটা যে গোপন থাকবে, সেটা মনে করি না। ৫ নম্বরে বলেছেন ডেলিভার অর কস টু বি ডেলিভারড থাকলেই হবে বলে মনে করি। আর যেটা বলেছেন প্রিন্টেড ফর্ম এই কারণে বলছি না, ফ্রি অব কস্ট হবে, এত টাকা বহন করতে হবে অঞ্চল পঞ্চায়েতকেই। পঞ্চায়েতের উপর যাতে অযথা বেশি খরচ না পড়ে, সেজন্য এটা গ্রহণ করতে পারি না। ৬ নম্বরে বলেছেন 'রিজনস', কোন রিজনসের কথা নাই, সেজন্য ওটা গ্রহণ করছি না। ইলেকশন করার সময় রিজন দেবার কথা নাই, সেজন্যই গ্রহণ করছি না। এমেন্ডমেন্টে বলেছেন, 'সিক্রেট ভোটিং'এর কথা। মাননীয় সদস্য একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন ব্যালট বক্সটা প্রিসাইডিং অফিসারের কাছে আছে। আমাদের এই এসেম্বলী ভোটের সময় দাগ দিয়ে ফেলে দিতে হয়। রুল ১৯ যদি লক্ষ্য করেন, তাহলে দেখতে পাবেন—

> "Immediately before the commencement of the poll for election of members of a Gram Panchayat, the Presiding Officer shall satisfy such candidates or their agents as may be present that the ballot box is empty and shall then lock it. The ballot box shall be placed in the view of the Presiding Officer."

তবে ওটা গোপন থাকে ওখানে কিছু করবার উপায় নাই। যে জায়গায় মার্ক দিচ্ছে সে জায়গাটা সিক্রেটই থাকছে দেখবার কিছু থাকবে না। অতএব সেদিক থেকে এটা প্রয়োজন দেখছি না। ১০ নম্বরে বলেছেন 'ডিসএবিলিটি অর ইলিটারেসী সীম্বল' দেখতে লিটারেসী অর ইল্লিটারেসী প্রশ্ন আসে না, যারা অক্ষর পড়তে জানেনা তারাও সীম্বল বুঝতে পারে। সেজন্য ইল্লিটারেসী নেবার কোন প্রয়োজন দেখছি না। ১১তে বলেছেন অঞ্চল পঞ্চায়েতের ভোটার খুব অল্প সংখ্যক থাকবে না। সেখানে ব্যালট বক্স দরকার নাই, সেখানে প্রিসাইডিং অফিসরের সামনে দিলেই কোন অসুবিধা হবে না। ১২ নম্বর নূতন যেটা হয়েছে সেটা যদি পড়ে দেখতেন তাহলে বোধ হয় এটা আনতেনই না। রুল ২৬ যেটা আগে ছিল, সেটা কেটে যে ফ্লাগ দেওয়া হয়েছে সেটা বোধ হয় দেখেন নি। তাতে দেখবেন—

> "custody of papers relating to the election of Gram and Anchal Panchayat... The Returning Officer shall keep the papers in safe custody for one year after that they will be destroyed."

অতএব এই প্রশ্ন আসে না। ১৪তে 'হিয়ার অ্যান্ড নো' কথা বলেছেন, এখানে হচ্ছে রিটার্নিং অফিসার জিজ্ঞাসা করবে—না লিখতে পারে কে হবে—না শুনলে আর জানবে কি করে? অতএব সেটা দেবার প্রয়োজন মনে করি না। ১৫নংএ বলছেন 'এলং উইথ অল ভোটিং পেপারস' —এ আনার প্রয়োজন মনে করছি না। তারপর 'নট এক্সিডিং ৩০ ডেস' এই যে কথা বলছেন সেটার কথার বিবেচনা করবেন, কোন জায়গায় হয়ত এপিডেমিক লেগে গেছে, সেখানে নির্বাচন করা সম্ভবপর নয়; সেখানে ১০ বা ১৫ দিন স্পেসিফাই করা হয় নি। ১৮নংএ যা বলা হয়েছে আমি মনে করি যে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটই যথেষ্ট, এজন্য ডিষ্ট্রিক্ট জজ আনার প্রয়োজন নাই। রুল নং ২০তেও তাই। ২১নং-এর এমেন্ডমেন্ট অর্ডিনারিলি টু বি ওমিটেড—এখানে 'অর্ডিনারিলি' না থাকলে সুবিধা হয় না। এজ বার যেখানে আছে, সেখানে মনে করি ৬৫ বছর পর্যন্ত করবার কথা। সেক্রেটারী কাজ করতে পারেন যদি উপযুক্ত থাকেন। আর একটা কথা

বলেছেন যে ম্যাট্রিকুলেট না হলে হতে পারবে না। কিন্তু এমন অনেক জায়গা হতে পারে যেমন পার্বত্য অঞ্চল যেখানে ম্যাট্রিকুলেট পাওয়ার অসুবিধা। সেখানে রুলটা রিল্যাক্স করব। আর একটা জিনিস ইউনিয়ন বোর্ডের যে ক্লার্ক আছে তারা উপযুক্ত হলে শুধু ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে নি বলেই কিছু করলে সেটা সমীচীন হবে না। এটা গ্রহণ করা সম্ভবপর হল না। অনেকগুলি সেক্রেটারী বলছেন ২৫ থেকে ৩২, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের জায়গায় বলছেন পঞ্চায়েত অফিসর, তা হয় না। চৌকীদার, দফাদারের ব্যাপারে অনেক সময় ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের থাকা দরকার বলে আমরা ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নাম দিয়েছি। বিল্ডিংস অ্যান্ড স্ট্রাকচার যেখানে বলছেন, আমাদের অরিজিনাল অ্যাক্টে বিল্ডিং অ্যান্ড ল্যান্ড আছে, অতএব আমরা 'স্ট্রাকচার' গ্রহণ করতে পারলাম না। ৩৪নংএ আছে ২৫০ টাকা। অন্য একটা প্লাব দিয়েছেন পাণ্ডা-মহাশয়। আমরা যেটা করেছি সেইটে আমরা রাখতে চাই। বিশেষ কোরে ম্যাক্সিমাম আমাদের বাঁধা আছে। ইচ্ছা করলে স্থানীয় লোকেরা এসেসমেন্ট করতে পারেন। তখন ইচ্ছা করলে কমও করতে পারেন। হাট বাজারের কথা বলেছেন, হাট বাজার নন-এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডএর মধ্যে ধরা আছে। হাট বাজারের উপর ইনকাম ধরা হবে না, একথা মনে করবেন না।

আমাকে ৭টার মধ্যেই শেষ করতে হবে। তাই শেষ কথা বলতে চাই যে এমেন্ডমেন্ট নং ১, ৭, ১৩, ১৭, ২৪, ৪৪, ৫০, ৫১—এই কটা সংশোধন প্রস্তাব ছাড়া আর যে সমস্ত সংশোধন প্রস্তাব আছে, তার বিরোধিতা করি।

Mr. Speaker: I do not think having regard to the declaration made by the Hon'ble Minister it is necessary for the Chief Whip to move them unless you demand that he should move them formally in which case I shall ask him to do so.

Save and except Nos. 1, 7, 13, 17, 24, 44, 50, 51, I am putting the rest of the amendments to vote.

Rule 9

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in rule 9, line 4, for the word "notice" the word "notices" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in rule 9, line 5, for the words "or at some" the words "and at all the" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in rule 9, line 7, after the word "*Panchayat*" the words "as well as by beat of drum in all the *hats* and *bazars* situated in the said area" be inserted, was then put and lost.

Rule 10

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in rule 10(1), lines 7 and 8, for the words "cause to be delivered to the Returning Officer the particulars required in form A annexed to these rules" the words "deliver or cause to be delivered to the Returning Officer, the form A annexed to these rules duly filled in. Such forms are to be supplied by the Returning Officer, free of costs" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in rule 10(5), line 2, after the word "rejected" the words "after recording the reasons for the same" be inserted, was then put and lost.

Rule 13

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in rule 13(1), line 7, after the words "District *Panchayat* Officer" the words "after giving the appellant an opportunity of being heard" be inserted, was then put and lost.

Rule 18

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that the following proviso be added to rule 18(3), namely:—

"Provided that any candidate or his agent may at any time enter into the voting place for purpose of inspection, along with the Presiding Officer and other candidates or their agents who may desire to be present.",

was then put and lost.

Rule 20

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in rule 20(5), line 1, after the word "disability" the words "or illiteracy" be inserted, was then put and lost.

Rule 23

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in rule 23(4), lines 4 and 5, for the words "hand over the paper so folded to the Presiding Officer" the words "cast the same into the ballot box" be substituted, was then put and lost.

Rule 26

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in rule 26, lines 2 and 3, after the words "District *Panchayat* Officer" the words "within three days of the date of election" be inserted, was then put and lost.

Rule 27

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in rule 27(4), line 13, for the word "hear" the word "know" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda, that in rule 27(6), line 2, after the words "as the case may be" the words "along with all voting papers" be inserted, was then put and lost.

Rule 29

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in rule 29, line 5, after the word "period" the words "not exceeding 30 days" be inserted, was then put and lost.

Rule 30

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in rule 30, line 12, after the words "District Magistrate" the words "subject to a revision by the District Judge" be inserted, was then put and lost.

Rule 44

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that the proviso to rule 44 be omitted was then put and lost.

Rule 45

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in rule 45(3), line 3, after the words "Magistrate shall" the words "subject to a revision by the District Judge" be inserted, was then put and lost.

Rule 49

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in rule 49, line 2, the word "ordinarily" be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that the proviso to rule 49 be omitted, was then put and lost.

Rule 51

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in rule 51, line 2, after the words "decision shall" the words "subject to a revision by the District Judge" be inserted, was then put and lost.

Rule 57

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in rule 57, for the words "District Magistrate" wherever they occur the words "District *Panchayat* Officer" be substituted, was then put and lost.

Rule 58

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in rule 58 for the words "District Magistrate" wherever they occur the words "District *Panchayat* Officer" be substituted, was then put and lost.

Rule 59

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in rule 59, for the words "District Magistrate" wherever they occur the words "District *Panchayat* Officer" be substituted, was then put and lost.

Rule 92

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in rule 92, for the words "District Magistrate" wherever they occur the words "District *Panchayat* Officer" be substituted, was then put and lost.

Rule 94

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in rule 94, for the words "District Magistrate" wherever they occur the words "District *Panchayat* Officer" be substituted, was then put and lost.

Rule 99

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in rule 99, for the words "District Magistrate" wherever they occur the words "District *Panchayat* Officer" be substituted, was then put and lost.

Rule 101

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in rule 101, for the words "District Magistrate" wherever they occur the words "District *Panchayat* Officer" be substituted, was then put and lost.

Rule 102

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in rule 102, for the words "District Magistrate" wherever they occur the words "District *Panchayat* Officer" be substituted, was then put and lost.

Rule 110

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in rule 110-A, for the word "buildings" wherever it occurs the word "structures" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in rule 110-A after item (a) the following new item be inserted, namely:—

"(aa) for the next Rs. 250 or less of the income ... ½ *per cent*.",

was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in rule 110-A after the proposed item (aa) the following new item be inserted, namely:—

"(aaa) for the next Rs. 500 or less of the income ... ¾ *per cent*.",

was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in rule 110-A after item (f), the following *explanation* be inserted, namely:—

"*Explanation* 1.—The word 'lands' includes agricultural lands, non-agricultural lands, tanks, fisheries, forests, orchards, *hats* and *bazars* and plantations.",

was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in rule 110-A, *Explanation* 1, paragraph (a), line 1, after the words "agricultural lands" the words "cultivated by the owner himcelf" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that the following proviso be inserted to rule 110A after *Explanation* 1(a), namely:—

"Provided that if the agricultural land is cultivated by any *Bargadar* the annual income of the owner of such land is 40 per cent. and that of the *Bargadar* is 30 per cent. of the estimated market value of the produce of such lands during the year of assessment.",

was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 110-A, in *Explanation* 1, paragraph (b), line 1, after the words "forests, orchards" the words "*hats* and *bazars*" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in rule 110-A, *Explanation* 1, paragraph (d), line 4, for the words "seven and a half" the word "five" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in rule 110-A, for the expression "*Explanation* 1" the expression "*Explanation* 2" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in rule 110-A, for the expression "*Explanation* 2" the expression "*Explanation* 3" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in rule 110-B(1), in the Table, line 3, after the word "Concerns" the words "and any person holding any service within the local limits of *Anchal Panchayat*" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in rule 110-c(1), line 1, after the word "vehicle" the words "who uses the same for any trade or business' be inserted, was then put and lost.

Rule 111

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in rule 111(1), "*Explanation* 2" be omitted, was then put and lost.

Rule 112

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that after rule 112(7), the following be added, namely:—

"(8) Order passed in appeal by the District *Panchayat* Officer shall, subject to a revision by the District Judge, be final.",

was then put and lost.

Rule 119

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in rule 119, lines 4 and 5, for the words "the *Chowkidar* or any other persons" the words "a member of the *Anchal Panchayat* and a *Chowkidar*" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in rule 119, line 7, after the words "and agriculture" the words "and foodgrains for the consumption of the defaulter and his family till the next crop is obtained by him" be inserted, was then put and lost.

Mr. Speaker: In am now putting amendments Nos. 1, 7, 13, 17, 24, 44, 50 and 51, suggested by Mr. Basanta Kumar Panda and accepted by the Minister-in-charge to vote.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in rule 9, line 2, for the figures "50" the figures "60" be substituted, was then put and agreed to.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in rule 13(1), line 4, after the words "any person" the words "who filed a nomination paper" be inserted, was then put and agreed to.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in rule 27(4), lines 4 and 5, the words beginning with "but no candidate" and ending with "in the voting" be omitted, was then put and agreed to.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in rule 30, line 6, for the word "fifteen" the word "thirty" be substituted, was then put and agreed to.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that after rule 56, the following new rule be inserted, namely:—

"56A. The District Panchayat Officer may transfer any officer serving ing under any Gram or Anchal Panchayat to some other such Panchayat in the same subdivision.",

was then put and agreed to.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in rules 110-B(2) and 110-c(2), line 3, after the expression "1st April" the words "of the said financial year" be inserted was then put and agreed to.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in rule 119, line 8, for the word "half" the words "twenty-five per cent. of" be substituted, was then put and agreed to.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in rule 120, line 2, after the words "movable property" the words "only during the day time" be inserted, was then put and agreed to.

Mr. Speaker: At the request of some honourable members I want to sit at 2.30 p.m. tomorrow so that some additional time may be had in discussing the Resolutions. There will be no questions. The first two hours will be devoted to non-official resolutions and the last two hours to discussion on the Second Five Year Plan.

The House stands adjourned till 2-30 p.m. tomorrow.

Adjournment

The House was accordingly adjourned at 7 p.m. till 2-30 p.m. on Friday, the 25th July, 1958, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Friday, the 25th July, 1958, at 2-30 p.m.

Present:

Mr. Speaker (the Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 14 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 213 Members.

[2-30—2-40 p.m.]

Non-official Resolutions

Mr. Speaker: Mr. Mazumdar will kindly move his resolution.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I beg to move the following resolution:—

"This Assembly is of opinion that the State Government should urge the Union Government to take over with immediate effect the foreign trade in jute goods and tea as the foreign exchange earnings of the country will thereby be considerably augmented and will go a long way towards filling the gap in resources for implementing the plan."

স্যার, এই প্রস্তাব উত্থাপন করার আগে আমি একটা কথা বলে নিতে চাই যে, আমাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কি উত্তর দেওয়া হবে জানি না কিন্তু বরাবরই তাঁরা যেভাবে উত্তর দেন যে এটা কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের দায়িত্ব, কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের দায়িত্ব হলেও রাজ্যসরকারের দায়িত্ব অনেকখানি আছে। কারণ আমাদের চা ও এই শিল্পে যদি বিপর্যয় আসে তাহলে তার ধাক্কা এখানেই এসে পড়বে। বর্তমানে আমরা বৈদেশিক মুদ্রার দিক দিয়ে যখন খুব ইন্টারেস্টেড তখন আমি রাজ্যসরকারকে অনুরোধ করব যে তাঁরা এই জিনিসটাকে গুরুত্ব দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। এই প্রস্তাব প্রসঙ্গে আমি একটা কথা বলতে চাই যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নিয়ে যখন আলোচনা হয়, এমনকি প্রথম পরিকল্পনা নিয়ে যখন আলোচনা হয় তখন আমি বলেছিলাম যে আমাদের দেশে আর্থনীতিক কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বিদেশী পুঁজির একচেটিয়া অধিকার যদি থাকে তাহলে আমাদের পরিকল্পনাকে সফল করার পথে অনেক বাধা এসে দেখা দেবে। আজকে যদিও আমার প্রস্তাবে আমি চা এবং জুট মিল সম্বন্ধে আলোচনা করব, কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রার দিক দিয়ে আমাদের আর একবার মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে বিদেশীয় একচেটিয়া কর্তৃত্ব যদি এইরকম কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে থেকে যায় তাহলে আমাদের পরিকল্পনাকে সফল করার পথে সে সব গুরুতর বাধা সৃষ্টি করবে। বৈদেশিক মুদ্রার দিক দিয়ে এই জিনিসটার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। চায়ের ব্যাপারে এই বিদেশী পুঁজির একচেটিয়া কতৃত্ব এই শিল্পকে বিশেষ করে ধ্বংসের মুখে এনে দিয়েছে এবং তার ফলে আমাদের চায়ের বৈদেশিক বাণিজ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শুধু তাই নয় যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা এর থেকে আমরা পেতে পারি তা থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি এবং যে পরিমাণ ইনকাম ট্যাক্স বা অন্যান্য ট্যাক্স যা আমাদের রাজস্বে জমা হবে তা থেকেও আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। এ ছাড়া বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদেশী একেচেটিয়া একটা চক্রের হাতে থেকে যাবার ফলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটা প্রভাব দেখা দিচ্ছে এবং তার ফলে যে জিনিসটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে চা এবং জুটে বিদেশীয় বাজারে একটা সংকট দেখা দিচ্ছে। বিদেশীয় বাজারে প্রতিযোগিতা এবং তার ফলে সংকটজনক অবস্থা ইত্যাদির কথা বলে মালিকরা যখন চিৎকার করে বিশেষতঃ বিদেশী মালিক তখন আমাদের সরকার সমস্ত জিনিসটার মূল কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা না করে তাঁরা সেই চিৎকারে বিচলিত হয়ে পড়েন এবং তার ফলে তাঁরা যে কাজগুলি করেন তাতে সত্যিসত্যি বিদেশী শোষণকে সাহায্য করা হয়। এই ব্যাপারে আমি আপনাকে কিছু কিছু বলতে চাই। প্রথমতঃ

ধরুন চায়ের ব্যবসার ব্যাপারে যাদের ব্রোকার বলা হয় সেই ব্রোকারদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কেননা চা যখন আসে তখন তাঁরা সেগুলোর কোয়ালিটি, গ্রেড, গুণাগুণ কিরকম ইত্যাদি সমস্ত জিনিস পরীক্ষা করে তার ক্যাটলগ তৈরি করেন। চা সংক্রান্ত ক্যাটলগ, তার গুণ, তার স্বাদ কিরকম হবে, কোন বাগানের তৈরি, কি গ্রেডের ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছুর ক্যাটালগ এরা তৈরি করেন এবং এ'রা চায়ের বাজার সম্বন্ধে পরামর্শ দেন, উপদেশ দেন এবং উৎপাদকদের তরফ থেকে চায়ের বাজারে নীলামের কাজটাও এ'রা পরিচালনা করেন। আমাদের এখানে যে ছটা ব্রোকিং হাউস আছে তার ভেতর ৪টা হচ্ছে ইউরোপীয়ান বৃটিশ এবং এই ৪টার ভেতর এটাই হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে বৃটিশ এবং এই বিজনেসের শতকরা ৯৬ ভাগ এ'দের হাতে। এ'রা এতদিন পর্যন্ত চেষ্টা করে এসেছেন যাতে কোন ভারতীয় টী টেস্টিংএর ব্যাপারটা শিখতে না পারে। এটা ভারতীয় মালিকরা হয়ত প্রকাশ্যে বলবেন না কিন্তু তাঁদের যদি মুখ্যমন্ত্রী জিজ্ঞাসা করেন তাহলে এটা জানতে পারবেন যে এই টী টেস্টিংএর ব্যাপারটা ভারতীয়দের হাতে যাতে না আসতে পারে সে সম্পর্কে এ'রা একটা ষড়যন্ত্র করে আসছেন এবং এ'রা একদিকে ক্রেতাদের উপদেশ দেন, আর একদিকে বিক্রেতাদের উপদেশ দেন। এ'রা নিজেরাই উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত, এ'রা টাকাও ধার দেন। কোলকাতার চায়ের নীলাম যেটা হয় সেই নীলাম পরিচালিত হয় ক্যালকাটা ট্রেডার্স এ্যাসোসিয়েশন বলে যে সংস্থা আছে সেই সংস্থার দ্বারা তাদের নিয়মকানুন অনুযায়ী। এই সংস্থার ভেতর এ'দের স্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ। তার ১২ জন সদস্যের ভেতর চারজনই এ'দের। কাজেই ব্রোকিং বিজনেসটা এ'রা সম্পূর্ণভাবে নিজেদের হাতে রেখেছেন, এ'রা ইচ্ছা করলে ভারতীয় বাগানের চাকে খারাপ বলে দিতে পারেন এবং বিদেশ এর বাজারটাকে নষ্ট করে দিতে পারেন। চা সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য এ'দের কাছে আসে অনেক আগে থেকে যাঁরা ইউরোপীয়ান ব্যবসায়ী, তাঁরা এ'দের সমস্ত জিনিস খবর দিয়ে দেয়। এইভাবে সমস্ত জিনিসটা এ'দের মুষ্টিগত হয়ে রয়েছে। একটা মজা হচ্ছে যে এ'রা খুব সামান্য পুঁজি নিয়ে কাজ শুরু করেছেন এবং এই সমস্ত কোম্পানিগুলির পেড আপ ক্যাপিটালের পরিমাণ খুব অল্প। তাঁদের যা পেড আপ ক্যাপিটাল তার ১৩১·৯ গুণ লাভ তাঁরা এক বছরে করেছেন। যেমন একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি ধরুন একটা ব্রোকিং হাউস জে থমাস তাদের হাতে এই ব্যবসা ৩৫ থেকে ৪০ ভাগ রয়েছে, তাদের পেড আপ ক্যাপিটাল ইনকাম ৬ লক্ষ ৬ হাজার টাকা। ১ বছরে ১৯৫৬ সালে তাদের প্রায় ৬১ লক্ষ টাকা লাভ হয়েছে। আমার সময় খুব অল্প বলে আমি আর দৃষ্টান্ত দিতে পারছি না, কারণ অনেকগুলি জিনিস আমাকে বলতে হবে। তারপরে কর্মচারী নিযুক্ত করার ব্যাপারে সেখানে আমরা দেখি কিরকম বৈষম্যমূলক নীতি এ'রা অনুসরণ করেন। একথা আমার কথা নয়—কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত যে বাগিচা তদন্ত কমিশন তারা নিজেরা বলে গেছেন যে ১ হাজার টাকা মাইনা পান এরকম ৪১ জন কর্মচারীর ভেতর মাত্র ১২ জন হচ্ছেন ভারতীয়।

[2-40—2-50 p.m.]

তা ছাড়া এইভাবে এর সুযোগ নিয়ে তারা বিদেশী ব্যবসায়ীদের সাহায্য করেন। ভারতের যারা এক্সপোর্টার তাদের এই সুযোগ দিচ্ছেন না, অথচ এই সুযোগ দেওয়া হচ্ছে বিদেশী এক্সপোর্টার যারা তাঁদের। বাগিচা তদন্ত কমিশনের কাছে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা এই ব্যাপারে বিশেষভাবে নালিশ করেছে। এই এক্সপোর্টের ব্যাপারটা তাঁরা কিভাবে মুঠোর ভিতরে রেখেছে এবং ইচ্ছামত চায়ের ব্যবসাকে বানচাল করতে পারে সেই কথা আমি এখন বলছি। এই চক্রটা পরিচালিত হয় ১৩টা ম্যানেজিং এজেন্সী হাউস দ্বারা—এর মধ্যে ৭টা সর্বপ্রধান। তারা উৎপাদন এবং বহির্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করেন, অর্থাৎ উৎপাদনও তাঁদের হাতে, বহির্বাণিজ্যও তাঁদের হাতে। তাঁরা নিজেদের জিনিস নিজেদের কাছেই বিক্রী করেন এবং যারা বিলেতে কিনে নেবেন তাঁদের সঙ্গে এদের যোগাযোগ রয়েছে। চালান দেবার মাধ্যমে ওঠানামা করার ক্ষমতা তাঁদের হাতে রয়েছে এ কথা বাগিচা তদন্ত কমিশন পরিষ্কারভাবেই বলে গিয়েছেন। এটা কিভাবে করা হয় সেটাও জানা দরকার। চা যেটা উৎপন্ন হল সেটা বিক্রীরও নীলামের প্রধান কেন্দ্র হল লন্ডন, কলকাতা ও কোচীন। কলকাতাকে কিভাবে প্রধান কেন্দ্র করা যেতে পারে তদন্ত করবার জন্য ১৯৫০ সালে ভারত সরকার একটা টী অকশন কমিটি গঠন করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল যদি কলকাতার বাজারে বেশি নীলাম হয় তাহলে আমরা নানাভাবে লাভবান হতে পারি এবং

বৈদেশিক বাজারের সংগেও আমাদের সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হতে পারে। এই কমিটিতে সাহেবদের প্রতিনিধিরাও ছিলেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যা নাকি বাগিচা তদন্ত কমিশন পরিষ্কারভাবে বলেছেন। বেশি চা কলকাতায় না এসে বিলাতে রপ্তানি হয়ে যায়, মাত্র ৪৭ ভাগ কলকাতার নীলামের বাজারে আসে এবং শতকরা ৫৭ বিলাতে সরাসরি চলে যায়। এভাবে কলকাতার বাজারে চায়ের সরবরাহ কমে যায়। টী অকশন কমিটি রিকমেন্ড করেছিলেন যে এটা হওয়া উচিত নয়, টী অকশন কমিটির রিকমেন্ডেশনের পরেও তাদের রিপোর্ট থেকে আমরা দেখতে পাই যে তাঁরা যে সীমারেখা বেঁধে দিয়েছিলেন এক্সপোর্টের, সেটা এই বিদেশী চক্র সেটা নানাভাবে শেষ পর্যন্ত লংঘন করে এবং এইভাবে ভাল চা বিলাতে চলে যায়। তারপর সেখান থেকে রি-এক্সপোর্ট হয়, সেখান থেকে আবার ইরানে তাঁরা পাঠাতে পারে। তারপর, আবার সেখান থেকে ইউ, এস, এ-ও কন্টিনেন্টের অন্যান্য জায়গায় যায়, ফলে এই বৈদেশিক বাজারে আমরা যে মুদ্রা অর্জন করতে পারতাম সেটা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। এজন্য আয়ার্ল্যান্ডের টী এ্যান্ড কাউন্সিল এর প্রতিবাদ করেছেন। এমনকি বাগিচা তদন্ত কমিশন এই মতামত দিয়েছিলেন যে এভাবে লন্ডনে পাঠিয়ে দেবার ফলে তাঁদের সুবিধা হতে পারে। ভারতীয় ডিলাররা বাগিচা তদন্ত কমিশনের কাছে এই জিনিস নালিশ করেছিলেন, তারপর দামের ব্যাপারেও একটা অসংগত ব্যাপার চলছে সেকথাও বাগিচা তদন্ত কমিশন বলেছেন। বিলাতে এবং এখানকার যা দাম সেটা এক নয়। এখান থেকে বিলাতে বেশি দাম দেওয়া হয়। অথচ এখানে কম দাম দেখিয়ে পাঠান হয়। এভাবে সরকারও ইনকাম ট্যাক্স থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এটা চেক করবার ব্যাপারে যাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তাঁরাও শুধু কাগজেপত্রে পরীক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করতে পারেন না। এইভাবে কলকাতার বাজারে স্ট্যান্ডার্ড ও কোয়ালিটি কমে গেল, অথচ সেই চা-ই বিলাতে গেলে সেখানে বেশি দামে বিক্রি হয়। এই জিনিসগুলির বিরুদ্ধে ভারতীয় ডিলাররা খুব তীব্র আপত্তি করেছে, তারপর আর একটা পদ্ধতি আছে—সেল ও ফরওয়ার্ড কনট্রাক্ট, উত্তর ভারত থেকেই ১১ ভাগ চা রপ্তানি হয়, তার মধ্যে কোচিন থেকেই হয় বেশি। সেখানেই সবচেয়ে বেশি কারসাজি হয়। যে ফরওয়ার্ড কনট্রাক্ট হয় তাতে যেটা বাজারে পাওয়া যায় তার থেকে কম দামে ফরওয়ার্ড কনট্রাক্ট করা হল এবং তা দেখিয়ে বিলাতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বিলাতের অনেকগুলি চা-চক্র এর সংগে জড়িত এবং তাঁরা সেখান থেকে আমেরিকা পাঠায়। এই বাগিচা তদন্ত কমিশন বলেছেন, এটা আমার কথা নয়। তাতে কি হল আমরা দামও কম নিলাম তার উপর তাদের টাইপ অফ কারেন্সী থেকেও বঞ্চিত হলাম। আমরা ডলার পেতাম, সে জায়গায় আমরা পেলাম স্টার্লিং। আমেরিকাতে তাদের যেসব সংশ্লিষ্ট কম্পানি আছে তাদের তাঁরা আসল দামটা বলে দিল। এইভাবে আমরা এই জিনিস থেকেও বঞ্চিত হচ্ছি। এই সমস্ত জিনিসই বাগিচা তদন্ত কমিশন বলেছেন যে এই যে সমস্ত ম্যাল-প্রাকটিসেস এবং কলিউসিভ ডিলস যা হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে সেটা বন্ধ করা উচিত। এই ধরনের ম্যালপ্রাকটিস এবং স্মাগলিং সম্বন্ধে আমার কিছু কিছু জানা আছে, আমি সে সম্পর্কে দু-একটা তথ্য আপনার সামনে উপস্থিত করব। সম্প্রতি জার্ডিন অ্যান্ড হ্যান্ডারসনে স্মাগলিংএর ব্যাপার যে খানাতল্লাসী করা হয়েছিল স্পেশ্যাল পুলিস এস্ট্যাবলিসমেন্ট দ্বারা তাতে তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয় নি বটে, তবে তাদের বিরুদ্ধে কাস্টম থেকে ভাল করে জরিমানা করা হয়েছিল। তারপর দামের ব্যাপারটা দেখা যাক। প্রাইভেট সেল ও ফরওয়ার্ড কনট্রাক্ট মারফত যে দাম দেখান হয় অথচ যে দাম একচুয়ালী দেওয়া হয়, এ দুটোর ভিতরে অনেক তফাত আছে। এই ব্যাপারে বাগিচা তদন্ত কমিশন বলেছেন, ইট ইজ এ পাজল। তারপরে এক্সপোর্টের ব্যাপারে সেই ম্যানেজিং এজেন্সী হাউসেসদেরই চক্র চলছে। তাঁরা উৎপাদন কন্ট্রোল করছে এবং বিদেশের রপ্তানিও তাঁরা করছে, তদুপরি বাজারও তাঁদের হাতে। তাঁদের হাতে এই জিনিসগুলি কন্সেন্ট্রেটেড হবার ফলে চায়ের দাম তাঁরা যে ইচ্ছামত ওঠানামা করাতে পারে সেটা বোঝা কোনরকম কঠিন নয়। এজন্য ভারতীয় মালিকরা এই অশুভকর কম্বিনেশনের প্রতিবাদ করেছেন।

[2-50—3 p.m.]

এবং সেখানে দেখা গেছে ঐ যে ঘটনা বললাম—যখন টী অকশন বসান হলো, লন্ডনে চায়ের দাম বেড়ে গেল, আর কলকাতায় চায়ের দাম কমে গেল। আবার যখন বাগিচা তদন্ত কমিশন তাঁরা

রিপোর্ট দিলেন কিভাবে করা উচিত, এবং কতখানি রপ্তানি হওয়া উচিত, তখন কলকাতায় নীলামে চা আসার পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হলো। তার ফলে ১৯৫৬ সালে ভারত সরকার বাধ্য হলেন এক্সপোর্টের সীমা কমিয়ে দিতে।

তারপর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই তো গেল কেনা এবং কিনে এক্সপোর্ট করা। এই এক্সপোর্টের ব্যাপার দেখি যেহেতু তাঁরা এক্সপোর্ট করে বিদেশী এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক মারফত, এরা এবং ভারতীয় মালিক যাঁরা, এ'রা সমস্ত বিদেশী এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক মারফত করে, সেখানে এক্সচেঞ্জ আর্নিং প্রফিট বিদেশী ব্যাঙ্কের হাতে গিয়েছে—

Shipping, Marine Insurance, Transport Insurance, Dock Insurance

সমস্ত জিনিসই এর সাথে সংশ্লিষ্ট শুধু নয়, সেই চক্রের মারফত করা হয়। কাজেই সমস্ত লাভ তাদের হাতে চলে যায়। কাজেই এইভাবে যে জিনিসগুলি হয়, বাগিচা তদন্ত কমিশনেও উল্লেখ করেছেন। আনফেয়ার রিপার্ট্রিয়েশন অব ক্যাপিটাল হচ্ছে। এখান থেকে কম দাম দেখিয়ে দিলাম চা'র, ভারত সরকারকেও ফাঁকি দিয়ে দেওয়া হলো—বৈদেশিক মুদ্রা কম এল। টাকা এখান থেকে চলে গেছে, ইমপ্রডাকটিভ ক্যাপিটাল বন্ধ করা দরকার।

তারপর আর একটা জিনিস হচ্ছে, যেটা এখানকার ভেতর, যেটা আমাদের দেশের ভিতর বিলি করবার ব্যাপারে সেখানেও সেই বিদেশী চক্রের একচেটিয়া আধিপত্য রয়ে গিয়েছে। তার ফলে কি অবস্থা হয় তা জানা দরকার। চা ব্লেন্ডিং, ডিস্ট্রিবিউশন ও প্যাকেজিংএর ৯৫·৬ ভাগ দুটো কোম্পানির হাতে—লিপটন এবং ব্রুকবন্ড।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আপনি কি ব্লেন্ডিং অফ টী করতে চান, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে দিয়ে?

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

আমি চাই—স্টেট ট্রেডিংএ এটা নিয়ে নিন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

ব্লেন্ডিংটাও কি এই ট্রেডিংএর মধ্যে ইনক্লুড করতে চান?

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

আমি কি উপস্থিত করছি শুনুন। সেটা বলি নি। এদের হাতের ভেতর যে ব্যাপার রয়েছে, তার বেশির ভাগ এখানেও তাঁদের হাতে এবং সেখানেও এ'রা কি জিনিস করেন দেখুন। ভাল কোয়ালিটির চা'র বেশির ভাগ বিলেতে চলে যায়। বাগিচা তদন্ত কমিশন হিসেব করে দেখেছেন বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে যে চা এবং এখানে যে চা পাওয়া যায় এই দুটোর মধ্যে ব্যবধান কমতে কমতে একই হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাল চা তো নাই, চাহিদার অনুপাতেও তা পাই না। ১৯৪২ সালের চাহিদার পরিমাণেও চা পাই না, অথচ সেই চা এখানে বেশি দামে বিক্রি হয়। অথচ চা বিক্রির প্রশ্ন উঠেছে। সেই প্রশ্নের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বাগিচা তদন্ত কমিশন বলেছেন—শুধু বৈদেশিক বাণিজ্যই নয়, দেশের ভেতরের বাণিজ্যও বাড়বার বিরাট সম্ভাবনা আছে। তা তারা গোটা বছরে দু-টাকা বেশি খরচ করে সেই সম্ভাবনা ব্যাহত করছে। বাগিচা তদন্ত কমিশন বলে গেছে প্যাকেজ টী ৫০ শতাংশ বিক্রি করবার ব্যাপারে গভর্নমেন্টকে দায়িত্ব নিতে হবে। কাজেই এই জিনিসটা যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার—এ সম্বন্ধে এখন আমার বেশি বলার দরকার আছে বলে মনে করি না। আমার বাতি জ্বলে গেছে। কাজেই তাড়াতাড়ি বলতে হচ্ছে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

বুঝতে পারলাম না এক্সচেঞ্জ কি করে বাড়বে।

Without taking charge of the whole.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

আমি ভারতীয় প্রডাকশন মিন করছি। তারা নেন তো ভালই। ওটা আমি কোথাও বলি নি। আপনি এই কথাটা বলে ভালই করেছেন।

বাগিচা তদন্ত কমিশনের একজন সদস্য তিনি হিসেব করে নিয়ে বলেছেন—রিপ্ল্যান্টেশনে যে পরিমাণ টাকা আদায় করতে হবে, তা বাগান বিক্রি করতে গেলে আর যাতে ব্যাহত না হয়, সরাসরি সরকারের কিনে নেওয়া উচিত। বারে বারে একটু একটু করে কিনে, হয়ত, একসংগে গোটাটা যদি সরকার কিনে নেন, তাহলে সুবিধা আছে। উৎপাদন কন্ট্রোলের কথা ছাড়াও গোটা ট্রেডিংএর দিকটার উপর আমি বিশেষভাবে জোর দিচ্ছি—এটা বিশেষভাবে নিয়ে নেওয়া দরকার।

Sj. Panchanan Bhattacharjee:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমাদের দেশে যে সময় নীলের দাম সবচেয়ে বেশি হয়েছে, অর্থাৎ যে দিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল যে এখানকার নীলের দর সবথেকে বেশি ঠিক সেইদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় জার্মানীতে সিনথেটিক নীলের আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে, এবং তখন থেকে ক্রমশঃ আমাদের দেশে নীলের ব্যবসা শেষ হয়ে যায়। আমাদের যে কয়েকটি জিনিস নিয়ে আমরা বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করি, তার মধ্যে বলা যেতে পারে চা, বস্ত্র, কাপড়চোপড়, পাট, এই কয়টা হচ্ছে প্রধান। এখান থেকে এগুলি এক্সপোর্ট হচ্ছে। এবং এখান থেকেই এর এক্সপোর্ট ট্রেড কন্ট্রোল করা হয় না। ভারত গভর্নমেন্টও কন্ট্রোল করেন, কিন্তু যেভাবে ভারত সরকার নিয়ন্ত্রণ করেন, তাতে কোন কাজ হচ্ছে না। সুতরাং সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে যাতে আসে, সেই ধরনের প্রস্তাব এখানে আছে। যদি এক্সপোর্ট সম্পূর্ণভাবে ভারত সরকারের কর্তৃত্বাধীনে আনতে হয়, তাহলে উৎপাদনের প্রশ্নও আসবে, কেন না উৎপন্ন মালের পরিমাণ যদি বেশি হয় তাহলে সে সম্বন্ধে সরকারকে সুবিধায় বা অসুবিধায় পড়তে হবে এবং সংগে সংগে উৎপন্ন ধারার প্রশ্ন আসবে এবং লভ্যাংশ বণ্টনের কথাও আসবে।

আমরা যদি জুট শিল্প নিয়ে দেখি, তাহলে দেখবো বছরে গড়ে ১১২ থেকে ১১৬ কোটি টাকা পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা এই চটের মুনাফা থেকে আসছে। কিন্তু চটের ব্যাপারে, বিশেষ করে বিদেশী বাজারে, আমরা জানি এখানকার ব্যবসায়ীরা এখানে পাটের দর কন্ট্রোল করেন এবং এর নানা রকম নিয়ন্ত্রণ আছে। কিন্তু বিদেশী পাটের বাজারে এখানকার কোম্পানির দালালরা যদি চড়া দামে চট বিক্রয় করে তাহলে তাতে কোন বাধা দেবার কিছু নেই। কোন একটি ভারত বিখ্যাত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এইভাবে চটের উপর প্রচুর মুনাফা করেন এবং এই মুনাফাটা নিয়ে এরোপ্লেন খরিদের খাতে বেশি করে হিসাব দেখান। যখন ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস করপোরেশন হয়, এবং যখন ভারতে বিমান পরিবাহন রাষ্ট্রায়ত্বের প্রয়োজন হয়, তখন তিনি ধরা পড়ে গিয়েছিলেন এবং এই নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছিল। এই ধরনের ব্যাপার একটা নয়, আরও বহু আছে। সুতরাং আমি বলতে চাই যে ইন্টারন্যাল বাজার কন্ট্রোল করা দরকার, এই কন্ট্রোল না করলে চলবে না। কারণ আমরা দেখতে পাই পাটের ফটকা বাজার আছে, পাটের ফরোয়ার্ড সেল ছাড়াও সাধারণভাবে দালালী আছে এক একটা কোম্পানির। যেমন এ এন মায়ার এ্যান্ড কোং, বছরে যা ডিভিডেন্ট দেয় তা ভারতবর্ষে সর্বাধিক, সে ১৫০ পারসেন্ট ডিভিডেন্ড দেয়। অর্থাৎ যার একশো টাকার শেয়ার আছে, সে দেড়শো টাকা ডিভিডেন্ট পেয়েছে। এই ধরনের মুনাফা যাঁরা করেন, তাঁদের অফিসে গিয়ে যদি দেখেন, তাহলে দেখবেন তাঁরা সাধারণতঃ ৫-৭ জন ক্লার্ক ও দু-চারজন টাইপিস্ট নিয়ে বসে আছেন। আর একজন ফটকাবাজারের বড় ব্যবসায়ী, আমি জানি তাঁর নাম হচ্ছে কানাইলাল আগরওয়ালা, তিনি সুপ্রিম কোর্টের সামনে ২৮ লক্ষ টাকা ডিসক্লোজ করেন। তিনি মারা গিয়েছেন। আমি দুজন বড় মাড়য়ারী পাট ব্যবসায়ী মালিকের অফিসে গিয়ে দেখেছি, সেখানে দুটি বাঙ্গালী কেরাণী এবং দুটি মাড়োয়ারী কেরাণী, এই হচ্ছে এ'দের এস্টাব্লিশমেন্ট স্টাফ, এ'দের কাজ হল পাটের দালালী এবং পাট কেনাবেচা। ঘরে বসে, টেলিফোন মারফত কাজ হচ্ছে। তার ফলে পাটের দাম বেড়ে যায় এবং সেটা গিয়ে দাঁড়ায় চটের উপর। সুতরাং কাঁচা পাটের দাম যদি এইরকম হয়ে দাঁড়ায়, অর্থাৎ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়, তাহলে সেই অর্থ চাষীদের হাতে আসে না, মধ্যবিত্ত এবং শ্রমিকের ঘরেও যায় না, তার প্রতিফলন হয় প্রডিউসড গুডসের উপর, অর্থাৎ চটের উপর।

[3—3-10 p.m.]

আমরা বলতে পারি, আমি যা আগে বলতে চাচ্ছিলাম যদি চটশিল্পের তার বৈদেশিক বাণিজ্য যদি ভারত সরকারকে হাতে নিতে হয় তাহলে দেখতে হবে সাড়ে বার পারসেন্ট লুম সেটা যুক্তি যুক্ত কিনা। এ সম্বন্ধে ভারত সরকার বিশেষ কিছু করতে পারেন নি। ইন্ডিয়ান জুট মিলস অ্যাসোসিয়েশন তারা এই কথা বলেছেন বার্ম্মা, ইরান, পাকিস্তান, বিভিন্ন জায়গায় চটকল প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তাতে তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ সস্তায় দিতে পারবে কিনা পাকিস্তানের কাছ থেকে পাট কিনে। এবং পাটের সাবস্টিটিউট উৎপাদন হচ্ছে তার সঙ্গে ভারতবর্ষ কিভাবে প্রতিযোগিতা করবে। সুতরাং এখানে ভারত সরকারকে একটা লং-টার্ম পলিসি নিতে হবে। তা ছাড়া পাট ছাড়াও বিভিন্ন জিনিস উৎপাদন হতে পারে। মিনিস্ট্রী অফ ইন্ডাস্ট্রির রিপোর্টে এই বৎসর বলা হয়েছে এনকারেজমেন্ট করার জন্য, কটন ব্যাকিং, কার্পেট ব্যাকিং ইত্যাদি তৈরি করার জন্য। এইসব জিনিস মিলে বর্তমানে খুব কম হয়। তা ছাড়া নানা প্রকার সাবস্টিটিউট আবিষ্কার হচ্ছে, পেপার লাইন হেসিয়ান, পেপার বেগস, ম্যানিলা, ল্যাম্প ইত্যাদি সাবস্টিটিউট তৈরি হচ্ছে। এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হবে না হলে আর্থিক সর্বনাশ হবে। কথা হচ্ছে ভারত সরকার এই ধরনের আংশিক রাষ্ট্রায়ত্ত করতে পারেন কিনা। ১৯৪৮ সালের গোড়ার দিকে অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের ৬ই এপ্রিল মাসে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি ভারত সরকার ঘোষণা করেছিলেন, পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৯৫৬ সালের ৩০এ এপ্রিল সেই পলিসি তারা চেঞ্জ করেছেন। চেঞ্জ করেছেন মানে তারা রাষ্ট্রায়ত্তের দিকে বেশি ঝুকেছেন, আংশিক রাষ্ট্রায়ত্ত করণের দিকেও তারা উৎসাহ দেখিয়েছেন। তারা তিনটি শ্রেণীতে শিল্পগুলিকে ভাগ করেছেন, প্রথম শ্রেণী হচ্ছে যেগুলি সম্পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত থাকবে। তার মধ্যে আমরা চোখের উপর দেখছি যে ভারত সরকার কিছু না করলেও একটি রাজ্যসরকার একটি স্বর্ণ খনিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করেছেন সাহসে ভর করে। সুতরাং এখানে যে শুধু ভারত সরকারেরই কর্তব্য আছে তা নয়, চেষ্টা করলে হয়ত পশ্চিমবাংলা সরকার করতে পারেন তাতে সংবিধানগত বাধা নেই। কেন নেই তা আমি বলছি। ঐ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসিতে যে দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পগুলি ক্ল্যাসিফাই করা হয়েছে তাতে চটশিল্পের নাম নেই, তাতে প্ল্যান্টেসনের নাম নেই। কিন্তু সেই শিল্প নীতি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, যে বিষয়ের নাম করা হল এই যে ক্ল্যাসিফিকেশন এটা ওয়াটার টাটই নয়। অর্থাৎ এতে ইচ্ছা করলে রদ বদল করা যাবে। সুতরাং ভারত সরকার যদি করতে পারেন ভাল, না করলে চটশিল্পের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার খানিকটা অগ্রসর হতে পারেন। কেন পারেন তারও কারণ আছে। তার কারণ হচ্ছে এই যে ভারতবর্ষে যত চটকল আছে তার অধিকাংশ চটকলই হচ্ছে পশ্চিমবাংলায় মোট ১১২টি চটকল সারা ভারতে তার ১০১টি হচ্ছে পশ্চিমবাংলায়। ভারত সরকার এই চটকলের উপকারের জন্যে প্রচুর টাকা ধার দেবার ব্যবস্থা করেছেন। তাদের চেষ্টায়, তাদের মাধ্যমে ৯টি চটকল টাকা পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে এবং তার মধ্যে সাতটি চটকল এখন পর্যন্ত যে টাকা পেয়েছে তার পরিমাণ হচ্ছে ১,১৯,৪১,২৩৫ টাকা। সুতরাং যারা একটা শিল্পোন্নয়নের জন্য এভাবে টাকা ধার দিতে পারে তারা ইচ্ছা করলে এখানে যদি স্ট্রিক্ট থাকেন সেখানে যদি কোন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেন আরও জটিল নিয়ন্ত্রণ করেন তাহলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। চটকলের ক্ষেত্রেও আমি দেখেছি যে ভারত সরকার ১৯৫৫ সালে একটা অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করেছিলেন তাতে দেখা গেল ইন্ডিয়ান জুট মিলস এসোসিয়েশন আছে, বিদেশী বাজার আছে, চটের বাজার আছে, নিয়ন্ত্রণ আছে, কিন্তু দেখা গেল ৩০টি কোম্পানি লাভ করেছে, ১,৩০,৯৯,০০০ টাকা আর ২৩টি লোকসান করেছে ১ কোটি ৭ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা। এই উভয় সংখ্যা ৫৩টি মোট এবং এদেরই হচ্ছে শতকরা ৮৪ ভাগ লুমস—সুতরাং দেখা যাচ্ছে একই জুট মিলস এসোসিয়েশনের নিয়ন্ত্রণে চলে একটা কোম্পানি লাভ করে আর একটা কোম্পানি লোকসান করে লুমস সিল করা হয়েছে, পাটও একদরে কিনছেন, কর্মচারীদের মাইনেও সবার সমান কেন ৩০টতে লাভ এবং আর ২৩টিতে লোকসান হয়? আর ৩০টিতে লাভের পরিমাণ যা আর ২৩টিতে লোকসানের পরিমাণও প্রায় তাই। এটা কেন হয় সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার অধিকার পর্যন্ত ভারত সরকারের নাই এ পর্যন্ত। অতএব আমি বলবো দ্বিতীয় শ্রেণীর যে ন্যাশনালাইজেশন ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে একটার পর একটাতে যদি সরকার কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতেন—ভারত সরকার না করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি তাদের বুঝিয়ে বলেন এটার যদি ব্যবস্থা হয় তাহলে ভবিষ্যতে

চটশিল্প বাঁচবে। তা না হলে এই ব্যবসায়ীরা আমার মনে আছে বহুকাল আগে হিসাব করেছিলাম বোধ হয় ১৯৪৬ সালে তখনকার দিনে এন্ড্রু ইউল কোংএর একা ছিল ১১টি চটকল—১লা নম্বর মালিক ছিল এবং দুই নম্বর ছিল বার্ড কোম্পানি এই ধরনের আরও সব ছিল। এরা একটাতে লোকসান করান আর একটাতে লাভ করান। আর এরা বর্তমানে ভাবছে যা চা শিল্পে বলবার বেলায় দেখাবো চটকলের দিন ফুরিয়ে এসেছে। অতএব ক্রমশঃ দেশী ব্যবসায়ীদের কাছে তারা তা বিক্রি করে দিচ্ছে। বোনাস সেয়ারের হিসাবে বিক্রয় মূল্য স্থির হচ্ছে যা তারা একবার দুইবার পাঁচবার ছয়বার দশবার বোনাস শেয়ার দিয়েছে দিয়েছে এবং যদি ৫০ বছরের ব্যালান্স-শীট নিয়ে হিসাব করা যায় তাহলে দেখা যাবে বোনাস শেয়ারের পরিমাণ কি ভীষণ। তারপর আমাদের দেশীয় ব্যবসায়ীরা নিজেদের খুব বুদ্ধিমান মনে করে, ভবিষ্যতে যার জন্য তাদের ডুবে যাওয়া অনিবার্য কারণ এই সমস্ত কোম্পানি কিনেছেন তারা অত্যন্ত বেশী দর দিয়ে। পাটশিল্প সম্বন্ধে যদি বিদেশীদের খুব বেশি একটা আশা থাকত তাহলে এভাবে তারা হস্তান্তরের জন্য উৎসাহিত হতেন না। সরকার জানেন না যে গত ১০ বছরের ভিতর কত মেজর শেয়ার আমাদের ভারতবাসীর হাতে এসে গিয়েছে। এটাতো প্রেমবশতঃ হয় নি? করেছে তারা তাদের নিজেদের স্বার্থে। আর যদি ধীরে ধীরে এই চটকল রাষ্ট্রায়ত্ত হয় ধীরে ধীরে ভারত সরকার ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিতেন তাহলে এসব ব্যবসায়ীরা একটুও ক্ষুণ্ণ হতেন না। সেই টাকা অন্যভাবে লগ্নী করতেন লগ্নী করে তারা লাভবান হবার চেষ্টা করতেন। ভারত সরকার চেষ্টা করছেন না। এই এন্ড্রু ইউল শুধু চটকল নয়, জাহাজ প্রভৃতি বেচে দিচ্ছে এবং বিড়লা ব্রাদার্স সেগুলো কিনে নিচ্ছে এবং কিনে ভাবছে বুঝি লাভবান হলাম খুব। আর এন্ড্রুলের কোন লোকসান নাই, যে টাকা পাচ্ছে তারা তা অন্য কাজে লগ্নী করবে। এ ধরনের বুদ্ধি যদি আমাদের সকলের মাথায় একযোগে না আসে তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের পস্তাতে হবে।

[3-10—3-20 p.m.]

অতএব সর্বাগ্রে দরকার যে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। নিয়ন্ত্রণ ভারত সরকার কতকটা করেছেন, কিন্তু সেটা এখানকার নিয়ন্ত্রণ ভারতবর্ষের বাহিরের কোন নিয়ন্ত্রণ নয়। অতএব সম্পূর্ণভাবে বিদেশের বাড়া মূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, মুনাফা দুহাত তিন হাত ঘুরে যায়—যেমন চাশিল্পে, সেইভাবে পাটশিল্পে যায়। সেটা যাতে না যায় ভারত সরকারের তা করা উচিত। আমরা চটশিল্পের ব্যাপারে দেখছি যে পাটের বাজারে, আর শেলাকএর কথায়ও দেখেছি যে শেলাকএর যে বড় কোম্পানি তার এখানে বসে দেখে যে কলিকাতা শহরে ১৯৫৮ সালের ২৫এ জুলাই ভারতবর্ষের শেলাকএর যে দাম, লন্ডন মার্কেটে তার চেয়ে কম দাম। চেষ্টা করলে এখানকার দামে সেখানে বিক্রী করা যায় না এখানকার ফাটকা বাজারে বিদেশীরা দর ইচ্ছাকরে কমিয়ে দেন, বাড়িয়ে দেন। যখন লন্ডনের বাজারে কমে গেল, তখন কলিকাতার বাজারে অত্যন্ত কম কোরে দিলে। যেই এখানে দর কমে গেল, লন্ডন বাজারে দর উঠে গেল। চটকলে এবং অন্যান্য বিভিন্ন শিল্পের ক্ষেত্রেও ঐ জিনিস হয়। চাশিল্প সম্বন্ধে সত্যেনবাবু যথেষ্ট বলে গেছেন। আমি আপনাদের সংবাদপত্রে প্রকাশিত যে কতকগুলি সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল তার উপর ভিত্তি কোরে গুটি কয়েক কথা বলতে চাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ সম্বন্ধে অবহিত কিনা জানি না। সিংহলের চায়ের রপ্তানির পরিমাণ ভারতবর্ষের পরিমাণকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। ভারতবর্ষ অবশ্য সবচেয়ে বড় চায়ের উৎপাদক ছিল, কিন্তু ১৯৫৭ সালের যে হিসাব তাতে দেখা যায় ভাবতবর্ষকে টক্কর দিয়ে চলেছে সিংহল। তা ছাড়া যদিও ভারতবর্ষের ত্রিবাঙ্কুরে আছে তথাপি কফি কন্টিনেন্টাল মার্কেট দখল করেছে এবং আমেরিকায়ও কফির বাজার ক্রমবর্ধমান। চা তৈরির অনেক ঝামেলা, কিন্তু কফি করতে এত ঝামেলা নেই। এটা পাউডার ফরমে বা ক্রিস্ট্যাল ফরমে তৈরি হয়, এবং গরম জলে সেটা গুলে দিলেই তৈরি হয়। এইটা বিবেচনা কোরে সিংহল গভর্নমেন্ট সিংহলে চায়ের কারখানা খোলবার চেষ্টা করছেন। আজ সিংহল ভারতবর্ষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালাবার জন্য ভারতবর্ষের তুলনায় কম দামে বিদেশের বাজারে ভারতবর্ষের চেয়ে বেশি পরিমাণে চা পাঠিয়ে দিচ্ছে। যদি ভারতবর্ষ ক্রিস্ট্যাল বা অন্য আকারে চা করে যাতে বেশি চিনি বা দুধ মেশাতে হবে না তাহলে ভারতবর্ষের লোকেরা ভাতের পরিবর্তে চা খেয়ে থাকতে পারে, কিন্তু বিদেশের বাজারে চা বিক্রি হবে না।

এত এদিকে হল। তারপর যাঁরা অর্থনীতির ইতিহাস পর্যালোচনা করেন তাঁরা জানেন যে, দ্বিতীয় ব্রিটিশ এম্পায়ার—ভারতবর্ষ হস্তচ্যুত হওয়ার পর ইংরাজেরা আফ্রিকায় তৃতীয় অর্থনৈতিক এম্পায়ার রচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন এবং তার ফলে নানা রকম পালগামির কাজ করছে। প্রচুর টাকা খরচ কোরে চার্চিল সাহেব চিনাবাদামের চাষ করিয়েছিলেন আফ্রিকায়, সেখানে চিনাবাদাম ভাল ফলে নি। তাঁরা চিনাবাদামের সংগে আর একটি জিনিসের এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন। সেটা হচ্ছে চা। উগান্ডা, নিয়াসাল্যান্ড, কেনিয়া ইত্যাদি জায়গায় প্রচুর চা চাষ হচ্ছে, ভারত সরকার খোঁজ নিলে দেখবেন সেখানে চা-বাগান বৈদেশিক মালিকেরা করছেন ঠিক চটকলের মত এবং তাতে অত্যন্ত উৎসাহ দেখাচ্ছেন। ওখানকার দেশী মালিক—একজন ব্যবসায়ী তিনি একটা বাগান কিনেছিলেন, তার ১৫ গুণ ওখানকার দাম দিয়ে ১৯৫৬ সালে কিনে নিয়েছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন এই দাম তিন বছরেই তুলে নেব। হরিদাস মুন্দ্রা যেরকম করেছিলেন, সেইরকমই ব্যাপার, আর ভদ্রলোক জোর করে ভিটে বেচে দিয়ে গেছেন, সেখানে এখান থেকে টাকা বার কোরেছেন, যখন বৈদেশিক মুদ্রার এত কড়াকড়ি ছিল না। তারপর কেনিয়া প্রভৃতি জায়গায় বিপুলভাবে চাষের আবাদ আরম্ভ করেছেন। আমাদের ভারত সরকার চা বোর্ডের একটা প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা কেনিয়ায় ঘুরে এসেছেন। কিন্তু কেনিয়ায় চায়ের চাষ বন্ধ করতে পারেন নি। তাঁদের আবেদনে বন্ধ হয় নি। চায়ের এই যে শোচনীয় পরিস্থিতি চোখের সামনে আছে কিন্তু আফগানিস্তানে রপ্তানির জন্য চা বোর্ড যে চেষ্টা করেছিলেন যে একেবারে চায়ের মত কোরে তুলবেন—সেখানে উগান্ডা কেনিয়া হতে প্রচুর চা রপ্তানি করছে। সিংহল আজ যে কারণে চায়ের বাজারে ভারতবর্ষকে হটিয়ে দিয়েছে, যেমন কোরে কাপড়ের বাজার জাপানের কাছে হটে গিয়েছে, সেই কারণ অনুসন্ধান কোরে সেই কারণ বিদূরিত করবার একমাত্র ক্ষমতা ভারত সরকারেরই আছে। কেন আছে তা পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন। সুতরাং আমি মনে করি প্রথম পর্যায়ে—ভারত সরকার চা এবং চটশিল্প এই উভয়েরই রপ্তানি নিজের হাতে নিন, পরবর্তী পর্যায়ে তাঁরা উৎপাদন সম্পর্কে অবহিত হবেন।

চা-বাগানে ৯ লাখ একর জমি আছে। সে কথা কেন বলছি? আন্তর্জাতিক এগ্রিমেন্ট অনুসারে তাতে তখনকার দিনে সব জমিতে চাষ করা সম্ভব ছিল না। এখন চায়ের চাষ হচ্ছে, অথচ লোকদের খাবার নাই। সেখানে যত চায়ের চাষ করত তা সামান্য। ভারত সরকার যদি উৎপাদন কন্ট্রোল করেন, এবং রপ্তানিও কন্ট্রোল করেন তাহলে ৯ লাখ একর জমি লাগবে না, এবং ইনটেনসিভ ফলন যদি করা হয় তাহলে চায়ের চাহিদা কত, এবং ১৯৬১ সালে ঐ চাহিদা কত হবে তারজন্য ৩ লাখ একর বেশি রাখলেও বাকি ৩ লাখ একরে উৎকৃষ্ট ধান হতে পারে। এক একরে যদি ২৫ মণ ধান হয় তাহলে ৩ লাখ একরে কত ধান হতে পারে—একথা ভারত সরকারের চিন্তা করা উচিত।

Sj. Chitto Basu:

মিঃ স্পীকার, স্যার, যে প্রস্তাব এখানে আলোচিত হচ্ছে সেই প্রস্তাব যে আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সে সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ আছে বলে মনে করি না। বিশেষ কোরে আমি পাটের উপরে আমার বক্তব্য নিবদ্ধ রাখব, এবং সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবে পাট চাষীদের কথা আপনার মাধ্যমে নিবেদন করব। এই শিল্প সম্পর্কে আপনি জানেন পৃথিবীতে যে পরিমাণ পাটের প্রয়োজন হয় তার শতকরা ৪৫ ভাগ পাট ভারতবর্ষ থেকে রপ্তানি হয়, এবং ১৯৫৫-৫৬ সালের দামের হিসাবে দেখতে পাই যে প্রায় ১১৮ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার পাট বা পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করা হয়েছে। এই যে ভারতবর্ষের একটা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করবার প্রধান ক্ষেত্র, এই যে শিল্প যেটা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়, সেই শিল্পের একটা বৃহৎ অংশ পশ্চিম বাংলার অর্থনীতির সংগে একান্তভাবে সংশ্লিষ্ট। এই যে পৃথিবীর চাহিদার শতকরা ৪৫ ভাগ পাট ভারতবর্ষ রপ্তানি করে তারই শতকরা ৮০ ভাগ উৎপন্ন হয় আমাদের পশ্চিমবঙ্গে। কাজেই পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির সংগে যে শিল্পের অঙ্গাঙ্গীভাব সম্পর্ক—আপনার দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের Tenth Trade Census of Indian Manufacturers of 1955 তাতে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১০১টা চটকল আছে। এবং সেই চটকলগুলোয় নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা ২,৪০,১০৫ এবং শ্রমিক ছাড়া অন্য অনেক ক্যাটেগরির কর্মচারী ১৫,২৫২ জন,

অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে লোক ছিল ২৫৫,৩৫৭ জন, এবং তাতে নিয়োজিত মূলধন ঐ সেনসাস রিপোর্টে দেখা যায় যে ফিকস্‌ড ক্যাপিটালের পরিমাণ ৩৫,৮২,৮৫,০৯০, টাকার মত, তার ভিতর ১৫ কোটি টাকার মত বিদেশী মূলধন। কাজেই এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এই শিল্পের উন্নতি কলিকাতা বন্দরের উন্নতির সংগে সম্পর্কিত এ কথা আজ সকলের বোঝা দরকার। কলিকাতা বন্দর থেকে যত রপ্তানি হয় তার ৫৪ ভাগ পাট বা পাটজাত দ্রব্য এবং ৮২ ভাগ হয় চা। কাজেই কলিকাতা বন্দর এ সকলের কেন্দ্র, এবং কলিকাতা বন্দরের উন্নতির সংগে ঐসকল শিল্পের স্থায়িত্ব জড়িত। বোম্বাইতেও দেখা যায় আর্থনীতিক্ষেত্রে সেখানকার কৃষকেরাও তাদের শিল্পের সংগে একান্তভাবে সংশ্লিষ্ট। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ২৩ লাখ কৃষক পরিবারের ভিতরে লক্ষ লক্ষ কৃষক পরিবার বিশেষ করে ২৪-পরগনা, নদীয়া, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমানের কৃষকদের অর্থনৈতিক জীবন এর সংগে সংশ্লিষ্ট।

[3-20—3-30 p.m.]

অথচ আমরা জানি যে ১৯৫৪ সালে যে জুট এনকোয়ারী কমিশন গঠিত হয়েছিল তাঁরা ১৯৫২-৫৩ সাল পর্যন্ত যে হিসাব দিয়েছেন তাতে দেখা যায় যে ১৯৪০-৪১ সালে যেখানে মোট উৎপাদিত পাটের পরিমাণ ছিল ২·৭ মিলিয়ন বেল্‌স সেখানে সেটা ১৯৫৩ সালে বেড়ে ৪·৬৯ মিলিয়ন বেলস হয়েছে। কিছুকাল আগে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী একথা বলেছিলেন যে, যেখানে দেশ বিভাগের আগে আমাদের তিন লক্ষ একর জমিতে পাট চাষ হত সেখানে আজকে দশ লক্ষ একর জমিতে পাট চাষ হচ্ছে। আবার খাদ্যমন্ত্রীও বলেছিলেন যে দেশ বিভাগের আগে আড়াই লক্ষ একর জমিতে পাট চাষ হত এখন সেখানে সাড়ে দশ লক্ষ একরে পাট চাষ হচ্ছে। সুতরাং হিসাবেই দেখা যায় যে যেখানে সারা ভারতে ৩০ লক্ষ ৩৭ হাজার বেল পাট বেশি উৎপাদিত হচ্ছে সেখানে তার ভেতর পশ্চিম বাংলায় ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার বেল উৎপাদিত হচ্ছে। অর্থাৎ ভারতবর্ষে বর্দ্ধিত যে পাটের উৎপাদন তার শতকরা ৫০ ভাগ পশ্চিম বাংলায় হয়েছে। মিঃ স্পীকার, স্যার এই পশ্চিম বাংলার গ্রামের কৃষক যে কিভাবে এই পাট শিল্পের সংগে সংশ্লিষ্ট সেটা আপনি জানেন। কিন্তু পাটচাষীরা তাদের ন্যায্য দর পায় না। অথচ আমরা দেখেছি যে জুট এনকোয়ারী কমিটি যে হয়েছিল তারা একথা উল্লেখ করেছেন যে, এক মণ পাট উৎপন্ন করতে নাকি ১৬ টাকা থেকে ২৬ টাকার প্রয়োজন হয়। কিন্তু তাঁরা যে তথ্য ও কোয়েশ্চেনের উপর ভিত্তি করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তার যথেষ্ট ত্রুটিবিচ্যুতি আছে। এবং যেগুলোর গ্রামের চাষীর জীবনে প্রত্যক্ষভাবে কিছুতেই প্রযোজ্য নয়। মিঃ স্পীকার স্যার, জুট এনকোয়ারী কমিটি একথা বলেছিলেন যে ১৬ টাকা থেকে ২৬ টাকা এক মণ পাট উৎপাদন করতে খরচ হবে। সেই পাট উৎপাদন হবার পরে তার দাম চাষীরা কি রকম পাচ্ছে? এভারেজ প্রাইস পার স্ট্যান্ডার্ড মণ্ড—

Jute bulletin issued by the Indian Central Jute Committee.

তাতে বলছেন গত বছর জুলাই মাসে ২৭ টাকা, ২৩ টাকা, ১৮ টাকা পর্যন্ত ছিল। আমি একথা স্বীকার করি না—১৬ টাকা থেকে ২৬ টাকা মণপ্রতি পড়তা পড়ে। তারচেয়ে আরও বেশি পড়ে যদি তাও ধরে নেওয়া যায় তাহলে দেখবো যে মণপ্রতি দুই থেকে আড়াই টাকার বেশি পাটচাষীরা মুনাফা পায় না। আমাদের দেশে গ্রামে দাদন প্রথা আছে, চলত প্রথা আছে এবং মিলে যেভাবে পাট কেনা হয় মিডলম্যানের মারফত তাতে অত্যন্ত কম দামে তা কেনা হয়। এ সম্পর্কে যে রিপোর্ট আছে তাতেও আছে—

75 per cent. of the crop sold by the growers by the end of December.

তাদের ধরে রাখবার টাকা নেই এবং আমরা জানি তার সুযোগ নিয়ে আমাদের মিল মালিকরা জাতীয়তা বিরোধীকাজ করেন। আমি একটি মাত্র উল্লেখ করে বলছি জুট এনকোয়ারী কমিটির রিপোর্টে তাঁরা বলেছেন—

> "the bulk of the imports of the mills during this period has been made with the object of getting the maximum profit from the lower prices in Pakistan and further that this beneficial action affected the interests of the jute growers in India".

এইভাবে পাকিস্তান থেকে সস্তাদরে পাট কিনে তারা ব্যবসা চালাবার চেষ্টা করেন। মিঃ

স্পীকার, স্যার, আপনার কাছে একথা বলা দরকার যে এখানে পাটশিল্পকে একটা মনোপলি একচেটিয়া পুঁজির চক্র নিয়ন্ত্রণ করছে এবং সেই নিয়ন্ত্রণ করার ফলে আজ একটা যে সংকটের সৃষ্টি হয়েছে তাকে দূরীভূত করার জন্য মূল এ্যাপ্রোচ হওয়া দরকার সেই সমস্ত মনোপলিকে ভেঙ্গে দেওয়া—

75 per cent. of the mills are under the control of a dozen of Managing Agency Houses who control 45 per cent. of the total paid-up capital.

অর্থাৎ এইভাবে ম্যানেজিং এজেন্সী হাউসগুলি এই মূল শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তার ভেতর বৈদেশিক পুঁজি থাকার দরুণ বৈদেশিক স্বার্থে স্টার্লিং এবং ডলারের স্বার্থে আমাদের জাতীয় শিল্পকে ধ্বংস করা হচ্ছে।

Sj. Deo Prakash Rai: Mr. Speaker, Sir, in supporting the resolution for taking over the jute and tea industry I shall confine myself to tea industry and that also particularly in the district of Darjeeling. Sir, there are 155 tea gardens in the district of Jalpaiguri and 135 in the district of Darjeeling. You will find there are more than 2,60,000 daily workers toiling hard in these tea gardens. These tea garden workers along with their dependants feel that they are still under alien people in a foreign territory because they do not receive the full benefits of a free country as passed by the Legislatures for the benefit of the people. The Tea Planters, most of whom are foreigners, have their own set of rules for these tea gardens. The schemes under C.D.P., N.E.S. and other National Development Plans do not cover the 260,000 workers employed in these tea gardens. They are denied even the minimum fundamental rights in the matter of education, health and food. The total acreage of these tea gardens comes to more than 8 (eight) lakhs, which is inhabited by more than 7½ lakhs of people. So, you will find that eight lakhs of land is excluded from development and more than 7½ lakhs of people are denied the privileges and benefits under National Development Plans. Sir, if you take the census of the people living in the District of Darjeeling you will find that three-fourths of the population live in tea gardens. A very small quantity of khasmahal lands are covered by N.E.S. and C.D.P. programmes in Darjeeling. The development schemes have not covered the vast areas of tea gardens and the multitude of the people living in the tea gardens naturally think and rightly feel that they are in a foreign territory.

So, I would earnestly ask the Government to urge upon the Union Government by making a suitable legislation to take over the tea industry so that the people now living in these tea gardens may feel that they are living in a free and independent country under a national Government.

With these words I support the resolution.

[3-30—3-40 p.m.]

Sj. Bankim Mukherjee:

মাননীয় সভামুখ্য মহাশয়, জুট বিক্রির সমস্ত ব্যাপারে গভর্নমেন্টের নিয়ন্ত্রণ করা উচিত এই কথাই এই প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য। এজন্য ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের কাছে সুপারিশ করতে বলা হয়েছে। এই অধিকার আগে ছিল, এখন এই অধিকার আমরা হারিয়েছি। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য এই দুটোই আজকে সর্বপ্রধান। অথচ এই দুটো শিল্পই এমনভাবে চালাতে আরম্ভ করেছেন যাতে করে এই শিল্প ধ্বংসের পথে যেতে বসেছে। এবং কিছুদিন পরে দেখা যাবে স্বর্ণডিম্ব প্রসবকারী মুরগীর মত এই দুটো শিল্পই জবাই করে দেওয়া হয়েছে তাড়াতাড়ি মুনাফার জন্য। এর ফলে ভারতের সংকট আরও তীব্রতর হবার সম্ভাবনা। এখনো যদি গভর্নমেন্ট হস্তক্ষেপ করেন তাহলেও এই শিল্প বেঁচে যেতে পারে। আমি বিশেষভাবে জুট সম্পর্কে এবং জুট সম্পর্কিত দ্রব্যাদি সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলব। অনেকে বোধহয়

জানেন এবং অবনতির কারণ হচ্ছে রোটেশনে যেভাবে করার নিয়ম আছে সেইসব নিয়ম অধিকাংশ বাগানেই পালন করা হয় না। তাড়াতাড়ি কোনরকমে মুনাফা করাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। তাড়াতাড়ি এবং অল্প ব্যয়ে মুনাফা করার লোভে ভারতের চায়ের উৎকৃষ্টতার যে খ্যাতি সর্ব পৃথিবীতে ছিল তা লোপ পাবার আশংকা দেখা দিয়েছে এবং আজকে অন্যান্য জায়গা থেকেও যেভাবে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে তাতে যদি আমরা এর উন্নতির এবং প্রতীকারের চেষ্টা না করি তাহলে পর আমাদের চায়ের বাজার ধ্বংস হবে এবং ভারতের আয়ের ক্ষেত্র সংকুচিত হবে। এক সময় লন্ডন অকশনের পরিবর্তে কলকাতার অকশন করাবার চেষ্টা হয়েছিল—কারণ এখানের চা লন্ডন গিয়ে অনেক বেশি মূল্যে বিক্রি হয়। মাঝখান থেকে আমরা একটা আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। লন্ডন অকশনে তারা বেশি মুনাফা করে। অবশ্য সব বছর এরকম হয় না। ইন্ডিয়া টি এসোসিয়েশন এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করায় অবশ্য এখন কিছু কিছু কলিকাতাতেই অকশন হচ্ছে। তারপর যেসমস্ত চা বাইরে রপ্তানি হয় তার উপর ট্যাক্স বসে না এর অবশ্য কারণ আছে—আমাদের কনস্টিটিউশন চালু হবার আগে আমাদের গভর্নমেন্টের বাইরে রপ্তানি করার জন্য সেলস ট্যাক্স ছিল না। বোম্বে, মাদ্রাজ গভর্নমেন্টের এই ট্যাক্স আছে বলে তাদের ৬-৭ কোটি টাকা রেভিনিউ এর থেকে হয় অথচ আমরা এটা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। এখন আমাদের সেই টাকা পাবার কোন উপায় নাই যদি না ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট কনষ্টিটিউশনের পরিবর্তন করেন। গভর্নমেন্টের এটা চিন্তা করা দরকার। কারণ, এই ব্যাপারটি যদি তারা নিজেদের আয়ত্বে আনতে পারেন, তাহলে এই যে ডিফারেন্স বা তফাত যেটা রয়েছে তাতে আমাদের এমন কোন ক্ষতি হবে না, অন্ততঃ ভারত সরকারের এর থেকে একটা মুনাফা হয়ে যাবে। চা সম্বন্ধে একটা মস্ত বড় তদন্ত ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছে এবং তার ফলে চা শিল্পের অবনতি খানিকটা ব্যাহত হয়েছে। কিন্তু জুট শিল্পে এরকম কোন তদন্ত হয় নি, এবং না হওয়ার ফলে এই শিল্পে একটা অরাজকতা চলছে। জুট শিল্পে আমি মনে করি একটা বড় তদন্ত হওয়া উচিত। পাটের বাজার থেকে আরম্ভ করে পাটজাত দ্রব্যাদি কিভাবে ফাটকা, স্পেকুলেশন ও বিক্রী হবে এটা সম্বন্ধে একটা তদন্ত হওয়া উচিত জুটের উপর একটা বিশেষ এনকোয়ারি হওয়া উচিত বলে মনে করি এবং আমি আরও মনে করি পাটজাত দ্রব্যাদি যা বিদেশে চালান হয় সেটা আয়ত্ব করবার জন্যে তারও উপর একটা এনকোয়ারি প্রয়োজন বলে মনে করি। তবে সমস্ত পাটের ব্যাবসাটাই বাংলার সরকার এক্স্প্রেণ হাতে নিয়ে নেবেন এ কথা —নিয়ে নিতে পারলেই ভাল হোতো, তবে এখুনি আমি সে কথা বলতে পারছি না, কারণ তাতে অনেক টাকার প্রয়োজন হবে। আরও বিশেষ করে বলতে পারছি না এই কারণে যে খাদ্য সম্বন্ধেই গভর্নমেন্টের পক্ষে সেই ব্যবস্থা করা সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই সমস্ত পাট কিনে নেওয়া এখন তার পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু আমার কথা হচ্ছে তাঁরা যদি পাটের বাজারটা অন্ততঃ নিয়ন্ত্রণ করেন তাহলেও বাংলাদেশের এই শিল্পের সমস্যার সুমীমাংসা হতে পারে এবং বাংলা গভর্নমেন্টের রেভিনিউ সম্বন্ধে যে মস্ত বড় রকমের একটা সমস্যা রয়েছে তারও প্রতীকার হতে পারে। এই পাটের ব্যবসায়ের মিডলম্যান এবং অন্যান্য স্পেকুলেটররা এই যে কোটি কোটি টাকা লুট করে রোজগার করছে, সেই টাকাটা দেশের কোন কাজেই লাগে না, অথচ গভর্নমেন্ট যদি এটা করায়ত্ব করেন তাহলে গভর্নমেন্টেরই যে শুধু রেভিনিউ বাড়বে তা নয়, তাতে কৃষকদের সুবিধা হবে, শ্রমিকদেরও সুবিধা হবে। এই কারণে আমি মনে করি এখুনি গভর্নমেন্টের এটা করায়ত্ব করা উচিত। আজকে যে আমাদের দেশের জুট মিলগুলির বিদেশে হেসিয়ানের বাজার গড়ে উঠছে, সেইসব জিনিস তারা কিন্তু সোজাসুজি বাজারে বিক্রি করে না, তারা বিক্রি করে মিডলম্যান এর কাছে। এইসব মিডলম্যান ফাটকাবাজী করে ও স্পেকুলেশন চালায়। তারপর ব্রোকাররা সেইসব বিদেশে চালান দেয় এবং এরা সবই, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় বিদেশী, অবশ্য এখন কিছু কিছু মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী হয়েছেন। এবং এখনো পর্যন্ত ৬০ পারসেন্ট ব্যবসা ব্রিটিশ কোম্পানিগুলির হাতে। এবং এখানে সবচেয়ে দুঃখের কথা হচ্ছে এই যে এইসব কম্পানিগুলির আমাদের জাতীয় স্বার্থের প্রতি কোনরকম লক্ষ্য থাকে না। তাদের একমাত্র লক্ষ্যই হচ্ছে নিজেদের খানিকটা লাভ করে নেওয়া, এবং এই স্পেকুলেশন তারা যে কত ছুতোনাতায় চালায় তার কোন ইয়ত্বাই নাই। কোন একটা রাজনৈতিক ঘটনা ঘটল, আর অমনি হেসিয়নের ফাটকাবাজারেও হেসিয়নের মূল্য বৃদ্ধি হয়ে গেল। এই করে আমরা বিদেশের

বাজার হারিয়েছি, এটা আমাদের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। এই কারণে আজকে একটা পরিবর্তনের অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এবং দরকার হয়ে পড়েছে এই বাজারটাও আয়ত্ব করা।

[3-40—3-50 p.m.]

এবং যেটা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। এই কারণে আজ এটার পরিবর্তন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। এই কারণে আজকে আমাদের দরকার হয়ে পড়েছে এই বাজারটা আয়ত্ব করা। কেন না—এই স্পেকুলেশনের অভিযোগ তোলা হয়েছে কি, বিদেশে যারা গ্রাহক, সব সময় তাদের অভিযোগ হচ্ছে কি, না, এই যে পাটজাত জিনিস তার দরের কোন স্থিরতা নাই। কি যে দর হবে হঠাৎ, তা কেউ জানেন না। এই হচ্ছে সবচেয়ে বড় অভিযোগ। আমরা প্রায়ই একথা শুনতে পাই নানা প্রকার সাবস্টিটিউট যা হচ্ছে তার ফলে পাট হেসিয়ানের বাজার হানি হচ্ছে। অবশ্য সাবস্টিটিউটের ফলে হেসিয়ানের বাজার হানি হচ্ছে। আজ পর্যন্ত পাটজাত গাণী, হেসিয়ান, প্যাকিং ম্যাটেরিয়াল হিসেবে, তারচেয়ে সস্তা এবং ভাল জিনিস পৃথিবীতে নাই। এমন যারা গ্রাহক, তাদের সবচেয়ে বড় আপত্তি তারা তো অর্ডার দেন এক বছর আগে। এই ব্যবসার নিয়ম হচ্ছে—অর্ডার দেবার সময় দাম প্রভৃতি ঠিক করে দেন। পাটের যারা মিল মালিক তারা সেই দরের কোটেশনে বলে থাকেন—

according to the fluctuation of the market.

একটু অনিশ্চিত থাকার ফলে যারা অন্য জায়গাকার গ্রাহক, যারা কিনেন এই জন্য তাঁরা সব সময় ইতস্ততঃ করেন এই জিনিস কি করে হতে পারে। এখানে এটা আমার মনে হয় সরকার হাতে নিতে পারলে নিয়ন্ত্রণ হতে পারে। অবশ্য সব সময় দাম ফ্লাকচুয়েটেড হয়। চটের বাজারের ফ্লাকচুয়েশনের সীমা পরিসীমা নাই। সেইখানে বৈদেশিক গ্রাহক তাদের সবচেয়ে বড় রকমের আপত্তি, সেই অভিযোগ খণ্ডন করতে আমরা পারি।

বছর চার-পাঁচ আগে আই জে এম এ, তাঁরা একদিকে বলেছিলেন ভারত সরকারকে তাদের ট্যাক্স থেকে রেহাই দেবার জন্য। তাঁরা বলছিলেন এই বাজার অনিশ্চিত—সাবস্টিটিউট ইত্যাদি সমস্ত এসে বাজার দখল করে বসছে। সেই সময় আই জে এম এ একটা কমিশন বাইরে পাঠিয়েছিলেন পৃথিবীর বাজারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ করতে। তারা রিপোর্টে বলছেন, অস্ট্রেলিয়া বলছে আমাদের এখানে এখনো পাটের বিরাট চাহিদা রয়েছে। তোমরা যদি ঠিক দাম সম্বন্ধে একটা কোন রিজনেবলের ভেতর, একটা যুক্তিযুক্ত সীমার ভেতর রাখো এবং তোমরা এটুকু নিশ্চয়তা দাও যে এই জিনিসগুলির স্ট্যান্ডার্ড, গুণের ঠিক থাকে, এটার গ্যারান্টি যদি থাকে, তাহলে অস্ট্রেলিয়ায় এখনও পর্যন্ত পাটের বাজারের সীমা নাই। একদিকে স্পেসিফিকেশন রয়েছে, অন্যদিকে আছে—কিছু মাড়োয়ারী ক্রোড়পতি পাটশিল্পে আসার পর আর একটা নতুন জিনিস দেখা যাচ্ছে হেসিয়ানের বাজারে অসাধুতা অত্যন্ত বেড়ে যাচ্ছে। চট করে মুনাফা করবার জন্য নানা রকম অসদুপায় অবলম্বন করে, কোন স্পেসিফিকেশন থাকে না। যে স্ট্যান্ডার্ড মত মাল দেবার কথা, সেই স্ট্যান্ডার্ড মত মাল দেন না, মাপে ওজনে কম দেন। যেখানে টানা পোড়েনের সুতা এক ইঞ্চি থাকা উচিত সেখানে খানিকটা সুতার শর্টেজ থাকে। এই সমস্ত অভিযোগের কারণে আমাদের পাটের বাজার হানি হচ্ছে। এই যে একটা অসাধুতা এবং এর জন্য আমাদের যেখানে ধারণা এই স্ট্যান্ডার্ড ঠিক রাখতে গেলে আমাদের পক্ষে একমাত্র প্রয়োজন হচ্ছে এই সরকারের নিয়ন্ত্রণ করবার বা কোন কঠোর আইন ছাড়া এই সমস্ত জিনিসের প্রতিকার হবে না এবং যদি হেসিয়ান পাটজাত দ্রব্য সম্বন্ধে এই রকম ধারণা বিদেশে হতে থাকে, তাহলে তার ফল অত্যন্ত মারাত্মক এবং ক্ষতিকর হবে আমাদের দেশের পক্ষে, ডলার বা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করবার পক্ষে অসুবিধা হতে পারে। এই কারণে নিয়ে নেওয়া দরকার।

তৃতীয় আর একটি জিনিস দেখা যায় স্পেসিফিকেশন প্রভৃতি ব্যাপারে যে শুধু অসাধুতা চলেছে তা নয়, এ ছাড়াও আর একটা জিনিস চলেছে আপনি জানেন ইতিমধ্যে বহু চটকলে নানা প্রকার র‍্যাশনালাইজেশন প্রভৃতি প্রবর্তিত হয়েছে। কথাটা তাদের কি ছিল? র‍্যাশনালাইজেশন না করলে পর আমরা প্রতিযোগিতায় দাড়াতে পারছি না। কেন পারছি না?

দাম অন্যের তুলনায় বেশি হচ্ছে। কাজেই র‍্যাশনালাইজেশন করলে পর জোড়া তাঁত চালালে কস্ট অফ প্রডাকশন কম হবে। কস্ট অফ প্রডাকশন কম হলে পর বাইরের অন্যান্য যেসমস্ত সাবস্টিটিউট দ্রব্য, তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আমরা পেরে উঠবো । আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন গত কয়েক বৎসর ধরে র‍্যাশনালাইজেশন চলেছে এবং তার ফলে কিছু বেশি মাল উৎপন্ন হয় এবং দামও কমে গিয়েছে। তৎক্ষণাৎ আই. জে. এম. এ সমস্ত জুট মিলের মালিকদের একত্রিত করে ফেব্রুয়ারি মাসে, তাঁরা নিজেদের মধ্যে একটা নিষ্পত্তি করে নিয়ে, যাকে বলে পেগিং, যে এর চেয়ে কম মূল্যে আমরা কেউ বেচবো না, এবং সেই নিষ্পত্তি আজও চালু আছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁরা এটা করেছেন। যার ফলে শ্রমিকরা নির্যাতন ভোগ করলো, হাজার শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে গেল। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিক চটকল থেকে ছাঁটাই হয়েছে এই র‍্যাশনালাইজেশনের ফলে। আজ র‍্যাশনালাইজেশনের ফলে ৫০-৬০ হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শ্রমিকদের ব্যক্তিগত আয় অত্যন্ত কম। অর্থাৎ তারা যে পরিমাণ কাজ করেছে তার তুলনায় টাকা কম পেয়েছে। ডবল খাটুনির জন্য দেড়া মজুরি এবং মাগ্গিভাতা একটা মাত্র। সেদিক থেকে তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। মালিকগণ শ্রমিকদের সহায়তা না করে, উল্টে তাদের অধিকতর মুনাফা লাভের জন্য তাঁরা নিজেদের মধ্যে ঠিক করলেন এরচেয়ে কম দামে আমরা বিক্রয় করবো না। এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে এই যে পরিস্থিতি ঘটছে, তাতে আজকে গভর্নমেন্টকে হস্তক্ষেপ করা একান্ত উচিত বলে আমি মনে করি। অর্থাৎ এর ফলে, এই র‍্যাশনালাইজেশন প্রভৃতির ফলে আমাদের হত কি? আমাদের পক্ষে সম্ভব হত আরও বেশি পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করা। কিন্তু সেটা না করে, এই দাম পেগিংএর ভিতর দিয়ে উঁচু করে বাধার ফলে আমরা বেশি রপ্তানি করতে পারছি না। আমরা বর্তমানে যে ১৩০ কোটি টাকার মালপত্র বৎসরে রপ্তানি করে থাকি, সেটা আরও ঢের বেশি বাড়ান সম্ভব। কিন্তু আজকে যে পরিস্থিতি এসেছে তাতে তাঁরা দাম কম করেন না, অতএব আমাদের বেশি মাল রপ্তানির সুযোগ নেই এবং তার ফলে আমাদের বেশি ডলার, বৈদেশিক মুদ্রা পাবার সুযোগ থেকে আমাদের বঞ্চিত করে দিচ্ছেন।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

কোয়ান্টিটি বাড়বে, না দাম বাড়বে?

Sj. Bankim Mukharjee:

কোয়ান্টিটি বাড়ান সম্ভব নয়।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

তাহলে জুট গ্রোয়াররা কম দাম পাবে।

Sj. Bankim Mukherjee:

কনজিউমাররা?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

না, জুট গ্রোয়াররা।

Sj. Bankim Mukherjee:

হ্যাঁ, সেটাত অন্য দিকের কথা, আমার প্রস্তাবের মধ্যে সেটা আনি নি। সেটা হচ্ছে, পরে যদি আপনারা এটা আপত্তে এনে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, এবং জুটের উপর সমস্ত পাটের ব্যবসাটা নেন, তাহলে সুবিধা হবে। কারণ আজকে দেখবেন সমস্ত পাটকলের মালিক যখন বলেন আমাদের মুনাফা হচ্ছে না, তখন তাঁরা উল্টে বলেন জুটের স্পেকুলেটিভ প্রাইসের জন্য আমাদের মিল বেশি দামে জুট কিনতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু আসল ব্যাপার হচ্ছে, এই সমস্ত জুট মিলকে জুট বিক্রয় করেন কারা? তাঁরা হচ্ছেন স্পেকুলেটরস, জুট কোম্পানির বিভিন্ন রকম ম্যানেজারিয়েল স্টাফের লোক, এবং অনেক ডিরেক্টারসও আছেন। এমন অনেক ডিরেক্টারও আছেন, যাঁরা অন্য দিক দিয়ে ফাটকাবাজারী করেন। পাটের দাম রাখা হল এক, অথচ কোয়ালিটির স্পেসিফিকেশন হল না।

[3-50—4 p.m.]

তার একটি দৃষ্টান্ত যদি দিই তাহলে পর দেখা যাবে কয়েক বৎসর আগে ডানকান ব্রাদার্সে দেখা গিয়েছিল যে শর্টেজ যা হয়েছিল, যা তাদের গুদামে ছিল এবং লেজারে যা ছিল তা থেকে দেখা গিয়েছিল. ৮০ লাই টাকা এক বৎসরে শর্টেজ ছিল। এক বৎসরে পাট তারা যা কিনেছেন যা বইতে হিসাবে আছে এবং একচুয়ালী যা গুদামে আছে তাতে ৮০ লক্ষ টাকার শর্টেজের ব্যাপারটা কি, না, তারা কিনবার সময় যে বেল আসার কথা একচুয়ালি তা এলো না। চুরি আছে, দ্বিতীয়তঃ দরের কথা আছে। এইরকমভাবে দেখতে পাওয়া যাবে যে জার্ডিন হেন্ডারসনে বালি জুট মিলে কয়েক বৎসর ধরে এরা দেখাচ্ছিলেন লোকসান, লোকসান, ডিভিডেন্ড দিচ্ছিলেন না। কিন্তু তারপর সেটা যখন বিরলা গ্রহণ করে নিলেন তারপর থেকে এই মিলেতে কিছু কিছু মুনাফা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এক ভদ্রলোক ছিলেন গিরিধারী লাল মেটা, ইনি জার্ডিন হেন্ডারসনের একজন ডিরেক্টর এবং এই মিলরা যেসব পাটজাত দ্রব্য বিক্রয় করেন সেটা কিন্তু মিল করে না, ঐ যে আমি বলেছি আলাদা একটা এজেন্সীর মারফতে এই ভদ্রলোক উনি ওখানকার ডিরেক্টর অথচ সেলসের ব্যাপারটা, এই জার্ডিন হেন্ডারসনে যতকিছু সেলস হয় সেটা তার মারফতে হয় এবং তিনি সেখানে যে বিরাট মুনাফাটা করেন সেটা এ্যাট দি কস্ট অফ জার্ডিন হ্যান্ডারসন এবং ফলে জার্ডিন হ্যান্ডারসনের বৎসরের পর বৎসর লস দেখান যাচ্ছে, এবং যার শেয়ার এককালে ওপেনিংএ ২২০ টাকা ছিল আজকে তার দাম নেই. ৮০ টাকা শেয়ার এই অবস্থায় এরা দাঁড় করিয়েছেন। এই যে স্পেকুলেটর্স'রা নানাভাবে আছেন এই সমস্ত কোম্পানিতে ডিরেক্টর প্রভৃতি হয়ে, এদিকে পাটের বাজারে তারাই স্পেকুলেট করেন, তারা মিলকে বঞ্চিত করেন এবং আর একদিকে হেসিয়ান, প্রভৃতি যখন বিক্রি হয় সেখানে তারাই হচ্ছে স্পেকুলেটর্স, তারাই মিলকে বঞ্চিত করেন, দেশকে বঞ্চিত করেন। যার ফলেতে একদিকে আমাদের কৃষকরা বঞ্চিত হচ্ছে তারা দাম কম পায় সেখানে কি সিস্টেম আছে জানেন, তাদের দুরাবস্থার সুযোগ নিয়ে এবং যেহেতু সহজ ক্রেডিট নেই, দাদন দিয়ে রাখা হয়, আপনি খুব ভালই জানেন যে আগে থাকতে তাদের দাদন দিয়ে রাখা হয় এবং সেই দাদনের স্বত্ব হচ্ছে অতি কম দামে পাট হলে পর তোমাকে বিক্রি করতে হবে এবং তাদের এত দুরবস্থা যে তারা নগদ টাকাটা পেয়ে তারা সেই শর্তে রাজী হয়ে যায়। কাজেই পাট যখন বিক্রি হয় বাজারে যে দর তার অর্ধেকের চেয়েও কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হয় দাদনে। কৃষক বঞ্চিত হচ্ছে, শ্রমিক বঞ্চিত হচ্ছে এই হিসাবে। লেবার দপ্তরে গেলে পরে তারা একাউন্টস দেখিয়ে দেবেন যে আমাদের মুনাফা নেই। বোনাস ভারতবর্ষে সর্ব শিল্পে বোনাস কিন্তু জুট ইন্ডাস্ট্রিতে বোনাস দেয় না কারণ সেখানে প্রধানমন্ত্রী মহাশয়কে পর্যন্ত বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে আমাদের কোন মুনাফা নেই। মুনাফা থাকা বা আছে কি নেই, হয় কিম্বা হয় না এবং মুনাফা হবার সম্ভবনা আছে কিনা এই সমস্ত জিনিস দেখতে গেলে পর একটা তদন্ত করা প্রয়োজন, যা চায়ের শিল্পে হয়েছে, কয়লায় হয়েছে, কেন জুটে হয় না এইটা আমি বুঝতে পারি না। এই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উত্তরাধিকারীরা এই ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স এরা কি এত প্রবল প্রভাব সম্পন্ন যে তারা গভর্নমেন্টকেও ভ্রূক্ষেপ করে না তার কোন তদন্ত হওয়া এত বড় অসম্ভব? এই তদন্ত হলে পর দেখা যাবে যে এরা কতভাবে আমাদের বঞ্চিত করছে। আজকে সেই কারণে, আমার মনে হয় আমি যে কথাগুলি বলেছি গভর্নমেন্ট—

Mr. Speaker: What about Jute Futures Market?

Sj. Bankim Mukherjee:

তাতে আপনারা কিছু করতে পারেন না, যতক্ষণ না আমি যা বলেছি যে একটা এনকোয়ারি হয়ে, যতক্ষণ এই মার্কেটের ভিতরের ব্যাপারটা কিভাবে প্রবঞ্চিত আমাদের দেশ হয় সেই সম্বন্ধে সাক্ষী প্রভৃতি নিয়ে যদি তার সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অবহিত না হই তাহলে পর শুধু একটা আইনের দ্বারা আপনি কতটুকু ঠেকাবেন। যেমন আমি বললাম যে কৃষককে দাদন দেওয়া যে বে-আইনী নয়, দাদন সে শর্ত করা বে-আইনী নয়, যে তুমি এই দামে আমাকে পাট দেবে এবং সে সেইখান থেকে পাট নিলে পর সেখানেই ত তার মুনাফা হয়ে যাচ্ছে। কোন লোক হয়ত ফিউচার মার্কেট এ্যাক্ট যেটা আমি দেখলাম যে জার্ডিনের এই ডিরেকটরটি ইনি জার্ডিনের সেলস এজেন্ট, তিনি হেসিয়ানের এজেন্সি নিয়েছেন, নিয়ে হেসিয়ান বিক্রি করছেন।

Mr. Speaker:

আপনি যদি দাদন দেওয়া বন্ধ করেন, হোয়াট উইল বি দি রেজাল্ট?

Sj. Bankim Mukherjee:

আমি বন্ধ করতে বলছি না। আমি এই কারণে বলছি যদি পাটের এই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আয়ত্তে নিই তাহলে পর কৃষকের যখন রিসোর্স থাকবে না গভর্নমেন্ট সে পাট কিনতে পারবে। অর্থাৎ আজকে যে গভর্নমেন্টের পয়সার অভাব সেই কারণে আমি পাটের উপর চাই নি। যদি সেটুকু সম্ভব হত সেখান থেকে ক্রেডিট সাপ্লাই হয়ে যেত। আজ সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে জমিদারী প্রথা গিয়েছে কিন্তু কৃষকের কাছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল মহাজনী প্রথার অভাব। চড়াসুদেও আজ মহাজন আর ধার দেয় না বিক্রয় কোবলা না করে। এই অবস্থায় অর্থাৎ স্টার্ভেশন অফ রুরাল ক্রেডিট এই যেখানে অবস্থা হয়েছে সেখানে কৃষকরা বঞ্চিত হচ্ছে, কাজেই ফিউচার মার্কেট কন্ট্রোল করে কি হবে? এটা অন্তত সামান্য প্যাথেটিক, এতে বিশেষ কিছু হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত......

Mr. Speaker: That has only a bearing on the speculative market.

Sj. Bankim Mukherjee:

কিন্তু এটা এড়িয়ে যাবার বহু প্রকার উপায় আছে। সেজন্য মনে করি একটা থরো এনকোয়্যার—একটা তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। তদন্ত হবে এই কারণে গভর্নমেন্ট যদি নিজে নিতে চান তাহলে পর এসমস্ত ব্যাপার না জানলে পর কি করে হবে? এবং সর্বশেষ বক্তব্য গভর্নমেন্ট নেবার পর তাদের কয়েকটি জিনিস করতে হবে। আমাদের ট্র্যাডিশনাল মার্কেট ব্রিটেন, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, তার বাইরে আই জে এম এ পৃথিবীর আর কাউকে চেনে না। স্টেট নেবার পর বাইরের অন্যান্য দেশের সংগে আরও সংযোগ করতে পারবেন। বহু দেশে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা রয়েছে, সেগুলোর সংগে আমাদের সংযোগ হবে। দ্বিতীয়তঃ এই সমস্ত স্থানে গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে বিজ্ঞাপন থাকা উচিত যে জুট গুডস অন্যান্য জিনিসের চেয়ে উৎকৃষ্টতর, দামও অল্প অন্যান্য সাবস্টিটিউটের চেয়ে এরকম একটা বিজ্ঞাপন থাকা উচিত।

তৃতীয়তঃ গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে দেখা উচিত স্ট্যান্ডারাইজেশন যাতে ঠিক হয় স্পেসিফিকেশনের সংগে যাতে মিলে, এই সমস্ত জিনিসগুলি যদি গভর্নমেন্ট করতে থাকেন, এই তিন-চারটি জিনিসের শিল্প আয়ত্তে আনবার পর, তাহলে পর আমার মনে হয়, এমেরিকান মার্কেট ছেড়ে দিয়েও পৃথিবীর বাকি বাজারটা গভর্নমেন্ট নিতে পারেন। কেননা আমেরিকান মার্কেটে আমার ধারণা আই জে এম এ ওয়েল অর্গেনাইজড—এই আমেরিকান মার্কেট ছাড়া অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি পৃথিবীর বাকি বাজারটা পাব এবং এটা মনে করি আমাদের শিল্প বাঁচাবার জন্য এটা প্রয়োজন। আমার এই অর্থ সঙ্কটের দিনে ডলার পাবার এবং অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রা পাবার জন্য সবচেয়ে যে বড় জিনিস চা এবং পাট বিশেষ করে পাটে নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত প্রয়োজন। তা না হলে পর অচিরে আমরা দেখবো, দুচার বছরেই দেখবো গেট রিচ কুইক পলিসি নিয়ে পাটের ব্যবসায়ে যারা নেমেছেন তারা এই ব্যবসাটার সর্বনাশ করে দেবেন এবং তখন আমাদের ডলার আর্নিংএর একটা পথ বন্ধ হয়ে যাবে, যদি অসাধু উপায়ে তারা অন্যান্য বিদেশী বাজারকে বঞ্চিত করতে থাকেন তাহলে বাজারটাই নষ্ট হয়ে যাবে, তখন সেই বাজার সৃষ্টি করা আরও কঠিন হয়ে পড়বে। এই কারণে আমি গোড়া থেকেই বলছি এ বিষয়ে অবহিত হতে, হয়ে এই ব্যবসা নিজেদের হাতের মধ্যে আনতে, যাতে করে গভর্নমেন্টের একটা মস্ত বড় রেভিনিউ আর্নিংএর উপায় হয়ে যাবে, দেশের কৃষক প্রভৃতি অনেক পরিমাণে মজুর এতে বাঁচবে। আমি আশা করি গভর্নমেন্ট অত্যন্ত মনোযোগের সংগে এই প্রস্তাব গ্রহণ করবেন, কোন রকম পক্ষ বা রাজনৈতিক দৃষ্টি দিয়ে দেখবেন না, এই যে এত বড় জিনিস এটা আমাদের সকল দলের চিন্তা করে দেখা উচিত।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I have been listening carefully to the arguments of those who have spoken in support of the resolution before the House in order to find out if they could give us any source of increased resources for the Second Five-Year Plan. They can easily understand that although the resources that might come may not be

only for Bengal, and may have to be distributed to other provinces, still the total resources of the country will be increased and the gap in the resources will be filled up.

[4—4-10 p.m.]

But I have tried to find out the arguments by which the promoters of this resolution have tried to convince us about the rationale of the procedure. Sir, foreign exchange, as everybody knows, can only be earned if the quantity of the goods exported are increased or the quality is improved. Let us take jute. It may be that you may by better type of jute seeds or better manures get better type of jute produced. You might get better production of jute of a better quality, and you may be able to sell it in a competitive market in larger quantity than today. That is possible. You must remember that jute is no longer a monopoly of the Indian Union. There are other countries, namely, Pakistan and other countries where jute is being produced in large quantities. Similarly, in the case of tea, tea is being produced even Africa and other places and a competitive business is going on. Therefore, it is important that we consider this particular problem from these aspects. I quite realise that in the trade that has been mentioned—jute or tea—there is a great deal of loopholes that may be plugged. Profits may have to be mopped up or if there are people who are not conducting themselves properly they should be controlled as far as possible. But how would that give increased foreign exchange is beyond my comprehension. Sir, the export of jute goods—I am talking of jute goods—is also meeting competition from other countries, particularly Pakistan. The Jute Enquiry Commission appointed by the Government of India went into this matter of increasing the value of the goods that are exported very carefully. They did not recommend what is proposed in this resolution namely the State trading in jute goods. Mind you—we should not have a confusion of idea—I am saying that there may be a great deal of things that have been done in the matter of production of better types of goods I am only confining myself to the proposition before the House, namely the question of trading in jute. The Jute Enquiry Commission went into this matter very very carefully and so also in the case of tea the Planting Enquiry Commission of 1956—both these Commissions did not recommend the State trading in these two commodities. Sir, the increase in the gap that may be filled up, as I have said before, did not escape the attention of the Government of India. They appointed in February, 1957, an Export Promotion Committee to make a comprehensive study of all aspects of trade promotion, so that the country can earn larger foreign exchange through increased export. What I am trying to place before the House is that this particular method or approach did not escape the notice of the Government of India, because they were keen on earning more foreign exchange. In the opinion of the Committee normally there is no need to interfere with the existing arrangements under which a large body of private traders can effectively establish personal contact and goodwill with their counterparts abroad.

To my mind, the sale of a commodity, whether it is tea or jute or any other commodity, depends not merely upon the quality of the goods produced but also upon the measure of goodwill and contact which a producer here and a trader abroad may have developed. In certain trades, where there is lack of adequate organisation or co-operation amongst the producers, brokers and shippers, resulting in excessive speculation and unhealthy competition in the export market, canalisation in export through a single agency may prove a useful device, but such a measure should be considered an exceptional measure to be taken only in special circumstances.

So far as export promotion is concerned, the State Trading Corporation, as you know, has been established. This State Trading Corporation now deals with steel, cement and other commodities. This Corporation is importing iron and steel, cement, milk powder and newsprint and is exporting iron and manganese ores. The State Trading Corporation is intended to strengthen our export trade by supplementing the present organisation and not by supplanting it.

The Export Promotion Committee further recommended that Export Promotion Councils should be set up for commodities not already covered. Such Councils have already been formed for cotton textiles, silk, ark silk, shellac, mica, engineering goods, tobacco, plastings, etc. Good result in the export sphere has already been achieved through this device. The advantage of Export Councils for these commodities is that producers and traders concerned and Government are jointly enabled to devote thought to the export problems peculiar to each commodity. But in respect of jute goods or tea, the Export Promotion Committee have not recommended State trading to earn foreign exchange, but, on the contrary, they have recommended that the functions of the Export Promotion Council in respect of these commodities should be through the Tea Board and the Jute Commissioner, Government of India, for tea and jute goods respectively. The Government of India, today, are giving all encouragement for the diversification of our exports and diversification of our export markets through various measures, such as, development of better shipping, banking and insurance services, inauguration of the Export Risk Insurance Corporation, fiscal concession in the shape of drawback of customs duty on imported raw materials intended for production of export goods, quality control, pre-shipment survey, services through the Trade Commissioners abroad, simplification of procedure and administrative formalities in respect of export transactions, better credit facilities and so on. These measures would go a long way to boost up export of these commodities in a free and competitive market.

I have not been convinced about the usefulness of this resolution. Therefore, I oppose it.

[4-10—4-20 p.m.]

I wanted to say one thing more. I asked the question of Mr. Mazumdar, whether tea blending is part of the programme or whether improvement in the quality of jute goods produced is part of the programme. If you take that into account, that is not trading. Here you are limiting your attention to the question of only trading finished goods sent abroad for the purpose of selling in the market abroad. I am perfectly sure that if, for instance, we had tea taster or tea blenders, or if tea godowns were possible to be erected here and we could then control the type and quality of tea exported, we could earn more foreign exchange, but the proposal really so far as this resolution goes does not refer to the control or regulation of the quality and quantity of the goods produced. It is only for a limited purpose that the resolution refers to the question of controlling the trading in tea and jute to which I object.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

স্যার, মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা আমি শুনলাম। আমি ভেবেছিলাম যে মুখ্যমন্ত্রী আমার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই এমন অনেক তথ্য দেবেন হয়ত তার জবাব দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন হবে। প্রথমে আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টারা এবং ভারত সরকারের উপদেষ্টারা—এই যে ভারত সরকার বহু অর্থ ব্যয় করে বাগিচা তদন্ত কমিশন বসিয়েছিলেন তার যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে—তাঁরা সেটা পড়েন নি। কেন পড়েন নি? বোধহয় সাহেবদের চটাতে তাঁরা চান না—এটা হচ্ছে আসল কারণ। কেননা এখানে যে সত্যটা বড় করে তুলে ধরা

হয়েছে সেটা ডাঃ রায় এড়িয়ে গেলেন, আফ্রিকার কথা বললেন যে এটা এখন আমাদের মনোপলি নয়—আফ্রিকায় হচ্ছে। এখানে পরিষ্কার দেখাচ্ছেন যে আফ্রিকায় চাবাগানগুলি এখন ডেভেলপড হয়ে উঠবে তার আগে ভারতীয় চা শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে। এই উদ্দেশ্যেই একচেটিয়া বিদেশী চক্র যে এখানে কাজ করছেন সেদিকে ভারত সরকার মনোযোগ দেবেন না, ডাঃ রায় মনোযোগ দেবেন না, আর তাঁদের উপদেষ্টারা ত দেবেনই না। ডাঃ রায় বললেন যে বাগিচা তদন্ত কমিশন স্টেট ট্রেডিংএর সুপারিশ করেন নি। আমি জিজ্ঞাসা করি তাঁরা যা সুপারিশ করেছেন সেগুলি নিয়েছেন? তাঁরা বলেছেন যে অকসান টী বোর্ড কন্ট্রোল করবে, তাঁরা বলেছেন দেশের ভেতর যে ইন্টারন্যাল ডিস্ট্রিবিউশন তার ৫০ পার্সেন্ট অব প্যাকেজ টী—টী বোর্ড কন্ট্রোল করবে তা করেছেন? ভারত সরকার নিয়েছেন বা আপনারা বলেছেন তাঁদের নিতে? ম্যানেজিং এজেন্সী তুলে দেওয়া থেকে আরম্ভ করে অনেক জিনিস তাঁরা বলেছেন, সেগুলি আপনারা নেন নি। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি কেন্দ্রীয় সরকারের যিনি অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই তিনিও এতে কি আছে সে সম্বন্ধে কিছুই জানেন না এটা আমি জোর করে বলতে পারি এবং না জানা সেটা শুধু অজ্ঞাত নয়—ঐ একই কথা এসে পড়ে যে সাহেবদের তাঁরা চটাতে চান না কিন্তু আমি বলবো যে সাহেবদের না চটিয়ে তাঁরা দেশকে সর্বনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বললেন এ'দের ভেতর যদি যোগাযোগ না থাকে ব্রোকার, ট্রেডার, প্রডিউসারদের মধ্যে যদি যোগাযোগ না থাকে তাহলে কি করে কাজ হবে? কিন্তু এ'দের মধ্যে যোগাযোগটা এমনভাবে রয়েছে সেটা একটা সর্বনাশের ব্যাপার। কো-অপারেটিভ করার কথা বাগিচা তদন্ত কমিশন বলে গেছেন—তাঁরা বলে গেছেন যে চাশিল্প বিভিন্ন শিল্পে বিভিন্ন স্তরে কো-অপারেটিভ করা হোক। সেটা করার ব্যাপারে উদ্যোগী হোন নি কেন? অনেকে কো-অপারেটিভ করতে চায়, সেদিকে আপনারা অগ্রসর হেন নি। কাজেই কোয়ালিটি বাড়াবেন কি করে? এদিকে চাগাছগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। চাগাছগুলির বয়স ৬০ বছর হয়ে গেছে, তার পাতা থেকে কোয়ালিটি টী পাবেন কোথা থেকে? আমি বলেছি কিভাবে বৈদেশিক মুদ্রা বাড়াতে পারেন—সেদিক দিয়ে বিদেশী চক্র আমাদের চায়ের বৈদেশিক বাণিজ্যের পথ বন্ধ করে রেখেছে, মাত্র কতকগুলি দেশের উপর আমাদের নির্ভরশীল করে রেখেছে। অথচ অনেকগুলি দেশ রয়েছে শুধু সোভিয়েট ইউনিয়ন বা ইস্টার্ন ইউরোপীয়ান কান্ট্রিজ নয়, আরও অনেক দেশ রয়েছে যারা ভারতের চা কিনতে চায়, অস্ট্রেলিয়া নিতে চায়। ১৯৫২ সাল থেকে কথা হচ্ছে টী এক্সপোর্ট ট্রেড প্রমোশনের জন্য এই সমস্ত দেশে ডেলিগেশন পাঠানো হবে, আবার ১৯৫৮ সালে শুনছি ভারত সরকার বলছেন ডেলিগেশন পাঠানো হবে কিন্তু এখনও পর্যন্ত পাঠাচ্ছেন না। তার কারণ বাধা রয়ে গেছে—সেই বাধাটাকে যদি ভাঙতে না পারেন তাহলে দুই-একজন মিলে কি কন্ট্রোল করবেন, কি কোয়ালিটি কন্ট্রোল করবেন, কি প্রোডাকশন বাড়াবেন? কাজেই সেই বাধাটাকে ভাঙার দিকে আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত। আমি ভেবেছিলাম মুখ্যমন্ত্রী বলবেন সবই ঠিক কিন্তু আমাদের টাকা নেই।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

এটাও সত্য কথা।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

আমরা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রথম থেকে বলে আসছি, স্টেট ট্রেডিং করুন। আস্তে আস্তে সেদিকে যাচ্ছেন, টাকাও পাওয়া যাচ্ছে। চায়ের ব্যবসায় ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়ে স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন করে নিন। আপনারা কড়া আইন করুন যে স্টেট ট্রেডিং মারফত চায়ের রপ্তানি এবং চায়ের ভেতর যে বাণিজ্য সেটা করতে হবে, তাহলে অনেকখানি কন্ট্রোল করতে পারবেন কিন্তু সেদিকে যাচ্ছেন না। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে হ্যাঁ, অনেক জায়গায় সেখানে লুপহোল আছে সেগুলি প্লাগ করা যেতে পারে, প্রফিট অল্প অল্প করা যেতে পারে। আপনারা করবেন কি করে? যাতে মাপতাপ না করতে পারেন তারজন্য অনেক কিছু কারসাজি হচ্ছে, প্রফিট বিলাতে গিয়ে জমা হচ্ছে—অল্প অল্প করবেন কি ক'রে? আর একটা কথা আমি আপনাদের বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। আজকাল অনেক ইস্টার্ন-ইউরোপীয়ান কান্ট্রিজ তারা ভারতবর্ষের চা কিনছেন। তারা চা কেনার সময় শর্ত দেন সেখানে স্টেট ট্রেডিং বা একেবারে বিশুদ্ধ ভারতীয় চা বাগানের কাছ থেকে চা কিনবে সে ট্রেডিং কনসার্নই

হোক আর যাই হোক। এক্সপোর্টাররা করেন কি—তাঁরা বেনামদার খাড়া করে দেন, দুই-একজন ভারতীয়কে টাকা দিয়ে খাড়া করে দিলেন যে তুমি বেনামদার হয়ে যাও এবং তার নামে টাকা পাঠিয়ে দেবেন। এই যে বিভিন্ন রকম লুপহোল এগুলি বন্ধ করতে গেলে যে পরিমাণ কন্ট্রোল করতে হবে তাতে স্টেট ট্রেডিংএ যেয়ে পৌঁছাবে না। বাগিচা তদন্ত কমিশন বলেছেন যে ৫০ পার্সেন্ট ইন্টারন্যাল ডিস্ট্রিবিউশন টা বোর্ডের হাতে নিতে হবে, অকসান টা বোর্ডের হাতে নিতে হবে এবং অকসান কোলকাতায় করতে হবে। অন্য একজন সদস্য শিবস্বামী তিনি ডিসেন্টিং মিনিট দিয়েছেন। তিনি দেখিয়ে গেছেন যে এটা করলে চলবে না—বিদেশী চক্র যেভাবে জিনিসটাকে চালাচ্ছে সেই সত্যটাকে স্বীকার করে তার ব্যবস্থা করতে হবে। আমি বিদেশীদের অধীনে চায়ের উৎপাদনের যে অংশটুকু রয়েছে সেটাকে জাতীয়করণের কথা মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছিলাম। অন্য সময় জাতীয়তাকরণের কথা বললে উনি বলেন টাকা নেই। এখানে পরিষ্কার হিসাব দেখিয়ে গেছেন যে চায়ের রিপ্ল্যান্টিংএর জন্য যে পরিমাণ টাকার দরকার হবে তা ওদের কাছ থেকে আদায় করতে হবে, রিপ্ল্যান্টিংএর আগে ওরা যাতে টাকা বিদেশে না পাঠায় তারজন্য রেসট্রিকশন করতে হবে। সেটা করতে গেলে পুরোপুরি সোজাসুজি করতে হবে—তাহলে কার্যতঃ জাতীয়করণের কথা এসে যাচ্ছে, আপনারা কিনে নেবেন। কিনে নেবেন মানে কি এখানে পরিষ্কার রয়েছে আপনাদের টাকা দিতে হবে না, টাকা ওদের দিতে হবে, রিপ্ল্যান্টিংএর জন্য ১০৩ কোটি টাকা তাদের কাছ থেকে আদায় করতে হবে এবং সেটা নিয়ে বলবেন এবার তোমরা যেতে পার, তারা বিক্রি করে দিয়ে যাবে। কথা হচ্ছে যে জিনিসটাকে বুঝে হাতে নিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে ওরা ঠিকমত বিহেভ করছে না, তাদের উপর কন্ট্রোল করবেন, কিন্তু কন্ট্রোল করবেন কি করে? এই বিদেশী চক্রটাকে ভাংগতে না পারলে তার ভেতর যে ফাঁক রয়েছে সেই ফাঁক আপনারা দূর করতে পারবেন না এবং এখানে খোঁচা দিয়েও কিছু করতে পারবেন না। কাজেই বলছিলাম যে যদি স্টেট ট্রেডিংএর ভার তারা নেন তাহলে এই জিনিসটা তারা কন্ট্রোল করতে পারেন। বাগিচা তদন্ত কমিশন স্টেট ট্রেডিংএর কথা বলেন নি সত্য কথা, তাদের টার্মস অব রেফারেন্স যা দেওয়া হয়েছিল তাতে তারা এর বেশি বলতে পারেন না এবং যতটুকু বলেছেন তা অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে বলেছেন। তাদের টার্মস অব রেফারেন্স ঐ জিনিস ছিল না। একমাত্র শিবস্বামী তিনি পরিষ্কার সত্য কথা বলে গেছেন। জুট এনকোয়ারি কমিশনের কথা মুখ্যমন্ত্রী বললেন। জুট এনকোয়ারি কমিশনে এ জিনিস ছিল না—জুট এনকোয়ারি কমিশনের টার্মস অব রেফারেন্স ওদিকে ছিল না। চাশিল্পে যেভাবে তদন্ত হয়েছিল সেইভাবে যদি জুটেও তদন্ত হয় তাহলে আমি বলতে পারি অনেক ঘটনা বেরিয়ে আসবে। চাশিল্প ব্যবসার ব্যাপারে এরকম তদন্তের দাবী উঠানো হয়েছিল এইজন্য যে আমরা বলেছিলাম চাশিল্পে তদন্ত হোলে দেখা যাবে যে উৎপাদন থেকে আরম্ভ করে রপ্তানি পর্যন্ত সমস্ত জিনিসটা এমনভাবে চালানো হচ্ছে, যা আমাদের দেশের স্বার্থের পক্ষে খুব সর্বনাশজনক। সেইভাবে একটা টার্মস অব রেফারেন্স দিয়ে জুট সম্বন্ধে কমিশন বসান তো। সেই একই লোক, একই ম্যানেজিং এজেন্সি হাউসগুলি যারা চায়ের বাগানগুলি একচেটিয়া করে রেখেছে তাদেরই চেহারা দেখতে পাওয়া যাবে জুটের ক্ষেত্রেও। চাশিল্প, পাট শিল্প এখানে গড়ে উঠেছিল ঔপনিবেশিক পরিবেশে। সস্তায় শ্রমিক পাওয়া যায়, শ্রমিকদের সম্বন্ধে কোন আইনকানুন নেই —নিজেদের হাতে রাজত্ব, যা খুসী তাই করে যাচ্ছেন। আজকে সেই ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি কেটে যাচ্ছে বলে তারা এইরকম জিনিস করছেন। চায়ের ব্যাপারে আমরা জানি যে চাশিল্প চায়নায় চাশিল্পে যখন অসুবিধা হয়ে গেল তখন চায়নার শিল্পকে ধ্বংস করে দিয়ে তারা ভারতবর্ষে এলো।

তারপর টেস্টিংএর ব্যাপার গভর্নমেন্ট কতখানি নেবেন, পুরোপুরি নেবেন কি নেবেন না সেটা তাদের ভাল করে ভেবে দেখতে হবে। ভারত সরকারের আর্থিক সাহায্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাহায্য কতখানি নেবেন এগুলি সব ডিটেলের প্রশ্ন। প্রথমে নীতিটা গ্রহণ করলে পরে এগুলি চিন্তা করা যেতে পারে। বিদেশী চক্রের কাছে ওয়েয়ার হাউস চালানো ও এক্সপোর্টের ব্যাপারে ফাইন্যান্সের জন্য এমনভাবে বাঁধা থাকতে হয় যে, দেশের স্বার্থ না দেখে বিদেশী মালিকদের স্বার্থই বেশি দেখা হয় এবং প্রায়ই শ্রমিকদের উপর বোঝা চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। কাজেই ভারত সরকার যদি এই ব্যাপারে অগ্রসর হন তাহলে কিভাবে

এই জিনিসগুলি হতে পারে সেটা আলোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু আগে নীতিটা ঠিক করা দরকার। আমি দেখে দুঃখিত হলাম যে প্ল্যান্টেশন এনকোয়ারি কমিটির সুপারিশের কথা বলে মুখ্যমন্ত্রী এড়িয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা স্টেট ট্রেডিংএর কথাই বলেন নি, তাঁরা বলেছেন যে নিম্নতম দাবিগুলি না মেনে নিলে এই শিল্পকে বাঁচান যেতে পারে না। কাজেই মুখ্যমন্ত্রীকে আমি এটা বলব, আপনারা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করুন বা না করুন, কিন্তু পরিষ্কারভাবে নীতিটা ঘোষণা করুন এবং আসল জিনিসকে এভাবে এড়িয়ে যাবেন না। চাশিল্প সম্বন্ধে আমি জানি, এই শিল্পের কিছু কিছু তথ্য অধ্যয়ন করার সুযোগ আমার হয়েছে। আজকে পরিস্থিতি এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে, আপনারা যদি এগুলি না নিয়ে নেন তাহলে কয়েক বছরের মধ্যেই বিপর্যয়ের মধ্যে গিয়ে পড়বেন। তখন হাহুতাশ করে কোন লাভ নাই। তাই আজকে পরিষ্কারভাবে আমাদের নীতিটা ঘোষণা করে কার্যকরী ব্যবস্থাবলম্বনের জন্য অগ্রসর হতে হবে।

[4-20—4-45 p.m.]

The motion of Sj. Satyendra Narayan Mazumdar that this Assembly is of opinion that the State Government should urge the Union Government to take over with immediate effect the foreign trade in jute goods and tea as the foreign exchange earnings of the country will thereby be considerably augmented and will go a long way towards filling the gap in resources for implementing the plan, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—121.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Doloi, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Golam Soleman, Janab
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar

Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad

AYES—72.

Abdulla Farooque, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majl, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
[illegible], Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad Sj. Rama Shankar
Rai, Sj. Deo Prakash
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Ray Choudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 72 and the Noes 121, the motion was lost.

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes.]

[*After adjournment.*]

The Second Five-Year Plan

[4-45—4-55 p.m.]

Mr. Speaker: The Second Five-Year Plan is the subject-matter of discussion now. Mr. Jyoti Basu may speak.

Sj. Jyoti Basu:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমরা বহু পূর্বে এই সেসন আরম্ভ হবার আগে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে একটা আলোচনা চেয়েছিলাম। আলোচনা এইজন্য চেয়েছিলাম

যে সংবাদপত্রে আমরা দেখছিলাম এবং বহু খবর আমাদের কাছে ছিল যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটা সঙ্কট দেখা দিয়েছে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে। স্বভাবতঃ আমরা ভেবেছিলাম পশ্চিম বাংলায় নিশ্চয়ই তাহলে এর একটা প্রতি ফলন আমরা দেখতে পাব এবং এখানকার যেটুকু পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আছে তারও নিশ্চয়ই কিছু কাটতে হবে বা কমাতে হবে, বা কিছু অদল-বদল হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের সরকারের তরফ থেকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে এবং এই আলোচনার সুবিধার জন্য বোধ করি—যে বইটা দেওয়া হয়েছে সেটা আমি পড়ে দেখলাম তাতে পড়বার কিছু নাই। পুরান ব্যাপার যা যা ছিল লাল বই ও নীল বইয়ে বাজেটের সময়, সেই সমস্ত জিনিস আর একটা বইতে টুকে দেওয়া হয়েছে। আমরা যেভাবে জানতে চেয়েছিলাম সেটা অন্য জিনিস। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসরে আজ কতটা কাজ হয়েছে, কতটা কাজ হয় নাই, কত টাকা খরচ হয়েছে, কোথায় টাকা খরচ করা যায় নাই, কেন যায় নাই, একটা বিশেষ কোন পরিকল্পনার কোন বিপদ আছে কিনা এবং ভবিষ্যতে তাহলে কি করা হবে ইত্যাদি, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যে ঘটনা ঘটছে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যাপারেই হোক, বা অন্য কোন ব্যাপারেই হোক, বেকার সমস্যার ব্যাপারে হোক এগুলি পশ্চিম বাংলায় কি হবে এবং আমাদের সরকার এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন কিনা, ভেবেছেন কিনা—এগুলি জানতে চেয়েছিলাম। যদি তাঁরা ভেবে থাকেন তার প্রতিকার কি ভেবেছেন? দুর্ভাগ্যবশতঃ সেসব কিছুই এখানে পেলাম না। আমি যেগুলি বলবো, তা আমার নিজস্ব ধারণা যা, তা থেকেই বলবো। বই থেকে বিশেষ কিছু আলোচনার মধ্যে যেতে পারবো না।

এটা আপনারা বুঝতে পারেন এইসব রিপোর্ট সংবাদপত্রে দেখে আমরা বিচলিত না হয়ে পারি না। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যদিও কংগ্রেস সরকারের পরিকল্পনা, তবুও আমরা চাই না এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাক। আমাদের দেশ এত পিছিয়ে পড়া দেশ, এখানে দু-চারটি কারখানা হোক, কুটিরশিল্প পুনর্জীবিত হোক, কোন জায়গায় দুটো রেল লাইন হোক। স্বভাবতঃ আমরা এসব সমর্থন করবো। আমরা চাইব সেগুলো হোক। দেশের অগ্রগতির জন্য এসব প্রয়োজন। এমন যদি শিল্প গড়ে ওঠে আমাদের দেশের যা সাম্রাজ্যবাদী দেশের উপর নির্ভরশীল মেশিনারীর জন্য, অন্যান্য জিনিসের জন্য, সেসবও আমরা চাই। সেজন্য হঠাৎ আমরা দেখছি ভারত সরকার একথা বললেন যে আমাদের একটা ক্রাইসিস উপস্থিত হয়েছে এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য বলছেন বারে বারে ওখানে যা হয় হবে, তাতে আমাদের কিছু এসে যাবে না। আমাদের এখানে যা খরচ করতে যাচ্ছি, আমরা তা খরচ করবো, আমাদের যা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, তাই থাকবে। আমাদের যেটা করবার, তাই করব। কিন্তু এটা আমার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না, এবং কমন সেন্স থেকে বুঝতে পারছি না, কি করে, কোথা থেকে উনি টাকা পাবেন। উনি কি করবেন কিছুই বুঝতে পারছি না। কিন্তু সংকটটা আমাদের কি এ সম্বন্ধে গভীরভাবে আমাদের চিন্তা করা আবশ্যক। এই সংকটের হাত থেকে কি করে পরিত্রাণ পাবেন তা আমি জানি না।

প্রথম দেখছি এ'দের বৈদেশিক মুদ্রার অবস্থা হচ্ছে—গত তিন বছরে অর্থাৎ ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত, ৭২৩ কোটি থেকে ২১০ কোটিতে গিয়ে নেমেছে। এবং যে রেটেএ এখনও খরচ করছেন এই বৈদেশিক মুদ্রা, তাতে এই জিনিস হবে খুব পরিষ্কারভাবে, আর কিছুদিন পরে, এ বছরের শেষে ঐ যে ২১০ কোটি বৈসেশিক মুদ্রা খরচ হতে বাকী আছে, তাও ফুরিয়ে যাবে। কারণ এমন আমরা দেখছি আমাদের দেশের জিনিস যা রপ্তানি হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি জিনিস বিদেশ থেকে আমাদের এখানে আমদানি হচ্ছে। সুতরাং এটা শুধু অর্থনৈতিক অবস্থার প্রশ্ন নয়, এর মানে হচ্ছে যে আমাদের বেশি বেশি নির্ভরশীল হতে হবে তাদের সঙ্গে, যাদের সঙ্গে আমাদের বেশি অর্থনৈতিক সম্বন্ধ আছে, বোধ করি খানিকটা রাজনৈতিক এবং তার সঙ্গে খানিকটা অর্থনৈতিকও বটে। যেমন আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন ইত্যাদি, তাদের উপরে, বেশি বেশি আমাদের নির্ভরশীল হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। এদের কাছে আমাদের টাকা চাইতে যেতেই হবে, এবং এর ফলে এ'রা আমাদের উপর নানা রকম চাপ সৃষ্টি করবেন এ'দের কবলে ভারতবর্ষকে আনবার জন্য। আমরা জানি বর্তমানে আমেরিকাতে যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে তার প্রভাব খুব ভালভাবে আমাদের দেশে এসে পড়ে নি। ঐ প্রভাবে

পড়ে ও'দের ৫০ লক্ষ মানুষ বেকার হয়ে গিয়েছে। এটা ও'দের হিসাব আমাদের হিসাব আরও বেশি। আমেরিকাতে যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে তার কিছুটা প্রভাব আমাদের এখনে লাগছে। আমাদের এখানে জুট ট্রেডের ব্যাপারে, চায়ের ব্যাপারে, এই দুটার দুরবস্থা হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এবং এটা হতে বাধ্য, এই কারণে যে আমরা কখনও দরকার বোধ করি নি যে আমাদের এই ট্রেডএর কেন ডাইভার্সিফিকেশন করা যায় কিনা। আমরা অন্য জায়গায় যেতে পারি কিনা? সুতরাং এ'দের উপর নির্ভরশীল হয়ে আমাদের থাকতেই হবে। আমাদের দেশের ভিতর ব্যবস্থা করতে পারবো কি করে? এই মাত্র প্রস্তাব আলোচনা যখন হচ্ছিল মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন আমাদের কিছু করবার উপায় নেই। উনি রেকমেন্ড করেন নি, আমি কিছু করতে পারবো না। কিন্তু আজকের যে প্রস্তাব এখানে এসেছে, সেটা বহুদিনের প্রস্তাব, টি জুট, ফরেন এক্সচেঞ্জ আর্নার্স সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু বলেছি, কিন্তু এ কথা শোনেন নি। বিশেষ করে এগুলি যদি সরকারের হাতে না থেকে প্রাইভেট বাবসায়ীদের হাতে থাকে তাহলে আরও অসুবিধার মধ্যে পড়বো। সেগুলি এতক্ষণ ধরে বোঝাবার চেষ্টা করা হল, তিনি বুঝলেন না। যাই হোক, সংকট আরও কোথায় দেখছি? বলা হল প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এমন ব্যবস্থা করবো, যে বিদেশ থেকে আমাদের আর খাদ্য আমদানি করতে হবে না, খাদ্যে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হবো। তারপর বলা হল ১২ লক্ষ টন প্রতি বছর খাদ্য আমদানি করবো। আর ৬০ লক্ষ টন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমস্ত ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বলেছেন। তারপর এখন বলছেন প্ল্যানিং কমিশন ১২ লক্ষ টনের জায়গায় ২০ থেকে ৩০ লক্ষ টন খাদ্য প্রতি বছর আমদানি করতে হবে। আরও বলেছেন ১৯৫৭-৫৮ সালে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের অর্থনৈতিক-ভাবে ১৩৩ কোটি টাকার মেসিনারী প্রাইভেট সেকটরে আনতে দেওয়া হয়েছে; যা না আনলেও চলতো। তারপর মেশিনারী মডার্নাইজেশন, ন্যাশনালাইজেশন এমন জায়গায় করতে গিয়েছিলেন, যা না করলেও চলত। ফলে কি হয়েছে? এইগুলি সরকার পলিসি করে, এখন হঠাৎ আমাদের সরকার বললেন, তাঁরা ডিসকভার করলেন, আবিষ্কার করলেন আমাদের ভয়ংকর অবস্থা ফরেন এক্সচেঞ্জ কমে যাচ্ছে, টাইটেন ইউর বেল্টস, লোক ছাঁটাই হবে কিছু করবার উপায় নেই, এই সমস্ত কথাশুনতে হচ্ছে। লোক ছাঁটাই আরম্ভ হয়েছে দেশকে নষ্ট করে।

[4-55—5-5 p.m.]

কারণ দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ তারা খানিকটা করতে পারেন নি, ১২ লাখের জায়গায় যদি ২০ লক্ষ ৩০ লক্ষ খাদ্য—অবশ্য আমরা মনে করি আরও বেশি খাদ্য আনতে হবে আধ পেটাও যদি লোককে খাওয়াতে হয়—কারণ যে জিনিস করবার কথা ছিল ওদের সে জিনিস ওরা করেন নি। অর্থাৎ আমাদের দেশের কৃষির ব্যবস্থা, খাদ্যের উন্নতির ব্যবস্থা এইসব জিনিসগুলি ও'রা করতে পারেন নি, যা ও'দের টার্গেট ছিল সেখানে ও'রা পৌঁছাতে পারেন নি এই সমস্ত বিষয় আমরা দেখি। এবং আর কি ওরা করেছেন, আরও সংকট হয়েছে যে লোকের উপর তাঁরা বোঝা চাপিয়েছেন দুভাবে, এক হচ্ছে ট্যাক্সের দ্বারা, পরোক্ষভাবে তারা ট্যাক্স বসিয়েছেন লোকের উপর, জিনিসের দাম বাড়িয়েছেন, ইনফ্লেশন করেছেন, মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে, নোট ছাপিয়ে গিয়েছেন কত মাল উৎপাদন হচ্ছে না হচ্ছে এইগুলির দিকে না তাকিয়ে, যার ফলে আমরা দেখছি এখন নিজেরাই বলবেন যে পরিকল্পনার খরচা যা ও'রা হিসাব করেছিলেন তার উপর ৯৫০ কোটি টাকা আরও বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার আমাদের মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিম বাংলার, এই ৯৫০ কোটি টাকার মধ্যে তিনি কি পড়েন না, খরচা যে বেড়ে গেল পরিকল্পনার আমাদের এখানে কি তার কোন এফেক্ট হবে না? আমরা যে টাকা খরচা করছি দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তার উপর কি কোন এফেক্ট হবে না, না এ কিভাবে আমরা যে খরচা করছিলাম, যতটা আমরা পাবো ভেবেছিলাম তাই পাবো একি কখনো হতে পারে? সেখানে সমস্ত ভারতবর্ষে ৯৫০ কোটি টাকা খরচা বেড়ে গেল এই জিনিসের দাম বাড়াতে। এবং এইমাত্র কথা হচ্ছিল যে এইসব কথা বললেই ওরা বলেন যে টাকা কোথায় পাওয়া যাবে উনি নাকি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন যে টাকা কি করে পাওয়া যায়, কি করে আমরা পরিকল্পনাকে স্বার্থক করতে পারি। কিন্তু এইসব কথা, কোথায় টাকা পাওয়া যায়, বরাবরই আমরা বলছি তার খুব পুনরাবৃত্তি করবার দরকার নেই, প্রথম পরিকল্পনা থেকে একথা ৮ বৎসর ধরে বুঝাবার চেষ্টা করছি কিন্তু ওরা বুঝেও বুঝবেন না এটা ওরা ঠিক করেছেন, কারণ বোঝা ওদের অসুবিধাও আছে, যেরকম ধরণের ওদের সরকার, যাদের ওরা সরকার সেই হিসাবে বোঝার একটু অসুবিধা আছে। যাই হোক একটি

কথা যে আমাদের দেশে যে ট্যাক্স ইভেসন হয়, বড়লোকের দল যে ট্যাক্স ফাঁকি দেয় দুইশত তিনশত কোটি টাকা প্রতি বৎসর এটা ধরবার ত চেষ্টা করতে পারতেন, এটা ধরলেও ত একটা টাকা সরকারের হাতে আসতো। সেই টাকা তাঁরা অন্য কাজে লাগাতে পারতেন শিল্প গড়বার জন্যে এবং অন্যান্য কাজে। কিন্তু তা করলেন না। এখনও কি এমন হয়েছে কেউ বলবেন, সরকার বলবেন, মুখ্যমন্ত্রী বলবেন যে বড় লোকদের উপর, কোটিপতিদের উপর, লক্ষপতিদের উপর আর ট্যাক্স করা যায় না, তাদের থেকে আর টাকা নেওয়া যায় না। আমাদের মনে হয় এখনও অনেক টাকা তাদের থেকে নেওয়া যায় নতুন ট্যাক্স করে। তরপর এইমাত্র যে আলোচনা হচ্ছিল কয়েকটি ট্রেড নিয়ে নেওয়া নিজের হাতে, সেখান থেকে সরকার সেই ট্রেড করে টাকা সংগ্রহ করতে পারবেন, তাঁরা তাদের নিজেদের রিসোর্সেস অনেক বাড়াতে পারবেন এটা ছাড়া ত কোন উপায় নেই। মানুষের উপর ট্যাক্স করে কি কোন প্ল্যানিং হয়, এটা কি কখনও হতে পারে? কোন দেশে কখনও হতে পারে না, কোন দেশে হয় নি। সেইভাবে এটাও কি ভাববার সময় আসে নি যে ফরেইন প্রফিট যেগুলি আমাদের দেশ থেকে চলে যাচ্ছে সেগুলির উপর সমস্তটা নিয়ে নিয়ে, হয়ত তা পারবেন না, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে, তাদের চটান মুশকিল কিন্তু যে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা দেশ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, বিদেশে চলে যাচ্ছে, তার খানিকটা রেস্ট্রিকশনও কি করা যায় না? তারা ত আপনাদেরই বন্ধু, ইরাজদের এই কথা কি বলতে পারেন না যে আমাদের ২৫টা বৎসর সময় দাও, কিছুদিন তেমরা কম করে রেমিট কর এবং সেই টাকাটা আমাদের ধার দাও। ভারতবর্ষের সরকার আমরা এই টাকা নিয়ে দেশের শিল্প আমরা গড়ে তুলি আমরা ২৫ বৎসর পর শোধ দেবার চেষ্টা করবো এই টাকা। এইভাবেও ত তাদের বলা যেতো। রেস্ট্রিক্ট কর কিছুটা। যত টাকা প্রতি বৎসর নিয়ে যাচ্ছিলে, কিছুদিন আমাদের রেহাই দাও একথাও ত আপনারা বলতে পারলেন না। কিন্তু এইরকমভাবে যদি লিকেজ থাকে, এইরকমভাবে যদি টাকা সংগ্রহ না করেন, যে টাকা আপনাদের প্রাপ্য তা যদি আদায় না করেন বড়লোকের কাছ থেকে, ৩০০ কোটি টাকা যদি ফাঁকি যায় তাহলে কোথা থেকে আপনারা প্ল্যান করছেন। স্বভাবতই আপনাদের আসতে হয় ঐ গরীবের উপর আবার নতুন করে কিভাবে ট্যাক্স বসান যায়, পরোক্ষ ট্যাক্স কি করে বাড়ান যায় এইসব ব্যাপারে এবং সেইখানে আমরা দেখছি যে আপনাদের কোন ন্যায় নীতি নেই যে জাতীয় আয় যা বাড়ছে, খানিকটাও বাড়ছে, জাতীয় আয় না বাড়ছে এইটাকে অন্ততঃ ছড়িয়ে দেওয়া এর মধ্যে কোন ন্যায় নীতি আছে? নেই। আপনাদের লক্ষ্য ছিল দুইটি পরিকল্পনারই যে যারা নাকি মুষ্টিমেয় ধনী লোক আছে আর যারা অগণিত মানুষ তলায় আছে এইটার মধ্যে যে ব্যবধান দুইটা আমরা কমিয়ে দেবো এই কথাই আপনারা বলেছিলেন। এমন পরিকল্পনা আমরা করবো যে মুষ্টিমেয় বড়লোক তারা আরও বড়লোক হবে না, যারা গরীব মানুষ তাদের সঙ্গে তাদের যে প্রভেদ এইটা আমরা আস্তে আস্তে কমিয়ে দেবো। অবশ্য আমরা দেখেছি যে প্রথম পরিকল্পনায় কমে নি, তৃতীয় বৎসর হয়েছে দ্বিতীয় পরিকল্পনার তাতে এটা কমে নি বরং বেড়েছে। ধনদৌলত যা কিছু আমাদের দেশের তা এক জায়গায় গিয়ে জমা হচ্ছে, মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবারের হাতে গিয়ে জমা হচ্ছে—আর অগণিত মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। আমি একটা কথা শুধু বলি। ১৯৫৩-৫৪ সালে হিসাবে বলি, জাতীয় আয় আমাদের যা হয়েছে সেখানে দেখেছি ন্যাশনাল ইনকাম ওয়েজেস এ্যান্ড স্যালারিজ লেখা আছে ২,৮৯০ কোটি টাকা। আর প্রফিটস রেন্টস এ্যান্ড ইন্টারেস্ট এতে ৩,০২০ কোটি টাকা এইভাবে আমাদের জাতীয় আয় ভাগ হচ্ছে। এটা মনে রাখবেন এই যে ৩,০২০ কোটি টাকা এর মধ্যে ১,৫৮৫ কোটি টাকা আসছে এগ্রিকালচারাল প্রপার্টি বড় বড় ধনী জমিদার জোতদার এইসব থেকে তার মধ্যে এই টাকাগুলি থাকছে। এবং আগেই আমি বলেছি ওয়েজেস এ্যান্ড সেলারিজ সেখানে ২,৮৯০ কোটি টাকা এভাবে জাতীয় আয় যেগুলি বাড়ত সেগুলি যদি জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে না দিতে পারেন তাদের মধ্যে যদি না যায় তাহলে মুষ্টিমেয় ধনী লোক অরও ধনী হতে থাকবে এবং যারা গরীব তারা আরও গরীব হতে থাকবে, ক্যাপিটালিষ্ট সীস্টেমে ধনতান্ত্রিক দেশে যে নিয়ম আছে সেই নিয়মেই আপনারা চলেছে সেই বিপথে দিনের পর দিন বছরের পর বছর নিয়ে যাচ্ছেন। সেজন্য এইসব কারণে একটি নতুন বই বেরিয়েছে দেখলাম, প্রফেসর পাল এ্যান্ড বার্ট আমেরিকান ইকনমিস্ট বলেছেন—দি পলিটিক্যাল ইকনমি অফ গ্রোথ করতে that fifteen per cent. of national income could be invested without any reduction in mass consumption.

ভারতবর্ষের কথা লিখেছেন শতকরা ১৫ ভাগ সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা না কমিয়ে তাকে বোঝা না চাপিয়ে তাদের যে আয় তা না কমিয়ে আবশ্যকীয় ১৫ ভাগ আপনারা ইনভেস্ট করতে পারেন, আর কর্জ না করেও নতুন প্রডাকশন ইত্যাদি হতে পারে—

> "what is required for this purpose is fullest attainable mobilation of the economic surplus that is currently generated by the country's economic resources. This is to be found in the more than twenty-five per cent. of Indian's national income which that poverty-ridden society places at the disposal of its unproductive strata".

এদের মতে এই টাকা কোথায় পাওয়া যাবে, এই টাকা পাওয়া যাবে আমাদের যে আনপ্রডাকটিভ স্ট্র্যাটা রয়েছে আমাদের সোসাইটিতে পংজিপতি, যারা ধনী.. যাদের টাকা কোন প্রডাকটিভ পারপাজ নিয়োগ করে না—তাদের হাতে ন্যাশনাল ইনকামের শতকরা ২৫ ভাগ—সেজন্য বলছি ১৫ ভাগ খরচ করা যেখানে আয় থেকে কঠিন ব্যাপার ছিল না—লোকের উপর বোঝা না চাপিয়ে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের সরকার সেদিকে যাবে না। এদের বিরুদ্ধে গেলে মুশকিল হবে। সেজন্য রেভেনিউ বাড়ানোর উপায় কি? পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা একেবারে ভুল পথে যাচ্ছে। ধরুন একটা হিসাবের কথা বলছি। গত ৩ বছরে প্রায় ৯০০ কোটি টাকা ট্যাক্স থেকে যোগাড় হয়েছে এবং এর মধ্যে ভারত সরকারের কথা বলছি শতকরা ৭০ ভাগ হচ্ছে প্রত্যক্ষ ট্যাক্স নয়, যেগুলি বসান আছে তার মধ্যে বড় লোক অনেক, কিছুটা মধ্যবিত্ত লোক থেকে, শতকরা ৭০ ভাগ ৯০০ কোটির মধ্যে, এভাবে পরিকল্পনা সার্থক করার জন্য আমরা দেখেছি চায়নাতে ১৯৫৬ সালে যে পরিকল্পনা করেছে—অবশ্য তাদের অন্য রকম সমাজ ব্যবস্থা তাতে দেখছি এখন হতে আরম্ভ হবে স্টেট এন্টারপ্রাইজ শতকরা ৫০ ভাগের কাছাকাছি সেখান থেকে তাদের রেভেনিউ আসছে।

[5-5—5-15 p.m.]

শিল্প এবং অন্যরকম ব্যবসা বাণিজ্য থেকে তাঁরা ট্যাক্স বসিয়ে শতকরা ৩৩ ভাগ বা তার কিছু উপরেই নিচ্ছেন। আর এগ্রিকালচার থেকে শতকরা দশ ভাগ নিচ্ছেন। দুই বৎসর আগে ১৯৫৫-৫৬ সালে ২৫ ভাগ ছিল এখন দশ ভাগে কমিয়ে এনেছেন। এর মানে কৃষক যারা তাদের ওপর বোঝা তাঁরা কমিয়েছেন—এই তাদের প্ল্যানিংএর উদ্দেশ্য—শিল্প বাণিজ্য, টেড, কমার্স, ইন্ডাস্ট্রি থেকে টাকা আদায় করবেন আর সেগুলি থেকে যে প্রফিট হবে তার বিনিয়োগ নতুন প্রডাকটিভ ব্যাপারে হবে। টাকা ধার দেবার জন্য কো-অপারেটিভ গড়ে তোলবার পরিকল্পনাও সেখানে রয়েছে। আমাদের প্ল্যানিং কমিশন বলছেন—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার এই হল আমাদের পরিকল্পনা—

structure of the economy will change only marginally over the plan period.

প্ল্যানিং কমিশন নিজেই বলেছেন আমাদের স্ট্রাকচার অফ দি ইকনমির বিশেষ কিছু পরিবর্তন হবে না। কৃষকরা যেটুকু দিত তাই দেবে, সেই রকম শিল্প থেকে যা আদায় হত প্রায় সেই রকমই হবে, অল্প কিছু পরিবর্তন হতে পারে। অথচ চীন দেশে দেখি জাতীয় আয় তারা শতকরা ১৮ ভাগ থেকে ২৬ ভাগ করেছে। এখানে ইন্ডাস্ট্রিতে হয়ত ৫২ ভাগ হবে। আর এগ্রিকালচার সেকশনে দুই ভাগ কমবে। যদি এর পরও আমরা বলে বেড়াই কৃষি প্রধান দেশ তাহলে কি বলতে পারব যে ২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা স্বার্থক হবে আর দেড় বৎসর পরে? জগতে আরও সব দেশ থাকতে কেন শুধু চায়নার কথা বলছি? সে কথায় পরে আসছি, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পকিল্পনা আমরা দেখেছি, যদি অগ্রগতি বলা হয়, অতি ধীরে ধীরে হচ্ছে। আমরা দেখেছি আমাদের নেশনাল ইনকাম বাড়বার রেট শতকরা ৩·৬, আজকাল হয়েছে—শতকরা ৯·৫, প্রতি বৎসর রেট অফ গ্রোথ অফ আওয়ার ন্যাশনাল এইভাবে চলেছে। তারা আমাদের পরে স্বাধীন হয়েছে এর মধ্যে পার ক্যাপিটা ইনকাম আমাদের ছাড়িয়ে গেছে। অথচ চায়না আমাদের চেয়ে পিছিয়ে ছিল, আমাদের চেয়ে তারা ব্যাকওয়ার্ড ছিল। তারা আমরা প্রায় একই সংগে স্বাধীন হয়েছি, সেই জন্য এই দুই সিস্টেমএ কম্পেয়ার করতে হয়। একই রকম সমস্যা আমাদের এখানে আছে। চায়নার থেকে আমরা বেশি জায়গায় চাষ করি চায়নার অনেক জায়গা এখনো চাষ হয় নাই। কিন্তু তারা প্রতি একর জমিতে যে চাষ করছে তা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি আমাদের চেয়ে তারা এগিয়ে গিয়েছে। যেমন এর মধ্যে হিসেব দেখেছি আমাদের এখানে ধানচাষ যেখানে হয় আমাদের এখানে প্রতি একরে ১,০৬৮ পাউন্ড সে জায়গায় চায়নায় ২,৬৭৫

পাউন্ড প্রতি একরে পেঁছেচে। সেচ ব্যবস্থার ব্যাপারে আমরা দেখি এই ৮ বৎসরে—৮ বৎসর বলছি যে ৬ বছর সাড়ে ছয় বছরে যে জমিতে জল সেচ করেছি সে হচ্ছে ১৪·৬ থেকে ১৪·৮ ঐ জায়গায় আমরা নতুন করে জল দিতে পেরেছি। ·২ ভাগ আমরা বাড়িয়েছি, কিন্তু চায়নায় ২০·৭ থেকে ২৩·৭, ৩ ভাগ বেশি বাড়ানো হয়েছে। ঠিক সেইভাবে দেখছি ভারতবর্ষে দুটি ফসল হয় এইরকম জমির পরিমাণ কত, পরিমাপ করে এক জায়গায় দেখি ১১ পয়েন্টের নীচে আর এক জায়গায় দখি ১১;। আর চায়না ৩৭·১—যেখানে দুটি করে ফসল হয়। এর ফলে কি হয়েছে? চায়নায় তারা বলছে—তাদের খুব বেকার সমস্যা ছিল, গ্রামে বেকার তারা দূর করেছে, কিন্তু শহরে এখনো কিছু কিছু বেকার আছে, সেগুলি দূর করতে আরও কিছু সময় লাগবে। কিন্তু একটা কথা, সেখানে দ্রুত গভর্নমেন্ট এগিয়ে চলেছে। দু বৎসর আগে, আমরা জানি তারা সম্পূর্ণরূপে দূর করতে পারে নি, বড় বড় শহরে বেকার দূর করতে পারে নি, কিন্তু গ্রামে তারা দূর করতে পেরেছে। আর আমাদের কি? প্রথম যখন আন্‌এমপ্লয়মেন্ট প্ল্যানিং হয় ড্রাফট প্ল্যান তখন তাঁরা ভাবলেন ১ কোটি ২০ লক্ষ লোককে চাকরি দেওয়া হবে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়, পরবর্তীকালে বললেন, না, অত লোককে দিতে পারব না, ৮০ লক্ষ লোককে দিতে পারব, মিনিস্টার নন্দ বলছেন—৮০ লক্ষকেও দেওয়া যাবে না, এখন যে সংকট দেখা দিয়েছে তাতে ৬০ লক্ষকে বর্তমানে দেওয়া যাবে। আগেই ত ৪০ লক্ষ বেরিয়ে গেছে এখন ২০ লক্ষ বেরিয়ে গেল! অবশ্য বেরিয়ে যাবার পর যা রৈল তাতেও আমাদের সন্দেহ আছে, সেটাও করা যাবে কিনা, মনে রাখবেন—নতুন চাকরি দেবার ব্যাপারে যাদের চাকরি চলে যাচ্ছে তাদের ধরা হয় নাই। সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশেই বেকার আছে, আমাদের থাকবে না? সে চীন দেশেই থাকবে না, সোভিয়েট দেশে প্রথম পরিকল্পনার পর বেকার সমস্যা দূর করেছে। তারা থামেনি, এগিয়েই যাচ্ছে। তারা এত অল্প সময়ে কি করে পেরেছে আমি শুধু এটুকু বলতে চাই। আমি একটা কম্পারিজন দেখাচ্ছি—দুটো দেশের প্ল্যানিংএ ক্যাপিটালিস্ট দেশ আমেরিকা আর সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে এইরকম একটা অগ্রগতির ব্যাপারে তারা হঠাৎ, একসিডেন্টাল উপায়ে এরকম একটা জিনিসের অভাবনীয় ক্রমে এগিয়ে গিয়েছে কিন্তু আমরা তা পারছি না তা নয়। এটা এই কারণে যে দুটো আলাদা আলাদা সমাজব্যবস্থা। তাদের হচ্ছে সমাজ বাদ আর আমেরিকা গ্রেট ব্রিটেনের যে সমাজ ব্যবস্থা আমাদেরও সেই ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। আমাদের এখানে তাই টাটা, বিড়লা, সিংহানীয়ার দল বহু প্রফিট করে করে বেড়ে উঠবে। সেই জন্যই আমরা দেখছি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যে আমরা কখনো পেঁছতে পারব না। কারণ যে পন্থা অনুসরণ করে এরা চলতে শুরু করেছেন তাতে ধনিককে আরও ধনী করা হবে এবং গরীবকে আরও গরীব করা হবে। কোটিপতির মুনাফা কিছু কমিয়ে গরীব মানুষের কাছে তার জীবনযাত্রার জন্য তার আয় যেটুকু বাড়াবার কথা সে স্তরে আমরা পেঁছতে পারছিনে। তাতে পেঁছাতে গেলে অন্য রকম সমাজ ব্যবস্থার কথা বলতে হয়। আমরা গত বছর এই পরিকল্পনাকে বাঁচাবার জন্য জনসাধারণের মান যাতে করে বাড়ে সে সম্বন্ধে যে কথা বলেছিলাম তা শোনা হয় নাই। এবার উনি এই কক্ষের মধ্যে বললেন—টাকা কোথায় পাব? পাওয়া যাবে না—একথা আগে শুনি নি, বড়লোক চোর যারা তাদের ধরতে পারেন না, টাকা পাবেন কি করে? বিড়লা, সিংহানীয়া প্রভৃতি কোটিপতি যারা তাদের কি ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় জানেন না? তাদের বাড়ি কি উনি যান না? কি করে তারা প্রচুর ট্যাক্স ফাঁকি দিয়েও নির্দোষ থেকে যাচ্ছে—তা কি উনি জানেন না? ট্যাক্স ফাঁকি দিয়েও লোক যেখানে নির্দোষ থাকে তাকে আপনারা বলেন আমাদের গণতন্ত্র। আপনারা তাদের কীর্তিকলাপ প্রকাশ হতে দিতে চান না, কিন্তু তবু কোন কোন কেস লিকেজ হয়। আজকে ফুড ক্রাইসিসের জন্য দু-চারটা ধরপাকড় যা করেছিলেন তা কেবল লোক দেখানোর জন্য। আসল কথা তাদের ধরবেন আপনারা কি করে? যদি ধরা হয় তাহলে আমাদের রাজ্য চলে যাবে। আমাদের পশ্চিম বাংলার কি অবস্থা হয়েছে সেটা যে অল্প সময় আমার আছে তার মধ্যে দেখাবার চেষ্টা করছি।

[5-15—5-25 p.m.]

আমরা প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কিছু করতে পারি নি—গ্রামে একটু করেছি—তবে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আমাদের আর ভাবনার কিছু নেই। দুই বৎসর আগে নির্বাচনের সময় শুনেছি যে এবার আমরা শহরের উন্নতি করব। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন যে কোলকাতায়

২৬টা সিটের মধ্যে আমরা ৮টা সিট পেয়েছি, কিন্তু গ্রামে আমাদের মেজরিটি। এর কারণ হিসাবে তিনি দিয়েছেন যে গ্রামের লোককে আমরা খাদ্য দিয়েছি, চাকরি দিয়েছি এর ক্রয় ক্ষমতা বাড়িয়েছি বলে তাঁরা আমাদের এসে ভোট দিয়ে গেছে। প্রফুল্ল সেন মহাশয় বলেছেন যে আগে গ্রামের লোক ডাল, ভাত নুন খেত আর এখন তারা কেক, বিস্কুট, খেতে আরম্ভ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় প্রায় বলেন যে আমরা শূন্য তহবিল নিয়ে শুরু করেছিলাম, মাইনাস নিয়ে শুরু করেছিলাম, খরচ করেছি ৭১ কোটি টাকা। কিন্তু কি হয়েছে তাতে? ৯ লক্ষ একর জমিতে সেচ ব্যবস্থা করার কথা ছিল কিন্তু মাত্র ২ লক্ষ ৩৩ হাজার একর জমিতে তা করতে পেরেছেন। ১৯৫৫ সালে দুর্গাপুর কমপ্লিট হয়েছে কিন্তু আমরা দেখছি যে এক লক্ষ একর জমিতে যেখানে জল দেওয়া যায় সেখানে এক ইঞ্চি জমিতেও জল দেওয়া হয় না। ঠিক সেইভাবে শিল্পের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। এই ব্যাপারে ও'রা কিছুই করেন নি। কারণ প্রাইভেট ক্যাপিটালিস্টস যা মর্ডানালাইজেশন করছেন তা ছাড়া বিশেষ কিছু হয় নি। এ'রা বলেছিলেন যে শ্রমিকদের জন্য ৭১৬টা বাড়ি করব, কিন্তু হয়েছে মাত্র ১০০টা। এর পর রুরাল হেলথ সেন্টারের বেলায় কি হয়েছে দেখুন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী না কি খুব বড় ডাক্তার তিনি যদি এই হেলথ সেন্টারগুলির দিকে নজর দিতেন তাহলেও কিছু হোত। কিন্তু উনি এত সমস্ত জায়গায় ইন্টারফিয়ার করেন যে কিছু আর করতে পারলেন না। যেখানে ৩৫০টা হবার কথা ছিল সেখানে ২৯৭টা মাত্র হয়েছে। যাই হোক আমার আর ফিগারে যাবার দরকার নেই কারণ এসব আগেই বলেছি। ও'রা বলছেন যে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ও'রা ১৫৭ কোটি টাকা খরচ করবেন, কিন্তু তাতে কি হবে? ১৯৫৫-৫৬ সালে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় একটা রিয়েলিস্টিক বক্তৃতা দিয়ে বলেছিলেন যে—

an investment of Rs. 1,400 crores will be necessary to create full employment conditions in West Bengal in course of the Second Five-Year Plan.

অর্থাৎ উনি ধরেই নিয়েছিলেন যে ১৬ লক্ষ লোক পশ্চিমবাংলায় বেকার আছে এবং তাদের জন্য যদি ১ হাজার ৪০০ কোটি টাকা খরচ করা যায় তাহলে উনি এমপ্লয়মেন্ট দিতে পারবেন। আমাদের পশ্চিম বাংলায় প্রথম পরিকল্পনায় যা হয়েছে তা দেখে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে এটার নাম হচ্ছে ডেভেলপিং ইকনমি'। এটার নাম যদি ডেভেলাপিং ইকনমি হয় তাহলে আমাদের আর বলার বিশেষ কিছু থাকে না। এইসমস্ত বড় বড় অর্থনীতির কথা শুনলে জনসাধারণ একটু ঘাবড়ে যায়। কিন্তু আমরা জানতে চাচ্ছি যে এই বৎসরের শেষে, অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তিন বৎসর পূর্ণ হলে এর শতকরা ৫৩ ভাগ টাকা খরচ হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ কতখানি এগুবে? অর্থাৎ জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে কিনা। বেকার সমস্যার কিছু সমাধান হবে, কিনা, কতগুলি কারখানা বন্ধ হবে, কতগুলি কমপ্লিট হবে ইত্যাদি সব আমরা জানতে চাই। ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসিং স্কীমে শ্রমিকদের জন্য ১৪ হাজার টেনামেন্টস করবার কথা ছিল কিন্তু করেছেন মাত্র ১ হাজার ৩২৮টা। তাহলে বাকিগুলি কি সব আড়াই বছরে হয়ে যাবে? ঠিক সেইভাবে কম বেতনের লোকদের বাড়ি করবার জন্য টাকা ধার দেবার কথা হল। এই ব্যাপারে ৪ হাজার ৭৫০টা বাড়ি করবার জন্য ২ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা দেবার কথা ছিল। কিন্তু এখন সেটা কমিয়ে দিয়ে তাঁরা বলছেন যে এটাকে চার হাজারে নেওয়া হোক। কেন যে ও'রা টার্গেট নেন তা আমরা বুঝতে পারি না। সেইভাবে লো ইনকাম গ্রুপদের জন্য চার হাজার বাড়ি করবার কথা ছিল তাও তাঁরা শেষ করতে পারবেন কিনা সন্দেহ। তারপর এক লক্ষ ৩২ হাজার পরিবার যাঁরা বস্তীতে আছে তাদের সম্বন্ধে অনেক কথাই হচ্ছে। এদের জন্য বাড়ি তৈরি করবার জন্য আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রের কাছে প্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকা চেয়েছিলেন, কিন্তু মাত্র ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা তাঁরা পেয়েছেন। অর্থাৎ এই ব্যাপারেও তাঁরা যেভাবে চলছেন তাতে কোলকাতার বস্তী ক্লিয়ার করতে ১৫০ বৎসর কমপক্ষে লাগবে। অর্থাৎ এ'রা এইভাবেই সমস্ত জিনিস করছেন। যাই হোক গ্রামের যে কি উন্নতি করছেন সে সম্বন্ধে একটু বলা যাক। কৃষির ব্যাপারে কথা ছিল যে তাঁরা ৯ লক্ষ ৩২ হাজার টন বেশি খাদ্য উৎপাদন করবেন, কিন্তু ১৯৫৬-৫৭ সালে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট প্ল্যানিং কমিশনের কাছে যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে তাঁরা বলেছেন যে ৮৪ হাজার টন বেশি করতে পেরেছেন এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে তাঁরা বলছেন যে ১ লক্ষ ২৭ হাজার টন বেশি করতে পেরেছেন। তাহলে দেখুন কোথায় ৯ আর কোথায় ১। এবং এইভাবেই তাঁরা পরিকল্পনাকে স্বার্থক করছেন। ১৯৪৭ সাল থেকে আমরা অনেক হিসাব শুনছি, কিন্তু একমাত্র ১৯৫৪ সালে কিছুটা সারপ্লাস

হয়েছিল। সেই যে সারপ্লাস হয়েছিল সেটা শুধু পরিকল্পনার জন্যই নয়, সেসময় সময়মত বৃষ্টি হয়েছিল বলে সেটা সম্ভব হয়েছিল। অর্থাৎ ৭ লক্ষ টন সেইসময় বাড়তি হয়েছিল। কিন্তু এবার আমরা দেখছি যে খাদ্যে সাড়ে সাত লক্ষ টন ডেফিসিট হচ্ছে। এইভাবেই খাদ্যে শর্টেজ গত বৎসর ৪ লক্ষ টন, ১৯৫৫ সালে ৫ লক্ষ ৪০ হাজার টন, ১৯৫৩ সালে ২ লক্ষ ৪২ হাজার টন, ১৯৫২ সালে ৫ লক্ষ ৮২ হাজার টন ছিল। ঠিক সেইভাবে সেচ ব্যবস্থার কথা যদি নেওয়া যায় তাহলে সেখানেও এক অদ্ভূত ব্যাপার। ডি ভি, সি সম্বন্ধে তিন-চারদিন ধরে অনেক আলোচনা চলছে বলে বিশেষ কিছু বলব না। সেখানেও প্রথম কথা হচ্ছে কি করে ট্যাক্স ধরা যাবে সেই ব্যবস্থাই করা হচ্ছে। আমার মনে হয় ওয়ার্লড ব্যাংক বোধহয় টাকা চাইছেন। কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট তো ওয়ার্লড ব্যাংককে বলতে পারতেন যে তোমরা আমাদের বন্ধু—যেমন কৃষ্ণমাচারী আমেরিকায় বলেছিলেন যে আমাদের যদি টাকা পয়সা না দাও তাহলে কমিউনিস্ট রাজত্ব করবে এবং তোমরা একজন বন্ধু হারাবে—আরও কিছুদিন না হয় অপেক্ষাই কর। এইসমস্ত বললে কৃষকরা বাঁচতে পারে। যাই হোক সেচ ব্যবস্থা যা হচ্ছে তাতে দেখছি যে এখন অনেক দেরী আছে। যেখানে ৯ লক্ষ একরে দেবার কথা ছিল সেখানে তারা এ পর্যন্ত মাত্র সাড়ে তিন লক্ষ একর জমিতে দিতে পেরেছেন।

[5-25—5-35 p.m.]

কিন্তু যাই হোক, কত করতে পারবেন জানি না, বলে কোন লাভ নাই। আপনারা যা বলেছিলেন তার কাছাকাছিও পৌঁছাতে পারেন নি জল দেবার জন্য। ঠিক সেইরকম ময়ূরাক্ষীতে ঠিক করেছিলেন আপনারা ৬ লক্ষ একর জমিতে জল দেবেন, কিন্তু এখন বলছেন ৬ লক্ষ একরের টার্গেট আর আমাদের নাই। এখন আপনারা ৪ লক্ষ একরে নেমে এসেছেন। এই তো গ্রামের উন্নতি, দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করবার ব্যবস্থা। যাই হোক, এভাবে আমরা দেখছি একটা চমৎকার হিসাব আমার কাছে আছে প্রতি একর জমিতে কি আপনারা ফলিয়েছেন আপনাদের সাইন্টিফিক কৃষিব্যবস্থার মাধ্যমে। ১৯৩৭-৩৮ সালে প্রতি একরে ১২;১৮ ফসল হত; ১৯৫৩-৫৪ সালে হয়েছে ১৩·৪৮, ১৯৫৪-৫৫ সালে হয়েছে ১০·৪০, ১৯৫৫-৫৬ সালে ১১·১১—অর্থাৎ ১৯৩৭-৩৮ সালে যা ছিল ফলন তাও আপনারা করতে পারেন নি। অথচ ১০ বৎসর রাজত্ব করছেন আপনারা, এই দশ বৎসরে চমৎকার ব্যবস্থা করেছেন কৃষির জন্য। কিন্তু এখানে তো আপনারা উন্নতি করতে পারতেন, এখানে তো কোন সমাজ ব্যবস্থার দরকার হত না—যেখানে এক ফসল হত সেখানে দোফসলা করতে পারতেন, কিন্তু কত জমিতে আপনারা তা করেছেন? কিছুই করতে পারেন নি। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ১ কোটি ১৯ লক্ষ একর জমিতে ফসল হয় তার মধ্যে ১৮ লক্ষ একর জমিতে দুই ফসল হয় এবং ১ কোটি একর জমিতে খালি এক ফসল হয় তার বেশি হয় না। এখানেও আপনারা কিছু করতে পারেন নি, কই, এদিকে তো নজর গেল না আপনাদের। অথচ বারে বারে বলছেন লোক বাড়ছে, ইস্ট বেঙ্গল থেকে লোক আসছে। কিন্তু এই জমিগুলি যদি দোফসলী করতে পারতেন যে মানুষ এখন আছে তাদের খাওয়াতে পারতেন, বাকি যা জন্ম নিচ্ছে এবং ইস্ট বেঙ্গল থেকে যারা আসছে তাদেরও খাওয়াতে পারতেন। ঠিক সেইভাবে আমরা দেখছি আপনারা সারের ব্যবস্থাও করতে পারেন নি। এমোনিয়া সালফেট ৪০ হাজার টন প্রয়োজন পশ্চিম বাংলায়, কিন্তু ১৯৫৮-৫৯ সালে ১৮ হাজার টনের বেশি আপনারা দিতে পারেন নি। তারপর, ভূমি সংস্কারের ব্যবস্থার কথা বলছি। বিমলবাবু অনেক বইটই পড়েন, তিনি অনেক কিছু করতে চান বলে আমরা শুনেছিলাম। কিন্তু তিনি কি পারবেন? কারণ, মূল লক্ষ্যেই তো গোলমাল হয়ে গিয়েছে। আপনারা বড় বড় কথা বলেন, কিন্তু এভাবে তো ভূমিসংস্কার সত্যি হবে না, এভাবে চাষীকে জমি দেওয়া যাবে না। শুধুমাত্র জমিদারী ক্রয় করে নিলেই হবে না। নানা রকম কো-অপারেটিভের ব্যবস্থা করে অল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। এভাবে ইরিগেশন ট্যাক্স, সাড়ে বার টাকা পনের টাকা ট্যাক্স বসালে তো হবে না। মেন্টিন্যান্স খরচ ধরে ৩-৪-৫-৬ টাকা এইরকম ট্যাক্স ধার্য করতে হবে। কিন্তু এসব আপনারা করলেন না। আবার আপনারা বড় কথা বলেন—আমিরিকার অমুক ব্যবস্থা তমুক ব্যবস্থার কথা বলেন। আমাদের দেশ তাঁদের দেশ থেকে অনেক বিষয়ে পৃথক, অন্যরকম তাঁদের সমাজ ব্যবস্থা। আমেরিকা একটা বড় দেশ, তাঁদের থেকে নিশ্চয়ই আমাদের নেবার অনেক কিছুই আছে। কিন্তু এখানে

প্রয়োগ করার পূর্বে অনেক জিনিস বিবেচনা করতে হবে। প্ল্যানিং কমিশন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কমিউনিটি প্রজেক্ট সম্বন্ধে বলেছেন—

> "Community Project is a method and rural extension the agency through which the Five-Year Plan seeks to initiate a process of transformation of the social and economic life of the villagers."

তারপর, মামুদবাজারে কি হয়েছে এরকম আরও অনেক আছে—একথা আমার নয়—আমি কমিউনিস্ট, আমি আপনাদের বিরুদ্ধে প্রচার করছি বলতে পারেন। কিন্তু আপনাদেরই ফোর্থ ইভ্যালুয়েশন রিপোর্টে বলা হয়েছে—

> "The major portion among the under-privileged groups is constituted by the agricultural labourers and no improvement is noticed in their economic or social conditions. There has been no activity in the C D.P. movement for the specific benefit of the people. On the contrary the gradual rise in the prices of essential commodities has aggravated their economic condition and they feel also that some rich people who get project contracts and the big cultivators have become richer as a result of making profits in contracts and the increase in the yield of agricultural produce due to the availability of irrigation water from the Mayurakshi Project and a rise in agricultural prices."

তাহলে কি হল? আমরা এসব চোখে দেখে বলেছিলাম, এখন তাঁরাই বলছেন। সি ডি পি এবং এন ই এস ব্লক করে দেশের মধ্যে একটা রিভলিউসন নিয়ে আসবেন মুখ্যমন্ত্রী এমন কথা পর্যন্ত বলেছেন। দশ বছর তো আপনারা রাজত্ব করছেন—দেশে কি রিভলিউশন এসেছে? শিল্পের ক্ষেত্রেও আমার বেশি কিছু বলার প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিশেষ কোন শিল্পের কথা ছিল না—আমি এখানে দুর্গাপুর বাদ দিয়ে বলছি—দুর্গাপুর লং-টার্ম প্রজেক্ট। তিনটে স্পিনিং মিল করবার কথা ছিল। এখন দুটো বাদ গিয়েছে, যেটা হবে তার মেসিনারী কবে আসবে কেউ জানে না। তারপর, কল্যাণীতে গুড়ের ইন্ডাস্ট্রি করছেন, গুড়কেও আবার ইন্ডাস্ট্রি বলা হয়। এসব আপনারা করছেন, কিন্তু এই করে তো বাংলাদেশের সমস্যার সমাধান হবে না। তারপর, আমি হিসাব করে দেখেছি যে, সম্প্রতি এই কয়েক মাসের মধ্যে ১৫ হাজার লোক ছাঁটাই হয়ে গিয়েছে এই ডালহাউসি স্কোয়ার এলেকার হঠাৎ ইম্পোর্ট রেস্ট্রিকশন ঘোষণা করার ফলে, এবং এই বছরের শেষে আরও দশ হাজার লোক ছাঁটাই হবেন। এঁরা সবাই মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক। তারপর, আমাদের এখানে ৫ লক্ষ টি বি পেসেন্ট আছে, কিন্তু বেড আছে মাত্র দুই হাজার ৭৭১টি। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৬০০টি বেড করবার ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার, লোক তো তাঁর কাছে এটুকু আশা করতে পারে যে, তিনি তাঁর ডাক্তারী বিদ্যা এই ব্যাপারে কাজে লাগাবেন যাতে করে টি বি রোগীর চিকিৎসার জন্য আরও কিছু বেড বাড়তে পারে এবং এই রোগটা ছড়াতে না পারে। পরিকল্পনায় কি দেশের মধ্যে টি বি রোগ বেড়ে যায়, পরিকল্পনায় কি বেকারী বাড়ে, পরিকল্পনায় কি লোকের ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়? আপনাদের ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় আজকে দেশে এই হচ্ছে। সেজনাই আমরা দেখছি গত বৎসরের চেয়েও চালের দাম এই বৎসর ৬-৭-৮ টাকা বেশি এবং ক্রমশঃ বেড়েই যাচ্ছে। আমি একটা হিসাবে দেখলাম, এই কলকাতার শতকরা ৩৬ ভাগ লোক ৩০ টাকার কম রোজগার করে এবং গ্রামে যারা বাস করে তাদের মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ লোক ১৬ টাকার বেশি খরচ করতে পারে না প্রতি মাসে। এই তো গ্রামের উন্নতি করেছেন আপনারা। তারপর পশ্চিমবাংলায় বেকারীর হিসাব দেবার দরকার নাই, দ্রুতগতিতে বেকারী বেড়ে যাচ্ছে। আপনারা বলেন—আমরা কি করব, যদি কিছু না করতে পারেন তাহলে অন্ততঃ গদিটাতো ছাড়তে পারেন।

[5-35—5-45 p.m.]

গদী ধরে থাকতে হবে—ভগবান বলে দিয়েছেন আমাদের গদীতে থাকতেই হবে। একথা বললে তো হবে না। কেন সরকার বলতে পারবেন না—আমরা গদীতে থাকবো মানুষের উপকার করবার জন্য নয়? একথা বলার অধিকার তাদের নাই। সেজন্য আমি বলছি যে আপনারা এইসব

ব্যবস্থার মধ্যে যদি আপনাদের মনোভাবের পরিবর্তন না করেন, নতুন করে ভাবতে না শেখেন কোথায় নতুন করে টাকা পাওয়া যাবে, পুরান বন্ধুদের কাছ থেকে টাকা পাওয়া যাবে কিনা, একথা যদি না বলেন স্টেট ট্রেডিং অনেস্টলি করবো ; ডাঃ ঘোষ বলছেন টি জুটের কথা বলছিলেন আমরা সবাই মানি করা উচিত ছিল, সরকারের নিয়ে নেওয়া উচিত। কিন্তু এদের হাতে দিতে আপনারা রাজী আছেন? আমি তখন উত্তর দিতে পারি নি। অন প্রিন্সিপল বলি তো। ন্যাশনালাইজেশনে এমন ব্যবস্থা করছেন যে চুরি ডাকাতি করে একেবারে সব শেষ করে দিচ্ছেন, আত্মীয়স্বজন পোষণ করছেন তার মারফত। তার ফিরিস্তি আমার কাছে আছে: মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো থেকে প্রতাপ মিত্র যত লোক আছে সেইভাবে তারা ব্যবসা করছেন, যে ব্যবসা করতে গেছেন, সেখানে ক্ষতি করেছেন। মানুষকে কেন ন্যাশনালাইজেশনের কথা বলেন? যখন গদীতে আসবেন তখন দেখবেন। আমি অন্ততঃ বলি গদীতে যাবার আশা রাখি বলেই বলছি আগে থাকতে হয়ে যাক। চুরিচামারি যা করছে করুক, পরে এসে দেখা যাবে। সেইজন্য এই কথা বলি।

আজ আমরা জনসাধারণের যেকোন পরিকল্পনাকে বিচার করবো জনসাধারণের জীবনের মান উন্নয়নের দিকে তাকিয়ে। সেদিকে আপনারা ব্যর্থ হয়েছেন। এ বিচার করে এখন লাভ নাই। আমরা যদি না থাকতাম, তাহলে অবস্থা আরও খারাপ হতো। এই রামরাজত্বের কথা বলে আর লাভ নাই। কথা হচ্ছে আপনাদের নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছেন না। গরীবকে আরও গরীব করছেন, বড়লোককে আরও বড়লোক করছেন। যেকোন লোক জানেন, তিনি রাজনীতি করুন আর নাই করুন, যে খাদ্য থেকে আরম্ভ করে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের কোনটার দামই তাঁরা কমান নাই। মাছ পর্যন্ত বাঙ্গালীকে আপনারা খাওয়াতে পারছেন না। মোটা ভাত, নুন আজকে সাধারণ মানুষকে খেতে দিতে পারছেন না। মানুষকে কোন নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিস দিতে পারছেন না। এরচেয়ে বেশি তো তারা চায় না। ৮-১০ বছরে যদি এগুলো করতে পারতেন তাহলে অগ্রগতি বুঝতে পারতাম। চায়নার মত দ্রুতগতিতে হবে না—তা ঠিক। কিন্তু তা তো করতে পারলেন না। পার্চেজিং পাওয়ার লোকের কমিয়ে দিয়েছেন এই পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে। সেইজন্য বলবো লাভ এতে বিশেষ কিছু হল না। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় কিছুই আমাদের বলেন নাই, সব লুকিয়ে রাখতে চেয়েছেন। এই কথার জবাব চাই জনসাধারণের দিকে তাকিয়ে। শুধু এত কোটি টাকা খরচ করবো এ কথা বললে কেউ সন্তুষ্ট হবে না। এই টাকায় কি হয়েছে—তা তার কাছ থেকে জানতে চাই। কোন পথে তিনি আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন, তার কাছ থেকে সেটা জানতে চাই? আমরা বুঝেছি—কিন্তু তাঁরা কি বলেন—তার কৈফিয়ত আমি তাঁর কাছে আর একবার চাই।

Sj. Sisir Kumar Das:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি যে কথাগুলো বলবো, সে কথাগুলো খুব প্রীতিকর বোধহয় হবে না। সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের ভারত সরকার যখন এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন, তখন তাদের উৎসাহ, ইনস্পিরেশন দিয়েছিল, রাশিয়ার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। রাশিয়ার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রাশিয়ার যেরূপ যেটা এগ্রিকালচারাল রাশিয়ার ইন্ডাস্ট্রিয়াল রাশিয়ার রূপ তা ৩০ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে হয়ে গেল এবং যেটা পৃথিবীর মধ্যে একটা সর্বাপেক্ষা অত্যন্ত ব্যাকওয়ার্ড দেশ ছিল, সেটা পৃথিবীর প্রথম স্থান অধিকার করেছে। আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম প্লান করলেই হয়ে যাবে। রাশিয়ার প্লানের গোড়ার কথা সব সময় ভুলে গিয়েছি। সেটা হচ্ছে রাশিয়ায় হয়েছিল কি? ক্লোজড ইকনমি। এই ক্লোজড ইকনমি কি? এক্সপোর্ট ও ইমপোর্ট দুইই বন্ধ করে দিয়েছিল। রাশিয়ার শত্রু এখন জগৎ জোর। বাইরে থেকে কোন জিনিস তাঁরা আনতেন না, বা বাইরে কোন জিনিস তাঁরা পাঠাতেন না এক্সপোর্ট, ইমপোর্ট বন্ধ ছিল। এমনভাবে তারা ইন্টারন্যাল ইকনমি ডেভেলপ করলেন, যাতে করে ২০ বছর ৩০ বছরের মধ্যে বড় বড় প্ল্যান গড়ে তোলা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হল। কিন্তু তার সংগে হয়ত একটা অপ্রীতিকর ইতিহাস জড়িত রয়েছে। এর মধ্যে ফোর্সড লেবার ছিল, এর মধ্যে কন্সেন্টেশন ক্যাম্প ছিল, এর মধ্যে নরহত্যা ছিল, সেটা আমাদের মনে রাখতে হবে। কেবলমাত্র ক্লোজড ইকনমি করেই রাশিয়া বড় হয়ে ওঠে নি, এর মধ্যে আরও অনেক ফ্যাক্টর ছিল। ভারতবর্ষ করলো কি? আমরা ভারতবর্ষে ক্লোজড ইকনমি ফলো করি, আমরা এক্সপোর্ট

করি, ইমপোর্ট করি এবং ক্যাপিটালিস্ট কান্ট্রিদের সঙ্গে লেজ হয়ে জড়িত হয়ে আছি। [এ ভয়েসঃ আমরা তাদের মত মানুষওত মরছি না।] সেটা ঠিক। তবে সব লোককে গুলি করে নয়। কিছু লোককে গুলি করে মারা হচ্ছে, আ রকিছু লোককে না খাইয়ে মারা হচ্ছে। অর্থাৎ অহিংসভাবে হত্যা করা হচ্ছে। সেখানে ক্লোজড ইকনমি না করার ফলেও ইমপোর্ট, এক্সপোর্ট চলেছে। কিন্তু আজকে ভারতবর্ষের কি অবস্থা? ভারত গভর্নমেন্ট এমন বলতে চাচ্ছেন—আমরা সব ইমপোর্ট বন্ধ করে দেব, কেননা আমরা পে করতে পারছি না। একথাটা তাহলে গোড়াতেই বলা উচিত ছিল। বহু প্রসিদ্ধ ইকনমিস্ট, অর্থনীতিবিদ, তারা একথা আগেই বলেছিলেন যে ঐরকমভাবে চলে না। কি নেব, কি নেব না? বিদেশ থেকে আমরা কলকবজা নেব, বিদেশ থেকে টাকা নেব, নানা রকম জিনিস নিতে থাকবো, আর এ দেশে নোট ছাপবো ডেফিসিট ফাইনান্সিং করবো, হাজার হাজার, কোটি কোটি টাকার নোট ছেপে যাবো, এ এক উদ্ভট পরিকল্পনা। যখন এত নোট ছাপান হচ্ছে, তখন দেশে দর বাড়বে এবং দেশে দর বাড়লে কি হবে? সকল জিনিসপত্রের দর বাড়বে, এবং তাহলে বিদেশে আমাদের জিনিস যাবে না, এক্সপোর্ট হবে না। এটাত সোজা কথা। কিন্তু আমাদের ইমপোর্ট চাই, ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানের জন্য যন্ত্রপাতি চাই, নানারকম বিষয়ে এক্সপিরিয়েন্সড এক্সপার্ট লোক চাই, ইত্যাদি সব বিদেশ থেকে আনতে হবে। যুদ্ধের পর অন্যদেশে যদি এই রকম অবস্থা হত, তার ফরেন এক্সচেঞ্জ কিছু নেই, সবশেষ হয়ে গিয়েছে, হাহাকার পড়ে গেল, যে ছয় মাসের মধ্যে কিছু ইমপোর্ট করতে পারবেন না। ইন্ডিয়া ফরেইন এক্সচেঞ্জ পে করতে পারবে না। সে একেবারে দেউলা হল ছয় মাসের মধ্যে। অন্য দেশে যখন তার ফরেন এক্সচেঞ্জের এইরকম দ্রুত অধঃপতন হয়, তখন তারা কি করে? যে দেশে পেপার কারেন্সি আছে, ফ্লাই গো অফ দি এক্সচেঞ্জ স্ট্যান্ডার্ড, তারা নিজেদের টাকার মানটা হ্রাস করে দেয়। এখানে সেটা হতে পারবে কিনা? এ বিষয়ে বৈদেশিক বহু অর্থনীতিবিদের সঙ্গে আমার কথাবার্তা ও আলোচনা হয়েছে। তাঁরা বলেন টাকার মান হ্রাস করলে এই হবে, আমাদের জিনিসপত্রের দামও কমে যাবে। এখানকার জিনিসপত্র বিদেশে সস্তায় রপ্তানি হতে পারবে। আজ আমরা পাট, চা, কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য জিনিসপত্র যা আমরা এখানে তৈরি করছি, তা অনায়াসে বিদেশে প্রেরণ করা যায়, কিন্তু বর্তমানে এই সমস্ত জিনিসপত্রের দাম, অত্যন্ত অগ্নিমূল্য হওয়ায়, বিদেশীরা সেই সমস্ত জিনিস আমাদের এখান থেকে না নিয়ে অন্য দেশ থেকে নিচ্ছেন। কিন্তু এখানে নেচারাল করেক্টিভ কি? ন্যাচারাল করেক্টিভ হচ্ছে—আজ টাকার মূল্য যে অফ দি স্ট্যান্ডার্ড হয়ে গিয়েছে, তাকে ঠিক করা। অর্থাৎ টাকার নিজের মূল্য খুঁজে নিক, আজ টাকার ১ শিলিং ৬ পেন্স মূল্য নয়, টাকার মূল্য ১২ শিলিং, কিম্বা তারও কম। সেইদিকে তার প্রকৃত মূল্যে টাকা যদি ফিরে যায় তাহলে সেখানে এক্সপোর্ট বাড়বে। ফরেইন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ জমবে।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

তাহলে ইমপোর্ট রেস্ট্রিকশন করলে হবে?

[5-45—5-55 p.m.]

Sj. Sisir Kumar Das:

না, ইমপোর্ট রেস্ট্রিকশন করলেও হবে না, সেটা আপনারা জানেন। সে যদি হতো, ইমপোর্ট রেস্ট্রিকশন করলে যদি হতো তাহলে সব দেশ সে প্রথা গ্রহণ করতে পারতো। কিন্তু ইমপোর্ট রেস্ট্রিকশন করলে তা হয় না। কারণ আপনাদের এক্সপোর্ট না বাড়ালে ফরেইন রিজার্ভ বাড়তে পারে না। কিন্তু কেন করা হল না? এ যুক্তির কারণ আছে। ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের কি ফাইনান্সিয়াল এক্সপার্ট কেউ নেই? নিশ্চয়ই আছে। তারা বলছেন এই কথা ইফ উই গো অফ দি স্ট্যান্ডার্ড, আমরা যদি টাকার মান হ্রাস করি তাহলে কি হবে? না, বিদেশ থেকে যে যন্ত্রপাতি আমরা কিনছি তার দাম ভয়ানক বেড়ে যাচ্ছে, তার দাম দ্বিগুণ, চারগুণ, হয়ে যাবে, সুতরাং তাদের সেকেন্ড ফাইফ-ইয়ার প্ল্যান ফেইল করবে। আমরা সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান চালাতে পারবো না। এই হচ্ছে যুক্তি, এই যুক্তির মূলে তারা বলছেন যে উই ওয়ান্ট গো অফ দি স্ট্যান্ডার্ড, আমরা চেষ্টা করবো এই যে টাকার যে আজকে মূল্য এই মূল্য ধরে আমরা আঁকড়ে থাকবো, ইমপোর্ট বন্ধ করবো কিন্তু এক্সপোর্ট বাড়াবার চেষ্টা করবো না, বন্ধুগণ এই প্রচেষ্টা ভুল।

Mr. Speaker:

নো, 'বন্ধুগণ' ইন দি হাউস।

Sj. Sisir Kumar Das:

এ প্রচেষ্টা ভুল। বহুবার পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রচেষ্টা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত অর্থশাস্ত্র যদি সায়েন্স হয়, এই একভাবে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে এই প্রচেষ্টা ভুল হয়ে যাবে। সুতরাং আপনাদের ফিরে যেতে হবে হয় যেটা টোটালেটেরিয়ান ইকনমি বা ক্লোজড ইকনমি কিম্বা আপনাদের সেইটে নিতে হবে যাতে এখন সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানের উন্মত্ততা ছেড়ে দিয়ে দিন কতক, আমাদের টাকাকে এই মানে ফিরে যেতে হবে। ফরেন এক্সচেঞ্জ স্ট্যান্ডার্ড সেটা এখন রয়েছে 1s. 6d. পার রুপি সেটাকে আমাদের ছেড়ে দিতে হবে, ছেড়ে দিয়ে দিনকতক আমাদের দেশের জিনিস সস্তা হোক। দেশের জিনিস সস্তা হলে হবে কি? না, আমাদের দেশ থেকে বহু জিনিস চালান যাবে। ফরেইন এক্সচেঞ্জ আমাদের জমবে এবং আবার সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান চালু করুন কিন্তু এখনই যদি সদ্য চালাতে চান, এই প্ল্যান যদি পূর্ণমাত্রায় চালাতে চান, যা পারছেন না, মুখে স্বীকার করছেন না, এই সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান যদি চালাতে চান একেবারে নির্ঘাত দেউলিয়া। কারণ ছয় মাসের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের ভয় ঢুকেছে যে আর ছয় মা'সের মধ্যে একটি পয়সাও ফরেন রিজার্ভে থাকবে না। তার ফলে কি হচ্ছে? আমাদের দেশে হাহাকার, দেশের মধ্যে মূল্য বৃদ্ধি, লোকে খেতে পায় না, কোন মধ্যবিত্ত বাড়ি চালাতে পারছে না। জিজ্ঞাসা করি, এই যে লোকে আজ এত কষ্টভোগ করবে কিসের জন্যে, কিসের আশায়, কোন ভবিষ্যতের জন্য, যে ১০ বৎসরে মূল্য কমবে, ২০ বৎসরে কমবে, একটা জীবনের মধ্যে কমবে যে লোকে এত কষ্ট সহ্য করবে? এইজন্য বিলাতে একবার পার্লিয়ামেন্টে যে বক্তৃতা হয়েছিল তার থেকে একটু উদ্ধৃত করে বলছি যে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য আমরা সেকেন্ড ফাই-ইয়ার প্ল্যান করছি। ভবিষ্যৎ বংশধরেরা আপনাদের কি উপকার করেছে, যাতে বর্তমান লোকেরা এইরকমভাবে কষ্ট স্বীকার করবে? সুতরাং আজকে এইদিক থেকে বলছি, এইগুলি দেখুন, একটা কি হয়েছে, না, বাংলাদেশের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে আমাদের টাকা খরচ হবে কত, না, ১৫৩·৭ কোটি। এর মধ্যে টাকা কোথা থেকে আসবে? না, বাংলা সরকার যে টাকা পাবেন তার পরিমাণ হচ্ছে ৬৪·৪ কোটি এবং ডেফিসিট কতটা থেকে যাচ্ছে ৮৯ কোটি টাকা। এখন আমি বিধানবাবুকে এই প্রশ্ন করছি, মাননীয় স্পীকার মহাশয়ের মাধ্যমে, এই যে ৬৪ কোটি টাকা তার কত টাকা তাঁরা যোগাড় করতে পেরেছেন এই দুই তিন বৎসরের মধ্যে এটা আমাদের জানা দরকার। সেটা বলুন, সেটা কেন চেপে যাচ্ছেন যে তারা রেভিনিউ একাউন্ট থেকে কত টাকা দিলেন, ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট থেকে কতটা ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানে দিলেন এবং লোন্ করে কত টাকা ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানে দিলেন এটা বলা দরকার। এটা হাউসের সামনে তিনি রাখুন, তবেই বুঝবো যে সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান লোকে এত কষ্ট করে করছে তার সার্থকতা হয়েছে কিনা। তার বদলে কি দেখতে পাই? না, সল্ট, স্কীম। তার স্কীম কি? না, দেখুন তার স্কীম হচ্ছে, সল্ট লেক রিক্লামেশন [illegible]—এইসমস্ত তাঁর উদ্ভট পরিকল্পনা, যে পরিকল্পনার জন্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট টাকা দিতে [illegible]কার করেছেন। সেদিন বলেছিলাম যে এ'র মাথায় কল্পনা গজ গজ করছে কিন্তু সে কল্পনা সব উদ্ভট পরিক[illegible]শকে ডুবিয়ে দেবার পরিকল্পনা। সুতরাং আপনারা যদি তাকে সমর্থন করেন করুন, [illegible] ক্ষতি নেই, তাতে, আপনাদেরই ক্ষতি হবে। তার ফলে এই আগামী ইলেকশন যে আসবে তা[illegible] আপনাদের একেবারে পা ধরে চিৎ করে দেবো।

Sj. Apurba Lal Majumdar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষ হয়েছে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উপর আমরা বিতর্ক সুরু করছি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আড়াই বছর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করার যে নীতি সেই নীতি প্রত্যেকটি মানুষ সমর্থন করছে। আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? এই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আমরা যা দেখতে পাচ্ছি—আড়াই বছরের মধ্যে যত টাকা আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা ভারত সরকার ব্যয় করেছেন তাতে আমাদের দেশের অগণিত দুঃস্থ সাধারণ মানুষ যারা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা কি উন্নততর হয়েছে, তাদের

জীবনের দুঃখবেদনা কিছুটা কি ঘুচেছে, তাদের জীবনে কি সুখস্বাচ্ছন্দ্য এসেছে তা যদি হতো, নিশ্চয়ই আমরা সরকার যেভাবে তাদের নীতি পরিচালনা করছেন, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্যকরী করার চেষ্টা করছেন তাকে সানন্দে আমরা অভিনন্দন জানাতে পারতাম। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি সরকার অর্থ ব্যয় করছেন যে সমস্ত পরিকল্পনা তারা করছেন তার মাধ্যমে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করতে পারবেন না। কেন পারবে না? কারণ মূল নীতির সঙ্গে আমাদের কিছুটা বিরোধ আছে। মূল নীতি সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় যে ট্যাক্সেশন এনকোয়ারি কমিটির যিনি চেয়ারম্যান ছিলেন তাঁর বক্তব্য বলতে হয়। এ সি শান্তারাম বলেছেন—

> "To raise the minimum per capita income and to reduce inequalities means that capacity of saving and investment is reduced."

অর্থাৎ যে মূল ভিত্তির উপর অর্থনীতিবিদরা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা স্থাপন করেছেন তাতে বক্তব্য হল, যদি নিম্ন স্তরের সাধারণ মানুষের দুঃখ দূর না হয়, ইকনমিক স্ট্যাটাস ডেভেলপ না করে, যদি ইনইকোয়ালিটিজ দূর না হয় ,ডিস্ট্রিবিউশন অব ওয়েল্থ ঠিকমত না হয় তাহলে দেশের ইনভেস্টমেন্ট সেভিংস কমে যাবে, এই পুরানো অর্থনীতি, বুর্জোয়া অর্থনীতি, এই যে দৃষ্টিভঙ্গী তার সঙ্গে আমাদের মত পার্থক্য। আমরা দেখছি যে আমাদের দেশের সাধারণ নিম্ন মধ্যবিত্তদের অবস্থা দিনের পর দিন খারাপ দিকে চলেছে। এটা শুধু আমার কথা নয়, বিড়লার মত পুঁজি-পতিদের মুখপত্র কাগজও একথা স্বীকার করে নেবে। অবস্থা গত ২০ বছর ধরে ক্রমাগত নীচের দিকে চলেছে এবং তার মধ্যে গত দু বছরে অবস্থা মর্মান্তিক শোচনীয় স্তরে গিয়ে পেঁছেছে। এবং এটা আমরা দেখছি যে আমাদের দেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, দেশের সমস্ত টাকা কেন্দ্রীভূত করছে আমাদের দেশের পুঁজিপতি শ্রেণী বা ধনিক শ্রেণীর হাতে। ফলে ক্রমাগত আমাদের দেশের দরিদ্র মানুষ আরও দরিদ্র হবে এই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলে। কিছুদিন আগে প্ল্যানিং কমিশনের সেই মেমোরেন্ডাম,

Apprisal of the prospect of the 2nd Five-Year Plan

তা থেকে আমরা বলেছি আমাদের দেশের সামনে ফরেন এক্সচেঞ্জের যে ক্রাইসিস দেখি সেই ক্রাইসিস যদি রুখতে হয়, প্ল্যানকে যদি সত্যিকারের সাকসেসফুল করতে হয়, তাহলে সবচেয়ে বেশি নজর দেওয়া দরকার ইনক্রিজ অফ এগ্রিকালচারাল প্রডাকশন।

[5-55—6-5 p.m.]

ইনক্রিজ অব এগ্রিকালচারাল প্রডাকশন সম্বন্ধে, সরকারকে এগ্রিকালচারাল প্রডাকশন কেন যে বাড়ে না, তার ভ্রান্ত নীতি সম্পর্কে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি, কিন্তু কেন তাঁরা সেই পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। সেজন্য প্ল্যানিং কমিশন আজকে বলতে বাধ্য হচ্ছেন যে দেশের ফুড প্রডাকশন কত বাড়বে না বাড়বে তার উপর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফুলফিলমেন্ট নির্ভর করছে। যদি দেশ [illegible]াদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারত, যদি বেশি খাদ্য উৎপন্ন হত, তাহলে বিদেশ থেকে আমরা [illegible]নে আমরা এখানে সেই টাকা ব্যয় করতে পারতাম। ১৯৫৬ সালে [illegible]াদের দেশে বিদে[illegible] ১৪·২ লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্য আসে, পরবর্তী বছর ১৯৫৭ সা[illegible] দেশে বাহির থেকে খাবার আসে ৩৫·৮ লাখ টন এবং এ বছর শস্য ক্ষতিগ্রস্ত হ[illegible]সলের যে রকম অবস্থা তাতে হয়ত আরও বেশি পরিমাণে আনতে হবে। তাতে বহু বৈদেশিক মুদ্রা নষ্ট হচ্ছে, এবং ইনক্রিজ অব ফুড প্রডাকশন, যেটা প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার মাশুল আজ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দিতে হচ্ছে। অথচ বাহির থেকে খাদ্য আনবার জন্য আমরা ব্যয় করছি। কাজে আমার প্রশ্ন হল, এত টাকা কোথায় পাব? সে সম্পর্কে মাননীয় সদস্য জ্যোতিবাবু আপনাদের সামনে উত্থাপন করেছেন। অনেকে বলেছেন দেশের যারা বড়লোক তাদের আর ট্যাক্স দেবার ক্ষমতা নেই। কিন্তু আজকে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কর্তারা মেমোরেন্ডাম যা দিয়েছেন তাতে স্বীকার করেছেন, এবং আমরাও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে বন্ড লোন ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট স্টেটের জন্য করেছিলেন তাতে বোম্বাই মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর মাদ্রাজ, রাজস্থান—তারা যে ফিক্সড ডেট ছিল তার বহু আগেই সমস্ত টাকা পাবলিকের কাছ থেকে পেয়েছে এবং সরকার সেটা গ্রহণ করেছেন। এতে প্রমাণ করে যে দেশের এক শ্রেণীর মানুষের হাতে প্রচুর পরিমাণে টাকা

আছে এবং আমাদের দেশের মনিমার্কেটে স্টিনজেন্সি নাই। আজ পর্যন্ত প্রাইভেট সেক্টর পুঁজিপতিদের হাতে বহু টাকা লুক্কায়িত আছে, যেগুলো ফোর পারসেন্ট বা ফাইভ পারসেন্ট ইন্টারেস্ট দিলে সরকারের হাতে এসে পৌঁছায়। মনিমার্কেটে যে স্টিনজেন্সি নাই এটা আমার কথা নয়। জুন মাসে প্ল্যানিং কমিশন যে মেমোরেন্ডাম দিয়েছেন তাতে এই কথা বলেছেন ট্যাক্সেশন সম্পর্কে—

"Taxation measures have not been able to mop off surplus fund from the market."

কাজেই ট্যাক্সেশন করার স্কোপ বড়লোক শ্রেণীর বিরুদ্ধে ট্যাক্সেশন করার স্কোপ আমাদের আছে। কারণ দেয়ার ইজ এনআফ মানি ইন হোর্ডেড ফরম। একথা আজ স্বীকার করা চলে যে তাদের হাতে টাকা না থাকলে এই অল্প সময়ের মধ্যে যে সমস্ত বন্ড বা লোন ফ্লোট করা হয় তার সম্পূর্ণ টাকাই সরকারের হাতে পৌঁছাত না। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে আমরা দেখেছি সরকার এই কথা বলেন যে ১৪ পারসেন্ট ইনক্রিজ অফ ন্যাশনাল ইনকাম হয়েছে, কিন্তু এখানে আমরা দেখছি যে সেই সমস্ত টাকাটা সাধারণ মানুষের মধ্যে না গিয়ে পুঞ্জীভূত হচ্ছে আমাদের দেশের পুঁজিপতি এবং ধনিক শ্রেণীর মধ্যে। তার ফলে আমরা দেখছি যে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে এবং ডেফিসিট ফাইন্যান্স হচ্ছে। আজকে প্ল্যানিং কমিশন বলতে বাধ্য হচ্ছেন যে ১,২০০ কোটি টাকা পর্যন্ত ডেফিসিট ফাইন্যান্স করতে বাধ্য হবেন এবং ডেফিসিট ফাইন্যান্সের ফল হল তার জন্য আজকে রাইজ ইন প্রাইজেস হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে, অত্যাবশ্যক জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে—এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। কারণ আমাদের টার্গেট অরিজিন্যাল রাখলেও ফিজিক্যাল টার্গেট সেখান থেকে কমে যাচ্ছে। আমরা ১৫৩ কোটি টাকা ব্যয় করব, কিন্তু সেখানে পৌঁছিতে গেলে আরও বেশি টাকা ব্যয় করতে হবে, কারণ, আমাদের জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে। এদিকে যেমন ক্রাইসিস ইন ফরেন এক্সচেঞ্জ পজিসনতে আমরা দেখি গত জুন মাসের লাস্ট উইকে ফরেন এক্সচেঞ্জ পজিশন ২১৭ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছিল। প্রতি মাসে ২৪ কোটি টাকা ফরেন এক্সচেঞ্জ দরকার হলে এ কোথায় গিয়ে পৌঁছাবে?

[At this stage the red light was lit.]

আর এক মিনিট দরকার হবে। আমরা দেখছি যে ১৯৫৮-৫৯ সাল থেকে আমাদের সেই লোন পেমেন্ট করতে হবে। বছরে ২৩ কোটি টাকা হলে সেই ২৩ কোটি টাকার অংশ বাংলাদেশ থেকে তুলতে হবে। ইতিমধ্যে আমাদের টোট্যাল ডেট দাঁড়িয়েছে ৩,৯৫৫ কোটি টাকা এবং এর মধ্যে ডলার লোন ৩৬১ কোটি টাকার। এই বিপুল টাকা জনসাধারণের কাছ থেকে আমরা ট্যাক্সেশন কোরে নিচ্ছি। কাজেই আমরা দেখছি এবং ডি ভি সিতেও সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলাম। তাই আজ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ক্ষেত্রে জসাধারণ যারা দুঃস্থ, যারা সাধারণ মানুষ তাদের দিক থেকে ধনিক শ্রেণীতে টাকা কেন্দ্রীভূত হয়ে চলেছে।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

স্যার, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য ২,০০০ কোটি টাকার উপর খরচ হয়েছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পাবলিক সেক্টরে ৪,৮০০ কোটি টাকা নির্ধারিত ছিল, তারপর সেখানে কিছু ছাঁটাই কোরে এখন ৪,৫০০ কোটি টাকা নির্দিষ্ট হয়েছে। পশ্চিমবাংলার জন্য ১৫৭ কোটি টাকা নির্দিষ্ট হয়েছে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়। টাকার অঙ্কে কত টাকা খরচ করা হল এই নিয়ে কষ্টিপাথরে যাচাই করলে পরিকল্পনা সফল হয়েছে। কিন্তু সমস্ত সভ্য দেশে পরিকল্পনা সফল হল কি ব্যর্থ হল, তিনটা জিনিসের কষ্টি পাথরে তাকে বিচার করা হয়। প্রথমে—

supply of basic essential commodities to the people including food,

২য় হল এমপ্লয়মেন্ট এবং ৩য় হল এডুকেশন্যাল অ্যান্ড কালচারাল আপলিফ্টমেন্ট। এই তিনটা বিষয়ে কষ্টিপাথরে আমরা এক এক কোরে দেখব আমাদের এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কতখানি সফল হয়েছে। প্রথমে যে প্ল্যান তৈরি করেছিলেন তার নাম দিয়েছিলেন 'ফুড প্ল্যান' অর্থাৎ ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে খাদ্য সমস্যা এই প্ল্যানের মধ্য দিয়ে তাঁরা তাকে সম্পূর্ণ সমাধান করবেন। আর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার নাম দিয়েছিলেন ইনডাস্ট্রিয়াল প্ল্যান, অর্থাৎ

খাদ্যসমস্যা প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় হয়ে যাবে, এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বেকার সমস্যার সমাধান হবে, কর্মসংস্থান করা হবে। এখন দেখা যাক কি হচ্ছে। সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানের আমরা দেখছি দ্বিতীয় পর্যায় হয়ে গেছে, তৃতীয় পর্যায় চলছে, অথচ আমাদের যে সমস্যা তা দিন দিন তীব্রতর হচ্ছে। একথা সরকার নিজেও স্বীকার করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও স্বীকার করেছেন। তাহলে একথা কি জিজ্ঞাসা করতে পরি না যে বেসিক্যালি এই প্ল্যানের মধ্যে কিছু ভুল আছে, আর তাহলে প্ল্যান এক্সিকিউশনের মধ্যে ভুল আছে। ১৯৫৪ সালের আগে প্ল্যানার—যাঁরা প্ল্যান তৈরি করেছিলেন তাঁরা বলেছিলেন 'ফুড কন্ট্রোল' রাখতে হবে, কিন্তু সেই সময় যিনি খাদ্যমন্ত্রী—শ্রীযুক্ত কিদোয়াই—এখন তিনি পরলোকগত—তিনি বলেছিলেন—'ফুড কন্ট্রোল মাস্ট গো' এবং শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ফুড কন্ট্রোল সরাবার পর 'ফুড প্রাইসেজ ফল' করল এবং 'ফুড পজিশন ইজিয়ার' হল। তাতে আমরা দেখলাম একজনের ইন্ডিভিজুয়াল উইসডম কলেক্টিভ উইজডম থেকে ভাল প্রমাণিত হল।

১৯৫৪ সালে দেখলাম ভালভাবে বৃষ্টি হল এবং বৃষ্টি হওয়ার ফলে খাদ্যশস্য ভাল হল এবং ফুড সারপ্লাস হল।

[6-5—6-15 p.m.]

আমরা জানি যে ইউ পি, মাদ্রাজে খাদ্যশস্য কমে যাবার ফলে চাষীরা আনরেমিউনারেটিভ বলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সাহায্য চেয়েছিল, যাতে কেন্দ্রীয় সরকার এই সমস্ত খাদ্যশস্য কিনে দর বাড়ায়। কিন্তু সেন্ট্রাল রাজী না হওয়াতে প্রাদেশিক সরকারের উপর সেই দায়িত্ব চাপল। আমরা কিদোয়াই সাহেবের বেলায় দেখেছি যে একজন ইনডিভিজুয়ালের যা উইজডম তা কালেকটিভ উইজডমের চেয়ে বেশি। কারণ তিনি ফুড কন্ট্রোল সরিয়ে দিয়ে খাদ্যশস্যের দাম কমিয়েছিলেন। এই ব্যাপারে আমাদের বৃষ্টির উপর নির্ভর করতে হয় অর্থাৎ যে বছর ভাল বৃষ্টি হয় সে বছর দাম কমে, আবার যে বছর তা হয় না দাম বাড়ে। আমরা সর্বদাই প্ল্যানের কথা বলি, কিন্তু যে প্ল্যানে বৃষ্টির উপর নির্ভর করতে হয় সে প্ল্যান প্ল্যানই নয়। সেজন্য তাঁরা খাদ্যের ব্যাপারে এবং অন্যান্য এসেন্সিয়াল কমোডিটিজের ব্যাপারে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। আরও ব্যয় করা হচ্ছে যে গত দুই বছরে এবং এ বছরে আমরা দেখছি যে অনাবৃষ্টি বা অল্প বৃষ্টির ফলে দর বাড়তে শুরু করেছে। এখন এই যদি হয় তাহলে এটাকে নর্মাল ফিচার হিসাবে ধরে নিয়ে প্ল্যান করা উচিত ছিল। কিন্তু প্ল্যানের কর্তৃপক্ষ তা করেন নি। এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা জানি যে একটা ইনভিজিবল ফ্যাক্টর আছে—সেটা হচ্ছে হোর্ডিং, ব্যাঙ্কের টাকা দাদন দিয়ে ব্যবসায়ীরা জিনিসপত্র হোর্ড করে থাকে। এই কথা রিজার্ভ ব্যাঙ্কও স্বীকার করেছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের টাকা দাদন দেওয়া বন্ধ করা উচিত। কিন্তু আশ্চর্যের কথা যে সরকার থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে এমন কোন নির্দেশ দেওয়া হল না যাতে করে তারা ঐ দাদন বন্ধ করে।

তারপর প্ল্যানের মধ্যে বাঁধও একটা বড় কথা। ময়ূরাক্ষী, ডি ভি সি ইত্যাদি সমস্ত বাঁধের যে রানিং কস্ট সেই রানিং কস্টও এই পরিকল্পনার মাধ্যমে তুলতে পারছেন না। সেজন্য আমরা জানি যে কংসাবতী পরিকল্পনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিতে পারছেন না। এই কারণেই তাঁরা প্রাদেশিক সরকারে উপর চাপ দিচ্ছেন যে দামোদর ভ্যালির জলের উপর ট্যাক্স বসাও এবং তা যদি না কর তাহলে কংসাবতীর জন্য টাকাও পাবে না। এই উদ্দেশ্য নিয়ে কংসাবতী প্ল্যানের জন্য আজকে সরকার দামোদর ভ্যালির জলের উপর ট্যাক্স বসাচ্ছেন। এই থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে ময়ূরাক্ষী, ডি ভি সি ইত্যাদি সমস্ত বাঁধের যে রানিং কস্ট সেই রানিং কস্ট তাঁরা তুলতে পারছেন না আমাদের এই পরিকল্পনার দয়ায়।

এবার এম্প্লয়মেন্টের কথা বলা যাক। এর আগে দেখিয়েছিলাম যে ১৯৫১ সালে পশ্চিমবাংলায় ৭ লক্ষ বেকার ছিল এবং ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত প্রতি বছরে ১ লক্ষ ২০ হাজার করে বেকার বাড়ছে অর্থাৎ প্রায় ১৮ লক্ষ বেকারের সংখ্যা। এটা আমাদের বিরোধী দলের কথা নয়, প্ল্যানিং কমিশনের নির্দেশে ইউনিভার্সিটি থেকে যে সার্ভে করা হয়েছিল সেই সার্ভে রিপোর্টে আমাদের পশ্চিম বাংলার বেকারীর এই চিত্র। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় তাঁর বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন যে দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষ হলে প্রায় ১২ লক্ষ বেকার থাকবে। এখন দুটো পরিকল্পনা হবার

পরেও যদি বেকার সমস্যার কোন সমাধান না হয় তাহলে সে পরিকল্পনার অর্থ কি আমরা অন্ততঃ বুঝি না। কিন্তু আপনারা সমাধান করবেনও বা কি করে? আমরা জানি যে বিগ ইন্ডাস্ট্রিজ যদি তৈরি হয় তাহলে সেই বিগ ইন্ডাস্ট্রিজের মধ্য দিয়ে এমপ্লয়মেন্ট পজিশন কখনও সমাধান হতে পারে না। কারণ র‍্যাশনালাইজেশন এবং ইমপ্রুভড মেশিনারী ব্যবহার হবার ফলে ম্যান-পাওয়ার কম লাগবে। সেজন্য আমরা বারবার বলেছি যে মিডিয়াম, বিশেষ করে স্মল ইন্ডাস্ট্রিজকে আগে ডেভেলপ করা দরকার। আমরা জানি যে সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানের যে ড্রাফট প্ল্যান ফ্রেম মহলানবীশ মহাশয় করেছিলেন তাতে তিনি একথা জোর দিয়ে বলেছিলেন যে—

protection to cottage industries and check matting industry which will compete with cottage industries.

মহলানবীশ মহাশয় যে ড্রাফট প্ল্যান ফ্রেম করেছিলেন আমাদের পার্লামেন্টেও সেটা সাপোর্টেড হয়েছিল। সেই উদ্দেশ্যেই কটেজ ইন্ডাস্ট্রি মারফত কনজিউমার গুডস তৈরি হবে এবং বিগ ইন্ডাস্ট্রিগুলি যাতে এর সংগে প্রতিযোগিতা না করতে পারে সেটাই এর উদ্দেশ্য ছিল—

industrialization with elimination of unemployment within five-years.

ফার্স্ট ড্রাফট প্ল্যান যখন বেরুলো তখন দেখা গেল যে প্রোফেসর মহলানবীশের যে প্ল্যান সেটা কমপ্লিটলি স্যাবটেজড হয়েছে ডিউ টু দি প্রেসার অফ দি ক্যাপিটালিস্টস। যাদের মুখপাত্র ছিলেন কামারাজ মহাশয়। ডাঃ সাহা তখন জীবিত ছিলেন। তিনি প্ল্যানিং এডভাইজারি কমিটিতে ডিভিয়েশন ফ্রম প্ল্যান ফ্রেম—যে ডিভিয়েন্স হয়েছিল তাকে চেক করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন এবং অনেকখানি কৃতকার্যও হয়েছিলেন। সেকেন্ড ড্রাফট যখন বেরুবে তখন অমৃতসর কংগ্রেসে সেটা পাবলিস্ট হল ১০ই ফেব্রুয়ারি, দেখা গেল যে ডাঃ সাহা অনেকখানি কৃতকার্য হয়েছেন ঐ ডিভিয়েসন ফ্রম দি প্ল্যান ফ্রেম সেটা বন্ধ করতে, চেক করতে। কিন্তু সাত দিনের মধ্যে ১৬ই তারিখে ডাঃ সাহার মৃত্যু হোল। থার্ড ফাইনাল ড্রাফট যখন প্রকাশিত হোল তখন দেখা গেল ক্যাপিটালিস্টদের চাপে পড়ে সেই রকম প্ল্যানই করা হয়েছে। এটা দুর্ভাগ্যের কথা যে একজন মানুষের মৃত্যুর এরকম জঘন্যতম সুযোগ তারা নিয়েছেন। মহলানবীশ প্ল্যানকে স্যাবটেজ করে ক্যাপিটালিস্টস প্ল্যানে আজকে সেই প্ল্যানকে তারা দাঁড় করিয়েছেন, যার ফলে এই প্ল্যানের মধ্য দিয়ে বেকার সমস্যার সমাধান হোতে পারে না। কয়েকটা প্রদেশ আমরা জানি—যেমন মাদ্রাসে দেখেছি যে কটেজ ইন্ডাস্ট্রিকে আজকে ইনসেন্টিভ দেবার জন্য কটন টেক্সটাইলস কটেজ ইন্ডাস্ট্রির মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যে ৬০ পার্সেন্ট তারা এখানে থেকে পার্চেজ করবেন এবং তারা মিলগুলির উপর এক্সাইজ ডিউটি বসিয়েছেন যাতে কটেজ ইন্ডাস্ট্রিকে বাঁচিয়ে রাখা যায়; তার মাধ্যমে বহু এমপ্লয়মেন্টও হচ্ছে। আমরা এখানে বারবার বলছি যে কটেজ ইন্ডাস্ট্রি, স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রির মাধ্যমে আজ বহু ছেলের এমপ্লয়মেন্ট হোতে পারে কিন্তু আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সেই পথে যাবেন না, কারণ সেই সমস্ত ক্যাপিটালিস্টরা পুঁজিবাদীরা—যারা বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি কন্ট্রোল করে তারা ও'দের তহবিলে লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদা দেয়। সুতরাং তা যদি চলে যায় তাহলে ও'দের অনেক অসুবিধা হবে। আজকে যে এডুকেশনকে স্প্রেড করতে দেওয়া হচ্ছে না তার কারণ হচ্ছে কমন এডুকেশন যদি স্প্রেড করে, লোকে যদি শিক্ষিত এবং সচেতন হয় তাহলে তারা এই প্ল্যানের ভাঁওতা এবং ধাপ্পাটা ধরে ফেলবে। সেজন্য আমরা দেখছি যে আজকে শিক্ষার যে স্কীম সেই স্কীম হচ্ছে শিক্ষা সংকোচের স্কীম—লোকে যাতে শিক্ষিত না হোতে পারে তারই জন্য স্কীম করা হচ্ছে। তাই আমরা দেখি মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে ছেলেরা স্কুল কলেজে পড়তে পারে না। আমরা দেখছি সেখানে মাইনা বেড়ে যাচ্ছে, বইএর দাম বেড়ে যাচ্ছে। তাই শতকরা ৯০ জন মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে আমরা দেখি যে কোন রকম ইকনমিক পিস নেই, ট্রাংকুইলিটি নেই—মানুষকে শিক্ষায় এগিয়ে নিয়ে যাবার, তাদের শিক্ষিত করে তুলবার যে পরিবেশ সেই পরিবেশের পর্যন্ত অভাব আজ দেখা দিয়েছে এই প্ল্যানের ফলে। সেজন্য আজকে আমার বক্তব্য হচ্ছে, এই যে প্ল্যান এই প্ল্যান সাধারণ মানুষের জন্য নয়, এই প্ল্যান মুষ্টিমেয় কতকগুলি ধনী ব্যক্তিদের জন্য। এই প্ল্যানের পেছনে যে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ৪ হাজার ৫শো কোটি টাকা এবং পশ্চিম বাংলার জন্য ১৫৭ কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে এটায় কেবলমাত্র একটা প্রোপাগান্ডা ভ্যালু আছে। সেজন্য আমরা দেখি বাইরে থেকে যখন সম্মানিত অতিথিরা এখানে আসেন তখন প্রোপাগান্ডা করার জন্য তাঁদের

বড় বড় প্ল্যান দেখিয়ে দেওয়া হয়—সেই পরিকল্পনার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে যে চাহিদা, যেমন তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা, তাদের অত্যাবশ্যকীয় যে জিনিস, এসেন্সীয়াল কমোডিটিজ ফুড, সেটা তারা মেটাতে পারছেন না। কাজেই এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, ফার্স্ট ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানে তারা কিছুই করতে পারেন নি। সেকেন্ড প্ল্যানে কিছু করতে পারবেন বলে আশা দেখা যাচ্ছে না। এটা শুধুমাত্র ভোট ক্যাচিং ডিভাইস হিসাবেই টাকা খরচ করা হচ্ছে —এতে সত্যিকারে জনসাধারণের মঙ্গল হচ্ছে না, তাই আমি এই প্ল্যানের সম্পূর্ণ বিরোধী।

[6-15—6-25 p.m.]

Laying of a statement regarding the food situation

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: Sir, with your permission I beg to lay before the House a statement regarding the food situation on the basis of which discussion will be held tomorrow.

Mr. Speaker: Yes.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: The present food situation in West Bengal is causing understandable anxiety in the public mind. The West Bengal Government are naturally expected to explain the background of the present food situation and to apprise the public of the measures taken by the Government to meet the situation.

2. 1957 was a year of continued drought during the sowing and transplanting seasons. It was realised even at the beginning of the crop year 1957-58, i.e., in July 1957, that we were going to have an unsatisfactory aman crop in 1957-58, and that the production of rice will be far below the requirements. In view of the anticipated deficit in production of foodgrains the question whether the food controls in the country should be imposed was examined by the Foodgrains Enquiry Committee appointed by the Government of India. The said Committee submitted their report just before the aman harvest, and on the recommendations made by the Committee the idea of imposing statutory food controls was given up.

3. Towards the end of January, 1958, when the results of the random sample survey conducted by the State Statistical Bureau were known, it was found that the Aman crop of 1957-58 was going to yield about 35.58 lakh tons as against the Agriculture Department's first forecast of 30.53 lakh tons received in November, 1957. The estimate of deficit in cereals in West Bengal in 1958, therefore, came down from about 12 lakh tons in October-November, 1957, to less than 7 lakh tons towards the end of January, 1958. The Government have based their needs on this basis.

4. To meet the deficit of cereals in this State the Government of West Bengal approached the Government of India for supply of foodgrains. It was also decided to procure internally some stock of rice for the purpose of making the same available to the consumers at reasonable prices during the lean months of the year. From 11th February, 1958, the West Bengal Government in consultation with the Central Government imposed a levy of 25 per cent. on the production of Rice Mills in the five districts of Burdwan, Birbhum, Bankura, Midnapore and West Dinajpur. This levy order was extended to Hooghly and 24-Parganas from 15th February, 1958 and to Uluberia subdivision of Howrah from 27th February, 1958. The Government of India simultaneously promulgated the Price Control Order in respect of wholesale transactions (exceeding 10 maunds in one transaction) for different varieties of rice/paddy in the above areas.

5. The West Bengal Government with the prior concurrence of the Government of India fixed the levy on production of Rice Mills in the above areas at 25 per cent. of the total production and not at a higher figure

because it was felt that a higher percentage of levy would dry up the open market and worsen the food situation in the State. Any higher proportion of levy from the Rice Mills in any area in a markedly deficit area in West Bengal would not increase the total volume of cereals available for the people of the State. Any higher levy by the Government would, therefore, lead to a lower availability of cereals in the open market and would have resulted in further rise of prices, causing hardship to the people who get their supplies from the open market. By increased proportion of levy we cannot increase the total supplies of foodgrains in the State.

6. Originally on the basis of maximum capacity of milling by the local Rice Mills it was estimated that 25 per cent. levy in West Bengal would fetch a total quantity of 150,000 tons of rice in a year. The actual expectation was later reduced to 75,000 tons when it was realised that the production of the Rice Mills in the procurement areas was affected due to the prevailing market situation in 1958. It appears that while the Mills in the procurement areas in 1957 produced during the period from January to May about 178,000 tons of rice, they milled only about 150,000 tons during the corresponding period of this year. The West Bengal Government have up to 25th July 1958 procured about 67.5 thousand tons of rice under the levy system which has been no mean achievement, taking into consideration the prevailing market situation and the fall in production by the Rice Mills in 1958.

7. To prevent any export of rice/paddy from West Bengal to other areas outside West Bengal and thereby to conserve supplies within the State, the Central Government at the instance of West Bengal Government imposed from 30th January, 1958, a State Cordon banning all movements out of the State except under a permit. A ban was also imposed simultaneously on all movements of rice and paddy from the Calcutta Industrial Area in order to stabilise price in that most heavily deficit and at the same time, the most important consuming centre in the State.

8. It is obvious from what has been stated above that the West Bengal's requirement of cereals cannot be met entirely from local rice production. A considerable portion of the deficit in cereals is met at present from wheat supplies received from the Government of India. Local production of wheat in West Bengal is very small. There is normally a considerable demand for wheat/wheat-product in the Calcutta Industrial Area where all our Flour Mills are concentrated. In normal times the Flour Mills in Calcutta area used to get their supplies through trade channel. To prevent undue profiteering by the trade and to regulate the movement of wheat and wheat-product in the country, the Government of India promulgated Wheat Movement Control Order in September, 1956, which banned import of wheat into Calcutta Industrial Area on trade account. At the same time the Government of India has been releasing Government stocks of wheat to meet the requirement of this area.

9. It has been mentioned earlier that the final estimated deficit in respect of cereals in West Bengal in 1958, was about 7 lakh tons. In order to enable us to meet this deficit the Central Government has promised us to supply 1.75 lakh tons of rice and 6.5 lakh tons of wheat. The entire stock of rice received from the Centre and the stocks already procured and to be procured, under the levy system are being and will be distributed by the Government through a network of Modified Ration shops throughout the State at fair prices much below the prevailing market rates. Wheat and wheat-products are being supplied through Modified Ration shops and in payment of wages in kind to the Test Relief workers and to recipients of Gratuitous Relief. This will consume about 2.5 lakh tons of wheat during

the whole year. The remaining 4 lakh tons of wheat allotted to West Bengal by the Centre to meet its cereal deficit will be given to the trade for distribution in the open market.

It is, therefore, clear that the West Bengal Government have taken all possible steps to meet the needs of consumers in every way possible, and that there is no room for alarm or panic of any kind.

10. Market prices of rice and in fact of almost all commodities normally rise during the rainy season in West Bengal. The average retail price of Common Rice in West Bengal reached the high level of Rs. 27.16 nP. per maund on 16th July 1958. In order to check this rise in price of rice in the open market and to make supplies of foodgrains available to consumers at reasonable prices, the Government have been releasing increasingly larger stocks of rice and wheat through Modified Ration shops. The following figures will indicate the enhanced supplies made during this year as compared to the last year:

1957. Total supplies of foodgrains under M. R. from January to June 1957.

(Figures in tons).

	Rice.	Wheat and wheat products.
1. Calcutta Industrial area ..	6,500	50,000
2. Districts ..	23,000	3,000
Total .	29,500	53,000

1958. Total supplies of foodgrains under M. R. from January to June 1958.

(Figures in tons).

	Rice.	Wheat and wheat products.
1. Calcutta Industrial area ..	46,000	80,000
2. Districts ..	48,000	51,000
Total ..	94,000	131,000

Therefore the total amount available in 1958 for distribution through Modified Ration shops in these six months is about 3 times more than what was available during the corresponding period of the last year.

Since April, 1958, the number of persons who are getting the benefit of M. R. has been steadily increasing as will be seen from the following figures:

	Average number of persons benefited by M. R.
In April 1958	
1. Calcutta Industrial area ..	26,00,000
2. Districts	11,00,000
Total .. .	37,00,000
In May 1958	
1. Calcutta Industrial area ..	27,00,000
2. Districts	18,00,000
Total	45,00,000
In June 1958	
1. Calcutta Industrial area ..	29,00,000
2. Districts	26,00,000
Total	55,00,000

In July up to 13th 1958.	Average No. of persons benefited by M. R.	In July up to 13th 1957.	Average No. of persons benefited by M. R.
1. Calcutta (Industrial area)	36,00,000	1. Calcutta (Industrial area)	10,00,000
2. Districts ..	37,00,000	2. Districts ..	17,00,000
Total ..	73,00,000	Total ..	27,00,000

It will be seen that 73 lakh people are now getting the benefit of modified rationing in West Bengal as against 27 lakh persons during this time of the last year.

The next two months, viz., August and September, are the lean and difficult months when there is generally a seasonal rise in the price of rice in the open market every year. To meet the situation which may be aggrevated due to further rise in the price of rice in the open market during the above two months, the Government in consultation with the Union Food Minister has decided to make heavy releases of Government stocks of rice for distribution under M.R. in Calcutta and districts. For the next two months arrangements have been made to release Government stocks of rice sufficient to give the benefit of modified rationing to more than 12,000,000 people. This will mean that 47 lakh more persons will get the benefit of modified rationing from August, 1958, than as at present.

At present more than 9,000 Modified Ration shops are functioning in West Bengal:

1. Calcutta Industrial Area	...	3,200
2. Districts	...	5,900
Total	...	9.100

The District Officers have been instructed to open additional Modified Rationing shops as necessary to arrange distribution of enhanced supplies that will be available from the next month.

Average number of persons who have been employed under Test Relief Works during the following months are given below:

Months.		Approximate number of T.R. Workers.
May, 1958	...	370,000
June, 1958	...	438,000
July, (up to 12th July 1958)	...	508,000

Statement showing the number of persons receiving Gratuitous Relief in kind during the following months is given below:

Months.		No. of G.R. recipients in kind.
May, 1958	...	452,000
June, 1958	...	511,000
July (up to 12th July 1958)	...	611,000

The above figures will show how relief measures have been extended and intestified to alleviate distress caused by continued drought, rise in the prices of essential commodities and rural unemployment, etc.

During the months of May, June and July, 1958, the Government released the following stocks of rice and wheat for distribution under Modified Rationing (in round figures):

Month	Calcutta Industrial area (in tons).		Districts (in tons).	
	Rice.	Wheat and Wheat products.	Rice.	Wheat and Wheat products.
May	10,000	12,500	6,000	8,000
June	10,000	10,000	9,000	8,000
July .. .. (up to 13th July, 1958)	6,000	6,000	7,000	5,000

As rice prices are rising, Government have decided to release the following stocks of rice per month during the next two months:

Calcutta Industrial Area.	District.	Total.
16,000 tons.	24,000 tons.	40,000 tons.

This means that increase in release of Government stocks of rice for the next two months will be more than 60 per cent. in the Calcutta Industrial Area and over 160 per cent. in the Districts as compared to the average monthly release during the last 2½ months.

The above is a short account of the difficulties of the food situation in West Bengal and the measures taken and proposed to be taken to meet the situation.

Second Five-Year Plan.

Sjkta. Labanya Prova Ghosh:

মাননীয় স্পীকার, মহাশয়, এক বর্ষাঋতুর অজস্র ধারার পর ঋতুচক্র পার হয়ে আর এক বর্ষাঋতুর উদ্বোধন গান যখন আমরা করি তখন আমাদের স্মরণ করতে হয় যে—প্রকৃতির অজস্র শ্রাবণধারার সব কিছু ধুয়ে মুছে গেছে। নিদাঘের শূন্য রিক্ত প্রকৃতির বুকে আমরা বর্ষার উদ্বোধন গান করছি।

প্রকৃতির যে শ্রাবণধারা নেমে আসে তার বহু কিছু ধরে রাখবার মতো উপযুক্ত আধার আমাদের নেই। যা কিছু খাল বিল নদী নালা প্রভৃতি ধরবার আধার আমাদের আছে তাতে প্রকৃতির দান কিছু সঞ্চিত হলেও অপচয়ের স্রোতে এবং বিরূপ নিদাঘের দাহনে তা নিঃশেষ হয়ে যায়। এক পঞ্চবার্ষিকীর অভিযানের পরে আর এক পঞ্চবার্ষিকীর জয়গানের অবসরে আমাদের এই রকমই মানসিক অনুভূতি ঘটেছে। দরিদ্র জনগণের মুখের গ্রাস থেকে সঞ্চিত রাজভাণ্ডারের অকৃপণ শ্রাবণধারা নেমেছিল প্রথম পঞ্চবার্ষিকীর কল্যাণে; কিন্তু অবাধ দুরন্ত অপচয়ের স্রোতে এবং সমাজ কল্যাণের প্রতি বিরূপ নির্দয় মানুষের স্বার্থের দাহনে তার বহুকিছু নিঃশেষ হয়ে গেছে। কল্যাণের নামে লুণ্ঠিত, মথিত, বিশৃঙ্খল প্রথম পঞ্চবার্ষিকীর বহু আবর্জনা ক্ষেত্রে আজ আবার যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শ্রাবণধারা নেমেছে আমরা তারই জয়গান করতে মিলেছি।

একটা দলিত দুর্গত দেশকে গড়তে হোলে পরিকল্পনা অবশ্যই চাই। দেশের চাহিদা, আসন্ন সংকট, উপযোগী ব্যবস্থাধারা প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে, যেমন সুষ্ঠু উপযুক্ত পরিকল্পনা করতে হবে তেমনি তাকে কার্যকরী করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা, যোগ্যতা, সদিচ্ছা ও সৎ মানুষের শক্তি প্রভৃতির আয়োজন দিয়ে তাকে সফল করে তুলতে হবে ; এবং এই ব্যবস্থা শক্তির সঙ্গে ব্যাপক জনশক্তির সহায়তা পেতে হবে। নতুবা পরিকল্পনা কল্পনার বস্তুই থেকে যাবে এবং নিজেদের দেশের যোগ্যতার ওপর এবং নিজেদের শক্তি ও চরিত্রের ওপর দেশের লোকের আস্থা নষ্ট হয়ে যাবে। নষ্ট হয়ে যাবে বলি কেন—বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর কাজের ফলে দেশের আত্মবিশ্বাস দ্রুত নিঃশেষ হতে চলেছে।

দুঃখের কথা, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চিন্তার দিক দিয়ে যেমন যোগ্য পরিকল্পনাও হয় নি ব্যবস্থা শক্তি ও ব্যাপক জনশক্তির সহায়তার দিক দিয়েও পঞ্চবার্ষিকী ব্যর্থই হয়েছে। বহু অপচয়ের মধ্যে খানিকটা কাজ আগালেই তাকে কাজ বলা যায় না। ভুল পথে কাজের গতি পরিচালিত ক'রে ভুলভাবে অপটু ধারায় কাজ নিয়ন্ত্রিত ক'রেই বহু জাতীয় শক্তির অপচয় করা হচ্ছে। জাতীয় অগ্রগতি বহু অমূল্য সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। ভয়াবহ অবস্থার নিষ্পেষিত মানুষের দুঃখমোচনের দিন আরও পিছিয়ে যাচ্ছে। স্বাধীন হয়েও কোটি কোটি মানুষকে তিলে তিলে অসহনীয় নির্যাতন ভোগ করে যেতে হচ্ছে। এ শুধু যোগ্য পরিচালনার অভাবেই। এর কথাই দু'একটা বলি। জাতীয় জীবন পরিচালনার জন্য আমাদের শক্তি এখনও সংহত হয় নি, জাতীয় বাধা ও বিঘ্ন এখনও অনেক। এর মধ্যে পরিকল্পনার কাজকে বহুমুখী করে খুবই ভুল করা হচ্ছে। তাতে কাজ পণ্ড হচ্ছে, কারণ বহুমুখী কাজ চালাবার ক্ষমতা, যোগ্যতা বা আয়োজন আমাদের নেই। তা ছাড়া, জাতির আশু অপরিহার্য চাহিদা, আসন্ন সংকটগুলির বিষয় ও তার দৃষ্টিতে জাতীয় সামর্থ্য প্রভৃতির কথা আগে ভাবা উচিত ছিল। আমাদের উচিত ছিল অর্থনৈতিক বিষয়টি সামনে রেখে জাতির সমগ্রশক্তি নিয়োগ করা। যুদ্ধ-কালীন জরুরী কাজের শক্তি, মনোযোগ ও গতিতে দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হওয়া; তা না ক'রে আমরা মানবজীবনের যাবতীয় বিষয়ে একসঙ্গে পরিকল্পনার দৌড় আরম্ভ করেছি। ফলে শক্তি ও ব্যাবস্থার অভাবে সব কিছুতে আমরা জট পাকিয়ে ফেলছি, কোনটার অগ্রসর হচ্ছে না। আমরা যদি প্রথম থেকে সমগ্র শক্তি নিয়োগ করে জাতির আর্থিক সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হতাম, তাহলে এই দশ এগার বছরে আমরা আজ বিপুল অর্থনৈতিক শক্তি ও সম্পদ লাভ করতে পারতাম; এবং তার প্রাচুর্যে জনকল্যাণের অন্যান্য বিষয় দ্রুত অগ্রসর হ'তে পারতো। কিন্তু আজও আমাদের ভারতবর্ষে যে কৃষি আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের প্রাণ সেই কৃষিক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে চাষী আকাশের দিকে তাকিয়ে হা হুতাশ করে; আকাশের একটু জল না হলে পিঁপড়ের মত মরে। অর্থনৈতিক জীবনের এত বড় যে আমাদের সমস্যা তাকে প্রচুর শক্তিতে সমাধান করার কথা কিছুই আমরা ভাবি নি। শুধু গতানুগতিক পরিকল্পনার ধারায় নিয়মরক্ষা ক'রে ছেলেখেলা করেছি। এবারে আমাদের জেলা পুরুলিয়ার দু'চার কথা বলি।

বিহারের আমলে মানভূম যে অবহেলা পেয়েছে তা আজ অকাট্য ইতিহাসের বস্তু। প্রথম পঞ্চবার্ষিকীর পরে বিহার সরকার যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীর জন্য টাকা দিয়ে যান তার উপরেই ভরসা রেখে কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্ট থাকা উচিত ছিল না। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীর জন্য নির্ধারিত টাকার জনপ্রতি গড় হিসাবে ধরলে পুরুলিয়ার সাড়ে এগার লক্ষ লোকের জন্য অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ছয় কোটি। কিন্তু আমরা গড় হিসাবে কাজ করি না। জাতীয় প্রয়োজন হিসাবে যে বিষয়ে যেমন দরকার, যেখানে যেমন দরকার, তেমনিভাবে আমরা নির্ধারণ করি। এই সামঞ্জস্যের দৃষ্টি দিয়ে দেখলেও পুরুলিয়ার চাহিদা বা দাবী ছয় কোটিরও বেশি। অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে নিতান্ত অনগ্রসরতা, বিহার সরকারের দ্বারা অপরিমেয় ক্ষতি এবং পুরুলিয়ার ভূমির প্রকৃতিগত অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখলে একথার সত্যতা সহজেই উপলব্ধি হবে। যে চার কোটি টাকার উপর ভরসা করে পুরুলিয়ার জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীর কাজ আরম্ভ হয়েছে সেই টাকারও বিষয় বিভাগ আদৌ সন্তোষজনক হয় নি। যে বিষয়গুলির ওপর জোর দেওয়া উচিত ছিল—তা দেওয়া হয় নি। অর্থের দৃষ্টিতে ও বর্তমান জরুরী অবস্থার দৃষ্টিতে আপাততঃ যে বিষয়গুলি অনবশ্যক ছিল তাতে অযথা অজস্র অর্থব্যয় করা হচ্ছে। এগুলি বিশদ বিবেচনা সাপেক্ষ—সরকার জানতে আগ্রহান্বিত থাকলে আমরা তা জানাতে আনন্দিত হবো। অনুপযুক্ত পরিকল্পনায় যে টাকা সেখানে ব্যয়িত হচ্ছে—সেই ব্যয় ও বহু অংশে অপচয় হচ্ছে তা জানতে চাইলে তার বিশদ বিবরণও আমরা সরকারকে জানাতে তৎপর থাকবো। কিন্তু সরকারকে কথা দিতে হবে যে অন্যায়ের প্রতিবিধান হবে। কিন্তু আমরা জানি যে মনোভাব থেকে এই পরিকল্পনার উদ্ভব হয়েছে সেই মনোভাবে অন্যায়ের প্রতিবিধানের কোন সদিচ্ছা নেই।

[6-25—6-35 p.m.]

Sj. Sunil Das:

মিঃ স্পীকার, স্যার, যে বইটা আমাদের কাছে দেওয়া হয়েছে, সেই বই সম্পর্কে মাননীয় সদস্যারা কিছু কিছু মন্তব্য করেছেন। আমিও তাদের সঙ্গে বলতে চাই এটা একটা ডেসক্রিপটিভ

ক্যাটালগ মাত্র। তাও যদি তার ভেতর নানা রকম অসঙ্গতি না থাকতো, তাহলে বুঝতাম এর কিছুটা মূল্য আছে। অসঙ্গতির প্রশ্নে আসছি। কিন্তু আমার বক্তব্য হলো এই সরকার যখন সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান সম্পর্কে একটা পুস্তিকা রচনা করলেন তখন সেটার ভেতর কিছু বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করতে পারতেন তাদের যতটুকু পর্যন্ত এই প্ল্যান কার্যকরী হয়েছে, তার একটা হিসাব নিকাশ দিতে পারতেন। আমাদের কাছে ইতিমধ্যে এই বছর প্ল্যানিং কমিশন থেকে দুটো বই এসে হাজির হয়েছে। একটার কথা মাননীয় সদস্যরা উল্লেখ করেছেন। ইতিপূর্বে আমিও এই হাউসে সেই বই থেকে তথ্য উদ্ধৃত করেছিলাম। এপ্রেইজাল অ্যান্ড প্রসপেক্ট বইয়ের মেমোরেন্ডাম সম্পর্কে আমি বলছি। আর একটা বই—সংবাদপত্রে তার বিবৃতি আপনি দেখেছেন সেটা হচ্ছে 'রিভিও অফ প্রগ্রেস—স্টেট ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানস। যদি সত্যি সত্যি প্ল্যান সম্পর্কে সরকারের কোন আলোচনা করবার ইচ্ছা থাকতো, যদি আমাদের প্ল্যান সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে বুঝতে দেবার ইচ্ছা থাকতো, এই রিভিউএ যে রকম রিপোর্ট বেরিয়েছে,—এপ্রেইজালে যেরকম রিপোর্ট বেরিয়েছে, সেই রকম রিপোর্ট তাঁরা রচনা করতে পারতেন। আমি বলতে চাই তাঁরা পরিশ্রম করতে চান না। এপ্রেইজালে পশ্চিম বাংলার যে সমালোচনা বেরিয়েছে, তা উদ্ধৃত করে দিতে পারতেন। তাহলে বুঝতে খুব সহজ হতো। রিভিউ অফ প্রগ্রেসএর ৬৯ পৃষ্ঠায় যেখানে বলা হয়েছে—

"Surrender of funds under Agriculture and Community Development in 1956-57 was about 40 per cent.

এই বইতে যখন ফলাও করে এগ্রিকালচারের চ্যাপটার লেখা হলো, তখন এই তথ্য জানান হলো না যে ১৯৫৭-৫৮এ শর্ট ফল ইন এক্সপেন্ডিচার হবে, ইরিগেশন সম্পর্কেও সেই কথা বলা চলে। দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন নিয়ে এত আলোচনা হয়েছে খারিফ এবং রবি শস্যের জমিতে জল দেওয়া হবে—সবই প্রস্তুত, ক্ষেত্রও প্রস্তুত। আর আমরা রিভিউ অফ প্রগ্রেস থেকে জানতে পারি ১৯৬১-৬২ সালের আগে খরিফ ইরিগেশন পুরো হবে না এবং ১৯৬৬-৬৭ সালের আগে রবি ইরিগেশন পুরো হবে না। এই তথ্য কেন আমাদের আগে দেওয়া হল না? রিসোর্সেস সম্বন্ধে এবার আসছি। গত ৬ই জুন তারিখে বাজেটের সাধারণ আলোচনাকালে এপ্রেইজাল থেকে সংখ্যাতত্ত্ব সম্বন্ধে রিসোর্সের দৈন্যতা সম্পর্কে যে কথা বলেছিলাম তার জবাবে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন—ঐ এপ্রেইজালের তথ্য সব ভুল। প্ল্যানিং কমিশনকে তিনি সেই ভুল সংশোধনের জন্য জানিয়েছেন। আমি জানতে চাই রিভিউএ যা দেওয়া হয়েছে, সেখানে রিভিউতে বলা হচ্ছে—

> "It should be added that financial estimates for 1958-59 are based on Planning Commission's discussion with State Governments which took place prior to the presentation of their budgets for the year."

এটাও কি ভুল? সুতরাং এই রিভিউএ রিসোর্সেস সম্পর্কে যে পজিশন দেওয়া হয়েছে তা স্টেট গভর্নমেন্টের অজ্ঞাত ছিল না এবং আমি আশা করবো এই যে, যে কথা তিনি রাজী হয়ে এসেছেন, যে ব্যবস্থা প্ল্যানিং কমিশনের সঙ্গে করে এসেছেন যথাযথভাবে বর্তমানে সেই ব্যবস্থা এই হাউসে উপস্থিত করবেন। আমরা সেই রিভিউ সম্পর্কে কি দেখতে পাচ্ছি? স্টেট কন্ট্রিবিউশন ১৫৭ কোটি টাকার ভেতর ৭১ কোটি; রেভেনিউ এ্যাকাউন্টসএ ১৪ কোটি, ক্যাপিটাল এ্যাকাউন্টএ ৫৭·৮ কোটি টাকা। আর গ্যাপ যা রয়েছে সেই ৮৬ কোটি টাকার কিছু অংশ স্টেট গভর্নমেন্টকে বহন করতে হবে। সেই রিভিউএ বলা হয়েছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে ১৯৫৬-৬১এ ব্যালান্স ফাইন রেভিনিউ এ্যাকাউন্ট মাইনাস ৬·৬ ক্রোরস, ৫ বছরে রেভিনিউ এ্যাকাউন্টসএ ব্যালেন্স পাওয়া যাবে, মাইনাস ৬·৬ ক্রোরস, শুধু ৩ বছরের ভেতর সেই সংখ্যা মাইনাস ১৩·৫, পুরো রেভিনিউ এ্যাকাউন্টে পাওনা ছিল আশা করা হয়েছিল ৫ বছরে ১৪ কোটি টাকা। কিন্তু তিন বছরে সেখানে মাইনাস ১·৮ ক্রোরস পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং আমার বক্তব্য হলো, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন রেভিনিউ এ্যাকাউন্টসএ স্টেট গভর্নমেন্ট তিন বছরে ২১ কোটি টাকা নাকি সংগ্রহ করেছেন এডিশনাল ট্যাক্সেশন থেকে। এই এডিশনাল রিসোর্সেস কোথা থেকে পান তা বুঝতে পারি না। কোন্ তথ্য ঠিক, আর কোন্ তথ্য বেঠিক সে সম্বন্ধে সংশয় থেকে যায়। এখানে স্পষ্ট লেখা আছে—

> "the deficit in revenue account is due to increase in the level of committed expenditure in both development and non-development heads."

এখানে স্পষ্ট লেখা আছে এবং আরও বলা হচ্ছে যে—

"the increase in revenue resources due to taxation has not been available for the Plan expenditure".

এবং আরও বলা হচ্ছে যে এই অবস্থায় পৌঁছান ফাইনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী। প্রতি বছর কেন্দ্রীয় সরকার যেখানে ১৯৫৭-৫৮ থেকে ২·৫৩ কোটি টাকা রাজ্য সরকারকে দিচ্ছে এবং এডিশনাল রেভিনিউ যোগাতে তিন বছরে রাজ্য সরকার তুলেছেন ট্যাক্স ধার্য করে ৮·৪ কোটি টাকা। এই টাকা সম্পূর্ণ নরমাল রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার মেটাতে খরচ হচ্ছে, এই টাকা প্ল্যান এক্সপেন্ডিচার হেডে ঠিক পাওয়া যাচ্ছে না সে কথা স্পষ্টভাবে প্ল্যান এক্সপেন্ডিচারে রিভিউএ বলে দেওয়া হচ্ছে এবং তাতে বলা হচ্ছে—

"unless measures are taken either by reducing expenditure outside the Plan or by raising resources by further taxation, the State's contribution in the revenue account will lag far behind."

এই রেভিনিউ এ্যাকাউন্ট থেকে যে স্টেট কনট্রিবিউশন, সেটা অনেক পিছনে পড়ে থাকবে। তারপর ৮৬ কোটি টাকা গ্যাপ, যেটার অংশ বহন করতে হবে স্টেট গভর্নমেন্টকে, কোথা থেকে সেই টাকা আসবে? সেটা যদি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় একটু বলে দেন ত ভাল হয়। প্ল্যানিং কমিশন যা বলেছেন তা ভুল, আর উনি যা বলেছেন সব সত্য? প্ল্যানিং কমিশন বলে দিয়েছেন স্টেট গভর্নমেন্টের সংগে পরামর্শ করে তবে এই তথ্য এখানে দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার, স্যার, এই বইটায় এমপ্লয়মেন্ট পোটেনশিয়াল সম্বন্ধে কোন কথা লেখা নেই। দুঃখের সংগে দেখছি এখানে একটা তথ্য দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে দুর্গাপুর কোক ওভেন প্রজেক্ট সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন পাতায়, নানা রকম রকমারীভাবে লেখা রয়েছে। মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি প্রথম পৃষ্ঠায় দেখুন সেখানে বলা হয়েছে—

"Exploitation of the coal resources of West Bengal became a major component factor of the Coal Waste Chemical Industry".

মস্ত বড় কথা, যেন একটা ভিত্তি স্থাপন করেছেন। তারপর (২)এর পৃষ্ঠায় বলা হচ্ছে—

"Coke Oven Project is an integrated scheme for the full exploitation of the unlimited resources of the coal area".

তারপর (৩)এর পৃষ্ঠায় বলা হচ্ছে—

"provision of Rs. 6 crores for the four special projects, the Damodar Coke Oven Project, the Coke Oven and Thermal Plant and three Spinning Mills".

তার মধ্যে একটা প্রজেক্ট হল দুর্গাপুর কোক ওভেন প্রজেক্ট। তারপর (৪১) পৃষ্ঠায় আপনি আসুন, সেখানে দেখতে পাবেন, বলা হচ্ছে এই

a Coke Oven and a Thermal Plant and three Spinning Mills, gas grid system.

এখান থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। তারপর মিঃ স্পীকার, স্যার, ৯৮ পৃষ্ঠায় যান। সেখানে দেখুন বলা হচ্ছে—

"tenders for Power Plant have been already accepted and the work has started recently."

তারপরের লাইনে বলা হচ্ছে—

"the tenders for Power Plant have been already accepted and work will start soon."

এর কোনটা ঠিক। একবার বলা হচ্ছে কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, আবার পরের লাইনে বলা হচ্ছে কাজ শীঘ্র আরম্ভ করা হবে। তারপর দেখুন গ্যাস গ্রিড প্রজেক্ট সম্বন্ধে আবার নতুন করে বলা হচ্ছে রিসোর্সেস এবং ক্যাপিটাল কস্ট এর জন্য সেকেন্ড প্ল্যানের স্কীমে ৯·৮৬ ক্রোরস বরাদ্দ আছে। মিঃ স্পীকার, স্যার, একবার বলা হচ্ছে ৬ কোটি আবার বলা হচ্ছে ৯·৮৬ কোটি।

একবার বলা হল থার্মাল কোক ওভেন, আর একবার বলা হচ্ছে থার্মাল কোক ওভেন গ্রিড, আবার ৩১ পৃষ্ঠায় যান, সেখানে ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন হেডে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার দেখান হয়েছে কোক ওভেন গ্যাস এ্যান্ড গ্রিড পাওয়ার প্ল্যানের জন্য সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা। কোনটা ঠিক? মিঃ স্পীকার, স্যার, সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানে খরচ করছেন, না, ছয় কোটি টাকা, না, ৯·৮৬ ক্রোরস? যদি এই সাড়ে পাঁচ কোটি টাকাই খরচ করে থাকেন, তাহলে গ্যাস গ্রিড সিস্টেম করছেন না। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় স্পষ্ট করে বলবেন মিসেলিনিয়াস হেডে যে কয়টি স্কীম দেওয়া হয়েছে, সেগুলি কেন এমনভাবে সাজান হয়েছে? ১০০ পৃষ্ঠায় দুর্গাপুর প্রজেক্ট হেডে বলা হয়েছে—

coke oven by-product, recovery of by-product and coal tar distillation by-product—

[6-35—6-45 p.m.]

সব কিছু বলা হচ্ছে কিন্তু মিঃ স্পীকার, স্যার, যখন ডিমান্ড ফর গ্র্যান্টের সময় ডেভেলপমেন্টের খাতে আলোচনা হচ্ছিল তখন এই দুর্গাপুর সম্পর্কে আমি যে কথা বলেছিলাম সে কথা শুনে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং তিনি বিদ্রূপ ক'রে আমাকে বলেছিলেন আমি নাকি মস্ত বড় একজন স্পেসিয়ালিস্ট, মস্ত বড় কেমিস্ট এবং যেসব তথ্য দিচ্ছি উনি তার কোনটাই মানতে রাজী নন। কিন্তু মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি ৩০এ জুন তারিখের হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড'এর এডিটোরিয়ালএর দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমি যে কথা বলেছিলাম এই হাউসে সে কথাই সেখানে বলা হচ্ছে এবং সেখানে বলা হচ্ছে ফ্রেঞ্চ একটি ফার্ম তারা একটি প্ল্যান দিয়েছিলেন ইনটিগ্রেটেড প্ল্যান, কোল টার ডিসটিলেশন প্ল্যান শুধু ডাই-স্টাফ, ড্রাগ সমস্ত কিছু এক্সপ্লয়টেশনের জন্যে এবং তারা বলেছিলেন যে তারা ফাইন্যান্স করবেন। সেখানে ফরেন এক্সচেঞ্জের প্রশ্ন ছিল না, টেকনিক্যাল পার্সোনেলের প্রশ্নও ছিল না, তারা এমনও প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে আমরা জুনিয়র পার্টনার হবো, স্টেট প্রজেক্ট করুন, আমরা জুনিয়র পার্টনার হয়ে কোল বেসড কেমিকেল ইন্ডাস্ট্রিগুলির ভিত্তি স্থাপন করবো, আমরা কাজ করে দেবো আপনারা এই প্ল্যান গ্রহণ করুন। সেই কথা ৩০এ তারিখের হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের এডিটোরিয়ালে বেরিয়েছে। আমি আজকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্পষ্ট ভাষায় জবাব চাই যে তাঁরা কোল বেসড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির ধোকা দিচ্ছেন আমাদের, না তারা সত্যিকারের কোল বেসড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি মিন করেন। এই সম্পর্কে ১৯৪১ সালে ভারত সরকার যে একটি কমিটি গঠন করেছিলেন ডাই-স্টাফ ডেভেলপমেন্টের জন্য সেই কমিটির যে রিপোর্ট বেরিয়েছিল তার প্রতি মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কোল-বেসড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি শুধু কথার কথা নয়, বলে দিলেই হল না যে ৫ কোটি আর ৬ কোটি খরচ করছি। কমিটি কি বলছেন—

"dye stuff industry acts as an important link in the chain of other essential chemical industries such as the heavy chemical inorganic industry and coal-tar industry on the one hand and fine industry and pharmaceuticals industry and chemical synthetic plastics and solvent industry on the other."

এইখানে প্রশ্ন হল এই যে প্রডাকশনের হাই কস্ট হল লিমিটিং ফ্যাক্টর, যদি আজকে বড় করে করা যায় সেই লিমিটিং ফ্যাক্টরের গণ্ডি থেকে আমরা উত্তীর্ণ হতে পারবো এবং আমরা একটা ইকনমিক ইউনিট সেখানে গড়ে তুলতে পারবো কারণ ভারতবর্ষের ৯০ পারসেন্ট কোল রেজিং হয় ঐ এলাকাতে এবং ভারতবর্ষের ৭০ পারসেন্ট কোল ডিপোজিট আছে ঐ এলাকাতে। অন্য জায়গায় ডাবল হলেজ করে সারা দেশের মধ্যে মাদ্রাজে কিম্বা বোম্বেতে ফ্যাক্টরি করলে চলবে না। আজকে শুনতে চাই এমপ্লয়মেন্ট পোটেনশিয়ালের কথা, মাননীয় জ্যোতিবাবুও একথা বলেছেন ১৬ লক্ষ আনএমপ্লয়েডের কথা যা ১৯৫৫ সালে ডাক্তার রায় এই সভায় বলেছিলেন সেই ১৬ লক্ষ লোকের কত লোককে এই সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানে তাদের কর্ম-সংস্থান করতে পারবেন এবং কোক ওভেন প্ল্যান্ট যেটা ফলাও করে আপনারা বলছেন তার ভিতর দিয়ে কত লোকের কর্মসংস্থান করতে পারবেন সে কথার জবাব আপনাদের কাছে চাইছি, তাহলেই আমরা বুঝতে পারবো যে এটা আপনারা সিরিয়াসলি মিন করেন, আর না হলে বুঝবো যে আমাদের ধোকা দেবার জন্য এইসব পুস্তিকা ছেপেছেন।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিতর্কে আমি একটা জিনিস শুনবার আশা করেছিলাম সেই আশা দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছি আমার সফল হয় নি। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা যখন বক্তৃতা আরম্ভ করেছিলেন তখন তিনি ফরেন এক্সচেঞ্জ ক্রাইসিস এবং তার ইন্টারন্যাশনাল সমস্যা কিভাবে ভারতবর্ষের প্ল্যানের উপর ছায়াপাত করছে তাই দিয়ে আরম্ভ করেছিলেন। তারপর শেষকালে আলোচনা হল এই যে, এখানে সেই প্ল্যানের বিভিন্ন জিনিসের এক্জিকিউশনের কোথায় কি দোষ হয়েছে এই নিয়ে অনেক আলোচনা হল। ছোটখাট অনেক আলোচনা হল। আমার এইটুকু শুনবার ইচ্ছা ছিল যে আজকে প্ল্যান, যাকে প্ল্যানের কর্তারাও বলেছেন যে আমরা ফ্লেক্সিবল প্ল্যান রেখেছি, মূল কাঠামোর মধ্যে প্রয়োজনমত তার অদলবদল করা সম্ভব। আজকে সেই পরিপ্রেক্ষিতে সেই প্ল্যানের কি অদলবদল দরকার এই সম্বন্ধে আরও বেশি করে মৌলিক কিছু কথা শুনবার আশা ছিল, সে কথা আলোচনা হয় নি, অন্ততঃ আমি তা ধরতে পারি নি। আজকে আমাদের এখানে একটা বক্তব্য হচ্ছে এই ফরেন এক্সচেঞ্জ ক্রাইসিস প্ল্যানের মধ্যে একটা গভীর সংকটের কথা। একথা ঠিক। কিন্তু মাননীয় বিরোধীপক্ষের নেতা মহাশয়ের অবগতির জন্য জানাই—কিছুকাল পূর্বে প্রখ্যাত অর্থনৈতিক প্রফেসর অসকারন্যাঞ্জ যখন এসেছিলেন প্রশান্ত মহলানবীশের বাড়িতে, তাঁর সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল, তিনি কমিউনিস্ট এবং খুব বড় ইকনমিস্ট, তিনি আমাকে একটি কথা বলেছিলেন, তোমরা এটা ভুলে যেয়ো না অ'নডেভেলপড কান্ট্রিতে যদি মূল ডাইরেকশন ঠিক থাকে, মধ্যে মধ্যেও ক্রাইসিস দেখা দেবে, তা নিয়ে চিন্তার কোন কারণ নাই। আজকে আমাদের বিরোধী দলের নেতা মহাশয় একজন এ্যামেরিকান ইকনমিস্টের মত এখানে উদ্ধৃত করেছেন, সেজন্য আমিও সাহস করে আর একজন ইকনমিস্টের মত উদ্ধৃত করছি। তার নাম হচ্ছে প্রফেসর কেসারলিং, যিনি গত যুদ্ধের সময় রুজভেল্ট এডমিনিস্ট্রেশনের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন—এবং প্রশান্ত মহলানবীশের আমন্ত্রণে ভারতবর্ষে প্ল্যান পরীক্ষার জন, এসেছিলেন, ইনস্টিটিউটে তিনিও একথা বলেছিলেন যে প্রফেসর অসকারলেং যে কথা বলেছেন তার সঙ্গে আমি একমত—আনডেভেলপড কান্ট্রিতে যে প্রয়োজন সেটা হল মৌলিক এবং তার কাঠামোর মধ্যে কিভাবে রিসোর্সেস ক্রিয়েট আমরা করতে পারবো সেই প্রবেবল সলিউশন হচ্ছে আজকে যে ফরেন এক্সচেঞ্জ ক্রাইসেস আসছে কারণ যথেষ্ট উৎপাদন বাইরে পাঠাতে পারছি না এবং সেখান থেকে আনবার জন্য রিসোর্সেস তৈরি করতে পাচ্ছি না। আজকে দেশে যে খাদ্যাভাব সেটা হচ্ছে রিসোর্সেসের ক্রাইসিস, ইন ফিজিক্যাল টার্মস, কাজেই এই যে ক্রাইসিস ইন রিসোর্সেস সেটা কিভাবে পেতে পারি সেই মৌলিক কথাটাই আলোচনা হওয়া উচিত ছিল। আজ সেজন্য অন্য দেশের সঙ্গে তুলনা করলে চলবে না। অধ্যক্ষ মহলানবীশ বার বার একথা বলেছেন তাঁর প্রবন্ধে—রুশিয়ায় বহু জমি ছিল তারা যেভাবে রিসোর্স এক্সপন্ড করেছেন, আজকে চেইনের প্ল্যান থেকে দেখা যাবে সে পরিকল্পনা তারা গ্রহণ করে নি, নিজেদের দেশের মত করে গ্রহণ করেছে সুতরাং আমাদের যে সমস্যা সে সমস্যার সঙ্গে মিলিয়ে আমরা কি করে রিসোর্সেস ইন প্রবলেম সলভ করতে পারবো সে বিষয়ে আমাদের জানতে হবে। আমি এই প্রসঙ্গে সময় পেলে আরও ভাল করে বলতে পারতাম, আলোচনা করার চেষ্টা করতাম, সময় সংক্ষেপ, আমি শুধু এটুকু বলতে চাই—ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে এবং পশ্চিমবঙ্গের সমস্যার যে সমস্ত অসুবিধা রয়েছে তার মধ্য দিয়ে রিসোর্সেস ইন প্রবলেম আমাদের কি করে সলিউশন হতে পারে সে কথা আমাদের আলোচনা করতে হবে। যে আলোচনা এখন আমরা সম্পূর্ণ করতে চাই না কারণ সেই বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে অল্প সময়ে আলোচনা সম্ভব নয় কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সলিউশন করতে হবে এবং প্রথমেই আমাদের বুঝতে হবে—আমাদের যে রিসোর্সেস যা ক্রিয়েট করতে যাচ্ছি সেই ক্রিয়েশনের পথে সমাজের কোন কোন জিনিস বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। একথা সত্য আমাদের ক্লোজড ইকনমি নয়, ফোরসড ইকনমিও নয়, আমাদের পুরো কন্ট্রোলড ইকনমি নয়, পুরো ক্লোজড ইকনমিও নয়, এর পেছনে যে [illegible] আদর্শ আছে সেই আদর্শ আজ ভারতবর্ষ স্বীকার করে নিয়েছে, এবং করে নিয়েছে বলেই প্ল্যান চলছে তার বিরুদ্ধে যতই আপত্তি হোক। এই আদর্শের মধ্যে যে স্বাধীনতার কথা আছে সেই স্বাধীনতাকে আইনের জোরে, পুলিসের জোরে নিশ্চিহ্ন করে দেবো সেই আদর্শ গ্রহণ করতে আমরা রাজী নই বলেই এর মধ্যে স্বাধীনতা

আছে, যদি না থাকত রাশিয়ার মত রিসোর্সেস ক্রিয়েট করবার জন্য থার্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান পর্যন্ত কনজিউমার গুডসের কোন পরিকল্পনা থাকত না—সেটা স্টালিন নিজের পার্টিতে বার বার রিপোর্ট দিয়ে গেছেন, সেই রিপোর্টের মধ্যে হিসাব দিয়ে সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে—

Sj. Jyoti Basu:

এসব কোথায়, কনজিউমার গুডসের কথা কোথায়?

[6-45—6-55 p.m.]

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

কমিউনিস্ট পার্টির টুয়েন্টিথ কংগ্রেসের আগের রিপোর্টগুলি পড়ে দেখবেন।

[Noise.]

সেইভাবে আমরা যদি আজকে বলতাম যে কনজিউমার গুডস তোমরা পাবে না—সমস্ত রিসোর্সেস তৈরি করে আমাদের বেসিক ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করবো তাহলে তা করা সম্ভব হতো। লর্ড পাসফিল্ড প্রকাণ্ড বই লিখেছেন 'কমিউনিস্ট ইন নিউ সিভিলিজেশন', সে কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন। তার মধ্যে একটা কথা লেখা আছে—১২ বছর সাবানের মুখ দেখি নি অথচ সানন্দে বলেছিল—'উই শ্যাল সার্ভ আওয়ারসেলভস', আজকে এখানেও যদি বাধা না আসে আন্দোলন না হয়, কোন রকম গণ্ডগোল সৃষ্টি না হয়, এ জিনিস হতে পারে। আজকে সে জিনিস আমরা চাই না দুটো দিকে ব্যালেন্স করে চলছি বলে পদে পদে বাধা উপস্থিত হচ্ছে, এই বাধার মধ্যেও আমাদের অগ্রগতির নানা পুস্তিকার মধ্যে, মুখ্যমন্ত্রীর জবাবের মধ্যে আপনারা দেখতে পাবেন।

শুধু এইটুকুন কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। আজ আমাদের আরও পজিটিভ সোস্যাল ডাইরেকশন ফর এনসিয়েশন অফ রিসোর্সেসের দরকার। এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে পণ্ডিতজী এই কথা বলেছিলেন যে যদিও ডেমোক্রেসীর আদর্শকে আমরা নষ্ট করতে চাই না, কিন্তু যদি আমাদের দেশে সোস্যালিজম প্রতিষ্ঠা না হয় তাহলে আজকে মিক্সড ইকনমির মধ্যে যে এক দল লোক বাধা সৃষ্টি করে, আমাদের রিসোর্সের ক্রিয়েসনের পথে বাধা সৃষ্টি করছে সেই বাধা আজকে প্রোগ্রেসিভলি আমাদের দূর করতে হবে। আজ সেইসব বাধা দূর করার চেষ্টা চলছে এবং আমার নিজের কোন সন্দেহ নেই যে যদি আমাদের আরও প্রয়োজন হয় তাহলে এ বিষয়ে আমাদের আরও করার দরকার আছে এবং করার ব্যবস্থাও করা হবে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে এই যে নানারকম সমস্যা এখানে মার্জিন আরও কম, তার মধ্যে যদি দরকার হয় তাহলে এই যে ইংরেজী ধরণের নিও কিনিসিয়ান থিওরী মাল্টিপ্লাইয়ার থিওরী অর্থাৎ টাকা ঢাললেই আমাদের অর্থ পর পর চলতে থাকবে এবং তার ফলে রিইনভেস্টমেন্ট হবে ও দেশের লোকের সঙ্গতি বাড়বে। কিন্তু এই ধারণা পরিত্যাগ করে আমাদের আরও পজিটিভলি রাষ্ট্রের হাতে টাকা নিয়ে দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে সেটা ইনভেস্ট করে তার মধ্যে ডবল ক্রপ প্যাটার্ন করে চাষের ক্ষেত্রে সুবিধা করতে হবে। শ্রীপ্রশান্ত মহলানবীশ যেকথা বারবার বলেছিলেন যে ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে আমরা কি করে ডিসেন্ট্রালাইজড এ্যান্ড স্মল-স্কেল ইন্ডাস্ট্রি অর্থাৎ বর্তমানে ইন্ডাস্ট্রিতে শুধু ট্যাক্স করে কেবল লেবার ওয়েলফেয়ার নয়, বেসিক অল্টারেশন অফ দি ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্ট্রাকচারও কি করে আমরা নতুন এমপ্লয়মেন্ট পোটেনশিয়াল করতে পারি, নতুন কি করে অর্থ সৃষ্টি করতে পারি এবং অগ্রগতির পথে চলতে পারি সেই কথাই প্ল্যানিং কমিশন স্বীকার করে নিয়েছেন। আমার সময় থাকলে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়ত কিছু করবার চেষ্টা করতাম। আমি আশা করেছিলাম বিরোধীপক্ষের তরফ থেকে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে, কিন্তু আমি এ বিষয়ে খুব বেশি জানতে পারি নি। আশা করি যে তাঁরা এই কথা চিন্তা করে দেখবেন যে ভারতবর্ষের জনসাধারণের স্বাধীন মতের মর্যাদা দিয়ে জনসাধারণের উপর কোন রকম বন্দুক পুলিস দিয়ে জোর করে সমাজ সংস্কার করার চেষ্টা না করে আজ যে মত ডেমোক্রেসির মধ্যে দিয়ে সোস্যালিজমের প্রচেষ্টা হচ্ছে সে শুধু পশ্চিমী দেশগুলির তুলনায় নতুন তা নয় আমাদের মতন আন্ডার-ডেভেলপড কান্ট্রিজ এবং ইতিহাসেও যে অগণ্য একথা সমস্ত নিরপেক্ষ মাত্রই স্বীকার করবেন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, regarding the Second Five-Year Plan, particularly so far as Bengal is concerned, I sincerely expected some constructive criticisms regarding the plan. It is no use saying that they do not know what the plans are, how they have been executed from year to year. Here is a book which is published by the Finance Department, Government of West Bengal, showing the progress of development schemes under the Second Five-Year Plan including the committed expenditure for the First Five-Year Plan and new schemes, etc., etc. Therefore, if there was any constructive suggestion to be made, it could have been based upon the facts that are given there or in other books that have been published by the Government. But instead of that I heard Shri Jyoti Basu say—he began well—in the end "if you cannot do your job, get out of it; I want to get in" and he also mentioned in course of his speech an indirect hint that I should not possess any nephew and he said something about my having a friend called P. C. Mitra. I do not know what he meant by it. Let him be explicit. There is no harm in it. I am not afraid of attacks. Hard words do not break bones. Another honourable member followed him. He said that the whole of your party will be upside down, উল্টোপিঠ হয়ে যাবে I ask him: what will happen to him if he gets উল্টোপিঠ?

Sir, I want to say something about the scheme, because the members, I believe, have not got the correct idea with regard to all-India Plan as well as the West Bengal Plan.

Sir, in the First Five-Year Plan period, as I have said many times in this House, we completed Rs. 72 crores worth of different objectives and, so far as all-India figures are concerned, it is known that national income has increased from Rs. 9,110 crores to Rs. 10,800 crores, that is, by 25 per cent. although the per capita income rose from Rs. 254 to Rs. 281—the proportion in which the per capita income rose was not the proportion in which the national income rose, this was due to increase of population. During the Second Five-Year Plan period, it is expected that our national income should increase from Rs. 10,800 crores to Rs. 13,480 crores and our per capita income from Rs. 281 to Rs. 330. That is our hope and expectation.

Sir, we must not forget that this country is mainly an agricultural country—75 per cent. of our people depend upon agriculture, secondly, that the average standard of living of the people of this country is low, thirdly, that the productivity rate is low here and, fourthly, that unemployment and under-employment are markedly high in this country. Sir, we cannot get out of these facts. This is what Sj. Bimal Chandra Sinha meant when he said, we are an under-developed country. We know that. Nobody can shut his eyes to these facts. Therefore, these plans are not an end by themselves, but they are a means to an end. What is the end? The end is increase of the national income, as I have just said, from Rs. 10,800 crores to Rs. 13,480 crores and, secondly, rapid development of industries, particularly basic and heavy industries. It is well-known that we must have these basic industries in the Second Plan period, otherwise it would not be possible for us to have machineries built in this country and producer goods also cannot be produced. If we have to import machineries for producer goods, then we will have to pay for the import of these machineries. Sir, this is a paradox which is to be found, particularly, in an under-developed poor country like India. On the one hand, we must increase the basic industries. If we take a long view of development of our country, we must do it. That is the background. But, at the same time, we know that heavy industries are capital intensive and we know also that they are very labour intensive. Therefore, although this is an essential thing and although there has been a large increase in the provision for industries made in the Second Five-Year Plan compared to the First Plan, yet we have to

recognise the fact that in order to get this large increase in the volume of heavy industries, we must find funds. There, again, we are faced with difficulties.

[6-55—7-5 p.m.]

There will have to be large production centres and a large volume of capital goods and that requires money which the country has not got. That is the first item. The second item is that if you only develop the basic industries and heavy industries and you pour in 1,000 crores or 1,500 crores into them, unless correspondingly you increase the volume of consumer gooods or reduce the consumption of consumer goods inflation is bound to take place. If you do not increase the volume of consumption, then ultimately heavy industries will fail because unless there is sale of their output it is not possible for them to continue to exist. On the other hand, unless you have the consumer goods produced in large quantities so as to meet the need of those who are engaged in the heavy industries, inflation, again, is bound to take place. These are the factors which we have got to take into account. We know that the objectives of the Second Five-Year Plan are increase in the national income, expansion of employment opportunities, reduction of inequalities of income and wealth, and more equitable distribution of wealth and economic power among the people of the country. These are the objectives. The question is how to get at them. To increase the national income we must increase production, not merely production of the heavy industries but also of smaller industries and consumer goods. The increased production means also the increased power of consumption. Unless you do increase the power of consumption you cannot continue to have increased production for any length of time. Therefore, we have to take this view that we must increase the basic industries and at the same time increase the small and village industries. There is one group of people in the country and in the world who think that development of a particular country can only depend upon increase in capital goods industry. That has been done for many years in Russia but that necessarily imposes a liability of controlling the consumption of goods—otherwise inflation will take place and that was what happened in Russia. Expansion of basic industry therefore should be balanced with efforts at increase of consumption goods. If you want to increase the production of consumer goods you have got to get the machine. You have got to get machine, for instance, for various types of production of sugar, bicycles, sewing machines, electric fans etc. If you have to import machinery for producing them it will be a sort of vicious circle and we shall be in a dilemma. Therefore, the Second Five-Year Plan was conceived and probably you are aware that long preparation was made before the Plan was placed before the public. In the First Five-Year Plan there was not much of previous calculation, arrangement, discussion and so on but in the case of the Second Five-Year Plan it was placed before a panel of economists. You have heard one name, Mr. Mahalanabis and there were also Mr. Rao and others in the panel of economists to consider this in August, 1955 and then the Plan was discussed between the officers of the State Governments individually and those of the Central Government. Then the Plan was placed before the National Development Council and then the Plan was placed before the Parliament in 1956. Therefore there was a great deal of arrangement made before the Plan was actually published. You have seen the volume of the Plan. At first it was suggested that the total plan would be 4,800 crores in the public sector and about 2,200 crores in the private sector. Then they found out two things. One was that the prices of commodities in the public sector had gone up high and therefore they felt that they might not be able to get the 4,800 crores as you must have known that of the 4,800 crores about 900 crores remained as a gap to be filled up either by money received from

outside or by deficit financing of various types. Now, this scheme was therefore placed before the National Development Council a few months ago in order to find out whether the scheme should be reduced in size in view of this difficulty, namely, rise in prices of commodities which would be imported and secondly because of the difficulty in getting the necessary deficit financing. Another thing came up before us and that was that although in 1954 we had a fairly good season and we had an idea that we might not have to import foodgrains from outside, that was found to be a wrong calculation and therefore that again added to our difficulties so far as finding funds for the development projects was concerned. The question therefore arose as to whether there should be reduction of the Plan both for each State as well as for the Centre from 4,800 crores to 4,500 crores. Eventually it was decided to keep to the 4,800 crores but to divide it into two parts—one would be 4,500 crores certain and the other 300 crores would depend on whether we can get further deficit financing in some place or other or whether we can increase our own resources in some way or other. That is the background in which the Second Five-Year Plan was made.

Now, in this State we were asked, as every State was asked, in 1955 to find out what would be the need of the State for development purposes. We had originally a scheme of 554 crores for the Second Five-Year Plan of which 113 crores was intended for refugee rehabilitation and 441 crores for other purposes. Then this was done on the basis of the requirements placed before the Government by the different local bodies in different districts of West Bengal—so much for roads, so much for water supply and so on. We felt that it was not possible to think of 441 crores. During the previous five years we spent only 69 crores. We then thought that perhaps 322 crores should be enough of which 56 crores were for some big projects like reclamation of salt lake, Ganga Barrage, disposal of sewage, Durgapur Coke Oven Plant and so on. These constituted 56 crores and the remaining 266 crores was the figure we gave to the Planning Commission for consideration.

[7-5—7-15 p.m.]

In September, 1955, it was decided that the Ganga Project should be a Government of India Project. So we agreed to drop that. Then after discussion with the various departments of the State Government the figure of 266 crores was reduced to 161 crores because this sum would mean not merely contribution of the Government of the State but also contribution of the Government of India and they felt that the 161 crores should be enough and of this 6.5 crores was set apart for the various projects I have mentioned—the Coke Oven Project, etc., etc. and they also asked us to reduce the total demand by 5 per cent. So actually the amount that was agreed upon between the Government of India and ourselves was that there should be an expenditure of 153.66 crores and 6 crores would be for the special projects I have just mentioned. Then later on 4 crores was added to this figure for the development of transferred territories so that the total figure came up to 157 crores, of which Damodar Valley was to get 15 crores, so that leaving Damodar Valley out—you remember the Damodar Valley Project is supplied with fund from the Government of India as a loan to be distributed through the Government of West Bengal into the Damodar Valley, that is a scheme which was adopted before partition—and if you take that 15 crores out from 157 crores then 142 crores remains as our target for getting our development projects in Bengal.

Sir, a question has been asked by a person, who I cannot expect to think in terms of figures, that the West Bengal Government has paid nothing towards the development project. I have got here the figures for different

years and you will realise what the position actually is. In the year 1956-57 the Planning Commission accepted a budget figure of 23.6 crores inclusive of Damodar Valley. Of this 23.6 crores the State Government was to pay 7.7 crores, the Centre has to find 11.1 crores. Actually the State Government spent 10.7 crores, not 7.7 crores, and the Central Government gave us only 6.5 crores. Of the total of 153 crores without the added areas or 157 crores with the added areas including the D.V.C. it was decided that we should find 69 crores and the 74 crores should be found by the Government of India, that is, without the Damodar Valley. Therefore, the proportion should have been 55 per cent. from the Government of India and contribution of 45 per cent. from us. But in the first year we found that we spent 63 per cent. of the total and the Government of India paid only 38 per cent. In the year 1957-58 the total budget was originally for 28.49 crores. They reduced the estimate to 26.41 crores. The State gave 9.25 crores; the Centre gave 11.2 crores, that is to say, the State again paid more than the Centre. In the year 1958-59, the present year, the Government of India said that the total should be 21.47 crores. We suggested that it should be 24.51 crores of which 14.42 crores would be paid by the Government of the State and 10.9 crores by the Centre. Therefore you will realise that in the three years that we have done the Centre has paid 26.65 crores and we have paid 35.92 crores. Our share is even more than the share of the Government of India. It is true that in the first two years the pattern of assistance through the Government of India was less or actual assistance was less than was promised because of a pattern of assistance which was laid down by the Planning Commission and the different Ministries of the Government of India. I will give you one example. The question was whether there should be any allotment for an epidemic disease like leprosy or philaria. Now, the Central Government said "If you take money for philaria, I shall give you but if you want to have money for leprosy I will not give you the same amount." Their pattern of assistance is something different from ours. When I pleaded--not exactly pleaded —I argued with them that Bengal does not need much assistance so far as philaria is concerned, but leprosy is a burning subject in Bengal particularly in the districts of Bankura and Midnapore, they said "Our pattern of assistance is that we must give for this and not for the other". But fortunately, this time they have agreed to that. Once the total figure is agreed upon between the Planning Commission and the State about the end of September, October or November, then for the next year they shall pay us without reference to the pattern of assistance regularly every month from the beginning of the next financial year or every three months, as the case may be, and wait till November or December of the following year when actual figures have to be placed before the Government of India and the Accountant-General before further help would be given. Therefore, the actual amount of assistance received from the Central Government in the last three years has been 41 crores inclusive of Damodar Valley. So if you take 13 and something or 14 crores as the average and if you get another 28 crores for the next two years at 14 crores, we shall be getting 69 crores from the Centre and we shall be providing 68.92 crores. You will remember that the Finance Commission has suggested to the Government of India that the total need for Bengal is 153 crores. They said of these 153 crores 53 crores will come from revenue and 100 crores will come from loan. Of this 53 crores, 20 crores should come from the Government of India to the State Government and the other 33 crores the State Government must find. We have told the Government of India that not only can we find 33 crores but we can find 38 crores during the five year period provided 25 crores is given by the Central Government as indicated by the Finance Commission. Actually they are far below that figure. For instance, for the last three years the Centre has made a grant of 9 crores. In three years

they have paid it. Therefore, they cannot pay 16 crores according to the Finance Commission in course of two more years. They have paid 17 crores as loan. They cannot possibly pay another 40 crores during the next two years. Therefore, my calculation is that we will keep to our project of 153 crores, and we at least would be able to provide 136 crores from our budget. And if the Centre gives us at the rate of 13 crores for the next two years, in that case we shall pay practically the whole of 153 crores minus 17 crores. This is the position so far as the contributions of the Centre and ourselves are concerned.

[7-15—7-23 p.m.]

Sir, it has been suggested by Shri Jyoti Basu about the rural health centre that our scheme for the five-year plan was 330 rural health centres. Sir, we have finished or about to finish 178. This is given here including the provision for the Purulia area. Therefore, we have done more than nearly 60 per cent. in three years' time. So there is no reason for any complaint here.

There is another question which has been raised and that is with regard to spinning mill. It is true that we had planned for three spinning mills in Bengal to be done in the public sector plus seven or eight spinning mills through the Refugee Rehabilitation scheme. So far as the refugee rehabilitation scheme is concerned, sixty or seventy per cent. of the work is finished. So far as our scheme is concerned, our difficulty has been the following: We have laid down the plan. We have done other arrangements and we have asked for the release of the foreign exchange, and after that is done, we shall put it into effect.

It is true that unemployment is not likely to be relieved to a very marked extent for the very simple reason that as the new avenues of employment increase, the population also increases. Therefore, my estimate is that although there may be increased employment, relief to the unemployed will not be of a very marked extent during the next few years. That is my estimate. I may be wrong. I hope I may be wrong. I agree with those who feel that the only way in which we can relieve unemployment is to develop the small and cottage industries. As I have indicated before, mere development of heavy industries will not relieve unemployment nor would it provide the consumer goods that people would require. Of course, we hope to save a large sum of money through the heavy industries by stopping import of machineries. But there are associated conditions to be satisfied, for example, the question of transport comes in, the question of railways comes in and all these questions have to be solved.

Sir, so far as this State is concerned, we hope we shall be able to fulfil our obligation so far as the provision of Rs. 153 crores or Rs. 157 crores is concerned. I am only hoping but I do not know whether the Government of India will ultimately be able to give us the balance of Rs. 47 crores—they have already given us Rs. 41 crores—of course, they may give us Rs. 23 crores each year. But I have got this assurance from the Planning Commission that if our resources permit it—even though we do not get any help from outside—we may complete our projects such as they are. Of course, our resources mean not merely resources from taxation but also resources of borrowing money in the market or by any other method that we may adopt, so far as this State is concerned.

Sir, this is all that I have got to say with regard to the Second Five-Year Plan. I know that everybody here as well as outside is keen upon developing this country—everybody in this country likes to develop it as fast as we can—but there are difficulties in the way which I have tried to explain. Therefore, although we are going ahead, to my mind, fairly satisfactorily, considering our difficulties and our difficult ways and means position, yet much more remains to be done and it will require not one or two Five-Year Plans but it may require three or four or five Five-Year Plans before we can reach our goal.

Mr. Speaker: The debate is closed. The House stands adjourned till 9 a.m. tomorrow.

Adjournment

The House was then adjourned at 7-23 p.m. till 9 a.m. on Saturday, the 26th July, 1958, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Saturday, the 26th July, 1958, at 3 p.m.

PRESENT:

Mr. Speaker (The Hon'ble Sankardas Banerji) in the Chair, 14 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 210 Members.

[3—3-10 p.m.]

Questions

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:
বুধবার কোয়েশ্চেন হবে তো?

Mr. Speaker: There will be no questions today. Questions will be taken up on Wednesday next.

DISCUSSION ON FOOD SITUATION IN WEST BENGAL

Dr. Prafulla Chandra Chosh:
মাননীয় স্পীকার মহাশয়, গতকাল ঠিক সন্ধ্যার সময় আমাদের খাদ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দেন, বরাবরই আমরা এই অনুরোধ করেছিলাম যাতে আগে আমাদের বিবৃতি দেওয়া হয় কিন্তু দিলেন কাল সন্ধ্যাকালে আর বলতে হবে ঠিক সকালবেলায়। যদি দিতে হয় তা হ'লে আরও একটু আগে দিলে আমাদের পক্ষে সুবিধা হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে দেখলাম আর একটি পুস্তিকা "নট মিয়ার ওয়ার্ডস"। কথা নয়, ভাবলাম কি যেন বোধ হয়, মূল্য বৃদ্ধির জন্যই আজকে এই আলোচনা হয়েছে। বোধ হয় এর মধ্যে মূল্যবৃদ্ধি কিভাবে কমানো যাবে তার ব্যবস্থা থাকবে। দেখি তা নেই। সুন্দর সুন্দর ফটোগ্রাফ আছে, সুন্দর সুন্দর গ্র্যাফস আছে, চার্টস আছে, সব আছে, সমস্ত আছে। নট মিয়ার ওয়ার্ডস—কথাটা ঠিকই, কেবল শব্দ নেই। সুন্দর চার্ট আছে, সুন্দর ফটোগ্রাফ আছে তবে আমি সুন্দর ফটোগ্রাফ দেখবার বিরোধী নই, কিন্তু কি ক'রে মূল্যটা কমানো যাবে তা যদি থাকত তা হ'লে বুঝতাম নট মিয়ার ওয়ার্ডস এবং তাতে সন্তুষ্ট হতাম। মূল্য বৃদ্ধির জন্য গত ২৭এ জুন তারিখে আমাদের খাদ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন তার শেষ সময়ে মন্ত্রী বলেছিলেন যে, গত বৎসর অর্থাৎ ১৯৫৭ সালের জুন মাসে চাউলের যে দাম ছিল তখনও নাকি সেই দাম সেই ৬২ নয়া পয়সা নাকি তিনি বললেন। ঐ বৎসর তাই ছিল, এখনও তাই আছে। কাজেই কারও উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই। বাড়ে নাই বাড়ে নাই—এ কথাটা বললেন। কিন্তু আমার ধারণা ছিল, অন্তত আমি যে অঞ্চল থেকে এসেছি সে অঞ্চলে বেড়েছিল ব'লে ধারণা। তারপর আমি সেই-সময় আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৯৫৭ সালের জুন মাসে ২৯এ জুন তারিখে যে চাউলের মূল্য, বিভিন্ন রকমের চাউলের মূল্য যা দেওয়া আছে, এবার ১৯৫৮ সালের ২৭এ

জনুন যে চাউলের মূল্য দেওয়া আছে, সেদিন প্রফুল্লবাবু বক্তৃতা দিলেন, তারপর সেই দুইটি নিলাম অমি পাশাপাশি, তা আমি পড়ে প্রফুল্লবাবুকে শুনাচ্ছি—

	সিদ্ধ ২৯শে জুন ১৯৫৭।	২৭শে জুন ১৯৫৮।	আর ২৫শে জুলাই ১৯৫৮।
	টাকা।	টাকা।	টাকা।
কমলা ভোগ	২২॥০	২৪॥০	২৬৸০
কলমা	২৩॥০	২৬।৵০	২৮৲
পাটনাই	২৩॥৵০	২৭।০	২৮৸০
শশী বালাম	২৪৲	২৬৸৵০	২৮৸৵০
ভাসা মানিক	২৪।০	২৭৲	২৮৸৵০
রূপশাল	২৪।০	২৭৲	২৯৲
বাঁকতুলসী	২৫৲	২৭৸১	২৯॥০
সীতাশাল	২৫॥০	২৮।০	২৯॥০
চামরমণি	২৫॥০	২৯৲	৩০৲
কামিনী	২৭৲	৩০৲	৩৪॥০
গোলাপসরু	৩০॥০	৩২৸১	৩৬॥০

এই যে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন পশুপতি দাস—তাঁরা কাগজে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়েছেন এবং আমি এটা আনন্দবাজার কাগজ থেকে দিয়েছি। কাজেই একথা বলা চলে না যে দাম বাড়ে নি। কলিকাতার কথা বললেও ভুল কথা হয়। এ কথা যদি প্রফুল্লবাবু বলেন যে, গড় ২৬ টাকা ছিল তা হ'লেও তা হিসাবে পাওয়া যায় না। তারপরে ২৫এ জুলাই, ১৯৫৮ অর্থাৎ গতকাল যে চাল বাজারে ছিল তা ২২॥০টাকায় পরে ২৬৸০। যেটা ছিল ২৩৸০ সেটা হয়েছে ২৮।০। সেইরকম কামিনী চাল ২৭ টাকা—৩০ টাকা—৩৪॥০। তা হ'লে ২৭ টাকার জিনিস ৩৪॥০ টাকা হয়েছে, আর ২৬॥০ টাকার জিনিস হয়েছে ৩০ টাকা এবং ২৫॥০ টাকার জিনিস হয়েছে ২৯॥০ টাকা। এতে দেখা যাচ্ছে ৪ টাকা থেকে আরম্ভ ক'রে ৭ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। এই হ'ল অবস্থা কলিকাতার। মফঃস্বলেও ৪ টাকা, ৪॥০ টাকা দাম বেড়েছে। এখন সরকার বলতে পারেন যে, হ্যাঁ, আমরা তো এত দোকান খুলেছি, এত মাল বিতরণ করেছি। চালে এবং গমে ৬ মাসে ২। লক্ষ টন দিয়েছি, আমাদের ৭ লক্ষ টন ডেফিসিট, সেজন্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ৮ লক্ষ টন দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং আমরাও পরে আরও বেশি ক'রে দেব। এসব বুঝলাম, কিন্তু একটা জায়গা বুঝি নি যে, চালের দাম কমবে, বরং সেখানে দেখছি দাম বেড়েই থাকবে। খবরের কাগজে গভর্নমেন্টের তরফ থেকে হুমকি দেখলাম যে, 'দেখ, চালের ব্যাপারে তোমরা যদি এরকমভাবে দাম বাড়াও, উই শ্যাল টেক স্ট্রং স্টেপস'। এই হুমকি দেওয়া হ'ল যেদিন তার পরের দিনই খবরের কাগজে দেখি যে, পশ্চিম বাংলা গভর্নমেন্টের নাকি স্টেপ নেবার ক্ষমতা নেই। গোদা পায়ের এ লাথি না দেখালেই তো হ'ত। যদি কম কথা বলেন, হুমকি না দেখিয়ে তা হ'লেই ভাল হয়। কিন্তু হুমকিকে যদি কার্যে পরিণত না করতে পারেন তা হ'লে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হয়। তাই বলছি, যদি দাম কমাতে না পারেন, ৭ লক্ষ টন ডেফিসিট বলছেন, আর ৮ লক্ষ টন ভারত গভর্নমেন্টের কাছ থেকে পাবেন—তাই যদি হয় তা হ'লে দাম হু হু ক'রে বাড়বে কেন? এর দুটো কারণ হ'তে পারে—(১) গভর্নমেন্টের বা সরকারী গুদাম থেকে যে চাল পাওয়া যায় তা অখাদ্য, আর যা দেন তা যথেষ্ট নয়। অথবা (২) তার মধ্যে কাঁকর মেশানো থাকে বা অ্যাভারেজ চাল যা পাক করলে অন্তত ভাত সিদ্ধ হয় না। এই অ্যাভারেজ চাল যদি হয় তা হ'লে হবে না। তা না হ'লে বাজারে কামিনী চাল ২৭ টাকা থেকে ৩০ টাকা এবং ৩৪॥০ টাকা যেখানে হয়েছে সেখানে প্রফুল্লবাবু ৩১ টাকা ক'রে দিতে পারলে কে আর ৩৪॥০ টাকায় কিনতে যাবে! এত বড় বেকুব কি কেউ আছে কলিকাতায়? জনসাধারণ সরকারী গুদামের চাল পাবে, অথচ কম দামে, অথবা সরকারী গুদাম থেকে কিনে নিয়ে গিয়ে সেই জিনিস ব্ল্যাকমার্কেটএ গিয়ে দাম বেড়ে যায়। সরকারী গুদামের অবস্থা তো এই রকম। কোথায় ৭ লাখ টন ডেফিসিট অথচ ৮ লাখ টন ভারত গভর্নমেন্টের কাছ থেকে পাওয়া সত্ত্বেও দাম কমছে না। এ বড় কঠিন ব্যারাম। এ রকম ড্র্যাস্টিক ডিজিজ রিকয়ার্স ড্র্যাস্টিক রেমেডি। আইন করবার কথা বলতে গেলে প্রফুল্লবাবু বলেন, প্রতি বৎসরই দাম বাড়ে। এ তো অজানা

ছিল না। তা হ'লে আগে থেকে ভারত গভর্নমেন্টের পারামর্শ নিয়ে আইন করা হ'ল না কেন? আমরা বলি এই সমস্ত অসৎ ব্যবসায়ী আনসোস্যাল এলিমেন্ট তাদের জব্দ করা উচিত। সেজন্য যদি প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন অ্যাক্ট অ্যাপ্লাই করেন তা হ'লে উই শ্যাল সাপোর্ট দ্যাট। যদি কেউ নিজেদের দাবী নিয়ে আন্দোলন করে তখন প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন অ্যাক্ট তাদের উপর প্রযুক্ত হ'তে পারে, কিন্তু এই আনসোস্যাল এলিমেন্টদের ধরবার জন্য প্রফুল্লবাবুর ঐ অ্যাক্টের ক্ষমতা নাই।

[9-10—9-20 a.m.]

এটা অবশ্য কালীবাবু করবেন, কিন্তু মিনিস্ট্রি তো একই। আপনারা ডেফিসিট কমাচ্ছেন, রেশন সপ এত করছেন, কিন্তু হোয়াট ইজ দি নেট রেজাল্ট? নেট রেজাল্ট হচ্ছে যে, দাম যদি না কমে তা হ'লে লাভ কি? এজন্য ড্র্যাস্টিক রেমেডির যা কিছু করা দরকার সেই ব্যবস্থাই করতে হবে। বিভিন্ন প্রকারের ভাল চাল যদি মজুত রাখেন তা হ'লে দাম কমে যাবে, কিন্তু যদি অ্যাভারেজ চাল মজুত রাখেন তা হ'লে দাম কমবে না। অর্থাৎ কামিনী চাল, পাটনাই চাল ইত্যাদি সব চাল মিলিয়ে যদি মজুত রাখেন তা হ'লে অ্যাভারেজ দাম কমবে। সেদিন ডাঃ রায় বললেন, চালের দাম বাড়লো তো কয়লা, দুধের দাম বাড়ল কেন? লেবাননে আমেরিকান সৈন্য আসাতে কি এসবের দাম বেড়ে গেল? কিন্তু তা নয়, কারণ চালের দাম বাড়লে সব জিনিসের দাম বাড়বেই। অর্থাৎ চালের দাম হচ্ছে সব জিনিসের ব্যারোমিটার। কাজেই আসল জিনিস হচ্ছে যে, আগে চালের দাম কমাতে হবে। আবার চালের দামের সঙ্গে সঙ্গে ডাল ইত্যাদির দাম বাড়ছে। চাল বাদে ডাল, সরষের তেল, চিনি, ধনে ইত্যাদি প্রায় ৩৫ কোটি টাকার জিনিস বৎসরে আমরা বাহিরে থেকে কিনি। এই সমস্ত জিনিসের দাম বাড়ছে, অথচ সাধারণ মধ্যবিত্তের আয় বাড়ে নি। সেজন্য এখন আমাদের আয় না বাড়িয়ে সস্তায় যাতে আমরা সমস্ত জিনিস পেতে পারি তার ব্যবস্থা গভর্নমেণ্ট থেকে করতে হবে। সমস্ত সরকারী কর্মচারী থেকে আরম্ভ ক'রে মন্ত্রীদের যদি বলা হয় যে, সরকারী দোকান থেকে মাল কিনতে হবে তা হ'লে ডি এ বাড়াবার কথা ওঠে না। যখনই জিনিসের দাম বাড়বে তখনই কর্মচারীরা বলবেন ডি এ বাড়াও। কিন্তু দাম যদি অনবরত বাড়তে থাকে তা হ'লে ডি এ-ও কি অনবরত বাড়াতে হবে? এটা অসম্ভব। মাইনে থেকে টাকা কেটে নিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য সরকার থেকে সস্তা দামে সরবরাহ তাদের করতে হবে এবং তা হ'লেই এই জিনিসের সুরাহা হবে। খাদ্যদ্রব্যের কথা বললেই আমাদের খাদ্যমন্ত্রী বলেন যে, কি করব আমাদের দেশে লোকসংখ্যা অনবরত বাড়ছে এবং তিনি ১৮৭২ সাল থেকে আরম্ভ ক'রে লোকসংখ্যার হিসাব দিলেন। কিন্তু তিনি যদি দুনিয়ার লোকসংখ্যা বাড়ার ইতিহাস দেখতেন তা হ'লে দেখতেন যে, পৃথিবীর সমস্ত দেশেই লোকসংখ্যা বেড়েছে এবং বাড়তির পরিমাণ আমাদের দেশের চেয়ে কম নয়। ১৭০০ সালে গ্রেট ব্রিটেনের পপুলেশন ছিল ৭ মিলিয়ন, আর ১৯৫১ সালে সেটা ৫ কোটির উপর হয়েছে। ইংলন্ড থেকে কিছু কিছু লোক আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ায় গেছে—অস্ট্রেলিয়ায় বলতে গেলে প্রায় সবই ইংলন্ডের লোক—তা সত্ত্বেও সেখানে লোকসংখ্যা বেড়েছে। এই উদাহরণ দিয়ে ইংলন্ডের কোন খাদ্যমন্ত্রী যদি বলেন যে, এত বেড়ে গেছে খাদ্য দেব কি ক'রে, তা হ'লে তিনি সেখানে টিকতে পারবেন না। ইংলন্ডের কোন মন্ত্রীই একথা সেখানে বলতে পারেন না। ইউরোপে ফ্যামিলি প্ল্যানিং আছে, আমেরিকায় ফ্যামিলি প্ল্যানিং আছে, তবুও লোক বাড়ছে। আমাদের দেশে ফ্যামিলি প্ল্যানিং আরও কম, লোক তো বাড়বেই। তার জন্য আমাদের খাদ্যমন্ত্রী যদি এসব কথা বলেন তা হ'লে বলব তিনি খাদ্যমন্ত্রী নন, তিনি মানুষ মারবার মন্ত্রী। সরকারী স্ট্যাটিস্টিক্সে আছে, তারপর হয়ত আরও বেড়েছে—এগ্রিকালচরাল জিওগ্রাফী অব ওয়েস্ট বেঙ্গল, তাতে দেখছি পশ্চিম বাংলায় প্রতি বর্গ-মাইলে ৮১৫ জনের বাস ছিল ১৯৫৫ সালে। হল্যান্ডে ১৯৫৩ সালে দেখছি ৮২০ কি ৮২৫ জন ছিল প্রতি বর্গমাইলে, কোন কোন জায়গায় ২ হাজার লোকও আছে। তা সত্ত্বেও সেখানকার খাদ্যমন্ত্রী কি একথা বলেন যে, লোক বেড়েছে খেতে দিতে পারব না—তা বলেন না। সেখানে সমস্ত দেশে প্রতি বর্গমাইলে ৮২৫ জন লোক, আর সমস্ত ভারতবর্ষে প্রতি বর্গমাইলে গড়ে ৩২০ জন। আমাদের বাংলাদেশে খাদ্যাভাব হ'লে অন্য দেশ থেকে আসে। আমরা জানি রেফিউজি এসেছে ৩০ লক্ষ নেট। ৩২ লক্ষের ফিগার্স দিয়েছেন, কিন্তু পশ্চিম বাংলা থেকে পূর্ব বাংলায় ৬-৭ লক্ষ মুসলমান ভায়েরা গিয়েছিলেন, তার মধ্যে ৫ লক্ষ ফিরে এসেছেন আর

১ লক্ষ থেকে ২ লক্ষ সেখানে রয়ে গেছেন। কাজেই নেট ৩০ লক্ষ এসেছেন একথা অস্বীকার করি না। কিন্তু ফিনল্যান্ড একটা ছোট দেশ। ফিনল্যান্ডের সাউথ ক্যারেলিয়া যুদ্ধের পর রাশিয়াকে দিয়ে দিতে হয়। সেখানে ৪ লক্ষ কত হাজার ফিনিশ অধিবাসী ছিল। সেই ৪ লক্ষ অধিবাসী রাশিয়ায় না থেকে ফিনল্যান্ডে চলে আসে। ফিনল্যান্ডের অধিবাসীর সংখ্যা ৪২ লক্ষ, তার মধ্যে ৪ লক্ষ মানে ১০ পার্সেন্ট লোক সেখানে আসে। জার্মানিতে ৩ কোটি ৯০ লক্ষ লোক, আর ১ কোটি ১০ লক্ষ রেফিউজি এসেছে, ২৫ পার্সেন্ট রেফিউজি সেখানে এসেছে। আমাদের দেশে ২ কোটি ৫০ লক্ষ লোক ধরলে ৩০ লক্ষ যদি রেফিউজি এসে থাকে তবে ১২½ পার্সেন্ট হয়, আর ৩ কোটি যদি ধরি তা হ'লে ১০ পার্সেন্ট হয়। আমি ১২½ পার্সেন্টই ধরছি। ফিনল্যান্ডে ১০ পার্সেন্ট এসেছে, জার্মানিতে ২৫ পার্সেন্ট এসেছে আর পশ্চিমবঙ্গে এসেছে ১২½ পার্সেন্ট। ফিনল্যান্ডের লোক সবচেয়ে বেশি প্রোটিন খায় ১০৩ গ্রামস পার হেড পার ডে এবং সেখানে ডেলি মিল্ক কনজাম্পশন ১ সের ২ ছটাক ওয়ান লিটার পার হেড পার ডে বিসাইডস বাটার অ্যান্ড চীজ, আর আমাদের এখানে দেড় ছটাকও নয়। ফিনল্যান্ড বৎসরে ৮ মাস বরফে ঢাকা থাকে, তা সত্ত্বেও সারা বছর দুধ ওয়ান লিটার পার হেড পার ডে প্রত্যেক লোকে খায়। আমরা তা পাই না। কাজেই আপনাদের নিজেদের অক্ষমতা ঢেকে বলছেন যে, লোক বেড়েছে ব'লে আমরা খেতে দিতে পারছি না। ফিনল্যান্ডে ১০ পার্সেন্ট লোক এসেছে, জার্মানিতে ২৫ পার্সেন্ট লোক এসেছে আর আমাদের এখানে আমার হিসাবও যদি ধরি তা হ'লে ১২½ পার্সেন্ট লোক এসেছে—তা সত্ত্বেও আমরা পারছি না কেন তা দেখতে হবে। অন্যের ঘাড়ে কেবল দোষ চাপানোর মনোবৃত্তি আমাদের দূর করতে হবে। তারপর প্রোডাকশনের কথা বলি—আমাদের দেশে যে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে এই অবস্থাটা যদি একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হ'ত তা হ'লে না হয় বুঝতাম যে, এক বছর পরে এই অবস্থা কেটে যাবে কিন্তু তা তো নয়। গত দশ বৎসরে আমরা সারা ভারতবর্ষে—শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন বলেছেন যে, ১২ শ' কোটি টাকার খাদ্যদ্রব্য কিনেছি বিদেশ থেকে। এখন প্রতি বছর যে কি অবস্থা হবে তা আমরা জানি না। আমরা যদি স্বাবলম্বী না হ'তে পারি তা হ'লে পরে আমাদের না খেয়ে থাকতে হবে—ভারতবর্ষে এই অবস্থা হবে। শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন লোকসভায় বলেছিলেন যে, মাদ্রাজ বা পাঞ্জাবে যে পরিমাণ উৎপন্নের হার বেড়েছে পশ্চিম বাংলায় তা বাড়ে নি। তিনি বলেছেন মাদ্রাজে শতকরা ৫০ ভাগ ফুড গ্রেনস বেড়েছে, পশ্চিম বাংলার বেলায় বলেছেন, ইনসিগনিফিক্যান্ট।

[9-20—9-30 a.m.]

এবং পশ্চিম বাংলার মন্ত্রীরা বলেছেন, আমাদের শতকরা ১০ ভাগ বেড়েছে, খুব হয়েছে গুজবে বেড়েছে। কেন ভাল হয়েছে? তার নিদর্শন কি? যদি এরকম অবস্থা হয় তা হ'লে ভাল মনে করতে পারি না। বরং এই যে কমপ্লেসেন্সি এটা আমাদের ক্ষতির কারণ হবে। আমাদের কৃষিমন্ত্রী এখানে থাকলে বলতাম তাঁকে এই যে অবস্থা, পশ্চিম বাংলায় উৎপাদনের পরিমাণ কি? এই যে ধান উৎপাদন কত? অবশ্য ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় আমাদের পশ্চিম বাংলায় দেখা যায় বেশি, কিন্তু পৃথিবীর তুলনায় কি? আমি বলি—একরপ্রতি এখানে ১১ মণ চাল হয়—যে ধান উৎপন্ন হয় তাতে চাল করলে আর স্পেনে ৩৭ মণ, ৩৫ মণ, ৩০ মণ, ২৮ মণ এবং ইন্দোনেশিয়া, জাপান, ইন্দোচীন এই যেসমস্ত বিভিন্ন দেশে রয়েছে সেখানে এবং এমনকি পাকিস্তানেও ফলন আমাদের চেয়ে বেশি। তা যদি হয় তাহলে এই যে অনবরত প্রচার করতে থাকেন, সেই প্রচার শুনে একথাই মনে হয়, হের হিটলার যা বলতেন—ট্রুথ ইজ নাথিং বাট পার্সিস্টেন্ট প্রোপাগান্ডা—অনবরত প্রচার করলেই কি সত্য ব'লে গ্রহণ করবে মানুষ? সত্য হবে যদি পেটে খেতে পাই। অসুবিধা তো সেখানে। আপনারা বলেন কম ক'রে চাল খান। আমি তো কম ক'রে খেতে রাজী আছি। দৈনিক ৬ আউন্সের বেশি খাই না, এর চেয়েও কম ক'রে খেতে বলছেন? কিন্তু আমি অন্য যে জিনিস খাই কৃষকরা তা খেতে পায় না। আমি জানি গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ কৃষকই খেতে পায় না। আমাকে কেউ যদি বলেন ১।২।৬ মাস কি ১ বছর না খেলে ভগবান লাভ হবে তা হ'লে আমি বলব এ জনমে আমার ভগবান লাভে প্রয়োজন নাই, আগামী জনমে জন্মি তো দেখা যাবে। এই তো অবস্থা—অধিকাংশ লোক যে অবস্থায় খায় আমর তো খেতে পারি না। সেটা অসম্ভব আমাদের পক্ষে। এমন কি, পশ্চিম বাংলার কাঁথি-তমলুককে দেখেছি মধ্যবিত্ত ঘরে দেখেছি, কোনরকমে ভাত বৈতাল দিয়ে অর্থাৎ

আলু,কুমড়ার তরকারি দিয়ে খায়, কখনও বড় খেলে জোর পিছলে ডাল, খেসারী ডাল বেশি পরিমাণ লঙ্কা দিয়ে খেয়ে থাকে। বলি এ খেয়ে মানুষ কদিন বাঁচতে পারে? আমার তো মনে হয় যে, কৃষকদের যে অবস্থা তাতে বহুদিন ধ'রে এক্সপ্লয়টেড হ'তে হ'তে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, সকল সম্প্রদায়ই এই কৃষকদের অবস্থায় পড়বে। আজ কৃষির উৎপাদন বাড়ে নি—সকলেই এ কথা বলে। অজয়বাবু তো বলেছেন, ট্যাক্স নিতে হবে; জল দিয়েছি যখন, ট্যাক্স নিতেই হবে, নইলে খরচ চলবে কি ক'রে? কিন্তু আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমাদের একজন উকিল বা ডাক্তারের আয় যদি ৩০০ টাকার কম হয় তা হ'লে কি ট্যাক্স নেওয়া হয়, কিন্তু যে কৃষকরা খেতে পাচ্ছে না তাদের ট্যাক্স দিতে হবে, খেতে পাক আর নাই পাক, তাদের ট্যাক্স দিতে হবেই। অজয়বাবুর দামোদরের জলের ট্যাক্স দিতে হবে, নইলে চলবে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—এক একর দু'-একর বা তিন একরের বেশি তো পশ্চিম বাংলার অধিকাংশের জমি নাই, দু'-চার জন আছে যাদের ২৫ একরের বেশি জমি আছে, তারা তো গায়ের গয়নাই দেখাতে পারে। তাঁরা হয়ত বলবেন, কিন্তু ৩ কোটি লোকের মধ্যে তাদের সংখ্যা কত? বড় জোর ১ লক্ষ। এই অবস্থা দেখে কৃষকদের অবস্থা ভাল হয়েছে এটা মনে করি না, অধিকাংশ কৃষকেরই কিনে খেতে হয়, এক একর দু' একর জমি যাদের আছে তাদের তো কিনে খেতে হয়ই, ৩ একর যাদের আছে তাদেরও কিনে খেতে হ'তে পারে, এই অবস্থা আজ হয়েছে এবং এটা চিরস্থায়ী হ'তে চলেছে। কেন? কারণ এগ্রিকালচার ইজ অ্যান আনইকনমিক প্রোপোজিশন টুডে। এতে কৃষকদের কোন আর্থিক লাভ নাই।

এগ্রিকালচার ইজ অ্যান আনইকনমিক প্রোপোজিশন টুডে এবং এটা যদি আনইকনমিক থেকে ইকনমিক প্রোপোজিশনএ না আসতে পারে তা হ'লে পশ্চিম বাংলার দুরবস্থা দূর হবে না। আমরা মফঃস্বলে আজ অহরহ দেখি, বহু দুর্দশাগ্রস্ত কৃষক এম এল এ-দের কাছে এসে বলে যাতে তারা সাহায্য বেশি ক'রে পায় তাই ক'রে দিতে, বলে লোন পাবার জন্য একখানা ক'রে চিঠি লিখে দিতে—এই যেন এম এল এ-দের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার কাছে এসে যখন এই ধরনের ফরমায়েস করে আমি বলি—ভাই, এম এল এ-দের কাজ এ নয়। আজ ও'রা খয়রাতি সাহায্য দিয়ে ও লোন দিয়ে সমস্ত জাতিকে ভিক্ষুকে পরিণত করেছেন। লোন এবং খয়রাতি সাহায্য না দিয়ে যাতে তারা নিজের উপার্জনের দ্বারা বাঁচতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। সেইজন্য দেখতে হবে যাদের সম্বল কম, তাদের কি ক'রে সাহায্য করা যায়, যে সাহায্যের ফলে তারা নিজেদের আয় কতকটা পরিমাণ বাড়িয়ে খয়রাতি সাহায্যের দিকে না তাকিয়ে সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে পারে। সেইজন্য আমি বলি, তিন একর পর্যন্ত যাদের জমি তাদের ভূমি-রাজস্ব মাফ ক'রে দেওয়া উচিত হবে। আর অজয়বাবুকে বলছি, ঐ তিন একর পর্যন্ত জমি যাদের তাদের জলকরও মাফ করতে হবে। তিন একর জমিতে যে ধান হয় তার দাম ৯০০ টাকার বেশি নয়। কিন্তু ঐ ৯০০ টাকায় একটা চাষী পরিবারের সারা বছরের ভরণপোষণ চলতে পারে না। যাতে কৃষকের ফসল বাড়ে সেই চেষ্টাই আমাদের সকলে মিলে করতে হবে। জলকরের কথা নিয়ে সেদিন অজয়বাবু বলেছিলেন, বঙ্কিমবাবু গড়ের মাঠে চাষ করেন, আর বঙ্কিমবাবু বললেন অজয়বাবুকে, তিনি সেক্রেটারিয়েটে চাষ করেন; কিন্তু আসলে যারা চাষী তাদের যাতে চাষের কাজে লাভ হয় যাতে ফসল বাড়াতে তারা পারে, তার জন্য খাজনা মাফ করতে হবে, জলকর মাফ করতে হবে, তিন একর পর্যন্ত এবং এই ফসল বৃদ্ধির জন্য যদি ঋণ দেওয়া দরকার হয় তা হ'লে সে ঋণ দিতে হবে। আমাদের পশ্চিম বাংলার কৃষকেরা বছরে মাত্র ৪-৫ মাস চাষের কাজ করে, আর বাকি মাস ধ'রে বেকার। তাই যখন তাদের চাষের কাজ থাকে না তখন তাদের অন্য কাজে নিযুক্ত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের কৃষিমন্ত্রী ডাঃ আমেদ সাহেব সেদিন বলেছেন—ডেজ অব ঢেঁকি আর গন এবং বলেছেন, ইট ইজ মাই পার্সোন্যাল ভিউ। শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম, তারপর ডাঃ রায় বললেন, কুটিরশিল্প আমরা চাই। মন্ত্রীরা যখন একথা বলেন তখন পার্সোন্যাল ভিউ যদি অ্যাডামবারেট করতে যান তা হ'লে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দেওয়া হয়। মন্ত্রীদের হচ্ছে জয়েন্ট রেসপন্সিবিলিটি সেখানে কোন মন্ত্রী কি ক'রে বলতে পারেন ইট ইজ মাই পার্সোনাল ভিউ? হি ক্যান নট অ্যাডামবারেট হিজ পার্সোনাল ভিউ। হি মাস্ট অ্যাডামবারেট দি অফিসিয়াল ভিউ অব দি কেবিনেট। যাক আমি কুটিরশিল্প বলতে শুধু ঢেঁকির কথাই বলছি না। কত রকমের কুটিরশিল্প রয়েছে, ডাই স্টাফ ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে, যা অবসর সময়ে তারা সহজেই করতে পারে,

আরও জিনিস আছে যা গ্রামের লোকদের শিখিয়ে দিলে সহজে করতে পারে। সে ব্যবস্থা করতে হবে। আপনারা দুর্গাপুর করুন, তার আমি এগেনস্টএ নই কিন্তু কুটিরশিল্পের বিরুদ্ধে যদি একজন মন্ত্রী ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ করেন আর মন্ত্রিসভা যদি কুটিরশিল্পের আবশ্যকতা স্বীকার করেন তা হ'লে সামঞ্জস্য থাকে কি করে? বিশেষ ক'রে এখন যখন দেখা যাচ্ছে ফরেন এক্সচেঞ্জ ব্যাপারে যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে তখন কুটিরশিল্পকে সর্বপ্রকারে প্রোমোট করা উচিত।

তারপর খাদ্যনীতি সম্পর্কে প্রফুল্লবাবু এক একবার এক এক রকমের কথা বলায় তিনি ইরেসপন্সিবলএর মত কাজ করেছেন। যেসব জিনিস করা উচিত ছিল তা করা হচ্ছে না। সর্বপ্রকারেই শস্যের উৎপাদন বাড়াতে হবে, তার জন্য যতটা করা পসিবল তা করতে হবে। যেমন কৃষকদের ভাল বীজ সরবরাহ করা, এবং ফসল হবার পর তার মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। এবং শুধু মূল্য নির্ধারণ করলেই চলবে না। কৃষিজাত এবং শিল্পজাত দ্রব্য যাতে উপযুক্ত বাজার পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে এবং উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য যদি নির্ধারিত মূল্যের নীচে নেমে যায় তা হ'লে তা সরকারকে কিনে নেবার ব্যবস্থা রাখতে হবে। আর একটা কথা কৃষকের ছেলেদের ভালরকম কৃষি শিক্ষা দিতে হবে, কলেজে পড়িয়ে বাবু তৈরি করলে চলবে না। যাতে জমিতে ভাল ও বেশি ফসল উৎপন্ন হয় সেই ধরনের শিক্ষা তাদের গোড়াতেই দিতে হবে। এসব যদি না করা হয় তা হ'লে আমি জানি, যে যাই বলুন না কেন এদেশ চিরস্থায়ী ভিক্ষুকের দেশে পরিণত হবে। আজকের যে কথা, বর্তমান দুরবস্থা দূর করবার জন্য যে দ্রব্যমূল্য কমানো, আমি তাই শুধু চাই না, চাই—জিনিসের দাম চিরস্থায়ীভাবে যাতে সাধারণ লোকের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। সে ব্যবস্থা না ক'রে সাময়িক একটা কিছু করা, যাকে বলে, ডিসইন্টারেস্টেড পারফর্ম্যান্স অব ডিউটি তা চাই না। আমরা চাই উনি বলুন এই কথা—দাম আর বাড়বে না, বরং কমবে। এই যদি করতে পারেন তা হ'লে হয়ত খাদ্যসমস্যার সমাধানের সম্ভাবনা আছে। কৃষকের সমস্যার স্থায়ী সমাধান না ক'রে খাদ্যসমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নয় এবং আজ থেকেই যদি সে চেষ্টা না করা হয়, তা হ'লে এগ্রিকালচারিস্ট মরে যাবে এবং পশ্চিমবঙ্গের এগ্রিকালচারিস্ট মরে গেলে আর যত কিছু ডেভেলপমেন্টএর চেষ্টাই সেক্রেটারিয়েট থেকে হোক না কেন তা কিছুই সফল হবে না। আশা করি প্রফুল্লবাবু এগুলি চিন্তা ক'রে দেখবেন।

Mr. Speaker: Before I ask the Leader of the Opposition to speak, I want to draw your attention to the fact that, as is the practice in this House, I have been supplied with a list of names of speakers. The time available is three hours: that is the scheduled time. I am quite willing to extend it by quarter of an hour, but even then there is no chance of all the speakers finishing their speeches by that time. I shall, therefore, request honourable members not to ask for time but, if possible, to curtail their speeches by a minute or two. Otherwise I will have to strike off certain names so that the debate may be concluded.

Mr. Chakravorty, there is one thing I want to tell you: it is not said in a spirit of animosity. I have nothing to say as to what honourable members say in their speeches. It is a very very important debate. I only feel that the work should be done in an atmosphere of peace. Mr. Chakravorty, a list has been given to me in which your name does not appear.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: I was not a party to it.

Mr. Speaker: I cannot help it. The Opposition has furnished me with a list. It is no desire of mine to leave you out. If your name is included in the list I shall hear you with pleasure. If your name is not included in it I shall have perforce to ignore your presence.

[9-30—9-40 a.m.]

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি এই জবাবে বলতে চাই, যে লিস্ট দেওয়া হয়েছে তা আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেওয়া হয় নি। খাদ্যের মত ইমপর্ট্যান্ট একটা ব্যাপার এবং সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএর মত একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমার দলের অধিকার আছে বলবার—আজকে এখন পর্যন্ত আমি জানি না আমার নাম নাই কেন। এবং আই ওয়াজ নট ইভ্‌ন কনসাল্টেড এই নাম দেওয়া ব্যাপারে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমার দলের ৩ জন মেম্বার ৩ জন সদস্যের যেটুকু টাইম প্রাপ্য সেটুকু টাইম আপনি দেবেন।

Mr. Speaker: Mr. Chakravorty, when you came and drew my attention to it I called for all the whips of the other parties. They said that as Mr. Chakravorty had an opportunity yesterday of speaking at some length, other speakers who did not speak yesterday, like Mr. Subodh Banerjee, should be given an opportunity to speak today.

Sj. Subodh Banerjee:

মিঃ স্পীকার, স্যার, এখানে একটা জিনিস পরিস্কার হওয়া দরকার যে, আই ডু ফিল সকলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রেই আপনার কাছে নাম দেওয়া উচিত ছিল, কারণ বিভিন্ন দলের এই হাউসের বিভিন্ন শেডস অব ওপিনিয়ন বিভিন্ন দলের মতামত রিপ্রেজেন্টেড হওয়া উচিত ব'লে আমি মনে করি। অ্যাজ ফর টুডে'জ প্রোগ্রাম ইট ইজ সো গুড অব দেবেনবাবু যে, তিনি আমার নাম দিয়েছেন—কিন্তু আমি তা জানতাম না; তবে একটা কথা বলব যে, আমার জন্য যতীন-বাবুর নাম বাদ পড়ুক এটা আমি চাই না।

Mr. Speaker: You have misunderstood me. Those who were in charge of the preparation of the list have tried to take an equitable step, viz., to give every honourable member an opportunity to speak on important matters.

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহাশয়, আপনাকে আমি অনুরোধ করব যে, আপনি দেবেনবাবু এবং গণেশবাবুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ক'রে দেখুন, টাইম অ্যাডজাস্ট করা যায়, অ্যাকোমডেট করা যায় কিনা, কারণ যা নাম এবং টাইম যা দেওয়া হয়েছে তাতে বেলা ১২টার মধ্যে শেষ হওয়া অসম্ভব। এখন এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে যদি আরও খানিকটা দেরি হয় তা হ'লে আপনি তা মানবেন এই অনুরোধ করছি। যতীনবাবু যেটা বললেন তা হয়তো ঠিক হবে না, কারণ তাঁরা হয়তো ৩ মিনিটের বেশি সময় পাবেন না। সুতরাং আপনি পরামর্শ ক'রে একটা টাইম ঠিক ক'রে নিন এবং ১২টার পরও যাতে আমরা বসতে পারি আশা করি তার ব্যবস্থা করবেন।

Sj. Durgapada Das:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি একটা কথা বলতে চাই। ইন্ডিপেন্ডেন্ট মেম্বারদের তরফ থেকে কাউকে বলবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে কিনা জানি না। আমার আশঙ্কা হচ্ছে হয়ত কারও নাম নাই।

Mr. Speaker:

এখানে তো আপনার নাম দেখছি না। আই ক্যান নট হেল্প ইট।

Sj. Jyoti Basu:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার পনের মিনিট সময়। যা হোক এর মধ্যে আমি বিশেষ কিছু বলতে পারব না। অন্য যাঁরা আছেন, তাঁরা বলবেন। আমি সংক্ষেপে শেষ করবার চেষ্টা করব।

প্রথমে আমি ব'লে নিতে চাই যে, আজকে এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ আমি করছি এজন্য নয় যে, সরকারকে তথাকথিত গঠনমূলক কিছু সুপারিশ করবার জন্য, এই খাদ্যের বিষয়ে যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে, সেটা কি ক'রে সমাধান করা যায়, অথবা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়েছে, সে বিষয়ে কি সমাধান করা যায় সে বিষয়েও আমি কোন গঠনমূলক সুপারিশ করতে চাই না। এটা একটা ফ্যাসান হয়েছে সরকারের যখন আমাদের কোন বক্তৃতা পছন্দ হয় না, তখন তাঁরা বলবেন—গঠনমূলক তো কিছু হ'ল না! এটা একটা ন্যাকামির পর্যায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে আমি দাঁড়িয়েছি—তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবার জন্য বাংলাদেশের উৎপীড়িত বুভুক্ষু জনসাধারণের তরফ থেকে। এ ছাড়া আমার বিন্দুমাত্র অন্য উদ্দেশ্য নাই। আমাদের সরকার, বিশেষ ক'রে খাদ্যমন্ত্রী, এ'রা আমরা যতরকম কথা বলেছি, কোন কথাই শোনেন নাই, কোন কথা তাঁরা শুনবেন না। অনেক রকম কথা আমরা ৬ মাস ধরে বলছি এই যে অবস্থা ছিল, এটা কারও অজানা ছিল না, ও'দেরও ছিল না, আমাদেরও ছিল না। যখন দেখেছি, খাদ্য ঘাটতি পড়েছে—বড় রকমের খাদ্য ঘাটতি হবে, এই রকম অবস্থা হ'তে বাধ্য। আমরা জানি, ধান-চা'ল চলে যাবে ব্ল্যাকমার্কেটিয়ারদের হাতে, মুনাফাখোরদের হাতে, বড় বড় ব্যবসাদারদের হাতে। এই সব কথা অজানা কারও ছিল না। সেই জন্য বলছি, এ'দের এসব কথা ব'লে লাভ নাই। একথা জানি, এ'দের অপদার্থতার কথা, কতকগুলি অপদার্থ মন্ত্রী ওখানে ব'সে আছেন; তাঁরা বলতে পারতেন, তাই তো কি করা যাবে, ভাল ক'রে ব'সে এটা আলোচনা করা যাক, কি ক'রে ইনএফিসিয়েন্সি দূর করা যাবে! তা নয়। এটা তাঁরা ঠিক করেছেন একটা ডেলিবারেট পলিসি—আমাদের কয়েকজন ব্যবসাদার, কিছু মুনাফাখোর, বড় বড় ধানকলের মালিক—এদের স্বার্থটা প্রথমে দেখতে হবে, জনসাধারণের স্বার্থ আমাদের দেখতে হবে না। এটা তাঁরা ঠিক ক'রে নিয়েছেন ওদের স্বার্থ দেখে যদি জনসাধারণ ছিটেফোঁটা কিছু পায় ভাল, আর যদি না পায় উপায় নাই। এই ডেলিবারেট পলিসি—এই কনস্পিরেসি তাঁরা করেছেন, ষড়যন্ত্র করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। কেউ হয়ত জিজ্ঞাসা না করতে পারেন জনসাধারণের তরফ থেকে, আপনারা যদি কিছু না করেন, সরকারও যদি কিছু এ বিষয়ে না করেন, তা হ'লে জনসাধারণের যে দুর্গতি তা কি ক'রে দূর হবে—সে বিষয়ে বক্তব্য কি আছে? সে বিষয়ে বক্তব্য হচ্ছে, এখানে অ্যাসেম্ব্লির ভেতর তা হবে না. যা হবার হয়ে গেছে। এখন মোকাবেলা রাস্তাঘাটে যদি হয়, ক্ষেতখামারে যদি হয়, জেলায় জেলায়, শহরে শহরে মোকাবেলা যদি হয়, তা হ'লে হ'তে পারে। এ ছাড়া অ্যাসেম্ব্লির মধ্যে আর কোন রকম আশ্বাস দিতে পারি না। আপনারা আরও ত্যাগ স্বীকার করবার জন্য তৈরি হন। তার মানে হচ্ছে—আপনারা রাস্তায় রাস্তায় বেরুবেন, রাস্তায় দলে দলে লক্ষে লক্ষে সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন।। অফিসারদের কাছে দলে দলে গিয়ে বসে থাকবেন, যতক্ষণ না আপনাদের দাবি মেটানো হয়। আর যদি প্রয়োজন হয়, পশ্চিম বাংলার জেলখানাগুলি ভরে দেবার জন্য প্রস্তুত হবেন। আমার মনে হয়, এই একমাত্র ভাষা তাঁরা বোঝেন—তাতে যদি ছিটেফোঁটা কিছু আদায় হয়, আমরা জানি এর মারফতে আদায় হবে। আর কোন কথা ব'লে, কাকুতি-মিনতি ক'রে বা যুক্তি দিয়ে আদায় হবে না। এটা আমাদের কাছে স্পষ্ট। আরও সুস্পষ্ট হয়েছে গতকাল যখন এই পুস্তিকা আমাদের কাছে প্রফুল্ল সেন মহাশয় দিয়েছেন; তাতে পড়বার মত বিশেষ কিছু নাই। ৪এর পাতায় দেখতে পাবেন তিনি নির্লজ্জের মত লিখেছেন—

> "It is therefore clear that the West Bengal Government have taken all possible steps to meet the needs of consummers in every way possible and that there is no room for alarm or panic of any kind".

শয়তানী আমি বলব। শয়তান ছাড়া কোন লোক এই রকম লিখতে পারে না। উনি বলেছেন, প্যানিক অ্যালার্ম আবার কি?

[9-40—9-50 a.m.]

Mr. Speaker: Mr. Basu, you should not use that word.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

এ শুধু শয়তান নয়। এক নম্বরের শয়তান।

Mr. Speaker: If you go on like this I will stop the proceedings.

Sj. Jyoti Basu:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনার যদি এই শয়তান কথাটা পছন্দ না হয়, তা হ'লে এটা উইথড্র ক'রে নিচ্ছি। কিন্তু অ্যালার্মড্ হবার, প্যানিকি হবার কিছু নেই, এ কথা উনি কি ক'রে বলেন, যেখানে চালের মণ একশ' টাকা? এই ভাষা যদি তিক্ত বা অপ্রিয় হয়, তা হ'লে কি ভাষা প্রয়োগ ক'রে তাঁকে সম্বোধন করব? কোন শুদ্ধ ভাষা আছে ব'লে দেবেন, আমি কি দিয়ে বলব। ১৯৫০ সালে যখন আমাদের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আরম্ভ হচ্ছে, তখন কোর্স রাইসএর দাম ছিল ১৬·২৫ টাকা মণ, আর এখন সেখানে যদি ২৬ টাকা মণ হয়ে থাকে এবং মালদহে আরও কিছু বেশি ২৮।২৯ টাকা মণ হয়ে থাকে কোর্স রাইসএর দাম, তখনও আপনি বলছেন প্যানিকি বা অ্যালার্মড হবার কিছু কারণ নেই। এর মানে কি? দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম বৎসর যে চালের মণ ১৬ টাকা ছিল আজ সেই চাল ২৬ টাকা মণ হয়েছে, এবং আজ অবধি যা হয়েছে, এই হিসাবের মধ্যে আমি যাচ্ছি না। কারণ এই হিসাব দিয়ে লাভ কি? আমরা দেখছি ২৯।৩০।৩২ টাকা মণ দামে চা'ল আমরা কলকাতায় বসে খাচ্ছি। এর পরেও উনি বলছেন ঘাবড়াবেন না, ঘাবড়াবার কিছু নেই। কোন যুক্তিতর্ক তাঁদের কাছে খাটে না। ফুড সম্বন্ধে একটা কমিটি বসেছিল। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বললেন, এবং ঐ কমিটির নাম ২রা মে তারিখে গেজেটেড হয়। আমরা তার রিপোর্ট চেয়েছিলাম, তা দেওয়া হয় নি। সেই রিপোর্ট চেপে দেওয়া হয়েছে ষড়যন্ত্র ক'রে। কমিটির রিপোর্ট সাবমিট করার কথা ছিল ১০ই মের মধ্যে, তা তাঁরা করেছেন। কিন্তু এটা আমাদের সামনে আনছেন না কেন? ব্রাশ আপ করা হচ্ছে, যাতে ফুড গ্রেনস এনকোয়ারি কমিটির ফাইন্ডিংস জন-সাধারণের সামনে না আসে। আমরা জনসাধারণের তরফ থেকে দাবি করেছিলাম এটা আমা'দের কাছে দেওয়া হোক। কিন্তু তিনি তা না দিয়ে, তাঁদের চুরি-জোচ্চুরি সমস্ত কিছু জনসাধারণের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা হচ্ছে, সরকারের পক্ষ থেকে।

মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনার মনে আছে যে, আমরা অনেক আগেই গত সেসনে সরকারকে বলেছিলাম সোজা কথায়—এর পরে যে নতুন ধান উঠবে, সেই ধান কার হাতে যাবে? সরকার তাঁর নিজের হাতে পাবেন একটা সাবস্ট্যান্সিয়াল অংশ, না, এটা ব্যাপারীর হাতে চলে যাবে, বড় বড় ব্যবসায়ীর হাতে চ'লে যাবে? এবং এদের উপর নির্ভর করে ঘাটতি দিয়েও বাংলা-দেশের মানুষকে আমরা কতখানি বাঁচাতে পারি, তাদের কতখানি আমরা খাওয়াতে পারব এবং চালের দর কতখানি নীচের দিকে রাখতে পারব, এই সকল কথা আমরা বারে বারে বলেছি। তাই বলব, চার লক্ষ টন খাদ্য অন্তত পশ্চিম বাংলার জন্য আপনি যোগাড় করুন, রাইস মিল থেকে কিনে আর কেন্দ্রীয় সরকারকে বলুন বাকিটা দিতে। কিন্তু উনি কেন্দ্রীয় সরকারকে ফাঁকি দেবার জন্য চেষ্টা করছেন। নানা রকম ভাঁওতার কথা বলছেন। প্যানিকি হবার কিছু নেই, অ্যালার্মড হবার কিছু নেই, আমরা সব কন্ট্রোল ক'রে ফেলব, বেশি দাম বাড়তে দেব না, এইসব কথা তিনি বলেছিলেন। এবং আমাদেরও তাঁরা বললেন যে, আমরা কৃষকদের কাছ থেকে কিনতে পারব না। আমাদের কোন মেসিনারি নেই। ও ঠিক আছে, আপনারা ভাববেন না। প্রফুল্লবাবু নানা রকম মিথ্যা হিসাব সব সময়ই দেন, দিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দিলেন যে, শতকরা ২৫ ভাগ যদি আমরা লেভি করি কয়েকটি জায়গায় তা হ'লে অন্তত ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টন চা'ল আমরা পেয়ে যাব। এই কথা তিনি আমাদের ব'লে দিলেন। কিন্তু এখন এসে বলছেন, না, সে তো পাই নি ৬০।৭০ হাজার টন পেয়েছি, ওতেই যথেষ্ট। আবার লিখেছেন এখানে যে, এইটাই নাকি একটা ভীষণ কাজ ও'রা ক'রে ফেলেছেন। এই কথা তাঁরা বলছেন। এই কথা আবার আমি বলছি যে মানুষ যে কতখানি নির্লজ্জ হ'তে পারে তা এই স্টেটমেন্ট থেকে বুঝা যায়। আর তখন আমাদের বলেছিলেন অনেক হিসাব ক'রে, একেবারে স্ট্যাটিস্টিকসএর মাস্টার তো, হিসাব ক'রে ব'লে দিলেন সব ঠিক আছে। এখন বলছেন যে, মার্কেটএ একটু গোলমাল হয়ে গিয়েছে তাই। তারপর এখানে হিসাব দিয়েছেন যে, এত চাল মিল করেছি। এত তাঁরা প্রোকিওর করে। মিলমালিকরা। এখন উনি জানলেন কি ক'রে? আমি ও'কে খাদ্য উপদেষ্টা কমিটিতে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এই সব হিসাব আপনি পেলেন কোথায়? কেন, ওদের খাতায় লেখা আছে। খাতায় লেখা আছে ওদের হিসাব। কোন রকম দেখেছেন আপনারা যে, সরজমিনে তদন্ত হয়েছে? কিছু হ'তে পারে না, কারণ ওরা যে ও'দের টাকা দেন কংগ্রেস পার্টিকে,

সেইজন্য এই সব কিছু করতে ও'রা পারেন না, এটা আমরা জানি। সেইজন্য আমি এটাও বলব যে, এই সব কথা বহু আগে আমরা বলেছিলাম, আর বলবার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু এখানেই তো বন্ধ হয় না এটা। ওদের যে ক্রিমিন্যালিটি, ও'রা যে কত বড় অপরাধী, সেটা আপনি বুঝবেন যে, ঐ সিদ্ধার্থ রায় বলেছিলেন, আমরাও বলেছিলাম যে, কন্ট্রোল অর্ডার ভারত-সরকার দিয়েছে। ও'রা বলেছেন যে, আমরা কি করব। কি করব, না, আমাদের মনে আছে মুখ্যমন্ত্রী যখন এখানে কিছু বলতে পারলেন না—তিনি গিয়ে প্রেস কনফারেন্স করলেন, প্রেস কনফারেন্স ক'রে তিনি মিলমালিকদের বললেন, ওহে এত বিপদ হয়ে গিয়েছে। সিদ্ধার্থ রায় ঘরের কথা ফাঁস ক'রে দিয়েছে, তোমরা এক কাজ কর—একথার মানে তাই হয়—তোমাদের খাতায় ১০ মণ ক'রে বিক্রি দেখাও ভাগ ভাগ ক'রে। যদি ১০০ মণ বিক্রি ক'রে থাক, ৫০০ মণ বিক্রি ক'রে থাক, খাতায় সেটা ভাগ ক'রে দাও, তা হ'লে তোমাদের আর আমরা ধরতে পারব না। কারণ ওটা হোলসেল ডিলিং হয় না। তা হ'লেও কন্ট্রোল অর্ডার আর কিছু এর মধ্যে প্রয়োগ হয় না। এবং সেইটেই এখানে প্রফুল্ল সেন মহাশয় লিখেছেন যে, ব্র্যাকেটে দিয়ে দিয়েছেন যে, ১০ মণের উপরে হ'লে সেটা করতে পারতেন। কিন্তু কোন্ ব্যবসাদার পশ্চিম বাংলায় আছে, একটি ব্যবসাদার যে নাকি তার এই ধান খরিদ ক'রে সেটা ১০ মণ ক'রে ক'রে বিক্রি করেছে। কারণ কন্ট্রোল অর্ডারএর কথাও কিছু হয় নি। কোনদিন কোন কথা পশ্চিম-বঙ্গ-সরকার বলেন নি তাদের আগে, এটা তাঁরা ইচ্ছা ক'রেই বলেন নি, এটা আমরা পরে জানলাম শ্রীসিদ্ধার্থ রায়ের কাছ থেকে, তিনি যখন এখানে বক্তৃতা দিলেন। কাজেই এটা যখন হয়ে গেল, তখন মুখ্যমন্ত্রী প্রেসএ গিয়ে একটা হিন্ট দিয়েছিলেন যে, এই রকম করলে তো আমরা ধরতে পারি না। অথচ আগে কি হয়েছে, তিনি তাঁর খোঁজও নিলেন না। এটাকে কি ষড়যন্ত্র বলে না? এদের সঙ্গে যদি কোন রকম ব্যবস্থা না থাকে, তা হ'লে কিসের জন্য এটা করছেন? এটা আমাদের মাথার মধ্যে কিছুতেই ঢুকছে না যে, একজন লোককেও কেন তাঁরা ধরলেন না। একজন ম্যাজিস্ট্রেট বীরভূমের, তিনি ধরতে চেয়েছিলেন এইরকম কিছু ব্যবসা-দারকে, কিন্তু এ'রা বললেন, না, না, ওভাবে ধরা যায় না, বরং ওদের পার্সুয়েড কর যাতে ওরা এরকম না করে, কন্ট্রোল অর্ডার যাতে মানে এবং সেখানে অসম্ভব কিছু করা, আজও তাঁরা নানারকম হুমকি দিচ্ছেন, প্রফিটিয়ার্স, ব্ল্যাকমার্কেটিয়ারদের, শুধু চালের নয়, সমস্ত জিনিসের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছেন, মশলার দাম বেড়েছে, মাছের দাম বেড়েছে, ডিমের দাম বেড়েছে, শাক-সবজির দাম বেড়েছে, এমনকি শিশুরা যা খায় তারও দাম বেড়েছে। সমস্ত রকম জিনিসের দাম বেড়ে গিয়েছে। ও'রা কি করছেন, একটু হুমকি দিলেন। একটা লোককেও ধরলেন না। কারও মাল তো সিজ করলেন না, কিছুই তো করলেন না। আর এখন তো বলছেন কি ক'রে করব? ঐ যে বিমলবাবু কালকে ব'লে গেলেন যে, আমরা তো এখানে রাশিয়া না, আমরা তো চীনদেশ না, আমাদের যে ডেমোক্রেসি আছে, গণতন্ত্রে এসব করা যায় না, কিন্তু এই গণতন্ত্রের কথা তো মনে থাকে না বিমলবাবুদের যখন নাকি আমাদের ভোর ৪টার সময় বিছানা থেকে টেনে বারে বারে বার করেন, প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন অ্যাক্টে আটক করেন, তখন তো গণতন্ত্রের কথা মনে থাকে না। আর যখন খাদ্য নিয়ে কথা, খাদ্য নিয়ে যখন লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা করছে পশ্চিমবঙ্গের এই রকম দুরবস্থার সময়, বলা হয় গণতন্ত্র যে কিছু তো করতে পারি না। ওদের চালগুলি যে আমাদের কিনতে হবে কনস্টিটিউশনএ লেখা আছে, এই কথা বলবেন। ঠিক সেইজন্যে আমি বলছি যে, যুক্তিতর্ক দিয়ে কোন লাভ নেই, এইরকম কথা যাঁরা বলেন। এখানে অনেককথা বলেন কিন্তু ৭ আনার চালও রেশনএ দিতেন, রিলিফএর কথা বলা হয়েছে। কোথায় সে ৭ আনার চাল? আজকাল তো আর বিশেষ পাওয়া যাচ্ছে না। সে তো উঠে গেল। নিজেরাই আপনারা দাম বাড়িয়ে দিলেন। নয় আনা সাড়ে নয় আনা করলেন খোলা বাজারে, তখন ব্যবসাদাররা বললেন যে, সরকার যখন বাড়িয়েছে ফেয়ার প্রাইস শপএ আমরাও বাড়িয়ে দেব। এখন আমাদের সেইজন্য ৩০-৩২ টাকার চালও খেতে হচ্ছে এই জিনিস আমরা দেখছি।

[9-50—10 a.m.]

আমি বিশেষ কিছু বলতে চাই না, এটুকু শুধু বলব যে, আর একটু বেশি চাল যদি ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট আমাদের দেয় তা হ'লেই বাঁচতে পারি। কিন্তু তাও এদের হাতে পড়লে কি হবে

জানি না। কেননা আমি দু' জন ব্যবসাদারের কথা জানি—পান্নালাল কিষণলাল, ১৮নং আমড়াতলা স্ট্রীট, যাদের ৬০ হাজার মণ চালের পারমিট দেওয়া হয়েছিল আর তেওয়ারীলাল পন্নমেশ্বরলাল যাদের পারমিট দেওয়া হয়েছিল ৩০ হাজার মণ চালের, উড়িষ্যা থেকে আনবার জন্য—এদের প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় বললেন শতকরা তোমরা ৫ ভাগ লাভ করতে পার, তারা বলল ঠিক আছে: তারপর তারা চাল এনে জলপাইগুড়ি, কুচবিহারে একজন বেনামদারের নামে চালান ক'রে দিলে এবং একটা লোকের কাছে বিক্রি ক'রে দিলে, তারপর দেখালে খাতাপত্রে এই যে, আমরা ৫ পারসেন্ট লাভ করেছি। আমি শুনেছি, সেই চাল পরে খোলাবাজারে বহু চড়া দামে মণে প্রায় ৮ টাকার বেশি লাভ ক'রে বিক্রি করেছে এবং এই দু' জন ব্যবসাদাররা করেছে। এ থেকে প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় কত পেয়েছেন জানি না। সেজন্যই বলছিলাম যে, ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট একমাত্র বাঁচাতে পারে।

দ্বিতীয় কথা, বড় বড় সমস্ত মার্চেন্ট যারা আছে, তারা সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম এমন কি ঔষধের দাম পর্যন্ত বাড়িয়ে চলেছে, এদের বিরুদ্ধে সিভিয়ার অ্যাকশন নিতে হবে, এদের জেলে দিতে হবে, কিন্তু তার কোন উপায় নেই। তা করতে হ'লে আগে ঐ প্রফুল্ল সেন মশাইকে আটক রাখা, ডিটেন করা দরকার, প্রফুল্লবাবুকে যদি আটকে রাখতে না পারি তা হ'লে কি অন্য লোকের বিরুদ্ধে কোন অ্যাকশন নেবেন? কাজেই প্রথম কাজ হচ্ছে ঐ যে প্রফুল্লবাবু ব'সে আছেন, ও'কে আগে জেলে দেওয়া দরকার, তা না হ'লে কোন মার্চেন্টকে জেলে দিতে পারবেন না, কোন লাভ হবে না—কাজেই ঐ হচ্ছে একমাত্র উপায়। আর কিছু বলতে চাচ্ছি না, বাকিটা রাস্তায় আপনাদের সংগে মোলাকাত হবে, পশ্চিম বাংলার মানুষ না খেয়ে মরবে না, তারই চেষ্টা আমরা ক'রে যাব, প্রয়োজন হ'লে আরও ত্যাগ স্বীকার ক'রে, আন্দোলন ক'রে, বাংলাদেশের জেলগুলোকে ভরবার জন্য প্রস্তুত হব—একথা ব'লেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Sj. Hemanta Kumar Basu:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, বাংলাদেশের খাদ্য পরিস্থিতি যে সাংঘাতিক অবস্থায় দাঁড়িয়েছে সেটা যদি আমরা বিরোধীপক্ষ থেকে কেবল ব'লে ক্ষান্ত থাকতাম তা হ'লে ১৯৪২ সালে যে বিরাট দুর্ভিক্ষ আমাদের দেশে হয়েছিল এবং লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটেছিল এবারেও সেরকম ঘটত। কিন্তু যেহেতু ১৯৫২ সালে ১৯৫৩ সালে এবং এবারেও আমরা বিরোধীপক্ষ থেকে সব সময় সজাগ এবং সচেতন থেকেছি এবং জনমত সংঘটন করেছি এবং সরকারের উপর বার বার চাপ দিয়েছি, আন্দোলন করেছি তার ফলেই সরকার বাধ্য হয়েছে চালের দাম কমানোর ব্যবস্থা করতে। সরকারের খাদ্যনীতি যে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে, আমরা সময় থাকতে সতর্ক করেছিলাম, কিন্তু তাঁরা আমাদের কথা শুনেন নি। কাজেই বাংলাদেশের জনসাধারণ তাদের বাঁচার দাবিতে আন্দোলন করা ছাড়া, সংগ্রাম করা ছাড়া আর কোন পথ বা রাস্তা খ'ুজে পায় নি। সরকারের নীতি যে প্যানিক সৃষ্টি করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই এবং এই প্যানিক থেকে বাঁচবার জন্য সাধারণ মানুষকে সংগ্রাম করতে হয়। আমাদের চাল, ডাল, লবণ, তেল এবং কিছু মশলা তো চাই-ই কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের দাম ইতোমধ্যে তো ২০ থেকে ২৫ ভাগে বৃদ্ধি হয়েছে, চাল ২৮-৩০ টাকা মণ হয়েছে। রেশনিং উঠবার সময় ছিল ১৮ থেকে ২০ টাকা। আস্তে আস্তে ভয়াবহ দামে ৩০-৩২ টাকায় দাঁড়িয়েছে। মশুরি ডাল ছিল দশ আনা, বর্তমানে তার দর হয়েছে বার আনা থেকে চোদ্দ আনা সের। মুগের ডাল সের এক টাকা চার আনা—অন্যান্য ডালের দরও সেরূপ দাঁড়িয়েছে। মাছ বাঙ্গালীর প্রিয় খাদ্য, কিন্তু তার দর সাড়ে তিন-চার টাকা সের, তার কমে পাওয়া যায় না। তার জন্য সরকার ডিপ-সি ফিসিং প্রভৃতি ক'রে নানা রকমে বহু টাকা খরচ করেছেন, অপব্যয় করেছেন, তথাপি তার কোন সুরাহা সরকার করতে পারেন নি। 'চিনির দাম বার আনা থেকে এক টাকা দু' আনা সের হয়েছে এবং চিনির সঙ্গে সঙ্গে গুড়ের দামও বেড়ে গেছে; তা ছাড়া মশলার দামও যথেষ্ট বেড়ে গেছে। জিরে সাড়ে চার টাকা, ধনে এক টাকা, শুকনো লঙ্কা দু' টাকা, লবঙ্গ আঠার টাকা, গোলমরিচ চার টাকা। তা হ'লে এই সমস্ত দাম অত্যন্ত বেড়ে চলেছে। বিরোধী পক্ষ থেকে এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি

সম্বন্ধে সরকারকে বার বার সাবধান করা হয়েছে। দেশের জনসাধারণের ক্রয়শক্তি সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে না। বেকারসমস্যা বাড়ছে। তাদের অগ্নিমূল্যে এই সমস্ত জিনিস কেনবার উপায় নাই। কিন্তু যেহেতু সরকারের সঙ্গে এই সমস্ত চোরাকারবারীদের যোগাযোগ অনেক বেশি সেইজন্য যখন তাঁদের বলা হয় যে, এ বিষয়ে আপনাদের ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত, তখন তাঁরা বলেন যে, ব্যবস্থা আমরা কি করব, আমাদের হাতে কোন ক্ষমতা নেই, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আমাদের ক্ষমতা নিতে হবে।

[10—10-10 a.m.]

কাজেই, বাংলাদেশে এই অবস্থা দিনের পর দিন চলেছে। তা হ'লে কেন এই চোরাকারবারকে বন্ধ করবার জন্য, অগ্নিমূল্য জিনিসের দাম কমাবার জন্য, যেটুকু করতে পারেন তাও করেন না। তাঁদের উচিত নয় যে, দরিদ্র জনসাধারণ এই অত্যধিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হেতু যে অবস্থায় পড়েছে সেটা চলতে দেওয়া। কিন্তু তাঁরা কোন ব্যবস্থাই করতে চান না। যখন চালের ব্যবস্থা করবার জন্য আমরা বলেছিলাম যে, মিলমালিকদের কাছ থেকে সমস্ত চাল—অন্তত ৭৫ ভাগ চাল—নেওয়া হউক—সরকার তখন সে কথা শুনলেন না। তাঁরা মাত্র শতকরা ২৫ ভাগ চাল নিলেন। আজ পর্যন্ত মিলের চাল বেহালার বাজারে ২৫ টাকা থেকে ৩০ টাকা দর। এই সব দেখে মনে হয় শ্রীসিদ্ধার্থ রায় যেকথা বলেছিলেন, সেই কথায় প্রমাণ হচ্ছে যে, সরকারের সঙ্গে ঐ সমস্ত মিলমালিকদের ঐ সমস্ত চোরাকারবারীদের যোগসাজস আছে তাঁরা চান যেভাবে নেওয়া উচিত সেভাবে সেখান থেকে নেন না। এই নীতির ফলে দেশের জনসাধারণের জীবন দিনের পর দিন দুর্বহ হয়ে পড়ছে এবং সেইজন্য চতুর্দিকে হাহাকার, দুর্ভিক্ষ ও বিক্ষোভ দেখা যাচ্ছে, এবং অনেক জায়গায় মানুষ অনাহারে, অর্ধাহারে রোগজীর্ণ হয়ে মরতে আরম্ভ করেছে। এদিক থেকে রক্ষার জন্য সরকার আর কোন রাস্তা দেখছেন না। একমাত্র রাস্তা হচ্ছে যে, 'তোমরা বায়ুভুক হয়ে থাক'—সরকারী নীতি এই রকমই হয়েছে। এই দুরবস্থা আজ দেশের চতুর্দিকে প্রকট। আলিপুরদুয়ারে চালের মণ ৩০ টাকা। সেখানে হাজার হাজার লোক বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। গত ১৭ই জুলাই তারা ভুখা মিছিল করেছে, সরকারী অফিসে ধর্ণা দিয়েছে। দিনাজপুরের রায়গঞ্জের কালিয়াগঞ্জ থানায় বাতামান গ্রামে পুলিসের গুলীতে গত ৮ই জুলই এক সাঁওতাল রমণী মারা যায়। কারণ, বুভুক্ষু জনতা চা'ল-ভর্তি গাড়ি আটক করতে বাধ্য হয়েছিল। মনে পড়ে ১৯৪২ সালে জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন—দোকানে চাল রয়েছে, তবু লোক না খেয়ে মরছে কেন? ঐ চোরাকারবারীদের নিয়ারেস্ট ল্যাম্প পোস্টে টাঙিয়ে দেওয়া দরকার। আজ লুটপাট আরম্ভ হয়েছে এবং পুলিস বুভুক্ষু জনতার উপর গুলী চালিয়েছেন, যার ফলে একটি সাঁওতাল রমণী আহত হন। কুচবিহার জেলায় ৫ জন না খেয়ে মারা গেছে। প্রফুল্ল সেন মহাশয় বলবেন যে, না খেয়ে মরে নি, সে রোগে মরেছে বা অন্য কোন কারণে মরেছে। মানুষ দিনের পর দিন ক্ষুধায় থাকতে থাকতে তার যে অবস্থা ঘটেছে সেজন্য হয়ত তার মৃত্যু ঘটেছে। কাজেই চতুর্দিকে এইভাবে অনাহারে মৃত্যু আরম্ভ হয়েছে। পশ্চিম দিনাজপুরের হিলি থানায় বিনসিরা ইউনিয়নের মুসাই গ্রামে সুফল হাঁসদা গত ১২ই জুলাই অনাহারে মারা গেছে কাজ না পাওয়ার জন্য। বর্তমানে হাঁসদার অন্ধ মাতা ও পাঁচটি পুত্রকন্যা অনাহারে মৃতবৎ হয়ে আছে। তপন থানার আজমৎপুর ইউনিয়নের বাসতোরিয়া গ্রামে মোটা কিস্কু গত ৩রা জুলাই অনাহারে মারা গিয়েছে। বহু আবেদন নিবেদন সত্ত্বেও ইউনিয়ন বোর্ডের কাছ থেকে কোন খয়রাতি সাহায্য পায় নি। হুগলি জেলার পাণ্ডুয়া থানার শান্তিনগর কলোনিতে এক বৃদ্ধ অনাহারে আত্মহত্যা করে। হিলি থানার (পশ্চিম দিনাজপুরের) বৈকুণ্ঠপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীহরেন্দ্রনাথ গোস্বামী জুলাইএর প্রথম সপ্তাহে অল্প বেতনের জন্য আত্মহত্যা করে। এই অবস্থা সমস্ত দেশময় চলেছে। আর সরকার যাতে চালের দাম বেশি না বাড়ে তার জন্য মডিফায়েড রেশন শপ করার ব্যবস্থা করেছেন। বাঁকুড়ায় ও বিষ্ণুপুরে আমি গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম 'মডিফায়েড রেশন শপ'এর ব্যবস্থা করা হয় নি। নদীয়ায় গিয়েছিলাম, সেখানে দেখলাম যদিও মডিফায়েড রেশন শপএর ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিন্তু যাদের রেশন কার্ড তারা কোন্ দোকান থেকে রেশন নেবে তার ব্যবস্থা হয় নি। তারপর কোন রেশন শপে কার্ড নিয়ে গেলে চাল পায় না এবং চাল চোরাবাজারে গিয়ে বিক্রি হচ্ছে। সেদিক থেকে সরকার এই মডিফায়েড রেশন শপ সিস্টেম

যা করেছেন তাতে সাধারণ লোকের চাল পাবার উপায় নেই। তাই আজও যে তাদের দুঃখ দূর হচ্ছে না তা এই থেকেই প্রমাণ হয়। তার ফলে দেখি ১৭ই জুলাই পশ্চিম দিনাজপুরে, গোপালপুর থানার আটিয়াবাড়ী গ্রামে ৪০০ লোক ডাঙ্গ বস্তী তারা খাদ্যশস্যের দোকানে প্রবেশ করে এবং ২২ বস্তা গম লুট করে। চতুর্দিকেই লুটপাট শুরু হয়েছে। শাকরাইলে ৪০০ লোক গত ১৬ই জুলাই খাদ্যের দাবিতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। রেশন চাউল ২-৩ মাস অন্তর দেওয়া হয় এবং খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হয় না। এই অবস্থা চতুর্দিকে। বীরভূমে অনাহারের ছবি ভাল ক'রে ফুটে উঠেছে। বীরভূমে একজন লোক একটা কৌটা করেছে। চালের দর যত বাড়ছে কৌটাও তত ছোট হচ্ছে, এবং সেই পরিবারের লোক কৌটায় যতটুকু চাল ধরে সেইটুকু খেয়ে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। রামপুরহাট, সিউড়ি, নলহাটি, বোলপুর প্রভৃতি জায়গায় রেজিস্ট্রি অফিসে দেখা যায় যে, জমি হস্তান্তর বেড়ে গেছে। ১৯৫৫ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত ১২৬৭৫টা জমি হস্তান্তর হয়েছিল। এবার সে জায়গায় হয়েছে ১৮৩২৪টা, এই রকম একটা ভয়াবহ অবস্থা চলেছে। অজয় নদের তীরে অনেক জায়গায় এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে—চাল পাওয়া যায় না।

জ্যোতিবাবু ব'লে গেছেন, উড়িষ্যা থেকে চাল আনা হচ্ছিল, উড়িষ্যায় চালের দর ১৭ টাকা আর মাদ্রাজে ১৬ টাকা। উড়িষ্যা থেকে চাল আনতে দশ আনা খরচ হয়। যদি সরকার সেখান থেকে চাল আনতেন তা হ'লে ১৮৷৴৹ আনাতে গরিব লোকদের চাল দিতে পারতেন।

কিন্তু তা না ক'রে তাঁরা বেছে বেছে কতকগুলি ধনী মাড়োয়ারীকে বাহিরে থেকে চাল আনবার অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং যেভাবে তাঁরা বিক্রি করছেন তাতে লোককে ঠকাবার ব্যবস্থা তাঁরা করছেন। অথচ ১৭ টাকা দরে চাল তাঁরা সেখান থেকে এনে লোককে সস্তা দরে দিতে পারতেন। মাদ্রাজে চালের দর ১৬ টাকা মণ। ডাঃ ঘোষ বললেন সেখানে ৫০ ভাগ খাদ্যশস্যের চালান তাঁরা বাড়িয়েছেন। কাজেই সেখান থেকে ১৬ টাকা আর ১৷৹ অনা গাড়ীভাড়া অর্থাৎ ১৭৷৹ আনা দিয়ে কিনে তার দোকানে যদি আরও ২ টাকা খরচ হয় তা হ'লে ১৯ টাকা ক'রে নিশ্চয় তাঁরা তা লোককে দিতে পারতেন। কিন্তু তা তাঁরা দেবেন না ব'লে যেসমস্ত লোকের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ আছে, কন্ট্রাক্ট আছে তাদেরই হাতে এই সমস্ত চাল তুলে দিচ্ছেন। কাজেই এদিক থেকে দেশকে বাঁচাতে গেলে দেশের খাদ্যশস্যের ফলন বাড়াতে হবে। কিন্তু এদিকে ও'দের কোন চেষ্টাই নেই। দিনাজপুর, নদীয়া ইত্যাদি জায়গায় কোন সেচ ব্যবস্থাই নেই। সুতরাং আজ আর মানুষের বাঁচার কোন উপায় নেই। সেজন্য সংগ্রাম করা ছাড়া, পুলিসের লাঠি গুলীর সামনে দাঁড়ান ছাড়া তাদের আর কোন উপায় নেই। এই ব'লে আমি শেষ করলাম।

[10-10—10-20 a.m.]

Janab S. M. Fazlur Rahman:

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, আজকে খাদ্য পরিস্থিতির অবস্থা যে সংকটপূর্ণ সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। যে সমস্যা সমাধানের উপর লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জনসাধারণ ভবিষ্যতের পথ দেখতে পাবে, জীবনে সান্ত্বনা পাবে, ভবিষ্যত জীবন গ'ড়ে তুলবার পথে শক্তি ও সাহস সঞ্চার করবে সেখানে সে সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আজকে বিধানসভায় দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তি যাঁরা আছেন যাঁরা জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করছেন—তাঁদের কাছে জনসাধারণ এই আশা করবে যে, এই সংকটপূর্ণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় কি আছে। তারা এই আশা করবে যে, এই সমস্যা সমাধানের পথে এগুতে গেলে যেসব বাধাবিপত্তি আছে তা চূর্ণ ক'রে তাঁরা এদের প্রাণে সাহস যোগাবেন। অর্থাৎ তাঁদের সেই ভরসাবাণী পেয়ে মানুষ তার নিজের ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলবার পথে শক্তি সঞ্চয় করবে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, বিরোধী পক্ষের শ্রদ্ধেয় নেতাদের বক্তৃতা শুনে আজকে আমার বিরূপ ধারণা হ'ল। তবে শ্রদ্ধেয় ডাঃ ঘোষ যে কতকগুলি সাজেসশন দিয়েছেন সেগুলি বিবেচনা ও গ্রহণ করবার মত। মাননীয় সভাপাল মহাশয়, যখন মানুষের জীবনে বিপর্যয় ঘনিয়ে আসে, বিপদ বৃহত্তর আকারে

সম্মুখে আসে, যে সমস্যা জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে, সেখানে প্রত্যেক চিন্তাশীল মানুষ এই আশা করবে যে, এমন কথা বলা হোক যেখানে মানুষ তার নিজের দুর্বলতা, লোভ, অভাব-অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও সে তাকে ঠিক রেখে দেশপ্রেমের পথে নিয়ে যেতে পারবে। আজকে বিরোধী দলের নেতা শ্রীজ্যোতি বসু মহাশয় যে ধরনের উক্তি করলেন তাতে আমাদের মনে একটা ত্রাসের সঞ্চার উপস্থিত হয়েছে, কারণ দেশের এই সংকটপূর্ণ মুহূর্তে জনসাধারণকে শান্তির পথ, সমৃদ্ধির পথ, দুর্গতি থেকে বাঁচাবার পথ পরিহার ক'রে আজকে তিনি প্রকাশ্য-ভাবে ঘোষণা করলেন যে, গঠনমূলক সমাজের প্রয়োজন নেই। আজ লক্ষ লক্ষ জনসাধারণকে বাঁচাবার প্রয়োজন নেই। আজকে কেবল প্রয়োজন আছে আন্দোলনের—সেই আন্দোলন এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেখানে শান্তি থাকতে পারে না, শৃঙ্খলা থাকতে পারে না—ক্ষমতালোলুপ দৃষ্টি নিয়ে সেই আন্দোলন পরিচালিত হবে। এতবড় দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে আজকের দিনে তিনি কেমন ক'রে একথা বললেন। আজকে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে, সেই সুরে সুর মিলিয়ে শ্রদ্ধেয় হেমন্ত বসু মহাশয়ও বলতে চাচ্ছেন সমস্ত মানবতার দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে এবং সর্বপ্রকার গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে শুধু আন্দোলন সৃষ্টি করতে হবে। এটাকে আমাদের গুরুত্বপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে হবে। আজকে শ্রীজ্যোতি বসু মহাশয় এবং শ্রীহেমন্ত বসু মহাশয়ের কথা আমি উল্লেখ করব না, কারণ তাঁরা তাঁদের শেষ কথা ব'লে দিয়েছেন মানুষ বাঁচুক আর নাই বাঁচুক, খেতে পাক না পাক, লক্ষ লক্ষ মানুষকে এই সংকটপূর্ণ মুহূর্তে বাঁচাবার চেষ্টা তাঁরা করবেন না—একথা তাঁরা ব'লে গেছেন (বিরোধীপক্ষের বেঞ্চ হইতে তুমুল হট্টগোল)।

Mr. Speaker:

আপনারা যদি এরকম হট্টগোল করেন তা হ'লে কিন্তু আমি সিডিউল টাইমে উঠে চলে যাব।

Janab S. M. Fazlur Rahman:

সভাপাল মহাশয়, আপনিও পল্লীগ্রামের মানুষ, আমিও পল্লীগ্রামের মানুষ। সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে আমি বাস করেছি, সেখানে জন্মলাভ করেছি, সেখানকার মাটির সঙ্গে মিতালী স্থাপন ক'রে আমাদের জীবন দীর্ঘদিন ধরে গড়ে উঠেছে। আজকে এখানে বিরোধী-পক্ষের শ্রদ্ধেয় নেতা বঙ্কিম মুখার্জি মহাশয় নেই। তিনি অনেকদিন ধ'রে এখানে আছেন। তিনি যখন কংগ্রেসে ছিলেন, তখন তিনি অন্য রকম কথা বলতেন। কাজেই আজকের দিনে শ্রদ্ধেয় জ্যোতি বসু মহাশয় যে কথা ব'লে গেলেন সেটা একটা বাহ্যিক অভিনয় ব'লে মনে হচ্ছে। স্পীকার মহাশয়, আমরা সীতা-সাবিত্রীকে দেখি নি, রামচন্দ্রকে দেখি নি কিন্তু সীতার বনবাসের অভিনয় আমরা দেখেছি, সীতা চলে যাচ্ছেন অযোধ্যা নগরী থেকে। অযোধ্যার লক্ষ লক্ষ জনসাধারণ দশরথকে দোষারোপ করছেন, ভরতও পেছন পেছন গেলেন —এইরকম রামচন্দ্রের অভিনয়, ভরতের অভিনয় অনেকে করেছেন কিন্তু যাঁরা দর্শক তাঁরা চোখের জল ফেলেছেন। কিন্তু সভাপাল মহাশয়, সত্যিকারের রামচন্দ্র বা সীতা তাঁরা আজকে কেউ নেই, কিন্তু তাঁদের পট দেখেই এখন অনেকে চোখের জল ফেলেন। এখানেও আমরা দেখি বিরোধীপক্ষের সদস্যরা জনসাধারণের দুঃখদুর্দশার নাম ক'রে চোখের জল ফেলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের কোন যোগাযোগ নাই। আমি তাই তাঁদের বলি, আজকে সরকার খাদ্যসমস্যার সমাধানের নিমিত্ত যে নীতি গ্রহণ করেছেন এবং এই নীতি গ্রহণের ফলে আজকে জনসাধারণের মধ্যে যে সাড়া জেগেছে সেটা যেন ও'রা একটু চিন্তা ক'রে দেখেন। আজকে এই খাদ্যসংকট থেকে কি ক'রে পরিত্রাণ লাভ করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে তাঁরা একটা কথাও বললেন না। তাঁদের সকলের কাছেই সরকারের গৃহীত নীতি জানান হয়েছে, এবং এতদসম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে তার বিবরণ সম্বলিত একটা পুস্তিকা বিতরণ করা হয়েছে। আজকে যে জনসাধারণের মধ্যে দুঃখ আছে, দুর্দশা আছে, খাদ্যসংকট আছে, সকল মানুষকে যে পর্যাপ্ত খাবার দিতে পারা যাচ্ছে না, জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা যে কমে যাচ্ছে সরকার পক্ষ থেকে এসবেরই স্বীকৃতি আছে। কিন্তু এই দুর্যোগময় অবস্থা থেকে, এই সংকট থেকে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করলে পরিত্রাণ লাভ করা যেতে পারে, বিধান সভার বিরোধীপক্ষের সদস্যরা কেউ সেই দৃষ্টিভঙ্গি দেখাতে পারলেন না। তাঁরা সকলেই সমস্বরে চাল চাল ক'রে

আলোচনা করলেন, কিন্তু গম বা শাকসবজির কথা কেউ বললেন না। চাল যে আমাদের চাই এ সম্পর্কে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। কিন্তু একমাত্র চালের উপর নির্ভরশীল হ'লে আমাদের চলবে না। আমাদের খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় এদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যদি এভাবে মানুষকে চালের উপর নির্ভরশীল হওয়ার জন্য বারেবারে ব'লে তাদের চালের প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তা হ'লে নিশ্চয়ই চালের দর বেড়ে যাবে। অন্যদিকে তাদের আটা গম ইত্যাদি খাবার জন্য বলা হ'লে মুনাফাখোরী ও কালোবাজারীর দল সংযত হয় এবং তাতে মুনাফাখোরী এবং কালোবাজারী দলেরও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়। কিন্তু সেকথা কেউ আলোচনা করলেন না। সভাপাল মহাশয়, এই সরকারের বিঘোষিত নীতি আজকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে, এবং জনসাধারণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নবোদ্যমে নতুন বাংলা গড়তে প্রয়াসী হয়েছে—এই সরকারের নীতির ফলে আজকে শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে শ্রমের মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে এবং অনেকে এমনকি টেস্ট রিলিফএর কাজেও এগিয়ে এসেছে। সরকার তাঁর করণীয় কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছেন একথা আমি বলি না। তবে এটুকু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তাঁদের অবলম্বিত নীতি কার্যকরী করবার জন্য দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের নদীয়া জেলায় যে অবস্থা হয়েছিল সেই অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের জন্য এই সরকার যে নীতি অবলম্বন করেছেন তা ত্রুটিহীন ব'লেই আমি মনে করি। তবে আমি সরকারকে একথাও বলব যে, সামনে যে দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে তার প্রতিবিধানের জন্য সরকারকে আরও দৃঢ়হস্তে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে এবং নীতি কার্যকরী করার পথে যেসব চোরাকারবারী ও মুনাফাখোরী অন্তরায় সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে সেই অন্তরায়ও দৃঢ়হস্তে সায়েস্তা করতে হবে। আমি দৃঢ়কণ্ঠে একথাও বলতে চাই যে, সরকারের আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব গ্রহণ করলে চলবে না, তাঁদের এইসব সমাজবিরোধী কালোবাজারী ও মুনাফাখোরীদের দৃঢ়হস্তে দমন করতে হবে,—আরও সতর্কতা ও ক্ষিপ্রতার সংগে সুদূর মফঃস্বল অঞ্চলে খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ ও সুষ্ঠু বণ্টনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং টেস্ট রিলিফ প্রভৃতির মাধ্যমে জনসাধারণকে আরও কাজ দিয়ে তাদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। এই নীতি যদি ঠিকভাবে, সুস্থভাবে, ধীরভাবে এবং সততার সংগে কার্যকরী করা যায় তা হ'লে বাংলাদেশ এই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ লাভ করবে এতে কোন সন্দেহ নাই। কাজেই সভাপাল মহাশয়, আমি মনে করি যে, জনসাধারণকে আরও কাজ দেওয়ার মাধ্যমে তাদের সহযোগিতা লাভ করার যে কর্মপ্রচেষ্টা আমাদের সরকার করছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের খাদ্যনীতি সফল হবে, সার্থক হবে এবং জনসাধারণ তা হ'লে নিশ্চয়ই আমাদের পেছনে এসে দাঁড়াবে।

[10-20—10-30 a.m.]

Sj. Subodh Banerjee:

মিঃ স্পীকার, স্যার, খাদ্যের ব্যাপারে ফজলুর রহমান সাহেব চূড়ান্ত সমর্থন করলেন। আমরা বামপন্থীরা যে আন্দোলন করি তাকে তিনি নিন্দা করলেন। আমি সোজা একটা কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করি—তিনি নিজের বুকে হাত দিয়ে বলুন সরকারের অনুসৃত নীতিতে তিনি সন্তুষ্ট কিনা? আইনসভায় দাঁড়িয়ে সরকারপক্ষকে সমর্থন করতে হবে, পার্টি হুইপকে সমর্থন করতে হবে সেটা আলাদা কথা। কিন্তু প্রকৃতই জনসাধারণের স্বার্থে তার প্রতিবাদ কোথাও করেছেন কি? জনসাধারণের দাবি নিয়ে আন্দোলন পরিচালিত না হ'লে এবং জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলনে নামানো যায় না। ১৯৪৭ সালের পর যাঁরা গান্ধীটুপি মাথায় দিয়ে কংগ্রেসে ভিড় করেছেন তিনি তাঁদের দলভুক্ত নন। তিনি আগেও আন্দোলন করেছেন। সেই আন্দোলন আজও পর্যন্ত চলছে জনসাধারণের দাবিদাওয়া নিয়ে এবং এই আন্দোলন নিশ্চয়ই সাফল্য অর্জন করবে। এই আন্দোলনকে তাঁরা ভয় করতে পারেন, কিন্তু ডেপ্রিকেট করতে পারেন না। আজকের এই খাদ্যসমস্যার ব্যাপারেই শুধু নয়, আমাদের দেশে যখনই জনসাধারণের দাবিদাওয়া দাবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে তখনই আন্দোলন চলেছে।

কংগ্রেস সরকার যদিও স্ট্যাটিসটিক্স বিজ্ঞান যাতাভাবে ব্যবহার করেন তা হ'লে তা চূড়ান্ত মিথ্যাচারিতা না হ'তে পারে এবং প্রফুল্লবাবুর সংখ্যাতত্ত্ববিদ হিসাবে বাজারে নামও আছে! তিনি জিনিসপত্রের দরের একটা হিসাব দিয়েছেন—তিনি '৫৮ সালে দাঁড়িয়ে '৫৭ সালের কথা বলছেন; কিন্তু হিসাব আমরাও কিছু কিছু জানি। ১৯৫৭ সাল ওয়াজ অ্যান অ্যাবনর্ম্যাল

ইয়ার। কে না জানে যে, ১৯৫৭ সালেও জিনিসপত্রের দর অন্যান্য বছরের তুলনায় বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। সেইসব বছরের সংগে তুলনা করলেই প্রফুল্লবাবুর ধাপ্পা এক রকম ধরা পড়বে—আমি অন্য কথা বলব না। মাম্বলি স্ট্যাটিসটিকসের দিকেই প্রফুল্লবাবুর দৃষ্টি আকৃষ্ট করব। তিনি দেখাতে চেয়েছেন, না, জিনিসপত্রের দর এমন কিছু বাড়ে নি। আজকে চালের দর ২৭ টাকা হয়েছে তথাপি তিনি বলছেন এমন কিছু বাড়ে নি দাম। মিঃ স্পীকার, স্যার, ১৯৫৫ সালে চালের প্রতি মণ হোলসেল প্রাইস ছিল ১৭·২ টাকা। এই থেকে দেখছি ১৯৫৫ সালে। ১৯৫৬ সালে ছিল ১৯·২ টাকা। ১৯৫৭ সালে ছিল ২৩·০৬ টাকা। ১৯৫৮ সালে ছিল ২৭·৬০ টাকা। তা হ'লে কি হ'ল? ১৭ টাকা থেকে আরম্ভ ক'রে ২৭ টাকা বেড়ে গেল। অর্থাৎ ১০ টাকা মণপ্রতি বেড়ে গেছে একথা বলেন নি। তিনি ১৯৫৭ সালের সংগে ১৯৫৮ সালের হিসেব দিয়ে দেখাচ্ছেন এমন কিছু বাড়ে নাই। এই এক টাকা, দেড় টাকা মাত্র বেড়েছে। এ কি কথা? একে কি স্ট্যাটিসটিকস বলে? একে বলে মিথ্যাচার। এই ব'লে জনসাধারণকে ধাপ্পা দেওয়া হচ্ছে।

শুধু চাল নয়—ডালের দিকেও তাকিয়ে দেখুন। কয়েকটি ডালের কথা বলছি। ১৯৫৫ সালে গোটা মশুরির মণ ছিল ১২৷৷০ টাকা। ১৯৫৬ সালে হ'ল ২০ টাকা ৬০ নয়া পয়সা। ১৯৫৭ সালে হ'ল ২৪ টাকা ৬৬ নয়া পয়সা। আর এখন কত? তার হিসেব প্রফুল্লবাবু দেন নাই। আমার যতদূর হিসাব—২৬-২৭ টাকারও বেশি; এক বন্ধু বলছেন ৩০ টাকা। শুধু মশুরীর ডাল নয়। মুগ, কলাই, খেসারী, অড়হর, এমন কি ছোলার ডাল পর্যন্ত—সব জিনিসই এই রকম ক'রে মণ প্রতি ৫-৭ টাকা ক'রে বেড়ে গেছে। আলু, তেল ইত্যাদির কথা বাদই দিলাম। মাছ-মাংসের কথা ব'লে লাভ নাই। এটা হচ্ছে লাক্সারি, এমনই খাদ্য-নীতি চলেছে! মাছ-মাংস আজ একটা লাক্সারিতে পরিণত হয়ে গেছে। বাংগালীর ভাত-মাছের নাম করে প্রফুল্লবাবু ও হেমবাবুকে দোষ দিলে কিছু লাভ নাই। গোটা পশ্চিম বাংলা সরকারের দেউলিয়া নীতির জন্য ঐ দুটো জিনিস ছাড়তে হবে। রহমান সাহেব আটা বেশি ক'রে খাওয়ার কথা বলেছেন। আমি বলি আটার কি প্রয়োজন? তার চেয়ে নীচে নেমে আসুন—ছাতু ধরুন। আরও চীপ হবে। আর একটু এগিয়ে বলুন খাদ্য ডাইভার্শান হবে—ভাত ছাড়, ছাতু ধর। এখন থেকে এই শ্লোগান হবে।

That may be a very good slogan.

কি করব! বংশপরম্পরায় বাংগালীর যে অভ্যাস সৃষ্টি হয়েছে, তা ছাড়তে একটু দেরি হয়। পচা চাল, কাঁকর চাল খেয়ে ডিসপেপটিক বাংগালীকে আর ডিসপেপসিয়ায় ধরে না, ক্রনিক অ্যামিবিক ডিসেন্ট্রিতে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে, এই করেছে। এটা প্রশংসার কথা নয়—লজ্জার কথা, এটা সমস্যার কথা। আমাদের দীর্ঘদিনের অভ্যাস যা, সেই জিনিস দেবার চেষ্টা করছেন না। এই যে ব্যর্থতা স্বীকার করা উচিত। মানুষ খেতে না পেয়ে গেঁড়ি খায়, শাপলা খায় সুন্দরবনে দেখেছি। তা হ'লে কি বলবেন, গাছের পাতা যতদিন আছে ততদিন খাদ্যের অভাব হয় নি? না, চেষ্টা করবেন বাংগালীকে ভাত দেবার জন্য? সেকথা বলবেন না। কোন চেষ্টা করেছেন বাংগালীকে ভাত দেবার জন্য?

তারপর দামের কথা। কেন দাম বাড়ছে? আপনারা বলেছেন বাংলাদেশে ঘাটতি নাই ৭ লক্ষ টন কম হচ্ছিল। ৭ লক্ষ টনের বেশি ৮ লক্ষ টন তো কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছেন। বরং এক লক্ষ টন উদ্বৃত্ত হচ্ছে। এটা সকলে জানি—ডিম্যান্ড থেকে সাপ্লাই যখন কম হয়, তখন দাম বাড়ে। আপনারা তো বলছেন উৎপাদন বেড়েছে। এখন সাপ্লাই যখন বেশি, তখন দাম বাড়ে কেন? না, বর্তমান সমাজনীতির জন্য, মুনাফাখোরীর জন্য। এই মুনাফার গাইডিং ফোর্স'এর ফলে চাষীদের কাছ থেকে চাল কিনে আড়তদার, মিলমালিক জমা ক'রে রাখে—ইওর কনস্টিটিউশন রেকশনাইজেস দিস। এতে হাত দেওয়া যাবে না—স্যাংকটিটি অব প্রাইভেট অ্যান্ড পার্সোন্যাল প্রপার্টি রক্ষা করতে হবে। এই জমা খাদ্য সরকারের ধরবার উপায় নাই। কারণ তা নাকি ব্যক্তিগত সম্পত্তি; তাতে তাঁরা হাত দিতে পারেন না। ওরা সব চুরি-জোচ্চুরি করতে পারে, ব্ল্যাকমার্কেট সব কিছু করতে পারবে। ওটা তাদের প্রাইভেট অ্যান্ড পার্সোন্যাল রাইট, এটা ইন্ডিভিজুয়াল ফ্রীডম, ডিম্যান্ড।

অথচ এই খাবার পাবার জন্য লোকে আন্দোলন করছে, সেখানে আপত্তি হচ্ছে। ইন্ডিভিজুয়াল ফ্রীডম, ডিম্যান্ড প্রভৃতির কথা তুলছি না। কিন্তু এগুলি চিন্তা করা দরকার। কেন পারবেন না? কথায় কথায় বলেন ফেয়ার প্রোডাকশন নেই, কি ক'রে কি করব? পভার্টি ডিস্ট্রিবিউট হোক। এত চাল রয়েছে, সেটা জনসাধারণের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউটেড হোক না কেন? তা হয়েছে? কিনা,

"head I win tail you lose."

এইটা তাঁরা চান। অর্থাৎ লাভের বেলায় আমার, আর ক্ষতির বেলায় তোমার। এইভাবে কি পভার্টি ডিস্ট্রিবিউট করা হচ্ছে? যখনই জনসাধারণ কিছু ডিম্যান্ড করে তখনই বলা হয় দেশে উৎপাদন নেই, তোমরা কষ্ট কর, আর যখন ফসল বাড়তি হয় এবং তা গোলাজাত ক'রে লুকিয়ে রাখা হয়, তা ধরা হয় না। আমি জিজ্ঞাসা করি আজ পর্যন্ত কখনও চেষ্টা করেছেন যাদের কাছে বাড়তি ফসল আছে তা ধরবার জন্য?

[10-30—10-40 a.m.]

আমার নিজের হিসাবে বাংলাদেশে খাদ্য সারপ্লাস রয়েছে, ডেফিসিট নেই। তা হ'লে কেন দাম বাড়ে? মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি জানেন এটা শুধু এ বছরেরই সমস্যা নয়, পশ্চিম বাংলায় ক্রনিক ফেমিন কন্ডিশন প্রতি বছরই লেগে আছে। ১৯৫৩-৫৪ সাল ছাড়া, যে বছর বাম্পার ক্রপ হয়েছিল, প্রতি বছরই বাংলাদেশে খাদ্যের অভাব, দুর্ভিক্ষ দেখা দিচ্ছে কেন? কালকে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আলোচনা হয়ে গেল। আমার আশ্চর্য লাগল কেউ বললেন না আন্ডারডেভেলপ্‌ড কান্ট্রিকে কিভাবে ইকনমিক বেসিসএর উপর গড়ে তুলতে হয়। আন্ডারডেভেলপ্‌ড কান্ট্রির যদি উন্নতি করতে হয়, তা হ'লে তার এগ্রিকালচারকে বেসিক ধ'রে, তার উপরে ইন্ডাস্ট্রিজ গড়া দরকার। র‍্যাডিক্যাল ল্যান্ড রিফর্ম ক'রে এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশন যাতে হয়, সেই চেষ্টা করা দরকার। কই তা আপনারা করেছেন? কোথা থেকে ফসল বাড়বে? প্রফুল্লবাবু বললেন চাষীর ছেলেকে কলেজে পাঠাচ্ছেন না, কি ক'রে ফসলের উন্নতি হবে। কিন্তু আগে কি চাষীর ছেলেকে কলেজে পাঠানো হ'ত? আমাদের ভিতর থেকেই মাত্র দু-'একটি ছেলে এগ্রিকালচারাল কলেজে পড়তে সক্ষম হন। উনি ব্যবস্থা করলেও চাষীর ছেলেরা সেই কলেজে যেতে পারবে কি? চাষীর ছেলের জমি নেই যে, সেখানে সে উন্নত ধরনের চাষ করবে। সুতরাং চাষীর ছেলে যেখানে চাষ করবে, সেখানে জমি দেবার ব্যবস্থা করুন। র‍্যাডিক্যাল ল্যান্ড রিফর্ম ক'রে উন্নত ধরনের চাষ করবার চেষ্টা করুন। এগুলি না করলে, বাংলাদেশের ক্রনিক ফেমিন কন্ডিশন কখনও বন্ধ করা যাবে না এবং এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশনও বাড়ানো যাবে না, এবং দাম বৃদ্ধিও বন্ধ করা যাবে না।

Sjta. Labyana Prova Ghosh:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আজ আমরা সমগ্র ভারতবর্ষের সংকটজনক খাদ্য পরিস্থিতির কথা উদ্বেগের সঙ্গে পশ্চিম বাংলার ভয়াবহ খাদ্য সংকটের কথা ভাবছি। আমরা সকলে সত্যই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত। পশ্চিমবঙ্গ-সরকার তথা সরকারের খাদ্যদপ্তরও জনগণের এই উদ্বেগের কারণ স্বীকার করেছেন এবং উদ্বেগের কারণ নিবারণে সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন তারও দীর্ঘ বিবরণ সরকার দিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা সত্যই উদ্বিগ্ন।

অনবৃষ্টি ও প্রকৃতিক বিপদ-আপদের কারণে—সাময়িক যে সংকট দেখা দিয়েছে—তার জন্যও যেমন আমরা চিন্তিত ভারতের অর্থনৈতিক জীবনকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার কাজ—শাসন পরিচালনার অসামর্থের ফলে—যেভাবে ব্যাহত হচ্ছে, তার জন্যও আমরা আজ সমভাবে চিন্তিত রয়েছি। ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা লাভ করে, তখন স্বাধীনতার সঙ্গে আমরা গভীর দারিদ্র্য, ভয়াবহ আর্থিক বৈষম্য মজ্জাগত দুর্ভিক্ষ এবং নিত্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, খরা, অনাহারে মৃত্যু প্রভৃতি পেয়েছিলাম। পরাধীনতার অভিশাপের দান-স্বরূপ সেগুলি নিয়েই আমরা স্বরাজ জীবনে যাত্রা করেছিলাম। সেদিন কথা ছিল—জাতির বলিষ্ঠ কর্মশক্তিতে সকলের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায়, শাসন পরিচালনার সহনীয় যোগ্যতায়, উপযুক্ত অনিন্দ্য পরিকল্পনায় আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের অভিশাপগুলিকে পার হয়ে

সুষ্ঠু অর্থনৈতিক জীবনে যথাশীঘ্র প্রতিষ্ঠিত হব, কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা জীবনে দীর্ঘ ১১ বৎসর কাল পার হ'তে চলল, আজও আমরা দেখছি নিত্য ক্রমবর্ধমান দুর্ভিক্ষ, অনাহার, অজন্মার নিরাকরণে সরকার থেকে ক্রমবর্ধমানরূপে কিরূপ প্রশংসনীয় রিলিফ ব্যবস্থা প্রসারিত হয়ে চলেছে। সাময়িক সমস্যা সমাধানে এই ব্যাপকতর রিলিফ ব্যবস্থা সরকারের প্রশংসার বিষয় হ'তে পারে সত্য, কিন্তু সমগ্র জাতির জীবনে শাসন পরিচালনার যোগ্যতার দৃষ্টিতে এই ক্রমবর্ধমান রিলিফ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা জাতির ক্রমবর্ধমান কলঙ্কের চিহ্ন। মাননীয় খাদ্য-মন্ত্রীর বিবৃতি থেকে দেখছি—সরকার বহুবিধ ব্যবস্থা করেছেন, কর্ডন, লেভি, রেশন ও খাদ্য সররবাহ। সরকারী হিসাবে দেখছি—সরকার ক্রমবর্ধমানরূপে দিচ্ছেন ঋণ, কাজ, খয়রাতি সাহায্য। যাতে লোকে কাজ পায়, ক্রয়শক্তি পেতে পারে, চাষ ওঠাতে পারে, মানুষ যাতে বাঁচবার সুযোগ পায়, অতিরিক্ত যাতে মূল্যবৃদ্ধি রোধ হয়। উদ্দেশ্য সামনে রেখে সরকার ব্যবস্থা তো করেছেন কিন্তু সরকার কি দেখছেন অব্যবস্থাটা কি হচ্ছে? সরকার ব্যবস্থা করলেও রূঢ় বাস্তব সত্য এই যে, (ক) প্রয়োজনের চাহিদার তুলনায় ব্যবস্থা নিতান্তই সামান্য হচ্ছে। (খ) মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার চেষ্টা হচ্ছে কিন্তু দ্রব্যমূল্য ক্রমাগতই বেড়ে যাচ্ছে। (গ) চাষীকে সরকার সাহায্য দিতে চান, কিন্তু বৃষ্টি এসে গেছে তবু সাহায্যের অভাবে লক্ষ লক্ষ চাষীর চাষ আজও পড়ে রয়েছে। (ঘ) অবস্থা নিয়ন্ত্রণের সরকার ব্যবস্থা করতে চান কিন্তু অব্যবস্থার বিশৃঙ্খলায় দেশ পূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমাদের জেলাতেও সরকারী ব্যবস্থার আয়োজন সমানেই চলেছে কিন্তু আমরা দেখছি সরকারী কাজ পাবার জন্য এসে অনাহারক্লিষ্ট সহস্র সহস্র লোক নিরাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছে। ঋণ বিতরণের কেন্দ্রে এসে ঋণের জন্য ব্যাকুল সহস্র সহস্র চাষী ফিরে যাচ্ছে। অন্ধ, পঙ্গু, অসহায় কোনক্রমে সরকারী কেন্দ্রে পৌঁছে নিরাশ হয়ে অশ্রুজল নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। তাদের জন্য খয়রাতী সাহায্য নেই। আমাদের জেলাতেও দেখছি খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ক্রমাগতই লোকের ক্রয়শক্তির বাইরে বেড়ে চলেছে। দেশের বাস্তব অবস্থা আজ এই। একদিক যেমন এই সংকট উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য সাময়িক ব্যবস্থাসমূহকে ব্যাপকতররূপে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে প্রসারিত করতে হবে এবং তার জন্য যোগ্যতার সঙ্গে শাসনব্যবস্থার পরিচালনা ও মুনাফাসংগ্রহ-কারীদের দমন করতে হবে, অন্যদিকে তেমনি এই বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবসানের জন্য কায়েমী স্বার্থমূলক ব্যবস্থারও অবসান করতে হবে। নতুবা দেশের মুক্তি নেই।

কিন্তু বর্তমানের এই শাসনজীবনে আমরা অধঃগতি রোধের কোন লক্ষণই দেখছি না। দেখছি ক্রমবর্ধমান অব্যবস্থা, চাহিদার তুলনায় বহু অনটন, লোকের দুঃখের প্রতি সহানুভূতির অভাব এবং শাসনযন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মজ্জাগত বৈষম্য। সমগ্র দেশের সকলের সঙ্গে এই সর্বজনীন দুর্গতি লাভের সঙ্গে আমাদের জেলায় আমরা আর কি বিশেষ সরকারী অনুগ্রহ লাভ করেছি তারই দুই একটি কথা ব'লে আমার বক্তব্য শেষ করব।

কাজের বিবরণ ও কাজের ছবি দিয়ে সরকারী যে বিবরণটি দেওয়া হয়েছে তা অনুধাবন করলে সকলেই দেখতে পাবেন যে, আর্থিক জীবনে সকলের চেয়ে দুর্গতি এবং বিহার সরকারের ও বাংলা সরকারের কাছ থেকে অনাদৃত আমাদের জেলার প্রতি বর্তমানে যেসকল রিলিফব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে তা অন্যান্য সমস্ত জেলার থেকে সব বিষয় কম। অথচ সেখানকার দুর্গতি ও সংকট কোন জেলার চেয়ে কম নয়, অনেকের চেয়ে হয়ত অনেক বেশি। (ক) সমগ্র প্রদেশের হিসাবে যেখানে আমাদের জেলায় অন্তত আড়াইশো রেশনের দোকান হওয়া উচিত ছিল সেখানে মাত্র হয়েছে ৩৬টি। (খ) অন্য সব জেলাকে চাল দেওয়া হয়েছে। আমাদের জেলায় জনগণকে এক ছটাকও চাল দেওয়া হয় নি। (গ) আমাদের জেলার গ্রামবাসী গম খেতে আদৌ অভ্যস্ত নয়—বহুবার চাল চাওয়া হয়েছিল কিন্তু সরকারী ভাণ্ডারে চাল মজুত থাকা সত্ত্বেও চাল দেওয়া হয় নি। (ঘ) কোন জেলাকে ছোলা দেওয়া হয় নি। একমাত্র আমাদের জেলাতেই ছোলা পাঠানো হয়েছে। অথচ জনসাধারণ ভুট্টা খেতে অভ্যস্ত, কিন্তু বহু বলা সত্ত্বেও ভুট্টা দেওয়া হয় নি। (ঙ) খয়রাতি সাহায্যে অন্যান্য জেলা গম পেয়েছে। আমাদের জেলাতেই কেবল পায় নি। কেবল কিছু অর্থের বরাদ্দ হয়েছিল তাও অন্যান্য জেলার চেয়ে কম। (চ) অন্যান্য জেলার তুলনায় আমাদের জেলায় প্রদত্ত ঋণ ও রিলিফের কাজ খুবই কম হয়েছে। ঋণ অধিকাংশই ২৫-৩০ টাকা ক'রে দেওয়া হয়েছে। ঋণ এত স্বল্প হওয়ার জন্য ঋণের উপযুক্ত সঙ্গতি হয় নি, চাষে লাগে নি। (ছ) অন্যান্য সব জেলায় নতুন রাস্তা তৈরির কাজ হয়েছে

আমাদের জেলায় একটিও নতুন রাস্তা হয় নি। (জ) রাস্তা মেরামতের কাজ হয়েছে তাও অন্য জেলার চেয়ে বহু কম রাস্তা। (ঝ) পুষ্করিণী সংস্কারের কাজ হয়েছে মাত্র ৪৭টিতে। (ঞ) অন্যান্য জেলার তুলনায় সেখানে কর্তৃপক্ষের হাতে মজুত খাদ্য সবচেয়ে কম অথচ আমাদের জেলা সবচেয়ে দূরে। (ট) আর সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা—আমাদের জেলায় অনাহারে মৃত্যুর যে ঘটনাসমূহ অকাট্য ব'লে আমাদের দাবিকে সরকার চাপা দিতে সাহস করে নি, খাদ্যমন্ত্রী তদন্তে যাব ব'লেও যেতে পারেন নি। সেই ঘটনাগুলিকেই এই বিবরণ থেকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে। সরকারের খাদ্যব্যবস্থার ধারা আজ এই। এই ছবিই এর মধ্যে দেখছি। এই ব'লে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[10-40—10-50 a.m.]

Sj. Subodh Chandra Maiti:

মিঃ স্পীকার, স্যার, খাদ্য নিয়ে ডিবেট চলছে এই অ্যাসেম্বলিতে। গত বছর শুখো গিয়েছে সারা বাংলাদেশে। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় যে অবস্থা যাচ্ছে তাতে মাঠ শুকনো পড়ে আছে এখনও চাষের উপযোগী জল হয় নি। তার ফলে খাদ্যাভাব। এবারও যেসমস্ত লোকের হাতে এখন ধান আছে, বড় বড় চাষী তারা এখনও ধান ছাড়ছে না। যদি প্রচুর জল হ'ত, চাষের কাজ আরম্ভ হ'ত তা হ'লে সেই সমস্ত লোকের ক্ষেতখামারে বহু লোক কাজ পেত, গোলাজাত ধান বিক্রি করত সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কাজেই আজকে ধান চালের দাম অপেক্ষাকৃত বেড়েছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সরকার পক্ষ তো নিশ্চিত ব'সে নাই। যাতে চাল ও ধানের দাম কমানো যেতে পারে, তার জন্য সমস্ত সম্ভাব্য উপায় তাঁরা গ্রহণ করেছেন এবং কালবিলম্ব না ক'রে প্রথম থেকে টেস্ট রিলিফএর কাজ আরম্ভ হয়েছে। কাজেই সমস্ত জেলায় যদি দেখি তা হ'লে দেখব যে, এমন সমস্ত স্কীম অ্যাডাপ্ট করা হয়েছে যে, শুধু টেস্ট রিলিফএর কাজই করা হয় নি, যাতে ভবিষ্যতে চাষ আবাদের সুবিধা হ'তে পারে সেরকম উপযোগী স্কীমও গ্রহণ করা হয়েছে। বহু খাল, নালা যেগুলি সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএ করা যায় নি, সেই সমস্ত খাল-নালা যেগুলি হয়ত থার্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএ গ্রহণ করা হ'ত, যা করলে জলনিকাশ বা জল পাবার ব্যবস্থা হ'ত সেই সমস্ত স্কীম গ্রহণ করা হয়েছে টেস্ট রিলিফএর মাধ্যমে। ফলে এবার যদি জমিতে ভাল জল নাও পাওয়া যায় তা হ'লেও বিভিন্ন জেলায় সেই সমস্ত খাল দ্বারা নদী থেকে জল নিয়ে চাষ করতে পারবে এবং চাষ করা সম্ভবপর হবে। এমন অনেক জায়গা আছে যেমন ঝাড়গ্রামে—সেখানে বাঁধ তৈরি করলে টেস্ট রিলিফএর মাধ্যমে ভবিষ্যতে চাষের সুবিধা হবে। এদিক দিয়ে হাজার হাজার শ্রমিককে কাজে লাগানো হয়েছে এবং এই সমস্ত স্কীমএর ভিতর দিয়ে বহু লোক কাজ করছে তাতে একদিকে যেমন তাদের রুজি রোজগারের ব্যবস্থা হচ্ছে তেমনি অন্যদিকে ভবিষ্যতে এই সমস্ত জমিতে জল যাতে নেওয়া যায় বা জল বার করা যায় সেই রকম স্কীমও কার্যকরী হচ্ছে। বাংলাদেশে খাদ্য বেশি উৎপাদন করতে হ'লে ইনটেনসিভ কাল্টিভেশন ছাড়া উপায় নাই। তা ছাড়া ফুড হ্যাবিটও আমাদের পরিবর্তন করতে হবে। সেইজন্য আটার বিরুদ্ধে ব'লে লাভ নাই। আটা যাতে দেশের লোক খায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এবং সেইজন্য জনসাধারণের অবস্থা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। আর একটা কথা, বাংলাদেশে প্রতি জেলায়, এমন প্রায়ই নাই, যেখানে মডিফায়েড রেশন চালু হয় নাই। কিন্তু সেখানে প্রায়ই দেখা যায় সেই সব মডিফায়েড রেশনের দোকানে চাল আটা নাই। অনেক জায়গায় আবার এমন হচ্ছে, চাল আটা দুদিনের মধ্যেই তা ফুরিয়ে যাচ্ছে। যাতে আরও বেশি চাল ও আটা দেওয়া যায় সেদিকে ফুড ডিপার্টমেন্টএর দৃষ্টি দিতে হবে। আবার এমন জায়গা আছে যেখানে চাল ও আটা নিয়ে যেতে অসুবিধা আছে, সেজন্য সেখানকার লোকেরা তাদের বরাদ্দ মাফিক আটা চাল পাচ্ছে না। সেদিক দিয়ে যাতে তারা পেতে পারে সরকারকে সে চেষ্টা করতে হবে। তারা যাতে টেস্ট রিলিফ অ্যান্ড গ্র্যাচুইটাস রিলিফ পেতে পারে তার ব্যবস্থা হচ্ছে। টেস্ট রিলিফএর কাজ আরও কিছুদিন চালানো উচিত। কিন্তু এমন কতকগুলি লোক থাকবে যাদের কাজ থাকবে না, সেই সমস্ত লোকদের গ্র্যাচুইটাস রিলিফ দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। এইভাবে তিন দিক দিয়ে যদি কাজ হয়—মডিফায়েড রেশন শপ, টেস্ট রিলিফ ও গ্র্যাচুইটাস রিলিফ দেওয়া এ ছাড়া আর কিছু করা যায় কিনা তার বিষয় বিশেষ চেষ্টা করা

উচিত। আর শুধু বাংলাদেশের আইনসভায়, আমরা ভবিষ্যতে আন্দোলন করব, একথা না ব'লে অন্য জায়গায় একথা বললে ভাল হ'ত। যাঁরা রাজনীতি করেন তাঁরা ফিসিং ইন ট্রাবল্ড ওয়াটার করবেন না। কিন্তু প্রকৃতভাবে যাঁরা খাদ্যের উন্নতি চান তাঁরা খাদ্যের ক্রনিক অভাব যাতে দূর হয় তার জন্য কংক্রিট সাজেসশন দিলে যেমন ডাঃ ঘোষ দিয়েছেন, ভাল হয়। যেমন কি ক'রে প্রোডাকশন বৃদ্ধি হয় প্রপার কাল্টিভেশন হয় এবং কি ক'রে ফলন বাড়ানো যায়। সরকার উদাহরণ দিয়ে সকলকে একত্র ক'রে দেখিয়ে দেবেন যাতে ক'রে খাদ্য দেশে বেশি ফলানো যায়। প্রত্যেক সদস্য এক একটা দিকে কাজে লেগে যান। সরকারের সাহায্যে এক একটা জায়গায় সীড ফার্ম করুন, কো-অপারেটিভ বেসিসএ চাষ-আবাদ ক'রে ফলন যাতে বাড়ে এটা যদি চোখে দেখিয়ে দিতে পারেন তা হ'লে যারা কৃষক তারা এসে সেই সাহায্য নেবে। সকলে মিলে যদি এদিকে দৃষ্টি দিতে হয় তা হ'লে সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। এখন আমাদের সম্মুখে সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান রয়েছে কিন্তু ৪০ কোটি ক'রে টাকার বৈদেশিক মুদ্রা খাদ্যের পিছনে খরচ হয়ে যাচ্ছে। যে সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএর উপর জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তাকে সফল করবার জন্য বাইরে থেকে যাতে খাদ্য আমদানি না করতে হয় সেদিকে সকল সদস্যের অবহিত হওয়া উচিত। খাদ্য আন্দোলন করলেই চলবে না, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য ঘাটতি যাতে ক'মে যায় সেই চেষ্টাই করতে হবে। আমাদের প্রত্যেকটি গ্রাম যাতে স্বাবলম্বী হয় সেই ব্যবস্থা করতে হবে। সেদিক দিয়ে চিন্তা করলে আমাদের লক্ষ্য হবে প্রত্যেকটি গ্রামে যাতে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি হয় এবং সেই লক্ষ্যে পেঁছবার জন্য যেসব বাধা আছে, সে বাধা দূর করতে হবে।

[10-50—11 a.m.]

Sj. Khagendra Kumar Roy Choudhury:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়! প্রফুল্লবাবু খাদ্যের উপর একটা বিবৃতি দিয়েছেন। অবশ্য বিবৃতিতে আসল যে ব্যাপার সেটার কিছুই নেই। বিশেষ ক'রে বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে যে অনাহার শুরু হয়েছে সে সম্পর্কে কোন কথা নেই। খোঁজ নিলে আপনারা জানতে পারবেন যে, সুন্দরবনের সন্দেশখালি থানা থেকে কৃষকেরা গ্রাম ছাড়তে শুরু করেছে। আমি যে কনস্টি-টিউয়েন্সি থেকে নির্বাচিত সেই ইউনিয়নে একজন লোক যে ২২ বিঘা ভাগচাষ করে সে আজ ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়েছে। আমাদের এম এল এ গংগাধর নস্কর মহাশয় জানেন কয়েকদিন আগে বারুইপুর কেন্দ্রের প্রতাপপুর ইউনিয়নের দ্বিজবব মণ্ডল—সে ক্ষেতমজুরী করে, বেলা ১২টার সময় আমার বাড়ি এসে হাজির। বললাম, তুমি আজ কাজে যাও নি? সে বললে কাজ পাই নি। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করি, তবে বাড়ি ফিরে যাও নি কেন? সে বললে, বাড়ি কিছু না নিয়ে ফিরলে ছেলেপিলে খাবার জন্য ভয়ানক জ্বালাতন করে। দেখলাম এই কথা বলতে তার চোখে কয়েক ফোঁটা জল এসে গেল। প্রফুল্লবাবুর বিবৃতির মধ্যে এরকম-ভাবে কত দ্বিজবর মণ্ডল রয়েছে তার কোন উল্লেখ নেই।

ডাক্তার ঘোষ ব'লে গেছেন এখানে সব ভিখারী তৈয়ারি করা হচ্ছে। গ্রামের দিকে যান দেখবেন সমস্ত গ্রামের অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে। সেটা এমনভাবে চুরমার হয়েছে যে, বাংলা-দেশের জন্য লোককে নির্ভর করতে হচ্ছে টেস্ট রিলিফের ওপর। এখনই বলা যায় শতকরা ৫০।৬০ ভাগ লোককে টেস্ট রিলিফের ভিতর না আনলে বাংলাদেশের বেশির ভাগ লোক না খেয়ে মরে যাবে—এই হচ্ছে অবস্থা। অর্থাৎ ১০-১১ বছর শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করার ফলে বাংলাদেশে ভিখারী সৃষ্টি করেছে। এইটাই কি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা? জিজ্ঞাসা করি, যদি ১০-১১ বৎসরের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ লোককে যদি ভিখারীর অবস্থায় এনে থাকেন তবে আর কত বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশের সমস্ত লোককে ভিখারী ক'রে পূর্ণ সমাজতন্ত্রে পেঁছে দেবেন? এই কি কংগ্রেসী সমাজতন্ত্র এবং সেই সমাজতন্ত্রের দিকে বাংলাদেশকে নিয়ে চলেছেন? আজ দেশের লোককে দেখাবার চেষ্টা করেন যে, একটু জল বেশি হয়েছে সেজন্য চাষ নষ্ট হয়েছে এবং সেজন্য অভাব অনটন। আবার একসময় বলেন এবার একটু অনাবৃষ্টি হয়েছে তার জন্য শস্যহানির ফলে অভাব অনটন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার জন্য নয়। আজকে যে ব্যবস্থার মধ্যে দেশকে এনেছেন তাতে সংকটটাকে চিরস্থায়ী করবার মতই হয়েছে। অথচ

আমরা শুনি অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির জন্যই সংকট তীব্র হচ্ছে। ১৯৫১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে দেখি বাংলাদেশে ৬ লক্ষ ৫০ হাজার ভাগচাষী এবং ৭ লক্ষ ক্ষেতমজুর; কিন্তু এস্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট পাশ হওয়ার পর অর্থাৎ জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পর দেখি ভাগচাষীও উচ্ছেদ হয়ে ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়েছে। এদের জমি দেবার কথা এবং তা না দিতে পারলে তাদের মুক্তিসাধন হবে না। ১৪ লক্ষ ক্ষেতমজুর ও ভাগচাষী পরিবারের প্রত্যেককে পাঁচ বিঘা ক'রে জমি দিতে গেলে ৭০ লক্ষ বিঘা জমি লাগবে। সুতরাং এই দাবি আপনাদের কাছে করি না, আপনারা স্থায়ী সংকটের সমাধান করবেন। কিন্তু আমরা এটা চাই যে, এই ব্যবস্থার মধ্যে যেটুকু ফসল বাড়ানো সম্ভব, সেচব্যবস্থা করা সম্ভব, চালের কিছুটা দাম কমানো সম্ভব, সেটুকু আপনারা করুন। কিন্তু আমরা দেখছি যে, দিনের পর দিন ফসল বাড়ানোর বদলে কমেই যাচ্ছে। ১৯৩৭ সালে বাংলাদেশে একরপ্রতি ফলন ছিল ১২·৮ মণ, সেটা বাড়তে বাড়তে ১৯৫৫ সালে ১১·৭৭ মণ হ'ল। আপনারা হয়ত ভাবছেন যে, এ কি রকম বাড়ল—১২·৮ থেকে ১১·৭৭। আমি স্কুলে শিখেছিলাম এক থেকে ১০০ও যায়, কিন্তু কংগ্রেসের অংক হচ্ছে ১০০ থেকে শূন্যের দিকে। সুতরাং এদিক থেকে আমি মনে করি না যে, আপনারা কিছু করতে পারবেন। প্রফুল্লবাবু একটা তথ্য দিয়ে বলেছেন যে, এম আর শপের মারফত আমরা এত রিলিফ দিয়েছি, চাল বিলি করেছি, টেস্ট রিলিফের মারফত এত লোক প্রোভাইড করেছি। আমি সাব-ডিভিশনাল রিলিফ কমিটির মেম্বার হিসাবে সেখান থেকে আনা তথ্য তাঁকে দেব। আমি প্রফুল্লবাবুকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি কোনদিন সত্য কথা বলতে পারেন না? আমাদের গ্রামে একটা লোক সে কোনদিন সত্য কথা কেন বলে না জিগ্গেস করলে সে বলে যে, পিসিমা ব'লে দিয়েছে যে, সত্য কথা বলবে না। সেইরকম প্রফুল্লবাবুর কোন পিসিমা আছেন কিনা জানি না। তিনি বলেছিলেন যে, আমরা এম আর শপের ৯ হাজার দোকান খুলব এবং এত লোককে প্রোভাইড করব। কিন্তু আমি রিলিফ কমিটি থেকে যে তথ্য এনেছি তা দিচ্ছি। আলিপুর মহকুমায় যেখানে মাসে ৬০ হাজার মণ চাল দরকার শুধু 'ক' শ্রেণীর ১২ লক্ষ লোককে দেবার জন্য তার মধ্যে মাত্র জুলাই মাসে ১০ হাজার ৮৫১ মণ দেওয়া হয়েছে—অর্থাৎ ৩ ছটাক ক'রে মাত্র মাথাপিছু পেয়েছে। বনগাঁয় ৫০ হাজার মণ মাসিক যেখানে দরকার সেখানে মাত্র ৭ হাজার ১৬৭ মণ দেওয়া হয়েছে জুন মাসে অর্থাৎ মাথাপিছু ৩ ছটাক ক'রে দেওয়া হয়েছে। বসিরহাট মহকুমায় ৩৪ হাজার ৯ মণ ১২ ছটাক দরকার সেখানে মাত্র ৮ হাজার মণ দেওয়া হয়েছে। এইভাবেই এম আর শপ আপনারা চুটিয়ে করছেন। সুতরাং যেখানকার যা কোটা আছে সেই কোটা অনুযায়ী কোথাও মাল দেওয়া হয় না। আপনারা কেবল এম আর শপের সাইন বোর্ডই ঝুলিয়ে রেখেছেন। আলিপুরের লোকসংখ্যা যা তাতে এম আর শপের মারফত ও টেস্ট রিলিফের মারফত মিলিয়ে আমরা দেখলাম যে, ৩ই মাসে ৩ লক্ষ ২২ হাজার মণ মাত্র দেওয়া হয়েছে এবং মাথাপিছু মাত্র ১০ ছটাক ক'রে পাবে। কিন্তু প্রফুল্লবাবুর কাছে এইসব হিসাব দিয়ে কি হবে? এই রকম করলে দাম কমবে কি করে? আমাদের সরকার কালোবাজারী দলের পেছনেই ছুটছেন। আগের চালের দর ১৫ টাকা ছিল বাড়িয়ে ১৭৷৷০ টাকা করা হয়েছে। গ্রামের ভেতর চালের দর ৷৷/০ আনা মানে ২২৷৷০ আনা মণ এবং কলকাতায় ২৩-২৪ টাকা ক'রে। নিজেরাই যেখানে দর বাড়াচ্ছেন সেখানে তা হ'লে বাজারে দাম কমবে কি করে? অতএব আপনাদের রেশনে চাল থাকবে না। টেস্ট রিলিফে কাজ বন্ধ থাকবে তা হ'লে কি ক'রে কি হবে? সুতরাং ও'রা যে নীতি নিয়েছেন সেই নীতিতে বাংলাদেশকে আরও দুর্ভিক্ষের দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার নীতি। ওদিক থেকে একজন বললেন যে, সহযোগিতা করুন, বিরোধী পক্ষের নেতার কাছ থেকে আমরা গালাগালি ছাড়া সমস্যা সমাধানের কোন কথাই শুনলাম না। আপনারা যেখানে বাংলাদেশকে অভুক্ত রাখছেন সেখানে আপনাদের গালাগালি না দিয়ে কি ফুলের মালা গলায় পরিয়ে কলকাতা শহরে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরানো হবে। এই হচ্ছে আপনাদের এম আর শপের ব্যাপার।

[11–11-10 a.m.]

তারপরে রিলিফ কমিটি সম্বন্ধে আমি বলব। আমি রিলিফ কমিটির একজন মেম্বার। এর আগেরবার সরকার থেকে একজন ক'রে মনোনীত ব্যক্তি থাকতেন কিন্তু এখন বিরোধীপক্ষের লোক বেশি নির্বাচিত হয়েছেন ব'লে তাঁরা এবার থেকে দুজন ক'রে মনোনীত করলেন। তা ছাড়া

সেখানে এস ডি ও আছেন, সার্কেল অফিসার আছেন। রিলিফ কমিটি থেকে লিস্ট পাশ হয় যে অমুককে ডিলার করা হোক, অমুককে পেমাস্টার করা হোক, তা মানা হয় না। বসিরহাট থানায় অনেক জায়গা আছে সেখানে রিলিফ কমিটি যে নাম দেন তা মানা হয় না। রিলিফ কমিটির লিস্ট অনুযায়ী কোন মাল বিলি হয় না এবং তার মধ্যে চুরির ব্যবস্থা ক'রে রাখা হয়েছে। এর আগে প্রফুল্লবাবুকে বলেছিলাম যে, বিরোধীপক্ষ থেকে আরও ২-১ জন সদস্যকে রিলিফ কমিটির সদস্যরূপে নমিনেশন দেবার ব্যবস্থা করুন। তিনি বলেছিলেন, ওসব আমরা মানি না। আমি যাতে রিলিফ কমিটির মিটিংএ না যেতে পারি সেইভাবে বন্দোবস্ত করা হয়, সেইভাবে মিটিং ডাকা হয়। আমি বহু রিলিফ কমিটিতে আছি। বসিরহাট থানার ৩-৪ জায়গায় দেখা গেছে যে, কি রকম চুরির পরিমাণ বেড়ে গেছে। শশীভূষণ সরকার, ওয়াহেদ আলী এবং নরেন বেরা এই তিনজন মিলে বহু মাটি সরিয়েছে। ওখানকার ডি এম, এস ডি ও বলেছেন পূরণ ক'রে দেবার চেষ্টা করুন, কিন্তু তাদের কনভিকসনের কোন ব্যবস্থা করেন নি। টেস্ট রিলিফ বেশির ভাগ জায়গায় বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। মেদিনীপুরের শালবনী, কেশপুর এলাকায় আগে লোকে কাজ পেত, এখন পায় না, বর্তমানে কাজ নেই। মধ্যচাষী ক্ষেতমজুর খাটায় না। আমরা দেখেছি ঐ এলাকায় তারা সকালবেলায় নিজেদের লাঙগল ভাড়া দিয়েছে, আর রাত্রিবেলায় চাষ করছে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে যা বাংলাদেশে কখনও দেখা যায় নি। ডি এম, এস ডি ও তাঁরা জমিদার, মহাজনদের কথায় কাজ করেন। যাতে সস্তায় লোক পাওয়া যায় সেজন্য টেস্ট রিলিফের কাজ বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। বিধানবাবু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, ৪ আনা ক্যাশ দেবেন কিন্তু তা পাওয়া গেল না। কাজেই তাঁদের প্রতিশ্রুতির কি মূল্য আছে তা জানি না। অথচ তাঁরা বলেন যে, সহযোগিতা করুন। রিলিফ কমিটিতে আমরা সহযোগিতা করতে গেলাম কিন্তু রিলিফ কমিটিতে বসতেই পারি না। যে লিস্ট পাশ হয় সেই অনুযায়ী কাজ হয় না। কাজেই আপনাদের বলি যে, কোন্ সমস্যার সমাধান আপনারা করতে পেরেছেন? কিছুই করতে পারেন নি। এইভাবে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের নামে কৃষককে উচ্ছেদ করলেন। যখন আমরা বলি যে, কলকারখানায় ছাঁটাই হচ্ছে তখন সরকার বলেন যে, হ্যাঁ, একটু হচ্ছে। যখন বলি চালের দর, চিনির দর বেড়েছে তখন তাঁরা বলেন, হ্যাঁ একটু বেড়েছে। এইভাবে সবেতেই তাঁরা এইরকম করেন।

, মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনাকে একটা গল্প বলি। একজন সৎ ব্রাহ্মণ তাঁর মেয়ের জন্য অনেক খ'ুজে একটা পাত্র পেলেন, সে একটু পে'য়াজ খেত। তাকে বলা হ'ল তুমি পে'য়াজ খাও কেন, সে বললে, যখন মাংস খাই তখন একটু পে'য়াজ খাই। তিনি বললেন, মাংস খাও কেন? সে বললে, যখন মদটদ খাই তখন একটু মাংস খাই। মদ খাও কেন জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, যখন ডাকাতি ক'রি তখন একটু মদ খ'ই। তুমি ডাকাতি কর কেন? বলা হ'লে সে বললে, বেশির ভাগ সময় তো জেলেই থাকি, ডাকাতি করার সুযোগ কোথায়? (হাস্য) এই তো অবস্থা। কাজেই জ্যোতিবাবু যে কথা বলেছেন, আমিও সেই কথাই বলছি যে, এখানে সমালোচনা ক'রে কিছু হবে না, যদি কিছু করতে হয় তো ঐ ময়দানেই করতে হবে।

[11-10—11-20 a.m.]

Sj. Nishapati Majhi:

খাদ্যমন্ত্রী যেকথা বলেছেন, চালের দরবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে তাতে পরিস্ফুট হয়েছে যে, কলকাতায় শিল্পাঞ্চলে প্রতি মাসে ১৬ হাজার টন এবং জেলাসমূহে ২৪ হাজার টন দরকার—এই হিসাবে আমরা দেখতে পাই যে, কলকাতায় শিল্পাঞ্চলের জন্য ২ মাসের খাদ্যদ্রব্য মজুত আছে। খাদ্যমূল্য ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাচ্ছে, খাদ্যাভাব আছে, আরও দরবৃদ্ধি হবে, সর্বনাশ হবে এইসব কথা যে, আমাদের মাননীয় সদস্যরা বললেন, এতে আমাদের দেশের খাদ্যসংকট আরও জটিল করে তোলা হবে। আজকে দেশের খাদ্যসমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ হচ্ছে খাদ্য-পরিস্থিতি সম্বন্ধে বাক্যসংযম। আজকে খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধে যাঁরা ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করছেন তাতে শুধু রাজনৈতিক চক্রের উত্তাপই বাড়বে। তাই আমি তাঁদের সংযত হ'তে ব'লি, তবেই আমরা খাদ্যসমস্যার সমাধান করতে পারব। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর একটা কথার প্রতিধ্বনি ক'রে আমিও বলতে চাই যে, আমাদের এই রাজ্যে

প্রতি বছর বিশেষ ক'রে বর্ষার পর খাদ্যসমস্যার উদ্ভব হয়—এটা শুধু আজকেই নয়—যুগ যুগ ধ'রে এটা দেখা যাচ্ছে। অনেক গরিব লোক এই সময় কতগুলি খাদ্যগ্রহণ ক'রে জীবিকা নির্বাহ ক'রে জীবনধারণ করে—ভাতের অভাবে অনেকেই নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য খেয়ে জীবনধারণ করে। তাতে সত্যই তাদের কষ্টের মধ্যেও জীবনধারণ করতে হয়। আমি অবশ্য সেকথা এখানে বেশি বলতে চাই না। আজকে আমাদের যে অবস্থা হয়েছে তাতে যে পথে এই অবস্থার সমাধান আছে সেই পথই আমাদের বেছে নিতে হবে। কালকে বিরোধী দলের নেতা শ্রীজ্যোতি বসু বললেন, আমাদের ১ কোটি ১৯ লক্ষ একর জমি আছে। সত্যি কথা, আমাদের ১ কোটি ১৯ লক্ষ একর জমি। কিন্তু ১৯৫৬ সালে ৮৭ লক্ষ ৫০ হাজার একরে ধানচাষ হয়েছিল—বৃষ্টির তারতম্যে, উঁচুনিচু জমি ইত্যাদি বহুবিধ কারণে সমস্ত জমিতে ধানচাষ হয় নি। তারপর ৭৯ লক্ষ ৪০ হাজার একর জমিতে ধান চাষ হয়েছে। তাতে ফসল কম হয়েছে। এই-সব হিসাবের মধ্যে না গিয়ে তাঁরা কি বলছেন তা বুঝা যাচ্ছে না। আলাপ-আলোচনা ও যুক্তিতর্কের অবতারণা ক'রে তাঁরা কেবলই বলছেন, চালের দর কমিয়ে দিতে হবে। এটা অসুস্থ মস্তিষ্কের কথা—এতে জবাকুসুমের প্রয়োজন। তাঁরা আমাদের অনেক আন্দোলনের কথা শুনিয়ে ভয় দেখাচ্ছেন। এরূপ বস্তি সংস্কারের আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, সরকারী কর্মচারীদের আন্দোলন, পুলিস কর্মীদের আন্দোলন, ট্রাম আন্দোলন, মধ্যবিত্তের আন্দোলন, প্রাথমিক শিক্ষকদের আন্দোলন, শুনেছি এবং দেখেছি। এখন আবার খাদ্যসমস্যার ব্যাপারেও আন্দোলনের কথা শুনাচ্ছেন। দুঃখের বিষয়, জ্যোতি বসু মহাশয় যেকথা বললেন, এ তো তাঁদের চিরাচরিত কথা। তাঁরা বললেন, আমরা এমন একটা আঘাত করব, গৃহবিবাদ ইত্যাদি অনেক কথাই বললেন। সেদিন বঙ্কিমবাবুও বললেন, আমরা আঘাত করতে চাই। সমস্ত জেলায় জেলায় ছড়িয়ে দেবেন এই আন্দোলন। আমরা তাঁদের এই কথায় ভীত নই—এরকম কথা আমাদের শুনতে হয়। মোট কথা হচ্ছে আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছি। আজকে আমাদের কৃষিব্যবস্থায় অনেক উন্নতিসাধন করতে সক্ষম হয়েছি। আগের চেয়ে বেশি ধান-চাল উৎপন্ন হচ্ছে। আজকে আমাদের এখানে গমও উৎপন্ন হচ্ছে। আমাদের বিরোধী দলগুলি বলতে শুরু করেছেন আমাদের দ্বারা কিছু হবে না। আমি সেদিন বাঁকুড়া জেলায় গিয়েছিলাম—দেখলাম এইসব বিরোধী দল, কৃষক-মজদুর পিছু পিছু রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সেখানে টেস্ট রিলিফের কাজ আরম্ভ হয়েছে এবং লোকে এক টাকা দেড় টাকা ক'রে পাচ্ছে। লোকে কাজকর্ম ক'রে খেয়েদেয়ে আছে। এতে বিরোধী দলের কিছুটা অসুবিধা হচ্ছে। আমরা সকলেই এটা জানি। সেদিন শ্রীজগন্নাথ মজুমদার মহাশয়ের সংগে নদিয়া জেলায় দেখে এলাম সেইসব জায়গায় মেস্তা ও পাটচাষ নষ্ট হচ্ছে, কঠোর পরিশ্রম ক'রে এই জিনিস তারা উৎপাদন করে। মালদহ জেলাও খুব বিপন্ন হয়েছে, খাদ্যসমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। এজন্য মালদহের লোক চিন্তিত ও বিচলিত হয়েছে। আম একটা ভাল খাদ্য ছিল—আয়ের একটা পথ ছিল কিন্তু সেটাও নষ্ট হচ্ছে। পশ্চিম দিনাজপুরের অবস্থা সত্যিই খারাপ। ২৪-পরগনার বিভিন্ন অঞ্চলের অবস্থাও খারাপ। আমরা সমস্ত তথ্যই সংগ্রহ করেছি। এবং প্রত্যেক মানুষ যাতে কাজ পায় খেতে পায়, প্রত্যেক মানুষের যাতে দুর্গতিমোচন হয় সেই পথেই আমরা অগ্রসর হচ্ছি। বড়ই দুঃখের বিষয় অঙ্ক ও পরিসংখ্যান দিয়ে বিরোধীগণ যখন বক্তৃতা করেন তখন আমাদের কাছে হিসাবগুলি জানান দিতে চান না, তাঁদের মনগড়া হিসাবের উপরই জোর দেন। ৫৭ সালে কলকাতায় গম দেওয়া হয়েছিল ৫০ হাজার মণ, চাল দেওয়া হয়েছিল ৪,৫০০ মণ; এই '৫৮ সালে গম ৮০ হাজার মণ, চাল ৪৬ হাজার মণ। মফঃস্বলে '৫৭ সালে দেওয়া হয়েছিল ৩ হাজার টন গম, চাল ২৩ হাজার টন, '৫৮ সালে ৫১ হাজার টন গম, আর ৪০ হাজার টন চাল দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে আমরা যদি সমস্ত বাংলাদেশের চিত্র নিই তা হ'লে দেখা যাবে ৭৩ লক্ষ লোক মডিফায়েড রেশনভুক্ত হয়েছে। কলকাতা শিল্পাঞ্চলে রেশন শপ ৩,২০০টি, মফঃস্বলে ৫,৯০০টি রেশন শপ খোলা হয়েছে। একথা সত্য যে, আমরা সব জায়গায় সময়মত রেশন উপস্থিত করতে পারি নি। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য ভারপ্রাপ্ত অফিসাররা যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন এবং আমাদের বিধানসভার সদস্যরাও এই কাজে সজাগ হয়েছেন। সবাই চেষ্টা করছেন আন্তরিকভাবে যাতে লোকে খেতে পায়, কাজ পায়, যাতে লোকে এই খেয়ে দুর্গতি থেকে মুক্তি পায়। আমি সেদিন বাঁকুড়া জেলায় গিয়েছিলাম। সেখানে একটা কল্যাণ নিকেতন স্থাপিত হয়েছে। নানারকম শিক্ষার ব্যবস্থা

এবং নিজেদের কল্যাণ যাতে স্থায়ী হয়, সেইসব আয়োজন করছেন। সেখানে ঐরূপ কল্যাণ কাজ দেখে সুখী হয়েছি। শিলাবতী এবং কংসাই নদীর ধারে ২৫-৩০ বিঘাতে নলকূপে দিন-রাত জল গড়িয়ে পড়ছে। তা ছাড়া বাঁকুড়া জিলায় ছোট ছোট খালবিল, বড় পুকুর সংস্কার ক'রে সেচের ব্যবস্থা হচ্ছে। টেস্ট রিলিফের দ্বারা আমাদের খাদ্যের সেচ এলাকা অনেক বেড়ে যাচ্ছে। চাষীরা নিশ্চিন্ত মনে চাষ করবার আনন্দ লাভ করছে। আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে একথা বলছি। কারণ এমন একদিন ছিল যখন ভাল বীজ পাওয়া যেত না এবং জলসেচের কোন ব্যবস্থা ছিল না। আজ সর্বত্র সহজ ও সরল উপায়ে এইসব ব্যবস্থা হচ্ছে। রাজ্যে থানায় থানায় কৃষি-প্রদর্শনী ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। এক এক এলেকায় এইরকম ভাল বীজ দিয়ে জমিতে যাতে বেশি ফসল উৎপন্ন হয়, সেদিকে কৃষকরা যত্নবান হচ্ছে। আমরা এইভাবে সর্ব-দিকে অগ্রসর হচ্ছি। তবে বিরোধীরা এখানে এত দামী দামী কথা বলেন, উত্তেজিত কথা বলেন যে, তার জন্য আমরা সত্যিই দুঃখিত। তাঁদের আমি মনেপ্রাণে এই কথা জানাচ্ছি, খাদ্যমন্ত্রী মহাশয়কে আঘাত করবার কারণ আমরা জানি। বার বার আঘাত দিয়ে যতই কথা বলুন না তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। কারণ সত্যই আমরা বাস্তবের সম্মুখীন। এই রাজ্যের খাদ্যসমস্যা যাতে চিরতরে সমাধান হয় সেই রকম খাদ্য খেয়ে সকলে যাতে হৃষ্টপুষ্ট হয়, আমরা সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছি। খাদ্যমন্ত্রীর কাজ সত্যই প্রশংসাযোগ্য।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার পূর্ববর্তী বক্তার কথার সুর ধরে আমি শুরু করছি। বিরোধীপক্ষ থেকে উত্তপ্ত হয়ে একথা বলায় তিনি ব্যথিত হয়েছেন। আমি নিরুত্তপ্ত ও নৈর্ব্যক্তিকভাবে আলোচনা শুরু করছি এবং তার খানিকটা প্রয়োজনও আছে। যে জিনিস তাঁরা পরিবেশন করেছেন, খাদ্যমন্ত্রী যেটা প্রচার করেছেন তাতে কি গভর্নমেন্ট নিজেকে আরও প্রতারণা করতে চান, না, জনসাধারণকে প্রতারণা করতে চান? কোন্‌টা? এটাই হচ্ছে প্রশ্ন। তাঁরা যে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করছেন, সেই জিনিসটা এখানে তুলে ধরা দরকার।

প্রথম কথা হচ্ছে, খাদ্যসংকটের মূল কথা—একটু আগে খগেনবাবু আলোচনা ক'রে গেছেন। আমি এই অল্প সময়ের মধ্যে তার আর পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। কিন্তু বর্তমান সরকারের যে নীতি, সেই নীতির কাঠামোর ভিতর যে কতকগুলি তথ্য—অত্যন্ত সুপরিচিত, সেগুলি আমি তুলে ধরতে চাই। শুধু সেগুলি তুলে ধরে বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কারভাবে সরকারকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো ছাড়া উপায় নাই।

খাদ্য কমিটির বিশেষজ্ঞগণ অনুসন্ধান ক'রে ১৯৪৩ সাল থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত মোটামুটি কয়েকটি জিনিস তাঁরা বলেছেন, একটি হচ্ছে ভূমি সংস্কারের প্রশ্ন, যেটা খগেন-বাবু ব'লে গেছেন, তার পুনরুক্তি করব না; তারপর আমাদের কৃষি প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল হয়ে রয়েছে। তা দূর করবার জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটি জিনিস আছে। এই প্রকৃতির উপর নির্ভর করার ফলে হয় কি? সামান্য কোন বিপর্যয় হ'লে খাদ্যসঙ্কট আসে। দ্বিতীয় বাস্তব অবস্থা হচ্ছে কতকগুলি ক্রনিক স্কেয়ারসিটি এরিয়া আছে। প্রত্যেক প্রদেশেই আছে। বিশেষ ক'রে পশ্চিমবঙ্গে সামান্য সংকট হ'লেই ঐ ক্রনিক স্কেয়ারসিটি এরিয়ার ধাক্কা এসে যায়। গত যুদ্ধের সময় থেকে শুরু ক'রে বিশেষভাবে খাদ্য ব্যবসায় একচেটিয়া ও আধা-একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য সৃষ্টি হয়েছে। এমতাবস্থায় সরকার যদি এই খাদ্যের ব্যাপারে দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা নিতে চান, তা হ'লে এই তিনটি মূল সত্যকে তাঁরা ভাল ক'রে আন্তরিকতার সাথে বিবেচনা করুন। তাঁরা নিজেরা আত্মপ্রতারণা করছেন, দেশকেও প্রতারিত করছেন। দেশকে তাঁরা গভীর সংকটের পথে নিয়ে যাচ্ছেন। দেশের লোক আজ না খেয়ে মরছে, দশ বছরের পরিকল্পনা অজ বানচাল হয়ে যাচ্ছে। খাদ্যমন্ত্রী বলছেন, দু'-এক টাকা দাম বেড়েছে—তার মানে কি তিনি চিন্তা ক'রে দেখেছেন? তা হ'লে বুঝতে পারবেন।

[11-20—11-30 a.m.]

কিন্তু এখানে সরকার কি করেছেন আশু কাজ কিছু? আশু কাজ হচ্ছে যে, আজ লোকের যখন এই রকম সংকটের অবস্থা হচ্ছে, এক নম্বর, এখন লোকের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ান যাতে চালের ঘাটতি হ'লে বা চালের দাম বাড়লেও লোকে সংকটের মুখে না পড়ে। দ্বিতীয় হচ্ছে স্কেয়ারসিটি এরিয়াতে যেসমস্ত জিনিসের প্রয়োজন সেগুলি পূরণ করার চেষ্টা এবং তৃতীয় হচ্ছে একচেটিয়া ও আধা-একচেটিয়া খাদ্যের ব্যবসায়ী আধিপত্য করছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা। এই তিনটি যদি এড়িয়ে যাই তা হ'লে যতই এখানে অংক ক'রে দেখান, সেটাকে আপনার ধাপ্পা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। কিন্তু সেখানে সরকার কি করছেন? এখানে যে অংক প্রফুল্লবাবু দিয়েছেন, যে হিসাব দিয়েছেন, তার মধ্যে দেখছি যে কথা বিভিন্ন বক্তা বারবার ক'রে বলেছেন যে, যতই দিন যাচ্ছে, বছরের পর বছর যাচ্ছে ততই বাংলাদেশের বেশির ভাগ গ্রামাঞ্চলের লোক সরকারী দয়াদাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে যাচ্ছে এবং তার ফলে উৎপাদন বাধা পাচ্ছে, কৃষক ভূমিহীন হয়ে যাচ্ছে এবং নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। এবং সেই কৃষকের উপর যদি প্রত্যেকবারই এই রকম একটা ক'রে সংকটের ধাক্কা আসে, তা হ'লে তার ফলে তাদের জীবনের শেষ সম্বল থালাবাটি বিক্রয় করতে হচ্ছে, বীজ-ধান খেয়ে ফেলছে এবং একচেটিয়া মুনাফাখোরদের মুখের মধ্যে গিয়ে পড়ছে। তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবার জন্য যে সাহায্য তাদের দেওয়া দরকার; সেই সাহায্য সুষ্ঠুভাবে তাদের কাছে সময়মত না পৌঁছায় তা হ'লে সেই সাহায্য পাঠানোর প্রয়োজন কি? এবং তার ফলে আগামী বছরের উৎপাদনের কাজও ব্যাহত হচ্ছে। তাঁরা বলছেন এই সংকট এসেছে প্রকৃতির জন্য। শুধু প্রকৃতিকে দোষ দিলেই চলবে না, তার জন্য প্রকৃতির সংগে লড়াই করতে হবে। দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী এই দু'রকম পরিকল্পনাই নিতে হবে। কিন্তু মানুষের সৃষ্ট যে সংকট হয়েছে এবং তা যাঁরা বাড়িয়েছেন, তার সম্মুখীন যদি না হই, তা হ'লে আমরা অপরাধী হব। যে কথা নিশাপতি বাবু ও অন্যান্য সকলে বলেছেন, তাঁরা নিজেদের বুকে হাত দিয়ে একবার ভাববার চেষ্টা করুন।

আমি যে কয়টা জেলার কথা জানি সেই সম্পর্কে বলছি। কুচবিহার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে গত কয়েক বছর বন্যার ফলে সেখানে ফসল হয় নি এবং সাধারণ কৃষক চরম দুর্দশায় পড়েছে। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, পশ্চিম দিনাজপুরের বেশির ভাগ অংশ দুর্গত। অন্যদিকে বাঁকুড়া ও উত্তরবংগের কয়েকটি জেলা ও মালদহের উপর ভিত্তি ক'রে বলছি—এই যে কতকগুলি ক্রনিক স্কেয়ারসিটি এরিয়া গত কয়েক বছর ধ'রে হয়েছে, এদের মধ্যে আগে থেকে কয়েক বছর ধ'রে সুষ্ঠু সাহায্য দেবার জন্য পরিকল্পনা করা উচিত ছিল। কিন্তু সরকার তা করেন নি। সরকার বললেন কৃষিঋণ বাড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু কিভাবে কৃষিঋণ মঞ্জুর করেন? কৃষিরা এই ঋণ পেতে পেতে তাদের ধান রোয়ার সময় চলে যায়। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। জলপাইগুড়ি, কুচবিহার অঞ্চলে কৃষকরা কৃষিঋণ পেতে পেতে, তারা ১৬ টাকা দাদনে পাট বিক্রয় ক'রে দিতে বাধ্য হয়েছে যখন পাটের বাজারদর হচ্ছে ৩২ টাকা। এখন শিলিগুড়ির বিভিন্ন অঞ্চল থেকে খবর পাচ্ছি যে, সেখানে কৃষকরা অত্যন্ত কম দামে পাট বিক্রয় ক'রে দিতে বাধ্য হচ্ছে। কোন জায়গায় ১০ টাকা মণ প্রতি দাদন নিয়ে, আবার কোন জায়গায় ৭ টাকার কম মণপ্রতি, এইরকমভাবে দাদন নিয়ে তারা পাট বিক্রয় ক'রে দিচ্ছে, তা ছাড়া তাদের থালাবাটি, জমি বন্ধক দিতে বাধ্য হচ্ছে। এই যে জিনিস, এগুলি আপনারা করতে চাচ্ছেন। ঋণ তারা সময়মত পাচ্ছে না। ক্রনিক স্কেয়ারসিটি এরিয়া যেখানে প্রয়োজন বেশি, সেখানে আগে থেকে সুপরিকল্পিতভাবে তাদের যতটুকু সাহায্য দেওয়া যেতে পারে, কৃষিঋণ, খয়রাতি সাহায্য আকারে বা ড্রাই ডোল আকারে আগে থেকে সেখানে গিয়ে পৌঁছান দরকার। কারণ দেখা যায়, যতটুকু আপনারা দিচ্ছেন, তা পৌঁছাতে পৌঁছাতে তাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়।

সেখানে দেখছি কি, সেখানে পৌঁছতে পৌঁছতে সেখানে তাদের সে প্রয়োজন ফুরিয়ে যাচ্ছে। যেটা দেবেন ব'লে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন—এখানে সময়ের প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুতর প্রশ্ন—সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটিকে যে ১৫ই জুনের মধ্যে তাঁরা ১২ কোটি

টাকা বাংলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে পাঠিয়ে দেবেন, সেটা পেঁছাতে পেঁছাতে অনেক দেরী হয়েছে, অনেক জায়গায় তার এখনও বিতরণ শুরু হয় নি। দ্বিতীয় হচ্ছে, রিলিফ যেটা, ড্রাই ডোল ইত্যাদি দেবার কথা যেটার ও'রা হিসাব দেখান, কাজে আমরা প্রত্যেক জায়গায় কি দেখি, কাজে দেখি যা দেওয়া হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর এবং সেটা লোকের হাতে পেঁছাতে পেঁছাতে অনেক দেরী হয়ে যায়। আজকে আমি জানি, আমার নিজের এলাকার এবং যে কয়টি জেলার কথা বললাম যে, অনেক জায়গায় সে জিনিস গিয়ে পেঁছায় নি। তাঁরা ব'লে দিয়েছেন যে, জুন মাসের মধ্যে দেবেন, ব'লে দিয়েছেন,' দ্বিতীয় কিস্তি কৃষিঋণ দেবার আগে, অন্তর্বর্তী সময়ে সেখানে গ্র্যাচুইটাস রিলিফ গিয়ে পেঁছাবে। সে জিনিস এখন পর্যন্ত গিয়ে পেঁছায় নি। তারপর অন্য যে অঞ্চল যেখানে এই সংকটগুলি বাড়ছে। যখন বাড়ছে তখন প্রথম থেকে সেগুলিকে বন্ধ করার জন্য স্বল্পমেয়াদী যেসব পরিকল্পনা তা নেওয়া দরকার কিন্তু তা নেন না। আত্মসন্তুষ্টির ভাব শুধু প্রফুল্লবাবুর নয় কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার থেকে আরম্ভ ক'রে, ১৯৫৪ সাল থেকে আরম্ভ ক'রে এই খাদ্যের ব্যাপারে আত্মসন্তুষ্টির ভাব। এ চরম অপরাধ যার কোন মার্জনা নেই। কারণ এইগুলি আমাদের বিরোধী দলের কথা নয়, বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ কমিটি ব'লে গিয়েছে যে, সরকারের হাতে রিজার্ভ স্টক থাকা উচিত। কি পরিমাণ থাকা উচিত তা নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। কেউ বলছেন ২০ লক্ষ টন থাকা উচিত, কেউ বলছেন ১৫ লক্ষ টন থাকা উচিত, কেউ বলছেন ১০ লক্ষ টন থাকা উচিত। কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য বিভাগ নিজেরা বলেছিলেন অন্তত ১৫ লক্ষ টন থাকা উচিত। সে রিজার্ভ তাঁরা তৈরি করেন নি। এখানে পশ্চিম বাংলার সরকারও সে রিজার্ভস তৈরি করেন নি। কাজেই যখনই এই রকম প্রাকৃতিক একটা দুর্যোগ আসে, যদিও এই দুর্যোগ হঠাৎ আসে না। আমাদের এখানে ধাঁচই হচ্ছে তাই, এক বৎসর যদি ভাল আমরা প্রকৃতির দাক্ষিণ্য পেলাম, ভাল ফসল হ'ল, তার পরে কয়েক বৎসর ধরে হয়ত অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা ইত্যাদি দুর্যোগ নানারকমভাবে চলে। কাজেই এই যে সরকারের নিজের হাতে যে স্টক তৈরি করা এই কাজে তাদের গাফিলতি হয়েছে। স্টক তাঁরা কিছু তৈরি করেছেন কিন্তু যে পরিমাণে করা উচিত, ক'রে যেভাবে সেখানে পেঁছানো উচিত সে ব্যাপারে চরম গাফিলতি হয়েছে। তারপর এর পরে এ জিনিস আসে। গতবারে যখন আমরা বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে এলাম তখনও শুনলাম, যখন বাইরে চালের দাম অনেক বেড়ে গিয়েছে, তখনও প্রফুল্লবাবু বললেন যে ঘাটতি হয় নি বিশেষ। যেটুকু হয়েছে তা নানা কারণে এবং যেগুলি বলেছিলেন তা পুনরাবৃত্তি ক'রে আমি সময় নষ্ট করতে চাই না। তখন পর্যন্ত একটা আত্মসন্তুষ্টির ভাব ছিল। তখন সবাই জানে যে, ফসলের ঘাটতি হয়েছে। তারপর এই যে অবস্থাটা ক্রমে ক্রমে আসছে, এই অবস্থা জেনে সেই অবস্থা প্রতিরোধ করবার জন্য যে পরিমাণ স্টক তাঁদের সংগ্রহ করা উচিত ছিল, এখানে পশ্চিমবাংলা থেকে হোক, বাইরে ওখানে ভারত-সরকারের কাছ থেকে হোক, সেদিকে তাঁদের যথেষ্ট গাফিলতি হয়েছে। তৃতীয় নম্বর, এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, এই যে অবস্থা এ মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ সেটাকে বন্ধ করার জন্য যে জিনিসটি দরকার যে, ঐ যে একচেটিয়া ব্যবসায়ী এবং যাদের সংগে আজকে গ্রামাঞ্চলে অনেক কিছু কিছু লোক, যারা আজকে ঐ জমিদারী, জোতদারী প্রথা উচ্ছেদ হওয়ায়, তারাও ঐদিকে চলে গিয়েছে, ঐ একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের সংগে যুক্ত হয়েছে তাদের এই জিনিসটাকে ভাংগা এদের প্রয়োজন ছিল। কঠোর ব্যবস্থা তার জন্য অবলম্বন করা উচিত ছিল, সেটা তাঁরা করেন নি। আমি, স্যার, প্রফুল্লবাবু যে জিনিস আমাদের পরিবেশন করেছেন আমি এর তিনটি জায়গায় দাগ দিয়েছি। একটি জায়গায় যেখানে বলছেন যে, চালকলগুলির শতকরা ২৫ ভাগের বেশি যদি আমরা লেভি করতে যাই বাজারে উৎস শুকিয়ে যাবে; আর একটি জায়গায় দাগ দিয়েছি যে, কত লোক মডিফায়েড রেশনিংএ এসেছে এবং দেখিয়েছেন যে, সংখ্যা বেড়েছে; আর একটা জায়গায় বলেছেন যে, চিন্তা, প্যানিক বা অ্যালার্মএর কারণ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই জিনিসগুলি নিজে ভাবুন একবার। সকলকে এই জিনিসগুলি ভাবতে বলছি সরকারপক্ষের লোকদের যে, এই যে জিনিসগুলি ক্রনিক, আজকে বহু বৎসর ধ'রে চলে আসছে। এই জিনিসগলির ব্যবস্থা করার কি চেষ্টা হয়েছে। এই কত রিলিফ দিয়েছি, কত টাকা দিয়েছি তার একটা ফিরিস্তি দিলেই কি এর সমাধান হয়ে গেল? এবং এই যে বড় জিনিসটা, আমি শুধু একটা দৃষ্টান্ত দিই, যেমন আমাদের দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলায় স্টীল ব্রাদার্সএর কথা আমরা বহুবার বলেছিলাম যে, চা-বাগানের চাল সরবরাহ করার

নাম ক'রে তারা চাল কেনে। এই স্টীল ব্রাদার্স হচ্ছে, সেই চারটি কোম্পানি যারা বাংলাদেশে এসে দুর্ভিক্ষ জন্মিয়েছিল তাদের একটি। আমরা বলেছিলাম যে জিনিস, সেটা হচ্ছে এদের উপর কড়া অনুসন্ধান রাখা হোক। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে কি, চা-বাগানের চাল সরবরাহের জন্য উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ থেকে চাল আনার ব্যবস্থা করা হোক। সরকার সেটা নিয়েছেন ছ' মাস পরে। আজকে এই ছয় মাস পরে নেওয়া এর গুরুত্ব অনেকখানি অর্থাৎ ওদের হাতে যা করবার তার পুরো সুযোগ দিয়ে, লোকের অসুবিধার চরম অবস্থার সৃষ্টি ক'রে তারপর বললেন যে, চা-বাগানের জন্য উত্তরপ্রদেশ বা মধ্যপ্রদেশ থেকে নিয়ে আসা হবে।

[11-30—11-40 a.m.]

Sj. Mihirlal Chatterjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, বাংলা-সরকারের যে খাদ্যনীতি এবং সেই খাদ্য নীতি অনুসরণের যে পদ্ধতি আমরা ১৯৫৭ সাল এবং ১৯৫৮ সালে দেখেছি তার ফলে খাদ্যসংকট হ্রাস পাওয়া তো দূরের কথা—খাদ্যসংকট আরও বেড়ে গিয়েছে এবং বিশেষ ক'রে আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে, পশ্চিম বাংলায় যেসকল উদ্বৃত্ত জেলা আছে সেই সমস্ত জেলাসমূহেও আজ খাদ্যসংকট সম্প্রসারিত হয়েছে। আজ পশ্চিম বাংলার ঘাটতি জেলাতে যে অবস্থা উদ্বৃত্ত জেলাগুলিতেও ঠিক সেই অবস্থা। পশ্চিম বাংলার ঘাটতি জেলাতে উচ্চমূল্যে ধান-চাল কিনে খেতে হচ্ছে, উদ্বৃত্ত জেলাতেও, ধান উৎপন্ন ক'রেও, জনসাধারণকে সেই একই দামে কিনে খেতে হচ্ছে। অর্থাৎ খাদ্যঘাটতি বাংলাদেশের যে জেলাসমূহে সীমাবদ্ধ ছিল আজ আর সেই জেলাগুলিতে মাত্র খাদ্যসমস্যা সীমাবদ্ধ নাই—সরকারের নীতির ফলে, তাদের কার্যপদ্ধতির দোষে কিংবা সরকারের অযোগ্য কাজের জন্য উদ্বৃত্ত জেলাগুলিতেও সংকট আজ সম্প্রসারিত হয়েছে। স্যার, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এই বাংলা-সরকারের খাদ্যনীতি কখনও কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম-কানুন মেনে চলে নি। ১৯৫৭ সালের মে মাসে লক্ষ্য করেছিলাম যে, বাংলাদেশের একটি-মাত্র উদ্বৃত্ত জেলায় সরকার পাবলিক সিকিউরিটি অ্যাক্ট জারী করেছিলেন। সেই বীরভূম জেলার বাইরে ধান এবং চাল সরকারের অনুমতি ছাড়া যেতে পারত না। কিন্তু এই আইন জারী করার পর সেটা পালন করা হয়েছিল আইনের যে উদ্দেশ্য সেটা ভংগ ক'রে। সরকার পাবলিক সিকিউরিটি অ্যাক্ট উদ্বৃত্ত বীরভূম জেলায় জারী করলেন আর তার সাথে সাথে সেই জেলার চালের মিলওয়ালাদের, অন্য কোন ব্যবসাদার নয় বা জোতদার নয়, কেবলমাত্র মিল-ওয়ালাদের খুশী ক'রে আদেশ জারী করলেন তারা বাংলাদেশের যে-কোন জায়গায় যে-কোন জেলায় যত ইচ্ছা চাল চালান দিতে পারবে। তাতে হ'ল কি? ফলে হ'ল এই যে, সাধারণ চাষীরা জানল সরকার ধানের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে যাচ্ছে, চালের নয়। ধানের মুভমেন্ট নিয়ন্ত্রণ করছে জেনে লোকে ভাবল—বাজারদর হয়ত নেমে যাবে। আইন জারীর সংগে সংগে ধানের বাজার নামতে লাগল, কিন্তু চালের বাজারদর মোটেই কমল না। ধানের দাম কমে যাবার সুবিধা নিয়ে মিলওয়ালারা কম দামে ধান কিনে, চাল তৈরি ক'রে যে-কোন দামে সেই চাল অন্য জেলায় চালান দিতে লাগল। চাষীর ধানের দাম কমিয়ে দিয়ে, মিলওয়ালাদের বেশি দামে চাল বিক্রি করার সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম এবং এই হাউসেও সেই বিষয় আলোচনা করেছিলাম। বাংলাদেশে বিভিন্ন উদ্বৃত্ত জেলা থাকতে হঠাৎ মাত্র একটা জেলায় সরকার এই আইন চালু করলেন কেন? আমার যে সংশয় তখন জেগেছিল আজও সেই সংশয় আছে যে, কেবলমাত্র মিলওয়ালাদের খুশী করার জন্যই সরকার এই ব্যবস্থা করেছেন। যদি সরকার জনসাধারণকে বাঁচানোর জন্য সস্তায় চাল সরবরাহের নীতি গ্রহণ করতেন, তা হ'লে এই উদ্বৃত্ত জেলায় পাবলিক সিকিউরিটি অ্যাক্ট চালু ক'রে সেখানকার মিলগুলিকে যথেচ্ছ দামে ঘাটতি জেলাসমূহে চাল বিক্রয়ের সুবিধা দিতেন না। আজকে দেখছি এই উদ্বৃত্ত জেলার মানুষকেও ২৭।২৮ টাকা মণ দরে চাল কিনে খেতে হচ্ছে। কাজেই সরকারী নীতি কি আমি বুঝি না। জুন, জুলাই, আগস্ট—এই তিনমাস পাবলিক সিকিউরিটি অ্যাক্ট মাত্র একটা জেলায় চালু থাকল। তার পরে অগাস্ট মাসে রাইস অ্যান্ড প্যাডি কন্ট্রোল অর্ডার সরকার জারী করলেন সারা বাংলাদেশে। সেপ্টেম্বর মাস থেকেই ধানের দর উঠতে আরম্ভ করে, যেই রাইস অ্যান্ড প্যাডি কন্ট্রোল অর্ডার জারী হ'ল, তার ফলে মিলওয়ালারা জানল সরকার ধান ও চাল প্রকিওর করবেন, মিলগুলি যথেচ্ছা চাল চালান দিতে পারবে না। ধান উৎপন্ন যাই

হোক ধানের দাম কমতে আরম্ভ করল. ধানের দাম দাঁড়াল মাত্র দশ টাকা মণ। সরকারী কর্মচারীরাও বলতে আরম্ভ করলেন. ধানের দাম আর ৯।১০ টাকার বেশি হবে না। মিল-ওয়ালারা সেই সুযোগে যতটা পারে ধান সংগ্রহ ক'রে রাখতে আরম্ভ করল। তারপরেই দেখি সরকার মিলমালিকদের সঙ্গে নেগোসিয়েশন করলেন যে. ১৭ টাকা ১৬ টাকা দরে সরকার মিলের চাল কিনে নেবে, তার বেশি দরে কিনবে না। সরকারের নেগোসিয়েশনের ফলে ধানের দামে কোন উন্নতি হ'ল না। মিলওয়ালারা চাষীদের কাছ থেকে অত্যন্ত কম দামে ধান কেনা আরম্ভ করল। সরকার যথেষ্ট পরিমাণে চাল মিলওয়ালাদের কাছ থেকেও নিতে আরম্ভ করলেন। আমরা জানতাম মিলমালিকরা ১৬ টাকা মণ দরে চাল বিক্রি করতে প্রস্তুত গভর্নমেন্টের কাছে এবং গভর্নমেন্টও ১৬ টাকা দরে মিলের চাল কিনতে আরম্ভ করলেন। মিলওয়ালারা সরকারকে বিল দিতে আরম্ভ করল ১৬ টাকা দরে। হঠাৎ দেখা গেল কোথাও কিছু নাই. মিলওয়ালাদের সঙ্গে সরকারের কি একটা গোপন বোঝাপড়া হয়ে গেল। যে চালের দাম ১৬ টাকা হারে বিল করা হয়েছিল সেই চালের দাম ১৮৸০ দরে সরকারের কাছ থেকে তারা আদায় করল। অথচ মিলওয়ালারা চাষীদের কাছ থেকে মাত্র ৯।১০ টাকা মণ দরে ধান কিনেছিল। চাষী মরল, মিলমালিক মোটা লাভ করল। তারপরে রাইস অ্যান্ড প্যাডি কন্ট্রোল অর্ডার অনুযায়ী ধানের এবং চালের দাম নির্ধারণ করা হয়। চালের দাম নির্ধারিত ছিল কোর্স রাইস ১৬ টাকা আর ফাইন রাইসের দাম হ'ল ১৯৸০ আনা জানুয়ারি মাসের ১৫ই তারিখের থেকে ৬ই অক্টোবর পর্যন্ত। তার পরে দেখি ৬ই ফেব্রুয়ারি আবার গভর্নমেন্টের আর একটা রাইস অ্যান্ড প্যাডি কন্ট্রোল অর্ডার অনুযায়ী মিডিয়াম কোয়ালিটি চালের দাম নির্ধারণ হ'ল ১৭।০ আনা। অতএব দেখা যাচ্ছে, সরকারের যে কাজ ও যে নীতি তা একটা বিধিবদ্ধভাবে সুশৃংখলভাবে চলে না। সুবিধা মতন এক এক সময় এক একরকম অর্ডার দেন, তার ষোল আনা সুবিধা ভোগ ক'রে মিলওয়ালা আর আড়তদারেরা আর চাষী কেবলই মার খায়। এই যে মিডিয়াম চালের দাম নির্ধারণ করা হ'ল ১৭।০ আনা, আমি জিজ্ঞাসা করি, সরকার সে দাম কি এনফোর্সড করতে পেরেছেন কোন জেলায়? যদি না পেরে থাকেন তবে আইন করার মানে কি? যখন সরকার একটা আইন ক'রে বলেন—কোর্স রাইসের দাম ১৬ টাকা, মিডিয়াম রাইসের দাম ১৭।০, আর ফাইন রাইসের দাম ১৯৸০ তখন বাংলাদেশের কোন জেলাতেই তা এনফোর্সড করেন না কেন? না করবার কারণ কি আছে? কারণ হচ্ছে এই যে, সরকার মিলওয়ালাদের সঙ্গে একটা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন—বিশেষ ক'রে চাষী ও কিনে-খাইয়ে লোকদের পক্ষে, সরকারের পলিসি কিছু ঠিক নাই। মিলওয়ালাদের কাছ থেকে কি পরিমাণ লেভি করবেন তা সর্বদা অনিশ্চিত। পূর্বে ঠিক ছিল ১০০ পারসেন্ট লেভি হবে। আমার কাছে চিঠি আছে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের। তাতে আছে ৭৫ পারসেন্ট লেভি করা হবে। তার পরের চিঠিতে আছে ২৫ পারসেন্ট লেভির কথা। এ এক বিচিত্র জিনিস! সরকার মিল থেকে ১৮৸০ আনা দরে চাল কিনবেন। কাজেই ধানের দাম ১০—১০৷৷০ টাকা হ'লেও হ'তে পারে। কিন্তু ওদিকে মিলওয়ালাদের অবাধ অধিকার দিয়েছেন—সরকারকে ১৮৸০ আনা দাম দিয়ে বাংলাদেশের সাধারণ খরিদদারদের কাছে যথেচ্ছা দামে সরবরাহ করতে পারবে। সরকারের একটা ব্যবস্থা নিজের জন্য, আর একটা ব্যবস্থা মিলওয়ালাদের জন্য. বাংলা-দেশের জেলায় জেলায় মিলমালিকরা যে-কোন দামে চাল বিক্রয় করতে পারবে—তার উপর কোন বাধা নাই, কোন নিষেধ নাই। মিলওয়ালারা বলে—১৭।০, ১৮৸০ দরে লেভির চাল গভর্নমেন্টকে দিতে হয়, সুতরাং আমরা কম দামে ধান কিনে যত বেশি দামে পারি চাল বিক্রয় করব। আমি আর একটা জিনিস উল্লেখ করছি। মন্ত্রী প্রফুল্লবাবুর একটা কথা বুঝতে পারি নি—২৫ পারসেন্ট মিলের চাউল লেভির কথা রিপোর্টে দিয়েছেন। তাতে বলেছেন ১৯৫৭ সালে জানুয়ারি টু মে'তে ১ লক্ষ ৭৮ হাজার টন চাল প্রকিওর করেছেন। '৫৮ সালে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টন প্রকিউর হ'তে পারে বলেছেন। হিসাবে দেখা যাচ্ছে লেভি করতে পেরেছেন ৬৭ হাজার ৫০০ টন। কিন্তু যদি ১ লক্ষ ৫০ হাজার টন উৎপন্ন হয়ে থাকে তা হ'লে জানুয়ারি টু মে ৩৭ হাজার ৫০০ টন পাওয়া উচিত। ৩৭ হাজারের জায়গায় ৬৭ হাজার ৫০০ টন কোথায় পেলেন? আমাদের আশঙ্কা হয় বাংলার মিলওয়ালারা প্রচুর পরিমাণে চাল বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে লুকিয়ে রেখেছে। এবং সরকারকে ধানের হিসাব ও লেভির হিসাব একরকম দেয় আর অপর রকমে প্রচুর পরিমাণে হিসাব গোপন করে ও স্টক গোপন করে। সরকার সতর্কতার সঙ্গে দেখেন না কি পরিমাণ চাল তারা উৎপাদন করে।

[11-40—11-50 a.m.]

Dr. Golam Yazdani:

মিঃ স্পীকার, স্যার, বাংলাদেশের সবগুলি জেলাতেই আজ খাদ্যসংকট, কিন্তু শুধু এখানে মালদা জেলা সম্বন্ধেই বলব। কেননা খাদ্যসংকটের মধ্যে মালদা জেলাই প্রথম স্থান অধিকার করেছে। আমি ইতিমধ্যে মালদা ঘুরে এসেছি। সেখানকার যা দুরবস্থা—যা মাত্র ২-৩ দিন আগে দেখে এসেছি, তা আমি সদস্যদের সামনে ধরে তুলছি। মালদায় বৃষ্টি হয় ৫৮ দিন। এবার বৃষ্টি ৬ ইঞ্চির বেশি হয় নাই, যার ফলে সমস্ত এলাকায় আউশ ধান এবং রবিশস্য নষ্ট হয়েছে এবং যেসমস্ত আমনের এলাকা আছে সেখানেও আমনের চারা বপন করা সম্ভব হয় নাই। কালিয়াচক এলাকা—যেখানে আমন হয়, আউশ হয় এবং রবিশস্যও হয় সেখানেও ফসল সমস্ত শুকিয়ে যাচ্ছে। আমি জানি মালদা জেলার গাজল, হবিবপুর প্রভৃতি জায়গাগুলিতেও আমন ধান রোপণ সম্ভব হয় নাই। আর বাকি যেসমস্ত জায়গায় আমন ধান আছে তাও অনাবৃষ্টির ফলে শুকিয়ে যাচ্ছে। এই যে অনাবৃষ্টি, এ শুধু আজকে নয় গত ৩-৪ বছর ধ'রে একদিকে অনাবৃষ্টি, অপর দিকে বন্যা এই দুই দুর্বিপাকের ফলে মালদা জেলায় ভীষণ খাদ্যসংকট দেখা দিয়েছে। মালদা জেলার আম যদি ভাল রকম ফলে তা হ'লে সেখানকার খাদ্যসংকট অনেকটা দূর করতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যেক্ষেত্রে মালদা হ'তে দু' কোটি টাকা আম হ'তে পাওয়া যায় এবং সেই দু' কোটি টাকার স্থানে মাত্র ৫৮ লক্ষ টাকার আম এবার চালান গিয়েছে। সুতরাং অনেকটা পরিমাণে খাদ্যসংকট যে আমের মরশুমে লাঘব করে তাও এবার হয় নাই। একথা আমি নিজের নাম নেওয়া মতই শুধু বলছি না, সেখানে ডিস্ট্রিক্ট কনফারেন্সএ শ্রী জৈনকে যে মেমোরান্ডাম দেওয়া হয়েছে তাতেও উল্লিখিত হয়েছে। শ্রী জৈন যে বক্তৃতা সেখানকার জনসভায় করেছিলেন সে বিবরণ খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। তাতে দেখা যায় যে, তিনি স্বীকার করেছেন যে, মালদা অত্যন্ত সংকটের সম্মুখীন এবং সেখানে ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

সেখানে লোকের এমন অবস্থা এসেছে যে, যেখানে তারা খয়রাতি দান পাবার উপযুক্ত, তারা তা পায় নি। সেখানে দু'-একটি ইউনিয়নে টেস্ট রিলিফের কাজ হচ্ছে তাও প্রয়োজনের তুলনায় কম। আমরা হিসাব ক'রে দেখেছি যে, একটা লোকের এক মাসের মধ্যে ৯-১০ দিনের বেশি কাজ নেই। সেখানে গম নিয়মিতভাবে দেওয়া হয় না। কারণ কলকাতা থেকে মালদহে গম যাওয়া অত্যন্ত অসুবিধাজনক। আবার ডেলিভারী অর্ডার নিয়ে ডিলারদের সাব-ডিভিশনাল অফিসারের কাছে যেতে হয় ব'লে সেখানে অত্যন্ত দেরীতে গম পাওয়া যায়। কালিয়াচকে এখনই চালের মণ ৩৩-৩৪ টাকা যা এখনও সারা বাংলাদেশে কোথাও হয় নি। এই সময়ে সরকারের কাছ থেকে সাহায্য না পেলে জনসাধারণ বাধ্য হয়ে আন্দোলন করবে এবং সরকার সেই আন্দোলনকেও দমানোর চেষ্টা করেন। উদাহরণস্বরূপ আমি বলব যে, গত এপ্রিল মাসে যারা খাদ্য আন্দোলন করেছিল তাদের অনেককে পি ডি অ্যাক্টে ধরা হয়েছিল—এদের মধ্যে একজন জেলে অনশন করছেন। তারপর খড়বা থানায় গত ৩০এ জুন ৩ হাজার লোকের অনশনের কথা সরকারের দৃষ্টিতে আনাতে সেটাকে অত্যন্ত লঘু ক'রে দেখে প্রচার করা হয়েছিল যে, মাত্র ২০০ লোক অনশন করেছে। এই সম্পর্কে খাদ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়াতে তিনি বলেন যে, ৬০০ মেয়েকে শাড়ী দেবার লোভ দেখিয়ে ওদের আনা হয়েছিল। এইভাবেই লোকে যখন না খেতে পেয়ে খাদ্য আন্দোলন করছেন তখন সরকার থেকে এ নিয়ে ঠাট্টা করা হচ্ছে। এই অনশনের কথা যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ব'লে সেখানকার ডি এম যুগান্তরের রিপোর্টারকে ডেকে শাসান যে, এইরকম রিপোর্ট আর প্রকাশ করবেন না। অতএব দেখা যাচ্ছে, এইভাবেই খাদ্য আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

স্যার, প্রফুল্লবাবু প্রতিবারের মতন এবারও তথ্য পরিবেশন ক'রে দেখিয়েছেন যে, মডিফায়েড রেশনিং এবং টেস্ট রিলিফ অনেক বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু মডিফায়েড রেশনিংএর যে চাল তার কোয়ালিটি মেনটেন হচ্ছে কিনা সেটা তিনি বলেন নি। আবার মডিফায়েড রেশনিংএর বাহিরে যারা তারা যে ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার্সদের হাতে রয়ে গেলে তাদের অবস্থা যে কি হবে সেকথা তিনি বলেন নি। মডিফায়েড রেশনিং বাড়াতে গেলে সরকারকে চাল কেনার জন্য বাজারে চাল

কম হয়ে যাবার ফলে চালের দর যে বাড়তে থাকে এবং তাতে জনসাধারণের যে দুর্গতি হয় সেকথার তিনি উল্লেখ করেন নি। আমরা দেখছি যে, খাদ্যসংকট হওয়ার জন্য গত কয়েক বছর ধ'রে চালের দর বেড়ে যাচ্ছে। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত খাদ্যশস্যের টোটাল স্টক না বাড়ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এর কোন পার্মানেন্ট সল্যুশন হ'তে পারে না। এই খাদ্যশস্যের স্টক বাড়ানোর জন্য বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করার ফলে আমাদের বহু ফরেন এক্সচেঞ্জ ড্রেনড আউট হয়ে যাচ্ছে। অথচ পণ্ডিত নেহরু ঐ পরিকল্পনার কাজ করবার জন্য যেসমস্ত বিশেষজ্ঞদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রফেসর মহলানবীশ এই বিষয়ে সল্যুশনের যে পথ দেখিয়েছিলেন সেই পথ আমাদের সরকার কেন গ্রহণ করলেন না সেটা আমরা বুঝতে পারছি না। প্রফেসর মহলানবীশ বলেছেন যে, খাদ্যশস্য আমদানি করার থেকে যদি ফার্টিলাইজার নিয়ে আসা হয় তা হ'লে এটার পার্মানেন্ট সল্যুশনের পথে আমরা সহজে এগুতে পারব। তিনি পরিষ্কার দেখিয়েছেন যে, ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত আমরা ১৯·৩ মিলিয়ন টনস অফ ফুড গ্রেনস ইমপোর্ট করেছি এবং তার জন্য আমাদের খরচ পড়েছে ৮৬৭ কোটি টাকা, অর্থাৎ আমরা দেখছি যে, প্রতি টন খাদ্যশস্য আমদানি করতে সাড়ে চারশ' টাকা খরচ হয়েছে অথচ অ্যামোনিয়ম সালফেট ফার্টিলাইজার যদি আমদানি করা হয় তা হ'লে প্রতি টনের জন্য ২৫০ টাকা মাত্র খরচ হয় এবং এটা বিজ্ঞানস্বীকৃত সত্য যে, ১ টন অ্যামোনিয়ম সালফেট যদি ব্যবহার করা যায় তা হ'লে দ্বিগুণ খাদ্যের ফলন হয়ে থাকে। তা হ'লে আমরা দেখছি যে, ২৫০ টাকা খরচ ক'রে যদি ১ টন ফার্টিলাইজার আনা যায় তবে দ্বিগুণ খাদ্য উৎপাদন হয় এবং এক টন খাদ্য আমদানি করতে আমাদের সাড়ে চার শ' টাকার উপর খরচ পড়ছে। শুধু তাই নয়, প্রফুল্লবাবু দেখিয়েছেন যে, ৭ লক্ষ টন খাদ্যের ঘাটতি এ বছর দেখা যাচ্ছে অথচ সিন্ধ্রীর ফার্টিলাইজার কারখানার মত একটা কারখানা বসালে সেই কারখানা থেকে সাড়ে তিন লক্ষ টন ফার্টিলাইজার উৎপন্ন হবে। সুতরাং আমরা দেখছি এক টন ফার্টিলাইজারে যদি দু' টন খাদ্যের উৎপাদন বাড়ে ডাবল যদি হয় তা হ'লে সাড়ে তিন লক্ষ টন ফার্টিলাইজারের জন্য যদি একটা কারখানা বসানো হ'ত তবে সাত লক্ষ টন যে খাদ্য ঘাটতি সেই ঘাটতি থাকে না এবং তার জন্য আমাদের খরচ হয় কুড়ি কোটি টাকা। সেই কুড়ি কোটি টাকা ফরেন এক্সচেঞ্জ কম্পোনেন্ট। তার মধ্যে বারো কোটি টাকা ফরেন এক্সচেঞ্জ যদি আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোন রকমে আনতে পারি এবং তা এনে যদি আমরা একটা ফার্টিলাইজারের কারখানা বাংলাদেশে বসাতে পারি তা হ'লে এক বছরের মধ্যে আমাদের যে খাদ্য ঘাটতি সেই ঘাটতি মিটতে পারে। একথা আমার কথা নয়, এটা কোন লে ম্যানের কথা নয়—যেসমস্ত বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গিয়ে পরিকল্পনার কাজ করতে দেওয়া হয় এবং প্রধানমন্ত্রী যাঁকে ডেকে নিয়ে যান সেই বিশেষজ্ঞের কথা। সবথেকে আশ্চর্যের কথা এই যে, আমাদের সরকার তা করতে চান না। কাজেই আমাদের মনে হয় যে, এর পেছনে অন্য কোন মতলব আছে, যে মতলবের কথা আমরা বারবার বলেছি—বাংলাদেশ যাতে খাদ্যের ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হয় তারই জন্য চেষ্টা চলছে। আজকে মন্ত্রীমণ্ডলীকে জানিয়ে দিচ্ছি যে, ১৭ই জুলাই তারিখে আনন্দবাজারে সংবাদ বেরিয়েছে যে, বাঁকুড়া জেলাতে—যে জেলাতে কংগ্রেস দল বলেন যে, তাঁদের নাকি যথেষ্ট প্রভাব আছে, সেখানে দেখা গেছে যে, ২০ গাড়ি ধান লুঠ হয়ে গেছে, একশ' জন লোক ক্ষুধার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে সেই ধান লুঠ করেছে, এ মাসের ২৪এ তারিখে পশ্চিম দিনাজপুরে গম লুঠ করেছে ক্ষুধার্ত লোকেরা! আমি একথা বলতে চাই না যে, আমরা তাদের লুঠ করার জন্য প্ররোচনা দেব কিংবা তাদের উৎসাহ দেব কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথা বলতে চাই যে, আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলী খাদ্যসংকট সৃষ্টি ক'রে যে পথে আজকে দেশের মানুষকে চালিত করেছেন সেই লুঠ করার পথে আমরা তাদের উৎসাহ না দিতে পারি, প্ররোচনা না দিতে পারি কিন্তু তাতে আমরা বাধা দেব না। তারা ক্ষুধার জ্বালায় এইভাবে লুঠ করতে বেরুবে। কাজেই আমি আপনার মাধ্যমে জানাচ্ছি যে, এই সরকারের যে খাদ্য নীতি তার বিরুদ্ধে তারা এইভাবে প্রতিবাদ জানাবে।

[11-50—12 noon]

Sj. Amarendra Nath Basu:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, খাদ্য আন্দোলন বাইরে হচ্ছে আর আমরা বিধানসভায় আলোচনা চালাচ্ছি। এটা একটা পদ্ধতি হয়ে দাঁড়িয়েছে বিধানসভার আলোচনা শেষ হবার সময় খাদ্যের

দাবিতে আলোচনা হয় এবং তার ফলে যে কিছু হয় না সেটা আমরা বুঝি, দেশবাসী বুঝেন। আজকে এই আলোচনার সময় এক বন্ধু বললেন যে, খাদ্যসমস্যা সমাধানের জন্য বাক্যসংযম প্রয়োজন। আমি একথা বলব, আজকে দেশের যে অবস্থা তাতে তাঁরা কোনরকম সংযম অবলম্বন করতে পারছেন না। যেখানে দেশে এত তীব্র খাদ্যাভাব রয়েছে, যেখানে মানুষ লুট করে খেতে শুরু করেছে সেখানে আমাদের মধ্যে যদি কেউ একটু কড়া কথা বলেন তা হ'লে সরকার কিংবা সরকারপক্ষীয় সভ্যদের এত ব্যথা লাগে কেন সেটা আমরা বুঝতে পারি না। তা লাগা উচিত নয়। তাঁদের চিন্তা করা উচিত আমরা যেকথা বলছি তার মধ্যে সত্যতা আছে কিনা। এখানে মন্ত্রিমহাশয়ও বললেন আমাদের উপর বিশ্বাস রাখুন, তা হ'লে কাজের সুযোগসুবিধা হয়। আমরা আপনাদের উপর আর বিশ্বাস রাখি না—আপনারা কাজের সুযোগ দীর্ঘদিন ধ'রে পাচ্ছেন ; কিন্তু আপনারাই বলুন আজকে আপনাদের উপর দেশের জনসাধারণের বিশ্বাস আছে? মন্ত্রিমহাশয় যে বিবৃতির কথা বলেছেন সেই বিবৃতি নিয়ে বিরোধীপক্ষ যেখান থেকে নির্বাচিত হয়েছে সেইসব এলোকার কথা বলছি না, যেখান থেকে কংগ্রেসসভ্যরা নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের মতামত নিলে দেখতে পাবেন তাঁরা বলেন, খাদ্যমন্ত্রী আমাদের সঙ্গে উপহাস করছেন। যেখানে খাদ্য নাই সেখানে তিনি বলছেন আশংকা নেই। লোকে অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে মারা যায়—তিনি বলেন, ডিসেন্ট্রিতে মারা গিয়েছে। অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি তাঁকে বলি, তিনি সেই বিবৃতি ও কমিটির রায় নিয়ে আসুন এবং এখানে বলুন, সেই রায় যদি আমার বিরুদ্ধে যায় তা হ'লে আমি পদত্যাগ করব। তা হ'লে আমরাও বলব, আন্দোলন বন্ধ থাক। কিন্তু সেই রায়ই প্রমাণ ক'রে দেবে খাদ্যমন্ত্রী আযোগ্য। একজন বলেছেন, খাদ্য নিয়ে আমরা রাজনীতি করি। শ্রীসিদ্ধার্থ রায় তাঁর বিবৃতিতে খাদ্যের ব্যাপারে যে অভিযোগ করেছিলেন সেই অভিযোগের উপর যে তদন্ত কমিটি হয়েছিল সেই তদন্ত কমিটির সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রী নিজের পকেটে রেখে দিয়েছেন—এটা কোন্ নীতি? এটা রাজনীতি নয়? এটা কংগ্রেসী রাজনীতি? তিনি কি খেলা খেলছেন? আর আমাদের বলছেন রাজনীতি কর না। সাধারণ মানুষ খাওয়া-পরার জন্য আন্দোলন করে তখন তাদের উপর দমননীতি চলে—আর যে মন্ত্রীর আসনে বসে খাবারের ব্যবস্থা করতে পারেন না তিনি বহালতবিয়তেই গদিতে বসে থাকেন। আমাদের দলের নেতা জ্যোতিবাবু বলেছেন খাদ্যই আজকের দিনে প্রথম শর্ত হওয়া উচিত—আর কোন শর্ত বা মীমাংসা নাই। এই শর্তেই খাদ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত। আমি জানি কংগ্রেস-সরকারের কোন খাদ্যনীতি নাই। অনেকে বলেন, আপনাদের নীতি হচ্ছে মার্কিন মুলুক থেকে কিনে আনা—এ ছাড়া আপনাদের আর কোন নীতি নাই। কৃষক-মজদুর যারা লুট করে আর যাদের কিনে খাবার এখনও ক্ষমতা আছে তাদের উপর জবরদস্তি চালানো ছাড়া আর কোন নীতি নাই। লোকে দশ বৎসর সহ্য করেছে। এই নীতি আর বেশিদিন চলবে না। শ্রীজ্যোতি বসু মহাশয় যে কথা বলেছেন আমি সেই কথাই আবার বলব—আন্দোলন হবে—জনসাধারণ আন্দোলন করবে—আন্দোলনের পথে নিশ্চয়ই আমরা আমাদের দাবি আদায় করতে পারব। আমি মন্ত্রিমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, তিনি অনেক টি আর, এম আর ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছেন—কিন্তু কেন চালের দর কমালেন না, সেকথা আমাদের এখানে পরিষ্কারভাবে বলুন—তার কারণ, এই কলকাতা শহরে যে ৩ হাজার দোকানের কথা বলেছেন সেই সব দোকানের সঠিক তথ্য তিনি এখানে রাখেন নি। বহু জায়গায় গম আছে, চাল নাই। বহু জায়গায় এমন অবস্থা যে, যে চাল আছে তা মানুষে কেনে না। আমি এর আগে একবার বলেছিলাম যে, যে চাল এঁরা দেন তা ঝাড়াই-বাছাই করলে এক সেরে ১২ ছটাক গিয়ে দাঁড়ায়। তিনি সেরকম চাল চোখেও দেখেন নি। সস্তা দরের চালের একই অবস্থা। যদি মানুষের খাবার নিয়ে এইরকমভাবে চলে—শেষ কথা, চালের দর কিছুটা নামাবার ব্যবস্থা করুন।

Sj. Charu Chandra Mahanty:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে খাদ্যনীতি সম্বন্ধে আলোচনায় দেখতে পাচ্ছি যে, বিরোধী পক্ষ ও আমাদের মধ্যে এই ব্যাপারে পার্থক্য রয়েছে। আমাদের ৭ লক্ষ টন খাদ্যাভাব ছিল—কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট আমাদের যা দিয়েছেন এবং অন্যান্য স্টেট থেকে আমরা যা নিয়েছি তাতে লক্ষ টনের অভাব পূরণ হবে। তা সত্ত্বেও দাম কমছে না ব'লে অনেকে তীব্র কথা বলেছেন। কিন্তু কিরকমভাবে দাম কমতে পারে তার কোন পন্থা কি বিরোধীপক্ষ দেখিয়েছেন? কি কি পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে তা খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় লিখিতভাবে দেখিয়েছেন।

[12—12-10 p.m.]

আমি ছেলেবেলায় এক টাকায় ২০ সের চাল খরিদ করেছি। অর্থাৎ যে চাল পূর্বে মণপ্রতি ২ টাকা ছিল, আজ সেই চাল ২৬-২৭ টাকা হয়েছে। কিন্তু আজ কার সাধ্য আছে যে, চালের দর দু' টাকাতে নামিয়ে নিয়ে আসতে পারে? তা কোন গভর্নমেন্টের পক্ষেই সম্ভব হবে না, সে কংগ্রেস গভর্নমেন্টই হোক বা যে-কোন পার্টির গভর্নমেন্ট হোক। আজকে যদি কমিউনিস্ট গভর্নমেন্টও হয়, তার সাধ্য হবে না ২ টাকা কেন, ১০ টাকাও চালের দাম মণপ্রতি করতে পারবেন না। তার কারণ হচ্ছে, আমাদের দেশে সর্বসাধারণের যদি টাকা বেশি হয়, অর্থ বেশি পায়, তা হ'লে জিনিসের দাম বাড়বেই বাড়বে, এতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। আজ আমরা প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দু' হাজার কোটি টাকা খরচ করেছি এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা খরচ করতে যাচ্ছি। আজ গভর্নমেন্ট বহু কাজে কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন এবং কোটি কোটি টাকা আমাদের জনগণের হাতে আসছে।

[এ ভয়েস ফ্রম অপোজিশন বেঞ্চঃ জনগণের হাতে কোথা থেকে টাকা এল?] সব বাজে কথা বলছেন।]

এই যে এত টাকা খরচ হচ্ছে, সেগুলো যাচ্ছে কোথায়? তা হ'লে কি সব উবে চলে যাচ্ছে? সুতরাং জনগণের হাতে যদি সেই টাকা আসে তা হ'লে সেই টাকার দ্বারা তারা নিশ্চয়ই নানাবিধ জিনিস খরিদ করবে এবং যে খেতে পেত না সে বেশি ক'রে খাবে, যে দুধ পেত না, সে দুধ চাইবে, সমস্ত জিনিস খরিদ করতে চাইবে। যে চাল, ধান খেত না, সে এখন বেশি ক'রে এই-সমস্ত খাবে। এই যে স্বাভাবিক নিয়ম, তা কেউ পরিবর্তন করতে পারে না।

[ভয়েসেস ফ্রম অপোজিশন বেঞ্চঃ আমরা এসব বিশ্বাস করি না।]

[তুমুল হট্টগোল]

খাদ্যদ্রব্যের ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের যে মূল্য বাড়ছে তার প্রধান কারণ হচ্ছে সর্বসাধারণের হাতে বেশি অর্থ এসেছে। এতে কোন সন্দেহ নেই। আপনারা যদি ধান-চালের দাম কমিয়ে দিতে চান, তা হ'লে গ্রামের চাষীরা মারা যাবে। বর্তমানে ধান-চালের যে দাম বেড়েছে, তা কেবল মুনাফাখোরের দ্বারা হয়েছে, তা নয়। গ্রামে ১৫-১৬ টাকা মণ দরে কোন চাষীই ধান বিক্রয় করছে না। অবশ্য একথা সত্য, গরিব ছোট ছোট চাষীর হাতে ধান নেই, যা কিছু একটু-আধটু ধান-চাল আছে তা সমস্ত বড় বড় চাষীর হাতে। তা হ'লেও জানুয়ারি বা পৌষ মাসে যখন প্রথম ধান আমদানি হয় তখনও কেন ১০ টাকা নিয়ে ছিল ধানের দাম। কেন তখন ১০ টাকা ধানের মণ ছিল? এখন শ্রাবণ মাসে সেটা বাজারে মিলমালিককে ২৫ টাকা দরে বিক্রয় করতে হচ্ছে। তা ছাড়া তার আয় কমে গিয়েছে। সুতরাং তাকে আমি কি ক'রে মুনাফাখোর বলব? খাদ্যের উৎপাদন যে বৃদ্ধি করা উচিত একথা কেউ অস্বীকার করে না। খাদ্যের উৎপাদন বাড়াতে হবে। মাননীয় সদস্য যতীনবাবু ফার্টিলাইজার কারখানা বসাতে বলেছেন। কিন্তু বাংলাদেশের পক্ষে ফার্টিলাইজার কারখানা বসান শক্ত।

সেটা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের কর্তব্য হ'তে পারে। ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট আমাদের ফার্টিলাইজার কারখানা কখনও ছিল না ভারতবর্ষে, একটা ফার্টিলাইজার কারখানা সিন্ধ্রিতে মাত্র হয়েছে এবং ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট চেষ্টা করছে যাতে আর একটা নতুন ফার্টিলাইজার বসান হবে একথা আমরা জানি কিন্তু এটা পশ্চিমবঙ্গের কার্য নয়। তারপর মিহিরবাবু বুঝতে পারেন নি কি ক'রে খাদ্যমন্ত্রী মহাশয়ের বিবৃতিতে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টন

> "it appears while the mills in the procurement areas in 1957 produced during the period from January to May about 1 lakh 78 thousand tons of rice, they milled only about 150,000 tons during the corresponding period of this year. The West Bengal Government have up to 25th July, 1958. procured about 67.5 thousand tons of rice."

[12-10—12-20 p.m.]

এটা বুঝতে পারেন নি কেন যে, ১ লক্ষ ৫০ হাজার টন তারা মিলিং করল, ক'রে কি ক'রে আমাদের ৬৭ হাজার টন দিল। এটা দেখে নেবেন একটু যে, এটা কোন্ পিরিয়ড, ফ্রম জানুয়ারি টু মে। একথা মনে রাখবেন যে, ফার্স্ট জানুয়ারি থেকে আমরা লেভি করি নি ২৫ পারসেনন্ট, আমরা তার ঢের পরে লেভি আরম্ভ করেছি। প্রায় দুই মাস চলে গিয়েছে যখন আমরা লেভি আরম্ভ করি? সুতরাং এর সঙ্গে সেটা চেলে চলবে কি ক'রে? এখানে আমাদের কি করার আছে? যদি আমরা এখন মডিফায়েড রেশনিং শপএ এত চাল দিই, গ্রাচুইটাস রিলিফএ দিচ্ছি, এগ্রিকালচারাল লোনএ দিচ্ছি, এত পন্থা যে আমাদের গভর্নমেন্ট অবলম্বন করেছেন তার দ্বারাও কেন ধান-চা'লের দাম কমছে না। কমা উচিত ছিল। তা হ'লে এর মধ্যে কি ত্রুটি আছে? এক ত্রুটি হচ্ছে যেটা দিচ্ছেন সেটা যথেষ্ট নয়, কিংবা অন্য ত্রুটি আপনারা চাল যে দেন, সে চাল কিছু খারাপ চাল আছে। প্রফুল্ল ঘোষ মহাশয় গোলাপবাগ ইত্যাদি চালের নাম বলছেন এবং বলেছেন যে, এই চাল আপনি কম দামে দেন, ভাল চাল তা হ'লে সকলেই নেবে এবং ধান-চালের দাম কমে যাবে। কিন্তু এটা সম্ভব নয় যে, ভাল চাল, সর্বাপেক্ষা ভাল চাল এনে মডিফায়েড রেশনিংএ দেওয়া এটা সম্ভব কথা নয়। কারণ কোথা থেকে দেব আমরা? আমরা অন্ধ্র থেকে, বার্মা থেকে যে চাল এনে দিচ্ছি সাড়ে সতের টাকা দরে, আমি দেখেছি সেই চালের প্রতি আপনারা যতই ঘৃণা করুন, সে চাল আমরা মেদিনীপুরে খরিদ ক'রে খেয়ে দেখেছি। বাস্তবিকই একটু দুর্গন্ধ আছে। সে দুর্গন্ধ উড়িয়ে দেবারও উপায় আছে। একটু যদি বাতাস লাগে, বাতাস লাগার পর দেখা যায় যে, তা খাওয়া যায়। আমরা খেয়েছি আর দরিদ্র জনগণ খেতে পারবে না এমন কোন কথা নেই। তা ছাড়া আমরা যে প্রোকিওরড রাইস বিক্রি করছি সাত আনা এক পয়সা দরে, অর্থাৎ তেইশ টাকা দু' আনা মণ দরে, সেগুলি পাড়াগাঁয়ে বিক্রি হচ্ছে না সেগুলি আমরা আরবান এরিয়াতে বিক্রি করবার জন্য দিয়েছি। আমরা এ পর্যন্ত যে চাল বিক্রি করেছি, আমরা এর পূর্বে জুলাই মাস পর্যন্ত মডিফায়েড রেশনিং শপএ কম কম চাল দিয়েছি সত্য। আমরা জানি এবং আমাদের গভর্নমেন্টও জানেন, আপনারাও জানেন এই যে শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন মাস এই যে লীন পিরিয়ড, এই যে অগাস্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাস এটা খুব একটা শক্ত সময়। আমরা ইতঃপূর্বে এত চাল দিই নি, আমরা যে চাল রেখেছিলাম তা গভর্নমেন্ট খাওয়ার জন্য রাখেন নি, গভর্নমেন্ট লীন পিরিয়ডএ লোককে বেশি. ক'রে দেবার জন্যই রেখেছেন। এইসময় লোকের দুঃখ-দুর্দশা বেশি হয়, লোকে অভাবগ্রস্ত বেশি হয়। এইজন্য অগাস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে, প্রতি মাসে ৪০ হাজার টন চাল দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। আগে প্রায় ৭৩ লক্ষ লোককে আমরা রেশন কার্ডএ দিতাম এখন আমরা ১ কোটি ২০ লক্ষ লোককে দিতে পারব ফার্স্ট অগাস্ট থেকে। তার মানে বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক লোককে আমরা এম আর শপএ সস্তা দামে চাল দিতে পারব।

Mr. Speaker: Honourable members of this House have been supplied copies of what may be called a hand-out. Mr. Sen asked my permission whether he can lay it in the House and I have given him permission. Only one thing that arises is that apart from any speech that he is going to make, can the hand-out be treated as part of the speech? I find from the proceedings such identical things came before the House and it was decided in one of the rulings that such thing can precede a speech. So I rule that the speech together with the hand-out will go in the proceedings.

Yes, Mr. Sen.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

माननीय সভাপাল মহাশয়, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আজকার বিতর্কে গঠনমূলক অনেক কথা বলেছেন। কাজেই আমি তাঁর উত্থাপিত কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা করতে চাই। গত ১৯৫৭ সালের জুনে এবং ১৯৫৮ সালের জুনে কতকগুলি দ্রব্যমূল্য সম্বন্ধে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। ডাঃ ঘোষ পশুপতি অ্যান্ড সন্সএর প্রদত্ত তালিকা থেকে চালের মূল্য এখানে উল্লেখ করেছেন। পশুপতি অ্যান্ড সন্স বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ চাল-ব্যবসায়ী, তারা মোটা চালের কারবার করে না, মাঝারি কিছু করে এবং উৎকৃষ্ট

চালের কারবার করে। জিনিসপত্রের দাম যে কিছু কিছু বেড়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমি এখানে মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য ১৩ই জুলাই ১৯৫৭তে দ্রব্যমূল্যের বাজার কি ছিল এবং ১৯৫৮ সালের ১২ই জুলাই কি মূল্য হয়েছে এখানে রাখতে চাই। মোটা চাল, ১৩ই জুলাই ১৯৫৭ সালে ছিল ২৩ টাকা, ১২ই জুলাই ১৯৫৮ সালে কলকাতায় হয়েছে ২৪৸০। মশুর ডাল, এটা অবশ্য ১৩ই জুলাইতে ছিল ১৯৫৭ সালে ২২ টাকা—আমি সবই হোলসেল বলছি—আর ১২ই জুলাই ১৯৫৮ সালে হয়েছে ২১ টাকা। আর মুগের ডাল যেখানে গত বছর ছিল ২৪ টাকা এ বছর হয়েছে ৩২ টাকা—হোলসেল রেটএর কথা বলছি। এটা আমাদের তৈরি নয়। মশুর ডাল যেমন কমছে মুগের ডাল তেমনি বেড়েছে।

[Noise and interruption]

মটর ডাল ১৯৫৭ সালের জুলাইতে ছিল ১৪ টাকা আর আজকে হয়েছে ১৬ টাকা।

[Noise and uproars]

Sjta. Manikuntala Sen:

মিথ্যা কথা কেন বলছেন?

Mr. Speaker: With all respect to you as a lady would say that you must use parliamentary language.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আটার দাম সমান আছে, কমে নাই।

[Noise]

[12-20—12-30 p.m.]

Dr. Kanailal Bhattacharya:

আমার প্রশ্ন হচ্ছে—মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় যদি মিথ্যা উক্তি করেন যেটা সত্য নয়, সেটার সম্বন্ধে আমাদের প্রতিবাদের অধিকার আছে কিনা এবং যদি সে অধিকার থাকে তা হ'লে আপনার তরফ থেকে আমাদের রিপ্রিমেন্ডেড হওয়া উচিত কিনা?

Mr. Speaker: That is no point of order, I disallowed it.

Dr. Kanailal Bhattacharya: On a point of privilege, Sir.

Mr. Speaker: There are two hypothetical questions. It is not possible to decide whether it is a lie or not. Every member can say anything he likes. If you think it a lie, equally another member is entitled to say it is not a lie. Then 'lie' is not parliamentary. Therefore, I hold that there is nothing of a point of privilege and I reject it.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

গুড়ের দাম ছিল গত বছর এই সময় সাড়ে পনের টাকা, এবছর হয়েছে ২৪ টাকা—

[Uproar]

Mr. Speaker: If you wish this statement to be recorded, there should not be any uproar. There may be difference of opinion on both sides.—

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আপনি ত স্যার ডাল খান, আপনি তাহলে নিশ্চয় তার দর জানেন।

Mr. Speaker: Do you wish to interrupt me in the middle of my statement? Kindly resume your seat. I was interrupted in the middle of the statement which I was making. In this House one section of the House is entitled to feel that the facts are being distorted. The other side is equally entitled to saw whatever it considers about the facts. It is not a court justice to decide what is the fact or what is not.

আমি বাজার দর জানি না, আমি ডাল খাই না।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি একথা বলেছিলাম যে, অনেকগুলি জিনিসের দাম খুব বেশি বেড়েছে, মুগের ডালের কথায় বলেছিলাম, কিন্তু মশুর ডালের দর বাড়ে নি, আমি জোর ক'রে তো একথা স্বীকার করতে পারব না যে, বেড়েছে। আমি বলছি যে, চিনির দাম কিছু বেড়েছে, হোলসেলএর দর গত বছর ছিল ৩৭·৩৭ টাকা এখন হচ্ছে ৩৯·৫০ টাকা। গুড়ের দাম বেড়েছে, যেখানে ছিল ১৫·৫০ টাকা সেখানে হচ্ছে ২৪ টাকা। নুনের দাম কমেছে, ছিল ৩·৩৭ টাকা এখন হয়েছে ২ টাকা ২৫ নয়া পয়সা। গোলমরিচ হয়েছে ৯৫ থেকে ১০০ টাকা। লঙ্কার দাম কমেছে, যেখানে ছিল ৭৫ টাকা এখন সেখানে হয়েছে ৬৫ টাকা। জিরের দাম খুব বেড়েছে, ছিল ১১৫ টাকা, এখন সেখানে হয়েছে ২০০ টাকা। হলুদের দাম বেড়েছে, যেখানে ছিল ২২ টাকা সেখানে হয়েছে ৩০ টাকা। সরিষার তেলের দাম গত বছরের তুলনায় কম, যেখানে হোলসেলএর দর ছিল ৮৩ টাকা, সেখানে হয়েছে ৭২ টাকা ৫০ নয়া পয়সা। সুতরাং তেলের দাম কমই আছে। ঘি-এর দাম গত বছর ছিল ২০০ টাকা, এ বছর হয়েছে ১৮৫ টাকা। ডালডা ১০ পাউন্ড টিনের দাম ছিল ১২·২৬ টাকা এ বছর ঐ ১০ পাউন্ডের হোলসেল দর ১১·৯৪ টাকা। রসুই ১০ পাউন্ডের দাম ছিল ১১·৪৪ টাকা, এ বছর হয়েছে ১০·৫০ টাকা। আলু —যেটা আমরা খুব খাই, তার দাম গত বছর ছিল ১৬ টাকা, এবার হয়েছে ১২·৫০ টাকা প্রতি মণ—অত্যন্ত কম। এ আমি তো জোর ক'রে বাড়াতে পারব না। আদার দাম খুব বেড়েছে, যেখানে ছিল ২৪ টাকা মণ সেখানে হয়েছে ৪৭ টাকা মণ—প্রায় দ্বিগুণ। পেঁয়াজের দাম গত বছর ছিল ১২৷৷ টাকা এ বছর হয়েছে ৮ টাকা মণ। কয়লার দাম যেখানে ছিল ১·৫৯ টাকা সেখানে এ বছর হয়েছে ১·৬৬ টাকা। আমার কাছে মাছের দাম নাই, তা বলতে পারব না। তবে দাম যে কিছু কিছু বেড়েছে তাতে সন্দেহ নেই। তবে এই মূল্যবৃদ্ধি নিবারণের জন্য কি পন্থা গ্রহণ করেছি সেই কথা আমি বলতে চাই।

Sj. Subodh Banerjee:

আপনি তো ১৯৫৭ সালের সংগে ১৯৫৮ সালের তুলনা করছেন? আমি ইন্টারাপ্ট করতে চাইছি না।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ মহাশয় ১৯৫৭-৫৮ সালের কথা তুলেছিলেন, তার উত্তরেই ঐসব কথা বলেছি—

Sj. Subodh Banerjee: On point of information.

আপনি ১৯৫৬-৫৭ সালের কথা কেন বলছেন না, কেবল ১৯৫৭-৫৮ সালের কথা বলছেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি নর্মাল, অ্যাবনর্মাল, সাবনর্মাল সম্বন্ধেই বলেছি। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ মহাশয় তাঁর বক্তৃতায় যেসব কথা বলেছিলেন তারই উত্তর দেবার চেষ্টা করেছি। কাজে কাজেই নর্মাল, অ্যাবনর্মালএর কথা আসে।

Sj. Subodh Banerjee: I referred to that point. Please reply to that.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমাদের এখানে এমন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে—বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতা থেকে যে, এ বছর বোধহয় বাংলাদেশে সবচেয়ে চালের মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে, এর পূর্বে কখনও এত দাম বাড়ে নি। সত্য কথা। গত ৪ বছরের তুলনা করলে এ বছর একটু বেড়েছে, কিন্তু পশ্চিম বাংলায় এর

পূর্বে এর চেয়েও ঢের বেশি হয়েছিল। আপনাদের অবগতির জন্য আমি দু'টো বছরের কথা বলছি। ১৯৫১ এবং ১৯৫২ সালে—[শ্রীযুক্ত সুবোধ ব্যানার্জি: ওসব হাবিজাবি বললে চলবে না।]

আমি সুবোধবাবুর কথার উত্তর দিচ্ছি না। আমি ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ মহাশয়ের বক্তৃতার উত্তর দিচ্ছি। ১৯৫১ সালে কুচবিহারে জুলাই-অক্টোবর মাসে চালের দাম হয়েছিল ৬১৷৹ আনা সেপ্টেম্বর মাসে ৫৯৸৵৹ আনা ; আর ১৯৫২ সালে মালদহ জেলায় জুলাই মাসে ৪০৷৶৹ আনা চালের দর হয়েছিল। হাওড়া জেলায় মে মাসে ৪০৷৶৹ আনা এবং ২৪-পরগনা জেলায় মে মাসে ২৪৷৵৹ আনা বাজারদর হয়েছিল। কাজে কাজেই বাজারদর যে খুব বেড়ে গেছে সে কথা মনে করি না।

কিন্তু ডাঃ ঘোষ প্রশ্ন তুলেছেন যে, বাজারদর নামাবার জন্য আমরা কি চেষ্টা করেছি। আমি স্বীকার করি যে, আমরা গত দু' মাসের মধ্যে বাজারদর নামাতে পারি নি। চালের কথাই এখন বলি, সেটা কমাতে পারি নি। তবে আমরা কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি তা বলছি—যাদের ক্রয়শক্তি কম, যারা গরিব, তাদের জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি তা বলছি। আমাদের বন্ধু ইয়াজদানী সাহেব মালদহ জেলার কথা বলেছেন এবং ডাঃ ঘোষ মূল্য যাতে না বাড়ে, অন্ততঃ গরিবের জন্য না বাড়ে, সেজন্য বলেছেন। মালদহ জেলার লোকসংখ্যা ১১ লক্ষের কিছু বেশি। মালদহ জেলায় ৩ লক্ষের উপর লোক আমাদের কাছ থেকে মডিফায়েড রেশনিংএর সুযোগ পাচ্ছে। এবং আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন মাননীয় সভাপাল মহাশয় যে, মালদহ জেলায় এখন ১ লক্ষ ২২ হাজার লোক রিলিফের কাজে নিযুক্ত আছে। তার মানে তাদের পরিবারে যদি সাড়ে চার জন ক'রে লোক ধরা যায় তা হ'লে ৫ লক্ষের উপর লোক এই টেস্ট রিলিফের সুযোগ পাচ্ছে। মাননীয় ডাঃ ঘোষ বলেছেন, ডোল যেন বেশি না দেওয়া হয় রিলিফের জন্য। কিন্তু আমি যতদূর জানি, তাঁর মনের কথা অনেকবার তিনি বলেছেন যে, আমাদের পশ্চিমবাংলার অর্থনীতি যেরকম, আমাদের দেশে চাষের যেরকম অবস্থা হয়েছে, যে দেশে টুকরা টুকরা ছোট ছোট জমির মালিক বেশি, সেখানে এমন একটা সময় আসবে যখন লোকের কাজ থাকবে না। কাজে কাজেই ডোল না দিয়ে তাদের যত বেশি কাজ দেওয়া যায় ততই ভাল।

[12-30—12-40 p.m.]

মালদহ জেলায় ৩ লক্ষের উপর লোক, সেখানে মডিফায়েড রেশনিংএর সুযোগ পাচ্ছে ১ লক্ষ ২০ হাজার লোক, অর্থাৎ কিনা প্রায় ৫ লক্ষের উপর লোক টেস্ট রিলিফের সুযোগ পাচ্ছে এবং প্রায় ৮৬ হাজার লোককে গ্র্যাচুইটাস ডোল দিচ্ছি। সত্যি দুঃখের কথা যে, গ্র্যাচুইটাস ডোল যদি আরও কম ক'রে দিয়ে তাদের আমরা নানারকমের কাজ দিতে পারতাম তা হ'লে ভাল হ'ত। মালদহ জেলাতে গত ৩ বছর ধরে আউশ বা আমন ধান হয় নি। মালদহ জেলাতে আম মধ্যবিত্ত লোকের একটা সম্পদ এবং প্রায় পৌনে দু' কোটি টাকার আম এখান থেকে এক্সপোর্ট হয় ; কিন্তু এ বছরে ৬০ লক্ষ টাকাও তাঁরা এক্সপোর্ট করতে পারেন নি। এইসব নানা কারণে সেখানকার অবস্থা খুব সংকটজনক হয়েছে। আমরা হিসাব ক'রে দেখেছি যে, প্রায় ১১ লক্ষ লোকের মধ্যে প্রায় ৯ লক্ষ লোককে সস্তা দরে চাল গম দিচ্ছি এবং বিনা-মূল্যে ৮৬ হাজার লোককে কিছু কিছু খাদ্য দেবার চেষ্টা করেছি। সুতরাং এসব যদি না করতাম তা হ'লে আজ সেখানে ১০০ টাকা চালের দর উঠত। ডাঃ ইয়াজদানী ৩ হাজার লোকের প্রসেশনের কথা বলেছেন। আমাদের কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন এবং আমি যখন সেখানে গিয়েছিলাম আমরা রাস্তায় দেখলাম যে, হাজার হাজার লোক টেস্ট রিলিফের কাজ করছে। কিন্তু তাদের দেখে মনে হ'ল না যে, তারা অভুক্ত। তারা আমাদের দেখে আনন্দধ্বনি করেছিল। সেখানে আমরা যে জনসভা করেছিলাম তাতে প্রায় দেড় হাজার লোক উপস্থিত ছিল। আমি একথা বলতে চাই যে, আমাদের দেশে যাদের ক্রয়শক্তি নেই, যাদের ঘরে চাল নাই—সে মালদহ, নদিয়া, পশ্চিম দিনাজপুর ইত্যাদি যে-কোন জেলা হোক না কেন—তাদের আমরা খাবার দেবার চেষ্টা করছি। আমরা হয়ত তাদের ষোল আনা অভাব পূরণ করতে পারছি না, কিন্তু বারো আনা পূরণ করেছি। ডাঃ ঘোষ সত্যিই বলেছেন যে, আমাদের

এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে হ'লে উৎপাদন বাড়াতে হবে। আমি এবং আমাদের কৃষি-মন্ত্রিমহাশয় অনেকবার বলেছি যে, আমাদের উৎপাদন বেড়ে গেছে। আমাদের একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, মাদ্রাজের তুলনায় আমাদের পশ্চিম বাংলায় সামান্য উৎপাদন বেড়েছে। এই বলার জন্য আমাকে এখানে তথ্য পরিবেশন করতে হবে। আমাদের পশ্চিম বাংলায় ১৯৪৭ সালে যে ৫ বৎসর শেষ হয়েছে সেই সময় চালের গড় উৎপাদন ছিল ১২ লক্ষ টন, ১৯৫২ সালে সেটা হ'ল ৩৪ লক্ষ টন এবং ১৯৫৭ সালে যে ৫ বছর শেষ হয়েছে তখন সেটা বেড়ে হ'ল ৪৩ লক্ষ টন। তা হ'লে দেখুন কোথায় ৩২ আর কোথায় ৪৩—গড় উৎপাদন তো মানতেই হবে। এর মধ্যে কোন বছর অনাবৃষ্টি হয়েছে, কোন বছর বন্যা হয়েছে। কিন্তু গড়ে ফলন বেশি হয়েছে সেটা স্বীকার করতে হবে। ৩২ থেকে ৩৪ খুব বেশি নয়, কিন্তু ৩২ থেকে ৩৪, ৩৪ থেকে ৪৩ এটা নিশ্চয়ই খুব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। মাননীয় সভাপাল মহাশয়, আমি অনেকবার এই হাউসে বলেছি যে, পশ্চিম বাংলায় আমরা বহু জমিতে পাট উৎপাদন করছি। যেখানে আড়াই লক্ষ একর জমিতে পাট উৎপাদন হ'ত আজ সেখানে পাট এবং মেস্তা দশ লক্ষ একর জমিতে উৎপন্ন হচ্ছে। একথা আপনারা শুনলেও শুনবেন না, শুনলেও মনে রাখবেন না, ভুলে যাবেন। কাজে কাজেই আমাদের দেশে কৃষির উৎপাদন বেড়েছে। মাননীয় যতীন চক্রবর্তী মহাশয় যেকথা বলেছিলেন ফার্টিলাইজার ইম্পোর্ট করার কথা তার উত্তর আমার বন্ধুবর শ্রীযুত চারু মহান্তি মহাশয় দিতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন। যতীন চক্রবর্তী মহাশয় বলেছেন যে, বিদেশ থেকে ফার্টিলাইজার এনে আমরা উৎপাদন বাড়াই না কেন, এত টাকার খাদ্যশস্য না এনে আমরা কেন ফার্টিলাইজার আনব না?

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

প্রফেসর মহলানবীশ বলেছেন এটা।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

প্রফেসর মহলানবীশ বলেছেন, সত্য কথা—এটা আমি অস্বীকার করছি না। ১৯৫১ সালে ভারত গভর্নমেন্ট ২১৬ কোটি টাকার খাদ্যদ্রব্য এনেছিলেন ৪৭ লক্ষ টন, ১৯৫২ সালে ২০৯ কোটি টাকায় খাদ্যদ্রব্য এনেছিলেন ৩৮ লক্ষ টন, ১৯৫৩ সালে ৮৫ কোটি টাকার খাদ্যদ্রব্য এনেছিলেন ২০ লক্ষ টন, ১৯৫৪ সালে ৪৭ কোটি টাকায় খাদ্যদ্রব্য এনেছিলেন ৮ লক্ষ টন, ১৯৫৫ সালে ৩৩ কোটি টাকায় খাদ্যদ্রব্য এনেছিলেন ৭ লক্ষ টন, ১৯৫৬ সালে সেটা বেড়ে গেল, ৫৬ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার খাদ্যদ্রব্য এনেছিলেন, এ বছর ২৫ লক্ষ টন আনতে হবে অর্থাৎ আগে যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য আনতাম তার চেয়ে কম আনছি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অবশ্য দৈব-দুর্বিপাকের জন্য, অনাবৃষ্টি এবং বন্যার জন্য মাঝে মাঝে বেশি আনতে হচ্ছে। এটা সত্য কথা যে, অ্যামোনিয়ম সালফেট বা অন্যান্য জিনিস এনে আমরা বেশি উৎপন্ন করতে পারি এবং আমাদের অভাব হয়ত মেটাতে পারি। কিন্তু একটা অ্যামোনিয়ম সালফেট ফার্টিলাইজারের কারখানা সিন্ধ্রীর মত করতে কত কোটি টাকার প্রয়োজন সেটা ডাঃ ঘোষ নিশ্চয়ই জানেন। সেজন্য আমরা তা করতে পারছি না। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সুচিন্তিতভাবে প্রফেসর মহলানবীশের মত নিয়ে গ্রহণ করা হয়েছে, তাঁর সব কথা হয়ত নেওয়া হয় নি, কিন্তু অনেক কথা নেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশে শুধু রাসায়নিক সার নয়, জৈব সারও ব্যবহার ক'রে আমরা খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াতে পারি এবং বাড়ছেও এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ডাঃ ঘোষ বলেছেন যে, লোকবৃদ্ধি শুধু এদেশেই হচ্ছে না, অন্যান্য দেশেও হচ্ছে—এটা সত্য কথা। কিন্তু আমাদের পশ্চিম বাংলায় যদি ডাঃ ঘোষ হিসাব ক'রে দেখেন তা হ'লে দেখবেন যে, এখানে লোকের চাপ, বসতির ঘনত্ব ৮৭০ জন প্রতি বর্গমাইলে হয়েছে—গ্রেট বৃটেনে ৭৪০ জন প্রতি বর্গমাইলে। পশ্চিম বাংলায় ভূমি আমরা যতদূর সম্ভব চাষের অধীনে এনেছি। একথা অনেকবার বলেছি যে, শুধু ভারতবর্ষ নয়, সমস্ত পৃথিবীতে যত দেশ আছে তাদের যে ইউজেবল ল্যান্ড, তাদের চেয়ে সবচেয়ে বেশি অংশ বাংলাদেশে আমরা চাষের অধীনে এনেছি অর্থাৎ আমরা এখানে ভাল জমিতে চাষ করি, মাঝারি জমিতে চাষ করি, মার্জিনাল এবং সাব-মার্জিনাল জমিতে চাষ করি। আর একজন বন্ধু বললেন যে, আমাদের উৎপাদন নাকি বিঘা-প্রতি কমে গেছে।

[12-40—12-50 p.m.]

আমাদের গমের উৎপাদন বাড়ছে। খারাপ জমি চাষ ক'রে কি হবে তা হ'লে সেটাও ভাবতে হবে। সুবোধবাবু কিংবা আর-একজন মাননীয় সদস্য বললেন—মশাই, চাল চাই, শুধু গম কেন খাব? আজকে পৃথিবীর বহু লোকেই খায় গম। যাঁদের জীবনযাত্রার মান আমাদের দেশের মানের চেয়ে উন্নত তারাও গম খায়। ডাঃ ঘোষ একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, চালে যে প্রোটিন আছে গমে শুধু তাই নয়, চালে যা প্রোটিন আছে, গমে তার ঢের বেশি প্রোটিন আছে। আমাদের গরিব দেশ, ভাল খাদ্য পাই না, সেক্ষেত্রে বেশি পরিমাণ গম যার মধ্যে এত প্রোটিন তা কেন খাব না? মার্জিনাল ল্যান্ড, সাব-মার্জিনাল জমিতে চাষ না বাড়িয়ে কেন গম আমরা খাব না? অনেক সভ্য ও উন্নত যাঁরা তাঁরাও জোয়ার বজরা খেয়ে নতুন ও উন্নত সমাজ গড়তে চলেছে। বাংলাদেশের সাব-মার্জিনাল ল্যান্ডে ধান চাষ ক'রে কেন লাভ নাই। জানুয়ারি মাসে বীরভূমের বোলপুরে গিয়েছিলাম। সেখানে একটা মাঠে ময়ূরাক্ষীর সেচের জল আসে, আর-একটা মাঠে আসে না—সেটা ঠিক পাশাপাশি মাঠ। একই চাষী, একটা মাঠে ময়ূরাক্ষীর সেচের জল পায়, আর-একটা মাঠে পায় না। আমি খাদ্যমন্ত্রী জেনেও সে আমার কাছে স্বীকার করেছে—প্রোকিওরমেন্ট হ'তে পারে জেনেও স্বীকার করেছে—যে জমিতে ময়ূরাক্ষীর জল পেয়েছে সেই জমিতে ১৬ মণ ধান হয়েছে আর যে জমিতে জল পায় নি সেই জমিতে ৩ মণ হয়েছে। কাজে কাজেই ভাল জমির উৎপাদন যে বেড়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। লোকের সংখ্যা বাড়ছে স্বীকার করতে হবে, আমাদের জমির অবস্থাও স্বীকার করতে হবে, আমাদের মাথাপিছু জমি কম এটাও স্বীকার করতে হবে। এখানে অন্যান্য দেশের অংক দেওয়া হয়েছে। ডাঃ ঘোষ ইউরোপের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখে এসেছেন। কিন্তু আমাদের অর্থনীতি—পশ্চিম বাংলার অর্থনীতি ও পূর্ববংগের অর্থনীতি—এক ছিল। সেই অর্থনীতি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছে। পাটজাত দ্রব্য বিদেশে পাঠিয়ে আমরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করি—তা আমরা বন্ধ করতে পারি না। আর সেজন্যই আমাদের পাটচাষ করতে হবে। সমস্ত কথাই ভেবে দেখতে হবে—দেশের অবস্থা, লোকবৃদ্ধি ইত্যাদি সব। লোকবৃদ্ধি সম্বন্ধে আমি পূর্বে বলেছিলাম যে, যদি ৩০ লক্ষ নেট উদ্বাস্তু ভাইবোনেরা এসে থাকেন তা হ'লে শুধু তাদের জন্যই লাগে ৫ লক্ষ টন চাল। কাজে কাজেই আমাদের ফসল উৎপাদন বেড়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে আরও বাড়াতে হবে তাতেও সন্দেহ নাই—নানারকম প্রক্রিয়া অবলম্বন ক'রে। কয়েকজন বন্ধু এবং ডাঃ ঘোষও বলেছেন যে, আমরা দাম কমাতে পারছি না। তবে আতংক নাই। যদি আতংক সৃষ্টির চেষ্টা করা হয় তাতে সুফল দেবে না। লোকে আরও ভয় পাবে। সেজন্যই যাদের ক্রয়ক্ষমতা কম আমরা তাদের সম্পূর্ণ না হ'লেও আংশিকভাবে নিতে প্রস্তুত, তাদের কথা আমরা ভাবছি। ৭৩ লক্ষ লোকের জায়গায় ২ কোটি লোককে আমরা মডিফায়েড রেশন দেব। খগেনবাবু বলেছেন—আরও বেশি দিতে হবে।

[Disturbance from the opposition benches]

কাজে কাজেই তাদের দায়িত্ব আমরা যদি নিই আমাদের আতংকের কোন কারণ নেই, একথা আমি পুনর্বার জোর ক'রে বলব। এখানে সত্যেন মজুমদার মহাশয় বলেছেন স্টীল ব্রাদার্স অনেক চাল কিনে নিয়ে আসেন। আমরা ভারত সরকারকে বলেছি চা-বাগানে যা চাল প্রয়োজন হয় তা স্টীল ব্রাদার্সকে তাঁরা যেন সরবরাহ করেন, এর মধ্যে অবশ্য একটা শর্ত আছে যে, অর্ধেক গম খেতে হবে। চা-বাগানের জন্য অর্ধেক গম এবং অর্ধেক পরিমাণ চাল নিতে হবে এই শর্তে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের চাল সরবরাহ করতে প্রস্তুত। তাঁরা যেখানে যেখানে চাল এনে স্টক করবেন এবং সেই চাল আমরা বলেছি কেন্দ্রীয় সরকারের গুদামে জমা দিয়ে দেব। সত্যেনবাবু এবং আরও কয়েকজন বন্ধু বলেছেন যে, সময়মত ক্রপ লোন দেওয়া হয় না। আমরা এ বছর সময়মতই দিয়েছি—অন্যান্য বছর এসময় যেখানে ৬০।৭০ লক্ষ টাকা দিতাম সেক্ষেত্রে এ বছর ইতিমধ্যেই ১ কোটি ৪ লক্ষ টাকা ক্রপ লোন দেওয়া হয়েছে। রিজার্ভ ব্যাংক-এর কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট ৮৭ লক্ষ টাকা ক্রপ লোন দিয়েছেন, কৃষিবিভাগ পশু ক্রয় লোন দিয়েছেন ২৬৷৷ লক্ষ টাকা। অন্যান্য বছরের তুলনায় আগেই দেবার চেষ্টা করেছি আমরা এবং তাতে সাফল্যও এসেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মিহিরলাল চ্যাটার্জি মশাই বলেছেন, একি কাণ্ড হ'ল। উদ্বৃত্ত জেলায় যে দাম ঘাটতি জেলায়ও সেই একই দাম। আগে

যখন আমরা খুব কঠোরভাবে প্রোকিওরমেন্ট করতাম, নিয়ন্ত্রণ করতাম তখন কাঁথি মহকুমায় চালের দাম ১২ টাকা আর কুচবিহার জেলায় ৬৭ টাকা এই রকম হ'ত। এই যে বিরাট পার্থক্য এটা বন্ধ করা উচিত—এক দেশ আমাদের। আমার কাছে অনেকে স্বীকার করেছেন যে, এটা খুব ভাল কাজ হয়েছে—তাঁরা খুশি হয়েছেন।

[Disturbance from the Opposition benches]

Sj. Jyoti Basu:

আমি জিজ্ঞাসা করি—রু লাইটটা কি আপনার খারাপ হয়ে গিয়েছে?

Mr. Speaker:

আপনাদের মধ্যে অনেকে এক্সট্রা টাইম নিয়েছেন—ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ ফাইভ মিনিটস ইন এক্সেস, জ্যোতিবাবুর নাম ছিল না—সুতরাং একটু কন্সিডার করুন।

Sj. Jyoti Basu:

আমরা কন্সিডার ক'রেই তো দেখছি। উনি যা তা বলছেন—

Mr. Speaker:

আমি স্ট্রিক্টলি ফলো করব—
time is rationed for the Minister.

Sj. Jyoti Basu:

মন্ত্রীর বেলায় লাইট খারাপ হয়ে যাক এটা আমরা চাই না।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আর আমি বেশি সময় নেব না—যখন অনেকেই আপত্তি করছেন আমি সংক্ষেপেই আমার বক্তব্য শেষ করব।

[12-50—12-55 p.m.]

তারপর শ্রীজ্যোতি বসু মহাশয় বলেছেন যে, এখানে খাদ্যবিভাগের কতকগুলি ব্যাপার সম্বন্ধে একটা কমিটি হয়েছিল, তার রিপোর্ট সম্বন্ধে আমরা কোন কথা বলি নাই।

Sj. Jyoti Basu:

আমরা বহু জিনিসের কোন উত্তর পাই নি।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি তার উত্তর দেব। যেকথা বলছি সেই রিপোর্ট তৈরি হয় নাই।

তারপর উড়িষ্যার চাল সম্বন্ধে বলছি। দু'জন কি একজনে বলেছেন—

Sj. Jyoti Basu: On a point of privilege, Sir, or on a point of order, what ever it is.

আমি এটা বলতে চাই—আপনিও শুনেছিলেন—সেদিন মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় নিজে বলেছিলেন, অনেক পরে অবশ্য, যে, হ্যাঁ, এই রকম একটা কমিটি হয়েছিল, তারা রিপোর্ট দিয়েছে, কতকগুলি পয়েন্ট দিয়েছে—এই কথা তিনি বলেছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন সেই পয়েন্টগুলো তাঁরা কন্সিডার করছেন। আর উনি বললেন, কোন রিপোর্ট পান নাই। এ কি রকম হ'ল? হাউসে একদিন একজন এক এক রকম বলবেন?

Mr. Speaker:

মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে বলেছিলেন কিছু হয় নি, তারপর অবশ্য স্বীকার করেছিলেন।

He said I owe an apology to this House—certain names were gazetted and he said that certain points were given. He never admitted that a report has been given.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: No reports has yet been received

Sj. Jyoti Basu:

উনি কেন বললেন, কোন পয়েন্টস তারা দেয় নি? বলুন' না, সেই পয়েন্টসে কি আছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি কোন পয়েন্টের কথা জানি না। রিপোর্ট পাওয়া যায় নি—সেই কথা আমি বলেছি।

উড়িষ্যার চালের কথা বলছি। উড়িষ্যার কি চাল? দু' মাস আড়াই মাস পূর্বে উড়িষ্যা গভর্নমেন্ট আমাদের একটা চিঠি লিখেছিলেন—তাঁদের কিছু ইয়লো রাইস, খারাপ চাল আছে। আমরা তাঁদের কাছ থেকে সেটা নবে কিনা? আমরা তার নমুনা পাঠাবার জন্য লিখলাম। এই খারাপ পচা চাল যদি আমরা রেশন শপ মারফতে বিলি করি, তা হ'লে আমরা নিন্দনীয় হব। কাজে কাজেই প্রথমে সেই চাল আনি নি। তারপর সেই চাল নিয়ে আসা হয়। যেখানে বেশি মূল্যে চাল বিক্রি হচ্ছে, সেখানে ডেপুটি কমিশনার ও ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটএর মত নিয়ে, তাঁরা যে মূল্য নির্ধারিত ক'রে দেবেন, সেই নির্ধারিত মূল্যে নির্দিষ্ট এলাকায় বিক্রি করতে হবে। জলপাইগুড়ির ডেপুটি কমিশনার, পশ্চিম দিনাজপুরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট যাদের নাম ব'লে দিয়েছিলেন, তাদের নিয়োগ করা হয়, যারা সেখানে ঐ চাল বিক্রি করবে। চালের দাম ২২ টাকার বেশি হওয়া উচিত নয়। সে চাল সামান্য পরিমাণ মাত্র জলপাইগুড়িতে দেওয়া হয়েছে। আর কোথাও দেওয়া হয় নাই। কাজে কাজেই ঐ যে কথা তা সম্পূর্ণ অসত্য।

তারপর ডাঃ ঘোষ আমাদের কাছে গঠনমূলক কাজের কথা বলেছেন। জ্যোতিবাবুর কথা শুনে মনে হ'ল তিনি আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন।

Sj. Jyoti Basu:

আপনাকে জেলে দেওয়ার কথা বলেছি।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

সে বিচারক জ্যোতিবাবু নন।

[Noise and disturbance]

[এ ভয়েসঃ অপরাধী কে—সে বিচারকও আপনি নন।]

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

জ্যোতিবাবু আন্দোলনের ভয় দেখাচ্ছেন। গত নির্বাচনের সময় এর চেয়েও বেশি কথা তিনি বলেছেন, গালাগালি দিয়েছেন। কিন্তু আমরা এখানে অধিকসংখ্যক এসে তার উত্তর দিয়েছি।

আর আমার কিছু বলবার নাই।

Mr. Speaker: Discussion is closed. The business remaining from the 24th of July, 1958, will be taken up on Wednesday the 30th of July next and the House is adjourned till 3 p.m. on the 30th.

Adjournment

Accordingly the House was adjourned at 12-55 p.m. till 3 p.m. on Wednesday the 30th July, 1958, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Wednesday, the 30th July, 1958, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 15 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 208 Members.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

[3—3-10 p.m.]

Infestation of jute crops in West Bengal

***116A.** (SHORT NOTICE.) **Dr. Jnanendra Nath Majumdar:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Agriculture and Animal Husbandry Department be pleased to state—

(*a*) whether there has been a large-sale infestation of jute crops all over West Bengal, particularly in Nadia district; and

(*b*) if so, what steps are being taken by Government to find out the cause of the infestation and what steps are being taken for its prevention?

The Minister for Agriculture and Animal Husbandry (the Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed): (*a*) Yes.

(*b*) The incidence of jute pest attack was mainly due to continued drought and persistent heat-wave at the seedling stage of the crop.

A statement on the preventive measures taken in this regard is laid on the Table.

Statement referred to in reply to clause (b) of Short Notice starred question No. 116A.

QUANTITY OF INSECTICIDS SUPLLIED TO THE HEAVILY AFFECTED IN DISTRICTS DURING TEH CURRENT JUTE SEASON, SHOWING AREA COVERED THEREWITH

			Tons. cwt.lb.	Area covered in acres.
	Nadia.			
BHC 10 per cent.	..	..	60 0 0	13,440
DDT 50 per cent.	...	...	3 2 0	1,800
BHC 50 per cent.	..	..	0 18 0	500
Endrine	..	..	129 gallons	3,000
Folidol	..	..	29,600 c.c.	2,275
				21,015
	24-Parganas			
BHC 10 per cent.	..	..	110 5 44	23,243
DDT 50 per cent.	..	..	4 6 64	2,128
Folidol	..	..	11,900 c.c.	65
				25,436
	Murshidabad.			
BHC 10 per cent.	..	..	22 2 47	4,845
DDT 50 per cent.	..	..	19 0 62½	623
				5,468
	Burdwan.			
BHC 10 per cent.	..	..	53 10 8	11,130
DDT 50 per cent.	..	...	1 4 74	697
Folidol	..	..	500 c.c.	3
				11,830
	Howrah and Hooghly.			
BHC 10 per cent.	..	..	88 7 1½	18,641
DDT 50 per cent.	..	..	3 12 62	1,319
Folidol	..	..	4,500 c.c.	24
				19,984
	Grand Total		...	83,733

Mr. Speaker: I have noticed that far too many supplementary questions are asked in this House. So, I may inform members on both sides of the House that unless the supplementaries are strictly relevant, I will not allow them.

Sj. Monoranjan Hazra:

মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি—বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় জুট ক্রপ ফেলিওর হয়েছে কি না?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed: The answer to that is in the negative.

Mr. Speaker: Which year have you in mind?

Sj. Monoranjan Hazra: This year

ড্রটের জন্য এ বৎসর জুট ক্রপ ফেলিওর হয়েছে কি না?

Mr Speaker:

ফেলিওর হবার এখনো সময় হয় নি, এটা পাট কাটার পর জিজ্ঞাসা করতে পারেন। এখন জিজ্ঞাসা করতে পারেন—

whether there has been a large-scale infestation of the crops.

Dr. Narayan Chandra Ray:

ডামেজ হয়েছে কি না এটা জিজ্ঞাসা করতে পারেন?

Mr. Speaker: The fact in that jute crop has not yet been harvested. So, the Hon'ble Minister is not in a position to answer it.

Sj. Monoranjan Hazra:

আমি যেটা জিজ্ঞাসা করেছি, সেটার জবাব মন্ত্রী মহাশয় দিতে পারেন কি না?

Mr. Speaker:

আমি তো আপনাকে বলেছি ইনফেস্টেশনের কথা জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

এই যে ইনসেকটিসাইডস সাপ্লাই করা হয়েছে, এগুলি কি ফ্রি সাপ্লাই করা হয়েছে?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed: A statement of the insecticides that have been supplied has been given overleaf. Some of these insecticides were given free to those who were unable to pay for them, but in the majority of the cases, the cultivators paid the price gladly.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

ড্রটের জন্য যদি কীটের আক্রমণ হয়ে থাকে, তাহলে ড্রট নিবারণের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করেছেন?

Mr. Speaker: Hypothetical questions cannot be answered.

Sj. Mihirlal Chatterjee: He has said there has been continued drought—that was one of the reasons—

এই যদি হয় তাহলে ড্রাট নিবারণের জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে?

Mr. Speaker: He has said this was mainly due to continued drought.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

নদিয়া জেলার ফুলিয়ার ডেভেলাপমেন্ট এরিয়াতে ২১ টিউবওয়েলস অব ৮ অর ৯ ইঞ্চিস বোর করা হয়েছে—

whether any steps have been taken by the Hon'ble Minister to remove the drought?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed: In my humble opinion the honourable member will agree that no Government in the world—not to speak of the West Bengal Government—can stop drought. What has happened is that there is lack of water.

Sj. Monoranjan Hazra:

যদি পোকা লেগে থাকে তাতে চাষীদের ক্ষতি হয়েছে কি না?

Mr. Speaker: I disallow the question.

Sj. Saroj Roy:

উনি কজ দিচ্ছেন ড্রাট অ্যান্ড পারসিসটেন্ট হিট ওয়েভ যার ফলে পোকা লাগে—যদি প্রতি বৎসর এভাবে চলে—

Mr. Speaker: I disallow that question.

Sj. Niranjan Sengupta:

এই বছর জুট প্রসপেক্ট কিরকম এই খবর আপনার জানা আছে কি?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed: It is too early to assess the jute prospects today.

Sj. Chitto Basu:

তিনি কয়েকটা জিনিসের নাম করেছেন—গ্যামাক্সিন দেওয়া হয়েছে, ডি, ডি, টি, দেওয়া হচ্ছে। ডি, ডি, টি লোশন দিচ্ছেন না পাওডার দিচ্ছেন?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed: Many of these things contain Gamaxene.

Sj. Chitto Basu:

স্প্রে করবার জন্য কি কোন মেসিন দেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

কি দেওয়া হয়েছে জানতে চান? স্প্রেইং মেসিন দেওয়া হয়েছে।

Sj. Chitto Basu:

ইনসেক্ট মারার জন্য যে ডি, ডি, টি দেওয়া হয়েছে, তা স্প্রে করার জন্য। একটা ইউনিয়নে কয়টা মেসিন দেওয়া হয়েছে?

Mr. Speaker: Question disallowed.

Sj. Chitto Basu:

আর কি কি দেওয়া হয়েছে?

Mr. Speaker: Question disallowed. I cannot allow this sort of interrogation; it has become a cross-examining House. In the other States of India not more than three supplementary questions are allowed on one question. Next question.

Implementation of certain provisions of Working Journalists (Conditions of Service) Miscellaneous Provisions Act, 1955

***116B.** (SHORT NOTICE.) **Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state the names of the newspapers in West Bengal which have implemented the

provisions of the Working Journalists (Conditions of Service) Miscellaneous Provisions Act of 1955 relating to the terms and conditions in general of the working journalists and with particular reference to the following:

(*a*) working hours, specially of the reporters and proof-readers;

(*b*) leave facilities;

(*c*) granting gratuity to the heirs of those who are dead;

(*d*) forced retirement with any reference to standing orders; and

(*e*) dismissal and retrenchment without conforming to the provisions of the Act?

The Minister for Labour (the Hon'ble Abdus Sattar): There are 1,129 newspapers and periodicals in West Bengal. No complaints of non-implementation in respect of items (*a*) to (*d*) were received by the Government.

Five complaints were received with regard to item (*e*) and they have already been or are being dealt with according to the provisions of the Act.

[3-10—3-20 p.m.]

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি—তিনি এবং তাঁর ডিপার্টমেন্ট ১৯৫৭ সালের ৩১এ আগস্ট, ২৬এ অক্টোবর এবং ২১এ নবেম্বর তারিখে ওয়ার্কিং জার্নালিষ্টস এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট অভিযোগ সম্বলিত কোন চিঠি পেয়েছিলেন কি না?

The Hon'ble Abdus Sattar:

কি সম্পর্কে?

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

ওয়ার্কিং জার্নালিষ্টস এসোসিয়েশন থেকে যে যে প্রভিসন ভাংগা হচ্ছে এবং কয়েকটি কাগজের নাম করে সেই সম্পর্কে কোন অভিযোগ পেয়েছেন কি ঐ ঐ তারিখে?

The Hon'ble Abdus Sattar:

যেভাবে প্রশ্ন করা হয়েছে, সেইভবের কোন অভিযোগপত্র পাওয়া যায় নি।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

লেবার ডাইরেকটোরেটে ২৪এ জুন ১৯৫৮ তারিখে নির্দিষ্ট অভিযোগ পেশ করা হয়েছে, রিগার্ডিং ব্রিচিং অব ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাক্ট, সেই চিঠি লেবার ডাইরেকটোরেট পেয়েছেন কি না?

The Hon'ble Abdus Sattar: I require notice.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

২১এ নভেম্বর ১৯৫৭ সালে আপনি, লেবার কমিশনার, স্পেশাল অফিসার জার্নালিষ্টস এসোসিয়েশনের যে সভা হয়, সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং সেখানেতে কতকগুলি নির্দিষ্ট অভিযোগ আপনার কাছে পেশ করা হয়, যে ডিউটি আওয়ারস যা নির্দিষ্ট আছে ফোর্সফুলি তা থেকে বেশি খাটান হচ্ছে, যেসব প্রবীন সংবাদিক আছেন তাঁদের পোষ্ট থেকে রিটায়ার করান হচ্ছে?

Mr. Speaker: Mr. Chakravorty, the form of your question is embarrassing and is disallowed. Reframe your question.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মিনিস্টার জবাবে বলছেন যে তাঁর বা তাঁর সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় নাই। আমি বলছি—সাংবাদিকদের ইউনিয়নের সভায় শ্রমমন্ত্রী নিজে, লেবার কমিশনার নিজে ও স্পেশাল অফিসার নিজে উপস্থিত ছিলেন, তার কাছে নির্দিষ্ট অভিযোগ করা হয়েছে সেখানে, সেটা তিনি অস্বীকার করবেন কি?

Mr. Speaker: Question is disallowed. What information do you want. সেটা বলুন Your question should have been 'were you present at' such a meeting.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

তিনি যদি জানেন, তাহলে সেটা বলুন।

The Hon'ble Abdus Sattar:

আমি উপস্থিত ছিলাম। সেই সভায় আলোচ্য বিষয় ছিল সেই সভার ডিসিসন কার্যকরী করা সম্পর্কে।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আপনাকে অভিযোগ জানান হয়েছে, আনন্দবাজার পত্রিকার কমপক্ষে ১২ জন, ইউনাইটেড প্রেসের কমপক্ষে ৩ জন সাংবাদিককে মোস্ট আর্বিট্রেরিলি রিটায়ার করান হয়েছে, তা জানেন?

The Hon'ble Abdus Sattar:

আমি একজন সম্পর্কে অভিযোগ জানি।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আপনি এখানে বলছেন ফাইভ্ কমপ্লেইন্টস ওয়ার রিসিভড।কোন ৫টা, তা জানাবেন কি?

The Hon'ble Abdus Sattar:

এই ৫ জন সম্পর্কে বলছি। দু জন দৈনিক বসুমতী থেকে পেয়েছি, যামিনী মোহন কর এসিষ্ট্যান্ট এডিটর, বসুমতী, বারীন্দ্র কুমার ঘোষ আর একজন। দুটি বিষয়ই এডজুডিকেশনে রেফার করা হয়েছে।

Mr. Speaker:

এটা কি ঐ ৫টা কমপ্লেনেন্টএর মধ্যে?

The Hon'ble Abdus Sattar:

হ্যাঁ, এটা নাউ ডিফাংক্ট, সেটা এমিক্যাবলি সেটেল করা হয়েছে। আর ৫ম হচ্ছে শ্রীপুলকেশ দে সরকার সম্পর্কে, রিপোর্টার, আনন্দবাজার পত্রিকা। সে সম্পর্কে লেবার কমিশনার ডিল করছেন।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

অন্যান্য কাগজের জয়েন্ট এডিটার, সাব-এডিটার ও এডিটারদের সম্বন্ধে কোন অভিযোগ পেয়েছেন কি?

The Hon'ble Abdus Sattar:

কিছু কিছু মিসেল্যানিয়াস অভিযোগ পাওয়া যায়। তবে অবশ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করার কোন কারণ খুঁজে পাই না।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

উনি জবাবে বলেছেন, আমি কোন কমপ্লেন্ট পাই নি। আমার প্রশ্নটা ছিল—কোন কোন কাগজে এই প্রভিশনস ইমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে তার নাম দেবার জন্য। উনি জবাবে বলেছেন —নন ইমপ্লিমেন্টেশন (এ) টু (ডি) তার কোন কমপ্লেন্ট পান নি, এই জবাব দিয়েছেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি—এই অ্যাক্টে একটা রুল আছে?

The Hon'ble Abdus Sattar:

হ্যাঁ, আমি জানি বৈকি?

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

তার (৩৭) ধারাতে এই কথা লেখা আছে, সেটা আপনি জানেন কি—

"The State Government may by notification in the official gazette apoint one or more inspectors and assign to every such inspector such jurisdiction as it thinks fit. It shall be the duty of every such inspector to ensure that the provisions of the Act and rules thereunder and the decisions if any of an Wage Board constituted under the Act are implemented in full by all newspaper establishments within his jurisdiction."

সুতরাং ইন্সপেক্টরের কাজ হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছে কি না দেখা। আপনি এই রকম কোন ইন্সপেক্টর সেট আপ করেছেন কি?

The Hon'ble Abdus Sattar:

হ্যাঁ, করেছি।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

সেই ইন্সপেক্টর গিয়ে ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছে কি না সেই সম্পর্কে খোঁজ খবর করছেন কি?

The Hon'ble Abdus Sattar:

অভিযোগ পেলে খোঁজ খবর নেওয়া হয়।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আপনি রুলসটা দেখেছেন? তাতে আছে.........

Mr. Speaker: I have heard every word of what you read out of the rule. What is your question.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই রুলস অনুসারে ইন্সপেক্টর এপয়েন্ট হবার পর সেই ইন্সপেক্টর গিয়ে ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছে কিনা খোঁজ করতে যান কি? কমপ্লেন্টের জন্য বসে থাকার কথা নয়।

Mr. Speaker: That is the procedure that he follows. If a complaint is made the matter is investigated. In the absence of a complaint he does not go out of his way to interfere.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

তাহলে রুলে যে নির্দেশ আছে সেই রুলসের নির্দেশ মত কাজ করা হচ্ছে না।

Mr. Speaker: You can come to your own conclusion.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আমি জিজ্ঞাসা করছি, স্যার, তাঁকে।

Sj. Somnath Lahiri:

ইন্সপেক্টরের এপয়েন্টমেন্ট হয়েছে কত দিন আগে?

The Hon'ble Abdus Sattar:

এই আইন কার্যকরী হবার সঙ্গে সঙ্গে।

Sj. Somnath Lahiri:

তারপরে সেই ইন্সপেক্টর কোন রিপোর্ট দিয়েছে কি আপনার দপ্তরে?

The Hon'ble Abdus Sattar: No.

Sj. Somnath Lahiri:

ইন্সপেক্টররা তাঁদের কাজের রিপোর্ট দিয়ে থাকেন?

Mr. Speaker: That question has been answered.

Sj. Somnath Lahiri:

ওয়ার্কিং জার্নালিস্টদের সার্ভিসের যে সকল প্রভিশনস অব দি অ্যাক্টে আছে তার মধ্যে প্রভিডেন্ট ফান্ডটাও পড়ে কি?

The Hon'ble Abdus Sattar:

হ্যাঁ, পড়ে।

Sj. Somnath Lahiri:

প্রভিডেন্ট ফান্ড সম্পর্কে বাংলার কোন্ কোন্ কাগজ কমপ্লাই করেছে এই অ্যাক্টের রেগুলেশন?

Mr. Speaker: I think the question is not allowed.

Sj. Somnath Lahiri:

স্যার, আপনি লক্ষ্য করবেন এতে আছে ইন জেনারেল অ্যান্ড ইন পার্টিকুলার, তাহলে জেনারেলের মধ্যে প্রভিডেন্ট ফান্ড আসে। সুতরাং সেই প্রশ্ন করা হয়েছে।

The Hon'ble Abdus Sattar:

যেখানে বোথ এমপ্লয়ার অ্যান্ড এমপ্লয়িজ এনলাইটেন হচ্ছে—সেখানে সোয়েট লেবার সম্বন্ধে সে সমস্ত কথা উঠতে পারে, কিন্তু এখানে সে কথা উঠতে পারে না। এখানে কোন জেনারেল গ্রিভেন্স থাকলে, সাংবাদিকদের অভিযোগ করবার ক্ষমতা থাকে না, এই রকম মনে করবার কারণ নেই। এখন আমাদের যখন আইন চালু হয়েছে, এটা তার মধ্যেই পড়ছে।

[3-20—3-30 p.m.]

Sj. Somnath Lahiri:

এই রকম কোন অভিযোগ পেয়েছেন কি—আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার মালিকরা প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা অন্যান্য খাতে খরচ করেছেন?

Mr. Speaker: Will you kindly check up from the question that there is anything relating provident fund?

[Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: Rose.]

Mr. Speaker: I would expect when you begin your supplementaries, the particular member concerned will finish all his supplementaries. He can not go on putting his supplementaries after some other member has asked a question.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: Your expectation can never be fulfilled. You can expect but it can never be fulfilled.

Mr. Speaker: I am not going to be dictated in the matter of allowing or disallowing questions.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: I also refuse to be dictated how I shall put the question.

Mr. Speaker: Put your question.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি—কোন্ কোন্ সংবাদপত্র এই আইনের এক্তিয়ারের বাইরে থাকবার জন্য দরখাস্ত করেছে?

Mr. Speaker: Question disallowed.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশনের প্রতিনিধির কোন যুক্ত বৈঠক ডাকার জন্য এই আইন কি কার্যকরী করা হয় নি?

Mr. Speaker: Question disallowed.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

জয়েন্ট এডভাইসরী বোর্ড গঠন করবার জন্য আপনি বলবেন কি?

Mr. Speaker: Question disallowed.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

এটা আপনি আর্বিট্রেরিলি করছেন।

Sj. Bijoy Singh Nahar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় সদস্য রিমার্ক করলেন যে আপনি আর্বিট্রেরিলি করছেন। এটা কি উনি বলতে পারেন?

Mr. Speaker: I overlook many things coming from Mr. Chakravorty. I have to maintain order in the House and I expect every honourable member to remember that there is a duty on his part; there is duty on my part also to see that the business is being done.

Sj. Sunil Das:

(ই) কোয়েশ্চেনে ছিল ডিসমিসাল অ্যান্ড রিট্রেঞ্চমেন্ট, এখানে তিনি বলেছেন—ফাইভ কমপ্লেন্টস ওয়ার রিসিভড। এখানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে—এই যে তিনি ৫টির কথা বলেছেন এর মধ্যে কোন কোনটা ডিসমিসাল এবং কোন কোনটা রিট্রেঞ্চমেন্ট।

Mr. Speaker: এখানে বলেছেন dismissal and retrenchment without conforming to the provisions of the Act. He says five complaints were received. What have you got to say with regard to that?

The Hon'ble Abdus Sattar:

এখানে বলেছি ৫টি। আমরা বলেছি তার মধ্যে ডিসমিসালের প্রশ্ন আছে, তার মধ্যে রিট্রেঞ্চমেন্টের প্রশ্ন আছে। এই ৫টির মধ্যে দুইটি সেটেলমেন্ট হয়েছে আর বাকি বসুমতী, আনন্দবাজার এবং পুলকেশবাবুর কেস লেবার কমিশনার নিজে ডিল করছেন।

Food position in Birbhum district

***116C.** (SHORT NOTICE.) **Dr. Radhanath Chattoraj:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Food, Relief and Supplies Department be pleased to state—

(ক) মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অবগত আছেন কি, বীরভূম জেলায় এখন হইতে (জুন, ১৯৫৮) দারুণ খাদ্যাভাব চলিতেছে ;

(খ) পয়সা দিয়াও চাউল মিলিতেছে না ;

(গ) ইহা কি সত্য যে, ঐ জেলায় কোথাও সস্তা দরে চাউলের দোকান খোলা হয় নাই ;

(ঘ) সত্য হইলে, এই অবস্থা দূরীকরণের জন্য সরকার ঐ জেলার সর্বত্র সস্তা দরের খাদ্য-শস্যের দোকান খুলিবার কথা বিবেচনা করেন কিনা ;

(ঙ) ঐ জেলায় মজুত চাউলের এক অংশ ঐ সস্তা খাদ্যশস্যের দোকানে জেলার প্রয়োজনমত দেওয়া হইবে কি ;

(চ) যদি না দেওয়া হয়, তাহার কারণ কি ;

(ছ) আজ পর্যন্ত ঐ জেলায় সরকার কত পরিমাণ ধান-চাউল সংগ্রহ করিয়াছেন ;

(জ) খয়রাতি সাহায্য কতগুলি ইউনিয়নে এবং কতজনকে দেওয়া হইয়াছে ; এবং

(ঝ) টেস্ট রিলিফ-এর কাজে তিন দিন চাউল ও তিন দিন গম দেওয়া হইবে কিনা ?

The Minister for Food, Relief and Supplies (the Hon'ble Prafulla Chandra Sen):

(ক) এবং (গ) না।

(খ), (ঘ) এবং (চ) প্রশ্নগুলি উঠে না।

(ঙ) হ্যাঁ।

(ছ) বর্তমান বৎসরের ৫ই জুলাই পর্যন্ত—

				মণ।
চাউল	...	..	...	৫৪৩,৭২৮
ধান্য	...	...	..	৩,১৪৪

(জ) ইউনিয়নের সংখ্যা—১৯৫৮ সালে ১৪৩।

সাহায্য প্রাপকের সংখ্যা—১৯৫৮ সালে ৭৬,১০৩ জন।

(ঝ) এরূপ কোন পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনায় নাই।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

এই যে ৫৪৩,৭২৮ মণ চাল সংগ্রহ করা হয়েছে তা মোটামুটি কি দামে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মোটামুটি দাম আঠার টাকা বার আনা।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

এখানে যে চাল ২৯।৩০ টাকা মণ দরে বিক্রী হচ্ছে, সেটা মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এ প্রশ্নের সঙ্গে আপনার ও প্রশ্নের কোন সম্পর্ক নেই।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

খাদ্যাভাব নাই বলছেন, তাই দয়া করে বলবেন কি—২৯।৩০ টাকা করে চাল বিক্রী হচ্ছে কি না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এ প্রশ্ন থেকে সেটা উঠে না।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনার কাছে নিবেদন করছি—প্রথম যে প্রশ্ন ছিল—কারণ খাদ্যাভাব চলেছে, তার উত্তরে মন্ত্রী মহাশয় বলছেন না। কি করে খাদ্যাভাব হয় বুঝি না। ২৯।৩০ টাকা মণ চাল হলে খাদ্যাভাব মনে করবেন কি না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: Sir, out of the question of the honourable member the question of price does not arise at all.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, এই যে আঠার টাকা বার আনা মণ দরে চাল কিনছেন সেণা ধানের দাম কত মোটামুটি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: In that case I ask for notice.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

স্যার এটা নোটিসের দরকার কি? আমি এই সামান্য প্রশ্নের জবাব পেতে পারি কিনা?

Mr. Speaker: Mr. Chatterjee, I do not want to shut out questions being put, because these are very important matters touching the life of men, but you must frame your questions properly. Everybody knows that the price of rice is very high. But scarcity is one thing and high price is another thing. Mr. Sen has not answered the question because he said that high price and scarcity are different questions. Your question is about scarcity and not about high price. It may be that the price of rice is very high but at the same time it is available. You see there is this distinction. If you now frame an appropriate question, perhaps he may answer it.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি যে এ জেলার বাইরে থেকে কোন চাল এখানে আমদানী করা হচ্ছে কি না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

নিশ্চয়ই, বাইরে থেকে সরবরাহ করা হচ্ছে, আমরা এমেরিকান গম সরবরাহ করছি।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

স্যার, এ কি কথা বল্লেন, আমি জিজ্ঞাসা করছি, চালের কথা তিনি বলেছেন গম।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: Sir, Let him put a specific question.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

বীরভূম জেলা চালে উদ্বৃত্ত জেলা কি না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

নিশ্চয়ই উদ্বৃত্ত জেলা।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

এই উদ্বৃত্ত জেলায় বাইরে থেকে কোন চাল সরবরাহ করা হচ্ছে কি না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমরা এ জেলায় তখন কর্ডন করি নি, সে জন্য অবাধে অন্য জেলায় চাল যেতে পারত।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

স্যার, একেবারে উল্টো কথা বলছেন যে?

Mr. Speaker: Mr. Chatterjee, I will never shut you out. You put a proper question. You see there is no cordoning.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

স্যার, আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম, সরকার এই জেলার লোকদের খাদ্য সরবরাহ করবার জন্য মডিফাইড র‍্যাশনিংএর কাজ বাবদ বাইরে থেকে চাল সরবরাহ করেছেন কি না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: This is a specific question and I will reply to it.

আমরা বীরভূম জেলায় সাড়ে সতের টাকায় খুচরা চাল বিক্রী করছি, অন্য জায়গা থেকে এনে।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

কেবল মাত্র সাড়ে সতের টাকায় না সাড়ে বাইশ টাকায়ও করছেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

শুধু সাড়ে বাইশ টাকায় কেন? তেইশ টাকা দু আনাও করছি সরু চাল এবং কমন রাইস সাড়ে সতের টাকায় বিক্রী করছি।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

উদ্বৃত্ত হওয়া সত্ত্বেও এই জেলার বাইরে থেকে আনার প্রয়োজন হচ্ছে কেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমরা এখন গোটা বাংলাদেশকে এক মনে করছি, জেলা হিসাবে হিসাব করি না।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

আপনাদের সেই মডিফায়েড র‍্যাশন শপগুলি থেকে নিয়মিতভাবে চাল দেওয়া হচ্ছে কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

হ্যাঁ, আমি বলতে পারি, মাননীয় সদস্য মহাশয়কে যে বীরভূম জেলায় ১৯৫৮ সালের ১৯এ জুলাই তারিখ পর্যন্ত যে সপ্তাহ শেষ হয়েছে, সেই সপ্তাহ পর্যন্ত ১,০০,৫০০ জন লোক আমাদের ফেয়ার প্রাইস শপ থেকে পেয়েছে, দোকানের সংখ্যা ২১৮ এবং এই উইকে এ জেলায় আমাদের খরচ হয়েছে ২,০৬৮ মণ এবং গম খরচ হয়েছে ২,৪৫৬ মণ।

[3-30—3-40 p.m.]

Sj. Mihirlal Chatterjee:

বীরভূমের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের এক প্রস্তাবে একথা তিনি জানতে পেরেছেন যে, মডিফায়েড রেশন শপগুলিতে নিয়মিতভাবে চাল সরবরাহ হয় না।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি যতদূর জানি বর্তমানে নিয়মিতভাবে চাল সরবরাহ হচ্ছে।

Sj. Monoranjan Hazra:

মন্ত্রী মহাশয় (ক)এর উত্তরে বলেছেন 'না'। এখানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে—কি'কি কারণে 'না' বলেছেন।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

কারণ হচ্ছে—বীরভূম জেলায় ৭ লক্ষ একর জমি আছে। তার মধ্যে ৪ লক্ষ একরে সেচের ব্যবস্থা আছে এবং ৪ লক্ষ একর জমিতে গড়ে ১৬ মণ করে ধান হয়, কাজেই সেখানে চালের বেশ ভাল ব্যবস্থা আছে।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

উদ্বৃত্ত জেলাতে শতকরা ৩০ জন লোক যাদের জমি নাই, অথচ টাকাও নাই, তাদের খাদ্যাভাব থাকা আপনি স্বাভাবিক বলে মনে করেন কিনা?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

তাদের জন্যেই ত মডিফায়েড রেশন শপ করা হয়েছে।

Sj. Amarendra Nath Sarkar:

মন্ত্রী মহাশয় (ঙ) প্রশ্নের উত্তরে 'হ্যাঁ' বলেছেন। আমরা কি জানতে পারি—আজ পর্যন্ত বীরভূমের চাল বীরভূম রেশন শপে কি পরিমাণ দেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এটা ভাল প্রশ্ন করেছেন। আমরা বরাদ্দ করেছিলাম ২৬ হাজার মণ চালের। আগস্ট মাসে ৯ হাজার মণ বীরভূমের চাল দেওয়া হবে।

Sj. Saroj Roy:

মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি—প্রতি ইউনিয়নে কতটা করে চাল দেওয়া হচ্ছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

নোটিস চাই। ১৪৩টা ইউনিয়নের কথা অমনি বলা যায় না।

Sj. Saroj Roy:

টেস্ট রিলিফের কাজে বর্তমানে কি গমের সংগে পয়সাও দেওয়া হচ্ছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

টেস্ট রিলিফের কাজে চাল আমরা মোটেই দিচ্ছি না। ৬ দিনই গম দিচ্ছিলাম। বর্তমানে আমরা ঠিক করেছি, ৪ দিন গম দেওয়া হবে ও ৩ দিন টাকা দেওয়া হবে।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

বীরভূম জেলার কোন্ কোন্ ইউনিয়নে খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হয় নাই?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

সদস্য মহাশয় কোন্ ইউনিয়নের কথা জানতে চান, নির্দিষ্ট করে বলুন।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, বীরভূম জেলায় খয়রাতি সাহায্য কি আদৌ দেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি (জ)এর উত্তরেই ত বলেছি, ৭৬,১০৩ জনকে খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হয়েছে, এই ১৯৫৮ সালে।

Scarcity of drinking water at Purulia Town

***116D.** (SHORT NOTICE.) **Sj. Benoy Krishna Chowdhury):** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(a) whether the attention of Government has been drawn to the scarcity in the supply of drinking water at Purulia Town; and

(b) if so, what steps, if any, Government have taken to remove the scarcity in the supply of drinking water at Purulia Town?

Tht Minister of State for Health (the Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy): (a) Yes.

(b) The Purulia Water Supply Scheme, as drawn up by the Government of Bihar at an estimated cost of Rs. 36,11,000 before its merger in West Bengal, has been revised by this Government and the estimated cost of the scheme now stands at Rs. 41,51,200. The Government of India have already been moved for approval of the scheme and allotment of funds therefor.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

এই স্কীম কতদিন নাগাদ কার্যকরী হতে পারে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: The Government of India were asked for comments on the scheme and these have been given and the scheme has been finalised. Only recently—this month—the whole scheme has been sent back to the Government of India.

Mr. Speaker: The question is how soon implementation of the scheme can be expected.

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: It depends on the sanction of the Government of India—we expect it within a reasonably short time.

UNSTARRED QUESTION

(answer to which was laid on the table)

Jute mills closed down in 1957

31. Sj. Gopal Basu: Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state—

(ক) ১৯৫৭ সালে বাংলা দেশে কয়টি এবং কোন্ কোন্ চটকল বন্ধ (ক্লোজড ডাউন) হইয়াছে এবং কি কারণে ;

(খ) এজন্য কতজন শ্রমিক কর্মচ্যুত হইয়াছেন ;

(গ) বন্ধ (ক্লোজড ডাউন) হওয়ার কারণ সম্পর্কে সরকার কোন অনুসন্ধান করিয়াছেন কিনা ;

(ঘ) লোকসান অথবা অযোগ্য পরিচালনার জন্য বন্ধ চটকলগুলি সরকারী পরিচালনায় চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

(ঙ) ঐ-সমস্ত বন্ধ চটকলের শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা (রিট্রেঞ্চমেন্ট বেনিফিট) আদায় সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ;

(চ) বন (ক্লোজড ডাউন) চটকলের শ্রমিকদের কোথায় কোথায় বিকল্প যোগ্য চাকুরীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে ;

(ছ) ওয়েভার্লি জুটমিলের শ্রমিকদের কোথায় এবং কতজনকে বিকল্প চাকুরী দেওয়া হইয়াছে ;

(জ) আর কোন চটকল বন্ধ হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনার কথা সরকার অবগত আছেন কিনা ; এবং

(ঝ) থাকিলে, কোন্ কোন্ চটকল এবং কেন?

The Minister for Labour (the Hon'ble Abdus Sattar):

(ক) ব্যবসায়ে লোকসান এবং আর্থিক অনটনের জন্য নিম্নলিখিত আটটি চটকল বন্ধ হইয়াছে, যথা:

(*i*) Luxmi Jute Mills.
(*ii*) Victory Jute Products.
(*iii*) Standard Jute Mills.
(*iv*) North Alliance Jute Mills.
(*v*) Waverly Jute Mills.
(*vi*) Union South Jute Mills.
(*vii*) Kamarhatty Jute Mills (one of the two mills).
(*viii*) Reliance Jute Mills.

(খ) প্রায় ৩,৪০০ জন।

(গ) হ্যাঁ।

(ঘ) এবং (জ) না।

(ঙ) কর্মচ্যুত শ্রমিকদিগকে ইন্ডাসট্রিয়াল ডিসপ্যুট এ্যাক্ট, ১৯৪৭, অনুসারে ন্যায্য পাওনা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(চ) কিন্নিসন, আলেকজান্ড্রা, লরেন্স, ইউনিয়ন নর্থ, এমপায়ার, কেলভিন, কাঁকিনাড়া, কামারহাটি, হাওড়া প্রভৃতি চটকলে।

(ছ) কর্মচ্যুত ১,৬০০ শ্রমিকের অধিকাংশই আলেকজান্ড্রা চটকলে নিযুক্ত হইয়াছেন। ঊনত্রিশ জন কেরানী ও ৫০ জন মিস্ত্রীকে এখানে নিয়োগ করা সম্ভব হয় নাই ; তাঁহাদিগকে এমপায়ার ও কেলভিন চটকলে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

(ঝ) এ-কথা উঠে না।

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

Deployment of police during Bank strike

***118. Sj. Rama Shankar Prasad:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Police) Department be pleased to state—

(*a*) the number of police force employed in connection with the strike by Bank employees of West Bengal from 18th September to 19th October, 1957;

(*b*) whether this police force was supplied by the Government on the request of the Bankers; and

(c) if so, did the Government charge from the Bankers any amount for such postings to cover their wages, etc.?

The Minister for Home (Police) (the Hon'ble Kali Pada Mookerjee): (a) One thousand four hundred and thirty-five officers and men were engaged daily on an average during the period in Calcutta and the districts.

(b) The police force was deployed for the maintenance of law and order. In Calcutta there were also specific requests from the Banks in some cases for posting police to protect the cash reserve in Banks and to escort remittances during the strike.

(c) Government did not charge anything for posting police for maintenance of law and order. Steps are being taken to realise charges from the Banks according to scheduled rates for providing police for guarding cash reserve and escorting remittances.

Delay in sending F.I.R. to trying Magistrates by Kulti and Hirapur police-stations.

***119. Janab Taher Hossain:** (a) Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Police) Department be pleased to state if it is a fact—

(i) that the police-stations Kulti and Hirapur in the district of Burdwan make unusual delay in sending F.I.R. to the trying Magistrates; and

(ii) that as a result of such delay bail petitions are kept pending?

(b) If the answer to (a) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state whether Government consider the desirability of instructing the above two police-stations to send the F.I.R. in each case within the time specified by law?

The Minister for Home (Police) (the Hon'ble Kali Pada Mookerjee): (a) No.

(b) Does not arise.

Placing of orders for supply of boots for police personnel

***120. Sj. Sunil Das:** (a) Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Police) Department be pleased to state if it is a fact that orders for the entire supply of boots for the Calcutta and the West Bengal Police have been placed with Fatedin & Sons of Canal South Road?

(b) If the answer to (a) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(i) whether the antecedents of the firm were enquired into; and

(ii) whether the firm was blacklisted ever?

The Minister for Home (Police) (the Hon'ble Kali Pada Mookerjee): (a) Orders for the supply of a portion of the total requirement of boots for the West Bengal and the Calcutta Police were placed with the firm.

(b) Yes. At one time enquiries were made into the antecedents of the firm, but the firm is not in the black list as otherwise its tender would not have been accepted

Sj. Sunil Das:

মন্ত্রী মহাশয় (বি)এর জবাবে বলেছেন—

Yes, at one time enquiries were made, etc.

এই এনকোয়ারী কেন করা হয়েছিল অর্থাৎ এই এনকোয়ারী করবার কি অকেসন হয়েছিল?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

এই ফার্মের সম্বন্ধে অনেক এলিগেশন এসেছিল এবং অনেক রিপ্রেজেন্টেশন পাওয়া গিয়েছিল, সেই সম্বন্ধে এনকোয়ারী করা হয়েছিল।

Sj. Sunil Das:

ঐ এলিগেশন কি ধরণের জানতে পারি কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

পাকিস্তানের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল, ডিলিং ছিল, এই অভিযোগ হয়েছিল।

Sj. Sunil Das:

এটা কি সত্য যে ১৯৪৯ সালে এই ফার্মের প্রোপাইটার ফার্ম তুলে দিয়ে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল?

The Hon'ble Kali Pada Mukherjee: I have no such information.

Sj. Sunil Das:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন—পাকিস্তানের সঙ্গে কমপ্লিসিটির যে অভিযোগ তার কোন ভিত্তি ছিল কিনা?

Mr. Speaker:

ছিল বলেই ত এনকোয়ারী করা হল।

He has made it clear that there were allegations that these people were in complicity with the Pakistan Government. Enquiry was made and Government were satisfied with the result of the enquiry.

Sj. Sunil Das:

সে এনকোয়ারীর ফল কি হয়েছিল, সেই ফার্মএর ব্ল্যাক লিস্টে যাওয়া না যাওয়া সম্বন্ধে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

ফল এই হয়েছে যে, এই ফার্ম ব্ল্যাক লিস্টে যাবার উপযুক্ত নয়।

Sj. Sunil Das:

এটা কি ক্যালকাটা পুলিসের কাছ থেকে ব্ল্যাক লিস্টএর উপযুক্ত নয় বলে রিপোর্ট, না ওয়েস্ট বেংগল পুলিসের কাছ থেকে রিপোর্ট?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

যদি কোন ফার্ম ব্ল্যাক লিস্টে যায়, তাহলে সরকারের কোন বিভাগের সঙ্গেই তার আর যোগাযোগ থাকতে পারে না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ক্যালকাটা পুলিস বা বেংগল পুলিসের প্রশ্ন ওঠে না।

Dr. Narayan Chandra Ray:

এখানে আমার একটা প্রশ্ন আছে—এই ফার্মে সরকার থেকে যে অর্ডার প্লেস করা হয়, তার প্রসিডিওরটা জানতে পারি কি?

Mr. Speaker:

টেন্ডার কল করা হয় কিনা, এই কি আপনার প্রশ্ন?

Dr. Narayan Chandra Ray: Do they call for tender or ask the scheduled firms to supply it.

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: Open tender is called for from the market.

Number of accidents on bus route No. 85

***121. Sj. Gopal Basu:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Police) Department be pleased to state—

(*a*) the number of accidents which have occurred on bus route No. 85, Barrackpore to Kanchrapara, since the date of opening of this route up to date;

(*b*) how many deaths have resulted from these accidents;

(*c*) in how many cases of these accidents compensation has been paid to those who sustained injuries or suffered death; and

(*d*) in how many cases the persons responsible for the said accidents have been penalised?

The Minister for Home (Police) (the Hon'ble Kali Pada Mookerjee): (*a*) Two hundred and ninety-two.

(*b*) Twenty-three.

(*c*) Thirty-eight.

(*d*) Twenty-two.

[3-40—3-50 p.m.]

Sj. Niranjan Sengupta:

এই এক্সিডেন্টগুলোর কারণ কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

আমি যে খতিয়ান দিলাম সেটা ১২ বছরের হিসাব।

Sj. Niranjan Sengupta:

আপনি কি মনে করেন যে, রুটের রাস্তা খুব সরু?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

রাস্তা আর চওড়া হবে না।

Sj. Niranjan Sengupta:

আমার উত্তর হল না।

Mr. Speaker: You know the route has been widened.

Sj. Niranjan Sengupta:

বারাকপুর টু কাঁচড়াপাড়া পর্যন্ত ওয়াইডেন করা হয় নি—এ বিষয়ে ও'রা কি ভাবছেন?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

বারাকপুর টু কাঁচড়াপাড়া রাস্তাটা খুব যে চওড়া তা নয়, তবে ২।৩ খানা বাস একসঙ্গে যেতে পারে।

Sj. Niranjan Sengupta:

রাস্তা সরুর জন্য কি এক্সিডেন্ট হয় বলে আপনি মনে করেন?

Mr. Speaker: You see, you cannot lay down a specific reason.

আপনি যে বলছেন তার উত্তর—
accidents may be due to hundred reasons. For instance, an accident may be due to the skidding of a car. What is the use of putting all these supplementaries.

Sj. Niranjan Sengupta:

রাস্তা বড় করার কোন প্ল্যান আপনাদের আছে কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

আমার ডিপার্টমেন্টে রাস্তা চওড়া করার প্ল্যান থাকতে পারে না।

Sj. Niranjan Sengupta:

এত এক্সিডেন্ট সত্ত্বেও কি রাস্তা চওড়া হবে না?

Mr. Speaker: That is a hypothetical question. You must have come to the conclusion that the narrowness of the road is the only reason for accident and therefore it must be widened. But Government does not agree.

Boat accident near Mondirtala, Sagar police-sation, on 21st July 1957

*122. **Sj. Ramanuj Halder:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Police) Department be pleased to state—

(ক) গত ২১-৭-১৯৫৭ তারিখে ডায়মন্ড হারবার মহকুমায় সাগর থানার মন্দিরতলার নিকট হুগলি নদীবক্ষে যে ভয়াবহ নৌ-দুর্ঘটনা হইয়াছিল, তাহা হইতে নিকটবর্তী পুলিসের ফাঁড়ি কতদূর ;

(খ) পুলিস কত তারিখে কোন্ সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিল এবং কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল ;

(গ) কতগুলি মৃতদেহ উদ্ধার করা হইয়াছিল এবং উদ্ধারকার্যে পুলিস কিভাবে সহায়তা করিয়াছিল ; এবং

(ঘ) মৃতদেহগুলি কি করা হইয়াছিল এবং সনাক্ত করার কোন ব্যবস্থা হইয়াছিল কিনা ;

(ঙ) এই নৌ-দুর্ঘটনার কারণ কি ;

(চ) গত দশ বৎসরে ডায়মণ্ড হারবার মহকুমায় কতগুলি নৌ-দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে ; এবং

(ছ) এইপ্রকার নৌ-দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি নিবারণের জন্য কি ব্যবস্থা সরকার পক্ষ হইতে অবলম্বন করা হইয়াছে?

The Minister for Home (Police) (the Hon'ble Kali Pada Mookerjee):

(ক) ৭ মাইল।

(খ) ২২-৭-১৯৫৭ তারিখে বেলা ৫টার সময় পুলিস ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়, কিন্তু খোঁজ করিয়াও নৌকা বা কোন মৃতদেহ পায় নাই।

(গ) পরদিন (২৩-৭-১৯৫৭ তারিখে) সংবাদ পাইয়া পুলিস আগুনমারী চরে উপস্থিত হয় এবং গ্রামবাসীদের সহায়তায় নিমজ্জিত নৌকা হইতে ২৫টি মৃতদেহ উদ্ধার করে।

(ঘ) ২৫টি মৃতদেহের মধ্যে ১১টি সনাক্ত করা হয়। বাকী ১৪টি মৃতদেহ সনাক্ত করা যায় নাই। নৌ-দুর্ঘটনার সংবাদ এবং মৃতদেহগুলি সম্পর্কে সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় প্রচার করা হয়, কিন্তু কেহই বাকি ১৪টি মৃতদেহ সনাক্ত করিতে আসে নাই।

কতকগুলি মৃতদেহ তাহাদের আত্মীয়বর্গের হস্তে অর্পণ করা হয় এবং কতকগুলি মৃতদেহ গ্রামবাসীদের সহায়তায় পুলিস স্থানীয় প্রথা ও ধর্মীয় রীতিনীতি অনুসারে সৎকার করে।

(ঙ) দুর্ঘটনায় পতিত নৌকাটি ৪০ জন আরোহী বহনে সক্ষম। ২১-৭-১৯৫৭ তারিখে নৌকাটি ৭৬ জন আরোহী ও পাঁচজন মাঝি লইয়া মগ্গলঘাট হইতে কাকদ্বীপ যাত্রা করে। নৌকাটিতে একটি বৃহৎ পাল ব্যবহৃত হইতেছিল। উক্ত পালটিতে প্রবল বাতাসের ধাক্কা লাগিলে আরোহিগণ সহ নৌকাটি উল্টাইয়া যায়।

(চ) ছয়টি।

(ছ) পুলিশকে নৌকাঘাটগুলির প্রতি নজর রাখিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। রাত্রিকালে যাহাতে অধিক-সংখ্যক যাত্রী নৌকাযোগে চলাচল করিতে না পারে তৎপ্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়াও পুলিশ প্রচারকার্যদ্বারা জনসাধারণকে উক্ত বিষয়ে হুঁশিয়ার করিয়া দিয়াছে এবং নৌকার মালিকগণকে বিশেষভাবে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে যেন তাহারা এইরূপ কার্য হইতে বিরত থাকে।

Hawking at Baithakkhana Road between Harrison Road and Bowbazar Street

***123. Sj. Deben Sen:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Police) Department be pleased to state if it is a fact—

(*i*) that the Government have stopped about 1,300 hawkers from hawking at the portion of Baithakkhana Road lying between Harrison Road and Bowbazar Street from the first week of January, 1958; and

(*ii*) that as a result of this stoppage all these 1,300 hawkers have been rendered unemployed and these hawkers, along with their family members, are faced with distress?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased ot state—

(*i*) what are the reasons for such stoppage; and

(*ii*) what action has been taken or proposed to be taken by Government to restore the hawkers to their previous place of trade or rehabilitate them in other ways?

The Minister for Home (Police) (the Hon'ble Kali Pada Mookerjee): (*a*)(*i*) Yes, about 300 hawkers and not 1,300 hawkers as stated.

(*ii*) No.

(*b*)(*i*) Reasons for the stoppage are as follows:

(1) to restore normal flow of traffic, both vehicular and pedestrian; and

(2) to remove the inconvenience caused to the members of the locality, particularly the girl students, at the hands of anti-social elements.

(*ii*) Out of 300 hawkers, about 100 hawkers who were satellites of permanent shopkeepers of the area have since been accommodated in their own shops. Of the remaining 200 hawkers, about 100 with small quantity of commodities have taken shelter on the ledges of the premises of the of commodities have taken shelter on the ledges of the premises of the local residents by permission. The rest have since moved to an open land near Upper Circular Road for carrying on business.

Dr. Narayan Chandra Ray:

এখানে বলেছেন—

the rest have since moved to an open land.

এই কমন ল্যান্ডটাকে কভার্ড ল্যান্ড করার কোন প্রয়োজন আছে কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

সেই জমি আমাদের নয়। ওপেন ল্যান্ডে যেমনভাবে রাস্তা বন্ধ করে তারা দোকান চালাচ্ছিল, তেমনিভাবে সেই খোলা জমিতে তাদের কারবার তারা চালাচ্ছে।

Dr. Narayan Chandra Ray:

মন্ত্রী মহাশয় কি অবগত আছেন যে তাদের ওখান থেকে যে ওপেন ল্যান্ডএ সরানো হয়েছিল, সেটা উইথ দি হেল্প অব দি লোকাল পুলিস হয়েছিল?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

লোকাল পুলিশদের সঙ্গে স্থানীয় লোকেরাও সহযোগিতা করেছিলেন।

Dr. Narayan Chandra Ray:

স্থানীয় লোকদের তরফ থেকে তাদের মাথার উপর একটা আচ্ছাদন দেবার জন্য কোন আবেদন পেয়েছেন কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

সেটা আমার জানা নেই, আই ডু নট রিমেম্বার।

Deployment of police force to deal with Bank strike

***124. Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Police) Department be pleased to state if it is a fact that a large number of police force was concentrated in Calcutta to deal with the strike of Bank employees for 31 days commencing from 18th September, 1957?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will be Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) if there was any request from the Bankers to station police staff at different Banks in Calcutta and its suburbs;

(*ii*) if the Bankers agreed to pay the requisite fees for stationing police staff at different Bank offices; and

(*iii*) the total amount due for such police posting in Banks and the amount realised so far from the Banks?

The Minister for Home (Police) (the Hon'ble Kali Pada Mookerjee): (*a*) It is not a fact that a large number of police force was concentrated in Calcutta to deal with the strike of Bank employees. From the normal strength of the Calcutta Police Force, deployment was made as in any other emergency.

(*b*) (*i*) For the maintenance of law and order during the strike there was no request from the Bankers to station police force at different Banks but for protection of cash reserve which in some cases went into lakhs of rupees and for escorting remittances, etc., during the strike period there was request from some Banks for police help.

(*ii*) Some of the Banks have already paid the requisite fees for the police help mentioned in (*b*) (*i*) above while payment from other Banks is awaited.

(*iii*) Total amount due is Rs. 57,578.49 nP., of which Rs. 10,124.53 nP. has so far been paid.

[3-50—4 p.m.]

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

কোন্ কোন্ ব্যাঙ্ক তাদের যে টাকা দেবার কথা ছিল, দিয়েছে এবং কারা কারা দেয় নি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

কোন্ কোন্ ব্যাঙ্ক দিয়েছে তার লিস্ট আমার কাছে নাই। কোন্ কোন্ ব্যাঙ্কএর এসেসমেন্ট হয়েছে, সেটা আমি বলতে পারি। কারা দিয়েছে আর কারা দেয় নি, সেই লিস্ট আমার কাছে নাই।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

৫৭ হাজারের মধ্যে কেবলমাত্র ১০ হাজার টাকা আদায় হয়েছে। আমি এই প্রশ্ন অনেক আগেই করেছিলাম—

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত যে টাকা আদায় হয়েছে, তার হিসাব আমার কাছে আছে; তার পরের হিসাব আমার কাছে নাই।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে ব্যাঙ্কারদের টাকাপয়সা পাহারা দেবার জন্য যখনই পুলিসের সাহায্য চেয়েছে, তখন পুলিস সেখানে গিয়েছে, এখন তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে এত দেরী হল কেন?

Mr. Speaker:

ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত হিসাব ত তিনি দিয়েছেন।

he gives an account up to February. Beyond that he is not in a position to say. It may be a lot, it may be nothing.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত ৫৭ হাজারের মধ্যে মাত্র ১০ হাজার টাকা আদায় হল কেন? এই দেরী কেন?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

তাদের নোটিস দেওয়া হয়েছে যদি তারা টাকা না দেন তাহলে পাবলিক ডিমান্ড রিকভারী অ্যাক্ট দ্বারা আদায় করা হবে।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত এই যে ১০ হাজার টাকা আদায় হয়েছে, সেগুলি কোন্ কোন্ ব্যাঙ্ক থেকে আদায় হয়েছে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

আমি তো বলেছি কোন্ কোন্ ব্যাঙ্কের এসেসমেন্ট হয়েছে তার আই হ্যাভ গট দি এনটায়ার লিস্ট উইথ মি, কোন্ কোন্ ব্যাঙ্ক থেকে আদায় হয়েছে, তার লিস্ট আমার কাছে নাই।

Sj. Somnath Lahiri:

সেলিব্রেটেড্ ইত্যাদি এস্কর্ট করে পেঁৗছে দেবার জন্য কোন্ কোন্ ব্ল্যাকলেগ ব্যাঙ্ক থেকে রিকোয়েস্ট করা হয়েছিল?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

আমি এখন বলতে পারব না। নোটিস দিলে পরে বলতে পারব।

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

Permits for buses and taxis issued in Asansol, Kulti and Hirapur police-stations

33. Janab Taher Hossain: Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Transport) Department be pleased to state how many persons have been granted permits for taxis and buses up to date since 1953 in the police-stations of Asansol, Kulti and Hirapur?

The Minister of State for Development (the Hon'ble Tarun Kanti Ghosh):

Police-station.	Buses.	Taxis.
Asansol	14	84
Kulti	1	20
Hirapur	..	28
Total	15	132

Overcrowding in State buses of route No. 30B

34. Dr. Pabitra Mohan Roy: Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Transport) Department be pleased to state—

(*a*) whether the Government is aware that there is tremendous overcrowding in the State buses of route No. 30B, running between Shambazar and Dum Dum Air Port, causing a great suffering to the public; and

(*b*) if so, what steps the Government propose to take towards relieving the difficulties of the people of Dum Dum?

The Deputy Minister for Home (Transport) (Sj. Satish Chandra Roy Singha): (*a*) There is overcrowding on part of the route at times.

(*b*) It is proposed to start a new service from Dum Dum station as soon as the additional new buses are ready.

Sj. Pabitra Mohan Roy:

মন্ত্রী মহাশয় (বি)তে বলেছেন—

it is proposed to start a new service from Dum Dum station as soon as the additional new buses are ready.

আমার প্রশ্ন হল—দমদম এলাকায় সুবিধার জন্য কিছু নতুন ব্যবস্থা করেছেন কিনা? এবং আশা করি মন্ত্রী মহাশয় জানেন দমদম ষ্টেশন কলিকাতা কর্পোরেশনের এলাকার ভিতর?

Sj. Satish Chandra Roy Singha:

দমদম ষ্টেশন থেকে বাস টার্মিনাস পর্যন্ত আমরা স্পেশাল সার্ভিস কিছু ইনট্রোডিউস করেছি এবং আরো করব।

Sj. Pabitra Mohan Roy:

আমার প্রশ্ন হল—দমদম এলাকার সুবিধার জন্য আর কিছু বাস সার্ভিসএর ব্যবস্থা করবেন কিনা?

Sj. Satish Chandra Roy Singha:

দমদম টার্মিনাস পর্যন্ত আমাদের বাসের বডি বিল্ডিং সেকশন কাজ শেষ করতে পারলেই আমরা নতুন বাস দেব।

Sj. Pabitra Mohan Roy:

দমদম বাস সার্ভিসের কথা যেটা বলছেন, সেটা তো এয়ার পোর্ট থেকে আসে।

Sj. Satish Chandra Roy Singha:

দমদম এয়ারপোর্ট থেকে খুব ট্রাফিক জ্যাম হয় না, ট্রাফিক জ্যাম হয় নাগেরবাজার থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত।

Sj. Pabitra Mohan Roy:

আপনি বলছেন—দমদম থেকে নাগেরবাজার পর্যন্ত কোন ক্রাউড থাকে না এবং নাগেরবাজার থেকে শ্যামবাজার পর্যন্তই যত ট্রাবল্ হয়। আমি আপনাকে বলতে পারি—দমদম থেকে নাগের-বাজার পর্যন্ত খুব ক্রাউড হয় এবং এই স্টেট বাসএর মনোপলি করে আপনারা এই ডিফিকাল্টি ক্রিয়েট করেছেন।

Mr. Speaker: You are putting two many questions which do not arise.

Sj. Ganesh Ghosh:

দমদম স্টেশন থেকে স্পেশাল বাস করা হবে দমদম জংশন থেকে শ্যামবাজার কিন্তু দমদম এবং নাগেরবাজারের জন্য কি হবে?

Sj. Satish Chandra Roy Singha:

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না আপনি কি বলতে চান।

Sj. Ganesh Ghosh:

নাগেরবাজার টু দমদম জংশন এই রুটে অসম্ভব ভীড় হয়, এটা রিলিফের জন্য কি ব্যবস্থা করছেন?

Sj. Satish Chandra Roy Singha:

আরেকটা বাস রুট খোলার কনটেমপ্লেশন আছে।

Sj. Ganesh Ghosh:

এই তো গেল বিটুইন দমদম স্টেশন এ্যান্ড নাগেরবাজার কিন্তু নাগেরবাজার থেকে শ্যাম-বাজার পর্যন্ত কি ব্যবস্থা হবে?

Sj. Satish Chandra Roy Singha:

এখানটা এত ন্যারো রাস্তা যে গাড়ী চলতে পারে না, কাজেই আমরা আরেকটা রাস্তা করব।

Sj. Ganesh Ghosh:

সার্ভিসগুলি যাতে ঠিকমত চলে তার ব্যবস্থা করবেন কি?

Sj. Satish Chandra Roy Singha:

তৈরীর ব্যবস্থা সব কমপ্লিট হলেই করা হবে।

Sj. Ganesh Ghosh:

এজন্য কি নতুন রাস্তা হবে, না, আগের রাস্তা দিয়েই চলবে? এবং কবে খুলবেন?

Sj. Satish Chandra Roy Singha:

এখন বলতে পারি না।

Sj. Pabitra Mohan Roy:

আমি জিজ্ঞাসা করছি এই কথা যে, দমদম স্টেশন থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত কি ব্যবস্থা করছেন?

(No reply.)

Mr. Speaker: Question time over.

[4—4-10 p.m.]

Stoppage of sending of *atta* to the interior of Howrah from the mills in Calcutta.

Sj. Tarapada Dey:

স্যার, একটি জরুরী অবস্থার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হাওড়া জেলার গ্রামাঞ্চলকে জোর করে দুর্ভিক্ষের কবলে ফেলে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। এতদিন পর্যন্ত হাওড়ার মিল অঞ্চল থেকে গ্রামের দোকানদাররা আটা ময়দা প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য নিয়ে যেত, এখন খাদ্য বিভাগ থেকে সেই আটা ময়দা গ্রামে নিয়ে যেতে দেওয়া হচ্ছে না, বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেইজন্য গ্রামে ৩২ টাকা চালের দর হয়েছে—লোকে খেতে পাচ্ছে না; ছয় আনা সেরে আটাও তারা কোথাও পাচ্ছে না। এর প্রতিকারের ব্যবস্থা অবিলম্বে না করলে গ্রামের মানুষ সব না খেয়ে মারা যাবে।

Mr. Speaker: The Hon'ble Minister is not here. As soon as he returns to the House, I shall bring it to his notice.

Sj. Apurba Lal Majumdar:

স্যার, আমি একটা কথা বলে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই যে স্টেট বাস সম্পর্কে আলোচনা হলো—এই থার্টিসিক্স বি পাঁচ-ছয় মাইল রুট, সেখানে মাত্র ৬টি বাস চলে। আজ তার তিনটি আউট অব অর্ডার হয়ে পড়ে আছে, জনসাধারণের ভয়ানক অসুবিধা হচ্ছে।

Mr. Speaker: I will tell you with great respect that I will not allow this sort of observation. These things were never permitted in the House before, but you are now trying to create a new convention which I shall do my utmost to stop.

GOVERNMENT BILL

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958.

Clause 4

Sj. Ramanuj Haldar: Sir, I beg to move that in clause 4(1)(a), for the words and figures "Rs. 12.50 nP." the words and figures "Rs. 3.00 nP." be substituted.

Mr. Speaker: The Hon'ble Minister will now give his reply to the amendments on clause 4.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

চার নম্বর ক্লজের আলোচনায় যে সব প্রশ্ন তোলা হয়েছে আমি তার মোটামুটি জবাব দেবার চেষ্টা করছি।

ডাঃ কানাই ভট্টাচার্য, সুবোধ ব্যানার্জী এ'রা বলেছেন, বিশেষ করে সুবোধ ব্যানার্জী বলেছেন 'অর লাইকলী টু বি বেনিফিটেড' এই শব্দগুলো বাদ দেওয়া হোক। সুবোধবাবুর যুক্তি হল—'আর বেনিফিটেড অর লাইকলী টু বি বেনিফিটেড' দুটো অবস্থা এক সঙ্গে থাকতে পারে না, তাঁকে বলবো—মাঝখানে একটা 'অর' শব্দ আছে। দুটো অবস্থা এক সঙ্গে নয়। যেকোন একটা বিকল্প অবস্থার উদ্ভবে এটা করা যাবে। এখানে অনুমান করে নিচ্ছি এই এলাকায় জল দিতে পারবো—নোটিফিকেশন দিয়ে অবজেক্শন শুনে তার পর পাকা ব্যবস্থা হতে পারবে।

তারপর আর একটা কথা। ট্যাক্সের পরিমাণ নিয়ে অনেকে বলেছেন যে, এই ট্যাক্স থেকে মূলধন বা ক্যাপিটাল খরচ যা হয়েছে তা শোধ করবার চেষ্টা করা হবে। ডি ভি সি থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোন ২ লক্ষ একর সমেত ১০ লক্ষ একরে খারিফ চাষের জল এবং ৩ লক্ষ একরে রবি-চাষের জল দিতে পারা যাবে। কিন্তু এই অবস্থা হবে পুর এলাকায় জল দেওয়া যেতে পারলে। আমাদের এখানে ট্যাক্সএর যে হাইয়েস্ট লিমিট আছে, সেই অনুসারে ট্যাক্স কোন দিন হয়ত করা যেতে পারে, তবে বর্তমানে সেটা করা হবে না, এ কথা আমি জানিয়েছি। যদি সেটা হয়ও তাহলে, খারিফ ফসলের জন্য ১২৷৷০ টাকা এবং রবিশস্যের জন্য ১৫ টাকা হারে দিতে হবে। সমস্ত রেমিশন টেমিশন বাদ দিয়ে, যদি সমস্ত টাকাটা সেন্ট পার সেন্ট কলেকশন হয়, তাহলেও দেখতে পাই আমাদের মেইন্টিনেন্স, কলেকশন চার্জেস, ডিস্ট্রিবিউশন কস্ট এ্যান্ড ইন্টারেস্ট, এই সমস্ত ধরে ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা এখানে খরচ হবে এবং আমাদের পুরা ট্যাক্স আদায় করতে পারলে ১ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা আদায় হবে। অর্থাৎ প্রতি বারে এনুয়াল মেইন্টিনেন্স কস্টএর জন্য ৭৩ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা শর্ট পড়বে। মূলধনও এই ট্যাক্স থেকে তুলে নেওয়া যাবে—তা হতেই পারে না। আমি আগে জানিয়েছিলাম যে ডেভেলপমেন্টের জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত না বেটারমেন্ট লেভী করা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত মূলধন শোধ হতে পারে না। সেই লেভীর কথা আমি বর্তমান বিলে আনি নি। তাই আমি এখানে একটা কথা বলতে চাই—এই যে ১২৷৷০ টাকা এবং ১৫ টাকা রেট করা হয়েছে,এটা একটা হাইয়েস্ট রেটএর সিলিং করা হয়েছে। বিলের সাধারণ আলোচনার জবাবে আমি জানিয়েছি যে আসল ট্যাক্স একেবারে এই হাইয়েস্ট সিলিংএ উঠে যাবে তার কোন সম্ভাবনা নেই। আমি ময়ুরাক্ষীর তুলনা দিয়ে সে কথা জানিয়েছি। এখন দ্বিতীয়বার আবার বলছি যে দুই এক বছরের মধ্যে এই হাইয়েস্ট সিলিংএর রেটে উঠে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই। এটা শুধু একটা সিলিং পর্যন্ত লিমিট করে রাখা হয়েছে, আমি সরকারের তরফ থেকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি। কাজেই এমেন্ডমেন্ট ৪১ থেকে ৪৪বি পর্যন্ত, বিভিন্ন রেটএর যে পারমিউটেশন কম্বিনেশন করা হয়েছে, এগুলির কোন সার্থকতা নেই। সেইজন্য আমি এগুলির বিরোধিতা করছি।

তারপর, ৩১, ৩২তে সুনীলবাবু ও হরেকৃষ্ণবাবু একটা সিঙ্গল রেট করতে বলেছেন রবি ও খারিফ উভয় ফসলের জন্য। কিন্তু এটা করলে কৃষকদের প্রতি অবিচার করা হবে। ধরুন একজন কৃষক শুধু তার খারিফ বা রবি চাষ করে নিলো, আর একজন কৃষক সারা বছর জল নিয়ে রবি ও খারিফ দুটো চাষ করলো ও তাতে অনেক বেশী লাভ করলো, সেখানে যদি দুজনেই সমান রেট দেয়, তাহলে সেখানে অবিচার করা হবে বলে আমি মনে করি। তাই আমি এই সংশোধন গ্রহণ করতে পারছি না। শ্রী প্যাণ্ডা বলেছেন—

why impose an upper limit or a lower limit?

আমি তাঁর মত আইনজ্ঞ নই।......

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

এখানে একটা পয়েন্ট ক্লিয়ার করুন। দুটা জল নিলে অর্থাৎ খারিফ ফসলের জন্য ১২৷৷০ টাকা আর রবি ফসলের জন্য ১৫ টাকা দিতে হবে, তার মানে কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এখানে খারিফের এবং রবির জন্য আলাদা আলাদা রেট ধরা হোয়েছে। খারিফ প্লাস রবি যদি একটা রেট করা হয় তাহলে কৃষকদের প্রতি অবিচার করা হয়।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

খারিফ এবং রবির একই রেট কেন হবে না? কেন এটা ১২৷৷০ টাকা এবং আর একটার বেলায় ১৫ টাকা, এটা এক্সপ্লেন করুন। হোয়াই দিস ডিফারেন্স?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

সুনীলবাবুর এমেন্ডমেন্টটা একটু শুনুন—

to move that for clause 4(1)(a) and (b) the following be substituted, namely:—"Rupees five per acre".

অর্থাৎ ফর বোথ খারিফ এ্যান্ড রবি রুপিস ফাইভ পার একর। এইটা হ'ল তাঁর এমেন্ডমেন্ট, এবং আমি তার জবাব দিয়েছি। আপনারা এই প্রশ্ন পূর্বে করেন নি। এই প্রশ্ন যদি নতুন করে করেন, তাহলে নতুন করে বলতে হয়।

হরেকৃষ্ণবাবু বলেছেন—

to move that the following proviso be added to clause 4(2), namely: "Provided that two rates for two seasons shall not be charged from the same land."

অর্থাৎ একটা জায়গা থেকে একটা রেট চার্জ করা হোক। কিন্তু তা করা সম্ভব নয়।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

এটা এক্সপ্লেন করুন—একটা১২৷৷০ টাকা আর আর একটার বেলায় ১৫ টাকা কেন হ'ল?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

খারিফের চেয়ে রবির অনেক বেশী গুণ আয় ও লাভ হয়, তার জন্যই এই রকম দুটা হার নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। আমরা ত আর জল বেচে ট্যাক্স নিই না। লাভের কিছু অংশ চাই।

শ্রীবসন্তলাল পাণ্ডা মহাশয় বলেছেন—'হোয়াই ইমপোজ এ্যান আপার লিমিট?' আমি তার জবাবে বলতে চাই—হয় আমাদের প্রিন্সিপল লে ডাউন করতে হবে, আর না হয় আপার লিমিট করতে হবে ,তা না হলে এটা আল্ট্রা ভাইরিস হয়ে যেতে পারে।

[4-10—4-20 p.m.]

৪১এ মনোরঞ্জনবাবু ৩০ দিনের বেশী করতে বলেছেন। এটা গ্রহণ করতে পারি না, ৩০ দিনই যথেষ্ট বলে মনে করি। ৫০নংএ সুবোধবাবু বলেছেন যে 'টু দি স্টেট গভর্নমেন্ট' এ্যাড করা হোক। তিনি কারণ দেখিয়েছেন যে কার কাছে আবেদন করবে। ক্লজ ৪(২) তে কার কাছে আবেদন করবে একথা স্পষ্ট লেখা আছে। কোন 'অবজেক্শন, ইফ এনি, রিসিভড্ বাই ইট', এখানে 'ইট' হচ্ছে গভর্নমেন্ট, যে এইগুলি নিয়ে আলোচনা করে তাঁরা সিদ্ধান্ত করবেন। এটা আছে স্পষ্ট তবুও, স্পীকার মহোদয়, আমি এটা গ্রহণ করছি, এ্যাকসেপ্ট করছি আরো ক্লিয়ার করার জন্য। ৫৭নংএ সুবোধবাবু লিফ্ট ইরিগেশনের কথা বলেছেন। তিনি লিফ্ট ইরিগেশনএর কি কারণ সেটা ধরতে পারেন নি। যেখানে ক্যানাল গিয়েছে, সেই ক্যানালএর যেখানে বাঁধের পাড় উঁচু হয়, সেখানে যদি ক্যানালের কানায় কানায় জল ছাড়া হয় তাহলে নীচু জমিতে বন্যা হয়ে যেতে পারে। সেইজন্য ক্যানালে সেইভাবে জল দিতে পারা যায় না। এই অবস্থা যেখানে সেখানে লিফ্ট ইরিগেশনে জল দিতে হয়, কৃষকরা লিফ্টএর ব্যবস্থা করেন, আমরা অর্ধেক জলকর ছেড়ে দিই। লিফ্টএ কত খরচ হয় এটা সুবোধবাবু ও তারাপদ চৌধুরী মহাশয় জানতে চেয়েছেন। এটা স্বীকার করতেই হয় যে লিফ্ট করতে গেলে বহু টাকা খরচ করতে হয়। যদি অনাবৃষ্টি হয়, তাহলে সেই জমিতে বৎসরে একবার নয়, ২।৩ বার লিফ্ট ইরিগেশনের প্রয়োজন হতে পারে, সেখানে এক একরে ৪০।৫০ টাকা পর্যন্ত খরচ হতে পারে। সেই হিসাবে এই রকম জমিতে চিরকালের জন্য লিফ্টের বদলে স্লো ইরিগেশন দিলে তাঁদের অনেক টাকা বেঁচে যাবে এটা বোধ হয় তাঁরা বুঝতে চান নি। ৩৬(এ)তে বলা হয়েছে ট্যাক্সএর ফলে পশ্চিমবঙ্গে ধানের দাম বেড়ে যাবে। আমি বলছি—বাড়বে না, কমে যাবে। কারণ আমরা ট্যাক্স করবো কোথায়, যেখানে ইরিগেশন দিলে ২ গুণ ৩ গুণ ফসল হবে। ফসল যদি বাড়ে তাহলে দর সামান্য বাড়লেও তার দরুন বাজারে দাম কমে যাবে, বাড়বে না। বিনয় চৌধুরী মহাশয় নং ৫৩তে বলেছেন 'হিয়ারিং অব অবজেকশন পার্সন্যালী' সেটা সম্ভব নয়। হাজার হাজার দরখাস্ত পড়বে, প্রত্যেক লোককে ডাকতে হবে, তাঁরা আবার দিন চাইবেন, উকিল দিতে চাইবেন এই সব ব্যাপারে এটা করতে পারা যায় না। আমাদের ইরিগেশন এ্যাক্টএ যেসব ব্যবস্থা আছে সেখানে এই রকম ব্যবস্থা নেই। তার উপর যদি অত্যাচার হয় তাহলে বি ডি এ্যাক্টে এ্যাপীল করবার ব্যবস্থা আছে। এখানে প্রত্যেককে ডেকে ডেকে হিয়ারিং সম্ভব নয়। আমি এটা গ্রহণ করতে পারি না। চিত্তবাবু বলেছেন ৫৪এ 'স্টেটিং রিজনস'। অবজেকশন শুনবার পর যখন আবার ফাইনাল রেট ফিক্স করা হয় তখন এরিয়াতে নোটিফিকেশন দেওয়া হয় তার ভেতর আবার একবার রিজন দিতে হবে—তা হয় না। 'আর বেনিফিটেড' কিম্বা 'লাইকলী টু বি বেনিফিটেড'—এই দুইটির একটা রিজন হলেই হবে। এইজন্য আলাদা করে রিজন দেওয়া হয় না। ৫৮নং থেকে ৬১নংএ বলা হয়েছে যে লিফ্ট ইরিগেশন অর্ধেক না করে ¼ করা হোক। এখানে অর্ধেক করলেই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি। তারাপদবাবু বলেছেন নাম্বার ৬৩তে—

"if such person expresses his intention of not taking water".

এটা বলবো না। আমাদের সেচ এলেকায় কেউ বলবেন জল নেবো কেউ বলবেন জল নেব না—এটা হবে না। আমরা যদি জল দিতে পারি তাহলে সেই জল নিতেই হবে এবং ট্যাক্সও দিতেই হবে। এটা বাধ্যতামূলক। বি ডি এ্যাক্ট যেমন বাধ্যতামূলক। ভলান্টারী বা কন্ট্রাক্ট সিস্টেমে নয়। কেন এই বাধ্যতামূলক করতে বাধ্য হচ্ছি সেটা আমি প্রাথমিক আলোচনায় বলেছি। বঙ্কিমবাবু সাধারণভাবে আলোচনা করেছেন, কোন বিশেষ এমেন্ডমেন্টএর উপর বলেন নি। তিনি বলেছেন কাগজে নাকি পড়েছেন ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক থেকে ৫¼ পার সেন্ট সুদ নিচ্ছে, তাই আমাকে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন—ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট, ডি ভি সি বাংলা গভর্নমেন্টকে সেজন্যই কি চাপ দিচ্ছেন—যে জন্য এই হাইয়ার রেটে ট্যাক্স করছেন এবং এটা করতে বাধ্য হচ্ছেন যেহেতু ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, এমেরিকাকে বেশী করে সুদ দিচ্ছেন বলে? আমি তদুত্তরে জানাতে পারি যে আমার উপর বা বেঙ্গল গভর্নমেন্টের উপর এরকম কোন চাপ ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট দেন নি। এটা আপনারা জানেন যে ভারত সরকার এরকম কোন ধার নেন না যাতে ইংরেজীতে যাকে বলে 'স্টিং' থাকে। আর, বঙ্কিমবাবু বোধ হয় কাগজটা ভাল করে পড়েন নি তাড়াহুড়ার জন্য হয়ত

পড়তে পারেন নি কারণ ঐ ধারটা ইলেক্‌ট্রিসিটির জন্য নেওয়া হচ্ছে সেচ সম্পর্কে নয়, কাজেই এ ব্যাপারে ওটা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে বঙ্কিমবাবু সেদিন আমাকে একটা খোঁচাও দিয়েছিলেন। তিনি যদি আমার কোন কথায় ব্যথা পেয়ে থাকেন তারজন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু আমি জানতাম রাজনীতি যাঁরা করেন তাঁদের চামড়া একটু মোটা হয়, সারা-জীবন রাজনীতি করেও যে বঙ্কিমবাবুর চামড়া পাকে নি এটা আমি জানতাম না।

[এ ভয়েসঃ আপনার চামড়া পেকেছে?]

খুব পেকেছে। এ সম্বন্ধে আমি একটা কথাও মনে করিয়ে দিই। সেটা হচ্ছে এই যে খোঁচা দিলে খোঁচা খাবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। তিনি যদি আপত্তি করেন তাহলে তিনি যেন তাঁর দলবলকে নিয়ে খোঁচা না মারেন—তাহলেই আর খোঁচা খেতে হবে না। তিনি আমাদের অহিংসার কথা শোনালেন। অহিংসার মানে এই নয় যে নীরবে বসে লাথি খাও। আমার পরমহংসদেবের একটা গল্প মনে পড়ে। তিনি একটি অহিংস সাপের গল্প করতেন, তাতে সাপের গুরুদেব বলছেন—পড়ে পড়ে মার খেলে, আমি তোমাকে কামড়াতে বারণ করেছিলাম, ফোঁস করতে তো বারণ করিনি। তিনি জানবেন যে দরকার হলে আমরা ফোঁস করি।

আমি মনে করি যে সকলের কথারই জবাব দেওয়া হল। আমি দুটো এমেন্ডমেন্ট নং ৫০ এ্যান্ড ৫৬ এজ মডিফায়েড গ্রহণ করলাম, আর সবগুলির বিরোধিতা করছি।

[4-20—4-30 p.m.]

The motion of Sj. Subodh Banerjee that in clause 4(2), line 5, after the words "prefer objections" the words "to the State Government" be inserted, was then put and agreed to.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that for sub-clause (3)(b) of clause 4, the following be substituted, namely:—

"Impose a water-rate in the area in respect of which the declaration under sub-section (1) was made or in any part thereof (hereinafter referred to as the notified area), not exceeding the rate specified in the notification under sub-section (1).",

was then put and agreed to.

The motion of Sj. Chitto Basu that in clause 4(1)(a), for the words and figures "Rs. 12.50 nP." the words and figures "Rs. 6.00 nP." be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that in clause 4(1)(a), for the words and figures "Rs. 12.50 nP." the words and figures "Rs. 3.75 nP." be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Suhrid Mullick Chowdhury that in clause 4(1)(a), for the words "Rs. 12.50 nP." the words "Rs. 4.00 nP." be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Chitto Basu that in clause 4(1)(b), for the words and figures "Rs. 15.00 nP." the words and figures "Rs. 9.00 nP." be substituted, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that in clause 4(1)(b), for the words and figures "Rs. 15.00 nP." the words and figures "Rs. 7.00 nP." be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Hare Krishna Konar that in clause 4(1)(b), for the words and figures "Rs. 15.00 nP." the words and figures "Rs. 5.50 nP." be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Bhupal Chandra Panda that in clause 4(1)(b), for the words and figures "Rs. 15.00 nP." the words and figures "Rs. 4.75 nP." be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Hare Krishna Konar that in clause 4(1)(b), for the words "Rs. 15.00 nP." the words "Rs. 3.50 nP." be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Chitto Basu that in clause 4(3), line 4, after the word "period" the words "stating reasons" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 4(3)(b), line 2, the words, figure and brackets "referred to in sub-section (1)" be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Hare Krishna Konar that in clause 4(1), lines 3 and 4, after the word "Corporation" the words "excluding the areas covered by the Damodar and Eden canals" be inserted, was then put and a division taken with the following results:—

NOES—116.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Doloi, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra

Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Sishuram
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

AYES—63.

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 63 and the Noes 116, the motion was lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that in clause 4(1), line 4, the words "or are likely to be benefited" be omitted, was then put and a division taken with the following result:

NOES—117.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

AYES—63.

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindaban Behari
Basu, Sj. Gopal

Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 63 and the Noes 123, the motion was lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 4(1), lines 8 to 11, the expression beginning with "not exceeding" and ending with "Rs. 15.00 nP. per acre for the rabi season" be omitted, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—117.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Doloi, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes

Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matia
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

AYES—62.

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 62 and the Noes 117 the motion was lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Chowdhury that in clause 4(1), lines 8 to 12, for the words beginning with "at such rate" and ending with "in the notification" the words "at such rate that will be necessary to

meet the maintenance cost of the canal system, but in no case such rate shall exceed Rs. 5.50 nP. per acre for a single year." be substituted, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—116.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

AYES—62.

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhagat, Sj. Mangru

Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dolbar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 62 and the Noes 116 the motion was lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that in clause 4(1), lines 8 to 12, for the words beginning with "at such rate not exceeding" and ending with "as may be specified in the notification" the words "for the minimum maintenance cost but in no case the same shall exceed—

(a) Rs. 4.50 nP. per acre for the kharif season,

(b) Rs. 5.00 nP. per acre for the rabi season,

as may be specified in the notification.", be substituted, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—118.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra

Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakal
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

AYES—61.

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindaban Behari
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar, Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj Saroj
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 61 and the Noes 118 the motion was lost.

The motion of Sj. Sunil Das that for clause 4(1)(a) and (b) the following be substituted, namely:—

"Rupees five per acre",

was then put and a division taken with the following result:—

NOES—118.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

AYES—63.

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar, Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj Saroj
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 63 and the Noes 118 the motion was lost.

[4-30—4-40 p.m.]

The motion of Sj. Pramatha Nath Dhibar that in clause 4(1), items (a) and (b), for the words and figures "Rs. 12.50 nP." and "Rs. 15.00 nP." the words and figures "Rs. 5.00 nP." and "Rs. 2.00 nP." be substituted was then put and a division taken with the following result:—

NOES—118.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Kundu, Sjta. Abhalata

Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakal
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

AYES—62.

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar, Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majl, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 62 and the Noes 118, the motion was lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that in clause 4(1)(a), for the words and figures "Rs. 12.50 nP." the words and figures "Rs. 5.00 nP." be substituted was then put and a division taken with the following result:-

NOES—118.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

AYES—62.

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhagat, Sj. Mangru

Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar, Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 62 and the Noes 118, the motion was lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that in clause 4(1)(a), for the words and figures "Rs. 12.50 nP." the words and figures "Rs. 4.50 nP." be substituted was then put and a division taken with the following result:—

NOES—119.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Kundu Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan

Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Prevakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha. Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

AYES—63.

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majl, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 63 and the Noes 119, the motion was lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that in clause 4(1)(a), for the words and figures "Rs. 12.50 nP." the words and figures "Rs. 3.00 nP." be substituted was then put and a division taken with the following result:—

NOES—120.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath

Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

AYES—53.

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar

Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 63 and the Noes 120, the motion was lost.

The motion of Sj. Ramanuj Haldar that in clause 4(1)(a), for the word and figures "Rs. 12.50 nP." the words and figures "Rs. 3.00 nP." b substituted was then put and a division taken with the following result:—

NOES—121.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath

Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Sinha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

AYES—64.

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Rai, Sj. Deo Prakash
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 64 and the Noes 121, the motion was lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that in clause 4(1), items (a) and (b), for the figures "12.50" and "15.00" the figures "6.00" and "7.50" respectively be substituted, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—121.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas

Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Mazlruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matia
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahu, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

AYES—64.

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindaban Behari
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh

Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Rai, Sj. Deo Prakash
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 64 and the Noes 121, the motion was lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that clause 4(1)(b) be omitted, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—121.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Mazíruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra

Maskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
..h's, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

AYES—62.

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. ''rendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majl, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 62 and the Noes 121, the motion was lost.

The motion of Sj. Hare Krishna Konar that in clause 4(1)(b), for the words and figures "Rs. 15.00 nP." the words and figures "Rs. 4.50 nP." be substituted, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—121.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan

Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

AYES—63.

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad

Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mulliok Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 63 and the Noes 121, the motion was lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that the following further proviso be added to clause 4(3), namely:—

"Provided further that no occupier of any land shall be made to pay the water rate unless his land gets supply of water.",

was then put and a division taken with the following result:—

NOES—123.

Abdul Hameed, Kazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath

Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

AYES—63.

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majl, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 63 and the Noes 123, the motion was lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that after clause 4(1)(b), the following be inserted, namely:—

"(c) for both the seasons Rs. 5.50 nP.",

was then put and a division taken with the following result:—

NOES—123.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath

Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

AYES—61.

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra

Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majl, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 61 and the Noes 123, the motion was lost.

The motion of Sj. Chitto Basu that in clause 4(2), line 4, for the words "one month" the words "three months" be substituted, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—122.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Doluí, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla

Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

AYES—63.

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar, Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majl, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 63 and the Noes 122, the motion was lost.

[4—4-40—4-50 p.m.]

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that in clause 4(2), line 4, for the words "one month" the words "nine weeks" be substituted, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—123.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada

Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

AYES—62.

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar

Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar, Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majl, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan

The Ayes being 62 and the Noes 123, the motion was lost.

The motion of Sj. Ramanuj Haldar that in clause 4(2), line 4, for the words "one month" the words "sixty days" be substituted, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—124.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla

Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

AYES—62.

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar, Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 62 and the Noes 124, the motion was lost.

The motion of Sj. Hare Krishna Konar that in clause 4(2), lines 8 and 9, after the words, figure and brackets "under sub-section (1)" the words "and can also apply for exemption from imposition of water rate on account of inability to pay even in lieu of non-availability of water" be inserted, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—124.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan

Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

AYES—62.

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh

Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Haider, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar, Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majl, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
R y, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sjta. Manikuntala
'Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 62 and the Noes 124, the motion was lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that in clause 4(3) for the proviso, the following proviso be substituted, namely:—

"Provided that there shall not be any such rate in respect of any land for which water is obtained for irrigation by lift irrigation arrangement maintained and operated by the owner or occupier thereof unless the occupier makes a petition to the State Government for supply of water in which case such rate shall be one-half of the rate specified in the notification.",

was then put and a division taken with the following result:—

NOES—125.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath

Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matia
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

AYES—62.

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar, Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majl, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 62 and the Noes 125, the motion was lost.

The motion of Sj. Hare Krishna Konar that in the proviso to clause 4(3), line 4, for the words "one-half" the words "one-third" be substituted, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—125.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya

Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoara, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Kundu, Sjta. Abha'ata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

AYES—61.

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada

Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar, Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy. Sj. Saroj
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 61 and the Noes 125, the motion was lost.

[4-50—5 p.m.]

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that in the proviso to clause 4(3), line 4, for the words "one-half" the words "one-fourth" be substituted was then put and a division taken with the following result:—

NOES—126.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath

Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

AYES—62.

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar, Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 62 and the Noes 126, the motion was lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Chowdhury that the following further proviso be added to clause 4(3), namely:—

"Provided further that such rate shall in respect of any land for which water is not taken be nil.",

was then put and a division taken with the following result:—

NOES—126.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya

Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

AYES—62.

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil

Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar, Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majl, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 62 and the Noes 126, the motion was lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that the following proviso be added to clause 4(3), namely:—

"Provided further that such rate shall not be applicable to any land for which water is not required or taken or used for irrigation.",

was then put and a division taken with the following result:—

NOES—126.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Doloi, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Umesh Chandra

Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammed Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

AYES—62.

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar, Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 62 and the Noes 126, the motion was lost.

The question that clause 4, as amended, do stand part of the Bill was then put and a division taken with the following result:—

AYES—126.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad

Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

NOES—60.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath

Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majl, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 126 and the Noes 60, the motion was carried.

Clause 5

Sj. Jagannath Koley: Sir, I beg to move that in clause 5, at the end, the following new proviso be added, namely:—

"Provided further that when water rate is paid by the owner of any land cultivated by a *bargadar*, the owner shall be entitled to recover from the *bargadar* half of the amount paid by him as water rate."

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I move that in clause 5, line 4, after the words "shall be on the" the words "owner and the" be inserted.

I also move that in the proviso to clause 5, lines 4 and 5, for the words "under whom the bargadar holds" the words and figures "and the bargadar thereof in the ratio 3:2" be substituted.

In my first amendment I have stated that after the words "shall be on the occupier" the words "and the owner" be inserted, because, Sir, the occupier may not be the owner. Occupation of a land may be either by the tenant; but now there will be no tenant. There will be bargadar, there will be other persons also. Therefore 'occupier' does not always convey the idea of enjoyment. He may be in charge of the property but he may not be the owner of the property. There may be a Manager, there may be a care-taker, but still they will fall in the category of the word "occupier". Therefore the owner as well as the occupier should be liable for the purpose of taxation.

Then my second amendment is a most important amendment. By this amendment, Sir, I have sought to make an apportionment of the burden of taxation between the owner and the bargadar. You know, Sir, whatever might have been the position just before the passing of the Estates Acquisition Act or the Land Reforms Act, now the position has greatly changed. At the present moment no person shall be owner of more than 25 acres of land, no person shall be allowed to cultivate more than that land if that is already in his occupation. Similarly, a bargadar shall not be allowed to cultivate more than 25 acres of land. So the legal position is even between the owner and the bargadar, but if the lands of the owner are now being cultivated by the bargadar—there has been a recent rule under the Land Reforms Act that the owner shall not be entitled to recover more

than two-thirds of the land which he is allowed to hold—therefore an owner shall not be allowed to recover more than 17 acres of land from the bargadar. Therefore the position of bargadar as regards cultivation is somewhat better than the owner. That is the present position of the law.

You know, Sir, when sections 23 and 24 of the Land Reforms Act will come into operation the burden of rent will be entirely on the owner and this rent will be a progressive rate of rent. Up to two acres there will be practically no rent; thereafter, there is a progressive rate of rent up to 5 acres, 10 acres, 15 acres and then a higher rent would be fixed, according to the latest calculation, about Rs. 5 per bigha. This is the entire burden of the owner. If this taxation is borne by the owner himself the position will be that he shall have to bear the entire burden of taxation, he shall have to pay the entire outgoings, that is, rents, taxes, etc. which are already existing *plus* heavy taxation at the rate of Rs. 27-8 maximum per acre per year.

Mr. Speaker: You have said the rate to be imposed?

[5—5-10 p.m.]

Sj. Basanta Kumar Panda: I have said that is the maximum rate. I have given the maximum. Now, if up to that rate there is imposition, you know, Sir, what will be the position of the owners. Under the Land Reforms Act the owner is to get only 40 per cent. of the crops. If out of this 40 per cent. of the crops he is to pay all the existing rents *plus* the entire burden as is proposed by the clause itself, then practically the owner shall be getting nothing. Therefore, I have proposed for apportionment 3: 2, that is the owner shall have to pay three-fifths of the tax and the bargadar two-fifths of the tax.

Mr. Speaker: The official amendment is there.

Sj. Basanta Kumar Panda: The official amendment has accepted only the spirit, partial spirit of my amendment but not the whole of it. I shall make an analysis of the official amendment. They have said that the Government will realise the entire tax from the owner and the owner shall have to realise his portion from the bargadar. The result would be that the position between the owner and the bargadar in the rural areas will be embittered. The owner first of all will be liable for the entire amount of tax and that will be realised from him either by the Public Demands Recovery Act or any other procedure.

Mr. Speaker: What about the landless bargadar? How do you recover from him? Agricultural tools, and implements you cannot attach, his cow, his grains you cannot attach. You can attach his person.

Sj. Basanta Kumar Panda: As to the landless bargadar I am saying this. The landless bargadar's share of the crop which shall not be necessary for the purpose of agriculture can be attached. You know, Sir, that other things cannot be attached, his seeds for cultivation cannot be attached, but any crop which is in excess of the seeds which he shall be getting as his share each year—that is attachable. The diffiuulty of the owner in realising the bargadar's share from the bargadar would be this. The Government will be satisfied by realising from the owner the entire portion of the tax, but the owner shall have to file suits against the bargadar for the purpose of realisation of his share. There is no other remedy. Therefore, the position of the owner will be very difficult and he will be again hated by the bargadar. Therefore I submit that as you are now liquidating all intermediary interests, why keep this poor bargadar in a perpetually precarious

position? I think that Government should take up the responsibility of realising both from the owner and from the bargadar by direct method. I say, Sir, that for the purpose of saving the bargadar if it is found that some portion of the Government dues are being lost, as it is not recoverable from the bargadar, will that be the argument that the entire amount of the tax will be realised from the owner?

Sj. Saroj Roy: Sir, I beg to move that in the proviso to clause 5, in line 5, after the words "the bargadar holds" the words "and such bargadar shall not be liable to pay anything to the owner for the water rate" be inserted.

এখানে কথা হচ্ছে ৫নংএ যে একটা প্রভিশন আছে তার শেষে আমার এই এমেন্ডমেন্ট যোগ দিতে বলছি। এটা যোগ দেবার কোন রকম দরকার থাকতো না, যদি না গভর্নমেন্ট সাইড থেকে ওদের হুইপ এমেন্ডমেন্ট নিয়ে না আসতেন। এই বিল প্রথমে যতটা খারাপ ছিল এই এমেন্ডমেন্ট নিয়ে আসার ফলে, ৬৭(এ) এটা এনে এই রকম অবস্থা হল যে এই বিলটা আরো খারাপ করা হল। কথা হল গভর্নমেন্ট এটা আনার ফলে আমরা যেটা ধারণা করেছিলাম কার্যতঃ সেটাই হয়ে গেল। আমরা চেয়েছিলাম ভাগচাষীদের উপর ট্যাক্স বেশী না আসে কিন্তু কার্যতঃ এই এমেন্ডমেন্ট নিয়ে এসে যদিও ল্যান্ড রিফর্ম এ্যাক্টে যা আছে সেখানে বর্গাদারদের সম্পর্কে একটা প্রভিশন দেওয়া আছে, যদি বর্গাদার তাদের তরফ থেকে কোন কোন জিনিস দিতে চায় তাহলে ধানের পরিমাণ বেশী পাবে—এখানে তার কোন রকম না রেখে পরিষ্কার তাদের উপর জলকর চাপিয়ে দেওয়া হল। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে—বর্গাদারকে তার আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করার জন্য জমির ভাগের উপর নির্ভর করতে হয়, আপনি জানেন হাজার হাজার রকম আইন থাকার পরও বর্গাদারদের নানা বিষয় উৎপীড়িত হতে হয়। স্যার, আমি বলতে চাই যে এখানে বর্গাদারদের উপর যে ট্যাক্স নেওয়া এটার ভিতর যেটা আছে সেটা তুলে দিন। এবং অনুরোধ করছি সবচেয়ে ভাল হয় যেটা অফিসিয়ালী নিয়ে এসেছেন সেটা তুলে দিয়ে আমি যেটা রাখছি সেটা নিয়ে নিলে।

Sj. Apurba Lal Majumdar:

স্যার, জগন্নাথবাবু যেটা এনেছেন সেই এমেন্ডমেন্টে ওয়াটার রেটের শেয়ার বর্গাদারদের কাছ থেকে আদায় করবেন এর আমি তীব্র প্রতিবাদ করছি। কেন করি? এ জন্য করছি যে আজকে বাংলাদেশের বর্গাদারদের যে অবস্থা সে বিষয়ে যদি একটু চিন্তা করেন এবং সেচমন্ত্রী যদি একবার বর্গাদারদের অবস্থার দিকে তাকান উদার দৃষ্টি নিয়ে, তাহলে আমি জানি যে এই যে সংশোধনী প্রস্তাব এটা উনিও সমর্থন করবেন না।

Mr. Speaker:

এসব তো বসন্তবাবু বলে গিয়েছেন যে বর্গাদার গরীব ইত্যাদি।

Sj. Apurba Lal Majumdar:

স্যার, বসন্তবাবু—যতটা আমি বুঝেছি—বলে গেলেন যে ওয়াটার রেটের শেয়ার পে করা উচিত। বর্গাদার এবং ওনারের রিলেশন ডিফাইন করা হয়ে গেছে ল্যান্ড রিফর্ম এ্যাক্টে। সেখানে চাষের যে খরচ পড়ে তার ৫০ পার সেন্ট ল্যান্ডওনার বা জমিদার যদি বহন করে, ওয়াটার রেট তো চাষের খরচের মধ্যেই পড়ে, তাহলে সে ৬০ পার সেন্ট অব দি প্রডিউস পাচ্ছে। সেই ল্যান্ড রিফর্মস এ্যাক্টে আছে যে যদি কোন ওনার চাষের খরচ সবটাই বহন করে তাহলে বর্গাদারকে খরচের অংশ অটোমেটিক্যালী ডিভিশন ওনারকে দিতে হবে। কিন্তু এখানে এই আইনে স্পেসিফিক্যালী রেখে দেওয়া হচ্ছে যে বর্গাদরদের কাছ থেকে আদায় করা হবে। আমরা জানি এটা সম্ভবপর নয়। এ সম্পর্কে তীব্র প্রতিবাদ জানান দরকার কারণ আজকে বর্গাদারদের যা অবস্থা তাতে কিছুতেই এটা হতে পারে না। আজ বর্গাদাররা মাথাপিছু ৩ বিঘা মত জমি চাষ করে এভারেজ এবং প্রডাকশন ৫০ পার সেন্ট অর্থাৎ তিন বিঘার প্রডিউস পেয়ে থাকে। অতে বর্গাদারের ৩।৪ মাসের খরচই হয় না।

[5-10—5-20 p.m.]

সে ক্ষেত্রে কি কোরে একজন মানুষ যার তাদের পক্ষে খানিকটা সহানুভূতি আছে তিনি কি কোরে ওয়াটার রেট চার্জ করতে পারেন তা বুঝতে পারি না। পশ্চিমবংগ সরকারের তরফ থেকে যে সার্ভে হয়েছে তাতে দেখি শেয়ার ক্রপারদের ৮৩ পার সেন্ট লোক সব ডেটর্স্ এবং সেই ঋণের বোঝা তাদের পক্ষে বহন করা অসম্ভব। যে সার্ভে এক বছর আগে করেছিলেন তাতে দেখি বর্গাদারদের

34 per cent. without interest, 33 per cent. with interest, 22 per cent. crop loan.

নিচ্ছে; সেই জন্য শেয়ার ক্রপারস্ বা বর্গাদার যারা তাদের ঋণের বোঝা এত অধিক যে এই ঋণ শোধ দেবার ক্ষমতা তাদের নেই। তার উপর যদি ওয়াটার রেট চাপাই তবে যে সোর্স থেকে ঋণ নেয়—কেন ঋণ নেয়? দেখা যায় ৫৫ পারসেন্ট অব দি লোন বর্গাদার নেয়—ফুড স্টাফ কেনার জন্য বর্গাদাররা ব্যয় করে, এবং সোস্যাল এ্যান্ড আদার্স ১৭·১৭ পারসেন্ট ঘর রিপেয়ার করার জন্য ২ পরসেন্ট ব্যয় করে, আর এরিয়ার রেন্টের জন্য ১·০৪ পারসেন্ট এবং কাল্টিভেশনের জন্য ৫·৮৪ পারসেন্ট আদায় করে। সেই জন্য ঋণ করে এবং এই কোরে ৮৩ পারসেন্ট লোন তাদের চেপে মেরে বসেছে—এই সরকারী স্ট্যাটিস্টিকস্, আর ওয়াটার রেট চাপিয়ে দিলে তাদের আরও লোন করতে বাধ্য করবেন। সেইজন্য মাননীয় সেচমন্ত্রী মহাশয়ের নিকট আবেদন করি যে দেশের সব চেয়ে গরীব চাষীদের উপর থেকে এই ধরনের আইন উইথড্র করা উচিত। তাই অন্ততঃ বামপন্থীদের তরফ থেকে বিশেষ কোরে আমাদের তরফ থেকে এর তীব্র প্রতিবাদ করি।

Mr. Speaker:

আমরা জানি বর্গাদারেরা ৬/ বিঘা চাষ করে এভারেজে। আমরা এভারেজটা দিই না, চাষটা বেশী হয় কথাটা একদম ভুল।

Sj. Monoranjan Hazra:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি সরোজবাবুর সংশোধন সমর্থন করতে উঠে বলতে চাই যে এতক্ষণ যে আলোচনা শুনলাম তা থেকে সম্পূর্ণভাবে অন্য কথা এখানে বলতে চাই।

আমাদের দেশে যারা বর্গাদার তাদের যে রকম ডেফিনিশন থাক না কেন গ্রামাঞ্চলে আমরা দেখেছি যার দু বিঘা জমি আছে তিনিও অপরের জমি চাষ করেন—একেবারে ল্যান্ডলেস নন এরকম লোকের সংখ্যা গ্রামে প্রচুর! সেইজন্য আজকে যদি জলকর তাদের উপর চাপিয়ে দিতে যাই তাহলে সব চেয়ে মুস্কিল হবে যে সে অন্যের জমি করতে গিয়ে, ভাগে করতে গিয়ে দেখবে তার উপর যে বোঝা চাপবে সেই বোঝার দায়ে তার নিজের জমিও বিকিয়ে যাবে এবং তার অবস্থা আরও খারাপ হবে। ভাগচাষ বোর্ড বা দেওয়ানী আদালতে যে মামলা হয় এবং তার উপর যে মামলা হয় এবং তার উপর যে ডিক্রী হয় সেই ডিক্রী উশুল করার জন্য তার সব সম্পত্তি চলে যাবে। অন্য দিকে যদি জলকর বর্গাদারের উপর বর্তায় তাহলে একথা সত্য যে মাননীয় বিমল-বাবু যে আইন পাস করিয়েছেন—জমিদারী উচ্ছেদ আইন এবং ল্যান্ড রিফর্মস আইন—সেই আইনগুলি দেখলে দেখতে পাই যে বেনামা কোরে বহু জমি জমিদারেরা রেখে দিয়েছেন, এবং সেই সব জমিতে আজকে শুধু বর্গাদারদের নিয়োগ করা হয়; তাহলে সেই জোতদার—এখন যারা বেনামদার জমিদারের—আজকে তারা বর্গাদারের ঘাড় ভেঙে জলকর তুলবে এবং মোটা মুনাফা করবে। এই জন্য যে জলকর তাদের ১২৸০ হারে দিতে হত, তার অর্ধেক দিতে হবে, এবং ১৫ টাকারও অর্ধেক দিতে হবে। আর শত শত বিঘা জমি তারা বেনামীতে করে রেখেছে সেখানে বর্গাদারেরা যখন ফসল তুলবে তখন ওয়াটার ট্যাক্স তাদের ঘাড় দিয়ে তোলার জন্য চেষ্টা হবে।

দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে আজকে বাংলাদেশে চাষের সমস্যা মস্ত বড় সমস্যা; যদি আমরা সমস্ত জমি আবাদ করতে চাই তাহলে এই রকম বর্গাদার ইত্যাদি যারা আছে তাদের পায়ের শিকল খুলে দিতে হবে; এবং তারা যদি চাষ আবাদ করতে পারে তবেই চাষ আবাদ হবে; না হলে জমি অনাবাদী পড়ে থাকবে এবং খাদ্যসংকট থেকে যাবে।

Sj. Saroj Roy:

আমাদের এধারের কথা বলা হয়েছে, আমি একবার মন্ত্রী মহাশয়কে শুনে তার পরে জবাব দেব।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

মাননীয় স্পীকার মহাশয় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে উত্তরে বেশী কিছু বলবার নেই। আমি শ্রীযুক্ত কোলের এমেন্ডমেন্ট গ্রহণ করছি। আমি বসন্তবাবুর দুটো এমেন্ডমেন্ট গ্রহণ করছি না। উনি যেটা "ওনার" বলেছেন—জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পর গভর্নমেন্টই "ওনার" হয়েছেন। গভর্নমেন্টের উপর ট্যাক্স আদায় হচ্ছে না। বর্গাদারদের উপর হচ্ছে। জোতদারের সঙ্গে ভাগ-চাষীর যদি সম্প্রীতি থাকে তাহলেই আদায় হবে, নইলে আদায় করা খুব কঠিন হতে পারে। কেন না, ধানের ভাগ যাদের ঐ ৬০।৪০ বা ৫০।৫০ আছে তাদের ভাগ থেকে জোতদার কোন ধান জলকর হিসাবে কেটে নিতে পারেন না, কাটলে ভাগচাষী নালিশ করবে যে আমাদের আইনমত ধান দিচ্ছে না। কাজেই সম্ভব থাকলেই আদায় করতে পারবে, নইলে পারবে না। সেই জন্য সরকার ডাইরেক্টলি আদায়ের ভার নিচ্ছেন না; কারণ, সরকার ডাইরেক্টলি ভার নিলে তাতে সার্টিফিকেট হয় শেষ পর্যন্ত।

আমি মিঃ কোলের এমেন্ডমেন্ট গ্রহণ করছি, আর বাকীগুলির বিরুদ্ধতা করছি।

[5-20—5-40 p.m.]

The motion of Sj Basanta Kumar Panda that in clause 5, line 4, after the words "shall be on the" the words "owner and the" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in the proviso to clause 5, lines 4 and 5, for the words "under whom the bargadar holds" the words and figures "and the bargadar thereof in the ratio 3: 2" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that in the proviso to clause 5, in line 5, after the words "the bargadar holds" the words "and such bargadar shall not be liable to pay anything to the owner for the water rate" be inserted was then put and lost.

The motion of Sj. Jaganhath Kolay that in clause 5 at the end the following new proviso be added, namely:—

"Provided further that when water rate is paid by the owner of any land cultivated by a *bargadar*, the owner shall be entitled to recover from the *bargadar* half of the amount paid by him as water rate.",

was then put and a division taken with the following result:—

AYES—103.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bose, Dr. Maitreyee
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand.
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal

Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Wangdi, Sj. Tenzing
Zia-ul-Huque, Janab Md.

NOES—49.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. Sasabindu
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Mondal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Saroj
Sen, Dr Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 103 and the Noes 49 the motion was carried.

The question that clause 5 as amended do stand part of the Bill was then put and a division taken with the following result:—

AYES—106.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bose, Dr. Maitreyee
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey Sj. Kanai Lal
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Zia-ul-Huque, Janab Md.

NOES—49.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. Sasabindu
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar

Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 106 and the Noes 49, the motion was carried.

New Clause 5A

Mr. Speaker: I am now putting new clause 5A to vote.

The motion of Sj. Chitto Basu that after clause 5 the following new clause be added, namely:—

"5A Notwithstanding the payment of irrigation tax by the owners, the share of produce payable by a bargadar shall be regulated in accordance with the provisions of section 16 of West Bengal Land Reforms Act, 1955.",

was then put and lost.

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes.]

[*After adjournment*]

[5-40—5-50 p.m.]

Grievances of hawkers

Sj. Hemanta Kumar Basu:

স্পীকার মহোদয়, কোলকাতা এবং কোলকাতার উপকণ্ঠে যে প্রায় ৫০ হাজার যুবক তারা সামান্য ক্যাপিটাল নিয়ে হকারী করে খায় তাদের মধ্য থেকে প্রায় ৩ হাজার লোক এসেছে শোভাযাত্রা করে এসেমব্লীর কাছে গভর্নমেন্টের নিকট তাদের দাবী জানাবার জন্য। তাদের উপর পুলিশের অকথ্য অত্যাচার হয়, তাদের অনেকের লাইসেন্স আছে। যদি সরকার তাদের একটা বসার ব্যবস্থা করে দেন, তাদের লাইসেন্সের ব্যবস্থা করে দেন, তাহলে তারা পুলিশের জুলুম থেকে বাঁচতে পারে। সেদিকে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Mr. Speaker:

এটা আপনি ঠিকই বলেছেন, তবে লাইসেন্স দিলেই যে তাদের উপর অত্যাচার কমবে তার কোন মানে নেই।

I think the worst thing under the sun is the hawkers' corner. I think the non-Bengalis hawk in greater number there. Do you know the percentage of Bengali hawkers there?

Sj. Hemanta Kumar Basu: 80 per cent.

Sj. Bankim Chandra Kar: I dispute it.

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958.

Clause 6

Sj. Saroj Roy: Sir, I beg to move that in clause 6, line 3, for the words "may, grant total or partial" the words "shall grant total" be substituted.

এখানে তাঁরা বলছেন—

> "if for any reason there is, in any season, a total or partial failure of crops in the notified area, the State Government may grant total or partial exemption."

তাঁরা বলছেন যে "টোটাল গ্রান্ট পার্শিয়াল এক্‌জেম্পশন" করবেন। আমার কথা হল, সাধারণতঃ আমরা যা বুঝি "মে" কথাটার গুরুত্ব কম। সেজন্য আমি চাচ্ছি "স্যাল গ্রান্ট" কথাটা রাখা হোক। আপনাদের যদি এতে সিনসিয়ারিটি থাকে তাহলে আমার প্রস্তাবিত "মে"র বদলে "স্যাল" কথাটা গ্রহণ করবেন, তা না হলে আমাদের সেই সন্দেহই রয়ে যাবে।

Mr. Speaker: Mr. Mukherji, you have put in amendment No. 67A by which you are making provision for realisation from bargadars. So, you may consider if it is necessary to insert "bargadar" in clause 6. I am only asking you to consider this because originally nothing was to be realised from the bargadar, but now as you are considering the question of giving remission, you may consider this also.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury: There should be some consequential change in clause 6 also.

Mr. Speaker: Of course, this can be avoided because the initial realisation is from the owner. Therefore, if the owner gets remission, the bargadar automatically gets it.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji: We have no direct relationship with the bargadar.

Sj. Saroj Roy:

স্যার, তাঁরা যদি পরে বলেন আমরা বর্গাদারদের কাছ থেকে আদায় করব। সেজন্য বর্গাদার বা ওনার যাই হোক, যেখানে এক্‌জাম্পশনের প্রশ্নটা আছে সেখানেই আমরা একটা এমেন্ডমেন্ট এনেছি যে পার্সিয়াল এক্‌জাম্পশন বা টোটাল এক্‌জাম্পশন যাই হোক, তার আগে "মে"র পরিবর্তে "স্যাল" কথাটা যোগ করা হোক। এর দ্বারা ইমপর্টেন্সও বাড়ে, তা ছাড়া ভাষার দিক থেকেও জোর থাকে।

Dr. Kanailal Bhattacharjee: Sir, I beg to move that in clause 6, line 3, for the word "may" the word "shall" be substituted.

স্যার, আমার এমেন্ডমেন্টটাও এই ধরণের। আমি বলেছি "মে"এর জায়গায় "স্যাল" বসান উচিত। আমার বক্তব্য হচ্ছে সরকার যদি জল সাপ্লাই করতে ফেল করেন তাহলে ওয়াটার রেট দিতে হবে না কিম্বা কোন কম্পেন্সেশন সরকার দেবেন এরকম কথা এই বিলের মধ্যে নাই। আমার বক্তব্য হচ্ছে, এখানে "স্যাল" কথাটা জোরদার হয়। আমার পরিষ্কার কথা হচ্ছে, সরকারের ফেলিওর, যদি ক্রপ ফেলিওরএর এক মাত্র কারণ হয় তাহলে "গভর্নমেন্ট মে গ্রান্ট" কথাটা কেন থাকবে, সেখানে "গভর্নমেন্ট স্যাল গ্রান্ট" কথাটা থাকা উচিত। আশা করি মন্ত্রী মহাশয় এটা গ্রহণ করবেন।

[5-50—6 p.m.]

Sj. Basanta Kumar Panda: As regards my amendment No. 71 regarding "may" and "shall" I adopt the argument of my friend Dr. Kanailal Bhattacharjee. As regards the suggestion put by the Chair, if you look to my amendment which has been rejected in respect of clause 5, I sought to introduce the words "shall be on the owner and the occupier". That has been rejected. Having rejected it, here you are introducing the words "owner or occupier". That amendment of mine having been rejected, I can only suggest a verbal amendment—"partial exemption from the water-rate of the owner" and instead of "or occupier" you can write "or bargadar". Still the word "owner" will be redundant and not consistent with clause 5 but still the meaning will be somewhat clear.

Sj. Pramatha Nath Dhibar: I move that in clause 6, line 3, the words "or partial" be omitted.

স্যার, এখানে ওয়াটার রেট কম্পালসারী করা হচ্ছে। তারপর এখানে এই ক্লজের ভিতর দিয়ে ও'রা বলেছেন যে যদি ক্রপ ফেলিওর হয় তাহলে পার্শিয়াল অর টোটাল রেন্ট মকুব করবেন। এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে—যদি ডি ভি সির ফেলিওরএর জন্য জল সাপ্লাই না করতে পারেন এবং তার ফলে যদি শস্য নস্ট হয় তাহলে ডি ভি সি বা স্টেট গভর্নমেন্ট কেন চাষীদের কম্পেন-সেশন দেবেন না? ডি ভি সির কে যে কর্তা এখনো তা ঠিক হল না। এখানে মন্ত্রী মহাশয় বলেন, আমরা তো মালিক নই, ডি ভি সি না করলে আমাদের কিছু করণীয় নাই। সমস্ত অফিসাররাই এই ধরনের কথা বলেন। যাই হোক, আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে 'অর পার্শিয়াল' কথাটা বাদ দেওয়া হোক।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, যদি ক্রপ ফেলিওর হয় তা হ'লে রেমিশন দেবার কথা আছে এই ক্লজে। কিন্তু এর মধ্যে একটা মস্ত বড় ক্রু থেকে যাচ্ছে। ধরুন, কোন গ্রামে আপনারা জল দিতে পারলেন না অথচ আকাশের বৃষ্টির জন্য সেখানে ফসল উৎপাদন হল—এক্ষেত্রেও কি জল না দিয়েও আপনারা ট্যাক্স ধার্য করার অধিকারী?

Mr. Speaker: Mr. Chowdhury, you have asked me to assist you. Let us analyse. Supposing in a particular year you have so much water that any water supplied by the D.V.C. would result in flooding, then surely Government is not expected to supply water.

তখন কি হবে?

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

আমার কোশ্চেন হচ্ছে গভর্নমেন্ট যে জন্য আমার অরিজিন্যাল প্রস্তাব ছিল, জল সাপ্লাই করবে—এই জল সাপ্লাই করার মানে টাইমলী সাপ্লাই করা এবং এডিকোয়েট কোয়ান্টিটীতে সাপ্লাই করা। তার কোন রেস্পন্সিবিলিটী ডি ভি সির উপর রাখা হয় নাই। এই এক্জেম্প-শন ক্লজে যে জিনিসগুলি থাকা দরকার, যেমন টাইমলী জল দেওয়া এবং এডিকোয়েট কোয়ানটিটীতে জল দেওয়া, তা নাই। ধরুন ইরিগেশন করতে হলে ৪ লক্ষ একরে......

Mr. Speaker: I have followed you but the only thing that is worrying me is this. You see,

যখন জলের মোটেই দরকার নাই তখন কি হবে?

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

ধরুন এমন যদি হয়—এক বছর অতিবৃষ্টি হলো, যে সময় জল দিলে-পর ড্যামেজ হয়, তা কন্ট্রোল করবে, কম্পালসারী করতে হবে জল ছাড়বে না। সেখানে নদী দিয়ে জল ছাড়তে পারে।

Mr. Speaker:

সে ক্ষেত্রে জল দেবে না।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

সেখানে কোয়েশ্চেন হচ্ছে—এখানে যেভাবে ক্লজটা রাখা হয়েছে তা ভাবা দরকার। ক্লজেতে সেখানে অন দি পার্ট অব দি ডি ভি সি টাইমলী জল দেওয়া, এডিকোয়েট কোয়ানটিটীতে জল দেওয়া; তার কোন রেসপন্সিবিলিটী তার উপর ফিক্স করা হয় নই। সিম্পলী একমাত্র এক্জম্পশন হোতে পারে—যদি ফেলিওর অব ক্রপ হয় উইদিন মাই ডিমান্ড এরিয়া, এখানে যদি জল না দিতে পারেন, আকাশে বৃষ্টি হয় যেমন এবার মন্তেশ্বর থানায় হয়েছে—জল দিতে পারেন নি। পরশু দিনের জলে চাষ করলো। জল দিতে না পারলেও আকাশে বৃষ্টি হল বা অন্য কোনভাবে চাষী পুকুরের জল সেচে চাষ করলে—তবুও আপনারা তাদের কাছে ট্যাক্স দাবী করবেন আপনাদের জল দেবার এরিয়া বলে। যেমন বললেন—পাট হবার পরে বলবো—মাঘ মাসে আল্টিমেটলী কি হয়েছে—ফেলিওর অব ক্রপ হয়েছে কি না, পরে বলবো চাষের রেজাল্ট দেখে। পাশের পুকুর থেকে জল সেচে চাষী চাষ করেছে—জমি রক্ষা করেছে। আপনি মাঘ মাসে বলবেন জমি রক্ষা করেছ—ফেলিওর অব ক্রপ তো হয় নি। কাজেই তোমাকে ট্যাক্স দিতে হবে।

Mr. Speaker:

চাষ করা হলো by supply of water from the irrigation canals; you must interpret this section read with section 4(1).

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

এখানে এক্জাম্পশন কি আছে? এক্জাম্পশন ওনলী ফর ওয়ান ইয়ার।

Mr. Speaker: Mr. Chowdhury, there are two stages to it—one stage—supply; upon supply-taxation; upon failure—remission.

দুটো আলাদা জিনিস—জল সাপ্লাই দিতে বাধ্য হবে।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

কোন্খানে আছে? ক্লজ ৬ এই এক্জাম্পশন ক্লজ ঠিক নয়। এক্জাম্পশন পেতে গেলে, আপনি দেখুন ক্লজ ৬, ওনলী ওয়ান গ্রাউন্ড দেখাতে হবে—ফেলিওর অব ক্রপ। ডি ভি সি জল দিল না, আদারওয়াইজ অন্য উপায়ে খরচ করে পুকুরের জল দিয়ে বা আকাশ থেকে বৃষ্টি হলো, সেই জল থেকে ফসল তৈরি করলো। কিন্তু আপনি জল না দিয়েও ট্যাক্স আদায় করতে পারবেন। আমাদের ট্যাক্স দিতে হবে। এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে তা কেন হবে?

[6—6-10 p.m.]

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এইমাত্র যে আলোচনা হ'ল সেই আলোচনার মধ্য থেকে এই জিনিসটা বেরিয়ে এলো যে, যদি কোন জায়গায় বৃষ্টির জল বা অন্য কোন উপায়ে চাষ হবার পর চাষীরা তাদের শস্যকে উৎপাদন করতে পারে তাহলে তার উপর ট্যাক্সের হার গিয়ে চাপতে পারে। এক্ষেত্রে কথা হচ্ছে এই, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডি ভি সি এলাকায় যেখানে, সেখানকার নদী-গুলি কোন পাহাড়িয়া নদী নয়। পূর্বদিন আমি বলে ছিলাম যদিও ছোটনাগপুরের সঙ্গে কিছুটা যোগ আছে......

Mr. Speaker:

আপনি কি ৭৫এ মুভ করছেন?

Sj. Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that after clause 6 the following new clause be inserted, namely:—

"6A. Every year a rebate of Rs. 3.00 be given to the cultivators as rainy season rebate."

আমি পূর্বদিন বলেছিলাম এই নদীগুলির সঙ্গে পাহাড়ের কোন যোগাযোগ নেই। সেইজন্য এখানে যে বরফগলা জল, সেই কনস্ট্যান্ট জলের যোগান থাকে না, এবং তা না থাকার ফলে এই অঞ্চলে চাষের জল দেওয়ার যখন প্রয়োজন, তখন জল দিতে পারা যায় না। এটা আমার কথা নয়, এটা বড় বড় মনীষীর কথা। ঠিক এদিক থেকে এটা বিচার করা উচিত। চাষের প্রয়োজনের সময় জল দেওয়া গেল না। তারপর চাষ হ'ল, বর্ষণের জন্য বা অন্য রকম উপায়ে ডোবা কেটে বা যেমন করে হোক চাষী নিজে জলের ব্যবস্থা করে চাষ আবাদ করলো, তার ফলে শস্য হল এবং সেই শস্যের উপর আজকে সরকার ট্যাক্স দাবী করতে পারবেন, এটা কোনরকমভাবেই যুক্তিসংগত হতে পারে না।

আমি গ্রামাঞ্চলে সমাজ জীবন যখন দেখি, তখন দেখতে পাই যে যেখানে ছেলে হয়ত সৎ কার্য করছে, সেখানে তার বাপের বুক ফুলে ওঠে; আর এখানে দেখছি বর্ষা হলে অজয়বাবুর বুক ফুলে উঠলো, এবং তার উপরে ট্যাক্স ধার্য করা হবে এটা কোন যুক্তি হতে পারে না।

যখন ৪ নম্বর ক্লজ আলোচনা হচ্ছিল তখন আমার যে সংশোধনী ছিল তাতে বলেছিলাম খরিফ ও রবি এই দুই সিজনে ৫॥০ টাকা কর ধার্য করা হোক এবং সেই হিসাবে ৩ টাকা রিবেট দেওয়া হোক। এই সংশোধনী দিয়েছিলাম। এখানে সম্ভব হলে আরও বেশী রিবেটএর কথা বলতাম। কারণ ডি ভি সি এলাকার চাষীগণের সম্পূর্ণভাবে নিজেদের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে এবং ডোবার জল ও বর্ষণের উপর নির্ভর করে চাষ আবাদ হবে, এই সম্ভাবনা দেখছি। এখানে ডি ভি সির জল দিয়ে চাষ আবাদ হবে এ সম্ভাবনা এখনও ফুটে ওঠে নি।

Mr. Speaker: This is not the way to draft a clause. It is all vague This sort of draft no Government would accept.

Sj. Monoranjan Hazra:

জল এখানে দেওয়া সম্ভব হবে না, বা অতি সামান্য জল দেওয়া যেতে পারে, কিম্বা কিছুই জল নাও দিতে পারে, এ সমস্ত 'ভেগ'... ...

Mr. Speaker:

ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেছি।

Sj. Monoranjan Hazra:

এটার চেয়ে বেটার ড্রাফ্ট হতে পারে। কিন্তু মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মন্ত্রী মহাশয়ের একথা কর্নগোচর হয়েছে। মন্ত্রী মহাশয়ের রাজনীতি করে গায়ের চামড়া যদি মোটা না হয়ে থাকে তাহলে তিনি এটা গ্রহণ করবেন।

Sj. Saroj Roy: On a point of information Sir,

আপনি এইমাত্র বললেন একটু আগে যে জল না দিলে ট্যাক্স দিতে হবে না......

Mr. Speaker:

আমি তা বলি নি। এখানে কথা হচ্ছে ইরিগেশন ওয়াটার সাপ্লাইড থ্রু ক্যানেলস সেখানে হবে কিন্তু যেখানে জল যাবে না সেখানে গভর্নমেন্ট ক্যাননট নোটিফাই দ্যাট এজ এ্যান এরিয়া। এটা গায়ের জোরের কথা নয়

If they do it it will be contended as a mala fide act of the Government.

Sj. Saroj Roy:

সেই জন্য আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, আপনি মনোরঞ্জনবাবুর উত্তরে এই মাত্র বললেন যে জিনিষ 'ভেগ' করা উচিত নয়। এই আইনের ভিতর এমন কথা নেই যে জল না দেওয়া হলে ট্যাক্স দিতে হবে না। মন্ত্রী মহাশয়কে এই জিনিসটা ক্লেরিফাই করার জন্য বিলের অন্ততঃ একটা জায়গায় পরিষ্কার করে বলে দেওয়া উচিত ছিল যে জল না দেওয়া হলে ট্যাক্স আদায় করা হবে না।

Mr. Speaker: Let him think it out.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এখানে কথা হল জল না দিয়ে ট্যাক্স নেবার কথা। আপনি অত্যন্ত বিশদভাবে এটা দেখিয়ে দিয়েছেন যে ক্লজ ৪(১) তে আছে—

> "Whenever the State Government is of opinion that lands in any area in West Bengal within the limits of the Damodar Valley or within the area of operation of the Corporation are benefited or are likely to be benefited by irrigation during the kharif season or the rabi season by water supplied by the Corporation through canals—not by rainfall water from the skies—by water supplied by the Corporation through canals."

কাজেই বাই ওয়াটার 'সাপ্লাইড বাই দি করপোরেশন থ্রু ক্যানালস'। যদি ক্যানালে জল না আসে, অন্য জল দিই তাহলেও এই এ্যাক্ট এ্যাপ্লাই হবে না। যেখানে জল দেবো না সেখানে এ্যাপ্লাই হবে না এবং সেখানেই এক্জাম্পশনের কথা আসে।

Sj. Bejoy Krishna Chowdhury:

বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্টএর টেস্ট নোটে যে প্রভিশন আছে এই এ্যাক্টেও সেই রকম প্রভিশন আছে কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এটা রুলসএ হবে। বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্টএ এই সমস্ত রুলসএ আছে। এ এ্যাক্টে নেই এখন রুলস তৈরি হবে।

Sj. Ganesh Ghosh:

প্রত্যেক বৎসরেত এটা হবে না।
once it is applied it will continue to have its effect.

Mr. Speaker: Such a provision will be made in the rules. Condition precedent to recovery of the tax is supplying of water. Supposing in a particular year for some catastrophy Government cannot supply an ounce of water, they cannot refer to the question of remission of the tax.

[6-10—6-20 p.m.]

Sj. Saroj Roy:

স্যার, মন্ত্রী মহাশয় এই যে রাখছেন 'বেনিফিটেড অর লাইকলী টু বি বেনিফিটেড' ইত্যাদি এটা পরিষ্কারভাবে জানা দরকার যে জল দিলে ট্যাক্স হবে, না দিলে হবে না। স্যার, আপনি এটা একটু দেখুন
not as Speaker only but as a lawyer also.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

এটা ট্যাক্স করতে পারে না, 'লাইকলী টু বি বেনিফিটেড' যদি না হয় ট্যাক্স হবে না এটা থাকা দরকার।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji: Likely to be benefited by water to be supplied.

এটা তো রয়েছে।

Sj. Saroj Roy:

এটাকে পজেটিভ ওয়েতে রাখুন না, মুখে যখন স্বীকার করছেন।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

জল না দিলে ট্যাক্স করতে পারবো না, এক্‌জাম্পশন পিটিশন করে এক্‌জাম্পট্‌ করিয়ে নেবে। আমরা তো জল বিক্রী করে টাকা নিচ্ছি না যে, যে পরিমাণ জল দেবো সেই পরিমাণ টাকা নেবো? মনে করুন জল দেবার পর ফর সাম রিজন্‌স অর আদার খুব একটা বড় বৃষ্টি হল, শিলাবৃষ্টিতে মাঠের ধান সব নষ্ট হয়ে গেল সেখানে ইরিগেশন ওয়াটার দিলেও ফুল রেমিশন আমরা দেবো। আর যদি জল দিলেই টাকা নিতাম তাহলে তো ধান ধ্বংস হয়ে গেলেও টাকা নিতে হয়।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

এটা বক্তৃতার কথা নয়। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে দুটো জিনিস ভাবতে বলি। একটা হচ্ছে, মনে করুন, ১লা জুলাইতে জল ছেড়ে দিলেন। সেখানে অফিসার যিনি থাকবেন তিনি টেস্ট নোট দেবেন। জল গেল কিনা, রিচ্‌ করল কি না—ইত্যাদি। এটা না হলে কি করে জানবেন জল গিয়েছে? ৪নং ক্লজে যেটা দেখছি......

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আমি বলছি—

even if the supply is inadequate, but if the crop is full, we shall charge full rate.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

এখানে যা বক্তৃতায় বলছেন তা ত হাওয়ায় উড়ে যাবে, কাগজে যা লেখা থাকবে তাই হবে।

Mr. Speaker: It is a difficult matter. The present position is that, rightly or wrongly, the Government feel that water will be supplied. It is based on that feeling. But what will happen if there is inadequate supply has not been expressly provided for. Of course, there can be remission of this rate.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

'মে'র জায়গায় 'স্যাল'—সেটা এ্যাকসেপ্ট করছি না, কিন্তু এই 'টোটাল অর পার্শিয়াল এক্‌জাম্পশন' এখানে এই 'পার্শিয়াল' কথাটা এমনই কন্ট্রোভার্সিয়াল যে এটা গভর্নমেন্টের ডিসক্রিশনের ভিতর রাখতে হবে। 'পার্শিয়াল' করতে গেলে হট্‌ কোরে কোর্টে যাওয়া চলে। সেই জন্য মে দিয়েছি স্যাল নয়।

Sj. Monoranjan Hazra:

রেনী সিজনে রিবেট দেওয়ার মানে কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

রেনী সিজনেইত খালি চাষ হয়।

Mr. Speaker: I am putting all the amendments to vote save and except amendment No. 70 of Dr. Kanailal Bhattacharjee.

The motion of Sj. Saroj Roy that in clause 6, line 3, for the words "may, grant total or partial" the words "shall grant total" be substituted was then put and lost.

The motion of Sj. Pramatha Nath Dhibar that in clause 6, line 3, the words "or partial" be omitted was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharjee that in clause 6, line 3, for the word "may" the word "shall" be substituted, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—125.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, Sj. Parimal
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Wangdi, Sj. Tenzing
Zia-ul-Huque, Janab Md.

AYES—50.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Gopal
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar, Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Mondal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 50 and the Noes 125, the motion was lost.

The question that clause 6 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

New clause 6A

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that after clause 6 the following new clause be inserted, namely:—

"6A. Every year a rebate of Rs. 3.00 be given to the cultivators as rainy season rebate."

was then put and lost.

[6-20—6-30 p.m.]

Clauses 7 *and* 8

Mr. Speaker: To my mind assessment and appeal should go together. It would be better if you take up clauses 7 and 8 together.

Sj. Basanta Kumar Panda: I move that in clause 7(1), line 4, for the words "or for" the words "and for" be substituted.

The reason is this. The clause says "As soon as possible after the notification under sub-section (3) of section 4, imposing a water rate, is published, the Collector shall make a preliminary assessment of the rate for the kharif season or for the rabi season". By putting in the word "or" you are exempting one of them but that is not a fact. You are making assessment both for the kharif season and for the rabi season. Therefore instead of the word "or" the word "and" should be there.

Then, Sir, I also beg to move that in clause 7(2), line 3, after the words "during such period" the words "and after giving the objectors an opportunity of being heard" be inserted.

Sir, this is about the mode of disposing of objections, and about putting up objections by certain persons who will be affected. It is stated that on the expiry of the period specified in the notice under sub-section (1), the Collector shall, after considering objections, if any, received by him during such period, make a final assessment. Now, each individual person or a number of persons will be putting up objections on various grounds. The Collector will receive the objections and if these objections are not discussed or if these persons who have objected are not given a chance of hearing or of putting up their objections or their view-points, then that will be a travesty of justice. The objections, if they are placed at all, or if they are to be considered by the Collector at all, should be considered at least after giving these objectors a chance of hearing. Now, unless this is specifically provided for, the Collector will receive the objections in his office and the objections may not be attended to. Therefore I have proposed that after the words "during such period" the words "and after giving the objectors an opportunity of being heard" should be inserted. Now, by giving this opportunity somebody may say that the Collector will be over-burdened with so many objections and he will have to deal with these objections separately. But I do not propose to suggest that. I wish to say that let all the objections be collectively treated by the Collector and they may be treated in the same hearing as the objections or the applications before the Regional Transport Authority are considered on the same day, at the same time and in the same sitting. Practically this is in the nature of a miniature meeting in which different viewpoints are placed and the objections or the opinions are considered. Therefore I have stated, whatever may be the rules, the rules may be framed to this effect that such objections may be heard collectively so that the Collector may not be over-burdened with so many objections or that his time may not be wasted unnecessarily. But still the necessity of justice requires that opportunity should be given to the objectors for placing their viewpoints, at least to hearing them in the presence of the Collector.

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that in clause 7(1), line 7, after the words "specifying therein the period" the words "which shall not be less than one month" be inserted.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই ৭নং ক্লজে ওয়াটার রেট এ্যাসেস করে কালেক্টর জানিয়ে দেবেন যে কাকে কত দিতে হবে এবং তিনি বলে দেবেন যে এক মাসের মধ্যে এবিষয়ে যদি কারুর কোন আপত্তি থাকে তাহলে তাকে তা দাখিল করতে হবে। আমার সংশোধনীর মারফৎ আমি বলতে চাই যে এই সময়টা এক মাসের কম হওয়া উচিত নয়—হুইচ স্যাল নট বি লেস দ্যান ওয়ান মান্থ। মন্ত্রী মহাশয় হয়ত বলবেন যে এটা রুলের ভেতর দিয়ে তৈরি করা যাবে, কিন্তু আমি মনে করি যে আরও দু-একটি ধারায় এই ধরনের টাইমের কথা আছে এবং যে টাইমের কথা আইনের মধ্যে ইনকরপোরেট করা হবে। সেজন্য আমি মনে করি যে আমার সংশোধনীটা মন্ত্রী মহাশয় গ্রহণ করে এটাকে আইনের মধ্যে ইনকরপোরেট করে দেবেন।

দ্বিতীয়তঃ, স্যার,
also I beg to move that clause 7(3) be omitted.
মন্ত্রী মহাশয় এই আইনের দ্বারা কম্পাল্‌সরী ওয়াটার রেট করছেন। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক সরকারের পক্ষ থেকে যদি জল সাপ্লাই করা না হয় অথচ যদি এরিয়াটাকে নোটিফাই করা হয় তাহলে তাকে জল দিতে হবে। আবার যদি সুবৃষ্টি হয় এবং জল দেবার প্রয়োজন না হয় তাহলে মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে রেট দিতেই হবে। সেজন্য এখানে আমার জিজ্ঞাস্য—মনে করুন যে হাজার একরের জন্য জল দিয়ে শেষে ২০০ একর জল পেল না, তাহলে সে ক্ষেত্রে তার যে ক্ষতি হল সেখানে তাকে যে কেন ওয়াটার রেট দিতে হবে এটা আমার বোধগম্য নয়। এই রকম অবস্থা হলে ওয়াটার রেট যে দিতে হবে না এই সম্পর্কে কোন ধারাই এই বিলের মধ্যে সংযোজিত

করা নেই। আপনারা স্পেসিফিক্যালী বলছেন যে কম্পালসারী ওয়াটার রেট যদি কেউ না দিতে পারে তাহলে তার উপর আবার ইন্টারেস্ট চাপাচ্ছেন। অর্থাৎ নিজেদের দিকটা খুব কষে বাঁধছেন যাতে কোন দিক দিয়ে চাষী ছলচাতুরী করে পালিয়ে না যেতে পারে কিম্বা এর থেকে মুক্তি পেতে পারে। কিন্তু মন্ত্রী মহাশয়কে আমার জিজ্ঞাস্য যে তিনি লাইকলী টু বি বেনিফিটেড মনে করে হাজার একরে জল ছেড়ে দিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি শেষের দিকে ২০০ একরে জল না গিয়ে পেঁছায় তাহলে চাষীরা দিতে বাধ্য হবে একথা আইনে আছে।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

ক্লজ ৪(১) দেখুন।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

৪(১) এ তা নেই। যদি অর লাইকলী টু বি বেনিফিটেড কথাটা তুলে দেন তাহলে বুঝা যায়, কিন্তু যেহেতু অর লাইকলী টু বি বেনিফিটেড আছে সেহেতু আপনারা মনে করলেন যে সেটা বেনিফিটেড হবে—নোটিফাই করলেন, করে জল ছাড়লেন—শেষ ২শো একর জমিতে জল পেঁছল না, আপনি তাদের উপর জলকর ধার্য করলেন। এমন একটা প্রভিশন বা ধারা এর মধ্যে সংযোজিত হয় নি যার দ্বারা বলতে পারা যায়, যে জমিতে এক্চুয়ালী জল পেঁছালো না এবং যে জমি এক্চুয়ালী বেনিফিটেড হোল না সেই জমির চাষীদের কর দিতে হবে না অথবা কর থেকে তারা মুক্ত থাকবে। অথচ নিজেদের বেলায় দেখা যাচ্ছে চাষীদের উপর যে করটা ধার্য করা হবে সেই কর যদি তারা কোন রকমে দিতে ফেল করে তখন তাদের কাছ থেকে আবার ইন্টারেস্ট আদায়ের প্রভিশন রেখে দিয়েছেন। সেদিক থেকে এটা অত্যন্ত একপেশে হয়ে গেছে এবং আমি মনে করি ইন্টারেস্টের জুলুমটা চাষীদের উপর থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া উচিত।

[6-30—6-40 p.m.]

Sj. Bhupal Chandra Panda: Sir, I beg to move that in clause 7(1), line 8, after the words "the assessment" the words "and petition for exemption, if any, even in lieu of non-availability of water" be inserted.

আমি পাঁচুবাবুর এমেন্ডমেন্টটা মুভ করছি। আমার বক্তব্য হচ্ছে এসেসমেন্টের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে—নন-এভেলিবিলিটি অব ওয়াটার হোলে পর কি হবে তার কোন প্রভিশন এর মধ্যে নেই। নন-এভেলিবিলিটি অব ওয়াটার হোলে পর সেক্ষেত্রে তাদের পিটিশন করবার সুযোগ এবং অবজেক্শন করার সুযোগ দেওয়া উচিত। আমি এই এমেন্ডমেন্টটাকে সে জন্যই মুভ করছি। নন্-এভেলিবিলিটি অব ওয়াটারের ক্ষেত্রে কেবল কিছু করবার সুযোগ নেই। আপনি এটা একটু চিন্তা করে দেখুন, যদি ওয়ার্ডিংস-এর দিক থেকে কোন অসুবিধা হয় তাহলে সেটা যেভাবে ফিট ইন করা যায় সেইভাবে করে নিন সেন্সটাকে ঠিক রেখে। যদি ওয়াটার সাপ্লাই না হয়, তাদের মাঠে যদি জল না পেঁছায় আর জেনারেল এরিয়ার ভেতর যদি সেটা পড়ে যেখানে ওয়াটার যেতে পারে সেক্ষেত্রে যদি তাদের ক্ষেতে জল না যায় তাহলে তারা অবজেক্শন দাখিল করতে পারবে—এই সুযোগটা রাখা প্রয়োজন। সেজন্য আমি এটা মুভ করছি, এটা অত্যন্ত রিজিনেবল। কাজেই আশা করি মন্ত্রী মহাশয় এটা গ্রহণ করবেন।

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee: Sir, I beg to move that in clause 7(2), lines 7 and 8, for the words "one month" the words "three months" be substituted.

এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, ক্লজ ৭(২) ৩য় লাইনের যেখানে ডিউরিং সাচ্ পিরিয়ড পরে এ্যান্ড আফটার গিভিং দি অব্জেক্টর্স এ্যান অপরচুনিটী অব বিং হার্ড। এই কথাগুলি যোগ করবার জন্য একটা এমেন্ডমেন্ট চাচ্ছি। কারণ সাধারণভাবে নোটিফাই হলে এমন হতে

পারে যে অনেকে সংবাদ পেল না। এর ফলে কলেক্টর তাদের পক্ষে কোন আপত্তি আছে কি না না জেনেই আদেশ দিয়ে দেবেন এটা সাধারণভাবে হবে। সেজন্য আমার বক্তব্য হচ্ছে, তাদের কোন অবজেক্‌শন আছে কি না সেটা আগে জানা দরকার এবং তার পর ট্যাক্সেশন হবে।

Mr. Speaker: The point is this. Individual notices have to be served on individuals living in individual areas. The man is entitled to put in his objection.

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee:

আরেকটা কথা হচ্ছে, যে কোন অর্থরিটি গিয়ে জানাবেন জল পেল কি না......

Mr. Speaker: You have missed the point totally. 7(1) is made up of three parts—as soon as possible after the notification under sub-section (3) of section 4, imposing a water rate—that is the first thing; "is published"—that is No. 2; the Collector shall make a preliminary assessment of the rate, that is the third point. After preliminary assessment he shall cause notice of the preliminary assessment to be served inviting objection. Therefore 7(1) has nothing to do with 7(2). 7(2) says: On the expiry of the period specified in the notice under sub-section (1), the Collector shall, after considering objections, if any, received by him during such period, make a final assessment.

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee: During which period?

Mr. Speaker: Objection consider—how? Objection in writing, I take it. If you say objection includes oral objection, there cannot be any oral objection unless you have heard a man. Therefore, you might ask the Government what sort of objection they wish to have—objection merely in writing or objection orally on the basis of that. Here it is not clear how objections will be received.

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee:

আমার দ্বিতীয় এ্যামেন্ডমেন্ট হচ্ছে ৭(২) ক্লজের ৭নং এবং ৮নং লাইনের যেখানে আছে এক মাস আমি সেখানে তিন মাস চাচ্ছি যাতে তাদের প্রতি জাস্‌টিস্‌ হতে পারে।

Mr. Speaker: How many times there will be notification? Will it cover a number of years or only one year? You must get it cleared from the Government. This is very important for the Opposition. A notification can cover one year. A notification can go on for 20 years. I think it ought to be revised annually. It is dependent on facts. I do not know what the Government is going to say about it.

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee:

আশা করি মন্ত্রী মহাশয় আমার সংশোধনীগুলি বিবেচনা করবেন।

[6-40—6-50 p.m.]

Sj. Subodh Banerjee:

স্পীকার মহাশয়, আমার একটা সংশোধনী প্রস্তাব আছে। সেটা হচ্ছে ৮৮নং—আমি একটু এমেন্ড করে দিতে বলছি। বিলের যেটা সাব-ক্লজ ৩ আছে সেটা সাব-ক্লজ ৪ হোক। আমি যেটা বলছি সেটা সাব-ক্লজ ৩ হোক।

Sir, I beg to move that after clause 7(2), the following be added, namely:—

"(3) Every person who makes payment of water rate by the specified date shall be entitled to a rebate of five per centum of the amount of the water rate."

আমার বক্তব্য হচ্ছে কেউ যদি সময়মত ওয়াটার রেট না দেন তাহলে একটা ইন্টারেস্ট চার্জ করা হবে। কিন্তু সময়মত দিলে একটা রিবেট দেওয়ারও প্রয়োজন আছে। তাই আমি বলেছি যদি সময়মত দেন তাহলে ৫ পার সেন্ট রিবেট দেওয়া হোক। তা ছাড়া, ১২নং ক্লজেতে দেওয়া দরকার যে, দ্যাট দিস নোটিফিকেশন স্যাল বি ইস্যুড এ্যানুয়ালী। তারপর ম্যানার অব পাবলিকেশন অব নোটিফিকেশন সম্বন্ধে একটা এমেন্ডমেন্ট নিয়ে আসুন—কোন্ টাইমে দেওয়া হবে, এভরি ইয়ারএর কোন্ সময় দেওয়া হবে।

Sj. Monoranjan Hazra:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনার মনে থাকবে আমি একটা এমেন্ডমেন্ট দিয়েছিলাম, সেটা গ্রহণ করা হয় নি। যাই হোক, এই যে জলের এসেসমেন্ট হবে এটা কিভাবে হবে তার একটা ভিত্তি থাকা উচিত। যদি সরকার পক্ষ থেকে মন্ত্রী মহাশয় বা চীফ হুইপ চিন্তা করে দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন এই বিলের মধ্যে কোথাও এমন প্রভিশন নাই এই এসেসমেন্ট কি করে হবে। আমি এখানে ৫ পার সেন্টের জায়গায় ২ পার সেন্ট করার কথা বলেছি।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

বসন্তবাবু যে কথা দিয়েছেন সেটা গ্রহণ করতে পারি না এজন্য যে খরিফের বেশীর ভাগ জমিতে রবি সিংগেল ক্রপ হয়। দুটো এক সংগে জোড়ার কোন মানে হয় না। যেটা হিয়ারিং দিয়েছিলেন—যে প্রস্তাব এসেছে ৪টা, তাতে আমি আগেই বলেছি এপীলের সময় ইন্‌ডিভিজুয়াল হিয়ারিং হবে। এই সময় রিটন্ অবজেক্‌শন হলেই হবে। কেউ যদি এসে দাঁড়িয়ে মুখে ওরাল অবজেক্‌শন দেয়......

Mr. Speaker: If you leave it to the competent authority, the competent authority will never give a man a hearing if he has any oral objection.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এটা 'এপিলেট কোর্ট' নয়; 'এপিল ফ্রম এ কোর্ট'।

Mr. Speaker: Appeal means it is the second stage of hearing. Now, what records will be transmitted to the appellate court?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

অবজেকশনস্ রিসিভড্ হলে......

Mr. Speaker: The objections must be in writing. Whatever records are there, the appellate court will apply its mind to them. In clause 8 it has been said—'appeal to such appellate authority as may be prescribed by rules'. So, there must be an appellate authority. What will be transmitted there? You must transmit something.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

ট্রান্সমিট করবো অল দি অবজেক্‌শনস্।

Mr. Speaker: Objections in writing.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji: If any received by him.

Mr. Speaker: The objections must be in writing.

One honourable member has suggested that a man should not only be given an opportunity to file an objection in writing, but he should be heard. Otherwise, the question of hearing does not arise.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

তা হলে একটা কথা জিজ্ঞাসা করে নেই—ক্লজ ১২এর

(a) to (c) the appellate authority to whom appeals under section 8 shall lie, the fees, if any payable on petitions of appeal.

এ সম্বন্ধে রুল-মেকিং পাওয়ার দেওয়া হচ্ছে। সেখানে রুল-মেকিং পাওয়ারে যদি করে দেই রাইট টু বি হার্ড, কেন না অর্ডিনারী ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড কোটি কোটি চললে, সেখানে রুল করে দেব—যদি দরকার মনে করি হিয়ারিংএর প্রয়োজন তাহলে সেটা করে দিতে পারি।

[এ ভয়েসঃ যদি মনে করি কি?]

প্রসিডিওর টু বি ফলোড সেটা আমি পরে বেঁধে দেবো। এপীলেট সাইডে দেয়ার সুড বি এ হিয়ারিং অরিজিনাল সাইডে হয়ত হাজার হাজার কেস আসবে। কাজেই এপীলেটএ দেওয়া সোজা। আমি সেইজন্য জেনারেলে দিতে চাচ্ছি না, এ দিলে তিন, চার বছর লেগে যেতে পারে।

[6-50—7-3 p.m.]

Mr. Speaker:

আমি শুনেছি। আমি আপনাকে বুঝিয়ে দেবো।

About the notification, is it going to be an annual notification?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আপাততঃ যা আছে, তাতে জেনারেলী এনুয়াল বোঝায়। আমরা যদি কোন লিমিট করতে পারি, তাহলে এ সম্বন্ধে লিগাল ওপিনিয়ন নেবো।

Mr. Speaker: If the Government is minded to make it annual, the language must clearly show that it will be annual notification; the language must be examined.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji: We can bring in an amendment and move it tomorrow. The existing Development Act provides that the rate or rates of improvement levy shall be fixed under sub-section (1) for one year or for such period not exceeding five years as may be specified in the notification.

Mr. Speaker: I think the provision in the Development Act is so worded that it covers all the ideas that we are canvassing and Mr. Mukharji has no objection to bring in an amendment tomorrow making it more positive that it will be annual or for a number of years. Let honourable members hear again from Mr. Mukharji what the Development Act provides.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji: Explanation of the maximum limit and incidence of improvement levy. The Development Act provides that the rate or rates of improvement levy shall be fixed under sub-section (1) for one year or for such period not exceeding five years as may be specified in the notification issued under the sub-section.

Mr. Speaker: I think that is a very good thing.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji: I will consider the legal aspect of the question.

Sj. Saroj Roy:

কাল যখন এমেন্ডমেন্ট আনছেন তখন চেষ্টা করে, যে প্রশ্ন আপনার কাছে তুলেছিলাম যে জল না দিলে কি হবে, সেই সম্পর্কে আর একটা যদি এমেন্ডমেন্ট দিতে পারেন তাহলে কাজ হবে।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আর একটা কথা বলেছেন ওয়ান মান্থ লিমিট্ করে দিতে। এটা যদি আমাদের গভর্নমেন্টের ডিস্ক্রিশনে থাকে তাহলে ভাল। ওয়ান মান্থ লিমিট করে দিলে ওয়ান মান্থ পরে কোন অবজেকশন হলে দ্যাট উইল বি রিজেক্টেড। একবার পাওয়ার দিলে আর কিছু করার থাকবে না। সেইজন্য গভর্নমেন্টের হাতে পাওয়ার থাকলে আমরা ৬ মাস ৭ মাস করবো কি না সেটা বিবেচনা করতে পারবো।

Mr. Speaker: I think that is a good idea—if the time limit is fixed by the statute, it will be exactly like the Limitation Act and you know, it would be an inflexible rule where even the Collector in a bad case won't be able to exceed the time.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

আমার এই এমেন্ডমেন্টে আছে নট লেস দ্যান ওয়ান মান্থ। এক মাসের কম হবে না। এক মাসের বেশী নয়। এটা কলেক্টরের পক্ষেই ভাল হবে।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

একটা তারিখ আমাদের দিতে হবে নোটিস দেবার জন্য যে, যে সব আপত্তি দিতে হবে তা অমুক তারিখের বেশী নেওয়া হবে না, কাজেই এখানে নট লেস দ্যান ওয়ান মান্থ চলে না।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

নট নেসেসারিলী, এর জন্য টাইম ফিক্স করে দেবেন।

Mr. Speaker: Mr. Mukherji, please try to follow the honourable member. He says

টাইম ফিক্স করে দিলেন।

I don't know whether you have read the Limitation Act.

এই লিমিটেশন এ্যাক্টএর সেক্সন ৫এ স্পেশাল কেসেস সব কনডোন হয়ে যাবে, টাইম ফিক্স করলে মারা যাবে।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

আমি যে এমেন্ডমেন্ট দিয়েছিলাম তাতে এই টাইম তখন দেওয়া হবে।

Mr. Speaker: We will consider that.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji: I accept amendment No. 88 of Sj. Subodh Banerjee as modified by him in place of sub-clause (3) in clause 7.

Mr. Speaker: Now, I am treating the discussion on clause 7 as over and I think discussion on clause 8 is also over because I have repeatedly told you to take the two clauses together.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

ক্লজ ৮এর পর এড্ করছি—

Sir, I beg to move that the following proviso be added to clause 8, namely:—

"Provided that an appeal may lie to Civil Court which in finding the issue shall *inter alia* determine when questions to that effect are raised,—

(i) if water was supplied at all,

(ii) or in time,

(iii) or if on the contrary any damage has been caused either by excessive water, sand deposit, excessive erosion, or in any other way."

ক্লজ ৮এর পর লাস্ট ওয়ার্ড হচ্ছে—

water or the amount assessed and the decision of the appellate authority in such appeal shall be final

Provided that an appeal may lie to Civil Court which in finding the issue shall *inter alia* determine when questions to that effect are raised—(i) if water was supplied at all, (ii) or in time, (iii) or if on the contrary any damage has been caused either by excessive water, sand deposit, excessive erosion or in any other way.

সিভিল কোর্টে এপিলের প্রভিশন রাখতে চাচ্ছি। এটা একটা মনিটারী ডিমান্ড এবং আলটিমেটলি অফিসারের উপর না দিয়ে সিভিল কোর্টের উপর দেওয়া উচিৎ।

Sj. Chitto Basu: Sir, I beg to move that in clause 8, line 1, for the word "thirty" the word "sixty" be substituted.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 8, lines 3 and 4, for the words "such appellate authority as may be prescribed by rules made under this Act" the words and figure "the Collector of the district if the Collector mentioned in section 7 is anybody other than him and to the Commissioner of the Division if such 'Collector' is the Collector of the District" be substituted.

Mr. Speaker: Discussions on clauses 7 and 8 are over. The Hon'ble Minister will consult his own legal adviser and bring in appropriate amendments tomorrow to make the meaning clear. Tomorrow we take up the remaining clauses. There will be no questions tomorrow. The House is adjourned till 3 p.m. tomorrow when this Bill will be taken up.

Adjournment

The House was accordingly adjourned at 7-3 p.m. till 3 p.m. on Thursday, the 31st July, 1958, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Thursday, the 31st July, 1958, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (the Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 13 Hon'ble Ministers, 9 Deputy Ministers and 211 Members.

[3—3-10 p.m.]

Time for Questions

Mr. Speaker: Before the day's work is taken up I wish to point out to the honourable members—perhaps the honourable members present in the House yesterday heard—that I declared that there would be no questions today. There has been slight misunderstanding. Mr. Jyoti Basu, Leader of the Opposition, points out to me Rule No. 24 which provides that the first hour of every meeting shall be available for the asking and answering of questions. He is right in his interpretation that every day the first hour will be the question hour unless otherwise arranged by agreement. I suggested to Sj. Ganesh Ghosh and he told me that he would consult other members of the House, but he could not do so. Let it be clearly understood that unless there is an agreement the questions must follow as a matter of course except on non-official days. It is purely a matter of agreement. There will be no questions today.

Non-official Day

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহাশয়, আমার আর একটা বক্তব্য ছিল আমাদের অধিকারের ব্যাপারে। কালকেও আমাদের হাউস চলবে—যতদূর দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু কাল শুক্রবার, সেই হেতু সেট নন্-অফিসিয়াল ডে। আমাদের অনেক প্রস্তাব বাকি আছে, সেগুলি আমরা আলোচনা করতে চাই। আপনি যদি রুল দেখেন, দেখতে পাবেন ফ্রাইডে......

Mr. Speaker: I know Friday is a non-official day.

Sj. Jyoti Basu:

কারণ নাহলে,—এখানে লেখা আছে 'আনলেস আদারওয়াইস দি স্পীকার ডাইরেক্টস', স্পীকার সেটা করবেন। যদি বিশেষ কোন কারণ থাকে, যেমন গভর্নমেন্ট বিজিনেস, কিন্তু এখন বিশেষ কোন কারণ আছে বলে জানি না, যার জন্য আমরা ফ্রাইডে হারাবো। আমার ঠিক হিসেব নেই, আমি অনেক দিন এখানে ছিলাম না। তবে মনে হয় যতগুলি শুক্রবার পাওয়ার কথা ততগুলি পাইনি। বাজেটের সময় আমাদের তিনটে গিয়েছে। আমরা ভেবে ছিলাম পরবর্তী কালে সেগুলি আমরা পাব। কিন্তু এখনো পাইনি। তরে একথা ঠিক দু'একটা পেয়েছি, যেমন খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা এক দিন হয়েছে। কাজেই সেগুলি সম্বন্ধে আমি খুব 'ইনসিস্ট্' করছিনে। কিন্তু বিশেষ কারণ নাহলে আমাদের শুক্রবার পেতে যেন বাধা না হয়। আমি যতদূর জানি মুখ্যমন্ত্রী বাইরে শনিবার দিন যাবেন দু-তিন দিনের জন্য। তাতে কিছু এসে যায় না, হাউস চলতে পারে। যদি কাল না হয় শনিবারে শেষ হতে পারে। আমি শুনেছি অজয়বাবু এখানেই থাকবেন, তাঁর অন্য কোন প্রোগ্রাম আছে কি না জানি না, থাকলেও তাঁর এখানেই থাকা উচিত, কারণ এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই বলছি, ফ্রাইডেতে যাতে সরকারী বিজিনেস্ না হয় সেই ব্যবস্থা করতে হবে। সেটা সম্বন্ধে আজকেই জানতে চাই, কেন না সেই অনুসারে কাল আমাদের প্রস্তুত হয়ে আসতে হবে।

Mr. Speaker: I will let you know in course of the day. As things are proceeding and considering the amount of work left over, unless there is any special reason, we expect to finish this Bill by the end of the day because all the clauses up to clause 8 have been fully discussed. As a matter of fact, clauses 7 and 8 have been held over at my instance because I suggested an amendment. However, I will let you know.

Adjournment motion

Sj. Jyoti Basu:

আমি এতটা অপটিমিস্টিক নই। আমার একটা মুলতুবী প্রস্তাব ছিল যেটা আপনি আলোচনা করবার অনুমতি দেননি, সেটা আমি পড়ে দিচ্ছি......

"The proceedings of the Assembly do now adjourn to raise a matter of urgent public importance and of recent occurrence, namely, the unprovoked and wanton lathi-charges on several occasions on peaceful men and women offering Satyagraha for food and relief at the Krishnagar Magistrate's Court on 30th July, 1958, severely wounding a large number of persons."

এতো ছাত্রদের মতন পড়ে দিলাম, যদিও আপনি অনুমতি দেন নি। কিন্তু এ বিষয়ে কোন একটা কিছু কারণ এখনি জানতে পারি। এ একেবারে অন্য বিষয়, আমরা খাদ্যের আলোচনা এতে করতে চাইনে কারণ একটা দিন ঐ উদ্দেশ্যে ঐ জন্য দিয়েছেন। নদীয়ায় যখন লাঠি-চার্জ হয়, ঠিক সেই মুহূর্তে আমি সেখানে ছিলাম না, তবে আমি কৃষ্ণনগরেই ছিলাম, এবং তার পরই সেখানে মিটিং করেছি; আর সেখান থেকে সব রিপোর্ট যোগাড় করে এনেছি। তাদের যদি এরেস্ট করে নিতেন কোন গোলমাল হত না। কিন্তু যে ভাবে মারপিট্ করেছেন......

Sj. Bijoy Singh Nahar:

এই নিয়ে কি বক্তৃতা চলতে থাকবে!

Sj. Jyoti Basu:

লাইব্রেরীতে ঢুকে মেরেছে। কাজেই আমরা একটু আলোচনা করতে চাই।

Sj. Bijoy Singh Nahar:

চাইলেই অনুমতি দিচ্ছে কে?

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার আপনি নন। [মিঃ স্পিকারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ] উনি।

Mr. Speaker: Bijoy Babu, the position is this. You could appeal to me, but this running commentary leads to nothing except turmoil in the House.

Sj. Bijoy Singh Nahar:

তাহলে আমাদেরও এর উপর বক্তৃতা দিতে হয়।

Sj. Hare Krishna Konar:

এটা কি চৌরঙ্গীর কংগ্রেস আপিস পেয়েছেন?

[Noise and interruptions.]

Mr. Speaker: I am appealing to you to stop. Will you listen to me or I will adjourn the House? After all, the Speaker has got a duty to discharge. I have refused the adjournment motion. Mr. Basu says that it is a serious matter. I have given a written ruling.

Sj. Jyoti Basu:

আমি আপনার কাছে একটা কারণ জানতে চাইছি।

Mr. Speaker: It is not the custom of the House and the rules do not permit it being read out in the House. It is not done.

Sj. Jyoti Basu:

[ট্রেজারী বেঞ্চের দিকে তাকাইয়া] উনি যাহোক একটা কিছু কারণ ত দিতে পারেন!

Mr. Speaker: I have given a written ruling and the reasons have been set out there, but as the House is not entitled to have the entire thing read out, I cannot do so. But I have given a written ruling and if you come to my chamber, the ruling will be shown to you.

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহাশয়, আপনাকে খালি অনুরোধ করছি—আপনি দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন; ও'র কি কিছু খবর আছে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমি বলব না।

Sj. Jyoti Basu:

বলতেই হবে। লাঠি-চার্জ হবে আর আপনি কিছু বলবেন না! ভয় কিসের? আপনার লাঠি আছে, গুলি আছে—ভয় আমাদেরই করবার কথা।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

'বলতে হবে'?

Sj. Jyoti Basu:

আপনাকে বলতে হবে, আপনি যা খুশী তাই বলবেন......

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: On a point of order. Is he entitled to make a speech?

Mr. Speaker: No.

Sj. Jyoti Basu:

আমি ও'কে জিজ্ঞাসা করতে চাই, স্যার,......

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: On a point of order.

উনি কি এর উপর বক্তৃতা দিতে পারেন?

Mr. Speaker: Mr. Basu, you were emphatic in your remarks.

Sj. Jyoti Basu: He was also emphatic in his remarks.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: He asked me whether the Minister will speak anything and I said 'No'. He then said

'বলতে হবে।

Sj. Jyoti Basu:

এর মানে কি, এটা কি কোন মন্ত্রীর জবাব হোল?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমি বলব না।

[3-10—3-20 p.m.]

Incidence of encephalitis

Sj. Pabitra Mohan Roy:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি কয়দিন ধরে একটা প্রশ্ন মার্ফৎ জানতে চেয়েছিলাম যে ভারতবর্ষের নানা জায়গায় এনসিফেলাইটিস রোগ দেখা দিচ্ছে এবং আমাদের বাংলা দেশেও সেটা হবার ভয় আছে। গতকাল আমি জানতে পারলাম যে আর জি কর হস্পিটালে এরকম একটা রোগী ভর্তি হয়েছে। এসম্বন্ধে স্বাস্থ্যমন্ত্রী অথবা মুখ্যমন্ত্রী আমাদের কিছু জানাবেন কি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Yesterday the Health Minister made a statement in the Council: I cannot give you all the details. As far as I remember, day before yesterday all the heads of the different Directorates—the Director of the School of Tropical Medicine, Director of the All-India Institute of Hygiene, the Health Officer of the Calcutta Corporation—all met together. They are trying to find out some method of combating it. As a matter of fact, what he said is quite correct—this disease is caused by a variety of viruses. We do not yet know of any particular method of treating such virus disease except very indirectly. Various examinations are being made and various investigations are being made in different parts of the country as well as outside. We are looking into it very very carefully.

Messages

Secretary (Sj. A. R. Mukherjea): The following messages have been received from the West Bengal Legislative Council, namely:—

(1)

"*Message*

The West Bengal Taxes on Entry of Goods in Local Areas (Amendment) Bill, 1958, was considered by the West Bengal Legislative Council at its meeting held on 29th July, 1958, and is returned herewith to the Assembly with the intimation that the Council has no recommendation to make.

SUNITI KUMAR CHATTERJI,
Chairman,
West Bengal Legislative Council."

CALCUTTA:
The 30th July, 1958.

(2)

"*Message*

The West Bengal Development (Amendment) Bill, 1958, was considered by the West Bengal Legislative Council at its meeting held on 29th July, 1958, and is returned herewith to the Assembly with the intimation that the Council has no recommendations to make.

SUNITI KUMAR CHATTERJI,
Chairman,
West Bengal Legislative Council."

CALCUTTA:
The 30th July, 1958.

(3)

"Message

That the West Bengal Legislative Council at its meeting held on the 29th July, 1958, agreed to the Industrial Disputes (West Bengal Amendment) Bill, 1958, without any amendments.

SUNITI KUMAR CHATTERJI,
Chairman,
West Bengal Legislative Council."

CALCUTTA:
The 30th July, 1958.

(4)

"Message

That the West Bengal Legislative Council at its meeting held on the 30th July, 1958, agreed to the West Bengal Premises Tenancy (Amendment) Bill, 1958, without any amendments.

SUNITI KUMAR CHATTERJI,
Chairman,
West Bengal Legislative Council."

CALCUTTA:
The 30th July, 1958.

I beg to lay copies on the table.

GOVERNMENT BILL

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958.

Sj. Jagannath Kolay: May I move my amendment?

Mr. Speaker: Has it been circulated?

Sj. Jagannath Kolay: No, Sir.

Mr. Speaker: It ought to have been circulated. May I tell honourable members that yesterday regarding clause 7 and other clauses I had many doubts about notification, imposition and so on—whether one notification was going to cover all times to come or it was going to be an annual event depending on the circumstances to be found in the notified area. I requested the Hon'ble Minister to make the language quite clear. He has come up with an official amendment which Mr. Kolay will read out.

Sj. Jagannath Kolay: Sir, I beg to move that for sub-clause (2) of clause 7 the following new sub-clause be substituted, namely:—

"(2) On the expiry of the period specified in the notice under sub-section (1), the Collector shall, after considering objections, if any, received by him during such period, make a final assessment of the rate for the *kharif* season or the *rabi* season which shall be payable annually so long as the notification under clause (b) of sub-section (3) of section 4 remains in force.

After such assessment the Collector shall every year cause a notice of demand to be served on every person by whom the water rate is payable requiring him to pay the water rate for the *kharif* season or the *rabi* season as the case may be, by such date as may be specified in the notice of demand not being earlier than one month after the service of such notice."

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এখানে জিনিসটা একটু পরিষ্কার করে দিলে বোধ হয় ভাল হয়। কাল বলা হয়েছিল যে কয় বছরের নোটিশ? এটা হল পয়েন্ট—সেটা ক্লিয়ার হচ্ছে—
shall be payable annually so long as the notification under clause (b) of sub-section (3) of section 4 remains in force.
সেই ক্লজ'পাশ হয়ে গেছে। সেটা কত দিন থাকবে? সেটা যত দিন থাকবে তত দিন এই ক্লজ ৭-এর নোটিফিকেশন বলবৎ থাকবে। এখানে ক্লজ ৪ কতদিন থাকবে? আমি সেটা বলেছিলাম, মাই লিগ্যাল অপিনিয়ন ইজ, একটা নোটিফিকেশন যদি করা হয়—
so long as the notification is not withdrawn or amended, it remains in force.
ক্লজেই এর কোন টাইম লিমিট নেই। একটা এরিয়ার নোটিফাই করে দিলাম—
this area comes under D.V.C., it remains under D.V.C. so long as the notification is not withdrawn or amended.
ক্লজেই সেই নোটিফিকেশন যতদিন থাকবে ততদিন ক্লজ ৭ এনফোর্সড থাকবে—দ্যাট ইজ দি ক্লারিফিকেশন।

Mr. Speaker: Let me understand the position. The question was one of assessment. Are they going to be assessed annually or what?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এসেসমেন্ট এনুয়ালী হবে না, এসেসমেন্ট হোলে পে উইল বি এনুয়ালী। কিন্তু ধরুন কারো ২৫ একর জমি আছে—যে বারে ২৫ একরে জল পেয়েছে, ২৫ একরে এসেসমেন্ট হবে ট্যাক্স দেবার। নেকসট ইয়ারে ১০ একরে জল পেল সেখানে রেমিশান চাইতে পারে—কিন্তু
the assessment will remain so long as the notification remains......no annual or by-annual reassessment.

Sj. Saroj Roy:

তাহলে ক্লারিফিকেশনটা কি হোল স্যার?

Mr. Speaker: The position, if I have understood you correctly, is this. Once a notification is made, the force of the notification shall remain until it is withdrawn. Therefore, when you once notify an area that it is desirable to pay the water tax, the notification shall be in force until it is withdrawn. That is the simple meaning of what you have said but the only thing in which the House was interested is that supposing there are good years and bad years and so on when it is necessary to vary the rates. For that no scope is left unless the notification is withdrawn and then reimpose the rates. Therefore I understood the Government to say that it was going to be an annual event.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji: It won't be an annual event. We will amend the notification as required.

তখন আবার সমস্ত এসেসমেন্ট নূতন করে আমাদের করতে হবে, অবজেক্সন করতে হবে—সবই করতে হবে। ওয়াল্স দি নোটিফিকেশন ইজ চেঞ্জড্ তখন আমাদের সমস্ত স্টেজগুলি চলে আসবে। আর তা ছাড়া ইন্ডিভিজুয়াল কেস যদি হয় তা হলে ক্লজ ৬-এ রেমিশন দেবো।

[3-20—3-30 p.m.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: As I read the amendment—I had not seen it before—all that this amendment seeks to clear up is that under section 4(1) there is a question as to whether an area of operation is benefited or likely to be benefited by irrigation water, and if that be so, the State Government may by notification declare its intention to impose—not to impose—its intention to impose—and then ask for objections, etc. and when

the period is over it imposes a water rate at such rate not exceeding the limits referred to in sub-section (1)—that is 4(3)(b). This particular clause, clause 7(1), does not say whether the assessment of a particular area for the rate to be paid for the *kharif* season or for the *rabi* season is to be made annually, or once it is made it should remain. All I can say is this, that this new amendment is a clarification of sections 6 and 7 as they stand, but the question of exemption or partial exemption would be governed by section 6—if for any reason there is, in any season, a total or partial failure of crops in any land in the notified area, the State Government may grant total or partial exemption. No other exemption is to be given.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

ক্লজ ১২-এর উপর আমি একটা এমেন্ডমেন্ট আনব—

the form and manner of service of notice and the procedure to be followed for considering objections under section 7.

এগুলির জন্য আমরা বাই রুলস করে দেব।

Sj. Subodh Banerjee:

মিঃ স্পীকার, স্যার, কালকে যেটা আলোচনা হয়েছিল সেই আইডিয়াটা আজকের এই এমেন্ডমেন্ট-এ আনা হয় নি। আমার কথা হ'ল, একটা কথা যদি চেঞ্জ করা যায় তাহলে কালকের আইডিয়াটা ক্যাচ করা যেতে পারে। এখানে আছে—

> "On the expiry of the period specified in the notice under sub-section (1), the Collector shall, after considering objections, if any, received by him during such period, make a final assessment of the rate for the kharif season or the rabi season which shall be payable annually so long as the notification under clause (b) of sub-section (3) of section 4 remains in force."

'হুইচ স্যাল বি পেএবল্' এই কথাটার পরিবর্তে 'হুইচ স্যাল বি ফিক্সড্ অর ডিটারমাইন্ড' এই কথাটা যদি বলেন তাহলে এভরি ইয়ার একচুয়াল রেট ডিটারমাইন্ড হতে পারে। কিন্তু শুধু 'পেএবল' বলার অর্থ হবে যেটা ফিক্স করলেন সেটাই

payable every year—that will be payable every year, payable means that is for the year.

সেটা আমরা আর চেঞ্জ করতে পারি না। এনুয়ালি পে করতে হবে আর এভরি ইয়ার ডিটারমাইন্ড হবে এদুটো এক কথা নয়। এভরি ইয়ার ডিটারমাইন্ড হবে

because of the changing nature of the produce, because of the result in the produce.

কিন্তু এই আইডিয়াটা বর্তমানে যা আছে তার দ্বারা কভার হচ্ছে না। 'পেএবল'-এর পরিবর্তে যদি 'ডিটারমাইন্ড' বলেন—'হুইচ স্যাল বি ডিটারমাইন্ড এভরি ইয়ার' তাহলে কালকের স্পিরিটটা ক্যাচ করা যেতে পারে।

Mr. Speaker: I do not follow you.

Sj. Jyoti Basu:

উনি যেটা ইনকরপোরেট করার কথা বল্লেন এই জলকর ফিক্সেসন-এর ব্যাপারে তার অর্থ হচ্ছে, যদি ভাল ফসল না হয় এবং যারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাদের যদি রেমিডি দিতে হয় তাহলে 'পেএবল' কথাটা ঠিক করে দেওয়া সংগত হবে না।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

তাহলে নোটিফিকেসন, হিয়ারিং ইত্যাদি নিয়ে সারা বৎসর পড়ে থাকতে হবে। যদি কোন পার্টিকুলার এরিয়া এফেকটেড হয় তাহলে ইট কেন কাম আন্ডার ক্লজ ৬, যাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে না সে ক্ষেত্রে ওভারঅল নোটিফিকেসন-এর কোন মানে হয় না।

Sj. Ganesh Ghosh:

কিন্তু সেন্সটা আগে থেকে ঠিক করে নেওয়া ভাল।

Sj. Jyoti Basu:

আমি বলি যখন একটা গন্ডগোল দেখা দিয়েছে, কিছুক্ষণের জন্য হাউস এডজার্ন করে দিন, ও'রা লিগাল ওপিনিয়ন নিয়ে আসুন।

Mr. Speaker: May I suggest one course. Clause 9 has nothing whatever to do with clause 8—it is wholly unconnected. Let the debate on this continue. Meanwhile we will consider clause 8.

[3-30—3-40 p.m.]

Clause 9

[Sj. Pramatha Nath Dhibar rose to speak.]

Mr. Speaker: I shall call you Mr. Dhibar to speak. Kindly resume your seat.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এই ক্লজ ৭-এর উদ্দেশ্যটা ঠিক ধরতে পারেন নাই বলে মনে হয়— নব নব রকম ভাবে তাঁরা কম্পেনসেশনের কথা তুলেছেন। কম্পেনসেশনের কথা ওঠে আন্ডার আর্টিকল ৩১ কারো যদি কোন প্রপার্টি নিয়ে নেওয়া হয়। এই আর্টিকল ৩১ বলছে—

"No person shall be deprived of his property save by authority of law."

এবং ৩১(২)-তে বলছে—

> "No property shall be compulsorily acquired or requisitioned save for a public purpose and save by authority of law which provides for compensation".

আমরা যদি এই ক্লজ ৯-এ যেটা চাচ্ছি, সেটা যদি আমরা এ্যাকোয়ার করতাম, তাহলে কোন কম্পেনসেশন-এর ব্যবস্থা না রাখলে

it would have been *ultra vires* of the Constitution.

আমরা এটা এ্যাকোয়ার করছি না। আপনি ক্লজ ৯ পড়ে দেখুন, সেখানে আছে—

> "For the purpose of irrigation or drainage of lands in the notified area, the owners or occupiers of such lands shall be bound to afford free passage for water through or over all lands in their possession."

এ্যাকোয়ার ল্যান্ড হয়ে গেলে, তার ওনার ইন দেয়ার পজেসন হয়ে গেল। তাহলে আমরা কি করে সেখানেতে তাদের জমির উপর কোন ড্রেন কাটি, কোন প্যাসেজ দেই? সেগুলি কি করে করতে পারি? ফান্ডামেনটাল রাইটস ইনফ্রিঞ্জ করছি না। আরটিকল ১৯ (এফ) রাইট অব ফ্রিডম বলছে—

> "All the citizens shall have the right to acquire, hold and dispose of property."

সেখানেতে ঐ ক্লজ ৫ বলছে—

> "Nothing in sub-clauses (d), (e) and (f) of the said clause shall affect the operation of the existing law in so far as it imposes or prevents the State from making any law imposing reasonable restrictions on the exercise of the rights conferred by the said sub-clause in the interests of the general public or for the protection of the interests of the scheduled tribes".

(এফ)-টা পড়ে দিলাম। এখানে হোয়াট উই আর ডুইং? ক্লজ ৫ (১১), আমরা তার ভেতর যাচ্ছি, কারো কোন প্রপার্টি নিচ্ছি না। সুতরাং আমরা যে ডি ভি সি ক্যানাল কেটেছি—তার সমস্ত কিছু আন্ডার একুইজিশন এ্যাক্ট আমরা জমির দাম দিয়ে কিনে নিয়ে কেটেছি। এখানে দামটা দেব না, ফাঁকি দেব—তা নয়। আমাদের ডি ভি সি ক্যানাল-এর যে আউটলেট আছে, জল ছেড়ে দিলে একটা ব্লক-এ সেখানে জল যাবে। সেই জলটা জমির উপর দিয়ে যাবে। যার জমির উপর দিয়ে যাবে, সে আল্ দিয়ে আটকে দিতে পারে। আল্ দিয়ে দিলে নেক্সট্ জমিতে জল যাবে না। সে আল্ কেটে দেবার জন্য না ছেড়ে দিতে পারে। তাহলে পরের জমিতে জল যাবে না। কাজেই সেই আল্টা কাটতে হবে। রাইট অব ইজমেন্ট সকলের আছে। সেই খালটা বা নালাটা কে কাটবে? ডি ভি সি গভর্নমেন্ট যেটা কাটবে—তা রেগুলার দাম দিয়ে, কম্পেনসেশন দিয়ে, তবে করবে। এখানে গ্রাম্য ইন্ডিভিজুয়াল হতে পারে, কোন একটা এ্যাসোসিয়েশনে যেমন ইউনিয়ন বোর্ড, যেমন গ্রাম পঞ্চায়েৎ, কোন এগ্রিকালচারাল সোসাইটি—তারা বলবে আমাদের অন্যের জমির উপর কেটে নিয়ে তা করতে দেওয়া হোক। সেখানে জমির মালিক —সে বাধা দিতে পারে, যদি না আরটিকল ১৯, ও ক্লজ ৫-এর সুযোগ নিয়ে সুযোগ করে দেই। তাকে ছেড়ে দিতে হবে জমি—খাল কাটার জন্য, মাঠে জল দেবার জন্য। তোমার প্রপার্টি রইলো, জমি রইল, যদি খাল কাটতে বাধা দেও তবে ঐ পেনালটি হিসেবে তোমাদের উপর এসে পড়বে। কাজেই এই রাইট অব ইনফ্রিঞ্জমেন্ট এখানে হচ্ছে না। এটা আরটিকল ৩১-এ আসে না।

[3-40—4 p.m.]

Sj. Hare Krishna Konar:

স্পীকার মহোদয়, আমার একটা বক্তব্য আছে। উনি বললেন জমির উপর দিয়ে নালা কেটে নিয়ে যেতে হয়। এই রকমভাবে যে নালা মাঠের উপর দিয়ে কাটা হবে, তাতে কি জমি লাগে না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

একটা রিজনেবল রেসট্রিকশন অব হিজ রাইট হয়ে গিয়েছে।

Sj. Hare Krishna Konar:

সে কথা বলছি না।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji: His right to enjoy the land.

Sj. Hare Krishna Konar:

মাঠের মধ্যে যদি এক হাতও জমি কাটা হয় তাহলে চাষীদের খানিকটা জমি চলে গেল কি না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

তা যাবে।

Sj. Pramatha Nath Dhibar:

স্পীকার মহোদয়, আমার বক্তব্য হচ্ছে—যদিও মন্ত্রী মহাশয় এই ক্লজটা সম্বন্ধে বল্লেন নানা রকম অসুবিধা আছে। জল যাবার রাস্তা যদি না দেন তাহলে অসুবিধা হবে। কিন্তু এখানে ক্লজ ৯(২) নম্বর সাব-ক্লজ আছে যে যদি কোন জমির ওনার রিফিউজ করে তার জমির উপর দিয়ে নালা কাটতে, তাহলে তাকে কস্ট দিতে হবে, এবং সেই কস্টটা পাবলিক ডিম্যান্ড রিকভারি এ্যাক্ট-এ আদায় করা হবে।

আমি এই ক্লজটার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলতে চাই যে এটা স্বেচ্ছাচারিতার একটা নিদর্শন মাত্র। তার কারণ কৃষকের কাছ থেকে জমি নিয়ে নিয়ে, তার উপর দিয়ে ক্যানাল কেটে জল নিয়ে যাওয়া হবে, এবং সেই জমির মালিককে তা করতে হবে। জমির মালিক কেন করবে? আপনারা ট্যাক্স

নেবেন, তখন আপনারা সেটা নিজের খরচে কাটবেন না কেন? এর কোন যুক্তি থাকতে পারে না। এখন জমির যে মূল্য,—যদি ধরুন কোন গরীব চাষীর জমির পাশ দিয়ে ঐ ক্যানাল যায়, তাহলে তার জমির খানিকটা ছেড়ে দিতে হবে, এবং এর জন্য সে কোন মূল্য পাবে না।

[At this stage the House was adjourned for fifteen minutes.]

[*After adjournment.*]

[4—4-10 p.m.]

Clauses 7 and 8

Mr. Speaker: I will explain the position to you. One thing you will kindly bear in mind and that is that so far as clause 4 of the Bill is concerned the verdict of the House has already been given and the rules and procedures are such that we cannot possibly revise it and go into the matter once again.

Sj. Subodh Banerjee:

আপনারা তার প্রভিসন করতে পারতেন।

Mr. Speaker: That is another case; that is quite different.

Now, so far as assessment is concerned, assessment under clause 7 will be individual assessment, not assessment of a body of men living in an individual area because each individual under clause 7 would be entitled to come and register his protest whereupon he will be heard and final assessment will follow. If there is difficulty in understanding please tell me and I shall make my best endeavour to explain it. Under clause 7 which deals with assessment the rule is, firstly, there will be a notification imposing a water rate which will be published; then the collector shall make a preliminary assessment after which objections will be entertained and final assessment will follow within a period to be fixed. Once the fixation is there the fixed rates will continue in force until withdrawal of the notification. Now, the position stands like this. As the statute stands having regard to the provisions of the General Clauses Act it will be open to the Government to revise it by withdrawal of the notification and publication of a fresh notification either increasing or decreasing the rate as the case may be. But so far as clause 7 is concerned, no amendment effected in clause 7 can avoid the difficulty which you are anticipating. On clause 4 you have have already given your verdict. It has already gone through the House and on the face of it no portion of it is ultra vires which may justify taking it as an extreme case to reopen it as Mr. Subodh Banerjee was saying. There is nothing ultra vires in it and I cannot reopen it as such. Therefore, by making improvements in clause 7 we cannot bring in what we are trying to do. Mr. Ajoy Mukherji was saying that he will amend clause 12 and make certain provision by means of certain prescribed rules. I think he should concentrate on that.

Sj. Hare Krishna Konar:

স্পীকার মহোদয়, তাহলে আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, যখন ক্লজ ৪ আলোচনা হচ্ছিল তখন মন্ত্রী মহোদয় এই হাউস-এর সকলকে এই কথা বার বার বলেছেন যে এইটা ম্যাক্সিমাম রেট, এবং এর পরের বৎসর, তার পরের বৎসর এইভাবে এটা বাড়াতে পারবেন। তাহলে এটা কি ইচ্ছাকৃত-ভাবে হাউসকে মিসলিড করা হয়েছে?

Mr. Speaker: I have sent for his speech. He did not go to the extent—that is my recollection—you are going. He said you are complaining about the rates of Rs. 12 and Rs. 15. Please note that this is a high water mark of taxation and unless I fix some rate, it will be *ultra vires* but he never said সেরকম কিছু বলেন নি। আমি স্পিচ চেয়ে পাঠিয়েছি।

Sj. Hare Krishna Konar:

আপনার মনে আছে বোধ হয়—তিনি বোধ হয় বলেছিলেন ময়ূরাক্ষীতে প্রথম বছর ৯ টাকা, এব'র ১০ টাকা, তেমনি এখানেও একথা ভাবছেন কেন?

Mr. Speaker: That is possible under clause 4.

Sj. Hare Krishna Konar:

আপনি বলেছেন একবার নোটিফিকেশন হলে যে রেট ধার্য করা হল নোটিফিকেশন উইথড্রন না করা হলে এটা করা হয় না। তাহলে হাউস কি মিসলেড হয়েছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

তাতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

Sj. Hare Krishna Konar:

স্যার, এই হাউসকে মিসলিড করার কোন মিনিস্টারের ক্ষমতা আছে কি না!

Mr. Speaker: Those sentences were not there. If the House were misled, you take it from me, I would have been the first person to come and condemn it.

Sj. Hare Krishna Konar:

দয়া করে স্পিচগুলি দেখবেন এইভাবে অধিকারে আমাদের হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে কি না!

Dr. Kanailal Bhattacharya:

স্যার, আমার একটা ইনফর্মেশন জানবার আছে। ৭নং ক্লজ-এ যে এমেন্ডমেন্ট মন্ত্রী মহাশয় আনলেন সেটা কি উইথড্র করেছেন?

Mr. Speaker:

না করা হয়নি।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

উইথড্র করা হয়নি?

Mr. Speaker: No, it does not make your position worse.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

তাহলে ৯-এর প্রসঙ্গ আলোচনা হবার আগে ওটাই ডিসকাসশন হোক।

Mr. Speaker: The amendment moved this morning by Sj. Jagannath Koley is still before the House.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

এখন আলোচনা চলবে তাহলে?

Mr. Speaker: Why should not I allow it?

Dr. Kanailal Bhattacharya:

উইথড্র না হলে আমি বলি?

Mr. Speaker: Very well, Dr. Bhattacharjee, I shall start discussions again from clause 7.

আপনি এমেন্ডমেন্ট-এ বলুন।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

যদিও এই এমেন্ডমেন্ট আমাদের সামনে আসে নি তাহলেও আমি মনে করি, যতটা কানে শুনেছি তাই থেকে যতটা অনুধাবন করতে পেরেছি তাম্‌হারা আমার মনে হয়, এই এমেন্ডমেন্ট দ্বারা ৭নং ক্লজের কোন রকম ইমপ্রুভমেন্ট হল না। তার কারণ এটার দ্বারা এটা, আমার মনে হয়, প্রথমতঃ এটা রিডানড্যান্ট। দ্বিতয়তঃ থাকলে হয়ত কিছুটা ক্ষতি, কেন ক্ষতি হবে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করছি। আপনি বলেছেন এবং মন্ত্রী মহাশয়ও বলেছেন যে ৪নং ধারার ৩নং উপধারায় (বি) ক্লজ দিয়ে আপনার যে ওয়াটার রেট ফিক্স করে দেওয়া হল—যদি মনে করা যায় ১০ টাকা ধার্য করা হল এই নোটিফিকেশন ৭নং ক্লজ-এর ২নং উপধারা দ্বারা এনুয়্যালী পেএবল প্রত্যেক ব্যক্তির যা এসেসমেন্ট করে দেওয়া হল যেটা ডিসট্রিকট ম্যাজিস্ট্রেট ফিক্স করে দেবেন সেটার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি না! এটাই দেখতে হবে। প্রথম বছরে ১০ টাকা ধার্য করে দিলেন, দ্বিতীয়তঃ একজনের দু একর জমি থাকলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বলে দিলেন ২০ টাকা এসেসমেন্ট হবে, পরের বছর নোটিফিকেশন-এ ২০ টাকাই থাকে তাহলে তার পরের বছর আমার কোন বলবার প্রয়োজন আছে কি না যে তোমাকে ২০ টাকা দিতে হবে।

Mr. Speaker: Dr. Bhattacharjee, it may be less. When a man is assessed after his objection is recorded, the final assessment made will continue in force at whatever rate the Collector fixes, for all time to come. Don't make that mistake. I do not know whether I am clear or not. Please listen to me. Supposing Rs. 7 is fixed—that is by the notification. Then comes the question of assessment. A preliminary assessment is made. Assuming it for the moment the Collector assesses you at Rs. 7, then you file your objection. Then the objection is accepted and Rs. 5 is fixed which will continue.

[4-10—4-20 p.m.]

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার বক্তব্য হচ্ছে, এই যে এসেসমেন্ট হবে এটা কিসের বেসিস-এ? রেট কলেকটর করতে পারবে না। ৭ টাকা রেট যদি পার একর হয় এবং দু একর জমি যদি থাকে কিংবা কারও দেড় বিঘা বা আড়াই বিঘা জমি থাকে তাহলে কলেকটর যেটা এসেস করবে সেটা যদি কমবেশী করে তাহলে অবজেকশন ফাইল করা হবে কিন্তু কালেকটর রেট-এ হাত দিতে পারবে না।

কারো যদি কিছু আপত্তি থাকে তার হিয়ারিং-এর পর ফাইনাল এসেসমেন্ট করে ওয়াটার রেট একটা ফিক্সড করা হল, তার পর নোটিফিকেশন করার পর যে রেট এসেসমেন্ট করা হয়েছে সেটা সম্বন্ধে ডিসস্ট্রিক্‌ট ম্যাজিস্ট্রেট আর কি করবেন? পরের বৎসর আবার কি হারে হতে পারবে। আমি বুঝতে পারি না।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

কি বুঝতে পারেন না? ডিম্যান্ড নোটিস?

Mr. Speaker: There are two paragraphs to the amendment. Paragraph 2 of the amendment has nothing whatever to do except to authorise the Collector to send an annual demand for recovery of the amount paid. Nothing more.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

এনুয়্যালী পেএবল তাহলে বলছেন কেন?

Mr. Speaker:

যেটা বছরের জন্য ধরা হবে—সেটা এনুয়্যালী পেএবল, তার জন্য এনুয়েল ডিম্যান্ড পাঠাতে হবে। ইন এডভান্স কোন ডিম্যান্ড নোটিস পাঠানো যায় কি? ইনকাম হলে পর তবে ডিম্যান্ড হবে। ইনকাম অনুসারে এসেসমেন্ট হবার পর ডিম্যান্ড নোটিস যাবে। পাবলিক ডিম্যান্ড

রিকভারি এ্যাক্ট অনুসারে এইভাবেই আদায় হয়। কিন্তু এরা করতে যাচ্ছে না—রিকভারিএবল বাই দি এ্যাক্ট।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

তাহলে এনুয়াল্যী ডিম্যান্ড নোটিস দিতে হবে?

Mr. Speaker:

নোটিস না দিলে কি করে আদায় হবে?

Dr. Kanailal Bhattacharya:

আমাদের শুধু ডিম্যান্ড নোটিস পাঠানো হবে—এই কথা আইনের মধ্যে বলা হচ্ছে। আমি মনে করি না এর দ্বারা কোন ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে। এটা মন্ত্রী মহাশয়ের আইওয়াস।

Mr. Speaker: Do not understand it in that sense. I clearly explained to the Honourable Minister how it would work by bringing the explanation of the Development Act into the body of this Act. Two difficulties I am faced with—one is the impossibility of doing it having regard to clause 4 which has already been passed by the House. The amendment brought in today avoids any misunderstanding. It does not improve the position for which you were fighting from yesterday. All that the Minister wants to say is this: the power of notification being in our hands I can withdraw the notification at the opportune moment any year and put in fresh assessment. Therefore no further amendment is necessary. Unfortunately, may be the members did not apply their mind. It did not strike me then that clause 4 having gone through we are in a quagmire. We can not do anything.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে—যদি বুঝতে পারা যায় যে এইরকম গুরুত্বপূর্ণ বিল যেটা আইনে পরিণত হলে আমাদের দেশের বহুসংখ্যক গরীব লোকের ক্ষতি হতে পারে, যদি আমরা লেজিস-লেটাররা মনে করি......

Mr. Speaker:

আপনারা ত অনেক অপরচুনিটি পাবেন।

The better course would be to bring clause 4 in the Upper House where you will get an opportunity.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

আমার কথা হচ্ছে ক্লজ ৪ রিওপেন করতে আপনার আপত্তি কি? এমার্জেন্সী বলে হাউস যদি এগ্রি করে ক্লজ ফোরটা রিওপেন করতো তাহলে আপনি কি তা করতে পারেন না?

Mr. Speaker:

তা আমার পক্ষে করা চলে না।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

আপার হাউসে যদি ক্লজ ৪টা এমেন্ডমেন্ট হয়ে আসে সেটা মন্ত্রী মহাশয় গ্রহণ করবেন কি না?

Mr. Speaker:

তা আমি বলতে পারি না।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

তাহলে কি করে হবে? এ 'কোয়াগমায়ার'ই থেকে যাবে?

Mr. Speaker: I can tell you as a Lawyer whether he will accept or not would depend on the shape of the amendment.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

তাহলেও ত সেই কোয়াগ্‌মায়ারই থেকে যাচ্ছে।

Mr. Speaker: I would have expected this side of the House to raise it.

Sj. Hare Krishna Konar:

স্পীকার মহাশয়, মন্ত্রী মহাশয় শ্রীজগন্নাথ কোলেকে দিয়ে যে সংশোধনী এনেছেন, আপনিও বলছেন, তাতে অবস্থার কোন উন্নতি হবে না...

Mr. Speaker:

আমি বলছি—অবনতি হয়েছে।

Sj. Hare Krishna Konar:

আপনি আইনজ্ঞ, আপনি আইন ভাল বোঝেন, আপনিই যখন উন্নতির বদলে অবনতির কথা বলছেন—তাহলে এই ৪নং ধারাটিকে কি রিওপেন করা উচিত হবে না?

Mr. Speaker:

সে প্রশ্ন না তুলে এই এমেন্ডমেন্ট না আনাই ভাল হবে।

After what has been said I would advise the Treasury Bench to withdraw the amendment.

Sj. Hare Krishna Konar:

আমার ধারণা ভুল হতে পারে এবং নং ৪ ধারা অনুযায়ী রেট ফিক্সড্‌ হলে, সেটা গভর্নমেন্ট থেকেই করছেন, রেট ফিক্স করবার ক্ষমতা কালেকটরকে কি রবি সিজনএর, কি খারিফ সিজনএর ওয়াটার রেট ধরবার বেলায় দিচ্ছেন। ৭নং ধারায় এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠছে না। এখন প্রশ্নটা হচ্ছে, এক একজন কৃষককে কত দিতে হবে—দ্যাট উড বী ডিটারমাইন্ড বাই নোটিফিকেশন। কাজেই দেখা যাচ্ছে ডিম্যান্ড নোটিসই হচ্ছে ফাইন্যাল এসেসমেন্ট অব দি রেট। আপনি ভাষাটা দেখুন—

The Collector after considering the objections, if any, received by him during such period make final assessment of the rate for the Kharif Season or the rabi season.

তাহলে কি কালেক্‌টরকেই অধিকার দেওয়া হচ্ছে রেট ফিক্স করবার? তাহলে যেখানে যে রেট হয় পার একর রেট কি হবে? দ্যাট ইজ ডিটারমাইন্ড বাই সেক্সন ৪। আমার যদি ১০ একর জমি থাকে বা সাড়ে দশ একর জমি থাকে তাহলে কোনটার কি হবে? আর টোটাল এ্যামাউন্টই বা কি হবে? প্রত্যেক বৎসর জমির পরিমাণের পরিবর্তন হতে পারে। এ বৎসর যদি ১০ একর থাকে, পরের বৎসর যদি ৯ একর থাকে, তাহলে টোটাল এমাউন্ট পরের বৎসর কম হবে। অতএব বিলের এ সেকসন মারাত্মক—

it shall be payable annually so long as the notification under clause 4(3)(b) remains in force.

আমার যখন ১০ একর জমি ছিল তখন যে এমাউন্ট ফিক্স হয়ে থাকে তার পরে যদি আমার জমি বেড়ে যায় তাহলে কোন সেকশন অনুযায়ী এসেসমেন্ট হবে!

Mr. Speaker: The danger would be if you put the total amount—your argument is very clear.

আমার দশ একর জমি আছে কালেক্‌টর ২০ টাকা ধার্য করলেন, তার পর কিছু জমি কিনলাম তাহলে কি হবে? তাহলে টোটাল এমাউন্ট বলা চলে না। আবার জমি যদি কমে যায়—তাহলে পার্সিয়াল রিভাইজ সেকশন কি চাইতে পারেন? রেট ফিক্স হবার পর ইউ আসক্‌ ফর রিভাইজ সেকশন...

[4-20—4-30 p.m.]

Sj. Hare Krishna Konar:

কি করে কমবে? স্যার বি পেএবল অনুযায়ী তাহলে এসেসমেন্ট অব রেট ৪নং ধারায় নয়, ৭নং ধারায় কলেক্টরকে বলা যায় এসেসমেন্ট রেটএর জন্য, এই প্রশ্ন এখানে কি উঠতে পারে না? ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটএর অধিকারু আছে টোটাল এমাউন্ট ঠিক করে দেওয়ার?

আমার মনে হয় এই সমস্ত ৭নং ধারাটা রি-ড্রাফ্‌ট করা উচিত। আমার সাজেসশন হচ্ছে যে টোটাল ৭নং ধারাটা যদি এই রকম ভাবে রি-ড্রাফ্‌ট করেন যে, কালেকটর এক একজনের জমি দেখে একটা টোটাল এমাউন্ট ঠিক করবেন এবং সেই এমাউন্টের উপর অবজেকশন হ'তে পারবে এবং তার পর তিনি সেটা বিচার বিবেচনা করে এনুয়্যলী হবে। অর্থাৎ এক একজন কৃষকের টোটাল জমি, তাকে কত করে দিতে হবে এবিষয়ে একটা প্রিলিমিনারী ডিম্যান্ড নোটিস দিতে হবে। প্রত্যেক বছর জল দেওয়া হলে ধান উঠে গেলে ক্যানেল অর্থরিটী থেকে একটা করে নোটিস দেওয়া হয় যে আপনার এত দাগ নম্বর জমির এই রেট ঠিক করা হল—অর্থাৎ ৫।।০ আনা। তারপর হয়ত কৃষক আপত্তি করতে পারে যে, আমার অমুক হয়নি, অতএব বাদ দেওয়া হোক এবং তখন সেই বিচার-বিবেচনা করে ১ বা ১½ মাস পরে ক্যানেল কর্তৃপক্ষ তাহার ফাইনাল ডিম্যান্ড নোটিস দেন।

Mr. Speaker:

জল না পেয়ে রেমিসন

it must take the shape of remission.

আপনি কি রেট কথাটাতে ভয় পাচ্ছেন?

Sj. Hare Krishna Konar:

স্যার, আপনি ও'দের জিজ্ঞাসা করুন যে বর্ত্তমানে কি পদ্ধতি আছে? কারণ বর্ত্তমানে বেংগল ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্ট অনুসারে ট্যাক্স ধার্য্য করা হয় এবং তাতে নোটিফাইড এলাকাতে জল দেওয়া বাধ্যতামূলক। কিন্তু তা সত্বেও প্রত্যেক বছর দেখা যায় যে জল দেবার পরে প্রিলিমিনারী ডিম্যান্ড নোটিস দেয় এবং তারপর কৃষকরা অবজেকসন দেয় যে এটা ভুল হোয়েছে অন দি ফিল্ড এনকোয়ারী হোক।

Mr. Speaker: I have asked the Government to consider. The Collector will fix the rate. It is all right. Supposing you put in a further clause 'provided that if any individual or tenant after final assessment sells any part of the land, the Collector will be able to revise the rate on a petition being made to him'—

এতে আপনার কি মত?

Sj. Hare Krishna Konar:

আমার মনে হয় আপনি নিজে একবার বেংগল ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্টটা কনসাল্ট করুন, তাহলেই সব বুঝতে পারবেন।

Mr. Speaker:

বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্টের কথা জানি। কিন্তু ধরুন ফাইনাল এসেসমেন্ট ধার্য্য করার পর জমি বেচে ফেলে দিল এবং যে ডিম্যান্ড আসবে তার জন্য তো তাকে টাইম দিতে হবে, তা না হোলে সে আর রিলিফ পায় না। সেজন্য আমি একটা প্রেস্কাইসে এড্ করতে বলছি।

"Provided that if any tenant sells any portion of his holding after final assessment, he shall be able to apply for the revision of his rate by a petition and the Collector will be able to revise it".

Sj. Hare Krishna Konar:

স্যার, আমরা আইনটায় অপোজ করছিলাম অন্য স্পিরিটে এবং আমরা খুব কন্‌স্ট্রাকটিভ্‌ ভাবে সমস্ত সাজেসন দিয়েছি। কিন্তু আপনি চিন্তা করে দেখুন যে বাধ্যতামূলকভাবে জল নেওয়া থাকা স্বত্তেও আমাদের ক্যানেল এলাকায় প্রথমে গভর্নমেন্ট একটা ডিম্যান্ড নোটিস দেয় এবং তারপর লোকের বলার অধিকার আসে যে অমুক অমুক জমিতে এই কারণে জল ওঠেনি। এই সব বলার পর ক্যানেল অথরিটি থেকে স্পেসাল অফিসার পাঠান হয় জমিটা অনুসন্ধান করবার জন্য এবং তারপর প্রিলিমিনারী এসেসমেন্ট করে একটা ডিম্যান্ড নোটিস পাঠান হয়। সেই ডিম্যান্ড নোটিসে একটা টাইম দেওয়া হয় যে—এক মাস না কত—এক মধ্যে আপত্তি থাকলে জানাও। এই অবজেকসন দুই রকমের হয়—একটা হচ্ছে যে আমার জমি বিক্রি করে দিয়েছি এবং আর একটা অবজেকসন হচ্ছে যে আপনার অফিসার এন্‌কোয়ারী করে গেছেন যে জমিতে আদৌ জল পায়নি।

Mr. Speaker: I have considered that position. There is a fundamental difference between that Act and this one. Here the rate is to be fixed in consultation with the D.V.C.

Sj. Hare Krishna Konar: I am not concerned with the rate.

রেট ৫৷৹ আনা ফিক্সড করা আছে, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা কালেকটর কারুর ক্ষমতা নেই সেই রেট চেঞ্জ করার।

Mr. Speaker: There may be remmission.

Sj. Hare Krishna Konar:

কিন্তু কোনটাতে ধার্য করা হবে, কোনটাতে ধার্য করা হবে না এইটুকুন কি প্রোটেকসন দিতে পাচ্ছেন না? সেজন্য আমার মনে হয় যে আর একটা দিন টাইম নিয়ে কনসাল্ট করে ক্লজ ৭ রি-ড্রাফট করা হোক।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

স্যার, আমার একটা পয়েন্ট অব প্রিভিলেজ আছে। কিছুদিন আগে আপনি একটা রুলিং দিয়েছিলেন—যখন অপোজিসন লীডারের স্যালারী বিলের আলোচনা চলছিল—সেটাও অবশ্য অন্য একটা ইসুতে—হাউস ক্যাননট্‌ সিট আইডিল। এখন ৫।১০ মিনিট ধরে হাউস ইজ সিটিং আইডিল। তাই আমি সেই রুলিংএর কথাটা আপনাকে স্মরণ করতে বলছি—আপনাদের যদি পরামর্শ করার দরকার থাকে লেট দি হাউস বি......

Mr. Speaker: I have onthing to say. Mr. Konar, I have considered what you have said. There is no difficulty. Each demand is made and if it is not listened to, an appeal will lie.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

স্যার, ৪নং ক্লজে আছে রেট অব এসেসমেন্ট গভর্নমেন্ট করবেন, কিন্তু এখানে আছে কলেকটর করবেন......

Mr. Speaker: Collector represents the Government.

I will put all the amendments except Nos. 87, 89 and 93 on which division will be taken, but before that I put the amendment of Sj. Jagannath Kolay.

The motion of Sj. Jagannath Kolay that for sub-clause (2) of clause 7 the following new sub-clause be substituted, namely:—

"(2) On the expiry of the period specified in the notice under sub-section (1), the Collector shall, after considering objections, if any, received by him during such period, make a final assessment

of the rate for the *kharif* season or the *rabi* season which shall be payable annually so long as the notification under clause (b) of sub-section (3) of section 4 remains in force.

After such assessment the Colllector shall every year cause a notice of demand to be served on every person by whom the water rate is payable requiring him to pay the water rate for the *kharif* season or the *rabi* season as the case may be, by such date as may be specified in the notice of demand not being earlier than one month after the service of such notice."

was then put and agreed to.

[4-30—4-40 p.m.]

The motion of Sj. Subodh Banerjee that after clause 7(2), the following be added, namely:—

"(2a) Every person who makes payment of water rate by the specified date shall be entitled to a rebate of five per centum of the amount of the water rate."

was then put and agreed to.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 7(1), line 4, for the words "or for" the words "and for" be substituted, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharjee that in clause 7(1), line 7, after the words "specifying therein the period" the words "which shall not be less than one month" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Bhupal Panda that in clause 7(1), line 8, after the words "the assessment" the words "and petition for exemption, if any, even in lieu of non-availability of water" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 7(2), line 3, after the words "during such period" the words "and after giving the objectors an opportunity of being heard" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Shyamaprasanna Bhattacharjee that in clause 7(2), lines 7 and 8, for the words "one month" the words "three months" be substituted, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharjee that clause 7(3) be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that in clause 7(3), line 4, for the words "six and a quarter per cent. per annum" the words "three per cent. per annum" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 8, lines 3 and 4, for the words "such appellate authority as may be prescribed by rules made under this Act" the words and figure "the Collector of the District if the "Collector" mentioned in section 7 is anybody other than him and to the Commissioner of the Division if such "Collector" is the Collector of the District" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that in clause 7(3), line 4, for the words "six and a quarter per cent. per annum" the words "two per cent. per annum" be substituted, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—123.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hembram, Sj. Kamalakanta
Jana, Sj. Mrityunjoy
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Zia-ul-Huque, Janab Md.

AYES—76.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindaboh Behari
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bhagat, Sj. Mangru
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majl, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Saroj
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 76 and the Noes 123, the motion was lost.

The motion of Sj. Chitto Basu that in clause 8, line 1, for the word "thirty" the word "sixty" be substituted, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—124.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, Sj. Bijoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar

Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hembram, Sj. Kamalakanta
Jana, Sj. Mrityunjoy
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Zia-ul-Huque, Janab Md.

AYES—77.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bhagat, Sj. Mangru
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Mali, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mondal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Naskar, Sj. Gangadhar

Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 77 and the Noes 124, the motion was lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Chowdhury that the following proviso be added to clause 8, namely:—

"Provided that an appeal may lie to Civil Court which in finding the issue shall inter alia determine when questions to that effect are raised,—

(i) if water was supplied at all,

(ii) or in time,

(iii) or if on the contrary any damage has been caused either by excessive water, sand deposit, excessive erosion or in any other way."

was then put and a division taken with the following result:—

NOES—125.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hembram, Sj. Kamalakanta
Jana, Sj. Mrityunjoy
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath

Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Zia-ul-Huque, Janab Md.

AYES—77.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bhagat, Sj. Mangru
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 77 and the Noes 125 the motion was lost.

The question that clause 7 as amended do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The question that clause 8 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 9

Mr. Speaker: We are discussing clause 9. I may tell honourable members that amendments 94, 96, 99A, 99B, 100, 105, 106,—these are the amendments which are in order. The rest of the amendments are not in order.

Sj. Pramatha Nath Dhibar: Sir, I beg to move that in clause 9(1), line 3, the word "free" be omitted.

Sir, I also beg to move that in clause 9(3), line 5, the words "or sub-section (2)" be omitted.

স্যার, এই ৯ নম্বর ধারাটা সব চেয়ে মারাত্মক ধারা। মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি জানেন --ডি ভি সি কোন ডিস্ট্রিবিউটরী চ্যানেল বা ক্যানেল করেন নাই জমিতে জল দেবার জন্য। এই ধারাটাতে তাঁরা বলতে চাচ্ছেন যে নোটিফাইড এরিয়াতে জল নিতে গেলে চাষীদের বাধ্য করা হবে ক্যানেল কেটে জল নেবার জন্য এবং তার জন্য কোন কম্পেনসেশন বা জমির উপর দিয়ে যে খাল যাবে, তার জন্য কোন কস্ট দেওয়া হবে না। যদি কোন চাষী খালের জায়গা না দেয়, তাহলে তার উপর পাবলিক ডিম্যান্ড এ্যাক্ট অনুসারে খাল কাটার খরচ ইত্যাদি আদায় করা হবে। সেই কারণে আমি কয়েকটা সংশোধন প্রস্তাব এনেছি—যাতে চাষীদের স্বার্থের অনুকূলে এই নয় নম্বর ক্লজটা সংশোধন করে নেওয়া হয়। আমি বলছি যে জমির উপর দিয়ে খাল যাবে—তার জন্য কম্পেসেশন বা কস্ট দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। তা যদি দেওয়া না হয়, তাহলে আমি মনে করি এই ধারাটাতে চাষীদের উপর অন্যায় জুলুম করা হচ্ছে এবং এটা সরকারের স্বৈরাচারের একটা নিদর্শন বলে আমি মনে করি।

আমি বলতে চাই যে চাষীরা যাতে কোন জাস্টিস না পায়, তার জন্য আইনের আশ্রয় নেবার বা কোর্টে যাবার পথ বন্ধ করা হয়েছে। সেই জন্য এই ১০২ ও ১০৪ নম্বর সংশোধনী এনেছি। এতে বলছি—যাতে প্রত্যেক চাষী ন্যায্য কম্পেন্সেশন আদায় করতে পারে তার জন্য চাষীকে আইন-আদালতের সুযোগ দিতে বলছি। সেইজন্য বলছি—এই ধারাটা সংশোধন করে চাষীর স্বার্থ রক্ষা করা হোক—যাতে তারা জমির উপর দিয়ে খাল যাবার জন্য ন্যায্য মূল্য পায় এবং সেই ন্যায্য মূল্য আদায় করবার অধিকার পায়।

আমি আশা করি মন্ত্রী মহাশয় আমার এই প্রস্তাব গ্রহণ করবেন।

[4-40—4-50 p.m.]

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that in clause 9(2), lines 3 and 4, the words "and may recover the costs thereof from such persons as a public demand" be omitted.

Sir, I also beg to move that clause 9(3) be omitted.

স্পীকার মহাশয়, এই ৯ নম্বর ধারাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারা। আশ্চর্য এই রকম যে কোন ধারা আইনে আসতে পারে, এটা ধারণার বাইরে। এই ধারায় কি ক্ষমতা চাচ্ছেন আপনারা? এখানে ক্ষমতা চাচ্ছেন যে জল দেবার জন্য কোন জমির মালিক বা অকোপায়ার, তার জমির উপর দিয়ে জল যাবার পথ দিতে বাধ্য থাকবে। দ্বিতীয় নম্বর তার জমির উপর ছোট ছোট খাল কাটার অধিকার থাকবে কলেকটরের এবং তিনি এর অর্ডার দেবেন। যদি জমির মালিক আপত্তি করে এই ক্যানেল কাটতে দেওয়ায় বা ক্যানেল মেইন্টেন করায় তাহলে কেবল মাত্র ক্যানেল কাটা ও মেইন্টেন করাই হবে না, তার যে খরচ হবে সেটা পাবলিক ডিম্যান্ড রিকভারী এ্যাক্ট অনুসারে আদায় করা হবে। তারপর বলছেন যদি কোন ক্ষতি হয়, তাহলেও কোন কম্পেন্সেশন চাইতে

পারবেন না। তাহলে কি দরকার অজয়বাবুর অকোপায়ারের? তার চেয়ে অজয়বাবু বলুন না, তোমরা ঘাড়টা এগিয়ে দাও, এক কোপে কেটে দিই। বিচার আবার কি? আগে ৬ মাস ঝুলে পড়ুন, তারপর এ্যাপীল হবে। তুমি আগে ফাঁসীতে যাও, তারপর তোমার এ্যাপীল হবে। এটা কি একটা আইন? এটা একটা পার্সোনাল ল, কোন সভ্য জগতের কনসেপশন-এ এই রকম আইন আসা উচিত নয়। তোমার জায়গা আমি কেড়ে নেবো যদি তুমি না বলো, তোমাকে মেরে কেড়ে নেবো এবং লাঠিয়াল নিযুক্ত করবার জন্য সরকারের যে খরচ হয়েছে তাও তোমাকে দিতে হবে। ইজ দ্যাট এনি ল? এ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার প্রয়োজন হয় না। একটা ক্লজেই যথেষ্ট এনাফ প্রুফ রয়েছে ফর আটার কন্ডেমনেশন অব দিস্ গভর্নমেন্ট। এটা একেবারে জাংগল ল-রও অধম। আমি সরকারকে কি বলবো? আমার মতে গোটা ৯ নম্বরের ক্লজটা বাদ দিয়ে দেওয়া দরকার। অসুবিধা যদি হয়—তাহলে এগুলি বাদ দিয়ে দিন। আপনার দরকার খাল কাটা, সেখানে যদি কেউ আপত্তি করে, তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে করুন। তা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে আপনি জোর করে খাল কাটবেন এবং তা মেইন্টেন করবার জন্য পাবলিক ডিম্যান্ড রিকভারী এ্যাক্ট অনুসারে টাকা আদায় করবেন, এটা একেবারে আনথিংকেবল। ক্ষতিপূরণ দেবেন না ক্ষতি হলেও দ্যাট গোজ এগেনেস্ট তি ভেরি প্রিন্সিপল অব দি কন্স্টিটিউশন।

উইদাউট পেয়িং কম্পেন্সেশন আপনি তাদের ক্ষতি করবেন, এটা আমার মনে হয়, মিস্টার স্পীকার, স্যার, আপনি কনসাল্ট করে দেখুন, ইট ভাওলেট্স আর্টিকেল ৩১ অব দি কন্স্টিটিউ-শন, সেদিক দিয়ে চিন্তা করলে এটা আল্ট্রা ভায়ারস হয় কিনা। আমার বক্তব্য ৯নং ক্লজটা বাদ দেওয়া দরকার আর না হয় এমন ভাবে রাখুন যাতে আল্ট্রা ভায়ারস না হয়।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই যে ধারা এই একটা ধারাতেই বিলের যে রূপ তা বেশ বুঝতে পারা যায়। অজয়বাবু আমাদের বিভিন্ন বক্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে একটা জায়গায় বলে ফেলে দিয়েছিলেন যে পি ডি এ্যাক্টের মত এই আইন। অর্থাৎ নিবর্তনমূলক আটক আইনে যা আছে, সে আইনে মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়, জোর জবরদস্তি......

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আমি পি ডি এ্যাক্ট বলিনি। আমি বি ডি এ্যাক্ট বলেছি অর্থাৎ বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্ট।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

আপনি বলেছিলেন জোর করতে গেলে তখন পি ডি এ্যাক্টের মত জোর করে আটকে রেখে দেওয়া হবে। বি ডি এ্যাক্ট বলেছেন সেটা শুনেছি। নাও যদি বলে থাকেন তবুও যেমন আমরা সেটাকে কালা-কানুন বলে আখ্যা দিয়েছিলাম যে জোর জবরদস্তি করে আটকে রেখে দেওয়া হয় এই ৯নং ধারা যা আছে তাতে শুধু জবরদস্তি করা নয়, তার কয়েকটি উপধারায় বলেছেন জল যদি অন্য জমিতে নিয়ে যেতে হয় তাহলে চাষীর জমির উপর দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট জোর করে চ্যানেল কেটে দিতে পারবে। আপনি এই ৯নং ধারা আলোচনার আগে একটু আমাদের বুঝাবার চেষ্টা করেছিলেন এবং সেই সময় আমাদের হরেকৃষ্ণবাবু এই প্রশ্ন করেছিলেন তাতে আপনি স্পষ্ট করে বলেছিলেন জমির উপর দিয়ে জল নিতে গেলে খানিকটা জমি নষ্ট হয়। আপনি বলছেন যে জমি একোয়ারের কোন প্রশ্ন উঠে না, আমরা জমি একোয়ার করছি না কিন্তু একটা বিষয় জিজ্ঞাস্য আছে, হ্যাঁ সত্যই যদি জল দিতে হয় তাহলে একজনের জমির উপর দিয়ে চ্যানেল কাটতে হবে এইটুকু বুঝবার ক্ষমতা আমাদের আছে। কিন্তু তারা জমির উপর দিয়ে জোর করে চ্যানেল কাটতে যে জমি নষ্ট হবে সেখানে একটা ক্ষতিপূরণ দেবেন না। আমরা বলছি জমির দাম না দেন কিন্তু যে পরিমাণ শস্য এই জমির উপর উৎপাদন হতে পারতো সেই পরিমাণ শস্যের মূল্য যা হবে সেই মূল্য ক্যানেল কর থেকে বাদ দেওয়া হোক। কিন্তু কোন রকম তাকে কম্পেন্সেশন দেবেন না, ড্যামেজ হলে কোন রকম কিছু ক্ষতিপূরণ করবেন না উপরন্তু সেখানে যদি চ্যানেল তার জমির উপর দিয়ে কাটতে না দেয়, ম্যাজিস্ট্রেট জোর করে কাটবে এবং তার জন্য যে খরচ হবে তাও পর্যন্ত তাকে দিতে হবে এটা চরম জুলুম। এটা বেশীর ভাগ পড়বে, আমরা

ানি, গরীব চাষীর উপর। বড় বড় যারা জোতদার ও চাষী তারা রোখবার চেষ্টা করবে। রটি যাদের কম জমি আছে তাদের উপর দিয়ে বেশীর ভাগ চ্যানেল যাবে। আমি সংশোধনীর ারফৎ বলতে চেষ্টা করেছি যে অন্ততঃ এইটা বাদ দেওয়া হোক

nd may recover the costs thereof from such persons as a public demand.

ধু যে তারা জমির উপর দিয়ে চ্যানেল কাটবে তা নয়, যদি সেখানে কেউ বাধা দেয়, জোর করে াহলে সেই খরচও আবার আদায় করা হবে। এরকম ধরণের ন্যাক্কারজনক একটা প্রভিসন একটা রার মধ্যে থাকা অত্যন্ত অন্যায় বলে মনে করি, এটা তুলে দেওয়া দরকার। মিঃ স্পীকার, স্যার, ামার আর একটি সংশোধনী প্রস্তাব ছিল—১০৩নং—সেটা কি আপনি আউট অব অর্ডার বলে ডক্লেয়ার করেছেন?

4-50—5 p.m.]

Mr. Speaker: You have used the expression "shall pay compensation" n your amendment and this requires Governor's approval.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

যদি বলেন মানির ব্যাপার আছে গভর্নরের স্যাংশন চাই, তাহলে আমি এখানে একটা প্রশ্ন লি—কাউন্সিলে কতিপয় সদস্য এটা উত্থাপন করেছিলেন এবং যুক্তবঙ্গে যিনি সভাপতি ছিলেন ই নোশের আলি সাহেব, তিনি বলেছেন যে এই সব ব্যাপারে তিনি স্পীকার থাকাকালীন ভর্নরের স্যাংশন নিজেই আনিয়ে নিতেন, তাহলে এ দায়িত্ব আমাদের পক্ষ থেকে আপনার... .

Mr. Speaker:

নৌশের আলি শ্রদ্ধেয় বন্ধু, ভেবে দেখবো। তবে এ যাত্রায় আর হল না।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

আপনি এটা রুল আউট করেছেন, তবুও বলতে চাই। আমার এর ভিতর বক্তব্য ছিল কত ম্পেন্সেশন দেওয়া উচিত। যতটা জমি চ্যানেল কাটার ফলে নষ্ট হবে সে জমিতে ফসল ৎপন্ন হতে পারত। এখন ফসলের যে মূল্য হত সেটা ক্যানাল কর থেকে বাদ দেওয়া উচিত ল। এ দ্বারা কৃষকদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবেন। তা না করে যদি চাষীর ঘাড় থেকে র আদায় করতে যান তাহলে উদ্দেশ্য সাধিত হবে না—কৃষকদের কাছ থেকে সহযোগিতা বেন না এ ধারা অত্যন্ত অন্যায়, সমস্ত দিক থেকে এর বিরোধিতা করতে হবে।

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir I rise on a point of order.

ই ক্লজটা আমার মনে হয় 'প্র্যাকটিশিং ফ্রড অন দি হাউস' এটা 'আল্ট্রা ভাইরিস'।

Mr. Speaker: I shall discuss it afterwards.

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I am rising on a point of order.

Mr. Speaker: I will not allow you to speak until the speeches on all the nendments are over. When they are over, you can talk on your ultra vires int. The procedure that we follow in this House is that first we take up the amendments **seriatim.** When speeches on all the amendments are er, if any other honourable member wishes to speak, I do not stop him.

Sj. Bankim Mukherjee:

কি বললেন, থার্ড রিডিংএ বলবে?

Mr. Speaker:

উনি বলেছেন এটা আল্ট্রা ভাইরিস, আমি বলছি সমস্ত এ্যামেন্ডমেন্টগুলির উপর বলা হয়ে ল তার পর বলতে পারেন, থার্ড রিডিংএ নয়।

Sj. Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that in clause 9(2), lines 3 and 4, for the words "and may recover the costs thereof from such persons as a public demand" the words "after being heard" be substituted.

মাননীয়, স্পীকার মহাশয়, আমার যে এমেন্ডমেন্ট '৯৩এ' এটা আউট অব অর্ডার বলা হয়েছে। মন্ত্রী মহাশয় প্রথম বক্তৃতার সময় যা বলেছিলেন—আমার মনে হয় লিগ্যালী, কন্‌-স্টিটিউশনালী আমার এ্যমেন্ডমেন্ট ঠিক আছে।

আমি একটা কথা বলতে চাই। 'ক্লেমিং পেমেন্ট অব জাস্ট কম্পেন্সেশন' একথা নাকি বলবার অধিকার আমাদের সংবিধানে নই। এই আমাদের সংবিধান। এইভাবে আজকে মন্ত্রী মহাশয় যে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

যখন এস্টেট একুইজিশন করা হয়েছিল তখন কম্পেন্সেশন দিতে পারা গিয়েছে। কিন্তু যখন কারও জমি নিয়ে খল নালা কাটবেন তখন তাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া যাবে না; সংবিধানে আটকায়। কিন্তু স্টেট লেজিসলেচার থেকে যদি কোন আইন রাখতে চান তাহলে সেই আইনে কেন প্রভিশন রাখবেন না? যখন সংবিধানে কোন কথা বলেনি তখন সেখানে স্টেট লেজিস-লেচার-এর যেখানে আইন করবেন সেখানে আমি বলতে চাই যে এর মধ্য দিয়ে এই জিনিসটা মন্ত্রী [illegible] আপত্তি করবে সেখানে তার উপর দাংগাবাজী হবে, কিন্তু বড়লোকেরা জমি দেওয়া থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। তার মানে ঐ গরীবের ঘাড় দিয়ে সেখান দিয়ে খাল নালা কাটবেন; সেখানে আপত্তি করলে তার উপর খরচ চাপান হবে। মন্ত্রী মহাশয়কে বলি—বলি যে সাধারণ ভাবে গরীব মানুষের জন্য এ রকম ফাঁক রেখে দেবেন না, তাহলে এটা বন্ধ করা উচিত ছিল।

তারপর দু নম্বর উপধারা যেটা আছে—

"and may recover the acts thereof from such person as a public demand".

সেখানে আমি বলছি—"আফটার বিং হার্ড", কেননা সেখানে যদি কোন কন্‌স্ট্রাকশন করে, যদি সেখানে খাল নালা কাটা হয়, তাহলে তার মনে প্রশ্ন আসে তার সরেস জমি চলে যেতে পারে, সে জমি দিতে সে ইচ্ছুক নয়, এ রকমও হতে পারে, তার বদলে খারাপ জমি দেবে—এই সব কনসিডার করতে গেলে হওয়া উচিত "আফটার বিং হার্ড"। এই কথার প্রতি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে জল দিতে পারি না পারি যার তার জমির উপর খাল কেটে বা সরেস জমি নষ্ট কোরে বড় লোকের জমির উন্নতি করবার চেষ্টা করবেন।

[5—5-25 p.m.]

Sj. Apurba Lal Majumdar:

আমার বক্তব্য হল যে সেকশন ৯তে যেখানে উইদাউট্ কম্পেন্সেশন আমার রাইট থাকবে—

to use that land in any particular manner that I like.

এই রাইট্‌টা আর্টিকল ১৯(১)(এফ্) যা বলে—"একোয়ার, হোল্ড এ্যান্ড ডিসপোজ অব প্রপার্টি" —এই যে ফান্ডামেন্টাল রাইট আছে এই ক্লজ (৯) সেটা অফেন্ড করছে, এবং 'আলট্রা ভায়ারস' এই জন্য বলছি যে আর্টিকল ৩১(এ) তে বলছে—

"the acquisition by the State of any estate or of any rights there or the extinguishment or modification of any such rights."

এখন (এ) তে যা বলছে "মডিফিকেশন অব এনি সাচ্ রাইটস্"। সেটা এই সেকশন (৯) তে মডিফিকেশন অব মাই রাইটস্ হচ্ছে কি না। সেকশন ৯(১) অব দিস্ বিল বলছে—

"Occupiers of such lands shall be bound to afford free passage for water through or over all lands in their possession or under their control."

আর (বি) তে বলছে—

"if any such persoh refuses to comply with an order under sub-section (1), the Collector may cause the channel to be constructed or maintained and may recover the costs thereof from such person as a public demand."

এখন সেকশন ৯(১) যে রাইট আপনি আমার জমির উপর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তাতে আমার জমির ক্যারাকটার চেঞ্জ করছেন বাই কন্সট্রাক্টিং চ্যানেল ওভার মাই ল্যান্ড।

Mr. Speaker: You are altering the face of the land, not character. Character imports title.

টাইটেল রেখে দিচ্ছেন, ডিসটার্ব করছেন না।

The point is your possession is being interfered with. Now, inasmuch as your possession is being interfered by construction and excavation of canal, whether it offends Article 31 or not is really a point.

Sj. Apurba Lal Majumdar:

আমি বলছি পজেশন ডিসটার্ব করছে। আমার প্যাডি ল্যান্ড আছে তার উপর চ্যানেল কেটে নিলেন, আমি সেখানে যে প্যাডি উৎপন্ন করতাম, সেই রাইট আমি লুজ্ করছি, সেটা করলে আর্টিকল্ ৩১(এ) অফেন্ড করছে কি না—

that modification of any such right, right of using the property in particular form.

Mr. Speaker: That is not Article 31A but 31(2), 31A is a different article for different purpose.

Sj. Apurba Lal Majumdar:

যদি সেখানে পার্মানেন্ট চ্যানেল হয় ঐ প্যাডি ল্যান্ড বিক্রী করলে আমি কম পাব। বিকজ্ প্যাডি উৎপন্ন করলে রাইট অব ইউস্ থাকত,—

that means I might use that land as paddy land.

Mr. Speaker: Mr. Majumdar, don't dilate upon it, I am applying my mind to it. If you kindly look to article 31 and read it—"no property shall be compulsorily acquired or requisitioned'. Does it amount to requisition? You are taking somebody else's land, requisitioning the land for converting it into a canal without payment of compensation. That is the proper way to look at it. I have got your point completely and I will apply my mind over it during the recess.

[At this stage the House was adjourned for 20 minutes.]

[*After adjournment.*]

[5-25—5-35 p.m.]

Mr. Speaker: Mr. Majumdar, if you look to article 31(2A), it says, where a law does not provide for the transfer of the ownership or right to possession of any property to the State or to a corporation owned or controlled by the State, it shall not be deemed to provide for the compulsory acquisition or requisitioning of property, notwithstanding that it deprives any person of his property. That in fact deprives a property but it shall not be deemed to have deprived within the meaning of this article. I am telling you what the Government side case is. I do not mind your saying 'no', but I am just pointing out what the Government wishes to say. Then, if you take article 19—Fundamental Rights—clause (f) is to acquire, hold and dispose of property. That is a fundamental right but this fundamental right is

being cut down by article 19(5)—nothing in sub-clauses (d), (e) and (f) of the said clause shall affect the operation of any existing law or prevent the State from making any law imposing, reasonable restrictions. Whether it is reasonable or not becomes a justiciable matter. That the Red Building will decide.

Sj. Apurba Lal Majumdar:

যদি আমরা কাটি তাহলে ইট ইনজিওরস দি রাইট অব পার্টিকুলার ইন্ডিভিজুয়াল।

Mr. Speaker:

স্কীমটা হচ্ছে যে প্রয়োজন হলে অপরের উপরে ক্যানেল বা ট্রিবিউটারিস কেটে নিয়ে যেতে হলে লোকে হয়ত আপত্তি করবে।

Nobody will be called upon to spend a pie so far as the cost of excavating the canal is concerned. The State will bear that expenditure. The only thing which sounds oppressive

তার আনসার হচ্ছে—তোমার জমিতেও তো জল আসছে।

A network of canals covering different lands and every piece of land which ought to be benefited must have a canal in that. There they say it is a reasonable restriction on the owner to permit water to be taken for the achievement of a much bigger thing. Then the other question which sounds oppressive is—

কিন্তু কথা হচ্ছে যে আনলেস্ ইউ ক্রিয়েট অপোজিশন তাবলে তো কথা নেই। আর যদি তা দাও তাহলে প্রহিবিটরি ল-এর কথা আসছে এবং টু কোর্সেস আর ওপেন—হয় জেলে যাও, আর না হয় সিভিল পানিসমেন্ট।

If a man is unreasonable enough to object, the Government may recover that amount.

আমি আপনাকে একটা কথা বলছি—

You believe me, Mr. Majumdar, I have consulted not the Minister concerned but those who are responsible. It does not appear to be *ultra vires*.

তবে সুপ্রীম কোর্ট গিয়ে কি হোল্ড করবে তা আমি জানি না।

Sj. Apurba Lal Majumdar:

স্যার, আমি আপনাকে দুটো ডিসিশনের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। একটা ডিসিশন হল 'স্টেট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল ভার্সেস্ সুবোধ গোপাল'-এর মামলা। এই মামলায় চীফ জাস্টিস্ শাস্ত্রী বলেছেন—

> "This clause is designed to protect the rights of a property against the depredation of the State".

'প্রোহিবিট ফ্রম মেকিং ল', এরা 'ফ্রম ইনজিউরি সাস্টেন্ড', 'ইনজিউরি সাস্টেন্ড বাই দি ওনার'—এই কথার উপরেই আমি এমফেসিস দিচ্ছি। অর্থাৎ যদি পার্টিকুলার ইনডিভিজুয়াল-এর ইনজিউরি সাস্টেন্ড উইদাউট কম্পেন্সেশন হয় তাহলে তো সেটা 'আল্ট্রা ভায়ারস' হয়।

Mr. Speaker:

সুবোধ গোপালের জাজমেন্টের ডেট কবে?

Sj. Apurba Lal Majumdar: 1950—1953

Mr. Speaker: 1955. But all these judgements have lost all their sting because of amendment of the Constitution itself.

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহাশয়, তাহেল এখানে আসল কথাটা দাঁড়াল যে এমেন্ডমেন্ড হবার পর কনস্-টিটিউশনকে রিজনেবল কি না তার ইনটারপ্রিটেশন করতে হবে।

Mr. Speaker: Justiciable.

Sj. Jyoti Basu:

তার মানে প্রত্যেকটা কেন বাই ইটসেল্‌ফ জাজ্‌ করতে হবে? আমার ৫ বিঘা জমির ২ বিঘা যদি ক্যানাল করতে চলে যায় তাহলে আমি চাষ করতে পাচ্ছি না এবং আমার প্রপার্টির ক্ষতি হচ্ছে, কাজেই এটা রিজনেবল হবে কি হবে না এত বড় একটা ব্যাপার যখন উঠেছে আরও একটু কনসিডার করে নিলে ভাল হোত।

Mr. Speaker: I understand the importance of it. The only point which I am just at the moment considering is very important. A clause which has been passed by this House may be declared as *ultra vires*. That is a very important thing. Although strictly speaking the legislature is not concerned whether a thing is *ultra vires* or *intra vires*—that is for the Court to decide still this is an august body and why should we allow such things to pass through this House.

Sj. Saroj Roy:

স্যার, এটাতে বলার আছে।

Mr. Speaker:

আপনারা এগুলো অন্যায় করছেন।

Sj. Jyoti Basu:

আপনি বলেছিলেন ইন দি কোর্স অব দি ডে জানাবেন।

Mr. Speaker: I thought that your Secretary, Mr. Ganesh Ghosh, to whom I have said something, had already intimated to you. I said as every clause is being discussed with vehemence, this Bill will be taken up first and then for the rest of the day there will be non-official business.

Sj. Jyoti Basu:

এটা দয়ার ব্যাপার নয়, আমার রাইটে বলছি।

Mr. Speaker: Quite right, but I wish you also to take notice of one fact that some of the days you were not here and deliberately proceedings were prolonged. That is our state of feelings.

সেটা সত্যি কথা—

You are here on your own rights.

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহাশয়, আমি বলছি যে পার্লামেন্টে এটা হয়। আমাদের অপোজিশনের এ ছাড়া আর কি উপায় আছে। পার্লামেন্টারী প্রথায় এ জিনিস চলে। বৃটিস আমলে সেন্ট্রাল পার্লামেন্টে এ জিনিস হয়েছে এবং অন্য জায়গায় হচ্ছে। কাজেই ওয়েস্ট অব টাইম এ সব কথা আপনি বলবেন না। আমরা ডেলিবারেটলি করছি এটাতো জানা কথা। এই ডেলিবারেটলি প্রোলং করার জন্য ও'রাও অনেক দায়ী। কিন্তু কথা হচ্ছে যে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় শনিবার থাকবেন না বলে কি আর আমরা আলোচনা করতে পারব না? এ জিনিস হতে পারে না।

Mr. Speaker: I have got to be reasonable both to you and to the Government.

Sj. Jyoti Basu:

আমি যা জিজ্ঞাসা করছি তার তো উত্তর পেলাম না।

Mr. Speaker: I can tell you this:

আমার তো করবার কোন হাত নেই, তবে আমি জিজ্ঞাসা করে আপনাকে জানাব।

[5-35—5-45 p.m.]

Sj. Jyoti Basu:

হাউস কতদিন চলবে সে সম্পর্কে আমি বলতে যাচ্ছিলাম......

Mr. Speaker:

আগে জানান হয়েছিল—

You were informed, I was informed that the House was going to be prorogued on Friday last, but because this Bill could not be completed, the House is sitting for three more days.

Sj. Jyoti Basu: It has not been decided how long the House will continue.

আমাদের বলা হয়েছে যে বিল শেষ না হওয়া পর্যন্ত হাউস চলবে। ইতিমধ্যে ফ্রাইডে পড়ে যাচ্ছে—গভর্নমেন্ট বিজিনেস যেমন চল্‌ছে চলুক, কিন্তু আমরা ফ্রাইডে থেকে ডিপ্রাইভড্‌ হব কেন? সেজন্য আমি আবার বলছি, আপনার অথরিটি আছে, আপনি ইচ্ছা করলে এটা করতে পারেন। আমরাও আমাদের রাইট ছাড়তে রাজি নই।

Sj. Bankim Mukherjee:

মাননীয় সভামুখ্য মহাশয়, আমাদের ধারণা ছিল বৃহস্পতিবার দিন সেকেন্ড রিডিং শেষ হবে। থার্ড রিডিং তাহলে শনিবার হতে পারে। আমার কথা হল, যদি কোন অফিসিয়াল বিজিনেস করার দরকার হয় তাহলে তার জন্য রিজনেবল কারণ থাকা চাই—কোন একটা আর্জেন্সী উপস্থিত হলে, যেমন অর্ডিন্যান্স ইত্যাদি তাহলে না হয় একটা কথা হতে পারে, কিন্তু নর্মাল রুলস্‌ অনুসারে ফ্রাইডে নন-অফিসিয়াল ডে। এখানে এমন কিছু হয়নি যাতে করে গভর্নমেন্ট বিজিনেস আটকে যাচ্ছে—শুক্রবার পর্যন্ত এসেম্বি বসলে গভর্নমেন্টের কোন ক্ষতি হবে না।

Mr. Speaker:

বঙ্কিমবাবু, ৫ মিনিট পরে জবাব পাবেন।

Sj. Hare Krishna Konar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, দামোদর বা ইডেন ক্যানেল বহুদিন ধরে ২ লক্ষ একর জমিতে জল দিচ্ছে। বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্টে এক জমির জল অন্য জমিতে যাবার অধিকার দেওয়া আছে। এক জমি কেটে অন্য জমিতে জল নিতে হয় এটা ঠিক ঘটনা নয়। ক্যানেল অঞ্চলে যদি ক্যানেল থেকে জল ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে মাঠের জল সর্বকিছু প্লাবিত করে এক জমি থেকে আরেক জমিতে যায়—এটা না হলে ক্যানেল সিস্টেমই বানচাল হয়ে যায়। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে কন্সট্রাকশন এ্যান্ড মেন্টেনেন্স অব চ্যানেল; শুধু যদি বলা হত ফ্রি প্যাসেজ অব ওয়াটার তাহলে আমি অন্ততঃ আপত্তি করতাম না। কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে কন্সট্রাকশন অব চ্যানেল, যদি এক বিঘা জমিতে চ্যানেল করেন এবং চ্যানেল অন্ততঃ এক হাত চওড়ার কমে হতে পারে না—তাহলে এক বিঘার জমির মধ্যে ।।০ কাঠা জমি চলে যাচ্ছে। কিন্তু বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্টে এই অধিকার নাই। যদি মনে করেন দামোদর ক্যানেল আরো চওড়া করবার দরকার, তাহলে সেটা দাম দিয়ে জমি একোয়ার করতে হয়—এখানেও সেই প্রথা কেন চালু করা হবে না? দ্বিতীয়তঃ মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন গভর্নমেন্ট না করতে পারে; গ্রাম পঞ্চায়েৎ, অঞ্চল পঞ্চায়েৎ এঁরা করতে পারেন। কিন্তু সেজন্য তো অন্য আইন আছে। লোকে স্বেচ্ছায় জমি ছেড়ে দেয় খাল-কাটবার জন্য, স্কুল বিল্ডিং করবার জন্য। কিন্তু এখানে তো সে জিনিস হচ্ছে না। সেজন্য আমি মনে করি দাম দিয়ে একোয়ার করা উচিত।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আল্ট্রা ভায়ারস কিনা তার জবাব তো দেওয়া হয়েছে। এখন তাঁরা বলছেন ভিলেজ চ্যানেল যে দেবে এই ভিলেজ চ্যানেল কি কালেকটর কাটবেন? আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, পঞ্চায়েৎ করতে পারে, ইনডিভিজুয়ালও করতে পারেন। অঞ্চল পঞ্চায়েৎ যদি কাটে তাহলে এমনও হতে পারে যে, আশেপাশের জমি অনেকে ছেড়েও দিতে পারেন। এজন্য কলেকটর নোটিস দিতে যাবেন কেন? যাঁরা কাটবেন তাঁরা বাধা পেয়ে কলেকটরকে জানালে তখন তিনি নোটিস দেবেন। ভিলেজ চ্যানেল করতে আমরা কাউকে বাধ্য করছি না। অপরে বাধা দিলেই গভর্নমেন্ট ইনিসিয়েটিভ নিতে পারেন। সুবোধবাবু খুব বড় কথা বল্লেন, এটা নাকি সভ্য-জগতের বাইরে। ইন্ডিয়ান কন্সটিটিউশন কি অসভ্যরা করেছেন? কন্সটিটিউশন মেনেই এটা করা হচ্ছে। প্রশ্ন হয়েছে পি ডি আর এ্যাক্টে কেন হবে? গভর্নমেন্ট যা করেন পি ডি আর এ্যাক্টের মাধ্যমেই করেন। তারপর, জলকর সম্বন্ধে ক্লজ ৮ এ্যাপিল সেক্সনে যা আছে সেই মতে তাঁরা এ্যাপিল করতে পারেন। যদি খাল কাটার জন্য চাষের বাধা সৃষ্টি হয় তাহলে এ্যাপিলেট অথরিটির কাছে জানালে তিনি ব্যবস্থা করতে পারবেন। কাজেই এমন কিছু তাঁরা বল্লেন না। এখানে অনেক আশংকা প্রকাশ করেছেন গরীবের জমি যাবে। বড় লোক যদি বাধা দেয় তাহলেও চ্যানেল কাটা হবে। আই অপোজ অল দি এ্যামেন্ডমেন্টস:—

[5-45—5-55 p.m.]

Mr. Speaker: I have told the House which of the amendments are out of order. I am putting all the other amendments to vote except 98, 99A and 100 on which division has been claimed.

The motion of Sj. Pramatha Nath Dhibar that in clause 9(1), line 3, the word "free" be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Pramatha Nath Dhibar that in clause 9(3), line 5, the words "or sub-section (2)" be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that in clause 9(2), lines 3 and 4, the words "and may recover the costs thereof from such persons as a public demand" be omitted, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—125.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra

Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

AYES—63.

Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dher, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Mitra, Sj. Haridas
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Saroj
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi

The Ayes being 63 and the Noes 125, the motion was lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that in clause 9(2), lines 3 and 4, for the words "and may recover the costs thereof from such person as a public demand" the words "after being heard" be substituted, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—125.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

AYES—62.

Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Mitra, Sj. Haridas
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi

The Ayes being 62 and the Noes 125, the motion was lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that clause 9(3) be omitted, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—125.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar

Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

AYES—63.

Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Mitra, Sj. Haridas
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Saroj
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi

The Ayes being 63 and the Noes 125, the motion was lost.

The question that clause 9 do stand part of the Bill was then put and a division taken with the following result:—

AYES—125.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matia
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

NOES—63.

Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath

Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Mitra, Sj. Haridas
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Saroj
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi

The Ayes being 125 and the Noes 63, the motion was carried.

Clause 10

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that in clause 10, line 1, the words "together with interest" be omitted.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই ক্লজটিতে বলা হচ্ছে যে যা কিছু এরিয়ার থাকবে, মায় তার ইন্টারেস্ট সুধ, এটা পাবলিক ডিম্যান্ডস্ রিকভারী এ্যাক্ট অনুযায়ী আদায় করা যাবে। অর্থাৎ দারিদ্র বশত যদি কোন লোক দিতে না পারে, তাহলে তার ঘর, বাড়ি জমি সার্টিফিকেট জারী করে নীলামে বিক্রয় করা হবে। আমি এই ক্লজটির বিরোধিতা করি এবং এই ক্লজটি বাদ দেবার জন্য এ্যামেন্ডমেট দিতাম কিন্তু সেই এ্যামেন্ডমেন্ট আউট অব অর্ডার হয়ে যাবে বলে দিইনি। আমার এমেন্ডমেন্টটা অত্যন্ত ছোট্, ইন্টারেস্টটা বাদ দেওয়া হোক। অবশ্য তার মানে এ নয় যে পাবলিক ডিম্যান্ডস্ রিকভারী এ্যাক্ট অনুসারে এটাকে রিকভার করা হোক। কারণ, যারা দিতে পারবে না, যদি সত্যই এর দ্বারা উপকার হয়, ফসল ভাল হয়, নিশ্চয়ই তারা সরকারের বাড়ী বহে এসে দিয়ে যাবে যাতে পরের বৎসর জল পায়। সেইজন্য তাদের মাফ করার বন্দোবস্ত থাকা উচিত। যদি তারা না করেন তাহলে তারা এ দিতে পারবে না এবং তাদের ঘর বাড়ী বিক্রয় করা হবে। সেইজন্য আমি এই ক্লজের বিরোধিতা করি।

Mr. Speaker: Mr. Dhibar, your amendment is out of order.

Sj. Pramatha Nath Dhibar:

আমি বলতে চাই যে এই ক্লজে যে প্রোভিসো আছে সেখানে
except the provision contained in section 6 of this Act.
এটা যদি এ্যাড্ করা হয় তাহেল এই ক্লজের সম্পূর্ণ মানে ক্লিয়ার হয়ে যায়। সেইজন্য এটা আমি বলেছি।

[5-55—6-5 p.m.]

Sj. Monoranjan Hazra:

স্পীকার মহাশয়, আমার যে এমেন্ডমেন্ট আছে......

Mr. Speaker:

শ্নুন এই ইন্সটলমেন্ট কথাটি কোথায় বসাবেন?

Sj. Monoranjan Hazra:

এই প:বলিক ডিম্যান্ডস রিকভারী এ্যাক্টের পরে। আমি এখানে এই এমেন্ডমেন্ট দিয়েছি এই জন্য......

Mr. Speaker:

পাবলিক ডিম্যান্ড রিকভারী এ্যাক্টের পরে দিলে মানে হয় না।

Sj. Monoranjan Hazra:

তাড়াতাড়ি দেওয়া হয়েছে বলে গোলমাল হয়ে গিয়েছে। আমি এই কথা এইজন্য বলতে চাই যে চাষীদের ঘাড়ে নানা রকম ঋণের বোঝা আছে। কৃষি ঋণ আছে, গভর্নমেন্টের কাছ থেকে সার নেওয়া ইত্যাদি নানা রকম ব্যাপারে ঋণ নিয়ে থাকে। এই রকম অবস্থায় যখন তাদের কাছে নোটিস যাবে তখন সমস্ত জিনিস একসঙ্গে আদায় করা হবে এবং তখন তাদের মুস্কিল হবে। সেই জন্য আমি বলেছি যে কিছু কিছু ইন্সটলমেন্টে যদি আদায় করা হয় তাহলে তারা দিতে পারবে এবং সরকারের ঘরেও টাকা আসবে।

Sj. Sunil Das: Sir, I beg to move that the following proviso be added to clause 10, namely:—

> "Provided that such holders of land as may be prescribed may be allowed to pay the arrears in instalments according to prescribed rules before any action is taken against them as contemplated above."

স্পীকার মহাশয় আমার ১০৯নং এ্যামেন্ডমেন্ট আমি মুভ করছি। আমার এ্যামেন্ডমেন্ট হচ্ছে

"Provided that such holders, etc."

—অর্থাৎ এখানে মূল ক্লজে বলা হয়েছে "এরিয়ার্স অব ওয়াটার এটসেট্রা"—

আমার বক্তব্য হল পাবলিক ডিম্যান্ড হিসাবে এরিয়ার যা থাকবে, অনাদায়ী, বকেয়া কর যদি থাকে, সেটা আদায় করবার পূর্বে তাদের একটা সুযোগ দেওয়া হোক। এবং সুযোগটা কি হওয়া উচিত সেটা আমার প্রোভিসোতে বলবার চেষ্টা করেছি। সেখানে বলেছি যে সমস্ত জমির মালিকএর এই আইনে, পাবলিক ডিম্যান্ডস রিকভারী এ্যাক্ট অনুযায়ী অনাদায়ী বকেয়ার জন্য নোটিস দেওয়ার প্রয়োজন হবে......

Mr. Speaker: I think you have got the ideas from the Bengal Tenancy Act. It is Mr. Fazlul Huq's amendment—which section?

Sj. Sunil Das: I do not remember the section exactly but I have taken it from that.

সেজন্য আমি বলতে চাই—এই এরিয়ারটা কিস্তিতে আদায় করাবার জন্য একটা সুযোগ দিতে হবে এবং সে কিস্তি যদি দিতে না পারে—তখন পাবলিক ডিম্যান্ডস রিকভারী এ্যাক্টে আদায় করা হোক।

Sj. Bhupal Chandra Panda: Sir, I beg to move that the following proviso be added to clause 10, namely:—

> "Provided that no land of a person having less than five acres of land shall be attached for sale."

আমার এমেন্ডমেন্ট হচ্ছে 'লেস্ দ্যান ফাইফ একার্স অব ল্যান্ড' এ রকম জমির মালিকের কোন ল্যান্ড এ্যাটাচ্ করা হবে না। আমার বক্তব্য হচ্ছে মুভএবিল এ্যান্ড ইমমুভেবল প্যাডি হতে পারে, ফার্নিচার হতে পারে......

Mr. Speaker:

লাঙ্গল, তক্তপোশ এসব কিছু এ্যাটাচ্ এবল নয় আন্ডার সিভিল প্রোসিডিওর।

Sj. Bhupal Chandra Panda:

স্যার প্যাডি হতে পারে; ধানও হতে পারে। আজকে চাষীর কাছে সব চেয়ে বড় প্রশ্ন হল ল্যান্ড—তা চাষীর পজেসনে থাকছে না। সেজন্য আমি যে প্রোভিসোটা দিয়েছি এটা খুব রিজনেবল। যদি বাংলা দেশের খাদ্য সংকট দূর করতে হয়, চাষীর অবস্থা ইম্প্রুভ করতে হয় তাহলে সেই প্রচেষ্টা কার্যকরী হতে পারে যদি ল্যান্ড এ্যাটাচ না করা হয়। যদি চাষীর ক্ষেতই না থাকে তাহলে তার অবস্থার আর উন্নতি কি জল পেয়েই কি হবে? সেজন্য ৫ একরের মালিক এমন চাষীর ল্যান্ড যেন এ্যাটাচ্ না করা হয়।

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that the following provisos be added to clause 10, namely:—

"Provided that no person shall be liable to be arrested or detained in civil prison or to have any movable or immovable property other than the holding to which the arrears of water rate relate, attached or sold in pursuance of any order under the Bengal Public Demands Recovery Act, 1913:

Provided further that before the holding is sold, the person shall on an application made by him, be allowed to pay off the arrears in such instalments as may be prescribed."

স্যার, আপনি বল্লেন সিভিল প্রসিডিওর কোড অনুসারে এই সমস্ত জিনিস এ্যাটাচ করা যায় না। কারণটা বুঝলাম না—এ রকম যদি কোন আইন না থাকে, ল্যান্ড রিফর্মস এ্যাক্টে এরিয়ার রেভিনিউর যে প্রভাইসো আছে তাতে পরিষ্কার বলেছেন যদি কোন ক্ষেত্রে রেভিনিউ বাকী থাকে সে রেভিনিউ পাবলিক ডিম্যান্ডস এ্যাক্ট অনুসারে আদায় করা হবে। বলবার পর প্রোভিসো দিয়েছেন—

"Provided that no person shall be liable to be arrested or detained in civil prison or to have any movable or immovable property other than the holding to which the arrears of water rate relate, attached or sold in pursuance of any order under the Bengal Public Demands Recovery Act, 1913:

Provided further that before the holding is sold the person shall on an application made by him, be allowed to pay off the arrears in such instalments as may be prescribed".

ঠিক এই ভাষাই আমাদের ল্যান্ড রিফর্মস এ্যাক্টে আছে। শুধু তফাৎ হচ্ছে ল্যান্ড রিফর্মস এ্যাক্টে 'রেভেনিউ' কথাটা আছে এক্ষেত্রে আমি করেছি সেটা 'সুটেবল এরিয়ার ওয়াটার রেট'। সুতরাং যদি রিডানডান্ট হয়—স্পীকার মহাশয় যেটা বলছেন যে একটুও প্রয়োজন নাই; ও কথা বলার—

they are permitted under the Civil Procedure Code.

আমার যেটুকু ধারণা তাতে এ রকম সিভিল প্রসিডিওর কোড্ নয় বলেই জানি—তবে আমি লইয়ার নই—তবে আমার যতটুকু জানা আছে সিভিল প্রসিডিওর কোডে এ প্রটেকশন দেয় না।

Mr. Speaker: I think you are right.

[6-5—6-15 p.m.]

Sj. Subodh Banerjee:

এই রকম ক্যাটেগরিক্যাল প্রভিসন থাকা দরকার। যদি ওয়াটার রেট বাকী পড়ে তাহলে সিভিল জেলে নেওয়া যেতে পারে না, প্রপার্টি এ্যাটাচ্ করা হবে না, যে জায়গাটায় বাকী পড়বে

সেইটুকু আপনি হল্ট্ করতে পারেন এবং তাকে এখানে ইন্সটলমেন্টে সেই এরিয়ার রেন্ট দেবার ব্যবস্থা থাকবে। এই দুটো প্রভাইসো আমার রয়েছে, এ জিনিস সরকার মেনে নিয়েছেন। কারণ, আমি প্রিন্সিপল্এ প্রভাইসো বলছি, এই সরকার একটি আইনে ইতিমধ্যে এই দুটি প্রভাইসো বিধিবদ্ধ করেছেন—

Land Reform Act which is more important than the Bill.

Mr. Speaker: In the Public Demands Recovery Act, Section 8A, it is stated that the payment of the amount due under any certificate may be made by instalment, etc., etc.". So that power is there.

Sj. Subodh Banerjee:

সেটা আছে। আমি বলছিলাম ল্যান্ড রিফর্মস গোটা পশ্চিম বাংলায় প্রযোজ্য,—বাকী খাজনা, বা ট্যাক্স রেভিনিউ বাকী পড়লে ঐ হয় না—এই প্রভাইসোতে তা রয়েছে। এটা অন্য ক্ষেত্রে এ্যাক্সেপ্ট করেছেন, এখানে কেন করবেন না? এর এপ্লিকেশন একটা লিমিটিড্ এরিয়ার মধ্যে। সারা বাংলা দেশে এটা এপ্লাই করলে ক্ষতি আছে? সরকারের রেভিনিউ একটা বিরাট জিনিস—তা যদি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তাহলে ইরিগেশন ট্যাক্সএর ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হবে—এর কি যুক্তি থাকতে পারে? সুতরাং মন্ত্রীমহাশয় একইভাবে এটা গ্রহণ করুন। এটাতে তাঁর কোন ক্ষতিই হয় না মনে করি। এটা নীতি হিসাবে অন্য জায়গায়ও গ্রহণ করেছেন।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

কানাইবাবু বলেছেন এই ক্লজটা থেকে টোগেদার উইথ ইন্টারেস্ট শব্দগুলি বাদ দেওয়া হউক, তাহলে দাঁড়াচ্ছে—

all arrears of water rate shall be recoverable as public demands.

আমরা আগে ক্লজ (৭) তে ইন্টারেস্ট ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করেছি, কিন্তু যাঁদের কাছে আদায় করতে হবে, পি ডি আর এ্যাক্ট ছাড়া আর কোন্ আইনে হতে পারে?

Dr. Kanailal Bhattacharya:

আমি যা বলেছিলাম তা শুনলেন না; আমি বিরোধিতা করতে উঠেছি সেজন্য শোনা উচিত ছিল।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

প্রমথবাবু বললেন এ্যাড্ সেকশন (৬), সেকশন (৬) তে আছে 'এক্জেমশন'। একজেমশন যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা কি আবার ডিম্যান্ড কোরে পি ডি আর এ্যাক্টে চাওয়া হবে? মনোরঞ্জনবাবু, সুনীলবাবু, সুবোধবাবু ইন্সটলমেন্টের কথা বলেছেন। আমরা পাব্লিক ডিম্যান্ডস্ রিকভারী এ্যাক্টে যাবার আগে প্রয়োজনীয় নোটিস দিয়ে দেব যাতে টাকা আদায় হয়। যদি কোন কারণে না হয় তাহলেই পাবলিক ডিম্যান্ডস রিকভারী এ্যাক্টে যাবে। যাবার পর সেখানকার যিনি বিচারক তাঁর হাতে সেক্সন ৮০ অব পাব্লিক ডিম্যান্ডস রিকভারী এ্যাক্ট অনুসারে ইন্সটলমেন্ট দেবার ক্ষমতা আছে। সে ক্ষমতা এখানে দেবার প্রয়োজন নেই। সুবোধবাবু যে আইনের তর্ক তুলেছেন—তাতে ল্যান্ড রিফর্মস এ্যাক্টের সেকশন (৩৮) অবিকল তুলে দিয়েছেন। ল্যান্ড রিফর্মস এ্যাক্টে যে ট্যাক্স করা হয় সেটা হল 'ট্যাক্স অন ল্যান্ড'—আমাদের এই বিলে যে ট্যাক্সের কথা আছে সেটা হল 'ট্যাক্স অন এ পার্সন'। সেকশন (৫) ভাল ক'রে পড়ে দেখুন।

It is a tax on a person and not a tax on land.

পাব্লিক ডিম্যান্ড রিকভারী এ্যাক্টে সেই পার্সন-এর যে কোন জিনিস ক্রোক করা যায়, গভর্নমেন্ট ধরে ধরে সিভিল জেলে দেবেন আবার তার জন্য খরচও দেবেন—এ জিনিস ইংরাজ গভর্নমেন্টও কোন দিন করেন নি, আর এ গভর্নমেন্ট পাছে তাই করেন সেজন্য একটা প্রভিশন রাখতে হবে—এ আমি মনে করি না।

I oppose all the amendments.

[6-15—6-25 p.m.]

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that in clause 10, line 1, the words "together with interest" be omitted, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—119.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Kolay, Sj. Jagannath
Kundu, Sjta. Abhalata
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Pravakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Samis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

AYES—64.

Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Hembram, Sj. Kamalakanta
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar, Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi

The Ayes being 64 and the Noes 119, the motion was lost.

The motion of Sj. Sunil Das that the following proviso be added to clause 10, namely:—

"Provided that such holders of land as may be prescribed may be allowed to pay the arrears in instalments according to prescribed rules before any action is taken against them as contemplated above."

was then put and a division taken with the following result:—

NOES—120.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima

Jana, Sj. Mrityunjoy
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Kolay, Sj. Jagannath
Kundu, Sjta. Abhalata
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakal
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

AYES—61.

Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. Sasabindu
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar, Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi

The Ayes being 61 and the Noes 120, the motion was lost.

The motion of Sj. Bhupal Chandra Panda that the following proviso be added to clause 10, namely:—

"Provided that no land of a person having less than five acres of land shall be attached for sale."

was then put and a division taken with the following result:—

NOES—119.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Cnandra
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Kolay, Sj. Jagannath
Kundu, Sjta. Abhalata
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Mazlruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

AYES—63.

Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar, Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi

The Ayes being 63 and the Noes 119, the motion was lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that the following provisos be added to clause 10, namely:—

"Provided that no such person shall be liable to be arrested or detained in civil prison or to have any movable or immovable property other than the holding to which the arrears of water rate relate, attached or sold in pursuance of any order under the Bengal Public Demands Recovery Act, 1913:

Provided further that before the holding is sold, the person shall on an application made by him, be allowed to pay off the arrears in such instalments as may be prescribed."

was then put and a division taken with the following result:—

NOES—120.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani

Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Kolay, Sj. Jagannath
Kundu, Sjta. Abhalata
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Sudhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

AYES—63.

Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Naskar, Sj. Gangadhar

Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi

The Ayes being 63 and the Noes 120, the motion was lost.

The question that clause 10 do stand part of the Bill was then put and a division taken with the following result:—

AYES—120.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Degar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Kolay, Sj. Jagannath
Kundu, Sjta. Abhalata
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matia
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan

Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

NOES—63.

Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi

The Ayes being 120 and the Noes 63, the motion was carried.

Clause 11

Mr. Speaker: There are two amendments—one is that of Sj. Tarapada Dey, No. 112 and the other is that of Sj. Monoranjan Hazra, No. 112A. Sj. Tarapada Dey is absent.

Sj. Saroj Roy: Mr. Speaker, Sir, with your kind permission I am moving the amendment of Sj. Tarapada Dey.

I beg to move that in clause 11, lines 5 to 7, for the words beginning with "notwithstanding anything" and ending with "be agreed upon" the words "be distributed as rebate to the person who have paid the water rate" be substituted.

স্পীকার, স্যার, তারাপদবাবুর যে এমেন্ডমেন্ট আছে আমি সেটা কনসিডার করতে বলচি। আমার মনে হয় তিনি এটা নিতে বাধ্য হবেন। এতে মোটামুটি বলা আছে যে হিসাব নিকাশের পর যে টাকা বাড়তি হবে সেটা স্টেট গভর্নমেন্ট এবং ডি ভি সি মাঝখানে ভাগাভাগি করে নেবেন। আমরা যে টাকা ওখানে নিচ্ছি সেটা কৃষকদের কাছ থেকে জুলুম করে নেওয়া হচ্ছে এটা আমরা ৪-এ সেকশনে দেখছি। এখানে শুধু একটা কথা হল যে টাকা যে কৃষকরা দিচ্ছে, সেই তাদের টাকা হিসাব নিকাশ করে যদি বেড়ে যায় তাহলে সাধারণ বুদ্ধিতে বলে যে ঐ বাড়তি টাকা তাদের ফেরৎ দেওয়া উচিত। এটা করলে কৃষকরা যে শুধু বেনিফিটেড হবে তা নয় কৃষি কাজের দিক থেকে এবং ফসল উৎপাদনের দিক থেকেও সেটাতে লাভ হবে। সেজন্য সেটা

গভর্নমেন্টকে বলা যে এটা অন্তত তাঁরা একটু বিবেচনা করে দেখুন। এই ট্যাক্সের ব্যাপারে তাঁরা বলছেন যে এতে কৃষকদের ক্ষতি হবে না, চাষের উন্নতি হবে। কিন্তু আমি বলব যে কৃষির উন্নতির জন্য এবং ফসলের উন্নতির দিক এই টাকাটা তাদের দেওয়া হোক। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে আর একটা কথা বলতে চাই যে বর্তমানে কয়েক বছরের জন্য এই টাকাটা ছেড়ে দিন যাতে কৃষকের দেয় বাড়তি টাকাটা তার কাছে ফিরে আসে। প্রথমেই আমরা বলেছিলাম যে এই জাতীয় ট্যাক্স করে টাকা কৃষকের কাছ থেকে নেওয়া যায় না। অন্যান্য দেশেও প্রথম প্রথম কৃষকের কাছ থেকে কেউ টাকা নেয়নি। কৃষকের আর্থিক উন্নতি হওয়ার পরে এই প্রশ্ন উঠতে পারে।

আমি আশা করি মন্ত্রী মহাশয় এই এমেন্ডমেন্টটা কনসিডার করবেন। যে টাকাটা তাঁরা ভবিষ্যতে নেবেন সেটা যদি ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলেও সাধারণভাবে কৃষকদের অনেক বেনিফিট হবে। বর্তমানে কয়েক বৎসরের জন্য যদি এটা ছেড়ে দেন তাহলে কৃষকদেরও মঙ্গল হয় এবং এই হাউসেরও মর্য্যাদা রক্ষিত হয়।

[6-25—6-35 p.m.]

Sj. Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that in clause 11, lines 5 to 7, for the words beginning with "notwithstanding anything" and ending with "be agreed upon" the words "be distributed as follows, viz.,—

> "fifty per cent. as rebate to the person who have paid the water rate and fifty per cent. between the State Government and the Damodar Valley Corporation".

be inserted.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, সরোজবাবু এই মাত্র যে কথা বল্লেন মন্ত্রী মহাশয় যদি তা স্বীকার করে নেন তাহলে আমার বক্তব্য বিশেষ কিছু থাকে না। আমি শুধু বলতে চেয়েছি যেটা আদায় হবে, যে টাকা হাতে এল তার অর্ধেকটা যদি চাষীকে রিবেট হিসাবে দেন এবং বাকীটা যদি ডি ভি সি এবং গভর্নমেন্ট ভাগাভাগি করে নেন তাহলে চাষীরা আপনাদের আশীর্বাদ করবে। এবং এতে সত্যিকারের দেশপ্রেমিকের কাজ করা হবে এবং তার ফলে চাষীর ও সমগ্র জাতির মঙ্গল হবে। এতে দামোদর তাদের ন্যায্য টাকা পাবেন, গভর্নমেন্টও তাঁদের টাকা পাবেন। এবং আমি মনে করি এতে টাকার সদ্ব্যয় হবে এবং দেশের সকলের উপকার হবে।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, সরোজবাবু কঠিন লোক—তিনি একটা পয়সাও ছাড়বেন না। তিনি বলছেন, সবটাই রিবেট দেওয়া হোক। মনোরঞ্জন হাজরা মহাশয়ের একটু দয়া মায়া আছে—তিনি ফিফটি পার্সেন্ট সরকারকে দিতে রাজী আছেন। রিবেট দিচ্ছেন কাকে? না, যে টাইমলি ট্যাক্স দিচ্ছে। ট্যাক্স দিতে এনকারেজ করার জন্যই এই রিবেট দেওয়া। যে টাইমলি ট্যাক্স দিল না তার উপর জরিমানা হিসাবে ইন্টারেস্ট চার্জ করা হল, পি ডি আর এ্যাক্ট প্রয়োগ করা হল। এসব করার পরও রিবেট দেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে। তাহলে তো ফিফটি পার্সেন্ট কলেকশন কম করলেই হত। একটা টোটাল টাকা আদায় হল, তারপর অংক কষতে হবে অমুক অমুক লোক এত এত পার্সেন্ট রিবেট পাবে—এটার কোন মানেই হয় না।

I oppose all the amendments.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

রিবেট না দেন রিফান্ড করুন।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

শেষ পর্যন্ত একই কথা।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

রিফান্ড এক কথা হল?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আমি আরেকটা জিনিস বলে দিই। খরচ হচ্ছে কার টাকা?—ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের। তারপর ডি ভি সিরও মেন্টেনেন্স খরচ আছে—তাদের তো খরচ চালাতে হবে—এগুলি বাদ দেবেন কি করে?

The motion of Sj. Saroj Roy that in clause 11, lines 5 to 7, for the words beginning with "notwithstanding anything" and ending with "be agreed upon" the words "be distributed as rebate to the persons who have paid the water rate" be substituted, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—113.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Degar, Sj. Kiran Chandra
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hembram, Sj. Kamalakanta
Jana, Sj. Mrityunjoy
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Kundu, Sjta. Abhalata
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

AYES—55.

Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar, Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Naskar, Sj. Gangadhar
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi

The Ayes being 55 and the Noes 113 the motion was lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that in clause 11, lines 5 to 7, for the words beginning with "notwithstanding anything" and ending with "be agreed upon" the words "be distributed as follows, viz.,—

"fifty per cent. as rebate to the persons who have paid the water rate fifty per cent. between the State Government and the Damodar Valley Corporation",

be inserted, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—113.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Degar, Sj. Kiran Chandra
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hembram, Sj. Kamalakanta
Jana, Sj. Mrityunjoy
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Kundu, Sjta. Abhalata
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab

Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

AYES—56.

Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Sardar
Naskar, Sj. Gangadhar
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi

The Ayes being 56 and the Noes 113, the motion was lost.

The question that clause 11 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

[6-35—6-45 p.m.]

Clause 12

Sj. Jagannath Koley: Sir, I beg to move on short notice that for item (b) of sub-clause (2) of clause 12 the following new item be substituted, namely:—

"(b) the form and manner of service of notices and the procedure to be followed for considering objections under section 7, and".

The motion was then put and agreed to.

The question that clause 12, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble

Sj. Sunil Das: Sir, I beg to move that in the preamble, line 3, for the words "is available" the words "is utilised" be inserted.

প্রিয়াম্বেল-এ আছে—

"Whereas it is expedient to provide for the imposition of a water rate in areas in West Bengal where water supplied by the Damodar Valley Corporation is available for"

এখন এইখানে 'এভেলএবল হবে বলে বলছেন। এভেলএবল-এর সঙ্গে ট্যাক্স ধার্য করার ব্যবস্থাটা ও'রা প্রিএম্‌বল-এ একত্রিত করতে চেয়েছেন—যেখানে 'এভেলেবল' হবে সেখানে ট্যাক্স ধার্য করা হবে।

মিঃ স্পীকার, স্যার, এই 'এভালেবেলিটি' ও 'ইউটিলিজেশন'এর যে পার্থক্য রয়েছে, ব্যবধান রয়েছে, সেই ব্যবধান সংকীর্ণ করা দূরের কথা, আমরা অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পাচ্ছি, সেই ব্যবধানটা ক্রমশঃ আরো বিস্তৃততর হচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে এই কয়েকদিনের মধ্যে সংবাদপত্রে যে সমস্ত সংবাদ বেরিয়েছে, আমি প্ল্যানিং কমিশনের প্রগ্রেস রিপোর্টের কথা ছেড়ে দিচ্ছি, আমি প্ল্যানিং কমিশনের আর একটা রিপোর্ট যেটা বেরিয়েছিল 'এপ্রেইজাল অব দি প্রসপেক্টস' সেটার কথাও ছেড়ে দিচ্ছি, তাতে যে সমস্ত কথা লেখা রয়েছে বর্ত্তমান 'ইউটিলিজেশন' এবং 'এভেল-এবিলিটি'র ব্যবধান সম্পর্কে, সেগুলিও আমি ছেড়ে দিলাম, দু-তিন দিনের মধ্যে সংবাদপত্রে যে সমস্ত সংবাদ বেরিয়েছে, মিস্টার স্পীকার, স্যার, আপনি দেখেছেন 'এভেলএবিলিটি'র সঙ্গে 'ইউটিলিজেশন'এর যে সম্পর্ক তার ভেতর একটা দস্তুরমত ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। যেখানে এই ব্যবধান রয়েছে, মাননীয় সেচমন্ত্রী মহাশয় তা দূর করবার জন্য কোন প্রকার প্রতিশ্রুতি দেননি, তাঁর হাতে এর কোন ব্যবস্থা নেই। সুতরাং এই বিলের আলোচনার উপান্তে এসেও আমি, মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনার মাধ্যমে মাননীয় সেচমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি শুধু নয়, এই যে একটা অন্যায় রকম ব্যবস্থা তিনি করতে যাচ্ছেন—এভেলিবিলিটির সঙ্গে কর ধার্য্য করবার নীতির যে নিগূঢ় সম্পর্ক স্থাপন করতে যাচ্ছেন, ইউটিলিজেশনের সম্পর্কটা বাদ দিয়ে, সেটা এখনও তাঁকে অবহিত হতে বলছি। এই প্রিয়াম্বেলে যে পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন, যে প্রয়োজনটা আমি অপরিহার্য্য বলে মনে করি, এবং সেই জন্য আমি এইটা পরিবর্ত্তন করবার উদ্দেশ্যে আমার এই সংশোধনীটা উত্থাপন করেছি।

সুতরাং আমি আশা করি এখনও বিলের উপান্তে সেটা মন্ত্রী মহাশয় গ্রহণ করবেন।

Mr. Speaker: The latest move in England is to get rid of the Preamble in an Act.

Sj. Hare Krishna Konar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, প্রিয়াম্বেলে বা লংগ টাইটেলে, উভয়েতে আমার যে একই ধরণের সংশোধনী ছিল, সেটা আপনি বাতিল করে দিয়েছেন।

Mr. Speaker:

শুধু প্রিয়াম্বেলে।

Sj. Hare Krishna Konar:

তবে যে রেওয়াজ আছে, তাকে অবলম্বন করে, এই ক্লজ উপলক্ষ্যে আমি দু-চারটে কথা বলতে চাই। আমি প্রথম থেকেই বলে আসছি যে আপনারা পুরান দামোদর খালেতে জল দিতে পারছেন না, এবং এটা ডি ভি সির সংগে যোগ করে ক্ষতি করছেন, অথচ এখানে এই সময় আপনারা জোর করে ট্যাক্স ধার্য্যের আইনটা আনছেন। আমরা বরাবর বলে ছিলাম অন্ততঃ......

Mr. Speaker:

আপনি প্রিয়াম্বেলের উপর বলুন।

Sj. Hare Krishna Konar:

আমার এটা আউট অব অর্ডার হলেও, রেওয়াজ আছে বলে বলছি। আমি এটাকে অপোজ করছি, মেইন জিনিসটাকে। আমি তাতে এইটুকুই দেখাতে চাই, এই গভর্নমেন্ট ডি ভি সির সংগে দামোদর ও ইডেন ক্যানেলকে যুক্ত করে এ বৎসর চাষীদের প্রভুত ক্ষতি করেছেন। তার উপরে এই ধাঁচের আইন এনে চাষীদের আরও ক্ষতি করতে যাচ্ছেন। আমি বলেছিলাম দামোদর ক্যানেলকে আপনি বাদ দিয়ে দিতে পারতেন।

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি এই জন্য এগুলি বলতে বাধ্য হচ্ছি, কারণ, গতকাল সংবাদ-পত্রে দেখা গেল যে সরকারের তরফ থেকে একটা বিবৃতি বার করা হয়েছে যে ক্যানেল থেকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ জল দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু সেখানকার লোকেরা সেই জল আটকে রাখছে, বাধা দিচ্ছে। এই জল না দেওয়ার প্রসংগ উঠেছে বলে, এই ধরনের কথা প্রচার করা হচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি শুধু দুটা রিপোর্ট থেকে দেখাচ্ছি যে সরকারী প্রচার অসত্য এবং জল ক্যানেলে ছাড়া হচ্ছে না। আমাদের বর্দ্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত পত্রিকা।......

Mr. Speaker:

আপনি মুখে বলুন, পড়বেন না।

Sj. Hare Krishna Konar:

আমি সবটা পড়বো না, শুধু দু-একটা জায়গা থেকে পড়ে শোনাতে চাই। এখানকার এম এল সি সাহেদুল্লা সাহেবের পরিচালিত পত্রিকা। তাতে এই সংবাদ আছে। কিন্তু আমি এই পত্রিকার খবর দিচ্ছি না। আমরাই শুধু কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে বলছি না। আর একটি পত্রিকা "বর্দ্ধমানের কথা" শ্রীনরেন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরিচালিত, যিনি সেখানকার জেলা কংগ্রেসের একজন নেতা, তাঁরও কথা আছে। এর তারিখটা হচ্ছে ১৭ই জুলাই। এখানে বলছেন বর্ত্তমান বৎসরের চাষের সময় পার হতে চললো, এখনও পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র নিয়মিতভাবে জল ছাড়া হ'ল না।

Mr. Speaker:

আপনি ওটা থার্ড রিডিংএ বলবেন। এখানে এটা ইরেলিভেন্ট হয়ে যাচ্ছে।

[6-45—6-50 p.m.]

"বর্দ্ধমান বাণী"এর সম্পাদক ছিলেন জনাব আব্দুল সাত্তার, তিনি মিনিস্টার হবার পর নামটা এখান থেকে উঠে গিয়েছে। এর তারিখটা হচ্ছে ২৫শে জুলাই; "মাত্র তিন দিন হইল জল ছাড়া হইয়াছে, তাহাও এত অপর্য্যাপ্ত যে জমিতে জল উঠিবার পাইপের মুখে জল উঠিল

না। যে যেমন পারিল বাঁধ কাটিয়া চাষ করার জন্য জল লইল।" এ হল ২৫এ জ্বলাইএর কাগজ। বর্ধমান জেলার কংগ্রেস সম্পাদক শ্রীনারায়ণ চৌধুরীর দ্বারা সম্পাদিত "বর্ধমান" কাগজ। ২৩এ জ্বলাইএর কাগজে তিনি সম্পাদকীয়তে লিখেছেন, "ফটিক জল"। তাতে বলেছেন—"বহু কোটি টাকা ব্যয় করিয়া, অনেক জমি নষ্ট করিয়া হাজার হাজার মাইল ক্যানেল কাটিয়া অনাবৃষ্টির সময় কৃষকদের ইচ্ছামত জল সরবরাহের ভরসা দিয়া ডি ভি সি কর্তৃপক্ষ এই বৎসরে কৃষকদের ভাগ্য লইয়া যে ছিনিমিনি খেলিতেছেন তা সত্যই দুঃখজনক। ইডেন এবং দামোদর ক্যানেলের কৃষকগণ যেভাবে জল পাইতেছিল তার ব্যতিক্রম দেখিয়া কৃষকগণ ডি ভি সির কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে"। তারপর এখন জল তারা পায়নি এ কথা লিখেছেন—"আকাশে বৃষ্টি নেই, ক্যানেলেও জল নেই, শ্রাবণের ধারা কোথায় মিলাইয়া গেল কে বলিতে পারে!" তাই পুরান ক্যানেল এলাকাকে নূতন ট্যাক্স হতে বাদ দিতে বলেছি। এই রকম একটা প্রয়োজনীয় ব্যাপার সরকার এই আইনে বাতিল করে দিয়েছেন। আমি লিখেছিলাম "এক্সক্লুডিং দি এরিয়াস অলরেডি বিইং সাপ্লাইড", এটা মন্ত্রী মহাশয় গ্রহণ করে নেননি। যারা আগে ক্যানেলের নিয়মিত জলের উপকার পাচ্ছিল তারা এই উপকার থেকে বঞ্চিত হল। তার পরিবর্তে এই ধরনের ট্যাক্স আইন নিয়ে আসার আমি খুব আপত্তি করি। এই বলে আমি এই প্রিয়েম্বেলে আপত্তি করছি।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এটা আউট অব অর্ডার। সকলে যে কথা বলেছেন সেটাই রিপিট করেছেন। আমরা বরাবরই বলে আসছি যে আমরা যেখানে জল দিতে পারবো এবং জল দেবো সেখানে ট্যাক্স দিতে হবে। আমি জল দিতে রাজী আছি, তিনি সেটা ইউটিলাইজ করলেন না, ভায়ে ভায়ে মাথা ফাটাফাটি করে জমিটা পতিত পড়ে রইল, আমার ট্যাক্সটা মারা যাবে কেন? সেই জন্য আমি এটা অপোজ করছি।

The motion of Sj. Sunil Das that in the preamble, line 3, for the words "is available" the words "is utilised" be inserted, was then put and lost.

The question that the preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji: Sir, I beg to move that the West Bengal Irrigation (Imposition of water rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958, as settled in the Assembly be passed.

Mr. Speaker: The House is adjourned till 2-30 p.m. tomorrow. Tomorrow first there will be questions; then this Bill will continue till the third reading is over; and then whatever time will be left will be devoted to non-official resolutions.

Adjournment

The House was then adjourned at 6-50 p.m. till 2-30 p.m. on Friday, the 1st August, 1958, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Friday, the 1st August, 1958, at 2-30 p.m.

Present:

Mr. Speaker (the Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 11 Hon'ble Ministers, 9 Deputy Ministers and 211 Members.

[2-30—2-40 p.m.]

Disposal of questions

Mr. Speaker: I may point out to the honourable members that perhaps this is the last day of the term when you will be putting questions. So I would like to see as many questions disposed of as possible. Even if you like to pick out questions which are urgent except those which you may consider can stand over—if you like to take them, I can even allow that. But I would not like you to put unnecessarily fifteen supplementaries to each question. Please do not do that.

Sj. Ganesh Ghosh: Questions stand over

থাকে না। পরে যায়।

Mr. Speaker: Mr. Ghosh, that is a mistake which honourable members make because a book is published which shows how many questions have stood over. Sometimes we all waste money by printing books.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

স্যার, আমি গতবারে একটি শর্ট-নোটিস কোশ্চেন দিয়েছিলাম সেটার জবাব এখনো পর্যন্ত পাইনি—এবারে সেটা অর্ডিনারী কোশ্চেন হয়ে লিস্টে উঠেছে।

Mr. Speaker: I will allow you to put it.

Sj. Niranjan Sengupta:

স্যার, আমিও প্রথম সেসনে একটা কোশ্চেন দিয়েছিলাম, তার পরেরটার জবাব এসেছে কিন্তু সেটার এখনো আসেনি।

Mr. Speaker:

আমি গণেশবাবুকে বলেছি—দিনে যদি মাত্র ৪।৫টা করে হয় তাহলে কি করে সব হতে পারে।

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

[Further supplementary questions to unstarred question 25.]

Dr. Pabitra Mohan Roy:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে কোন রকম সাহায্য কো-অপারেটিভকে করা হয়নি বা ঋণ দেওয়া হয়নি—তাহলে কি কারণে সরকার একজন অফিসার এপয়েন্ট করলেন?

Sj. Chittaranjan Roy:

নাইন্টিনফিফ্‌টিসিক্সএ এক্‌জিকিউটিভ অফিসার এপয়েন্ট করা হয়েছিল, তার আগে জানুয়ারী মাসে লোক দেওয়া হবে ঠিক হয় কিন্তু সেখানে এক্‌জিকিউটিভ অফিসার গিয়ে দেখলেন চার্জ নেবার মতন কোন কিছু পেলেন না। এদিকে হাই কোর্টে মোকদ্দমা সুরু হয়েছে। লোন স্যাংশন হয়েছিল নাইনটিনফিফ্‌টিসিক্সএর জানুয়ারিতে আর ফেব্রুয়ারিতে এক্‌জিকিউটিভ অফিসার এপয়েন্টেড হন......
but the loan could not be utilised because there were cases and injunctions before the Hon'ble High Court and so he could not proceed with the work. Then when all the cases were settled and the work started in last March the loan could be given.

Dr. Pabitra Mohan Roy:

এই অফিসারের বেতন কি সরকার দেন, না কো-অপারেটিভের ফান্ড থেকে দেওয়া হয়।

Sj. Chittaranjan Roy:

বর্ত্তমানে সরকার দেন, কো-অপারেটিভের এ্যাসেট যখন হবে তখন কো-অপারেটিভ থেকে দেওয়া হবে।

Heragachi Pallisri Samabaya Samiti, Burdwan district.

26. Sj. Dasarathi Tah: Will the Hon'ble Minister in charge of the Co-operation Department be pleased to state—

(ক) বর্ধমান জেলার হীরাগাছি পল্লীশ্রী সমবায় কৃষি সমিতি লিমিটেড কি অচল হইয়া গিয়াছে ; এবং

(খ) হইলে, তাহার কারণ কি?

The Deputy Minister for Co-operation (Sj. Chittaranjan Roy):

(ক) এখনও অচল হয় নাই, তবে, সমিতির বর্তমান অবস্থা সন্তোষজনক নহে।

(খ) সমিতির ম্যানেজিং কমিটির কুশাসন ও চেয়ারম্যান এবং সেক্রেটারীর মধ্যে বিবাদ এই অসন্তোষজনক অবস্থার জন্য দায়ী।

Sj. Dasarathi Tah:

মন্ত্রী মহাশয় কি অবগত আছেন যে কো-অপারেটিভ অফিসারই সেই সমস্ত গোলমালের কারণ, এবং যদি তাই হয়ে থাকে—তাহলে মন্ত্রী মহাশয় সেদিকে একটু দৃষ্টি দিয়ে গোলমাল মিটিয়ে দেবেন কি?

Sj. Chittaranjan Roy:

কোন অফিসার এটার কারণ বলে আমি অবগত নই। আমি যতদূর জানি সেক্রেটারী আর চেয়ারম্যানের মধ্যে ঝগড়াটার জন্যই ম্যানেজমেন্টের কুশাসন—সেক্রেটারী বলেন চেয়ারম্যান টাকা চুরি করেছেন, চেয়ারম্যান বলেন সেক্রেটারী চুরি করেছেন। এতে অফিসারের কোন স্থান নাই।

Sj. Dasarathi Tah:

এ বিষয়ে আপনার বিভাগ কি করবেন? পাব্লিকের টাকাটা যাতে উদ্ধার হয় এবং কো-অপারেটিভটা যাতে বেঁচে থাকে সেজন্য গভর্নমেন্টের তরফ থেকে কিছু করবেন কি না?

Sj. Chittaranjan Roy:

গভর্নমেন্টের তরফ থেকে আমরা সমিতিকে বাঁচাবার জন্য এন্‌কোয়ারী করে যে ডিফেক্ট দেখেছি সেগুলি সংশোধন করবার জন্য টাইম দিয়েছি, এবং মিটিং করতে বলেছি।

Sj. Dasarathi Tah:

সরকারী কর্ম্মচারীরা টাকা নিয়ে যে গোলমাল করেন সেটা যাতে না হয় সেদিকে মন্ত্রী মহাশয় যেন দৃষ্টি দেন।

Sj. Chittaranjan Roy:

সে সম্বন্ধে আর কোন খবর নাই।

Proposed bus service connecting Jessore Road and Barrackpore Trunk Road.

35. **Dr. Pabitra Mohon Roy:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Transport) Department be pleased to state if it is a fact that Government proposed to run buses on the route connecting Jessore Road and Barrackpore Trunk Road via Madhusudan Banerjee Road, North Dum Dum Municipal area, as soon as the improvement work of the road would be completed?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) whether the improvement work of Madhusudan Banerjee Road in the North Dum Dum Municipal area is now completed; and

(*ii*) if so, when the Government will start the bus service connecting the Jessore Road with Barrackpore Trunk Road through the Madhusudan Banerjee Road?

The Minister of State for Development (the Hon'ble Tarun Kanti Ghosh): (*a*) Yes. Government did propose to run such a service after the improvement work on the road was completed.

(*b*) (*i*) No.

(*ii*) As improvement of the road has not been completed, it is not possible to run a through service connecting Jessore Road and Barrackpore Trunk Road, but the Regional Transport Authority, Calcutta, has initiated steps for extending bus route 78C (Shyambazar to Belghoria) up to Nimta School.

Dr. Pabitra Mohan Roy:

এই যে সেভেন্টিএইট সি শ্যামবাজার টু বেলঘোরিয়া আপ টু নিমতা স্কুল দিয়েছেন সেটাকে শেষ মাথা পর্য্যন্ত দিলেই সমস্যাটা মিটে যায় এটা কি মন্ত্রী মহাশয় জানেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

নিমত থেকে বিরাটী পর্য্যন্ত রাস্তাটা বড় সরু, সে রাস্তা চওড়া না হলে বাস চলাচল করতে পারে না। রাস্তাটা চওড়া হলে সম্ভব হত। রাস্তাটা ভাল হতে পারে—কিন্তু চওড়া হবে না।

Dr. Pabitra Mohan Roy:

যেটা দিয়েছেন সেই বাসটা যদি বিরাটি পর্য্যন্ত যায় তাহলেই ত হয়।

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

এক্সপার্টরা যখন বলেন বিপদজনক, ন্যাচারেলী তখন আর তা করা সম্ভব নয়।

Arrests in connection with the movement for replacement of Outram's statue by that of Netaji

38. Sj. Chitto Basu: Will the Hon'ble Minister in charge of the Home Department be pleased to state—

(*a*) if it is a fact that more than one hundred persons, including some ladies, were arrested in connection with the movement demanding the replacement of statue of Outram by the side of Chowringhee Road in Calcutta by that of Netaji Subhas Chandra Bose; and

(*b*) if so, whether Government have any scheme to replace the statue by that of Netaji Subhas Chandra Bose?

The Minister for Home (Police) (The Hon'ble Kali Pada Mookerjee): (*a*) only 26 persons were arrested and later released. There was no woman among them.

(*b*) No.

Sj. Saroj Roy:

মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি স্ট্যাচু অব আউটরাম যেটা সেখানে রয়েছে সেটা রিমুভ করবার কোন ব্যবস্থা সরকার করেছেন কি না?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

কিছুদিন হল আউটরামের স্ট্যাচু সেখান থেকে রিমুভ করা হয়েছে, সে স্ট্যাচু এখন আর সেখানে নেই।

Sj. Saroj Roy:

রিমুভ করে সে স্ট্যাচু কোথায় রাখা হয়েছে বা স্থাপন করা হয়েছে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

সে স্ট্যাচু এখন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে আছে।

Sj. Hare Krishna Konar:

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কোন স্ট্যাচু বসাবার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

হাঁ, আছে।

Sj. Hare Krishna Konar:

কোন্ জায়গায় তাঁর স্ট্যাচু সরকার বসানোর পরিকল্পনা করেছেন জানতে পারি কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

মহাজাতি সদনে।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

আউটরামের স্ট্যাচু যে জায়গায় ছিল সে জায়গায় কি আর কারো স্ট্যাচু বসানোর পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেছেন?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

হাঁ, মহাত্মা গান্ধির স্ট্যাচু সেখানে বসানো হবে স্থির করা হয়েছে।

Sj. Hemanta Kumar Basu:

মহাজাতি সদনে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের স্ট্যাচু স্থাপন না করে একটা ওপেন স্পেসে প্রকাশ্য খোলা জায়গায় কি তাঁর মূর্ত্তি স্থাপনের পরিকল্পনা করা যায় না? যেখানে আউটরামের মূর্ত্তি ছিল সেনাপতির বেশে ঠিক সেই রকম বেশে নেতাজীর মূর্ত্তি ঐ জায়গায় স্থাপন করলে কি দেখতে সুন্দর হয় না?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

যে পরিকল্পনা বর্ত্তমানে আছে তাতে মহাজাতি সদনেই নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করার কথাই হয়েছে। আর আউটরামের প্রতিকৃতি যেখানে ছিল সেখানে পজেটিভলি গান্ধিজীর স্ট্যাচু বসাবার সিদ্ধান্ত এক বৎসর আগে করা হয়েছে, এবং সংবাদপত্রে এ সম্বন্ধে একটা বিবৃতি দেওয়া হয়েছে।

Sj. Deben Sen:

জনসাধারণ যখন ঐ খোলা জায়গাটায়ই নেতাজীর স্ট্যাচু বসাতে চায় তা বসাতে বাধা কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

বাধা কোথায় তাতো পূর্ব্বেই বল্লাম।

Sj. Deben Sen:

ঘরের ভিতর নেতাজীর স্ট্যাচু রাখবার আবশ্যকতা কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

মহাজাতি সদনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল, সেই কারণে নেতাজীর স্ট্যাচু মহাজাতি সদনে স্থাপন করাই সমীচীন হবে বলে গভর্নমেন্ট স্থির করেছেন, তবে প্রয়োজন হলে অন্যত্রও করা যেতে পারে।

Sj. Deben Sen:

আমরা প্রয়োজন বোধ করছি—এবং আশা করি গভর্নমেন্ট জনসাধারণের দাবীর প্রতি লক্ষ্য করে নেতাজীর প্রতিমূর্ত্তি মহাজাতি সদনে স্থাপন না করে খোলা জায়গায় স্থাপনের ব্যবস্থা করবেন।

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: This is a request for action.

Sj. Hemanta Kumar Basu:

আউটরাম যেমন একজন বৃটিশ সেনাপতি ছিলেন ঠিক সেই রকম নেতাজী সুভাষচন্দ্রও ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য সামরিক নৈপুণ্য ও দক্ষতার সহিত সংগ্রাম করেছেন। গান্ধিজীর প্রতিমূর্ত্তি একটা বিশিষ্ট খোলা জায়গায় বসানো হোক এটা আমরা চাই, কিন্তু আউটরামের জায়গায় যদি নেতাজীর প্রতিমূর্ত্তি বসানো যায় সেইটা শোভন হয়।

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

অনেক দিন পূর্বেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে সেখানে মহাত্মা গান্ধির প্রতিমূর্ত্তি বসানো হবে।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

আউটরামের মূর্ত্তি যেখানে ছিল মহাত্মা গান্ধির প্রতিমূর্ত্তি যে সেখানেই বসানো হবে—এই সিদ্ধান্ত এক বৎসর আগেই সরকার কেন গ্রহণ করেন? কি হিসাবে প্রয়োজন বোধ করলেন আউটরামের স্ট্যাচু বসাবার—

Mr. Speaker: In my humble opinion this is an unnecessary question.

[2-40—2-50 p.m.]

Sj. Deben Sen:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, বিষয়টা জরুরী। এ সম্পর্কে পাব্লিক পত্রিকা মারফত একটা বিক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। কেন গভর্নমেন্ট একটা খোলা জায়গায় এটা করবেন না? তাতে কি খরচ বেশি হবে?

Mr. Speaker:

তিনি ত বল্লেন যে আর একটা জায়গায় করা যেতে পারে—
You are feeling for it, the Government should take note of that.

Sj. Deben Sen:

তা ত বলছেন না।

Sj. Subodh Banerjee:

একথা কি সত্য যে আমাদের ওয়ার্কস এ্যান্ড বিল্ডিংস ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী মহাশয়ের সংগে যাঁরা এই ব্যাপারে দেখা করতে এসেছিলেন তাঁদের কাছে তিনি বলেছেন যে, ময়দানের অন্য একটা স্থলে খোলা জায়গায় নেতাজীর প্রতিমূর্তি স্থাপন করার পরিকল্পনা তাঁদের আছে।

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

আমি তাহাই বলেছি যে এসম্বন্ধে বিবেচনা করা যেতে পারে কিন্তু এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্ত হয়নি। সিদ্ধান্ত যেটা নেওয়া হয়েছে সেটা মহাত্মা গান্ধির প্রতিমূর্তি বসাবার সিদ্ধান্ত।

Sj. Subodh Banerjee:

আমি জানতে চাচ্ছি যে ওয়ার্কস এ্যান্ড বিল্ডিংস ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী মহাশয় এরকম কোন কথা বলেছেন কি না?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

এখনও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি।

Sj. Subodh Banerjee:

আমি জানতে চাচ্ছি এরকম কোন এসিওরেন্স তিনি কোন ডেপুটেশনকে দিয়েছেন কি না?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

না, এমন কোন আশ্বাস তিনি দেননি।

Sj. Ganesh Ghosh:

একই স্থানে মহাত্মাজী এবং নেতাজীর প্রতিমূর্তি স্থাপন করা নিয়ে নানা রকম মনোমালিন্য এবং বাকবিতণ্ডা হচ্ছে—এটা খুবই অপ্রিয় এবং দুঃখজনক। এটা বন্ধ করা সম্বন্ধে কোন এফেকটিভ স্টেপস নেয়ার কথা সরকার ভাবছেন কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

গভর্নমেন্ট এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অদূরভবিষ্যতে সেখানে মহাত্মাজীর প্রতিমূর্তি স্থাপন করার এবং আমার মনে হয় দু-এক মাসের মধ্যেই সেটা এখানে প্রতিষ্ঠিত হবে।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

সেখানে নেতাজীর প্রতিমূর্তি বসানো সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে গান্ধিজীর প্রতিমূর্তি বসানোটা ঠিক হবে কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: It is a matter of opinion.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

Rural Electrification Schemes in the police-stations of Serampore, Chanditala and Uttarpara.

***125. Sj. Monoranjan Hazra:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Development Department be pleased to state—

(ক) চণ্ডীতলা, শ্রীরামপুর ও উত্তরপাড়া থানার গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ; এবং

(খ) থাকিলে, কোন্ কোন্ থানার গ্রামাঞ্চলে আনুমানিক কোন্ সময়ে পরিকল্পনাগুলি চালু করা হইবে?

The Minister of State for Development (the Hon'ble Tarun Kanti Ghosh):

(ক) চণ্ডীতলা ও উত্তরপাড়া থানার গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিকল্পনা আছে।

(খ) আশা করা যাইতেছে যে, চণ্ডীতলা থানার চণ্ডীতলা, গড়ালগাছা, ডানকুনি এবং উত্তরপাড়া থানার মাখলা, রঘুনাথপুর এবং নবগ্রাম কলোনিতে শীঘ্রই বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাইবে।

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

আপনারা জানেন যে অনেক ভাল জায়গায় হয়ে গেছে। কাজেই এটা কারেক্ট করে নিয়ে প্রশ্ন করবেন।

Sj. Monoranjan Hazra:

এই যে স্ট্রীট লাইট হাউস কনেক্শন দেয়া হবে—এ্যাট প্রেজেন্ট তার কি ব্যবস্থা হয়েছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

হাউস কনেক্শন দিতে হবে।

Sj. Monoranjan Hazra:

কত ভোল্ট সাপ্লাই দেয়া হবে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

সারা দেশে ২২০ ভোল্ট করে দেয়া হয় এ সি-তে।

Sj. Monoranjan Hazra:

আপনি কি জানেন যে এ সি কারেন্ট ১১০ ভোল্টের বেশী হোলে এ্যাকসিডেন্ট হয়?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

এ্যাকসিডেন্ট বেশি কাজের জন্য হয় না—এ্যাকসিডেন্ট অসাবধানতার জন্য হয়!

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে ইংলন্ড প্রভৃতি দেশে এ সি কারেন্ট হোল কনজামশনের জন্য যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় তা ১১০ ভোল্টের বেশী হয় না?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

আপনার বোধ হয় মনে আছে—একটা নন-অফিসিয়াল রিজলিউশন ১৯৫২ সালে আনা হয়েছিল এই এসেম্বিলতে, সেটাতে ২২০ই বন্দোবস্ত করা হয়েছে, ১১০ করা সম্ভবপর নয়। I do not think any purpose will be served.

Sj. Monoranjan Hazra:

এই যে সাপ্লাই হবে, তার ইউনিট রেট কত?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

ইউনিট রেট হোম কন্‌জামশনের জন্য ৫ আনা, আর ইন্ডাস্ট্রিতে আপটু ২৷৷০ আনা, এ্যাকটিং টু দি ক্যাপাসিটি লোড ২৷৷০ আনা পর্যন্ত।

Sj. Monoranjan Hazra:

ইন্ডাস্ট্রিতে কত পড়বে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

২৷৷০ আনা বল্লাম যে।

Inclusion of Kaliachak Thana in N.E.S. Block

***126. Sj. Monoranjan Misra:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Development Department be pleased to state—

(ক) মালদহ জেলার কালিয়াচক থানাকে এন, ই, এস, ব্লক-এ বর্তমানে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে কিনা;

(খ) না হইয়া থাকিলে তাহার কারণ কি; এবং

(খ) ব্লক এরিয়া অন্তর্ভুক্ত করাকালীন কি কি কারণের উপর প্রায়রিটি দেওয়া হয়?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

(ক) না।

(খ) জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লক এলাকাভুক্ত করার জন্য অন্যান্য অনগ্রসর পল্লী অঞ্চলগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার সিদ্ধান্ত হওয়ায় কালিয়াচক থানাকে ব্লক এলাকাভুক্ত করা এখনও সম্ভব হয় নাই।

(গ) কোনও অঞ্চলে ব্লক স্থাপনের আশু প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে স্থানীয় জেলা কর্মচারিগণের মন্তব্য এবং অন্যান্য কারণ, যথা—পল্লী অঞ্চলের অনুন্নত অবস্থা, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া সেই অঞ্চলকে ব্লক এলাকাভুক্ত করা হয়।

Apprehended retrenchment of employees of D.V.C.

***127. Sj. Benoy Krishna Chowdhury:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Development Department be pleased to state—

(*i*) whether Government are aware that due to the completion of the first phase of the Damodar Valley Projects, some 10,000 employees of D.V.C. are going to be retrenched by March, 1958;

(*ii*) whether 3,000 employees will be retrenched by December, 1957, and already retrenchment notice has been served upon 300; and

(*iii*) whether the D.V.C. authority are retrenching their employees without making any provision for alternative employment?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state what action, if any, Government propose to take in the matter?

The Minister for Irrigation and Waterways (the Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji): (*a*) (*i*) and (*ii*) No.

(*iii*) No. All efforts are made to provide alternative employment and about 90 per cent. of retrenched personnel have been employed so far.

(*b*) Does not arise.

এই কোশ্চেনটা উনি নভেম্বর মাসে করেছিলেন এবং ডিসেম্বর মাসে ডি ভি সি-র কাছ থেকে রিপোর্ট এনেছিলাম ও ফেব্রুয়ারি মাসে রিপ্লাই দিয়েছিলাম। তারপরে অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। সেজন্য আমি নূতন করে প্রশ্নটার জবাব দিচ্ছি।

Mr. Speaker: If I may tell you, Mr. Mukharji, which is just a suggestion that if you know the current facts, I think the members will be happier to know what the current facts are. That is a dead question and the answer is equally dead. You can give the details.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji: (a) (i) No. Up to 30th June, 1958, 3,641 persons have been retrenched. Up to March, 1958, the number was 3,387. It is, therefore, not a fact that 10,000 employees were going to be retrenched by March, 1958.

(ii) The number of persons retrenched up to December, 1957, was 3,030. Retrenchment notices have been served this month (July, 1958) on 325 persons.

(iii) No. Out of 3,641 persons retrenched, 3,373 persons have been provided with alternative employment, while 129 left voluntarily. Alternative employment is being secured for the balance of 139 employees. The above figures would indicate the provision that has been made for alternative employment to the retrenched persons. Steps taken by the D.V.C. and Government: The D.V.C. has set up a special wing in its Personnel Department and a senior officer is sent out to carry on negotiations with the various employing agencies in the country for employment of D.V.C. surplus employees. Government of India have also set up a Central Co-ordination Committee consisting of all the Ministers of the Central Government to deal with the problem of surplus employees of D.V.C. and other River Valley Projects. Government of India have issued directions to utilise the resources of all the industries in the Public Sector for rehabilitation of such men as far as practicable. Negotiations are being carried on with the Steel projects, Railways, and big industrial concerns in West Bengal and Bihar with a view to re-employing the surplus employees.

(b) Does not arise.

[2-50—3 p.m.]

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

জুলাই মাসে ৩২৫ জন রিট্রেঞ্চড্ হয়েছে, তার মধ্যে কতজনকে এম্প্লয়েড করা হয়েছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

সবসুদ্ধ ১৩৯ জন বাকী আছে।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

আমার প্রশ্ন হল—জুলাই মাসে যে ৩২৫ জন লোক রিট্রেঞ্চড হয়েছে তার মধ্যে কতজন এম্প্লয়েড হয়েছে।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আলাদা করে জুলাই মাসের খবর আমার কাছে নেই।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

আগস্ট মাসের ভিতর আরো ৭৫০ জনকে রিট্রেঞ্চমেন্ট করা হবে এই খবর জানেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এই সংবাদ আমার কাছে নাই।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

আগস্ট মাসের ভিতর এদের রিট্রেঞ্চ করা হবে এই খবর জানেন কি না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আমি তো বলেছি এ সংবাদ আমার কাছে নাই।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

আমি কিছুদিন আগেও খবর পেয়েছি সেখানে......

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এ ব্যাপারে আমার অধিক কিছু জানাবার নাই।

Sj. Sitaram Gupta:

যাদের কাজ দেওয়া হয়নি তাদের রিট্রেঞ্চমেন্ট বেনিফিট দেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

অন্য কাজের ব্যবস্থা করেই রিট্রেঞ্চ করা হয়েছে।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

৩২৫ জনকে কোথায় কোথায় অলটারনেটিভ্ এমপ্লয়মেন্ট দেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

সকলকেই কাজ দেবার চেষ্টা হচ্ছে।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

আপনি জানেন কি যে যাদের অলটারনেটিভ্ এম্প্লয়মেন্টের জন্য রেলে বা বিভিন্ন জায়গায় পাঠান হয়েছে এক মাস পরেই দেখা গিয়েছে তাদের এম্প্লয়মেন্ট নাই?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আমার কাছে এ সংবাদ নাই।

One power project and three spinning mills to be set up during Five-Year Plan period.

***128. Dr. Ranendra Nath Sen:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Development Department be pleased to state—

(*a*) if it is a fact that one power project and three spinning mills, which were scheduled to be set up during the State's Five-Year Plan period, have now been dropped; and

(*b*) if so, what are the reasons for the curtailment?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

আমি এখানে একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছি—(এ) ১২টার মধ্যে একটা ওয়ান পাওয়ার স্টেশনের ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে, তারপর—

Balajore Hydro-electric scheme postponed till further investigation.

(b) Does not arise.

Sj. Hare Krishna Konar:

তিনটা স্পিনিং মিল কোথায় হবে ঠিক হয়েছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

দুটা কল্যাণীতে হয়েছে—একটা টোয়েন্টিফাইভ থাউজেন্ড স্পিন্ডিলস্‌এর আরেকটা ফিফ্‌টি-থাউজেন্ড স্পিন্ডিলস্‌এর; আরেকটা কোথায় হবে স্থির হয়নি এখনো।

Sj. Hare Krishna Konar:

এগুলি বসবার জন্য কোন মেসিন অর্ডার দেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

দুটোর জন্য অর্ডার দেওয়া হয়েছে?

Sj. Hare Krishna Konar:

তিনটির জন্যই অর্ডার দেওয়া হয়েছে শুনেছি......

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

বলেছি তো দুটোর জন্য অর্ডার দেওয়া হয়েছে—তিনটির জন্য দেওয়া হয়নি।

Starting of a subdivisional headquarters at Islampur

***129. Janab Muzaffar Hussain:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Land andLand Revenue Department be pleased to state what steps have been taken by the Government for starting full-fledged subdivisional headquarters at Islampur up till now?

The Minister for Land and Land Revenue (the Hon'ble Bimal Chandra Sinha): Land required for the purpose has already been acquired at Islampur. Plans and estimates for buildings required for subdivisional headquarters have also been prepared. Tenders have been accepted and work order issued for construction of necessary buildings and work will begin in a few days. Work has already begun. In the meantime a resident Magistrate with first class power has been posted there. He exercises all the powers of a Subdivisional Magistrate under the Code of Criminal Procedure. A Sub-Registrar is also stationed there.

Remission of rent in villages of Nandigram thana outside the embankments of the Hooghly and the Haldi rivers.

***130. Sj. Bhupal Chandra Panda:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে—

(১) গত ২৩শে ও ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ তারিখের উপর্যুপরি অতিরিক্ত জোয়ারের জলের চাপে নন্দীগ্রাম থানার ৬, ৭ ও ১৫নং ইউনিয়নের হলদী ও হুগলী নদীর পার্শ্ববর্তী এ্যামবেঙ্কমেন্ট-এর বাহিরে অবস্থিত ১৩-১৪টি গ্রামের মাঠের ও কালাবাড়ীর সমূহ ফসল জলে পচিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং

(২) ঐ-সব এলাকায় দুরবস্থা দেখা দিয়াছে; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি, উক্ত ইউনিয়নগুলির (এ্যামবেঙ্কমেন্ট-এর বাহিরের) খাজনা মকুব দিবার কথা, সরকার বিবেচনা করেন কিনা?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

(ক) কতকগুলি মৌজার আমন ধানের আংশিক ক্ষতি হইয়াছে।

(খ) এইরূপ ক্ষেত্রে করণীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে গভর্নমেন্ট এস্টেটস ম্যানুয়াল-এ নীতি নির্দিষ্ট আছে। উচিত মনে হইলে, সেই নীতি অনুসারে জেলা-শাসক মহাশয় যথাব্যবস্থা করিতে পারেন।

Sj. Saroj Roy:

এই প্রশ্ন আপনার কাছে অনেক দিন দেওয়া হয়েছে—ইতিমধ্যে কোন খবর পেয়েছেন কি জেলাশাসক এই বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কি না?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

জেলাশাসক এসেস্‌মেন্ট করছেন এই খবর পেয়েছি।

Sj. Saroj Roy:

জেলাশাসক এই যে এসেস্‌মেন্ট করছেন সেটা কতদিনের ভিতর শেষ হবে এবং কবে স্টেপ নেওয়া হবে?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

এই ব্যাপারে গভর্নমেন্টের বিশেষ কিছু করণীয় নাই—সেই ডিপার্টমেন্ট থেকেই যা দরকার করা হবে।

Sj. Bhupal Chandra Panda:

এই বিষয়টা কখন জানতে পারবেন?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

অনুসন্ধান হচ্ছে, সংবাদ পেলেই জানান হবে।

Complaint against Bhag Chas Officer, Mathurapur, 24-Parganas

***131. Sj. Renupada Halder:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state—

(*i*) the number of cases praying for eviction of Bargadars from lands tried by the Bhag Chas Officer at Mathurapur Sub-Registry Office, police-station Mathurapur, district 24-Parganas, during the year 1956;

(*ii*) the number of awards directing eviction, partially or fully, from lands of such Bargadars during the same period; and

(*iii*) whether Government have received any complaint against the said officer?

(*b*) If the answer to (*a*) (*iii*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state whether Government consider the desirability of enquiring into the matter?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: (*a*)(*i*) Four hundred and thirty-seven cases.

(*ii*) Seventy-two.

(*iii*) Yes.

(*b*) The allegations were enquired into. But these could not be substantiated by concrete proof during local enquiry.

Sj. Subodh Banerjee:

যে সমস্ত এলিগেশন হয়েছিল, কি সম্বন্ধে এলিগেশন হয়েছিল?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

অসাধুতা সম্বন্ধে এলিগেশন হয়েছিল।

Sj. Subodh Banerjee:

এই যে এনকোয়ারির কথা বল্লেন, কে এনকোয়ারি করেছিলেন?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

ডি এল আর এবং তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীরা করেছিলেন।

Sj. Subodh Banerjee:

ঘুষের ব্যাপার হাতেনাতে কনক্রিট ভাবে ধরা ডিফিকাল্ট—সমস্ত সার্কমস্টেন্সেস বিবেচনা করে সরকার কি এই রকম অফিসারকে সেখানে রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করেন?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

আমরা যখন সন্দেহজনক মনে করি সার্কামস্টেন্সিয়াল এভিডেন্স থেকে, তখনই আমরা এ্যাকশন নিয়ে থাকি কিন্তু এক্ষেত্রে কোন এ্যাকশন নেওয়ার প্রয়োজন হয়নি। নানা জায়গা থেকে কমপ্লেন্টস আসে—সেজন্য একজন হোলটাইম ভাগচাস অফিসার দেওয়া হয়েছে।

Sj. Subodh Banerjee:

সেই অফিসারটিকে কি ট্রান্সফার করা হয়েছে?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

তিনি আমার ডিপার্টমেন্টের নন; তিনি সাব-রেজিস্ট্রার—রেজিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার এটা।

Sj. Subodh Banerjee:

কমপ্লেন্ট হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কি প্রমোশন হয়েছে?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

এই খবর আমার জানা নেই।

Sj. Saroj Roy:

যেহেতু এরকম ঘুষ বহু জায়গায় চলছে এবং যেহেতু আপনি বলছেন কনক্রিট প্রুভ না হলে কিছু করা যায় না আপনি বলবেন কি—কি হলে কনক্রিটলি প্রুভ করা যেতে পারে?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

দুই চোরে ঝগড়া হলেই আমরা এসব খবর পাই। সেটেলমেন্ট বিভাগে হাজার হাজার লোক কাজ করে—তার মধ্যে ৫৩৪ জনকে প্রমাণ পেয়ে পানিসমেন্ট দেওয়া হয়েছে। সন্দেহ হওয়া-মাত্রই যদি তাড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে অবিচার হবার সম্ভাবনা থাকে, সেজন্য বহু জিনিস বিবেচনা করে কাজ করতে হয়।

Amalgamation of a portion of Ward No. IV of the Jaynagar-Majilpur Municipality with the Jaynagar police-station.

***132. Sj. Subodh Banerjee:** With reference to the answer given on the 27th March, 1955, by the then Minister for Land and Land Revenue to the Assembly question No. *122 that steps would be taken for inclusion of a portion of ward No. IV of Jaynagar-Majilpur Municipality in Jaynagar police-station of 24-Parganas district after the final publication of the Revisional Settlement Operations, will the Hon'ble Minister in charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state—

(*a*) whether the final publication has been made; and

(*b*) if so, when the said area will be transferred to Jaynagar police-station?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: (*a*) Yes.

(*b*) Splitting up and amalgamation proceedings have been started. The question would be pursued after these proceedings are finalised.

I might add that this has now become out of date. As a matter of fact splitting up and amalgamation proceedings had been finalised and notification is under issue.

Sj. Subodh Banerjee:

কতদিনের মধ্যে হতে পারে আশা করতে পারি?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

সঠিক তারিখ বলতে পারি না—১ মাস থেকে ১॥ মাসের ভিতর হবার সম্ভাবনা আছে।

Number of Tahasildars and their allowances

***133. Dr. Suresh Chandra Banerjee:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state—

(*a*) what is the number of Tahsildars working in the Estates Acquisition Department of the Government of West Bengal;

(*b*) if it is a fact that they have been working for the last two years on nominal allowances and commission and without any pay;

(*c*) if so, why they have no pay-scale;

(*d*) what is their monthly allowance and what amount of commission a Tahasildar on an average earns in a month;

(*e*) if it is a fact that they have no permanency of service;

(*f*) how many Tahsildars, if any, have been discharged since the acquisition of the zemindary by the Government;

(*g*) if it is a fact that in order to ventilate their manifold grievances, the Tahasildars wore hungry badges for one month from the 28th February last; and

(*h*) if so, whether Government have taken any steps for the amelioration of the grievances of these poor employees?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: (*a*) Seven thousand six hundred and fifty-eight.

(*b*) A Tahasildar is appointed on a fixed allowance of Rs. 27 per month *plus* a commission on annual collection at the following rates:

(*i*) For the first Rs. 3,000 or less—2½ per cent.

(*ii*) For the next Rs. 2,000 or less—3 per cent.

(*iii*) For the next Rs. 3,000 or less—4 per cent.

(*iv*) For the next Rs. 2,000 or more—4½ per cent.

(*c*) The whole scheme of collection of rent is yet being run on a tentative basis. Fixation of the pay of the Tahasildars in a time-scale is not possible at this stage.

(*d*) The monthly allowance of a Tahasildar is Rs. 27 *plus* a commission at the rates mentioned in reply to item (*b*) above.

Excluding the fixed allowance of Rs. 27 per month, a Tahasildar earns about Rs. 28 per month on an average as commission.

(*e*) In view of what has been stated in reply to item (*c*) above, it is not possible to make the Tahasildars permanent just at the moment. They enjoy the same security as is available to other Government servants on contract service.

(*f*) Five hundred and fifty.

(*g*) and (*h*) Government have no information as to whether hungry badges were worn by the Tahasildars. The following steps have been taken for amelioration of their grievances:

(1) They have been permitted to accept part-time employment without detriment to their normal duties.

(2) Peons have been appointed under them for the whole year.

(3) Their block demand has been increased to enable them to get increased commission.

Other measures for the amelioration of the service condition of Tahasildars are being examined by the Government.

I would like to add one or two statements more because the reply to this question is also a little out of date. Since this question was sent for reply to the Assembly, the following measures have been taken.

As I indicated during the budget discussion the duty of collecting other types of rents, for instance, irrigation rents, advances and taxes, has now been given to the Tahasildars and that would give them perhaps added emoluments. Other Departments will also probably entrust their collections to these Tahasildars which would also go to augment their income; and thirdly there has been a tentative decision to make as many of them permanent as possible so that the number of temporary staff appointed and serving on the present basis is reduced to the minimum.

[3—3-10 p.m.]

Sj. Saroj Roy:

আপনি তসীলদারদের ছাটাইয়ের যে সংখ্যা দিয়েছেন, এর ভেতর এরকম কোন কারণে ছাটাই হয়েছিল—যাদের টাকা তুলতে হয়—সেভেন্টি পার্সেন্ট, কয়েক বছর ফসল না হবার জন্য কোন কোন এরিয়ায় টাকা তুলতে পারেনি, জনসাধারণের অবস্থা খারাপ থাকার জন্য, সেই রকম কারণ থাকায়ও কোন তসীলদারকে ছাটাই করা হয়েছে কি না?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: No such case has come to my knowledge. As a matter of fact, the cases I have dealt with myself relate mainly to the remission and non-transmission of the collections they have made from the tenants.

Sj. Saroj Roy:

এই রকম কারণ ছিল কি না—তারা যে টাকা কলেকসন্ করেছে সেই টাকা সিডিউল্ড টাইমের ভেতর জমা দেবার কথ, সেই টাইমের ভেতর জমা দিতে পারেনি, গ্রামাঞ্চলের পোস্ট অফিসের দ্বারা সম্ভব হয়নি, খাজনার টাকা যোগাড় করেও জমা করতে পারেনি, এই রকম কারণের জন্য ছাটাই হয়েছে কি ন ?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: That does not seem to be the case. I remember one case which I have dealt with today. In that case the man collected about Rs. 5,000, of which only Rs. 3,000 was deposited and the rest Rs. 2,000 he kept with himself for two months.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

কম আদায় করবার জন্যই কি তসীলদারদের ছাটাই করা হয়েছে?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: No, there has been a variety of reasons.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

আপনাদের আদায় করবার কোন লিমিট করা আছে কি?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: No limit, no ceiling and no flooring

Dr. Kanailal Bhattacharya:

তসীলদারদের এই ২৭ টাকার মাইনের সংগে কোন ডিয়ারনেস এলাউয়েন্স যোগ করা আছে কি?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: That is a fixed allowance.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

তসীলদারদের আন্ডারে যে পিওন আছে তাদের মাইনে কত করে?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: I cannot give you the figure off-hand.

Sj. Sa'indra Nath Basu:

তসীলদারদের কাগজ কলম বাবদ কনটিজেন্সীর জন্য কিছু দেওয়া হয় কি?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: That matter is still under consideration. For instance we are thinking whether it would be possible for us to provide funds for contingency and strong box and so on. These matters are under consideration.

Sj. Saroj Roy:

বর্তমানে তসীলদারদের সংখ্যা কমিয়ে তারপর কি সরকার তাদের পার্মানেন্ট করবার কথা বিবেচনা করবেন?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: No, that matter is under examination. I cannot give you any indication just at the moment. For instance, we have to keep in view the permanent set up that will have to be brought into force after the Land Reforms Act comes into operation. And moreover there are other departmental dues which will have to be collected. All these figures have to be collected giving the number of people to be adjusted against them. I cannot tell anything now.

Sj. Hare Krishna Konar:

জমিদারী সরকারের হাতে এসেছে, অতএব খাজনা আদায় স্থায়ীভাবে করা যেতে পারে, ল্যান্ড রিফর্মস এ্যাক্ট চালু হবার পর তার নামটা রেভেনিউ হয়ে গেল। অতএব এটা বিবেচনা করে এদের পারমানেন্ট হিসাবে নিযুক্ত করার কথা সরকার চিন্তা করছেন কি?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

সে কথা আমি আগেই বলেছি। চিন্তা করা হচ্ছে।

Sj. Hare Krishna Konar:

কত দিন নাগাদ এ সম্বন্ধে একটা সিধান্ত হতে পারে?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

তার তারিখ এখন বলা যায় না।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

এই যে যাদের পারমানেন্ট করা হয়েছে তাদের ২৭ টাকাই মাইনে আছে, না আরও বেড়েছে?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

আমি আগেই বলেছি এ সম্বন্ধে চিন্তা করা হচ্ছে। গভর্নমেন্ট পলিসি হচ্ছে যারা টেম্পোরারী আছে—তাদের পারমানেন্ট করা। ওয়ার্কস এ্যান্ড বিল্ডিংস ডিপার্টমেন্ট থেকে সবচেয়ে বেশি লোক আমাদের ডিপার্টমেন্টে এসেছে এবং এর জন্য স্কিম আরম্ভ করেছি।

Sj. Hare Krishna Konar:

জমিদারদের আমলে যে-সমস্ত তসীলদারেরা থাকত তাদের মাইনে খুব কম থাকত এবং সকলেরই জানা আছে যে এর জন্য বে-আইনি আদায় বেশি হত। এগুলি বিবেচনা করে এদের উপযুক্ত বেতন দেবার কথা সরকার চিন্তা করবেন কি?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

উপযুক্ত বেতন দেবার জন্যই ত এতসব চিন্তা করা হচ্ছে।

Sj. Hare Krishna Konar:

এই ২৭ টাকা মাইনে কি তাদের উপযুক্ত বেতন বলে আপনি চিন্তা করছেন?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

মোটেই না।

Sj. Hare Krishna Konar:

কয় বছর ধরে তাদের এই ২৭ টাকা মাইনে দেওয়া হচ্ছে?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

১৪ই এপ্রিল ১৯৫৫ সাল থেকে।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

ঐ ২৭ টাকা মাইনের মধ্যেই কি তসীলদারদের কাগজ, কলম, পেনসিল সমস্ত কিছু বহন করতে হয়?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

আপাততঃ হয়। সেটা যাতে তাদের ঘাড়ে না পড়ে তার জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ঐ কন্টিন-জেন্সী এবং পোস্ট অফিস কমিশন সম্বন্ধে কি করা যায় সে বিষয় চিন্তা করা হচ্ছে।

Sj. Dasarathi Tah:

তসীলদাররা যে খাজনা আদায় করেন, সেই খাজনা আদায়ের টাকা সরকারকে পাঠাবার সময় মনি অর্ডার কমিশনের টাকাটা বাদ না দিয়ে, তারা নিজের থেকে পয়সা দিয়ে, মনি অর্ডার করেন এবং সেই টাকাটা বহু দিন ধরে পড়ে আছে—এটা সরকার অবগত আছেন কি?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

আমরা দেখেছি বহুদিন নয়, ম্যাক্সিমাম তিন মাস পড়ে আছে, এবং তার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করা হয়েছে।

Sj. Dasarathi Tah:

এই খাজনার টাকা থেকেই যাতে এটা দেওয়া যায় তার জন্য ব্যবস্থা করবেন কি?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

তাহলেত খাজনা পেঁছবেই না।

Sj. Satindra Nath Basu:

গত দু বছর ধরে অনাবাদী ও নানাবিধ দৈব কারণে, তাদের খাজনা কলেকশনের কাজ ব্যাহত হয়েছিল, ফলে তারা কমিশন কম পেয়েছে। সুতরাং তাদের ডিয়ারনেস এলাওয়্যান্স ইত্যাদি দেবার সম্ভাবনা আছে কি না?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: The honourable member is perhaps under one misapprehension. This is a fixed allowance and then there is rate on commission basis. If there is a large-scale drought or some fall in collection because of natural calamity, naturally the Government will consider that.

Sj. Sitaram Gupta:

মাননীয় মন্ত্রী প্রশ্নোত্তরে বলেছেন ২৭ টাকা মাইনে ও ২৮ টাকা কমিশন এভারেজে পড়ে। কিন্তু তিনি কি অবগত আছেন যে এরকম বহু তহসীলদার আছে, যাদের ভাগ্যে ২৮ টাকাও পড়েনি?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

হতে পারে। এখানে এভারেজ মাইনের কথা জানান হয়েছে।

Sj. Saroj Roy:

এদের যে এলাওয়্যান্স ঠিক করলেন, সেটা ২৬ টাকা বা ২৮ টাকা করলেন না; আপনার ক্যালকুলেশনে ২৭ টাকা করলেন কেন?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: I do not think I shall have to answer this.

Application of the West Bengal Service Rules on the staff of the Revisional Settlement Operations.

***134. Sj. Saroj Roy:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state—

(*a*) why the staff of the Revisional Settlement Operations are not being guided by West Bengal Service Rules; and

(*b*) if it is a fact that the Settlement administration authorities have been empowered by the rules to curtail the Sundays and other gazetted holidays and force the employees to work from morning till late in the night?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: (*a*) They are guided by West Bengal Service Rules.

(*b*) No.

[3-10—3-20 p.m.]

Sj. Saroj Roy:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে এমন কোন খবর এসেছে কি না যে কোন কোন সময়ে কাজের চাপের নাম করে শনিবার রবিবার কাজ করান হয়েছে?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

কাজের চাপের নাম করে কেন, শনি, রবিবার কাজের চাপ থাকার জন্যই কাজ করান হয়।

Sj. Saroj Roy:

প্রথমে (এ)এর উত্তরে বলেছেন 'নো'। ব্যাপার হ'ল শনিবার রবিবার কাজ করান হয়েছিল বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। এই শনিবা'র রবিবার এক্সট্রা কাজ করান হয়েছিল তার জন্য কোন এক্সট্রা রেমুনারেশন দেওয়া হয়েছিল কি না?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

বোধ হয় নয়, কারণ
A Government servant is a whole-time Government servant.

Sj. Bhupal Chandra Panda:

এখানে ডিস্ট্রিক্টের যে সেটেলমেন্ট অফিসার তার অজ্ঞাতে সেখানকার চার্জ অফিসার এই সার্কুলার দিয়েছে কি না যে তোমাদের শনি, রবিবার কাজ করতে হবে। উইদাউট দি পার্মিশন অব দি হায়ার অফিসার এই রকম সার্কুলার দিয়েছে কি না?

Mr. Speaker: Question disallowed.

Pay-scales of employees under Revisional Settlement Operations

*135. **Sj. Provash Chandra Roy:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state—

(*a*) if it is a fact that the employees working in the Revisional Settlement Operations are getting the lowest scales of pay compared to pay-scales of the same cadre in other departments of the Government;

(*b*) if so, what is the reason for this;

(*c*) whether the Government have any proposal to revise their scales of pay this year;

(*d*) whether the attention of Government has been drawn to the proposed scales of pay as demanded by the employees;

(*e*) if it is a fact that employees of this department holding the same responsibility and doing the same work are getting different scales of pay;

(*f*) whether the attention of Government has been drawn to the fact that while absorbing the Sub-Inspectors of the Food Department in the present Revisional Settlement Operations, seniors have been absorbed as Peshkars in the pay-scale of Rs. 55—100 and juniors as Kanungos II in the pay-scale of Rs. 80—180; and

(*g*) whether Government consider the desirability of removing immediately this anomaly?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: (*a*), (*c*) and (*e*) No.

(*b*) Does not arise.

(*d*) Yes.

(*f*) Yes. This had to be done in some cases under the following circumstances:

Posts were filled up according as surplus lists were received from the Special Officer, Employment. When further lists of Sub-Inspectors were received after all posts of Kanungo II were filled up, those who had their existing pay of Rs. 100 or less were absorbed in the scale of Rs. 55—100 as there was no better scale in which they could be fitted in. Those who worked as Sub-Inspectors, but had not the requisite qualifications for appointment as Kanungo II, were, though senior, also fitted n the pay-scale of Rs. 55—100.

(*g*) No. Government do not consider that there was any anomaly.

I have also to add one sentence that since then I have taken this matter up with the Finance Department and I hope revised instructions would issue shortly protecting personal pay.

Land acquisition for the proposed railway line between Barasat and Basirhat

***136. Sj. Hemanta Kumar Ghosal:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state—

(*a*) whether his attention has been drawn to the statement made in the Lok Sabha that the Government of India are not able to proceed with the construction of the Barasat-Basirhat line because land has not yet been acquired; and

(*b*) if so, what progress has been made in the matter of the said land acquisition?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: (*a*) Yes.

(*b*) A requisition from the Railways for acquisition of the first six miles of land in the alignment was received on 24th June, 1957, but the two sets of plans submitted by them did not tally. The discrepancies were reconciled by the Railways and plans were resubmitted by them on 23rd August, 1957. After necessary formalities which required consultation of various departments and spot verification and survey of the lands the notification under section 4 was published on 30th October, 1957. Notification for the next 3 miles was published on 18th February, 1958, Requisition for acquisition of the remaining 24 miles was received in November, 1957. It appeared, however, on joint verification of the plots required under the existing procedure for acquisition of lands in the first six miles alignment that the central line indicated on the cadastral survey maps by the Railways was not correctly shown. It meant that the notifications already issued and published were to be revised before further action could be taken. The revised plans for the first nine miles were submitted by the Railways on 14th March, 1958, and action has been taken on them. As progress in acquisition is

being impeded for technical reasons there has been a conference between State Government and Railways officials at a higher level and steps are being taken so as to avoid such defects in future.

I would give out the latest position about it. The latest position is that since then some other conferences have taken place and the entire length of 33 miles has been notified. The first 9 miles has been handed over to the railways. I wrote a personal D.O. to the Minister in charge of railways of the Government of India and after various consultations they have agreed to take over possession even piecemeal and to start work The Government of India have accordingly taken possession of waste and arable land after receipt of the Hon'ble Minister's letter from Delhi and we hope to hand over the entire length of 33 miles as early as possible.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই যে লাইন ১৯৫৬ সালে কম্প্লিট হয়ে যাবার কথা ছিল তার জন্য ১৯৫৮ সালেও ল্যান্ড একুইজিশন হয়নি, এই ডিলে হওয়ার কারণ কি?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: I have given complete reasons stating the dates on which requisitions were received, that certain wrong alignments were given and there were troubles about spot verification. The plots suggested for the notification did not tally with the plots actually on the plan. These were the difficulties, but since then these difficulties have been eliminated and the entire area has been notified. I have got a letter from the Government of India that they are trying to expedite the matter and they have given necessary instructions.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

তাহলে আপনি কি মনে করেন যে এই যে-সমস্ত জমি তা এ্যাকোয়ার করা হয়েছে?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

নোটিফাইড হয়েছে।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

নোটিফিকেশন অনুযায়ী একচুয়ালী পজেশন নিতে কতটা টাইম লাগবে?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: That depends on a lot of questions. Supposing there is a suit in the court, there is an injunction, we cannot foretell.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

যদি লিগাল ওয়েতে নাও হয়, কোর্ট ইনজাংশন নাও হয়, তাহলে নরম্যাল ওয়েতে পজেশন নিতে কতদিন সময় লাগবে?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: That also depends on the number of houses, because we can take possession straightaway of waste and arable lands, but so far as houses are concerned, that will take some time.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় নিশ্চয়ই এটা জানেন যে যদি সামনের বর্ষার পর এই সমস্ত লাইনের কাজ আরম্ভ না হয় তাহলে যে টাকা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এ্যালট করেছে এই লাইনের জন্য সে টাকাটা ব্যয় না হবার জন্য এটার কাজ কি পোস্টপন হয়ে যেতে পারে?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: I am fully aware of the difficulties. That is why I am trying to expedite it as early as possible.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani:

যাদের নোটিফিকেশন দেওয়া হয়েছে তাদের কাছ থেকে অব্জেক্শন পেয়েছেন কি?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

নিশ্চয়ই অব্‌জেক্‌শন পাওয়া গেছে, নইলে দেরী হবে কেন? ওয়েস্ট এ্যান্ড অ্যারেব্‌ল্‌ না হলে হাউসহোল্ডারদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে।

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani:

এগুলি কি সব সল্‌ভ হয়ে গেছে?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

অনেকগুলি হয়েছে, সবগুলি হয়নি—
That is proceeding day to day.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

এরকম একটা জাতীয় জরুরী কাজে দেরী হলে পর নানারকম কমপ্লিকেশন এরাইজ করতে পারে। সেজন্য যত তাড়াতাড়ি করে এ্যাকোয়ার করতে পারা যায় তার জন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন কি না?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: As the honourable member is aware personally I had a conference with the railway officials here and I am pursuing the matter personally.

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

Supply of irrigation water from Maithan Reservoir, D.V.C.

38. Sj. Benoy Krishna Chowdhury: (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Development Department be pleased to state whether it is a fact that the D. V. C. authority did not agree to release water from Maithan Reservoir apprehending that it might adversely affect working of hydro-electric installation there?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state what steps the West Bengal Government propose to take to assure irrigation water from D.V.C. dams to the people of neighbouring districts of West Bengal?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji: (a) No.

(*b*) Does not arise.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

১৯৫৭ সালে সেপ্টেম্বর মাসে জলের অভাব হবার ফলে বর্ধমান থেকে রিপ্রেজেন্টেশন লেখা হয়েছিল ডেপুটি চীফ এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে এবং তার কাজ থেকে উত্তর পেয়েছি যে ইলেক্‌ট্রিক ডিপার্টমেন্টের চার্জে যিনি আছেন পার্থসারথিবাবু তিনি এই গ্রাউন্ডে বলেছেন এবং তারপর চেয়ারম্যান, ডি ভি সিকে লেখা হল, লেখার পর আপনার কাছে রেকমেন্ডেশন আসে এবং বহু লেখালেখির পর জল পাওয়া যায়—আপনি ডি ভি সি অথরিটির সংগে করেসপন্ডেন্সএর উত্তরে বলেছেন 'নো', সেজন্যই আমি এটা জিজ্ঞাসা করছিলাম।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এ রকম কোন খবর আমার নাই। আমরা অক্টোবরের ১১, ১২, ১৩ এই তিন দিন জল দিয়েছি ৪ হাজার কিউসেকস আমরা চাইতে এরা দিয়েছেন, আর ২২ থেকে ৫ দিন এটা আমরা চাইতে ও'রা দিয়েছেন ৩,৮০০ কিউসেকস এবং এতে ইলেক্‌ট্রিসিটি প্রোডাকশনের ক্ষতি হয়েছে, তা সত্ত্বেও তারা দিয়েছে।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

আপনি (এ)তে বলেছেন 'না', ডি ভি সি অথরিটি থেকে খবর নিয়ে কি বলছেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

জল পশ্চিমবাংলা সাপ্লাই করবে, ডি ভি সি অথরিটির কথা কেন?

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

আপনি কোয়েশ্চেন (এ)-তে বলেছেন 'না'। এখন

(*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Development Department be pleased to state whether it is a fact that the D.V.C. authority did not agree to release water from Maithan Reservoir apprehending that it might adversely affect working of hydroelectric installation there?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji: Do not agree.

কেউ চাইলে, আমরা চেয়ে পাইনি এমন তো হয়নি?

[3-20—3-30 p.m.]

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি না যে সেপ্টেম্বরে বা এই ধরণের সময়ে হাইড্রো-ইলেক্ট্রিসিটির ইন্সটলেশনের কাজ চালানর জন্য জলের যে লেভেল রাখা হয় সে জন্য ঐ পিরিয়ডে জলের লিংক রাখায় অসুবিধা হয়?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

ওদের ক্ষতি হলেও চাষের ক্ষতি হবে ব'লে আমরা চাওয়ামাত্রই জল দিয়েছে; লেখালেখিতে যা সময় লাগে।

Electrification of Carbeta Town

39. Sj. Saroj Roy: Will the Hon'ble Minister in charge of the Development Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, গত প্রায় দুই বৎসর হইতে সরকারের এইরূপ একটি পরিকল্পনা আছে, যে, ডি ভি সি হইতে যে সময় মেদিনীপুর শহর ইত্যাদি স্থানে ইলেকট্রিক কারেন্ট সাপ্লাই করা হইবে তখন মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা শহরেও ইলেকট্রীক আলো ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হইবে :

(খ) সত্য হইলে, বর্তমানে গড়বেতা শহরে ইলেকট্রিক সাপ্লাই করার কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন কিনা ; এবং

(গ) গ্রহণ করা হইলে, কতদিনে তাহা কার্যকরী করা হইবে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

(ক) এবং (খ) হ্যাঁ।

(গ) সম্ভবতঃ ১৯৫৮ সালের মধ্যে।

Sj. Saroj Roy:

মন্ত্রী মহাশয় (গ)তে বলেছেন সম্ভবতঃ ১৯৫৮ সালে হবে। যদি ১৯৫৮ সালে সম্ভব না হয় তা হলে আর কতদিন লাগতে পারে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

আমরা আশা করছি ডিসেম্বরের মধ্যেই গড়বেতায় ইলেক্‌ট্রিসিটি দিতে পারব।

They told us that by December they would difinitely supply electricity to Garbeta Town.

Proposed N.E.S. Block in Pingla police-station

40. Sj. Ananga Mohan Das: Will the Hon'ble Minister in charge of the Development Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, মেদিনীপুর জেলার পিংলা থানাতে গত অক্টোবর মাসে এন ই এস, ব্লক মঞ্জুর হইলেও এযাবৎ কোন কর্মচারী পোস্টেড হয় নাই; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) ঐ ব্লকে এখনও কাজ আরম্ভ হয় নাই কেন,

(২) কবে ব্লক অফিসার বা অন্যান্য অফিসার বা কর্মচারী কার্যরত হইবেন, এবং

(৩) উক্ত ব্লকে এই বৎসরে (১৯৫৭-৫৮) কত টাকা মঞ্জুর হইবে এবং ঐ টাকার কত অংশ জনগণের কাজে লাগিবে ও কত অংশ কর্মচারিগণের জন্য ব্যয়িত হইবে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

(ক) না।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

Sj. Ananga Mohan Das:

গত বৎসর দরখাস্ত করেছিলাম; কিন্তু কিছু হয়নি। এবৎসর কি হবে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

এ বৎসর দেওয়া হবে কি না সেটা বলা যায় না। এ বৎসর কাজে অসুবিধা হতে পারে। এক বৎসর আগে প্রি-ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক আরম্ভ করব, সেই হিসাবে ১১টা ব্লক ঠিক করতে হবে অক্টোবরে। ডিস্ট্রিক্‌ট ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল থেকে যে-সব রেকমেন্ডেশন আসবে সেই অনুসারেই আমরা ক'রব। তার বেশী বলা সম্ভব নয়।

D.I. Fund, Darjeeling

41. Sj. Satyendra Narayan Mazumdar: Will the Hon'ble Minister in charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state—

(*a*) what are the total annual collections of the D.I. Fund in Darjeeling;

(*b*) what are the purposes for which this fund is administered and the manner in which it is administered; and

(*c*) what are the improvement works carried out or undertaken by the fund for the last five years?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: (a) Rs. 3,14,500 approximately.

(*b*) The main purpose of the fund is local improvements of the areas under its own control besides general improvements of the district, e.g., construction, repairs and maintenance of communication including roads, bridges, culverts, etc., sanitation, water-supply and other works of improvements. Annual contributions are also paid to the Darjeeling District Board, Kalimpong Municipality, Siliguri Municipality and Natural History Museum. The fund also bears a portion of the cost of the Engineering Establishment maintained by the District Board, several dispensaries, educational and other institutions.

(*c*) Original and repairs to Civil Buildings, original and repairs to communication, miscellaneous public improvements and miscellaneous grants.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন যে ডি আই ফান্ডের অধীনে যে সবগুলো আছে সেগুলোর উন্নতির জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: If the honourable member puts a separate question, I shall be only too glad to give a detailed answer.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

আমার প্রশ্ন ছিল—ডি আই ফান্ডের টাকা কি কি কাজে ব্যবহার করা হয়?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

উত্তরে দেয়া আছে, তা সত্ত্বেও—

because we have mentioned the items, but if you want break-up for each item, you can write to me and I shall give details.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটিকে কি পরিমাণ টাকা সাহায্য করা হয়েছে বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: I believe near about Rs. 1 lakh Let me find out. I am afraid the figure is not here.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

এখানে লেখা আছে—শিলিগুড়ী ও কালিম্পং মিউনিসিপ্যালিটিকে সাহায্য করা হয়, তাহলে দার্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটি ও কার্সিয়ং মিউনিসিপ্যালিটিকে কেন সাহায্য করা হয় না?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: No, because that is continuing. About Kalimpong, there is a special provision for the special requirements—a special agreement, as the honourable members knows it. But if the honourable member suggests the inclusion of Kalimpong, I can enquire and find out if they are in need and whether they should be given.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

এডুকেশনাল ইন্‌স্টিটিউশনকে সাহায্য করা হয়......

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Schools and colleges mainly.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

কোন্‌ কোন্‌ ইন্‌স্টিটিউশনকে এবং কি ধরনের?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: I have not got any detailed list here, but I have got the total figure of Rs. 1 lakh 10 thousand.

Permission for cutting fuel woods in Darjeeling Khasmahal lands

42. Sj. Bhadra Bahadur Hamal: Will the Hon'ble Minister in charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে—

(১) দার্জিলিং জেলার খাসমহল অঞ্চলে কৃষকদের নিজস্ব খাস জমির অন্তর্ভুক্ত গাছপালা জ্বালানি এবং অন্যান্য কার্যে ব্যবহারের জন্য কাটিতে হইলে সরকারের কাছ হইতে পূর্বাহ্নে অনুমতি লইতে হয়, এবং

(২) এই অনুমতি অনেক সময় দেওয়া হয় না এবং অনেক সময় অনুমতি সময়মত পাওয়া যায় না ; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) কি কারণে এই অনুমতি লইতে হয়, এবং

(২) কোন্ আইনবলে এরূপ অনুমতি লইতে হয়?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

(ক)(১) হ্যাঁ।

(২) অনুমতির উপযুক্ত না হইলে অনুমতি দেওয়া হয় না, কিন্তু অনুমতি সময়মতই দেওয়া হয়।

(খ)(১) প্লাবন ও পর্বতের ঢালু অঞ্চলসমূহে ধ্বংস প্রতিরোধজন্য গাছপালা যাহাতে যথেচ্ছ-ভাবে না কাটা হয় তজ্জন্য এই অনুমতি লইতে হয়।

(২) গভর্নমেন্ট এস্টেটস ম্যানুয়াল-এর ৩২৪নং নিয়ম এবং প্রচলিত রায়তি পাট্টার ১৮ ধারা অনুযায়ী এই অনুমতি লইতে হয়।

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

मंत्री महोदय ने जो दो नम्बर रिप्लाई दिया है, वह बिल्कुल ही ठीक नहीं है। वहां पर घर बनाने और जलावन तक के लिए (परमिशन) अनुमति नहीं दी जाती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह बात ठीक है या नहीं?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

আমি হিন্দী জানি না।

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

आप कहते हैं कि मैं हिन्दी नहीं जानता। लेकिन उस दिन तो आपने मुझसे हिन्दी में ही बात-चीत की थी।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

আমি হিন্দী ভাল জানি না।

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

আপনি লিখছেন অনুমতির উপযুক্ত না হলে অনুমতি দেওয়া যায় না। কিভাবে কে উপযুক্ত কি না বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

সাধারণতঃ অনুমতি দেওয়া হয় না; সেখানে যথেচ্ছ গাছ কাটলে মাটি ধ্বসে পড়বার ভয় আছে।

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

যখন মণ্ডল গাছ কাটে তখন তার অনুমতি পাওয়া যায়, যখন কৃষকেরা চায় তখন অনুমতি পাওয়া যায় না কেন?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

এরকম অভিযোগ আমার কাছে আসে নি। কোন মেম্বর দিলে আমি অনুসন্ধান করব।

Number of intermediaries in Midnapore district

43. Sj. Natendra Nath Das: Will the Hon'ble Minister in charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state—

(*a*) the number of intermediaries in different subdivisions of the district of Midnapore;

(*b*) the amount of compensation to be paid to them; and

(*c*) what amount has been paid up till June, 1957?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: (*a*) and (*b*) It is not possible to furnish the information until the Compensation Assessment Rolls have been prepared and finally published under Chapter III of the West Bengal Estates Acquisition Act, 1953.

(*c*) Rs. 8,14,510.

Camping ground in Burdwan Town

44. Sj. Benoy Krishna Chowdhury: (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state if it is a fact—

(*i*) that the camping ground near Burdwan station in Burdwan Town has been handed over to the West Bengal Government for disposal; and

(ii) that the people of Burdwan Town made a representation to the Government for handing over that camping ground to the Burdwan Municipality or for that matter any other constituted body for the use of the Burdwan people as a playground and a park as the same is being used as such for quite a long period?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state what steps the Government propose to take to meet the desire of the people of Burdwan?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: (*a*)(*i*) No.

(*ii*) Yes.

(*b*) The question would be considered if and when the land is actually transferred to the Government of West Bengal.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

আপনি বলেছেন ক্যাম্পিং গ্রাউন্ডগুলি ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্ট স্টেট গভর্নমেণ্টকে অফিসিয়ালি এখনও ছেড়ে দেন নি। এটা যাতে স্টেট গভর্নমেণ্টকে তাড়াতাড়ি দেন সে রকম কিছু করতে পারা যায়?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

এটা যতদূর স্মরণ আছে ততে বলতে পারি সেই ক্যাম্পিং গ্রাউন্ডগুলো গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার পলিসি যে সেগুলো ছেড়ে দেবার কথা তাঁরা ঠিক করেছেন। তবে ডিমারকেশন ঠিক করতে এবং ল্যান্ড ট্রান্সফার ও কম্পেন্সেশন ইত্যাদির কয়েকটা গোলমাল আছে। সেই সব ঠিক করতে একটু দেরি হতে পারে।

Mr. Speaker: There is no more question.

Printed proceedings of Assembly Sessions.

Sj. Narendra Nath Sen: Sir, before you take up the day's business, I beg to mention about the delay that takes place in our getting the printed copies of the proceedings of the Assembly sessions. We have not yet got the proceedings of the Budget Session of the last year—although more than a year has passed—not to speak of the proceedings of the last Fabruary session. In spite of previous circulation of unrevised copies of speeches to members and then final publication after correction, we used to get copies earlier previously but nowadays it is taking a long long time to get the printed copies of the proceedings. I would request you, Sir, kindly to look into the matter and see that we get printed copies of the proceedings at least before the commencement of the next session.

Mr. Speaker: All the proceedings have already been sent to the Press. My Secretariat is not lagging behind.

Clock on the General Post Office in Dalhousie Square

Sj. Hemanta Kumar Basu:

স্পীকার মহাশয়, ড্যালহৌসী স্কোয়ারএ জেনারেল পোস্ট অফিসএর ঘড়িটা খারাপ হয়ে পড়ে আছে। সে সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা কি করা যায় না?

Mr. Speaker: You can write to the Government of India: the West Bengal Government is not responsible.

Strike in Longview Tea Estate in Kurseong subdivision

Sj. Deo Prakash Rai: Sir, persons numbering more than one thousand have gone on strike in the Longview Tea State in Kurseong subdivision of the Darjeeling District. May I request the Labour Minister to take immediate and appropriate steps before the situation worsens?

Mr. Speaker: I saw your telegram.

GOVERNMENT BILL

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958.

Mr. Speaker: Before we begin, I wish to say a few things to honourable members. The parties have given me a list of names and the time allotted to each member. I have carefully calculated the time—the other day there was some misunderstanding over it—I have added the recess to which I am entitled, the time which the Hon'ble Minister is going to take to reply—and the whole thing has been figured out in such a fashion that it will take us up to quarter to seven. Therefore the resolutions will not be discussed. And I would request every honourable member not to ask for half a minute more. Howevei important it may be, leave it alone.

Sj. Hemanta Kumar Basu: Will please begin.

[3-30—3-40 p.m.]

Sj. Hemanta Kumar Basu:

স্পীকার মহোদয়, সেচমন্ত্রী মহাশয় যে বিলটা আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন সেটা থার্ড রিডিং-এর পরেই বিধিবন্ধ হবে। সে সম্বন্ধে বিরোধী পক্ষ থেকে যে-সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়েছিল তার কোনটাই গ্রহণ করা হোল না। সরকার তার অবজেকটস এ্যান্ড রিজিনসে বলছেন যে

it is necessary to ensure the fullest utilisation of water available

কিন্তু আইনের ধারার মধ্য দিয়ে দেখছি যে যে সমস্ত জমি লাইকলি টু বি বেনিফিটেড সেই সমস্ত জমিতে খাজনা আদায় করা হবে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে ফুলেস্ট ইউটিলাইজেশন অব ওয়াটার নয়; ফুলেস্ট ইউটিলাইজেশন অব মানি হবে অর্থাৎ যে কোন ভাবে হোক্ কৃষকরা জল পাক না পাক, নোটিফাই করে কৃষকদের কাছ থেকে টাকা আদায় করাই এই বিলের প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা খবর পেয়েছি যে ডি ভি সি তারা আর কোন ডিস্ট্রিবিউটারী ক্যানেল তৈরি করেন নি—নোটিফায়েড এরিয়া করে কৃষকদের ঘাড়ে খরচ চাপিয়ে তারা ডিস্ট্রিবিউটারী ক্যানেলের ব্যবস্থা করবেন। তাঁরা যে ভাবে জল দিচ্ছেন তাতে অনেক জায়গায় জল যাচ্ছে না। গলসী থানার লোকে জল পাচ্ছে না, লোকে জল ধরে রাখবার চেষ্টা করছে। কাজেই ডি ভি সির জল দেওয়া সম্বন্ধে যে সমস্ত ডিফেকটস্ আছে সে সম্পর্কে কোনরূপ ব্যবস্থা এই আইনে হয়নি। কাজেই এই আইনে কেবল চাষীদের উপর থেকে খাজনা আদায় করাটাই সবচেয়ে বড় জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপর কালেকটর যে প্রিলিমিনারী এসেসমেন্ট করবেন তা কোন্ সময় ধার্য হবে সে সম্বন্ধে কোন ধারা এতে রাখা হোল না। কালেকটর সাহেব নিজের ইচ্ছামত সময় দেবেন এবং যিনি প্রিলিমিনারী এসেসমেন্ট করবেন, তার হিয়ারিং যার কাছে হবে, তারপর পার্মানেন্ট এসেস-মেন্ট যখন আবার হবে, প্রিলিমিনারী এসেসমেন্টের পরে যখন এ্যাপীল হবে সেই এ্যাপীলও কালেকটর শুনবেন। অর্থাৎ যিনি প্রিলিমিনারী এসেসমেন্ট করবেন তাঁকে আবার ফাইনাল এসেসমেন্ট করবার অধিকার দেয়া হয়েছে। সেদিক থেকে আমি মনে করি এটা সম্পূর্ণ অগণ-তান্ত্রিক। তারপর খালের জল দেয়ার জন্য চাষীদের জমির উপর দিয়ে জল পাঠানো হবে। চাষী একবার ট্যাক্স দিল, তারপরে আবার তাদের জমির উপর দিয়ে যখন জল নিয়ে যাওয়া হবে তখন সেই জমির যে ক্ষতি হবে তার ক্ষতিপূরণ সরকার দেবেন না। সরকার জল দেবার মালিক, সেই জল দেবার জন্য তাঁরা ট্যাক্স চাপাবেন। আবার সেই জল যাদের জমির উপর দিয়ে যাবে তাদের জমির ক্ষতি হবে—কতখানিতে খাল বা নালা কাটানো হবে, হয়ত ১৷৷০ বিঘা, ২ বিঘা, ৩ বিঘা, ৪ বিঘা, ৫ বিঘা জমি আছে, তার মধ্যে কতখানি জমি যাবে তার ঠিক নেই। আমি আগেই বলেছি যে ডিস্ট্রিবিউটারী ক্যানেলের কোন ব্যবস্থা হয়নি। সেদিক থেকে যদি কেউ তাতে বাধা দেন তাহলে তাকে বাধ্য করা হবে সেই খরচ বহন করবার জন্য এবং পাবলিক ডিমান্ডস রিকভারী এ্যাক্ট অনুসারে তাদের উপর থেকে এই খাজনা জোর করে আদায় করা হবে। এইভাবে যদি কৃষকের উপর চাপ দেয়া এবং জুলুম করা হয় তাহলে পর কৃষকের আর কোন উপায় থাকবে না সেটাকে প্রতিরোধ করা ছাড়া। আজকের দিনে জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বেড়েছে তাতে সেই দাম দেবার ক্ষমতা কৃষকের নেই। তারপর গত ২।৩ বছর প্রায়ই জমিতে ফসল হয়নি যায় জন্য কৃষকেরা আজ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। অজয়বাবু বলেছেন যে ১২৷৷০।১৫ টাকা এক সংগে করা হবে না, ক্রমে ক্রমে করা হবে কিন্তু যে খাজনা চাপানো হবে সেই খাজনার পরিমাণ কত হবে জানি না। হয়ত প্রথম থেকেই ৭ টাকা, ৮ টাকা ৯ টাকাও হতে পারে। আজকে কৃষকদের আর্থিক অবস্থার দিকে দৃষ্টি রেখে যদি এই খাজনার হারটা বিধিবন্ধ করা হোত তাহলে নিশ্চয়ই কৃষকের উপর জুলুম হোত না; কিন্তু মন্ত্রী মহাশয় বিরোধী পক্ষের কোন কথাই শুনলেন না? তিনি তাঁর-ই ইচ্ছামত সবকিছু করছেন। খালের জল পাওয়া যাবে কি না যাবে তার কোন ঠিক নেই। বৃষ্টি হোলে পর খালে জল থাকবে, বৃষ্টি না হোলে খালে জল থাকবে না কাজেই আমন ধানের সময় যদি বৃষ্টি হয় তাহলে খালের জলের আবশ্যক হবে না, আর যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে খালের জল পাওয়া যাবে না। এবারে খালে জল নেই, গত ২ বছর বৃষ্টি হয়নি। কাজেই আমি বলছি ডি ভি সি পরিকল্পনার দ্বারা কৃষকের উপকার না হয়ে বরং এর দ্বারা তাদের অপকারই

বেশী হবে। ডি ভি সিতে যে টাকা খরচ হয়েছে সেই ঋণ পরিশোধ করবার জন্য সরকার কৃষকদের উপর এই ট্যাক্সের বোঝা চাপাচ্ছেন। বিজয়বাবু বেশ ভাল কথা বলেছেন যে, গরীব কৃষকদের উপর এই ট্যাক্সের বোঝা না চাপিয়ে ডি ভি সি এরিয়াতে যে সমস্ত শিল্প গড়ে উঠবে তাদের উপর এই ট্যাক্সের বোঝাটা চাপান্। অবশ্য আমি একথা বলছি না যে কৃষকের কাছ থেকে কিছুই নেবেন না, কৃষকদের ক্ষমতা অনুসারে তাদের কাছ থেকেও কিছু কিছু নেবেন; কিন্তু তার সবটার ভার যদি তাদের উপর চাপানো হয় তাহলে কৃষকদের পক্ষে সেটা দেয়া সম্ভব হবে না। এর আগে বৃটিশ গভর্নমেন্টের আমলে, লীগের আমলে দামোদর খালের ট্যাক্স যে ৩ টাকা থেকে ৪৷৷৹।৫ টাকা করে দেয়া হয়েছিল তার বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছিল এবং তদানীন্তন সরকার বাধ্য হয়েছিলেন তাদের দাবীকে স্বীকার করে নিতে। কাজেই এদিক থেকে এরকম আইনের দ্বারা বাস্তবিকই কৃষকদের মনে একটা বিশেষ অসন্তোষের সৃষ্টি হবে এবং তাকে প্রতিরোধ করা ছাড়া তাদের আর কোন রাস্তা থাকবে না। আমাদের খাদ্যমন্ত্রী বলেছেন যে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ লোককে টেস্ট রিলিফ দিতে হচ্ছে। কাজেই বুঝতে পারা যায় যে লোকের দেবার ক্ষমতা নেই বলেই আজকে খয়রাতী সাহায্য এবং টেস্ট রিলিফের কাজ চালানো হচ্ছে। কাজেই কৃষকদের পক্ষে এরকম ট্যাক্স দেয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এর প্রতিকারের জন্য তারা একটা আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য হবে।

[3-40—3-50 p.m.]

Sj. Hare Krishna Konar:

এই বিল খুব সর্বনাশা বলে আমি মনে করি। আইনসভার মধ্যে শেষবারের মত প্রতিবাদ জানিয়ে যাই। আমি মনে করি শুধু এইবারের অধিবেশনেই নয়, গত ১৷৷৹ বৎসরের অধিবেশনের মধ্যেই এটাকে বলতে পারা যায় ব্ল্যাকেস্ট বিল, সবচেয়ে বড় কালাকানুন,— যা অজয়বাবু নিয়ে এসেছেন। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে চাষীকে নিংড়ে, তাকে মেরে কেমন করে টাকা সংগ্রহ করা যায়। এই দেশ-বিরোধী ও কৃষকবিরোধী এবং ফসল উৎপাদনের পক্ষে ক্ষতিকর বিলের বিরুদ্ধে আমি আবার আমার প্রতিবাদ জানাব। এই বিলের বিরুদ্ধে অনেকেই যুক্তিতর্ক দিয়েছেন, আমি তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। আমি একথা আগেই দেখিয়েছি এবং অনেক মাননীয় সদস্যও দেখিয়েছেন যে, জলের ব্যবসা করা, জল বেচে মুনাফা করাই এই বিলের উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষে কোনদিন জল বেচে পয়সা করার নিয়ম ছিল না—সেচমন্ত্রী সে নিয়ম ও বিধানকে ভংগ করেছেন এবং তা করতে গিয়ে দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়েছেন। কংগ্রেস সরকারের নিযুক্ত এনকোয়ারী কমিটির রিপোর্ট ও সুপারিশ আমরা এখানে তুলে ধরেছিলাম, তিনি তাও বাতিল করে দিয়েছেন। তারপর কংগ্রেস সরকারের নিযুক্ত ফুডগ্রেনস্ এনকোয়ারী কমিটি সারাভারতে তদন্ত করে দেশময় খাদ্যসংকট সমাধানের পন্থা হিসাবে এই কমিটি যে সুপারিশ করেছিলেন তিনি তাকেও বাতিল করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বিশেষ করে বাংলাদেশ যখন একটা চরম খাদ্যসংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে আমরা একথা জানিয়েছিলাম অন্ততঃপক্ষে বর্তমানের জন্য আপনাদের এই সর্বনাশা চরিত্রটা একটু থামিয়ে রাখুন। আমরা একথা বলেছিলাম যে ২।৪ বৎসর কৃষককে জল পেতে দিন, ফসল উৎপাদন হোক। যে দামোদর ও ইডেন খাল হতে বহু বৎসর ধরে চাষীরা নিয়মিতভাবে জল পেয়ে এসেছে আজকে সেখানে তারা এই জুলাই মাসেও জল পায়নি। এমনকি, অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি হলেও পূর্বে কোনদিন এমন চীৎকার উঠেনি। এটা শুধু আমার কথা নয়, এটা শুধু আমার পার্টির কথা নয়, যাঁরা বর্ধমানে বাস করেন, তাঁরা যেকোন দলেরই হোন, যেকোন সমিতিরই হোন, তাঁরা একথা বলছেন—আইনসভায় বসে যা খুসি অসত্য কথা বলার স্পর্ধা তাঁরা দেখাতে পারেননি। কংগ্রেসের সেক্রেটারী শ্রীনারায়ণ চৌধুরীর কাগজ, বর্তমান শ্রমমন্ত্রী সত্তার সাহেবের পত্রিকা এবং সেখানকার আর এক কংগ্রেস নেতা নরেন চ্যাটার্জি এঁরাও সব বলেছেন,—জল কৃষক পাচ্ছে না। এমনকি ৩০এ সকাল পর্যন্ত কেতুগ্রাম ও ভরতপুরে জল যায়নি। এই তো অবস্থা। এখন পর্যন্ত জলের অভাবে চাষী ভাল করে চাষ করতে পারছে না। বাংলাদেশে যখন এইরকম তীব্র খাদ্যসংকট চলছে তখন ফসল উৎপাদনের জন্য আপনারা চাষীকে জল দিতে পারছেন না। অথচ অসত্য কথা বলে লোককে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। এই কৃষক-বিরোধী ও জলবিরোধী বিলের রচয়িতা অজয়বাবুর সংগে একমাত্র প্রফুল্লবাবুরই তুলনা চলতে পারে। আজকে প্রফুল্লবাবু বাংলাদেশের এই খাদ্যসংকট সমাধান করা তো দূরের কথা, ৩০।৩২

টাকা দরে চাল বিক্রী করার সুবিধা করে দিয়েছেন বড় বড় কোটিপতি মাড়োয়ারী ও অন্যান্য মালিকদের তাদের অধিক মুনাফা লাভের সুযোগ করে দিয়েছেন। তেমনিভাবে অজয়বাবু জলের কারবার করে কৃষককে শুকিয়ে মেরে বাংলাদেশের এই সর্বনাশ করতে যাচ্ছেন। সংখ্যাধিক্যের জোরে আপনারা এই সাংঘাতিক আইন পাস করলেন, জনসাধারণকে জানতে দিলেন না—এবং নিজেদের দলের ভিতরও যে বিরোধিতা রয়েছে তা চেপে দিয়ে এই আইন পাস করছেন। কিন্তু একটা কথা জেনে রাখা দরকার—এখানে আইন পাস করলেই তা কার্যকরী করা যায় না। টাউন্সেন্ড সাহেব, নাজিমুদ্দিন সাহেবও এমনি আইন পাস করেছিলেন সকল প্রকার বিরোধিতা উপেক্ষা করে; কিন্তু সেদিনও জনতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়েছিল। বর্ধমানে ও ক্যানেলের ধারে ধারে গুর্খা ও ইংরাজ হাইল্যান্ডার্স রেজিমেন্ট মোতায়েন করা সত্ত্বেও বর্ধমানের কৃষকেরা এই অত্যাচারী আইনের প্রতিবাদ করে তখনকার সেই গভর্নমেন্টকে বাধা করেছিল মাথা নোয়াতে —এবং ৫৷৷০ টাকা কর-কে ২৷৷/০ করতে। তেমনিভাবে আমাদের প্রতিবাদ এখানেই শেষ হবে না, আমাদের মোকাবিলা হবে ময়দানে। এক বছরে না হতে পারে, হয়তো দু'বছরেও হবে না, কিন্তু আমাদের আন্দোলন শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হবে। ইতিমধ্যেই বর্ধমান ছাড়াও বীরভূমের নানা অঞ্চলে প্রতিবাদ উঠেছে। এবং শুধু আমাদের সমর্থকই নয়, শুধু ক্ষেতমজুত, ভাগচাষী ও সাধারণ কৃষকরাই নয়, ধনী কৃষকেরাও এজন্য চিন্তিত হয়ে পড়েছেন, যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই সাত্তার সাহেব ও নারায়ণ চৌধুরীর কাগজে। সেখানে কৃষকেরা সংহত হবে, দলমত-নির্বিশেষে তারা আজ না হয় কাল এই শয়তানী আইন সংশোধন করবার জন্য সরকারকে বাধ্য করবে। আজ আমি এটুকুই বলব যে, এখানেই আমাদের বিরোধিতা শেষ হল না, বাইরেও আমাদের প্রতিবাদ চলবে। যাতে সরকার এই শয়তানী আইন পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন তার জন্য আমরা মানুষকে সংহত করব।

[3-50—4 p.m.]

Sj. Dasarathi Tah:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের বর্তমান বহু কুখ্যাত সেচমন্ত্রী মহাশয় এমন একটা আইন প্রসব করলেন যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সংবাদ পেয়েও কোন পক্ষ থেকেও শংখধ্বনি হল না। সরকার পক্ষের কোন মাননীয় সদস্য স্পষ্টাক্ষরে ও দৃঢ়কণ্ঠে এই বিলকে সমর্থন করেন নাই। সবেধ ধন নীলমণি শ্রীতারাপদ চৌধুরী মহাশয় যদিও উঠলেন তিনিও এই বিলের যে কি স্বরূপ তা নগ্ন করে দিলেন। তারপর যে আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে, আমি মনে করি, কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে যে সমস্ত বিবেচক ব্যক্তি আছেন, অধিকাংশই বিবেচক ব্যক্তি, তাঁরা এটা নীরবে তাঁদের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। যদিও কলের পুতুলের মত ডিভিসন যেমন কল্ করছেন কেবল কি নীল। সে-সময় যখন যেমন তেমন্ করছেন—তা আলাদা কথা। এখানেও দাদাঠাকুর যা করছেন তাই এঁরাও করছেন। এটা পরিষ্কার যে, যে আইন সেচমন্ত্রী এখানে এনেছেন, তা সংখ্যাধিক্যের জোরে পাস করে দিলেন। একথা যেন খেয়াল থাকে—সংখ্যাধিক্যের জোরে সব জিনিস হয় না। যদি সংখ্যাধিক্যের জোরে তিনি আজ প্রস্তাব পাস করেন দাশরথি তা একটি গর্দভ, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমার চতুষ্পদ হয়ে যাবে না এবং আমি নিশ্চয়ই রজকের বসন বহন করিব না। সেইরূপ আজ যদি একটি অবাস্তব প্রস্তাব গৃহীত হয়ে যায়, তা কোনক্রমেই কার্য-করী হবে না। সেদিনের কথা কি সেচমন্ত্রী মহাশয়ের মনে নাই? লীগ আমলে ও বৃটিশ আমলে দামোদর ক্যানেলের অন্যান্য কর আদায়ের প্রতিবাদে যে আন্দোলন হয়েছিল, তাতে নীলাম করে গোষ্ঠ বায়েনের দুগ্ধবতী গাভী দু আনায়ও বিক্রী হয় নাই। এখানেও সেই অবস্থা হবে। এটা বিবেচনা করে আপনার কাজ করা উচিত। এখনো এ বিষয়ে চিন্তা করবার সময় আছে, তিনি সেটা ভেবে দেখুন। মন্ত্রী মহাশয় প্রতি পদে পদে অবান্তর যুক্তি দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি কোন হিসেব দিয়ে দেখাতে পাবেন নি কিভাবে এটা হওয়া উচিত। ডি ভি সির জল কেনা হবে—তার কি রেট হবে, লভ্যাংশে আপনারা কত কি রাখবেন—তার কোন ঠিক নাই। মাথা নাই যার, তার আবার মাথা ব্যথা। রাম জন্মাবার আগেই রামায়ণ সৃষ্টি হবে। ডি ভি সি ক্যানেলের কাজ সম্পূর্ণ হোক, তারপর কর ধার্যের কথা। এ যেন ছেলের অসুখ হয়েছে, কাজ আগিয়ে রাখতে হবে, তাই ভৃত্য তার সৎকারের জন্য কাষ্ঠাহরণ করছে। এই ডি ভি সি যদি সম্পূর্ণ হতো, জল দেওয়া নিশ্চিত হত, বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা হতো, তাহলে বাধ্যতামূলক ট্যাক্স

আদায়ের জন্য এ বিল আনা উচিত হতো। তা কিছুই করা হয় নাই। জল নেবার নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেল, চাষের অর্ধেক হয়ে গেল, শ্রাবণ মাসও অর্ধেক চললো, এখনো সেখানে জল নাই। যখন দু'বছর আগে বিরাট প্লাবন হোলো, তখন বলা হলো আমাদের ডি ভি সির ড্যামগুলো যদি জল আটকাতে না পারতো, তাহলে বন্যা আকাশ প্রমাণ হতো, তোমরা কোথায় থাকতে তার ঠিক নাই। যদি এত ড্যামগুলির কৃতিত্ব, তবে এই দারুণ দুর্ভিক্ষের বৎসরে সেই ড্যামগুলির কি কৃতিত্ব দেখতে পাচ্ছি? সেটা বিশেষ করে চিন্তা করতে বলছি। তা তাঁরা করেন নাই। বার বার বিবেচনা করতে বলছি—আজকে আপনারা বলুন এবং আজই যা কিছু করুন। আপনি মনের মধ্যে জিজ্ঞাসা করুন এবং আপনার সহকর্মীদের জিজ্ঞাসা করুন। শ্রমমন্ত্রী সত্তার সাহেব যিনি বর্ধমানের লোক তাঁর কাছে, সেদিন ক্যানেলের যে অবস্থায় কর নির্ধারণের প্রচেষ্টা চলেছিল, তার সম্বন্ধেই একটা সুযুক্তিপূর্ণ কিছু শুনবার আশা তাঁর কাছে করেছিলাম। তারাপদবাবুর বক্তৃতায় একটু উত্তাপ সৃষ্টি হল। তাতে সাত্তার সাহেব দেখলেন তাঁর কর্তৃত্ব চলে যায়, তিনি কি সমর্থন করেছেন, তার পূর্বতন গুরুদেব যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা মহাশয় কংগ্রেসের ক্যানেল এনকোয়ারী কমিটির রিপোর্টে খামখেয়ালীভাবে যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন—এক মণ ধান, এক পণ খড়। একর প্রতি ক্যানেল কর ধার্য করার যুক্তি?

মন্ত্রী মহাশয় এই হাউসকে বুঝিয়ে দিতে পারেন নি তিনি যে কর নির্ধারিত করছেন, তা যুক্তিযুক্ত। আষাঢ় মাসে জল দিলে তার এক রকম কর হওয়া উচিত, অর্ধেক দিন চাষের চলে গেছে, অর্ধেক ফসল নষ্ট হয়ে গেছে, তারপরে যে জল দেবেন, তার উপর কতটা কি কর হবে কি-না-হবে সে সম্বন্ধে তিনি পরিষ্কার করে বলেন নাই। কেবল লোককে বলছেন—ও আমরা ঠিক করে দেব, ১২৷৷০ টাকা লেখা থাকুক না কেন, যখন যেমন তেমন হবে। আজ তিনি মন্ত্রী আছেন, কাল হয়ত অন্য লোক এসে বসবে, অন্য লোকের গভর্নমেন্ট হয়ে যেতে পারে। আইন যেখানে আইন, সেখানে যা লেখা থাকবে, আইনানুযায়ী সেই ব্যবস্থা হবে। তাই বলি ১২৷৷০ টাকা কেন? এখানে কমিয়ে ৫৷৷০ টাকা করে দিন আগেকার যুক্তিমত, তাহলে এটা ভাল হ'ত। তা না করে, ১২৷৷০ টাকা লিখে, তারপর বলছেন—আপনারা রিপ্রেজেন্টেশন দেবেন, ডাঃ রায় বলেছেন বিবেচনা করবেন। এই কথা বলার কোন মূল্য নেই। তাই পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে দামোদর ক্যানেল এরিয়ার এই সমস্ত চাষীদের উপর যে অবিচার হচ্ছে, সেটা অত্যন্ত মারাত্মক হবে। আপনি যে আইন করছেন, সেটা "আইনসম্মত লুণ্ঠনের" পর্যায়ে পড়ে। আগে যখন দামোদর ক্যানেল ছিল তখন পলি-মাথা জল আসত, এখন এই ডি ভি সির জন্য সেই পলি-মাথা জল আসে না; সেখানে দামোদর জলের স্রোতের দ্বারা লিকুইড গোল্ড বা গলিত সুবর্ণ এখন আর আসে না। ডি ভি সি হবার আগে ঐ সমস্ত অঞ্চল খুব উর্বর ছিল, এখন কেন সেটা কমে আসছে, তা জানবার প্রয়োজন আছে। তখনকার ক্যানেলের লিকুইড গোল্ড বা গলিত সুবর্ণের জল দিয়ে ক্যানেল ট্যাক্স বাড়ানর যে যুক্তি ছিল, বর্তমানে সেই যুক্তি আর নেই। এখন তো ড্যামে পলি পড়ে বাহিরে আসে না।

অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মারফৎ আর একটা বিষয়ের প্রতি আমি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আগে বর্ধমান জেলায় গ্রামে গ্রামে যে দামোদরের সোনার রংয়ের পলি-মাখা শিরায়, শিরায় প্রবাহিত হ'ত, পূর্বে যে অবস্থা ছিল, সেখানে মাছের যে প্রাচুর্য ছিল, আজকে এই ডি ভি সির কল্যাণে সেই মাছের দফা একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছে। সেখানে আমি বলতে পারি এই ডি ভি সির জন্য বর্ধমান জেলায় বাঙ্গালীর যে একটা প্রধান খাদ্য মাছ, তার যে অপচয় হয়েছে, তার কারণ সম্বন্ধে মন্ত্রী মশাই উল্লেখই করেন নি।

আমি এই কথা বলতে চাই অরিজিনাল যে দামোদর স্কীম ছিল, তাতে ৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় এবং সেখানে ৮টা ড্যাম তৈরি করবার কথা ছিল। সেই অরিজিনাল ডি ভি সি স্কিমে নেভিগেবল চ্যানেলের কোন কথা ছিল না। তারপর এখন এই নেভিগেবল চ্যানেলের পরিকল্পনা ডি ভি সির মধ্য দিয়ে আমাদের সর্বনাশ করে দিয়েছেন, এবং এর খরচের সমস্ত-কিছু চাপ, যা পড়ছে, সেটা আমাদের উপর দিয়ে আদায় করবার চেষ্টা করছেন এবং তাঁদের যা কিছু লাভ তা আমাদের উপর দিয়ে করতে চাচ্ছেন। ইন্ডাস্ট্রী থেকে কর তুলে ক্যানেল-কর কমাবার কথা, যা মাননীয় সদস্য বলেছেন, আমি তার উপর এই দাবী করি, নেভিগেবল চ্যানেলের যেখানে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা রয়েছে, সেখানে আপনারা প্রচুর লাভবান হবেন; সুতরাং সেই চ্যানেল

ব্যবহার করে যাঁরা সেখানে প্রচুর লাভবান হবেন তাঁদের মধ্যে থেকে বর্ত্তমানের এই খরচটা তুলে সত্যিকারের ইরিগেশন ক্যানেল ট্যাক্সের হার নির্ধারিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি। আমি বিশেষ করে এই জিনিসটা বলতে চাই, এই ডি ভি সি হওয়ার সময় আমরা যেটা সবচেয়ে বড় জিনিস করতে চেয়েছিলাম, সেটা হচ্ছে বন্যানিয়ন্ত্রণের কথা। কিন্তু বন্যানিয়ন্ত্রণ না হয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে—একদিকে এক বিরাট অঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হ'তে চলেছে, যাতে ক'রে একটা বিরাট ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা দরকার হয়ে পড়েছে সরকারের পক্ষ থেকে। অবশ্য আমি একথা বলছি না, এ'দের ক্ষতিপূরণ ক্যানেল ট্যাক্স থেকে দেবেন। কিন্তু যেভাবে টাকার অপচয় ক্যানেলগুলির জন্য হয়েছে এবং যে-সমস্ত স্কীম খামখেয়ালীভাবে করা হয়েছে, তার বেকুবীর মাশুল আমাদের জাতিকে এবং আমাদের দেশের চাষীকে দিতে হবে, এটা বিশেষ করে বিবেচনা করবার বিষয়। তাই আমি শেষবারের মত অনুরোধ করছি এবং বলতে চাই—বর্তমান বিধান সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ৫১ জনের রাজত্বে, আপনারা হয়ত জোর করে আমাদের ঘাড়ে এটা চাপিয়ে দেবেন। কিন্তু এই হাউসের বাইরে, সত্যিকারের যে বিধান সভা, সেখানে যে জনসংখ্যা তাদের কাছে আপনাদের এই রায়, এই আইন মোটেই কার্যকরী হবে না। তাঁদের কাছে আপনার এই আইন, বে-আইনী আইন ও পরিত্যাজ্য। তাঁরা এই আইনকে চূর্ণ করবেন এবং বিশেষ করে দামোদর ভ্যালীর, বর্ধমানের রাঙ্গামাটির লোক, তাঁদের ঐতিহ্য রক্ষা করবেন।

আপনি বৃটিশ রাজত্বে যে বৈপ্লবিক মনোভাব নিয়ে কম প্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং যার জন্য আজ আপনার প্রতিষ্ঠা, সেটা ভুলে না গিয়ে, পূর্ব মনোভাবকে আজ অনুসরণ করুন এবং সেটা প্রতিষ্ঠা করুন।

[4—4-10 p.m.]

Sj. Phakir Chandra Ray:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সেচমন্ত্রী যে সময়ে এই বিল এনেছেন সেই সময় হচ্ছে খুব খারাপ। এবার বর্ষা খুব শেষে আরম্ভ হয়েছে। বর্ষা দেরীতে আরম্ভ যদি হয় বা উপযুক্ত পরিমাণে না হয় তাহলে কৃষকদের সুবিধার জন্য দামোদর ক্যানেল থেকে জল দেওয়া হবে, এই পরিকল্পনা নিয়ে দামোদর ক্যানেল তৈরি হয়। যখন দামোদরের বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্য ডি ভি সি পরিকল্পনা হল তখন বন্যানিয়ন্ত্রণ ছাড়া আর একটা উদ্দেশ্য রয়েছে যে চাষীদের চাষের জন্য সেচের জল সরবরাহ করা। সেচের জন্য ডি ভি সি আজ পর্যন্ত জল বিশেষ কিছু সরবরাহ করেনি। গত বৎসর এবং তার আগের বৎসর কিছু কিছু জায়গায় ডি ভি সি বলেছিল ইচ্ছা করলে চাষীরা জল নিতে পারে। কিন্তু সেবার প্রবল বর্ষা হয়েছিল বলে চাষীদের জল নেবার প্রয়োজন হয়নি। কেন না, তখন যে বন্যা হয়েছে সেই বন্যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডি ভি সির বাঁধ, ক্যানেলের বাঁধ বহু জায়গায় ভেঙ্গে গিয়েছিল। গত বৎসরও ডি ভি সি বলেছিল চাষীরা ইচ্ছা করলে জল নিতে পারে। যদি খাল কাটতে হয়, নিজেদের ব্যয়ে খাল কাটতে হবে। তবে জল নেবার জন্য জল-কর লাগবে না। এবারও দেখা গেল বর্ষা খুব দেরীতে আরম্ভ হয়েছে। পুরানো দামোদর ক্যানেলে জলসরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আগে থেকে। ইডেন ক্যানেলেও জল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হেয়ছে। যে-সমস্ত বাঁধ ডি ভি সি তৈরি করেছে, জলের চাপ পড়াতে অনেক জায়গায় দেখা গেল বাঁধের মাটি ধ্বসে পড়লো। অনেক জায়গায় দেখা গিয়েছে যে জলের ওয়াটার লেভেল যতটা, আউটলেট তার উপর বসান হয়েছে এবং অনেক জায়গায় রেগুলেটর ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে, সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর ডিস্ট্রিবিউটরী নূতন তৈরি কম জায়গায় হয়েছে এবং পুরানো যেসমস্ত ডিস্ট্রিবিউটরী ছিল সেগুলিও যথাযথভাবে মেরামত করা হয়নি। জল যখন দেবার কথা হল, যখন চাষীকে দিলেন তখন সেই জলের চাপ বহু ক্ষেত্রে ডি ভি সির বাঁধ সহ্য করতে পারলো না, বাঁধ ভেঙ্গে যেতে লাগলো। এই ডি ভি সি কল্যাণ করবে এই কথা বহুবার মন্ত্রী মহাশয় আমাদের বলেছেন। কল্যাণ করবে এটা আমরাও আশা করি। কিন্তু চাষীরা ডি ভি সির যে রূপ দেখেছে সেই রূপ ঠিক কাশীতে গিয়ে দৃশ্য দেখার রূপ নয়, সেটা ষাঁড় দেখার রূপ। জমিতে খাল কাটবার জন্য জমি নেওয়া হল, যেমন তেমন ভাবে খাল কাটা হল, রেগুলেটর সরিয়ে দেওয়া হল, আউটলেট তৈরি করা হল, কিন্তু

জল যখন দরকার চাষীরা তখন জল পেলো না। ঠিক এই রকম যখন অবস্থা, মন্ত্রী মহাশয়ও একথা জানেন, ঠিক সেই সময় একটা এরকম অপ্রিয় বিল না আনলেই কি চলত না? যেখানে ডি ভি সি জনসাধারণের কল্যাণ করবে একথা বলা হচ্ছে, কোন কল্যাণের নমুনা বা প্রমাণ যখন জনসাধারণ বিশেষ ক'রে কৃষকরা দেখতে পাচ্ছেন না—তখন তাদের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় করার জন্য এধরণের একটা বিল আনা খুব অর্বাচীন হয়েছে। বিলের নানা দিকথেকে প্রথম থেকে প্রতিবাদ হয়েছে। বিল আসার পর বিরোধীপক্ষ থেকে নানা রকম সংশোধন করে চলনসই করার চেষ্টা করা হয়েছে, সরকার পক্ষ থেকে সেই প্রচেষ্টার বিশেষ কোন মূল্য দেওয়া হয়নি। যদি ডি ভি সি একটা কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান হয়, সেই কল্যাণের সঙ্গে সকলেরই সংযোগ আছে, সেই কল্যাণ প্রচেষ্টাকে বিরোধী পক্ষের বলে কেন তাঁরা অবমাননা করবেন তা আমি বুঝতে পারি না। এই কল্যাণকর প্রচেষ্টায় যাতে সকলেরই অংশ থাকে সেদিক থেকে লক্ষ্য করে চলাই উচিত নয় কি? আমি একথা বিশেষ করে মন্ত্রী মহাশয়কে ভেবে দেখতে অনুরোধ করবো। ডি ভি সিতে বলছেন বন্যা নিয়ন্ত্রণ করবেন। বর্ধমান জেলায় এমন বহু জায়গা আছে যেখানে পূর্বে বাঁধ হওয়ার জন্য জনসাধারণের স্বাস্থ্য ভাল থেকেছে আজ পর্যন্ত, ফসল সেখানে উৎপন্ন হয়েছে, এই পরিকল্পনা কার্যকরী হওয়ার পর থেকে সেখানে দেখতে পাচ্ছি, বন্যানিয়ন্ত্রণ বন্ধে ঠিক হবে না—সে জায়গা থেকে বাঁধ উবে গেছে। ফলে সেখানে স্বাস্থ্যহীনতা হচ্ছে, লোকের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

আজকে ইলেক্‌ট্রিসিটি উৎপন্ন হচ্ছে এই কথা ঠিক। কিন্তু ইলেক্‌ট্রিসিটির উপকার পাচ্ছে শিল্পাঞ্চল। তাহলে এটাই কি ধরে নেবো যে, কৃষকদের উপেক্ষা করে শুধু ধনীদের স্বার্থরক্ষার জন্যই এ প্রচেষ্টা হচ্ছে?

[The Hon'ble Member having reached time limit resumed seat.]

Sj. Saroj Roy:

মিঃ স্পীকার, স্যার, এতদিন পর্যন্ত আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়কে উদ্দেশ্য করে যাকিছু বলেছি বিলের সম্পর্কে—কারণ একটু আশা ছিল কিন্তু আজ তাঁকে আর বলবার প্রয়োজন মনে করি না। আজকে যাঁরা সামনে বসে আছেন আপনার মাধ্যমে তাঁদেরকে বলি।

[The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji !

ও, আমাদের লোক ভাঁড়াবার চেষ্টা হচ্ছে?

এই বিলের যে নামকরণ সেটা হওয়া উচিত চাষীর গাঁটকাটা বিল। এই বিলে বাংলাদেশের চাষীদের জাতীয় পুনর্গঠনের পথে কত বড় যে বাধা সেটা যদি একটু বুঝতে চেষ্টা করা যায় তাহলে দেখা যাবে বাংলাদেশের শতকরা ৭২ ভাগ চাষী যারা সমাজের একটা বিরাট অংশ তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে যার ফলে চাষ বাড়বে না—ফসল বাড়বে না—বরং জাতীয় গভর্নমেন্টের যেখানে নিজে থেকে উৎসাহ উদ্দীপনা দেওয়া উচিত ছিল সেখানে তাঁরা চাষীদের উৎসাহ যাকিছু আছে তা নষ্ট করে দিচ্ছে এই বিলের মারফৎ। এই বিলে যে একটা ফাঁক আছে তা দ্বারা যে সাধারণ চাষীর সবনাশ করা হবে তা নয়, বিলটাকে যদি ভালভাবে লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে—এই বিল যখন আমাদের সামনে দেন তখন বিলে যে কারণ লেখা আছে সেটা কোন রকমেই সত্য বলে বলা যাবে না।

[4-10—4-20 p.m.]

তিনি এটার প্রধান কারণ দিয়েছেন 'ফুলেস্ট ইউটিলিজেশন অব ওয়াটার'—কিন্তু তিনি বক্তৃতায় যে কথা বললেন সেখানে ফুলেস্ট ইউটিলিজেশন-এর কথা বলতে পারেন নি। কারণ, আজ পর্যন্ত এখানে যে তথ্যমূলক বক্তৃতা দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, জল দিতে পারেননি। কিন্তু এখানে একটা কারণ আছে। টাকাটা খরচ কোরে সে টাকা যেমন কোরে হউক কৃষকদের ঘাড় থেকে সুদসমেত তুলতে হবে। অথচ দামোদরের অন্য যে সব রিসোর্সেজ রয়েছে সে সম্পর্কে এখানে বহু আলোচনা হয়েছে। সেখানে দেখান হয়েছে ইলেক্‌ট্রিসিটির ভিতর দিয়ে বহু টাকা আসতে পারে—কিন্তু সে পথে হাত বাড়ালেন না। কারণ, সেখানে দেশী হউক, বিদেশী হউক—বড় বড় লোকের ব্যাপার, তাঁদের ঘাড়ে হাত দেবেন না; এটা কর্তব্য নয়, নীতিও নয়।

এদের নীতি হ'ল যে কোন প্রকারে হউক বড় বড় ধনীদের স্বার্থ বাঁচিয়ে রেখে নিজেদের বাঁচার পথ করা, এবং কৃষক ও জনসাধারণের সর্বনাশ করা। এই বিলের মধ্য থেকে এই জিনিস পরিষ্কার হয়েছে। আপনি লক্ষ্য করবেন গত কয়েকদিন আলোচনার ভিতর আমরা একটা অত্যন্ত রিজনেবল জিনিস রাখতে চেয়েছি যে যদি তাঁরা জল দিতে না পারেন তাহলে কি হবে? আমরা চেষ্টা করেছি যে রুলস-এর ভিতর এটা লেখা হয়। কিন্তু তিনি কোন দিক থেকে সেগুলো রাখতে দিলেন না। কতকগুলো আলোচনা হয়ে গেল, যে আলোচনা অত্যাবশ্যক। কৃষকের জমিতে খাল কাটা হবে, কিন্তু সেই জল দিতে গেলে কৃষককের জমি যদি নষ্ট হয়, তাহলে কৃষক কোন রকম কম্পেন্সেশন পাবে না। অথচ কম্পেন্সেশন দেওয়ার ব্যাপারে দেখছি যেখানে বড় বড় জমিদার থাকে—তখন কম্পেন্সেশন দেওয়ার ব্যাপারে এ'দের হাত যথেষ্ট উদার, এবং মনও যথেষ্ট দরাজ। কিন্তু যদি কোথাও কোন কৃষকের জমির উপর দিয়ে খাল কেটে দেওয়া হয় তাহলে তার যে কত সর্বনাশ হয় তা জানেন। সেখানে একটুও কম্পেন্সেশন দেওয়া যে দরকার—সে কথা মনে করতে চান না। সমস্ত দিক থেকে বিচার করলে আজ পরিষ্কারভাবে দেখা যায় যে, এই বিলের একটি মাত্র উদ্দেশ্য, যে টাকা খরচ করেছেন, এবং যে টাকা খরচ করার ফলে বড় বড় ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানী, বড় বড় কলকারখানার মালিক, যারা এ থেকে প্রচুর টাকা মুনাফা লুটবে তাদের দিকে নজর দেওয়া। এই টাকা তোলা হবে গরীব কৃষকদের উপর থেকে। তাহলে খাদ্য উৎপাদন করা—যেটা জাতির সামনে সবচেয়ে বড় জিনিস—খাদ্যসংকট যখন দিন দিন অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠছে সেদিক থেকে এই রকম আইন বিচ্ছিন্নভাবে একটি মন্ত্রীর প্রচেষ্টায় এসেছে বলে মনে করি না। এই দিকে যদি লক্ষ্য রাখি তাহলে আজকে দামোদরের এই আইন আনার আগে বহু কিছু বিবেচনা করা হয়েছে যাতে চাষীদের উপর এইভাবে ট্যাক্সের বোঝা চাপানর প্রয়োজন হত না। বহু অনুরোধ করা হয়েছে, এখনও অনুরোধ করছি। এখনও যদি কিছুটা সম্ভাবনা থাকে আইনের দিক থেকে—অবশ্য কি কি আছে জানি না। তাহলেও যদি পুনর্বিবেচনা করতে পারেন তাহলে ভাল হয়। আপনারা বহু লোকের মতকে অগ্রাহ্য কোরে আইনটা পাস করতে যাচ্ছেন, তার ফল মন্ত্রীদের গায়ে গিয়ে পড়বে না। যাঁরা আজ কংগ্রেসে আছেন, যাঁদের সম্পর্ক চাষী-জীবনের সঙ্গে আছে, তাঁরাই অনুভব করবেন। এই বিল একবার যদি এই হাউসে পাস করিয়ে নিতে পারেন তাহলে এটা হয়ে যাবে, কিন্তু গণতন্ত্রের নামে যাঁরা এই রকম বিল আনবেন তাঁদের সঙ্গে গণতন্ত্রের কোন রকম সম্পর্ক থাকবে না। গণতন্ত্রের নামে, সংখ্যাধিক্যের জোরে পাস করিয়ে নেবেন এবং সামগ্রিকভাবে দেশের সর্বনাশ করে দেবেন।

আমার শেষ কথা—এখনও বিবেচনা করার সময় আছে। যদিই বা না করেন গ্রামাঞ্চলে কৃষক এবং দেশের সর্বসাধারণ মানুষ তারা তখন বিবেচনার দায়িত্ব হাতে তুলে নেবে। বারে বারে তার প্রমাণ বাংলাদেশে হয়ে গেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জোর করে পাস করিয়ে নিলেও কার্যকরী করা যাবে না। তার প্রমাণ বহুবার বাংলাদেশে হয়েছে। এরকম আইন কার্যকরী করা সম্ভবপর হবে না, এবং কোন আইন যদি কার্যকরী করতে না পারেন তাহবে সেটা সরকারের পক্ষে লজ্জার কথা। দেশের পক্ষে লজ্জার কথা এবং গণতন্ত্রের পক্ষেও লজ্জার কথা। ইতিমধ্যে খবরের কাগজের মাধ্যমে দেখছি—ইতিমধ্যেই কয়েক হাজার কৃষক জমায়েত হয়েছে, এবং একসুরে বলছে, যদি আইন হয় তবে ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলব, এবং এই আইনের বিরোধিতা করব। আমরাও বলি যে বাংলাদেশের অনেক জায়গায় কৃষক সমাজ এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক মানুষ বর্ধমানে কৃষকের পাশে স্থান নেবেন—যেমন গতবারের আন্দোলনের সময় হয়েছিল; এইভাবে কৃষকের গাঁটকাটা আইন, জাতীয় পুনর্গঠনের বিরোধী—এই যে আইন এ আইন কার্যকরী করতে পারবেন না।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, অবশেষে বর্ধমান এবং দামোদর উপত্যকার চাষীদের জন্য এই কালাকানুন রচিত হতে চলেছে এবং অজয়বাবুই এর রচয়িতা। দামোদর উপত্যকার মানুষ এবং সারা বাংলাদেশের মানুষ এটা আশা করেছিল যে, ডি ভি সি কর্পোরেশনের কাজ শেষ হ'লে বাংলাদেশের চেহারা পালটে যাবে—অন্ততঃ চাষের দিক দিয়ে। কিন্তু যে আইন আজকে রচিত হ'ল তার দ্বারা স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে মঙ্গলের নামে আজ বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী দেশে জুলুম চালাবার প্রচেষ্টা করছেন। এই আইনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বা, এই আইনের স্পিরিট

যা, তা দেখে মনে হয় না যে, এ'রা চাষীদের কোন মঙ্গলের কথা চিন্তা করেন। প্রথম পর্যায়ের আলোচনার ভিতর বলেছিলাম যেটা অজয়বাবু নানা যুক্তি দিয়ে কাটাতে চেষ্টা করেছিলেন তখন তাঁর যে মনোভাব দেখেছিলাম তাতে মনে হয়েছিল বাধ্যতামূলক কর প্রবর্তন করাই সরকারের উদ্দেশ্য; তার কারণ তিনি ভয় করছিলেন যে চাষীরা হয়ত ফাঁকি দিতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনার ভিতর দিয়ে বেশ স্পষ্টভাবে তাঁর যা উদ্দেশ্য তা আমাদের কাছে ধরা পড়ল। অজয়বাবু প্রথমে আমাদের কাছে যখন উত্তর দিতে উঠলেন তখন তিনি বললেন—বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্টের কথায়—সেখানেও বাধ্যতামূলক কর ধার্যের কথা আছে; কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় আমরা তাঁকে নানাভাবে প্রশ্ন করতে লাগলাম, তখন তিনি বললেন যে না, এ অন্য ধরণের আইন বাংলাদেশে করতে চাইছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে বহু জায়গায় আইনের বহু গলদ বেরুল, কিন্তু তিনি একটি গলদও শোধরাবার চেষ্টা করলেন না। তাঁর এই এক জেদী মনোভাব আমাদের কাছে লুকিয়ে রেখেছেন, সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। তবে এইটুকু মনে হচ্ছে যে এই আইনটা সত্যই যদি বাংলাদেশের মঙ্গলের জন্য করতেন, তাহলে নিশ্চয় এই ধরনের আইনকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠান উচিত ছিল।

[4-20—4-30 p.m.]

যেখানে এটা প্ল্যাসড হয়ে আসতে পারত সেখানে তা না করে তাড়াহুড়া করে এই আইনকে তিনি চাষীদের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। তিনি কনস্টিটিউশনের মৌলিক যে অধিকার সেই অধিকারকেও তিনি খর্ব করছেন। অথচ জমিদারদেরা কম্পেন্সেশন দেবার সময় আমরা যে কথা বলেছিলাম তাঁরা খুব বড় গলা করে তার বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু গরীব চাষীদের যখন জমিটা নষ্ট করে দিয়েছেন, ফসল ফলাবার সম্ভাবনা করে দিচ্ছেন এবং এ জন্য যদি কম্পেন্সেশনের বন্দোবস্ত না করেন তাহলে সংবিধান বিরোধী কাজ করছেন, তখন তিনি জোর গলায় বললেন যে এটা সংবিধানবিরোধী নয়। অর্থাৎ ১৯৫৫ সালে সংবিধানের যে সংশোধন হয়েছিল তার ৩১(২) (এ) ধারার সাহায্য নিয়ে সরকার এটা করতে পারেন। একটা লোক জলকর দেবে, তার জমির কিছুটা নষ্ট হবে তাতে ক্ষতি হবে সেই ক্ষতিপূরণের বন্দোবস্ত করলে করতে পারেন। অর্থাৎ যখন আমরা বললাম যে জলকরের ভেতর থেকে বাদ দিয়ে দিলে হয়, তখন তার উত্তরে তিনি বললেন যে সেটা রুলের ভেতর দিয়ে হবে। এক্ষেত্রে আমরা বলব যে হয় তিনি নিজে কিছু বোঝেন না, আর না হয় তাঁর সেক্রেটারীরা তাঁকে ভুল বোঝান। ৯ ধারা আলোচনা কালে আমরা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে যখন বলেছিলাম যে, যে জমির ভেতর দিয়ে চ্যানেল করা হবে সেই জমিতে যে ফসল হবে সেই ফসলের দাম জলকর থেকে বাদ যেতে পারে তার জন্য আপনি একটা ধারা সন্নিবেশিত করুন, তখন তিনি বলেছিলেন এটা ১২নং ধারার রুলের ভেতর করা যাবে। আপত্তি করলে এ্যাপীলেট অথরিটি সেটা মঞ্জুর করে দিতে পারবেন। অথচ এই ৯নং ধারাতে স্পষ্ট আছে যে এর জন্য কোন ড্যামেজ কিম্বা কোন রকম কম্পেন্সেশন সরকার দেবেন না। কিন্তু যেখানে মূল আইনের মধ্যে একটা ধারায় অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলা আছে সেখান কি করে রুল তৈরি করে সেটা কাটিয়ে দেওয়া যেতে পারে তা জানি না। যাইহোক এইভাবে বুঝিয়ে ভোটের জোরে তিনি যে এটা পাস করিয়ে নেবেন সেটা আমরা জানি। কিন্তু এই আইন প্রযোগ কি ভাবে করবেন সেটা বিবেচনা করা দরকার। প্রথম কথা হচ্ছে যেভাবে নোটিফিকেশন হবে সেই নোটিফিকেশন হবার পরে নোটিফাইড এরিয়াতে কৃষকের উপর একটা জুলুম হবে। তিনি সত্যিই চান যে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের যে জল সেই জল কৃষকরা ব্যবহার করুক। কিন্তু এর জন্য প্রপাগেন্ডা করতে হবে, কৃষকদের ভাল ক'রে বোঝাতে হবে যে এই জল ব্যবহার করলে খাদ্য উৎপাদন বেশী হবে। অথচ এই সব না করে তিনি প্রথমেই করলেন বাধ্যতামূলকভাবে তাদের জলকর দিতে হবে। দ্বিতীয়তঃ এসেসমেন্ট করবার সময় তাদের বক্তব্য শোনবার জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা রাখেন নি। তৃতীয়তঃ জমির ভেতর দিয়ে ক্যানেল কাটবার বন্দোবস্ত করলেন এবং সেটা জোর করবার জন্য ধারা সন্নিবিষ্ট করলেন, কিন্তু এর দ্বারা হ'ল এই যে এই বিলের প্রত্যেকটি ধারার ভেতর দিয়ে ঐ অঞ্চলের কৃষককুলকে একটা বিরোধী মনোভাবাপন্ন করে তোলা হচ্ছে। সুতরাং ফিল্ডে যখন এই আইনকে প্রয়োগ করতে যাবেন তখন সমস্ত কৃষককুল তার বিরোধিতা করবে, তাতে খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হবে এবং আপনাদের যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্যে আপনারা পৌঁছাতে পারবেন না।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় প্রথমে যখন এই বিলটা উত্থাপন করেছিলেন তখন আমাদের তরফ থেকে আমরা আপত্তি করেছিলাম যে এই বিলটাকে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি, দেশের লোককে জানতে না দিয়ে এই হাউসের সামনে উত্থাপন করা হয়েছে, এই বিলটাকে সিলেক্ট কমিটিতে দেওয়া হোক্‌ কিম্বা প্রচারের জন্য দেওয়া হোক। মন্ত্রী মহাশয় এবারকার এই সেসানে এই বিল পাস করিয়ে নিতে চান এবং এই বিল পাস করিয়ে নেবার জন্য তিনি যে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন সেই আগ্রহের ফলে এই সেসান কয়েকদিন বাড়াতে হয়েছে। প্রত্যেকটা ক্লজের উপর আলোচনার পরে ভোট গ্রহণ হয়েছে, বিশেষ করে ট্যাক্স সংক্রান্ত যে ক্লজ সেই ক্লজের উপর যতবার ভোট গ্রহণ করা হয়েছে এরকম দৃষ্টান্ত বিধানসভার ইতিহাসে বিরল। মন্ত্রী মহাশয়ের মন অনমনীয়; তিনি তাঁর জেদ অনুযায়ী এই বিল পাস করিয়ে নেবেন। মন্ত্রি মহাশয়কে আমি একটু সচেতন করিয়ে দিতে চাই যে এই দামোদর ভ্যালী জলের জন্য ট্যাক্সের যে সর্বোচ্চ মাত্রা এই বিলে নির্ধারিত হয়েছে, এই সর্বোচ্চ মাত্রার প্রয়োগ সম্বন্ধে যদিও তিনি বলেছেন যে ধাপে ধাপে এই ট্যাক্স বাড়ানো হবে, সর্বোচ্চ মাত্রা প্রথমে প্রয়োগ করা হবে না; তাহলেও মন্ত্রী মহাশয়কে আমি একথা বলতে চাই যে তিনি যদি অত্যন্ত বিবেচনার সঙ্গে ট্যাক্স ধার্যের ব্যবস্থা না করেন তবে এই বিলের মার্ফৎ দামোদর ভ্যালী অঞ্চলে তিনি অসন্তোষের সৃষ্টি করবেন এবং যে উদ্দেশ্যে এই বিল রচনা হয়েছে সেই উদ্দেশ্যও সম্পূর্ণরূপে বাধাপ্রাপ্ত হবে। আমি তার নিদর্শন নিজে দেখতে পাই দামোদর ভ্যালী এলাকার ঠিক পাশে ময়ূরাক্ষী এলাকাতে। সেখানে সেচ বিভাগ থেকে জলের ট্যাক্স রবিশস্যের জন্য প্রথমে ১৫ টাকা ঘোষণা করা হয়। ১৫ টাকা একর প্রতি ঘোষণা করার ফলে সেই অঞ্চলের লোক জল নিতে রাজি হয়নি, জল সরবরাহও সেচ-বিভাগ থেকে করা হয়নি। এই অবস্থা দেখে তখন বিভাগের তরফ থেকে জলের ট্যাক্স সাময়িক-ভাবে রবিশস্যের জন্য ১৫ টাকা থেকে কমিয়ে ৭৸৹ টাকা করতে হয়েছে। ৭৸৹ টাকা জলের ট্যাক্স করা সত্ত্বেও মন্ত্রী মহাশয় নিশ্চয়ই জানেন যে ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার মত বিরাট একটা নদী-পরিকল্পনায় এই ৪ বছরের মধ্যে রবিশস্যের জন্য ৪ শো একরের বেশী জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভবপর হয়নি কিম্বা লোকে সেচ গ্রহণ করেনি। দামোদর ভ্যালী পরিকল্পনায় সরকার ৩ লক্ষ একর জমিতে রবিশস্যের জন্য জল দিতে চান। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনায় উচ্চ হারে ট্যাক্স ধার্য করার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, আমি আশা করি সেচমন্ত্রী মহাশয় সে কথা স্মরণ করে দামোদর ভ্যালী ব্যাপারে, বিশেষতঃ রবিশস্যের জন্য কি হারে ট্যাক্স ধার্য করা উচিত তা বিবেচনা করে দেখবেন, কারণ বর্তমানে সকলের চেয়ে বেশী প্রয়োজন কি ক'রে সকলের চেয়ে বেশী ফসল উৎপন্ন করা যেতে পারে। ফসল উৎপন্ন করার পক্ষে প্রতিবন্ধক যদি কোন আইন হয়, উচ্চ ট্যাক্স যদি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে তাহলে আমি মন্ত্রী মহাশয়কে বলবো সন্তর্পণে এবং অত্যন্ত বিবেচনার সঙ্গে ট্যাক্স ধার্যের ব্যাপারে তিনি যেন অগ্রসর হন। ১৫ টাকা রবি-শস্যের জন্য ট্যাক্স ধরবার ক্ষমতা তিনি গ্রহণ করছেন, এই একটা হাতিয়ার তিনি নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন ভোটের জোরে কিন্তু এই হাতিয়ারের প্রয়োগ যদি ঠিকমত না হয় তাহলে দামোদর ভ্যালী অঞ্চলের কৃষকদের উন্নতি করা দূরে থাকুক—সমগ্র দামোদর ভ্যালী অঞ্চলে অধিক ফসল ফলানোর সম্ভাবনা যে সম্পূর্ণরূপে বাধাপ্রাপ্ত হবে সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

[4-30—4-40 p.m.]

আমি সরকারকে প্রথমে এই কথা বিবেচনা করতে বলি যে, রবিশস্যের জন্য জল দেওয়া ধানী-জমিতে জল দেবার মত সহজ নয়। রবিশস্যের ক্ষেতে যদি জল দিতে হয় তাহলে সরকারকে বহু জিনিস বিবেচনা করতে হবে। সকলের আগে স্মরণ রাখা দরকার যে, রবিশস্যের চাষ করতে হ'লে চাষীর মূলধন প্রয়োজন হয় বেশী। আজকাল আমাদের দেশে চাষীর যে অবস্থা সেই অবস্থায় এক একর দু একর জমি যে সমস্ত চাষীর আছে, অনেক সময় মূলধনের অভাবে তারা রবিশস্যের চাষ করতে পারে না। রবিশস্য চাষ করবার জন্য চাষী যদি প্রয়োজনানুরূপ ঋণ না পায়, ভাল বীজ, সার সুলভে না পায় তাহলে অধিকাংশ জমিতে রবিশস্যের চাষ করা যায় না। কোন একটা এলেকার যদি নির্দিষ্ট এক প্ল্যানে চাষ না করা যায় তাহলে রবিশস্যের জন্য জল দেওয়া সম্ভব হয় না। এই অভিজ্ঞতা ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার ব্যাপারে সরকারের নিশ্চয়ই আছে। সেজন্য আমি সরকারকে অনুরোধ করি [illegible] ব্যাপারে তাড়াতাড়ি উচ্চহারে জলের ট্যাক্স ধার্য করতে গিয়ে সরকার যে ভুল করেছেন সেই ভুল যেন দামোদর ভ্যালী পরিকল্পনায়

বোধায় না হয়। রবিশস্য চাষ করবার জন্য লোককে যাতে প্রয়োজন অনুযায়ী জল দিতে উৎসাহিত করা যায়, তার জন্য একটা নির্দিষ্ট রুপ প্ল্যানিং দরকার, সেজন্য এখন থেকেই সরকারের উদ্যোগী হওয়া উচিত। তা না হ'লে পরিশেষে দেখা যাবে যে প্ল্যানিংএর অভাবে চাষী জল নিতে পারছে না, জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হচ্ছে না। আমি সেজন্য সরকারকে বলব অবিলম্বে প্ল্যানিংএর উপর জোর দিন। যে এলেকায় রবিশস্যের জন্য এ বৎসর জল দিতে পারবেন সেই এলেকার চাষীর সঙ্গে পরামর্শ করা সরকারের সকলের আগে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। চাষীকে অগ্রাহ্য করে, তার সঙ্গে পরামর্শ না করে কেবল আইনের জোরে যদি হুকুমজারী করা যায় তাহলে তাতে হুকুমজারী হ'তে পারে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেশে অধিক ফসল উৎপন্ন হবে না। যদি দামোদর ভ্যালী পরিকল্পনা ব্যর্থ না করতে চান তাহলে ট্যাক্সের উপর আপাততঃ বেশী জোর দেবেন না। কি করে বেশী উৎপাদন হতে পারে, কি করে চাষের কাজে চাষীর উৎসাহ বাড়তে পারে সেদিকে আগে নজর দিন। ভোটের জোরে আইন পাস হয়ে যাবে। কিন্তু যে ক্ষমতা হাতে পাচ্ছেন তা প্রয়োগ করার সময় মন্ত্রী মহাশয়কে সবিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। তা নাহলে সমস্ত প্ল্যান বানচাল হয়ে যাবে। দ্বিতীয়তঃ, আমি সরকারকে অনুরোধ করি যে, ছোট ছোট নালা করবার যে অধিকার সরকার নিচ্ছেন তাতে সরকারকে একথা মনে রাখতে হবে যে, যে জমির উপর দিয়ে নালা কেটে জল চালান হবে সেই জমির কি পরিমাণ ফসল নষ্ট হবে। হয়তো এমন হতে পারে যে, নালা দিয়ে জল পাওয়ার জন্য চাষীর জমির উপকার হবে। চাষীর যে পরিমাণ জমি নালা কাটার জন্য সরকার গ্রহণ করবেন তার জন্য চাষীকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত। একথা সরকারকে মনে রাখতে হবে যে, যে অধিকার সরকার গ্রহণ করছেন সেই অধিকার প্রয়োগের ফলে খাল কাটবার জন্য জমির মালিকের যে ক্ষতি হবে সেই ক্ষতিপূরণের পথে যেন কোন রকম বাধা সৃষ্টি না হয়।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, বিলের তৃতীয় পর্যায়ের আলোচনা শুরু হয়েছে। কয়েকটা বিষয় ভেবে দেখবার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ জানব। প্রথম কথা হচ্ছে, কর নেওয়ার অধিকার থাকলেও জল ঠিক সময়ে এবং যথেষ্ট পরিমাণে দেওয়ার কোন দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করেননি। এটা প্রমাণিত হয়েছে ৩০।৩১এ জুলাই পর্যন্ত এ'রা বহু জায়গায় জল দিতে পারেননি। দু-তিন দিন আগে সেক্রেটারীয়েট ভবনে প্রেস কনফারেন্স করে যে কথা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে আমি বলব যে জল না দিয়েও অত্যন্ত ধৃষ্টতার সঙ্গে জনসাধারণের উপর দোষ চাপাবার চেষ্টা করেছেন যেন চাষীরা চ্যানেল কেটেছে বলেই জল দিতে পারেননি, নইলে জল দিতে পারতেন। আজকে চাষীরা দেখতে পাচ্ছে চোখের সামনে বীজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ক্যানেলের জল মাঠে উঠছে না। আমি নিজে বহু অঞ্চল ঘুরে দেখে এসেছি ক্যানেলের ধার দিয়ে যে ডিস্ট্রিবিউটরী পাইপ আছে তার নীচে জল রয়েছে। সেজন্য যে পরিমাণ জল সরবরাহ করলে পর সেচ হতে পারে সেই পরিমাণ সরবরাহ করা হচ্ছে না।* এবং বহু জায়গায় ক্যানেলে একটা ক্রস-ড্যাম দিয়ে জল নিয়ে যেতে হচ্ছে—এতেই প্রমাণ হচ্ছে জল সেখানে যেতে পারছে না। এবিষয়ে আমি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমার আলাপ-আলোচনা হয়েছে। কিছুদিন হ'ল ইরিগেশন সেক্রেটারী এবং চীফ ইঞ্জিনিয়ার বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখে এসেছেন কোথায় কোথায় ২৯এ জুলাই তারিখ পর্যন্ত জল যায়নি। জল সরবরাহের ব্যবস্থা না ক'রে কর আদায় করা অত্যন্ত অন্যায় হবে—এর গুরুত্ব এ'রা এখনো বুঝতে পারছেন না। যেখানে মেইন ক্যানেল দিয়ে জল যাচ্ছে সেখানে কোন ড্রেসিং না করার জন্য গত ২ বছর ভীষণ ইরোশন হয়ে গিয়েছে বর্ধমানের প্রত্যেকটা লোক একথা জানে। এবং ডি ভি সি স্টাফে তা জানেন। ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বহু জায়গায় ব্রিচ হয়েছিল। তারপর, এসব জেনেশুনেও দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে যে প্রেসার ও ভলিউমে জল দেওয়া হবে সেটা স্টান্ড করার মত করে কেন বাঁধকে স্টেংদেন করা হয়নি—বিশেষ ক'রে এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত—এই প্রশ্ন আমি ইঞ্জিনিয়ারকে করেছিলাম,

[4-40—4-50 p.m.]

সেখানে জল সরবরাহ গ্যারান্টীড্ করার যে কাজ, সেই জিনিস তাঁরা করেন নাই। আপনি যদি নিজে যান—এই বিল পাস করবার পর, তাহলে দেখতে পাবেন দুর্গাপুর থেকে মেইন ক্যানেল

কেমন করে ইভাপোরেশন হয়ে গেছে। সেই ক্যানেলের ভেতর দিয়ে যে কোয়ান্টিটি জল দেওয়া দরকার—প্রায় বারশো কিউসেক জলের প্রোজেক্ট হয়েছে, কেবল জনসাধারণের ঘাড়ে দোষ দেবেন না—যে ক্রস্-ড্যাম বাঁধার কথা বলছেন, ঐ ক্রস্-ড্যাম বাঁধলে পরে জল টানে না, শুধু মিষ্টি কথা বললে কাজ হবে না। আপনাদের কোথায় সত্যিকারের গলদ, সেটা গিয়ে দেখুন। আপনার ইঞ্জিনিয়ার তা জানেন। যদি নর্মাল কোর্সে কাজ করা হয় টেন্ডার কল্ করে তাতে লাভ করা যায় না, চুরি করা যায় না। কাজেই লাস্ট মোমেন্টে এমার্জেন্সী দেখিয়ে বহু টাকা চুরি করা হয়। শেষ মুহূর্তে কাজ করার জন্য যে কোন টাকা ইঞ্জিনিয়ার চান, সেই টাকা তখন খরচ করা হয়। ইঞ্জিনিয়াররা এই কন্স্পিরেসী জানেন। অথচ তাঁরা এইভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। এই সমস্ত জিনিস চলছে। আমি এ বিষয়ে খুটিনাটি জানি, এ নিয়ে আলোচনা করেছি। আমার প্রথম কথা হচ্ছে জল সরবরাহের ব্যবস্থা হওয়া দরকার। দ্বিতীয় আর একটা মারাত্মক জিনিস আছে। সেটা হচ্ছে গুরুতর প্রশ্ন—মূল ইরিগেশন ব্যবস্থাতে গুরুতর একটা সমস্যা আছে। আদৌ যদি কখনো ড্রাউট কন্ডিশন হয়, তখন আদৌ জল সরবরাহ করতে পারবেন কি না—তার সম্ভাব্যতা চিন্তা করা দরকার। সে সম্পর্কে অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারের পরামর্শ গ্রহণ করা প্রয়োজন। ডি ভি সির সেই সমস্ত এলাকায় নর্মালী ৫ ইঞ্চি ৭ ইঞ্চি জল দেওয়া দরকার। সেখানে ড্রাউট কনডিশন হলে পর কিভাবে তা এফেক্টিভ করা যায়, তার চিন্তা করা উচিত। শুধু এখানে বললে হবে না একবারে করবো না, ধীরে ধীরে বাড়িয়ে দেব। তা করলে হবে না। এবার তো জল দিতে পারেননি। প্রথম হয়ত সাড়ে সাত টাকা হবে, পরে দশ টাকা, তারপর সাড়ে বার টাকা হবে। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যতদিন না নিয়মিত জল সরবরাহের ব্যবস্থা হচ্ছে, ততদিন বর্তমানে যে হার আছে সেই সাড়ে পাঁচ টাকা হারে জলকর আদায় হবে। দু-বছর সময় নিয়ে এ্যাসিওর করবেন। তারপর আলোচনা করে ঠিক করবেন ম্যাক্সিমাম রেট কি হবে। যে রেট এনাউন্সড্ হবে, সেই রেট এনাউন্সড্ হবার পর লোককে ডেকে তাদের সঙ্গে ভাল করে আলোচনা করে কনসিডার করে এ জিনিস করবেন। নতুবা যা হবে তা মোটেই সুখের হবে না।

Sj. Suhrid Mallick Chowdhury:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বিল দেখে মনে হচ্ছে ইংরেজরা চলে গেছে, আর এখানে তাদের পাইক বরকন্দাজরা পড়ে রয়েছে। এই ডি ভি সি তাঁরা করেছিলেন চেম্বার অব কমার্সের মাধ্যমে। এটা নূতন করা নয়—'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় বেরিয়েছিল। চেম্বার অব কমার্সের যে শতবার্ষিকী হয়েছিল, তার রিপোর্টের মধ্যে তাঁরা বলেছিল এই ডি ভি সি করে তারা দেশের কল্যাণ করছে এবং তারা বলেছিল এই আইনসভার মাধ্যমে সেই সব আইন পাস হয়। সেখানে তাকিয়ে দেখতে পাওয়া যায়—তার উদ্দেশ্য কি ছিল! তার উদ্দেশ্য ছিল এদেশের মানুষের অর্থ শোষণ করে নিয়ে তাদের স্বদেশে পাঠিয়ে দেওয়া, যেটা আমরা দেখেছিলাম নীল করের সাহেবরা সেই সময় চাষীদের উপর যে রকম অত্যাচার চালাতো তার প্রতিফলন হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি এই প্রস্তাবের মধ্যে। তার জন্য এই বিল যখন আমাদের সামনে আনা হয়েছে তখনও দেখতে পাচ্ছি যে এই জয়ঢাক পেটান হচ্ছে এই ডি ভি সি অমুক করেছে, তমুক করেছে। তবে ডি ভি সি সম্বন্ধে সত্যি কথা বলছে এই—'ডি' অর্থে ডেমন, 'ভি' অর্থে ভালচার, আর 'সি' অর্থে করাপশন। কাজেই একে স্টেট রবারী বিল ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। আজকের দিনে যখন সারা পশ্চিম বাংলার মানুষ খাদ্যাভাবে, না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে, সেই সময় ডি ভি সি এলাকার সমস্ত কৃষকের জল থেকে বঞ্চিত করবার জন্য, তাদের উপর একটা ট্যাক্সের বোঝা চাপান হচ্ছে। আর কেন এটা চাপান হচ্ছে? ঐ যে ডি ভি সির পরিকল্পনা কলম্বো প্ল্যানের মধ্যে ছিল, তার দিকে দৃষ্টি দিলেই বোঝা যাবে। বৃটিশ বেণীয়ারা চেয়েছিল আমাদের দেশের অর্থ শোষণ করবার জন্য তাদের দেশের যন্ত্রপাতি এখানে পাঠিয়ে চড়া দামে বিক্রয় করবে, এবং এখানকার সম্পদকে লুট করবে। তাই তারা করছেন, আজকে এই করের নাম করে বিদেশী বেণীয়াদের হাতে টাকা তুলে দিচ্ছেন। যখন তারা বুঝেছিল পশ্চিম বাংলায় লেবার প্রব্লেম দেখা দিয়েছে, এখানে জিনিসপত্রের অবস্থা পূর্বে যে রকম ছিল বর্তমানে আর সেই রকম অবস্থা নেই, তখন তারা ছোটনাগপুর ও বিহারের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করেন এবং ছোট ছোট, নূতন নূতন শিল্প রচনা করবার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল এই ডি ভি সি প্ল্যানিংএর এবং এর দ্বারা ইলেকট্রিসিটি উৎপাদনের ব্যবস্থা করা। তারপর আরও প্রচেষ্টা করা হল—দেখা গেল ৭টা ইলেক্ট্রিক যন্ত্র এলো, কিন্তু সব কয়টিকে কাজে লাগান হল না। কারণ তাতে ইলেক্ট্রিসিটি এত বেশী

উৎপন্ন হয় যে তা সমস্ত বিহার, বাংলার ছেড়ে দিলে, এত যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। তারপর তাঁরা পরিকল্পনা করলেন সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। ভাবলেন সেচের জন্য এদের প্রাণ কাঁদিছে, নিশ্চয়ই ভাল কাজ হবে। কিন্তু এর থেকে আমরা কি দেখতে পেলাম? সেচ ব্যবস্থার নাম করে চাষীদের উপর এই যে সেচ পরিকল্পনা, তার খরচের সমস্ত টাকাটাই চাপিয়ে দেওয়া হ'ল এবং শিল্প যাঁরা রচনা করবেন, সেই সমস্ত পুঁজিপতি, ধনিক—বিদেশী এবং এদেশী, তাঁদের "দিকে কৃপা ও করুণার দৃষ্টি দিয়ে দেখা হ'ল।" তাঁরা সস্তায় যাতে ইলেকট্রিসিটি ব্যবহার করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হ'ল, আর অন্য দিকে বাংলাদেশের চাষী, যারা দেশে খাদ্য যোগাবে, তাদের বুকের উপর দিয়ে স্টিম রোলার চালিয়ে দেওয়া হ'ল। মন্ত্রী মহাশয়কে এই ভাবে যে স্কেপ-গোট করা হ'ল, তার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। এই পরিকল্পনার জন্য যে টাকা ব্যয় হয়েছে, সেই টাকা দিতে পশ্চিম বাংলা সরকারকে বাধ্য করা হবে, কারণ এই যে পরিকল্পনা তাকে রূপায়িত করতে কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক করেছেন যে টাকা ব্যয় হবে, সেই টাকা তাঁদের দিতে হবে খেসারৎ হিসাবে। যে টাকা এই ভাবে লুঠ করা হবে, তার থেকে হয়ত কিছুটা অংশ এঁদেরও থাকবে। কিন্তু দেশের চাষীকে মেরে যদি ধনীকে সমৃদ্ধিশালী করতে হয়, তাহলে তার জন্য আমরা এই টাকা কিছুতেই দিতে পারি না। সেই জন্য সেদিক থেকে এর কুফল হবার সম্ভাবনা রয়েছে এবং তার জন্য আগে থেকে আমরা সরকারকে সাবধান করে দিচ্ছি।

সেদিন রূপনারায়ণে যে একখানা লঞ্চ ডুবেছে, তার কারণ কি? যেখানে দামোদর ও রূপ-নারায়ণ মিশেছে সেখানে সাধারণত একটা চড়া পড়ত, এবং জোয়ারের টানে সেই চড়াকে ভাসিয়ে নিয়ে যেত। কিন্তু এখন ডি ভি সির বাঁধ বাঁধবার পর হতে সেই জল স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে এবং জোয়ার এসে, সেই জল চলে যাবার পর সেখানে যে পলি পড়েছে, সেই পলি মাটি আরও ফেঁপে উঠেছে। কিছুদিন বাদে হয়ত দেখা যাবে রূপনারায়ণের মুখ একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। ভাগীরথীকে যে ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, তা থেকে বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বাংলাদেশের সমস্ত সম্পদকে শোষণ করবার জন্যই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। এক দিন বাংলাদেশকে ভিখারীতে পরিণত করবার জন্য যে শয়তানী ষড়যন্ত্র বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ করেছিল, তাকেই সাফল্য-মণ্ডিত করবার জন্য আজ আমাদের মন্ত্রীসভা চেষ্টা করছেন।

[4-50—5 p.m.]

সেইদিক থেকে আমি মনে করি শুধু চাষীদের উপর এই জিনিস আসবে, যদি মনে করি এই জিনিসের দ্বারা চাষীরাই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হবে না নয়, সারা বাংলাদেশ এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এর সঙ্গে সঙ্গে আর একটা দিক আছে। হঠাৎ এই বিল আনার প্রয়োজন হল কেন। আর ছয় মাসের টাকা আছে, যে ফরেন এক্সচেঞ্জ ছিল তা ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হয়ে গিয়েছে। এই ডি ভি সি পরিকল্পনা, অমুক পরিকল্পনা, তমুক পরিকল্পনার ফানুষ উড়িয়ে সেখানে আমাদের সমস্ত টাকা নষ্ট করেছি। এইজন্য টাকা তোলার প্রয়োজন হয়েছে। এই টাকা কোথা থেকে পাবে তার জন্য আমেরিকাকে তুষ্ট করবার প্রয়োজন দেখতে পাচ্ছি, তার জন্য আমাদের জনসাধারণের ঘাড় ধরে টাকা আদায় করতে হবে এবং তার জন্য আমরা লাঠি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি, তার জন্য এই বিল নিয়ে এসেছেন। এই বিলে যদিও আমরা দেখছি আমরা পরাজিত হয়েছি তাহলেও বাইরে যেখানে এই বিল আইন হবার পর যখন এই টাকা তাবা আদায় করতে যাবে তখন আমরা আমাদের কৃষক ভাইদের কাছে গিয়ে এই কথা বলবো যে তাদের লুঠের ব্যবস্থা যারা করেছে তাদের আমরা সর্বশক্তি দিয়ে বাধা দেবো এবং তার জন্য প্রস্তুত থাকার জন্য আমি শ্রদ্ধেয় অজয়বাবুকে বলছি। পরিশেষে তাঁকে অনুরোধ করবো যে একটু চিন্তা করুন, সত্যে উদ্বুদ্ধ করুন। শুধু মসনদের স্বপ্নে বিভোর হয়ে দেশের অকল্যাণকে ডেকে আনবেন না।

Sj. Apurba Lal Majumdar:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এই বিধানসভায় দ্রুততার সঙ্গে এই বিলকে আনা হয়েছে এবং ততধিক দ্রুততার সঙ্গে বিলটাকে আইনে পরিণত করার চেষ্টা হচ্ছে। সেইজন্য আমি আমার পক্ষ থেকে যতখানি আমার কণ্ঠ সরোষে প্রতিবাদ করা উচিত ছিল; বিভিন্ন ক্লজে, বিভিন্ন ধারা, উপধারায়, যতখানি জোরালোভাবে প্রতিবাদ করার প্রয়োজন ছিল আমি সেই প্রতিবাদ করার জন্য

যথাসময়ে এমেন্ডমেন্ট দিতে পারিনি এবং এর বিরুদ্ধে যতখানি বলার প্রয়োজন ছিল ততখানি বলবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। বিলটি শুধু যে ইল-কন্সিভড এ্যান্ড ইল ড্রাফটেড তাই নয় এই বিলটি দেখে মনে হয় সরকারের দায়িত্বহীন এবং সমবেদনাহীন মনোভাবের চরম বিকাশ এই আইনের মধ্যে আমরা দেখতে পাই। গত ৫০ বৎসর ধরে চাষীদের সম্পর্কে যে সমস্ত আইন পাশ হয়েছে সেই সমস্ত আইনগুলি পাশাপাশি যদি রাখি, সমস্ত আইনের মধ্যে কিছু না কিছু আমরা দেখতে পাই যে চাষীদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য, চাষীদের কিছুটা উপকার করার জন্য, চাষীদের কিছুটা দুঃখ এবং দারিদ্র্যের বোঝা থেকে বাঁচানর জন্য চেষ্টা হয়েছে। এই ৫০ বৎসরের মধ্যে এই ধরনের কোন আইন যে আইন নির্লজ্জভাবে আমাদের দেশের দরিদ্র চাষীকে শোষণ করার নীতিকে সমর্থন করেছে এমন আইন ৫০ বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশের সামনে আসেনি। তাই অনেক সময় প্রশ্ন জাগে এবং আমার মনেও প্রশ্ন জাগে যে ট্রেজারী বেঞ্চ যাঁরা দখল ক'রে আছেন তাঁদের উইসডমের এই যে দৈন্যতা, এই দৈন্যতা কবে ঘুচবে! এবং এই দৈন্যতার জন্যই বাংলাদেশের জনসাধারণ দিনের পর দিন লাঞ্ছিত এবং নিষ্পেষিত হতে চলেছে। আমরা বার বার এর প্রতিটি ক্লজ সম্পর্কে আলোচনা করেছি, বিরোধী পক্ষের সমস্ত সদস্যরা তার মধ্যে কোথায় দোষ-ত্রুটি বাংলাদেশের ভাগচাষী, বাংলাদেশের নিম্নমধ্যবিত্ত চাষী এবং সাধারণ মানুষ এই আইনের আঘাতে কতখানি জর্জরিত হবে, কতখানি নিষ্পেষিত হবে, আমাদের পক্ষ থেকে সমস্তই আমরা বিধানসভার সামনে উপস্থিত করেছি, ট্রেজারী বেঞ্চ এবং সেচমন্ত্রীর কাছে উত্থাপন করেছি। কিন্তু অত্যন্ত লজ্জা এবং দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় আমাদের সমস্ত কথা বলা সত্ত্বেও যে নীতি, যে দুর্নীতি এর মধ্যে আছে অর্থাৎ চাষীদের স্বার্থবিরোধী নীতি এর মধ্যে আছে বা প্রতিফলিত হয়েছে তিনি এই নীতি সম্পর্কে তাঁর মনের এতটুকু মনোভাব বদলায়নি এবং একটা নীতিগত সংশোধন এই বিধানসভার মধ্যে গ্রহণ করেননি। এই সম্পর্কে আর একটা কথা বলতে হয় যে এতবড় একটা আইন, বাংলাদেশের বিরাট চাষীমহল এই আইনের আওতায় পড়বে অর্থাৎ ডি ভি সি এলাকার লক্ষ লক্ষ চাষী এই আইনের আওতায় নিঃশেষিত হবে, আমাদের ধারণা ছিল, যে অন্ততঃ একটা সার্কুলার মোশান এ্যাকসেপ্ট করবেন এবং সেই সার্কুলার মোশন এ্যাকসেপ্ট করে জনমতের সামনে এই আইনকে খাড়া করবেন, যাঁরা এই আইনের আওতায় আসবে, তাদের মতামতের সামান্য মূল্য অন্ততঃ সরকার দেবেন এইটুকু আমি ধারণা করতে পেরেছিলাম। কিন্তু আমাকে এখানে অত্যন্ত চোখ রাঙিয়ে বলতে হয় যে জনমতকে উপেক্ষা করে, তাদের মতকে প্রকাশ করার সুযোগ না দিয়ে এই আইন তাদের উপর রাতারাতি চাপিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে, এই যে পদ্ধতি এই পদ্ধতি অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক এবং শুধু অগণতান্ত্রিক নয় এটা তাদের সমবেদনা হীন মনোভাবের একটা নির্লজ্জ প্রকাশ বলেই আমি মনে করি।

শুধু তাই নয় এই সম্পর্কে যে রেট ধার্য্য করা হয়েছে ক্লজ-বাই ক্লজ আলোচনা করার সময় নাই, তবুও বলি শ্রী এস কে পাতিল যিনি মিনিস্টার অব ইরিগেশন এ্যান্ড পাওয়ার, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তাঁর একটা আর্টিকেল কিছুদিন আগে পড়ছিলাম। তিনি লিখেছেন—পড়ে শোনাই—

"Owing to defective planning of works water has been stored at considerable cost which can irrigate large areas but canal and distribution systems needed for conveying the water to the gelds have not been completed in time.

এক্ষেত্রে দামোদর ভ্যালীর ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে আজকে আগস্ট মাসের ১লা তারিখ, যেখানে ৪½ লক্ষ একর জমিতে জল দেবার কথা ছিল—সেখানে আজ পর্যন্ত অর্ধেক জমিতেও জল গিয়ে পৌঁছায়নি। শুধু তাই নয় আম আবার শ্রী এস কে পাতিলকে উদ্ধৃত করছি—

"Another important factor that has caused delay or inadequate utilisation of the irrigation facilities is the defective system of levying water rates which often fails to induce the cultivator to make use of the water made available at great cost."

এটা তাঁর কথা। আজকে ইউটিলাইজেশনের কথা আমাদের সেচমন্ত্রী মহাশয় বলেন—কিন্তু সেই জল ইউটিলাইজেশন করবার ক্ষমতা চাষীর আছে কি? চাষ করতে যে অর্থের প্রয়োজন সেই অর্থ দেবার ক্ষমতা চাষীদের নাই—যার জন্য বারবার আমাদের দিক থেকে আলোচনার সময় একথা

বলেছি—ফার্স্ট রিডিংএর সময়ও বলেছি কিন্তু যে বেসিসএ ধরছেন সেই বেসিস ঠিক না। সেই বেসিস যতক্ষণ না ঠিক হয়, অর্থাৎ চাষীর ক্ষমতা—পারচেজিং পাওয়ার যতক্ষণ এসেসমেন্ট না হচ্ছে ততক্ষণ এই আর্বিট্রারী ওয়াটার রেট চাষীর স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে এবং ফুড প্রডাকশন তো দূরের কথা সেই ফুড প্রডাকশনের পরিমাণকে আরও নামিয়ে দেবে। কারণ চাষীর এখন ক্ষমতা নাই। এদিক থেকে আর একটা দেখছি যে রিভিশনের জন্য ওয়াটার রেটের ব্যাপারে কোন বন্দোবস্ত নাই। এই যে রেট ফিক্স করা হবে—এটাই সাধারণভাবে ডি ভি সি এলেকায় চালু হয়ে যাবে। কিন্তু ওয়াটার রেট ফিক্স করার আগে আমরা বলেছিলাম ফার্স্ট রিডিংএর সময় যে সেখানে যে সয়েল কনডিশান আছে, বিভিন্ন জায়গায় যে ক্রপ প্রডিউসড হয় এবং কাল্টিভেটরদের পেমেন্ট করার ক্যাপাসিটি কি আছে সেই সমস্ত বিচার করে বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন জায়গায় এই ওয়াটার রেট এসেস করার প্রয়োজন আছে; তাই, যারা এ বিষয়ে বিশারদ অর্থনীতিক পণ্ডিত একথা বার বার বলেছেন যে একটা ওয়াটার রেট বোর্ড করা উচিত, যারা এই রেট ফিক্স করবে। তারা বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন জমির উপর লক্ষ্য রেখে চাষীর ক্রয় ক্ষমতার দিকে দৃষ্টি রেখে ওয়াটার রেট ফিক্স করবে। এই বোর্ডকে ক্ষমতা দেওয়া উচিত যে তারা দেখবে কোথায় কোন্ জমিতে কত রেট করা হবে। কিন্তু এমন একটা আরবিট্রারী রেট ফিক্স করা হচ্ছে যে যেখানে জমির উর্বরা শক্তি আছে সেখানে যে পরিমাণ ট্যাক্স দিতে হবে যেখানে উর্বরাশক্তি কম সেখানেও সেই ট্যাক্স দিতে হবে এবং রিভিশনেরও কোন বন্দোবস্ত নাই। আইনের মধ্যে তার কোন বন্দোবস্ত করতে পারেননি। যার ফলে আমরা বলেছিলাম যে নতুন করে ঢেলে সেজে আনুন—কিন্তু আমাদের সেচমন্ত্রী মহাশয় তা করতে রাজী হলেন না। তাই আমি বলি যে অন্যান্য রাজ্যে আইনের মাধ্যমে ওয়াটার রেট রিভিশনের ব্যবস্থা আছে—শুধু বোম্বেতে নয়, মধ্যপ্রদেশেও আইনে ব্যবস্থা আছে। সেখানে প্রতি বছর ওয়াটার রেট পাল্টান হয়। কিন্তু পাল্টাবার ব্যবস্থা আমাদের এখানে নাই। আমাদের দুর্ভাগ্য, বাংলাদেশের চাষীদের দুর্ভাগ্য যে আমাদের সেচমন্ত্রী ও তাঁর যারা সমর্থক তারা বাংলাদেশের চাষীদের দুরবস্থার কথা জেনেও এরকম একটা আরবিট্রারী রেট ফিক্স করতে পারেন এবং চাষীদের নিষ্পেষিত করে ফেলতে চান, তারই জন্য এই বিধান সভায় জনমতকে উপেক্ষা করে এই আইন পাশ করাতে চাচ্ছেন আমরা তার তীব্র বিরোধিতা করি এবং একথা জানাই যে এই আইন পাশ হবার পর জনসাধারণের উপর চাপ দেবার যখন চেষ্টা করবেন তখন স্বভাবতঃই সেটা প্রতিরোধ করার জন্য তারা চেষ্টা করবে এবং ফলে তখন কালীপদবাবুর পুলিশকে লেলিয়ে দেওয়া হবে তাদের উপর এবং এই যে ইতিহাস আপনারা গত ১০ বছর ধরে সৃষ্টি করেছেন নির্যাতনের এবং শোষণের সেই কলঙ্কিত ইতিহাসই আবার এর ভিতর দিয়ে রচনা করবার চেষ্টা করছেন। তাই আমার আবেদন যে এটুকু আপনারা দিন যে ট্যাক্সেশন এনকোয়ারী কমিটি যে ধরণের কথা বারবার বলেছে ওটার রেট ফিক্সেশনএর ব্যাপারে সেটা করুন—সেটা হচ্ছে যখনই চাষী জল ব্যবহার করতে চায়, তাকে এই প্রতিশ্রুতি দিন যে সে তখনই জল পাবে। আমরাও আপনাদের কাছ থেকে এই এস্যুরেন্স চাই যে চাষী যখনই জল চাইবে তখনই পাবে। কিন্তু সেচমন্ত্রীর কণ্ঠ নীরব, তিনি কোন কথা সেরকম বলেননি। আমি শেষবারের মত এই থার্ড রিডিংএ তাঁকে একথাই বলি যে যদি ট্যাক্সেশন এনকোয়ারী রিপোর্ট বেস করে কমপালসরি ওয়াটার রেট প্রবর্তন করে থাকেন তাহলে একথা বলুন যে যখনই চাষী জল চাইবে প্রয়োজন মত তাকে জল দিতে রাজী আছি।

[5—5-25 p.m.]

আর একটা কথা বলা দরকার, কথা হচ্ছে গভর্নমেন্ট পরে বেটারমেন্ট লেভীর দাবী নিয়ে আসতে চাইছেন, কিন্তু তারা যে হারে ওয়াটার রেট আদায় করতে যাচ্ছেন তার পরে আর বেটারমেন্ট লেভী ধার্য করবার তাঁদের সুযোগ থাকতে পারে না। তাঁরা ওয়াটার রেটটা এত এক্সেসিভলী হাই রেটে ধার্য করতে যাচ্ছেন যে তাতেই বাংলাদেশের চাষীর সর্বনাশ করবার জন্য তাঁরা চেষ্টা করছেন। এই বিলটাতে তাঁদের হৃদয়হীনতা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকট হয়েছে। অতএব এই বিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য বাংলার চাষীকুল নিশ্চয়ই উঠে দাঁড়াবে। আমি আমার সর্বশক্তি নিয়ে এই বিলের বিরোধিতা করছি।

[At this stage the House was adjourned for 20 minutes.]

[After Adjournment]

[5-25—5-35 p.m.]

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে আমাদের ছেলেবেলাকার স্বদেশী আন্দোলনের সময়কার একটা কথা মনে পড়ছে, এবং বাংলাদেশে সেই কথাটা আমাদের মনে একদিন প্রেরণা জাগিয়েছিল। [illegible] অত্যাচারে কবি লিখেছেন—

"নীলবাঁদরে সোনার বাংলা করলোরে ছারখার।"

আমি আজকে অবশ্য সমগ্র কংগ্রেসকে দায়ী করতে চাই না—কিছু ভাল লোক এখনো তার ভিতর আছে। কিন্তু কংগ্রেস শাসনে আজকে সেই ভাবে—নীল বাঁদরে সোনার বাংলা করলোরে ছারখারের মতন অবস্থাই করতে দেখছি।

আজকের কাগজে পড়ে দেখলাম—এস্টেট্ একুইজিশন অ্যাক্ট পাস হয়ে গেছে, বহু জমি বেনামী হয়ে গেছে। একটা বেনামদারের কবিতা—আমি অবশ্য বেনামদার নিজে নই, একটা কবিতা এবিষয়ে লিখেছি এই আইনের উপর। কবিতা সম্বন্ধে আমার যতটুকু জ্ঞান আছে তাই দিয়ে এই বিলটা দেখাতে চাইঃ—

কটা বছর ঘোড়ারে ভাই
টানছি খালের ধারে,
জল খাবে না কেমন কথা
তোমরা নির্বিচারে!
তোমরা যত কৃষকপুত
বোঝনা দাম জলের,
অজয় আমি আমার কাছে
অভাব কিবা কলের?
বুঝিয়ে আমি ছাড়ব জেনো
বিধানসভায় বসে,
টেক্ টেক্ টেক্ নো-টেক্ টেক্
ধরব তোমায় ক'সে।
খারিফ চাষ করলে পরে
গুণরে সাড়ে বারো,
রবিচাষের বেলায় বেশী
আড়াই তন্‌খা আরো।
দামোদরের জল বিকোবে
এবার দাম ওদের—
ঘুঘুই যদি চরে চরুক
কৃষক তোমার ঘরে।
অনেক টাকা বিদেশ থেকে
ধার নিয়েছে দিল্লী,
আমরা নিচ্ছি সেখান থেকে
তোরাই ত তা গিল্‌লি।
এখন যদি শোধ না করি
বলবে কিবা পাতিল!
উন্নতিটা বঙ্গদেশে
করবে ওরা বাতিল।
মস্ত পাজী বিরোধী দল
দেখায় খালি মালিক,
আরো দেখায় শিকরে বাজ
দেখায় গাঙ শালিক।

ট্যাক্সো কেন তাদের পরে
হবে নাকো ধার্য
কম পয়সায় বিজলীতে যে
করছে বেশী চার্জো?
অবুঝ ওরা বুঝবে নাকো
ধনীই দেশের মণি
তাদের পায়ে নোয়াই মাথা
দেবতাদের গনি।
দূরের খেতে জল সেঁচিতে
কাটবে যখন খানা
তোমার জমি চোটায় যদি
করবে না কেউ মানা।
খেলাপ যদি কর ইহার
কিম্বা পয়সা চাও,
তোমার ঘাড়ে চাপবে বোঝা
আমরা মারব দাঁও।
ধনীর জমি বাঁচবে এতে?
গরীব পড়বে মারা?
বামপন্থী ধুয়ো এসব
হয়োনা সংজ্ঞা হারা।
পুরো ট্যাক্স না দাও যদি
উশুল সুদ সুদ
বিধান করে রাখছি জেনো
আমি অজয় বুদ
দামোদরের জল বিকোবে
এবার আগুন দরে—
ঘুঘুই যদি চরে চরুক—
কৃষক তোমার ঘরে।

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি এই কথা বলতে চাই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে আইন করেছেন—আমি একদিন ক্যানেল অঞ্চলে নাজিমুদ্দিন সাহেবের আমলে গিয়েছিলাম। আমি দেখেছিলাম সেখানকার কৃষকেরা গুর্খা রেজিমেন্টের বিরুদ্ধে ও গোরা সৈন্যের বিরুদ্ধে যেভাবে প্রতিরোধ করেছিল, সে লড়াইয়ের কথা আমার মনে আছে। আর একদিন বাংলাদেশে নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে গঙ্গার দুই তীরে কাতারে কাতারে বাংলার লক্ষ লক্ষ কৃষক যেমন দাঁড়িয়েছিল মন্ত্রী মহাশয়ের এই আইনের ফলেও দামোদর অঞ্চলের কৃষক তেমনই ভাবে দাঁড়াবে। আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশের কৃষক সেই গৌরবময় ঐতিহ্য বহন করে এবং ভবিষ্যতেও বহন করে চলবার জন্য প্রস্তুত আছে। আমার এই কবিতার মধ্যে আমি কাব্য রস ঢালতে পারিনি—কিন্তু জোরালো কথা আছে। চাষীরা যে ভাষা বুঝবে সেই ভাষায় কবিতা লিখে লক্ষ লক্ষ কপি ছড়িয়ে দিতে হবে দামোদরের অঞ্চলে।

হরেকৃষ্ণবাবু যে কথা বলেছেন—সেখানকার কৃষকেরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে লড়ে মন্ত্রী মহাশয়কে জানিয়ে দেবে—এই অকিঞ্চিত করভার তারা সহ্য করবে না।

আমার বক্তৃতার শেষ কালে বলতে চাই—আপনি এই বিল প্রত্যাহার করুন, বাংলাদেশের সর্বনাশ করবেন না।

[5-35—5-45 p.m.]

Sj. Ananda Gopal Mukhopadhyay:
on a point of order Sir,
মনোরঞ্জনবাবু এখানে বলে গেলেন যে কংগ্রেসী শাসনে বাঁদর ঢুকেছে। এটা বলা কি ঠিক হয়েছে?

Mr. Speaker: I will expunge that word.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

স্পীকার, স্যার, একটু আগে আমার বন্ধু মনোরঞ্জনবাবু বক্তৃতা দিলেন এবং তার মধ্যে একটা কবিতা তিনি পাঠ করলেন। আমার ওপাশের বন্ধু সেই কবিতার ভাষাতে খুব বিক্ষুব্ধ হ'য়ে গেছেন। সেই কবিতা কোথাকার এবং কি ভাষার এটুকু অক্ষরজ্ঞান যে আমার ওপাশের বন্ধুর নেই তা আমি জানি। যদি তাঁর কিছুটা অক্ষরজ্ঞান থাকতো এবং ভাষার উপর দখল থাকতো তাহলে বক্তৃতাটা তিনি নিজের গায়ে টেনে নিতেন না। নিজের গায়ে টেনে নিলেন এই জন্য যে, তিনি কোন্ ক্যাটগরীতে পড়েন সেটা ঠিক করে নিলেন। কাজেই তার উপর বেশী বক্তব্য আমার নেই।

যাহোক, এই বিলটা আর কয়েক মিনিট পরেই পাস হবে। আমরা যা সংশোধনী দিয়েছিলাম—সুবোধবাবুর ২টা অপ্রয়োজনীয় সংশোধনী ছাড়া তার কোনটাই উনি গ্রহণ করেননি এবং সংশোধনীগুলির মূল দৃষ্টিভঙ্গীও গ্রহণ করেননি। আমি এর আগে একটা ক্লজে এ্যামেন্ডমেন্টের উপর বক্তৃতায় বলেছিলাম আপত্তিগুলি ও'রা গ্রহণ করতে পারেন না। কারণ তাতে ও'দের দলগত স্বার্থে আঘাত লাগে। এই স্কীম তৈরী করার জন্য যে টাকা নেওয়া হচ্ছে সেই টাকা কি ক'রে শোধ হবে তার শুধু গ্যারান্টি দিতে হবে এবং সেই হিসাবে কৃষকদের ঘাড় দিয়ে এই টাকা শোধ করে নেবেন ও'দের হাতে যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করে। বিশ্বব্যাঙ্ক মার্ফৎ সেই টাকা আসছে এবং তার মার্ফৎ স্কীম হচ্ছে। দেশের প্রয়োজনীয় স্বার্থে দেশের মানুষের উন্নতি করে তারপরে তাদের আরো উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এই দৃষ্টিভঙ্গী তাঁদের নেই। বিদেশীর যে অর্থ সেই অর্থ সুদসমেত কি ক'রে সাধারণ মানুষের ঘাড় দিয়ে তুলে নেওয়া যায় সেই হচ্ছে মূল লক্ষ্য। সেজন্য আমাদের যে সমস্ত এ্যামেন্ডমেন্ট ছিল সেই এ্যামেন্ডমেন্টগুলির কোনটাও গ্রহণ করা হয়নি। আমাদের বিরোধ হচ্ছে মূল দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে। সেজন্য আমি মনে করি যে এটা নীতিগত সংগ্রাম এবং এই নীতিগত সংগ্রামের ফয়সালা আইনসভায় হবে না, এই নীতিতে সংগ্রামের ফয়সালা হবে ময়দানে জনতার সংগ্রামের মার্ফৎ—একথা আমরাও জানি, ও'রাও জানেন। কাজেই এই আইনসভার মধ্যে যে বক্তৃতা আমরা রেখেছি এবং যে সংশোধনী প্রস্তাব এতদিন রেখে আমরা বলবার চেষ্টা করেছি তার মধ্য দিয়ে এটা আমাদের পূর্ণ ধারণা ছিল যে, যেখানে নীতির প্রশ্ন আছে সেখানে তার এক কাঁচ্চাও সরকার গ্রহণ করবেন না। কারণ সেইজাতীয় সরকার ও'রা নন। সাধারণ মানুষের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে তাদের দাবীর দিকে লক্ষ্য রেখে ও'রা নীতির পরিবর্তন করবেন সে আমরা মনে করি না এবং সেই নীতির পরিবর্তন একমাত্র মানুষের মাঝে হ'তে পারে। আজকে যে জলকর নির্ধারিত হচ্ছে সেটা শুধু বাংলাদেশের বর্ধমান, হাওড়া এবং হুগলী জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে বলে আমরা মনে করি না। বাংলাদেশের সরকারের প্রকৃত যে নীতি এটা তারই পদক্ষেপ বলে আমরা মনে করি। সমস্ত কৃষক সমাজের ঘাড়ের উপর এই করের বোঝা বার বার এসে পড়বে এবং সমস্ত মানুষের উপর এই আক্রমণ শুরু হবে ব'লে আমাদের বিশ্বাস। কাজেই বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই নীতি পরিবর্তন করা ছাড়া এই নীতির পরিবর্তন হবে না। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এই অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে সত্যিকারের যাতে উপযুক্ত একটা নীতি তৈরি হয় তার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুত হবে এবং অজয়বাবুর এই অজ নীতি যাতে শীঘ্র পরিত্যক্ত হয় তার ব্যবস্থা করার জন্য আমি বাংলাদেশের মানুষকে ডাক দিচ্ছি।

Sj. Provash Chandra Roy:

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আজকে দামোদরের জল নিতে গেলে কর দিতে হবে এজন্য যে অজয়বাবু এখানে উপস্থিত করেছেন সেই আইনটা কৃষকের ক্ষতিকর হবে বলে আমরা আইনটাকে জনমত সংগ্রহের দাবী জানিয়ে প্রস্তাব এনেছিলাম। কিন্তু আমাদের সেই দাবী কংগ্রেসপক্ষ প্রত্যাখান করেছেন। তারপর এই বিলে প্রতিক্রিয়াশীল যে সমস্ত ধারা রয়েছে তা দূর করবার জন্য আমরা বিরোধীপক্ষ থেকে বহু এ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছিলাম। কিন্তু সেই সব এ্যামেন্ডমেন্টও তাঁরা অগ্রাহ্য করেছেন। আমরা জানি প্রত্যেক দেশে, বিশেষ ক'রে যেসব দেশে খাদ্য ঘাটতি হয়, খাদ্য-সংকট ব্যাপকভাবে দেখা দেয়, সেই সব দেশে খাদ্য-সংকট সমাধান করার জন্য, কৃষকের উন্নতির জন্য এবং সামগ্রিকভাবে দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য কৃষককে বিনামূল্যে জলসেচের ব্যবস্থার সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের পশ্চিম বাংলায় যেখানে নাকি প্রত্যেক বছর ৮।১০ লক্ষ টন করে খাদ্য ঘাটতি হচ্ছে, প্রতি বৎসর দুর্ভিক্ষজনিত হাহাকার সৃষ্টি হচ্ছে সেখানে অজয়বাবু বিনামূল্যে জলসেচের ব্যবস্থা না হ'ক, কৃষকদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি না ক'রে আজকে এই বিলের মধ্যে যে স্কিমে যে পথ গ্রহণ করছেন তাতে দেশের এবং কৃষকের ক্ষতিসাধনই হবে। এই বিলে এই কথা বলা হয়েছে যে, তারা জল পাক বা না পাক তা সত্বেও কৃষককে জলের ট্যাক্স দিতে কৃষক বাধ্য থাকবে। কিন্তু শুধু যদি জলের ট্যাক্স সাধারণভাবে খরচ হিসাবে ধরা হোত তাহলে তার জন্য আমরা সংশোধনের মধ্য দিয়ে যে প্রস্তাব এনেছিলাম তা তাঁরা গ্রহণ করতেন। কিন্তু যে খারিপ শস্য হবে তার জন্য প্রায় ১২॥০ টাকা এবং রবিশস্যের জন্য ১৫ টাকা কর ধার্য করা হয়েছে। কিন্তু এইভাবে কর দেশের কৃষকের উপর চাপানো কোন মানুষ কল্পনা করতে পারেন না। আজকে আমরা প্রত্যেকে জানি যে পশ্চিমবাংলায় দ্রুতগতিতে খাদ্যশস্যের দাম বেড়ে চলেছে, কিন্তু এর কোন প্রতিকার না ক'রে সরকার একের পর এক ট্যাক্স চাপিয়ে চলেছেন। আজকে যেখানে সমস্ত মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে সেই জায়গায় অজয়বাবু এই বিলের দ্বারা সমস্ত বর্ধমান, হুগলী প্রভৃতি জেলার কৃষকদের উপর যে করের বোঝা চাপাচ্ছেন তাতে তাদের আর্থিক সংকট আরও চরমে গিয়ে পেঁছাবে। এর ফলে কৃষকরা ঐ অতিরিক্ত উচ্চ ট্যাক্স দিয়ে জল নিতে পারবে না এবং যারা জল নেবে তার যে ফলন হবে তাতে লাভের চেয়ে লোকশানই হবে।

[5-45—5-55 p.m.]

যে খাজনা বাকী থাকবে সেটা পাব্লিক ডিম্যান্ডস রিকভারী এ্যাক্ট দ্বারা আদায় করা যাবে—অর্থাৎ এই আইনের বলে গ্রেপ্তার করা যাবে, এবং যাই সম্পত্তি থাকুক না কেন, যতদিন পর্যন্ত না ট্যাক্স আদায় হচ্ছে সমস্ত রকম সম্পত্তি এ্যাটাচ ক'রে নিলাম করার অধিকার থাকবে এই পাব্লিক ডিম্যান্ড রিকভারী এ্যাক্টে। সুতরাং এই আইনদ্বারা কৃষকদের উপর ট্যাক্স আদায়ের জন্য বরাবর জুলুম চলতে থাকবে। এই অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ উঠবে তা শুধু দামোদর ভ্যালী অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। এই প্রতিবাদ অচিরেই বিক্ষোভ ও আন্দোলনের রূপ নেবে এবং সমগ্র পশ্চিমবংগে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়বে এবং এই বিক্ষোভ কংগ্রেস গভর্নমেন্টকে ধ্বংস করে দেবে। আজকে অজয়বাবু মনে করছেন কৃষকদের উপর জবরদস্তি ক'রে, তাদের ভয় দেখিয়ে, ট্যাক্স আদায় করবেন। কিন্তু আমি তাঁদের সাবধান করে দিচ্ছি যে, এই অগ্নিমূল্যের বাজারে আবার যদি এই অন্যায় ট্যাক্স জনসাধারণের উপর চাপান হয় তাহ'লে জনসাধারণ তা কখনো মেনে নেবে না। এবং জনস্বার্থবিরোধী এই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বিরোধীপক্ষ নেতৃত্ব দেবে। সেই আন্দোলনের মুখে কংগ্রেস সরকার ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি তাই এই অন্যায় আইন প্রত্যাহার করার জন্য আমি সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছি। দেশের মানুষ কখনো এই অন্যায় আইন মেনে নেবে না।

Sj. Sunil Das:

মিঃ স্পীকার, স্যার, সেচমন্ত্রী যদি আমাদের বল্‌তেন যে আমি নিরুপায়, কেন্দ্রীয় সরকার আমার উপর হুকুমজারী করেছে কম্পাল্‌সরী লেভী করতে হবে, কারণ কম্পাল্‌সরী লেভী না হ'লে নাকি খালের জল চাষীরা নেয় না এবং খালের জল থেকে যে আয় হয় সেই আয়টা

হয় না তাহলেও বুঝতাম ও'র পজিশনটা। কিন্তু তিনি যেভাবে বিলটা উপস্থিত করেছেন এবং বিলের যেভাবে ব্যাখ্যা তিনি করছেন তাতে তার পরিণতি কি হবে সেসম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তা তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং বাইরেও এখন থেকেই তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এই বিলের মাধ্যমে সেচমন্ত্রী যেভাবে জনসাধারণকে ধাপ্পা ও ধোঁকা দিয়ে কাজ হাসিল করবার চেষ্টা দেখাচ্ছেন তাতে তাঁরবিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠবে এবং এখনই বাইরে সমস্ত বিরোধীশক্তি সংহত হয়েছে এই বিলকে ব্যর্থ করার জন্য। এই সংবাদ যদি তাঁর জানা না থাকে তাহলে তিনি সেই সংবাদ এই হাউসের ভিতর থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে যান। সেচমন্ত্রী এই বিলে অনেকগুলি কথা বলেছেন, এভেইলেবিলিটী, বেনিফিট এবং করের হার। মিঃ স্পীকার, স্যার, আমরা বারে বারে বলেছি বেনিফিট হবে একমাত্র মাপকাঠি—কিন্তু এই বেনিফিটটা আমরা কি দিয়ে বুঝবো? যে কর ধার্য করা হচ্ছে সেটা লোকের বহন করার ক্ষমতা আছে কি না, ক্যাপাসিটি আছে কি না এটা সর্বাগ্রে বিবেচ্য, কিন্তু এ সম্বন্ধে সেচমন্ত্রী নিরুত্তর; তিনি মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বলেছেন যে, ধার্য করের হারের সিলিং পর্যন্ত তিনি পেঁাছাবেন না; তিনি আরও বলেছেন যে, যদি সর্বোচ্চ পরিমাণ কর ধার্য করা হয় তাহলেও তার মোট পরিমাণ ১ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকার বেশী হবে না। কিন্তু আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি তাঁর মেইন্টেনেন্স কস্ট কত? মেইন্টেনেন্স কস্ট ১৯৫৮।৫৯ কালে ৭ লক্ষের বেশী হবে না, গত বছর আরো কম ছিল। সুতরাং মোট ধার্য করের পরিমাণ ও মেইন্টেনেন্সএর ব্যয়ের এই ব্যবধান কিসের জন্য? মিঃ স্পীকার, স্যার, সেচমন্ত্রী বারে বারে আমাদের ভুল বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। তাই আমি তাঁকে বলছি, এখনও সময় আছে, এই বিল আপার হাউসে যাবে। যদি মন্ত্রী মহাশয় বুঝে থাকেন যে আমরা যেসব যুক্তি দেখিয়েছি তার মধ্যে সারবত্তা আছে তাহলে আমি তাঁকে এখনো সংযত হতে বলবো। আমি বলব একটা বোর্ড স্থাপন করুন এভেইলেবিলিটি এবং বেনিফিট নিরূপণ করবার জন্য, তাহলে আমরা বুঝবো তাঁর সদিচ্ছা আছে। আমি আরো বলব, যদি সেচমন্ত্রীর সত্যিই সদিচ্ছা থেকে থাকে এবং তিনি যদি চাষীদের উপর নিপীড়ন না করতে চান তাহলে কেন স্ল্যাব সিস্টেমে কর ধার্য করা হবে না, কেন প্রগ্রেসিভ রেটে কর ধার্য হবে না, কেন যার মাত্র ২ একর জমি আছে তার কর মকুব করা হবে না?

[5-55—6-15 p.m.]

কেন সবাইকে একমাত্র এক ধাঁচে এক হারে সবার উপর কর ধার্য করা হবে? যেখানে যার জমিতে আয়ের সম্ভাবনা কম, সেখানে হয় তাকে মকুব করুন, না হয় ত তার উপর একটা মিনিমাম কর ধার্য করুন। ধীরে ধীরে ক্রমান্বয়ে করের হার বাড়িয়ে যান আয়ের অনুপাতে। সর্বোচ্চ করের হার সাড়ে সাত টাকা যদি হয়, সেই সর্বোচ্চ হারে পেঁাছাচ্ছে শূন্য থেকে। সেজন্য যেখানে যেমন যেমন জমির পরিমাণ হবে, সেখানে তেমন তেমন কর ধার্য করুন। তাহলে বুঝবো আপনার সদিচ্ছা আছে। আপনি এখানে বলুন যে স্ল্যাব সিস্টেমে কর ধার্য করবেন। তা না হ'লে আমরা বুঝবো সামান্য যদি সদিচ্ছা থাকেও চাষীদের জন্য হুকুমবর্দারী করছেন আপনি কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য।

মিঃ স্পীকার, স্যার আজকে বুঝতে পারতাম—চালের 'মনো-কাল্চারএর জায়গায় 'ডাইভার্সিফাইড এগ্রিকাল্চার' হয়েছে। যদি তাঁরা সেচের বেনিফিট দিয়ে থাকেন, তাহলে সেই কর ধার্য করবার মানে আছে। সেখানে যুক্তি আছে কর ধার্য করবার। মিহিরবাবু সে কথা বলেছেন, আগেও অনেকে তা বলেছেন। যদিও মনো-কাল্চারএর জায়গায় ডাইভার্সিফাইড এগ্রিকাল্চার হয়, তাহলে করের একটা ন্যূনতম ভিত্তি ধার্য করা হোক্। স্ল্যাব সিস্টেমে কর ধার্য করুন—বেনিফিট, এভেইলেবিলিটি নির্ধারণের জন্য একটা বোর্ড বসান। সাবধান হন, এখনো সময় আছে। এখানে কবুল করুন একটা বোর্ড ক'রে দেবেন কর নির্ধারণ করবার জন্য এবং স্ল্যাব সিস্টেমে কর ধার্যের নীতি গ্রহণ করবেন।

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? আমরা দেখতে পাচ্ছি—যে বছর ভাল বর্ষা হয়, সে বছর মেইন ক্রপ আমন ধানের ফসলও বৃদ্ধি পায়। সেখানে ইরিগেশনএর জল নেবার প্রয়োজনীয়তা কমে যায়। আর যে বছর খরার দিন, সেই বছর তাঁরা জল দিতে পারছেন না;

প্রকৃতির দান যেদিন এলো, সেই দানে আমরা সঞ্জীবিত হলাম। প্রকৃতির দান যেদিন স্তব্ধ হলো, সেদিন আপনারাও অপারগ; জল দেবার ক্ষমতা তখন আপনাদের নাই। যদি সার্থক সেচব্যবস্থা তৈরি হয়ে থাকে তবে এর কারণ আমরা বুঝতে পারি না।

এখানে পরিষ্কার হয়ে যাবে আপনি কি চান। যে কয়টি গঠনমূলক প্রস্তাব আপনার কাছে রাখলাম—সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট বলুন শেষবার, আপনাদের উদ্দেশ্য কি? চাষী পীড়নের হুকুম-বর্দারী?' বাংলার চাষীদের উপকার করবার বিন্দুমাত্র সদিচ্ছা আপনাদের নাই। তাই জন্য আমি এই বিলে তীব্র প্রতিবাদ করছি।

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, শত বাধা প্রতিবাদ সত্বেও বিলটা পাস হয়ে যাচ্ছে—যাকে বলে ব্রুট মেজরিটিতে পাস হবে ব'লে মনে হচ্ছে। সেটা আইনে পরিণত হবে সে লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। এখন ধরে নেই এই আইন কৃষকদের সর্বনাশ করবার আইন পাস হয়ে গেল। এটা ধরে নিয়েও কিছুটা সাবধানবাণী আমি বিরোধী পক্ষ থেকে মন্ত্রিমণ্ডলীকে জানিয়ে দিতে চাই। সেটা হচ্ছে এই—আপনারা একবার ভাল ক'রে ভেবে দেখুন—ইডেন খালের যে চাষীরা যে পরিমাণ সেচের জলের জন্য যে অর্থ দিত, আজ সেই পরিমাণ সেচের জল নিয়ে যদি বেশী অর্থ দিতে হয়, তাহলে তাঁরা কি চোখে আপনাদের দেখবে? কি চোখে তাঁরা আপনাদের গ্রহণ করবে—সেটা ভেবে দেখুন ভাল ক'রে।

দ্বিতীয় কথা সেচের জল দেবার পরেও যদি কিছু ফসল বাড়ে এবং এই জল দেবার অজুহাতে যদি কৃষকের ঘর থেকে সবটুকু বাড়তি ফসল অপহরণ করে নেন, তাহলে ফসল বাড়ানর চেষ্টা করার জন্য কৃষকের কি উৎসাহ থাকবে? আপনি ভেবে দেখুন ভাল ক'রে। আপনি যদি তার লাভের অংশ না বাড়তে দিয়ে, তার লভ্যাংশের সবটুকুই কিম্বা তার চেয়ে আরও বেশী আদায় করবার চেষ্টা করেন তাহলে কি ক'রে তারা আপনার এই নীতিকে গ্রহণ করবে, সেটা ভেবে দেখুন। ইংরাজ রাজত্বের চেয়ে আমাদের বর্তমান রাজত্ব তারা ভাল চোখে দেখবেন কি না, আপনি বিচার ক'রে দেখবেন। তারপর হয়ত সেচের জল একটুখানি দিয়ে, বাকীটা বর্ষার জলে চাষ হবে, অথচ আপনারা ১৬ আনা অংশ আদায় করে নেবেন, তাহলে সেখানে কৃষকরা কি চোখে দেখবে, আপনারা সেটা বিচার ক'রে দেখবেন। সমস্ত দিক বিবেচনা ক'রে আপনার এই আইন প্রয়োগ করতে হবে যদি কৃষকদের বাঁচাতে চান।

আমরা হাওড়া জেলার কৃষক এই কথা একশোবার সহস্রবার বলবো যে, এইভাবে দামোদর এলাকার জমিগুলির সর্বনাশ সাধন করা হ'ল, তাকে মরুভূমিতে পরিণত করা হ'ল, অথচ তার জন্য ক্ষতিপূরণের কোন ব্যবস্থা নেই। তারজন্য সেচমন্ত্রী মহাশয়ের মুখ থেকে একটি কথাও বের হ'ল না। কোথাও যদি একটু উপকার করছেন অমনি সেখান থেকে ঝেড়েমুছে সব কিছু অপহরণ ক'রে নিচ্ছেন। এক্ষেত্রে সেখানকার কৃষকরা আপনাদের এই নীতিকে কি চোখে দেখবেন, একবার আপনি একটু ভাল ক'রে ভেবে দেখুন। আমাদের বাংলাদেশে একশো কোটি টাকার উপর খরচ ক'রে ডি ভি সি পরিকল্পনা করা হ'ল এবং সেখান থেকে ক্যালকাটা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনকে ২ পয়সা রেটে বিদ্যুৎশক্তি সাপ্লাই করবার ব্যবস্থা করা হ'ল আর সেখান থেকে কৃষকরা জল পাবে ১২৷৷০ টাকায় ধান জমির জন্য আর রবি ফসলের জন্য ১৫ টাকায়। এটা আপনি ভাল ক'রে ভেবে দেখুন। এমন কি হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিসিটি থেকে যে দরে তারা কারেন্ট পায়নি, ডি ভি সির কাছে থেকে ক্যালকাটা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন তার চেয়ে আরও সস্তা দরে পাবে। সুতরাং আপনি ভাল ক'রে বিচার ক'রে দেখবেন এই সকলের জন্য গ্রামের কৃষকরা আপনাদের কি চোখে দেখবেন। আপনারা কাদের স্বার্থ রক্ষা করেন, আপনারা কাদের সেবা করেন, ভাল করে বিচার করে দেখবেন।

আপনারা হয়ত আপনাদের ব্রুট মেজরিটির জোরে এই বিল পাস করবেন, কিন্তু জেনে রাখবেন যেমন করে বঙ্গ-বিহার সংযুক্ত করণের সময় ব্রুট মেজরিটির জোরে পাস করেছিলেন, কিন্তু আইনসভার সেই পাসের যুক্তিটা উল্টে গিয়েছিল বাংলাদেশের ময়দানে, মাঠে, গ্রামে নানা স্থানে আন্দোলন করে, ঠিক তেমনিভাবে উল্টে যাবে এই সিদ্ধান্তও এবং পূর্বে যে আন্দোলন হয়েছিল তার চেয়েও আরও কঠিনতর আন্দোলন হবে এবং ঐদিকে যে সকল কংগ্রেস কর্মীরা

আছেন তাঁরাও বাধ্য হবেন এই আন্দোলনে যোগ দিতে, এবং এটা নিশ্চয় জানবেন, ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে কংগ্রেস। বাংলাদেশের মানুষ বাঁচবে। হাজার হাজার অত্যাচারিত, দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত মানুষ এখনও বেঁচে আছে, তাদের আপনারা মারতে পারেননি, তারা আপনাদের ধ্বংস করে ছেড়ে দেবে যদি আপনি জোর করে এই কুখ্যাত ক্যানেল আইন তাদের উপর চাপান।

[At this stage the House was adjourned for 10 minutes.]

[*After adjournment.*]

[6-15—6-25 p.m.]

Sj. Bankim Mukharji:

সভামুখ্য মহোদয়, আজকে বহু বিতর্কের পর এই বিল আইন হতে চলেছে। অবশ্য আমাদের যে সমস্ত আশঙ্কা তা রয়েই গেল। এমন কি বিলটা ন্যায়সঙ্গত কি না ,আইন সঙ্গত কি না এই আশঙ্কা যে রইল এবং আপনিও এই অধিবেশন স্থগিত রেখে, আইনবিদদের সহায়তা নিয়ে শেষ পর্যন্ত যেটা বল্লেন "গভর্নমেন্ট ইজ স্যাটিসফাইড", অর্থাৎ গভর্নমেন্ট মনে করেন যে এটা সংবিধানবিরোধী নয় কিন্তু আপনি খ্যাত আইনজীবী হিসাবে নিজেকে বাঁচিয়ে গিয়েছেন, আপনি নিজের মত দেননি, স্পীকার মহোদয়, এই আইনটা আইনসঙ্গত হচ্ছে কি না? এবং তা থেকে আমার নিজের ধারণা যে বাস্তবিকই এটা আইনসঙ্গত হচ্ছে না এবং এই আইনের মধ্য দিয়ে একটা টোটালিটেরিয়ানএর মনোভাব অত্যন্ত প্রকট হয়ে পড়ছে। অথচ কোন যুক্তি বিবেচনা না করে তাদের ইচ্ছামত কর ধার্য শুধু তাই নয় কেন এই টাকা কর ধার্য করা হবে বার বার জিজ্ঞাসা করেও অংকের দিক থেকে কোন সদুত্তর পাইনি। এবং যদি ক্যানেল না করেন মাইনর ইরিগেশন করেন তাহলে কত টাকা খরচ পড়ে এবং কতটা জমি জলসিঞ্চিত হতে পারে তারও কোন সদুত্তর পাইনি। কেন এই ১২৷৷০ টাকা করবেন? হয়ত এটুকু বিবেচনা করা যেতে পারত যদি এই বিলের ভিতর কোথাও লেখা থাকত যে জল সময়মত দিতে না পারলে ট্যাক্স তো নেওয়া হবেই না বরং কৃষকরা ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবে। তার কারণ হচ্ছে সভামুখ্য মহোদয় আপনিও জানেন একবার যদি ক্যানেলে জল চলতে আরম্ভ করে তাহলে পর আগেকার যে সমস্ত সাধারণ পদ্ধতি জলসেচের সেগুলি বিনষ্ট হয়ে যায়, সেগুলি কৃষকরা রাখেন না এবং তারই ফলে এই বছর যেমন আগস্ট মাস এসে গেল এখন পর্যন্ত দামোদর ক্যানেলের জল সব জায়গায় পৌঁছায়নি। মাত্র কিছুদিন আগে জল তারা ছেড়েছেন তাহলে এরকম ক্যানেল দিয়ে কি হয়? এই ক্যানেলে এত জল সঞ্চিত থাকে না যে তারা গ্রীষ্মের শেষের দিকে বর্ষার প্রাক্কালে এই রিজার্ভারের ক্ষমতা নাই যাতে পশ্চিমবাংলা জল পেতে পারে—এ জন্যই জল পেল না। কিন্তু ছোটনাগপুরে ক্যাচমেন্ট এরিয়াতে জল হলে তবে আমরা সৌভাগ্যক্রমে ক্যানেলে কিছুটা জল পেতে পারি। কিন্তু সাধারণতঃ তা হয় না। এবার আমরা দেখছি যে পশ্চিমবাংলায় জল হয়নি। পশ্চিমবাংলায় পুরুলিয়ার দিকে আমরা যত যাব ক্যাচমেন্ট এরিয়াতে ততই জল কমে আসবে। কাজেই আমরা বুঝতে পারছি যে ক্যানেলের পক্ষে জল দেওয়া বৃষ্টি না হলে এক রকম অসম্ভব। কোথা থেকে দেবে? আজকে জল হতে আরম্ভ করেছে তাও বৃষ্টিপাতের পর। অর্থাৎ ক্যানেলে যতটা বলা হয় গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে ক্যানেল মারফৎ বাংলাদেশকে অফসলা থেকে বাঁচাবার তার কোন সম্ভাবনা নাই—যেকথা আমিও পূর্বে বলেছিলাম। যে কথা আমি প্রথমে বলেছি—কিছুমাত্র বন্যানিয়ন্ত্রণও হয়ই নাই, এবং মাঝে মাঝে এক-আধ বছর ক্যানেল থেকে অপকার পাওয়া যায়। সাধারণত যে সময় প্রচুর জল থাকে যেমন দু' বছর পূর্বে হয়েছিল, গভর্নমেন্ট পক্ষ যদিও একথায় বিরোধিতা করেন, কিন্তু আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা—সঙ্গে সঙ্গে জল বৃদ্ধি জল ছেড়ে দেওয়ায় বন্যা দুর্বহ হয়েছে। এসমস্ত ব্যাপার থাকা সত্বেও আজকে এক-তরফা বলেন—এই খাজনা আমরা ধার্য করব। অর্থাৎ এই জলকর আমরা আদায় করব। এর আর কোন প্রতিকার নাই। বিরোধিতায় লাভ নাই—সার্টিফিকেট জারি করে, না দিলে, আদায় করব। এটা সঙ্গত কি না দেখা হবে না—তোমার জমির উপর দিয়ে চ্যানেল নিয়ে যাবই। কিন্তু কোথাও লেখা নেই চ্যানেলএর ডেফিনিশন কি? এক্ষেত্রে চ্যানেলকে আবার রক্ষা করতে হবে, তাকে মেইনটেন করতে হবে। আপনারা সারা বছর ধরে চ্যানেল মেইনটেন করছেন—যার জমির উপর দিয়ে—তার জমি কি জমি নয়? সেজন্য তাকে কম্পেন্সেশন দেওয়ার বিধান রাখতে হবে না?

যদি বলা হত ১০।১৫ বছর রক্ষা করতে হবে তাহলেও না হয় আমাদের কৃষকরা যে সমস্ত সুবিধা পাবে তার জন্য সে ত্যাগ স্বীকার করে রইল, কিন্তু সে দৃষ্টিভঙ্গী এ'দের নেই। এর একমাত্র [illegible] উদ্দেশ্য ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ককে সন্তুষ্ট করা। হয়ত বা, জানি না ঠিক, প্ল্যানিং কমিশন থেকে হুকুম হয়েছে—তোমরা এই রকম উচ্চহারে ক্যানেলকর আদায় কর। হয়ত এই ধরণের রাজনৈতিক চাল এর মধ্যে আছে। জানি কংগ্রেস পক্ষের মেম্বারের ঐখানে বাজছে যদি বাস্তবিক এই হারে কর নেওয়া হয় তাহলে লোক সব বিক্ষুব্ধ হবে। তাই যদি হয় তাহলে জিনিসটা পরিষ্কার রাখলে আপত্তি কি? আমরা বিরোধীপক্ষ জানতে পারতাম গভর্নমেন্টের এখন মতলব নাই এতখানি করার, নিয়ে রাখছি একটা সিলিং কিন্তু এক্চুয়াল সিলিং, ১২৷৷৹ টাকা নিয়ে রাখলেও পরে ১০ টাকাও ত হতে পারে। সে বিষয়ে কিছু আশ্বাস পেলে পর বিরোধীপক্ষ কিছু সন্তুষ্ট হত। বর্ধমান থেকে কংগ্রেস প্রতিনিধি এসে দরবার করবার পর করা হল। অর্থাৎ হরেকৃষ্ণ কোনারের দলের দরবারে কিছু হল না। আমাদের কংগ্রেসের যারা তাদের কথায় হল—এই রাজনৈতিক চাল হয়ত এর মধ্যে নিহিত থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের আসল কথা—এই বিলের মারফতে গভর্নমেন্ট যে নতুন সূচনা আরম্ভ করেছেন সেইটেই ভয়ের কথা। কনস্টিটিউশন কি তাদের অধিকার দিয়েছে—জল নিক বা না নিক, আমার লাভ হবে কি হবে না, সে গভর্নমেন্ট বুঝবে। অর্থাৎ প্রজাসাধারণ নাবালক। এইত ফ্যাসীবাদ, বর্তমান নাগরিক যারা তারা নাবালক, তাদের কর্তৃত্বের ভার আমাদের উপর এসেছে। ফ্যাসীজমএর উপর প্রতিষ্ঠিত যে রাষ্ট্রশক্তি তাদের কথা হচ্ছে তারাই বিবেচনা করবেন জনসাধারণের কিসে উপকার হবে।

আমরা জানি—বাংলার কৃষক জল নেবার জন্য আগ্রহশীল। যদি তারা জল পায়, তাহলে জল দেবার জন্য কোন আপত্তি করবে না। কিন্তু যেহেতু তাঁরা জানেন তাঁরা সময়মত উপযুক্ত পরিমাণ জল দিতে পারবেন না সেইজন্য জবরদস্ত আইনের দ্বারা বলে দিচ্ছেন—এই এই সমস্ত এরিয়ার লোককে জল নিতে হবে। এর পরে যদি সরকার দৃষ্টিভঙ্গী না বদলান এই বিরোধীতার পরে, যখন এ সম্বন্ধে খাজনা বা জলকর ধার্য করবেন তখন যদি "অন্তত এপক্ষ থেকে যা বলা হয়েছে—৫৷৷৹ টাকার ভিতর যদি জলকর নেমে না আসে তাহলে সরকারের পক্ষে অসঙ্গত হবে। কেন আমরা দেখছি ১০ টাকার উপর? তিনি একটা কথা ময়ূরাক্ষীর সময় এর হয়ত একটা হিসেব আছে। ময়ূরাক্ষীর সময় ১০ টাকা, দামোদর পরিকল্পনাতেও ১০ টাকা—ময়ূরাক্ষীতে তারা যদি কনট্রাক্ট করে ১০ টাকার উপর হবে না। ময়ূরাক্ষী প্রদেশে হয়ত মেজর ইরিগেশনে নেওয়া হয়—মাইনর ইরিগেশনের জন্যও এই যে চেষ্টা তার জন্য বাংলার চাষীরা বিক্ষুব্ধ। সেইজন্য ডেভেলপমেন্টের উপর ট্যাক্স বন্ধ করা হচ্ছে। তারা জানে অল্পমাত্র স্থানে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। কিছু দিনের মধ্যে সারা বাংলায় যদি বসাতে চান এই রেট্ তাহলে এই বিক্ষোভ সারা বাংলায় হলে কিছুতেই রক্ষা করা যাবে না। সর্বশেষে আমার বক্তব্য অজয়বাবু যে পথে নদীর জলের জন্য কর আদায় করতে এগিয়ে যাচ্ছেন সেই কুটীল পথে না গিয়ে প্রপার চ্যানেল দিয়ে যেন যান।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়! এই বিলের শেষ পর্যায়ে আমি আশা করেছিলাম যে কিছু নতুন কথা শুনব, কিছু নতুন যুক্তি শুনব, এবং তার জবাব আমাকে দিতে হবে। আমি একের পর এক শুধু নাম লিখে চলেছি, নামের পাশে যুক্তি লেখার মত কিছু খুঁজে পাইনি। বেশীরভাগ বিরোধী সদস্যেরাই হুমকী দিয়েছেন, ভয় দেখিয়েছেন, খুব ভাষার ছটা দেখিয়েছেন, কিন্তু যাকে বলে গঠনমূলক সমালোচনা তা দুই-একটা ছাড়া দেখিনি। যেমন, বলা যায় মিহিরবাবুর কথা। তিনি যেসব কথা বলেছেন তা মূল্যবান, এবং তাঁর সেই কথাগুলি আমি সব সময়েই মনে রাখব। কিন্তু আমি শুনে দুঃখিত হলাম প্রবীণ জননায়ক হেমন্তবাবুর মত লোক বললেন যে ডি ভি সি-তে কোন উপকার হবে না, শুধু অপকারই হবে। এর জবাব আমার নাই, শুধু একটা শব্দই মুখে আসে—'অদ্ভুত কথা'। অনেক সদস্য বলেছেন—ডি ভি সিতে উপকার হবে না, তা নয়, নিশ্চয় হবে। তাঁরা নিজেরাই তার জবাব দিয়েছেন। আমাকে জবাব দিতে হল না যে আর কিছু করতে না পারি, অন্ততঃ দামোদরের জলে শুকনো মাঠে ফসল ধরছে। মনোরঞ্জনবাবু একজন শ্রমিক নেতা; তিনি পাগল হয়ে কবিতা আউড়ে বললেন, কাজেই তাতে মনে হ'ল যে

কিছু ফল হচ্ছে। অপূর্ববাবু অপূর্ব ভঙ্গীতে ভয় দেখালেন, আর হরেকৃষ্ণবাবু তাঁর ত এই মারি কি সেই মারি এই অবস্থা। তাঁর কথায় মনে হল—এখানে নয়, চল বাহিরে কুরুক্ষেত্র প্রাঙ্গনে। সেখানে দেখাব মজা গদাঘাতে। আমি অত বড় বীর নই। তাঁর সঙ্গে হয়ত পারব না, কিন্তু তাঁর সেই বীরত্ব যদি স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় দেখতাম তাহলে আনন্দিত হতাম।

[6-25—6-37 p.m.]

কানাইবাবু বললেন যে আমি মৌলিক অধিকার হরণ করেছি, কিন্তু মৌলিক অধিকার হরণ করবার মত ক্ষমতা আমার মতন ক্ষুদ্র ব্যক্তির নেই। আমাদের স্পীকার মহাশয় নিজেই বলেছেন যে এর কোনটাই আল্ট্রা ভাইরেস অব দি কনস্টিটিউশন নয়। কানাইবাবু আরও বলেছেন যে ধোকা দেওয়া হচ্ছে—যে জমিতে নালা কাটা হবে তাতে ফসলের ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ হিসাবে কিছু জলকর বাদ দিতে পারা যাবে, এই কথা না কি আমি বলেছিলাম। কিন্তু তিনি আইনটা ভালো করে পড়ে দেখবেন যে তাতে আছে, যে এলাকার উপর জলকর ধার্য হয়েছে, যেমন ধরুন ২ একর জমির উপর ট্যাক্স ধার্য করা হয়েছিল ৫ দুগুণে ১০ টাকা, সেখানে যদি তার জমির উপর খাল কাটার জন্য তার ১ বিঘা জমি চলে যায় তাহলে সে দেখাতে পারবে যে তার ২ একরের চেয়ে এক বিঘা কম জমিতে সেচ নিচ্ছি। অতএব আনুপাতিক কম ট্যাক্স নেওয়া হবে। এইভাবে দরখাস্ত করবার অধিকার তার আছে এবং সে তা করলে জলকরও আনুপাতিক কমে যাবে। কিন্তু এইসব খাল এত সরু যে অতখানি জমি কারুর যাবার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং ফসলের ক্ষতিপূরণ দেবার কথা নেই। বিনয়বাবু বলেছেন যে আকাশে জল না হলে ড্রাউট কন্ডিসান যখন থাকবে তখন তিনি জল দেবেন কি করে? এ বছর যদি ড্রাউট হয় তাহলে আমরা রিজার্ভার থেকে পূর্ববৎসরের সঞ্চিত জল থেকে চাষীকে জল দিতে পারব—অর্থাৎ আশেপাশের জমি যখন ফেটে চৌচির হয়ে যাবে তখনও আমরা আমাদের সেচ এলাকায় জল দেব। কিন্তু পর পর যদি ২।৩ বছর ড্রাউট হয়, আমরা যদি ২।৩ বছর রিজার্ভারে জল ধরার সুযোগ না পাই তাহলে জল দেওয়া যে অসম্ভব হবে একথা আমরা স্বীকার করি। সুহৃদ মল্লিকবাবু বলেছেন যে এবার সব জায়গায় জল দিচ্ছেন না কেন? এর উত্তর আমি আগে দিয়েছি এবং এখনও বলছি যে একটা মাত্র স্থান থেকে সমস্ত জল ছাড়তে হয়, এইভাবে ৪।৫ লক্ষ একরে জল দিতে হয়। সেখানে আগাগোড়া সমস্ত জমিতে একদিনে এক সময় জল পৌঁছাতে পারে না। অর্থাৎ প্রথম থেকে শেষ জমি পর্যন্ত জল যেতে ১৫ দিন বা এক মাস পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। [এ ভয়েস: জল ছাড়া হয়েছে কবে?] জল ছাড়া হয়েছে ১লা জুলাই তারিখে। তিনি আরও বলেন যে বিদেশী যন্ত্রপাতি বিক্রি করে বিদেশী শোষণে সাহায্য করবার জন্য এই ধনিক সরকার সেই মতলবে খাল কেটে জমিগুলো নষ্ট করছেন। আমরা বিদেশী যন্ত্রপাতি আনি আমাদের দেশের মঙ্গলের জন্য। আমরা যখন রাশিয়া থেকে যন্ত্র আনছি, টাকা সাহায্য নিচ্ছি তখন নিশ্চয় কেউ বলবেন না যে রাশিয়া ভারতকে শোষণ করছে। তিনি এবং বঙ্কিমবাবু এই আভাষ দিলেন যে আমরা সমস্ত খরচ তুলে নিচ্ছি। কিন্তু তাঁরা হয়ত সেদিন আমার কথা শোনেননি। সেদিন আমি বলেছিলাম যে বাৎসরিক যে ব্যয় হবে—যাকে রেকারিং বলে—সেই পৌনঃপুণিক খরচ উঠবে না। যদি আমরা সমস্ত জমিতে জল দিয়ে পুরো ট্যাক্স আদায় করতে পারি তাহলেও আমাদের পৌনঃপুণিক খরচ ওঠে না। আমার এই হিসাবটা বোধ হয় সেদিন ও'রা নজর করেননি। সুহৃদ মল্লিকবাবু আরও বলেছেন যে দামোদর পরিকল্পনার জন্য রূপনারায়ণের জোয়ার-ভাটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাঁর বাড়ী বেলেঘাটায়, আর আমার বাড়ী, জন্ম, রূপনারায়ণের পাড়ে। তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব নয় যে জোয়ার সমুদ্র থেকে আসে, দামোদর থেকে আসে না। কিন্তু এমনভাবে ভীমগর্জনে তিনি বক্তৃতা দিলেন তাতে লোকে মনে করবে যে না জানি কত সারগর্ভ কথা। অপূর্ববাবু বললেন যে অজয়বাবুর মতন এমন আইন ৫২ বছরের মধ্যে হয়নি। তিনি আইনজ্ঞ হয়েও এতদিনের আলোচনায় একটা আইনের যে নাম হল তা তিনি শোনেননি। সেটার নাম বি ডি এ্যাক্ট—বেঙ্গল ডেভোলাপমেন্ট এ্যাক্ট—সেটা ১৯৩৫ সালে হয়েছিল, কিন্তু তারপর এখনও ৫০ বছর কেটে যায়নি। আজকে জবাব দেবার জন্য কোন নতুন পয়েন্ট পেলাম না তবে কেবল একটা ভাব লক্ষ্য করলাম যেন দেশসেবার একচেটিয়া মনোপলি তাঁরাই পেয়েছেন। আমরা কিন্তু তাঁদের এই মনোপলির দাবি মানি না। আমাদের এদিকে শুধু মন্ত্রীরাই নন

যে সব সদস্যরা আছেন যাঁদের ভোটের জোরে এই আইন পাস হচ্ছে তাঁদের মধ্যে প্রায় সবাই দেশসেবা করে ত্যাগের পথে দীর্ঘদিন ধরে অগ্নিপরীক্ষার ভেতর দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাঁরাই দেশের মঙ্গলের জন্য এই আইন করতে যাচ্ছেন। তাছাড়া ১৯৪২ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় যাঁদের আমরা আমাদের পাশে দেখিনি তাঁরা আজ এত দেশভক্ত হয়ে উঠবেন এই অপূর্ব যুক্তি আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা গরীবদের শোষণ করতে চাই না বরং তাদের উন্নতি করে তাদের লাভের কিছু অংশ সরকারের হাতে নিতে চাই। আমাদের কল্যাণরাষ্ট্রের নীতি হচ্ছে গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা করা। অর্থাৎ দেশের ৫ জনের কাছ থেকে নিয়ে তাদেরই জন্য ব্যয় করা। আমরা দেশের নবরূপায়ণে ব্রতী হয়েছি। সুতরাং তাদের উপর জুলুম হতে পারে এমন কাজ আমাদের দ্বারা হবে না। আমাদের এই সমস্ত কথা বিরোধী পক্ষ যতই অস্বীকার করুন দেশবাসী আমাদের জানেন বলে বিরোধীদলের তীব্র সমালোচনা ও অসত্য প্রচারণা উপেক্ষা করে পর পর দুটি নির্বাচনে তাঁদের সেবার ভার কংগ্রেসকেই দিয়েছেন। অর্থাৎ দেশবাসীর বিশ্বাস আমাদের উপর আছে বলেই তাঁরা এই দায়িত্ব আমাদের দিয়েছেন এবং আমরাও সেই দায়িত্ব যথাযথ পালন করছি।

The motion of the Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji that the West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958, as settled in the Assembly be passed, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—119.

Abdus Shokur, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Prevakar

Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Zia-ul-Huque, Janab Md.

NOES—60.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Sunil
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Halder, Sj. Renupada
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Konar, Sj. Hare Krishna
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sj. Deben
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi

The Ayes being 119 and the Noes 60 the motion was carried.

Mr. Speaker: There will be no House tomorrow. The House will sit on Monday at 3 p.m. There will be no questions. Non-official Resolutions will be taken up.

Adjournment

The House was then adjourned at 6-37 p.m. till 3 p.m. on Monday, the 4th August, 1958, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Monday, the 4th August, 1958, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (the Hon'ble Sankardas Banerji) in the Chair, 15 Hon'ble Ministers, 8 Deputy Ministers and 205 Members.

[3—3-10 p.m.]

Adjournment Motion

Sj. Gopal Basu: Sir, consent to my adjournment motion has been refused. With your permission, Sir, I am reading the motion. The motion runs thus:—

> "The Assembly do now adjourn to raise a discussion of urgent public importance and of recent occurrence, namely:—
>
> On 1st August, 1958, the management of 'Dunbar Cotton Mills Ltd.', at Shyamnagar in the district of 24-Parganas, issued a notification containing an announcement to wind up the 'C' shift of the mill. As a result of this action by the management some one thousand workers of the mill are going to be thrown out of employment, which in its turn is bound to aggravate the unemployment problem in this State. The State Government has up till now failed to take necessary action to prevent the management from issuing the abovementioned notification."

Tram strike

Sj. Ganesh Ghosh:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আজকের কাজ নেবার আগে আমি আপনার কাছে একটা জরুরী বিষয় রাখতে চাই। সেটা হচ্ছে এই আগামী ১২ই আগস্ট তারিখে কলকাতা ট্রাম স্ট্রাইক হবে বলে ঘোষণা শুনছি। যেটুকু মনে হচ্ছে, ট্রাম স্ট্রাইক হয়ে যাবে। তা যদি হয়ে যায়, তাহলে কলকাতার লক্ষ লক্ষ লোকের যানবাহনের অভাবে কষ্ট হবে। এ সম্বন্ধে ডাঃ রায় কি ভেবেছেন—যাতে এই ট্রাম স্ট্রাইক না হয়, যাতে আমাদের উৎকণ্ঠা কমে, কলকাতার লক্ষ লক্ষ মানুষ রিলিফ ফিল করবে? এই সম্পর্কে ডাঃ রায় যদি একটু আলোকপাত করেন, তাহলে আমরা খুব আনন্দিত হব।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমি তো এর কিছু জানি না; আমাকে তো কেউ কিছু বলেননি। তবে একটা সুবিধা আছে—তখন এসেম্‌ব্লী বন্ধ থাকবে। আপনাদের কিছুই অসুবিধা হবে না।

Bus permit

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি লিস্ট তৈরি করতে করতে আমি একটা বিষয়ের রেফারেন্স দিচ্ছি।

Mr. Speaker:

যদি এপ্রোপ্রিয়েট হয়।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আপনি রাজী হবেন, স্যার। আমি রেফার করছি। গত শনিবার দিন কাগজে দেখলাম—কলকাতার বাইরে যেখানে স্টেট বাস রুট নাই, সেই সমস্ত রুটেতে ছয়শো পারমিট দেওয়া হয়েছে এবং সেই ছয়শো পারমিটের মধ্যে তিনশো পারমিট ইতিমধ্যে মঞ্জুর হয়ে গেছে। সেই তিনশো পারমিটের মধ্যে একটি পারমিটও কোন বাংগালীকে দেওয়া হয় নাই। একটি রুট পারমিট দিলে ১০।১২ জন লোকের একটি পরিবারের •অন্ন সংস্থান হতে পারে। এ খবর আনন্দবাজার পত্রিকাতে বেরিয়েছে। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনি এবিষয়ে কিছু বলুন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

মুখ্যমন্ত্রীর শুধু দৃষ্টিশক্তি নয়, শ্রবণশক্তিও আছে।

Fixing of time-limit for Resolutions

Mr. Speaker: I am fixing 3 hours for the two resolutions. 4 hours is a bit too much. I think it is the last day. I am fixing one and a half hours for each resolution.

Non-official Resolutions

Sj. Ganesh Ghosh: Mr. Speaker, Sir, I beg to move that this Assembly is of opinion that a committee, to be called the Administrative Reforms Committee, be set up forthwith by the Government from amongst the members of both the Houses of the State Legislature with a High Court Judge as Chairman, to inquire into the working of the present administrative set-up and to recommend measures of reform to be adopted to achieve the following ends, viz.,—

(i) to root out corruption and dilatoriness in administration,

(ii) to prevent wastage and extravagance in administration,

(iii) to enlist public co-operation at all levels of administration.

মিঃ স্পীকার, স্যার, এই চতুর্থ নম্বর প্রস্তাব পেশ করে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আমাদের দেশে আজকের দিনে প্রগতির যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, যথেষ্ট এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের কথা ঘোষিত হয়েছে, দেশের লক্ষ্য হিসাবে সমাজতন্ত্রবাদের ধাঁচে সমাজ বলে ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু এত সব মৌলিক পরিবর্তনের ঘোষণার মধ্যে একটা গুরুতর বিষয় বাদ পড়ে রয়েছে এবং সেই বিষয়টির প্রতি সকলের আজকের দিনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা দরকার। এই ব্যবস্থাটা অর্থাৎ আমাদের শাসনযন্ত্র অর্থাৎ এডমিনিস্ট্রেশন, এই ব্যবস্থাটা মোটামুটিভাবে বৃটিশ আমলে যে রকম ছিল আজও প্রায় একই রকম রয়ে গিয়েছে—আমাদের স্বাধীনতা লাভের ১১ বছর পরেও। তার কাঠামো তার ধরণধারণ, তার কার্যপদ্ধতির মধ্যে কোন পরিবর্তন আসেনি। ছোট্ট করে বললেও এটা বললে যথেষ্ট হবে যে শাসন ব্যবস্থা থেকে এডমিনিস্ট্রেশনের কাছে চিঠি লিখে জনসাধারণ আজও তার জবাব পায় না। এ সম্বন্ধে শুধু একটা কথা বলা যায় যে ডাঃ রায়ের কাছে কেবল চিঠি লিখে সাধারণ মানুষ এবং আমরা জবাব পাই, আর অন্য সব মন্ত্রীদের কাছ থেকে সময়মত জবাব পাই না।

মিঃ স্পীকার, স্যার, আর একটা বিষয়ের প্রতি আপনার মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো এই বলে যে, যদিও মন্ত্রীমহাশয়রা জনসাধারণের চিঠির জবাব দিতে গিয়ে যে সৌজন্যটুকু দেখান, তাঁর শাসন বিভাগের অফিসাররা সেইটুকুও দেখান না। ব্যাপারটা অতি তুচ্ছ, অতি ছোট, কিন্তু এটা মানুষকে আঘাত করে। মন্ত্রী মহাশয়রা যদিও জনসাধারণের চিঠির জবাব

দেবার বেলায় ডিয়ার, মিস্টার বলে সম্বোধন করেন, কিন্তু তাঁদের চেয়ে অনেক ছোট, তাঁদের নিচের অফিসাররা, তাঁরা বলছেন শ্রদ্ধাভাজন সর্বজনমান্য ব্যক্তিকেও লিখতে গেলে—

"He is informed that he is required to attend this office or that office."

অমুক হবে, তমুক হবে। এই যে অসৌজন্যতা, এর প্রতি আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আশা করি যে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ও তাঁর সহকর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। যেন জনসাধারণের চিঠির জবাব সময়মত পাওয়া যায়, এবং প্রতিটি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, তাঁর বিভাগের অফিসারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে জনসাধারণের চিঠির জবাব দিতে হবে এবং সৌজন্য অবজার্ভ করে দিতে হবে। এর যে কাঠামো ধরণধারণ, কাজ কর্ম আছে তার কোন পরিবর্তন হয়নি। এই এডমিনিস্ট্রেশন ফাংশনের কোন পরিবর্তন হয়নি। অথচ এই পরিবর্তনের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশী এ বিষয়ে। সরকারের যাঁরা কাজ করেন, সেই সমস্ত সরকারী কর্মচারীদের যে মনোভাব, আমি, মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনার কাছে তাঁদের সেই মনোভাবের কথাটা একটু উল্লেখ করছি। সরকারী কর্মচারীদের মুখপত্র 'সমন্বয়' বলছেন— এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন আজও আমাদের দেশে যে ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু রয়েছে তা প্রথম সৃষ্টি করেছিল আমাদের দেশের পূর্বতন শাসক ও শোষক বৃটিশ সরকার। দেশের অগণিত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করা, তাদের আত্মবিকাশের সমস্ত পথ রুদ্ধ করে রাখা, বিদেশী শাসন ও শোষণকে অব্যাহত রাখাই এই শাসনযন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু আজও সেখানে যে ধরণধারণ, তা দেখে মনে হয় সেই উদ্দেশ্যের কিছুটা ব্যতিক্রম হলেও, জনসাধারণের দৃষ্টিতে আজও তা পড়েনি।

[3-10—3-20 p.m.]

আর একটা দিক থেকে এই প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ও সংস্কার আশু অপরিহার্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আমাদের দেশ আজও ব্যাকওয়ার্ড, ইকনমিক্যালী অত্যন্ত পশ্চাৎপদ, প্ল্যানিংএর মাধ্যমে আমাদের দেশকে উন্নত করবার চেষ্টা হতে আরম্ভ হয়েছে এবং যদি প্ল্যান সাকসেসফুল হয় তাহলে নিশ্চয় দেশের যথেষ্ট অগ্রগতি হবে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাল আমরা পেরিয়ে এসেছি, দ্বিতীয় পরিকল্পনার কালের মাঝামাঝি আমরা এসেছি কিন্তু এই পরিকল্পনা সফল করার যে দায়িত্ব সেই দায়িত্ব জনসাধারণ আজ উপলব্ধি করে না। সরকারের কর্মচারীরা পর্যন্ত আজ অবধি উপলব্ধি করে না। দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য হিসাবে যে সব কথা বলা হয়েছে, সেগুলি, মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনাকে আমি আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—

> "A sizeable increase in national income so as to raise the level of living in the country; rapid industrialisation with particular emphasis on the development of basic and heavy industries; a large expansion of employment opportunities; and reduction of inequalities in income and wealth and a more even distribution of economic power."

সেকেণ্ড প্ল্যান থেকে কোট করলাম। এই লক্ষ্য আমরা সমর্থন করি, দেশের জনসাধারণ ব্যাপকভাবে, একটু মতপার্থক্য থাকলেও, একে সমর্থন করে। দুঃখের কথা এই লক্ষ্যে পৌঁছানর জন্য, আমাদের আনুষঙ্গিক প্রস্তুতি আজও অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ রয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা সফল করার দায়িত্ব যে আমাদের সরকারের উপর প্রভূত এসে পড়েছে তা পালন করার ব্যবস্থা আমাদের নেই। দুঃখের কথা প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমেও প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে উপযুক্ত করে তুলতে পারছি না, করবার জন্য কোন চেষ্টাও আমরা দেখছি না। একথা আমরা সুনিশ্চিতভাবে জানি যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা যদি আমরা যথোপযুক্তভাবে গড়ে তুলতে না পারি, সরকারী কর্মচারীরা যদি সেই দায়িত্ববোধ আজো উপলব্ধি করতে না পারেন, জনসাধারণকে যদি আমরা এই প্ল্যানিংএর কাছে টেনে আনতে না পারি, যদি ব্যয়ভার শাসনিক ব্যবস্থা কমাতে না পারি, যদি আমরা অপব্যয় বন্ধ করতে না পারি এবং প্রধান কথা যদি আমরা দুর্নীতি দূর করতে না

পারি তাহলে পরিকল্পনার সাফল্যেই যে সংশয় থেকে যাবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য উপযুক্ত প্রশাসনিক দায়িত্ব গড়ে তুলবার প্রয়োজনীয়তা যে কত প্রগাঢ় সে কথা অধ্যাপক মহালোনাবিশ বলেছেন। মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি আজকে সেইটুকু শুনিয়ে দিচ্ছি যে আজকে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে যথোপযুক্ত গড়ে তোলার দায়িত্ব প্রশান্ত মহালোনাবিশ বলেছেন—

"Draft recommendations—Planning on bold lines with a steady expansion of the public sector and advance to a socialistic pattern of economy would require the building up of an appropriate administrative machinery of a new type at all levels."

তিনি আরও বলেছেন—

"Administrative difficulties inherent in the existing Government machinery are likely to prove the greatest obstacle to efficient planning. To overcome such difficulties large organisational and even Constitutional changes may bcome necessary. The problem is urgent and requires immediate and serious attention."

আমাদের সন্দেহ হচ্ছে আমাদের সরকার এই বিষয়ে সত্য সত্যই সিরিয়াস এটেনশন দিচ্ছেন কি না। আমরা দ্বিতীয় পরিকল্পনার সাফল্যের খাতিরে এই পরিবর্তনের কথা বলছি এবং বলছি যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা আজ ঢেলে সাজার চেষ্টা করা হোক, প্রশাসনিক ব্যবস্থা থেকে দুর্নীতি, প্রশাসনিক ব্যবস্থার ত্রুটি, প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে যে ইন্এফিসিয়েন্সী রয়েছে, যে অপব্যয় রয়েছে সেইগুলি দূর করা হোক্।

Planning Commission writes about administrative problem during the Second Fevi-Year Plan thus—

"While the area of agreement on matters of policy is considerable, doubt exists whether in its range and quality administrative action will prove equal to the responsibilities assumed by the Central and State Governments in the Second Five-Year Plan. As development goes forward, the expression 'administration' steadily assumes a broader content. If the administrative machinery, both at the Centre and in the States, does its work with efficiency, integrity and with a sense of urgency and concern for the community, the success of the Second Plan would be fully assured. Thus in a very real sense, the Second Five-Year Plan resolves itself into a series of well-defined administrative tasks."

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি আপনাকে আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি—এই এডমিনিস্ট্রেশন টাস্ক-গুলি সম্বন্ধে প্ল্যানিং কমিশন কতকগুলি ফরমুলেশন দিয়েছে, তারা বলেছে—

"These administrative tasks must ensure integrity in administration, ensure building up admtnistrative and technical cadres, ensure devising speedy and efficient and economic methods of work and secure local community action and public participation so as to obtain the maximum results from public expenditure."

এটা সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান থেকে বলছি, পেজ ১২৭। এই সমস্ত কাজের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যানিং কমিশন যে বিষয় উল্লেখ করেছেন তা হচ্ছে মিঃ স্পীকার, স্যার, শুনুন—

"supervision and vigilance within the administration and eradication of corruption to ensuring efficiency in every branch of administration."

কিন্তু আমার কথা হচ্ছে দ্বিতীয় পরিকল্পনার মধ্যবর্তী কালে এসেও আমরা দেখছি প্ল্যানিং কমিশনের এই সমস্ত পরামর্শ এই সমস্ত নির্দেশ কতখানি কার্যে পরিণত করা হয়েছে? আমরা জানি এবিষয়ে সরকার কোন দৃষ্টি দিচ্ছেন না, এই থেকে আমাদের সন্দেহ হয়, মিঃ স্পীকার, যে সরকার এডমিনিস্ট্রেশনকে জনচক্ষুর অন্তরালে রাখবার জন্য বেশী সময় চেষ্টা করেন যাতে এই দুর্নীতির কথা উত্থাপিত না হয়, এটা দূর করার জন্য সাধারণ মানুষ যাতে

এগিয়ে আসতে না পারে। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, এদিকে কোন চেষ্টাই হয়নি, শাসন-ব্যবস্থার কর্মকুশলতা বৃদ্ধি করার জন্য কোন চেষ্টাই হয়নি। এবং একথা বল্লেই সত্য কথা বলা হবে, যে আমাদের সরকার এই কাজে যে শুধু অবহেলা করেছেন তা নয় বরং সুষ্ঠুভাবে যাতে না করা যায় তার জন্য লুকিয়ে চেষ্টা করেন। আমরা চাই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হোক্ এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার যে দুর্নীতি আছে তা দূর হোক। প্রশাসনিক ব্যবস্থার যে অপব্যয় আছে তা দূর হোক্ এবং শাসনব্যবস্থায় পরিকল্পনার কাজে সাধারণ মানুষ এগিয়ে আসুক, এতে শাসনব্যবস্থায় এফিসিয়েন্সী অনেক বেশী বেড়ে যাবে। পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশকে গড়ে তোলার জন্য বর্তমান শাসনব্যবস্থাকে যথাযথ দায়িত্ব পালন করার জন্য প্ল্যানিং কমিশন যে কমিটি তৈরি করেছিলেন, মিঃ স্পীকার, স্যার—

Administrative Committee, just to find out whether the administration is sound and efficient enough to discharge its duties and responsibilities.

সেই এন্‌কোয়ারী কমিটি বলেছেন—

> "The aspect of deterioration as revealed by the enquiry is significant and it has been dealt with at length."

যেভাবে আমাদের এফিসিয়েন্সী ডিটারিওরেট করেছে। সেই প্ল্যানিং কমিশন যে পাব্‌লিক এডমিনিস্ট্রেশন এনকোয়ারী কমিটি তৈরি করেছিলেন তাঁরা বলেছেন—

> "The deterioration as revealed by the enquiry is significant and it has been dealt with at length."

অর্থাৎ এই কাজটা আজ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশী নেগলেক্ট করা হয়েছে সেজন্য শাসনব্যবস্থা আজ সবচেয়ে বেশী অক্ষম এবং কর্মকুশলতা হারিয়ে ফেলেছে, এর এফিসিয়েন্সী সব চেয়ে বেশী কমে গিয়েছে—এতে যাতে অপব্যয় না হয় প্ল্যানিং ফুলফিলমেন্ট হয়, সেজন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। উক্ত এনকোয়ারী কমিটি অনুসন্ধান করে আরও বলেছেন—মিঃ স্পীকার, স্যার, এখানে একটা কথা যদিও আমার খুব লজ্জা এবং সংকোচ আসছে তবুও না বলে পারছি না—এই প্ল্যান পূর্ণ করার দায়িত্ব সরকারী কর্মচারীদের উপর আংশিক এসে পড়েছে, তাঁরা চিন্তা করে যা বলেছেন সেটা শুনুন—

> "পুরানো দিনের অনেকেই একথা বারে বারে বলে থাকেন যে বৃটিশ-আমলে এই শাসনযন্ত্র আজকার থেকে অনেক বেশী সক্ষম বা এফিসিয়েন্ট ছিল—একথার মধ্যে একটা নিষ্ঠুর সত্য লুকিয়ে রয়েছে।"

আমার অত্যন্ত লজ্জা করে এটা স্বীকার করতে কিন্তু একথাও লজ্জার সাথে বলতে হচ্ছে কারণ, বলে যদি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি তাহলেও মনে করবো খানিকটা এগিয়ে যেতে পারবো।

[এ ভয়েস ফ্রম কংগ্রেস বেঞ্চেজঃ কোন্ কাগজ থেকে কোট করছেন?]

'সমন্বয়'—পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারীদের মুখপত্র। মিঃ স্পীকার, স্যার, এর কারণ বার করতে হবে, খুঁজে বার করতে হবে কেন এই এফিসিয়েন্সী ডিটারিয়েট করছে। কেন এই কর্মকুশলতা কমে যাচ্ছে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

নিজেদের গালে নিজেরাই থাপ্পড় মারছে?

Sj. Ganesh Ghosh:

আপনি যেন এজন্য কোন পানিশমেন্ট দিয়ে বসবেন না, এরা এরকম ফীল করছে।

[হাস্য]

[3-20—3-30 p.m.]

যা আমরা ফীল করি, ও'রাও ফীল করেন। আপনার চোখে সেগুলি আসে না। আপনি ভেবে দেখবেন সাধারণ মানুষের এই রকম 'ফীলিং' আছে; এ সম্বন্ধে কংগ্রেসের নেতা কি ফীল করেন

সে কথা আপনার কাছে রাখব,—যদিও সেটা বলতে আমার লজ্জা করে। এর কারণ অনুসন্ধান করবেন। একটা কারণ হচ্ছে এই—ব্যাপকতম সরকারী কর্মচারীরা আজ বিক্ষুব্ধ, অসন্তুষ্ট, অনশনক্লিষ্ট; তারা খেতে পাচ্ছে না, তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও নিশ্চয়তা নেই, কি কোরে তাদের এফিসিয়েন্সী বাড়বে? কি কোরে তারা ইন্সপিরেশন পাবে? এই সরকারী কর্মচারী যারা কাজ করে তাদের দিকে দৃক্‌পাত করলে কি দেখি? সরকারী অফিসে অস্থায়ী কর্মচারী—নন্-গেজেটেড—১৯৫৫-৫৭ সালে সে রকম ক্লারিক্যাল স্টাফ ছিল ৬৮,০০০ টেম্পোরারি, এবং নিম্নপদস্থ পিওন আরদালি যত ১৯৫৭ সালে তার শতকরা ৮০ জন টেম্পোরারি। এদের ভবিষ্যৎ কি? কি কোরে তাদের মধ্যে ইন্সপিরেশন আসবে? বিপুল নন্-গেজেটেড কর্মচারীর শতকরা ৫৭·৩ ভাগ অস্থায়ী, এই বিপুল কর্মচারী বাহিনী যারা ১০ বছর থেকে ২৫ বছর কাজ করছে, সেই রকম অবস্থায় মাহিনা গ্রহণ করছে—তারা কিভাবে আশ্বস্ত হবে? একজন সরকারী কর্মচারী ১৬ বছর একটানা কৃতিত্বের সংগে কাজ করা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ তাকে স্থায়িত্ব দিতে পারেন নি—এমন একজন কর্মচারী সম্প্রতি এক মাসের নোটিসে পদচ্যুত হয়েছে। কি তার অপরাধ—কিছুই তাকে জানান হল না। সুতরাং এদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি আশা-ভরসা আছে? তাদের কাছ থেকে এফিসিয়েন্সী কি কোরে আশা করবেন।

তারপর বেতনের কথা; শতকরা ৬৫ জনের মাসিক আয় ১ টাকা থেকে ১০০ টাকা এবং এদের ৫টা কোরে ডিপেন্ডেন্ট থাকলে এই টাকায় কি হয় আজকালকার দিনে? মাত্র ২৮·৬ ভাগের বেতন হচ্ছে ১০১ টাকা থেকে ২০০ টাকার মধ্যে। কাজেই এদের কাছ থেকে এফিসিয়েন্সী আশা করলে অন্যায় করব, ইন্সপিরেশন আশা করলেও অন্যায় করা হবে। যাদের কাজের ভবিষ্যৎ দিই নাই, যাদের অস্থায়ী কোরে রেখেছি, যাদের পেটভরে খেতে দিতে পারি না, তাদের কাছ থেকে এফিসিয়েন্সী আশা করা কি উচিত?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

তাতে কি এফিসিয়েন্সি বাড়ে? আই উইস ইউ হ্যাভ ডান দেট্। তাতে ওয়েস্টেজ হবে, একস্‌ট্রাভেগান্স হবে।

Sj. Ganesh Ghosh:

আমি বলছি বেতন কম দিলে, অস্থায়ী কোরে রাখলে এফিসিয়েন্সি বাড়ে না। তাতেই বরং ওয়েস্টেজ হয়, একস্‌ট্রাভেগান্সও হয়। এফিসিয়েন্সি না হলে প্ল্যানিং ফুলফিলমেন্ট হয় না। পাবলিক্ সার্ভিস কমিশনের রিপোর্টে দেখি সরকার বিপুল সংখ্যক নন্-গেজেটেড কর্মচারী রেখেছেন; অথচ বাংলা-সরকারের যে ২৩২ জন গেজেটেড অফিসার তাদের বেসিক পে এক হাজার থেকে চার হাজার—এবং বেতন অযৌক্তিক ভাবে বেড়ে গিয়েছে এবং সাধারণ কর্মচারীদের মধ্যে হতাশার সঞ্চার হয়েছে; এতে এফিসিয়েন্সি বাড়ে না, কমে যায়। বাজেট সেশনে আমরা সেকথা বিশদভাবে বলেছি। আমি বলি না যে বেশী দিলেই বেশী কাজ করবে; আমি বলছি না যে চার হাজার টাকা কমিয়ে এক হাজার টাকা করে দিন। আমার কথা যে উপরের বেতন কমান, আর নীচের বেতন বাড়ান। অর্থাৎ পার্থক্যটা কমিয়ে দিন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

যারা বেশী পায় তাদের কত রকম ট্যাক্স দিতে হয়,—ইনকমট্যাক্স, ওয়েলথ্ ট্যাক্স, এবং এক্সপেন্ডিচার ট্যাক্স এসব দিয়ে কি থাকে?

Sj. Ganesh Ghosh:

আমি বলছি বড় বড় অফিসার তাঁরা একটা একজাম্পল সেট করুন। আমি জানি নীচের বেতন বাড়লে এবং উপরের বেতন কমলে নীচের কর্মচারীদের মধ্যে উৎসাহ বাড়বে। কেরালা সরকার অন্ততঃ চেষ্টা করছেন নীচের বেতন বাড়াবার জন্য। আর একটা কথা যতই এফিসিয়েন্সি কম হয়, ততই মানুষের ইন্সপিরেশন থাকে না। সেখানে সার্ভিস কন্ডাক্ট রুলস সম্বন্ধেও সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে কিভাবে তা বলছি। এটা কন্ডাক্ট রুলস নয়, সার্ভিস কি মনোভাব কন্ডাক্ট রুলস যা ব্রিটিশ সরকার করেছিলেন একটা অদ্ভুত জিনিস।

Mr. Speaker: On a point of information. Has the Kerala Government succeeded in reducing their pay?

Sj. Ganesh Ghose: They are at least trying to do so.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Why should we follow Kerala?

Sj. Ganesh Ghosh: I am not asking you to follow Kerala. They are at least making an effort in this direction.

মিঃ স্পীকার, স্যার, কন্ডাক্ট রুল্‌স সম্বন্ধে আপনার কাছে কিছু রাখতে চাই। এটা ব্রিটিস সরকার চালু করেছিলেন; তাতে আমরা কি কি করতে পারি না পারি সেই উদ্দেশ্যেই সেটা হয়েছিল। তাতে আমাদের কিছু বক্তব্য ছিল না, এবং সেটা প্রধানতঃ তাঁদের কাজের সুবিধার জন্যই করা হয়েছিল। এই সার্ভিস কন্ডাক্ট রুল্‌স বদলাবার সম্বন্ধে আমাদের প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় প্রস্তাব করেছিলেন কিন্তু পারেননি, কেবল দেওয়ালে মাথা ঠুকেই গেছেন। আজ ডাঃ রায়কে সেইজন্য বলছি যে এড্‌মিনিস্ট্রেশনকে কি র‍্যাশনালাইজ করা যায় না, যুক্তিযুক্ত সংস্কারের মাধ্যমে পরিবর্তন করা যায় না? একটা সার্ভিস কন্ডাক্ট রুল্‌স যেটা খুব যুক্তিযুক্ত হবে সেই রকম ক'রে দিন; দেখবেন আপনারা ওয়ার্কারদের কাছ থেকে ডবল স্পিরিটে কাজ পাবেন।

আর একটা কথা আপনার মাধ্যমে ডাঃ রায়ের নজরে আনব। এটা সুপারএনুয়েটেড্ অফিসার সম্বন্ধে। পশ্চিমবাংলায় প্রায় ২০০ সুপারএনুয়েটেড অফিসার আছেন; তাঁদের বয়স, তাঁদের ফিজিক্যাল এবিলিটি, এবং তাঁদের মেন্টাল ক্যাপাসিটি আজকের দিনে মস্ত বড় বাধা হয়েছে। এই বিরাট সংখ্যক অক্ষম অফিসার যতদিন নিযুক্ত থাকবেন, ততদিন জুনিয়র অফিসারেরা প্রোমোশন পাবে না; এবং এফিসিয়েন্সি নষ্ট হবে, আর কাজে ইনিস্পিরেসন বা উৎসাহ থাকবে না। তার ফলে বিরাট ফাইন্যানসিয়াল লস্ হতে বাধ্য। সুপারএনুয়েটেড অফিসারকে কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়োগ করা যায়, কিন্তু তা প্রিন্সিপল্‌এর বিরুদ্ধে নয়। তাহলেও এত বিরাট সংখ্যক সুপারএনুয়েটেড্ অফিসার কেন হবে? যেখানে কোন বিশেষ বিদ্যা আছে, সেখানেই হতে পারে, নচেৎ নয়।

তারপর, মিঃ স্পীকার, একটা উদাহরণ দিয়ে ডাঃ রায়ের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট করতে চাই। হোম্ ডিপার্টমেন্টের জেনারেল এড্‌মিনিস্ট্রেশনে এক ভদ্রলোক আছেন—ব্যক্তিগতভাবে তার বিরুদ্ধে কিছু বক্তব্য নাই, কিন্তু নীতির দিক থেকে সেই মিঃ এস এন কুণ্ডু—তাঁর বয়স ৬২ বৎসরেরও বেশী—তাঁকে জুলাই মাসে ফোর্থ এক্সটেনশন দেওয়া হয়েছে। তা যদি হয় তাহলে নীচের যাঁরা অফিসার—যাঁরা আশা করেন—তাঁরা উঠবেন কি কোরে? তাঁর এফিসিয়েন্সি কি এত বেশী যে তাঁকে রিলিভ্ করা যায় না?

[3-30—3-40 p.m.]

ডাঃ ডি এম সেন, শ্রী বি দাশগুপ্ত এ'দের প্রতি ডাঃ রায়ের দুর্বলতা আছে বলে তিনি এ'দের সরাতে চান না। ডাঃ রায় তলার অফিসারদের বেলায় সেরকম মনে করেন না। জুনিয়ার অফিসার যাঁরা আছেন তাঁদের ক্যালিবার বুঝে তাঁদের প্রমোশন দেবার ব্যবস্থা করুন। একই পোস্টে তাঁরা বহুদিন থাকেন বলে কাজে তাঁরা ইনিসিয়েটিভ পান না। আমাদের শ্রী এস এন রায় ১৯৫০ সাল থেকে চীফ সেক্রেটারী হয়ে থাকার ফলে নীচের অফিসাররা উঠতে না পারার জন্য তাঁদের ইনিসিয়েটিভ এফিসিয়েন্সি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে সফল করবার জন্য তাঁদের ইনিসিয়েটিভ এবং এফিসিয়েন্সি বাড়ানর দরকার আছে। সেজন্য আমি মনে করি যে এবিষয়ে একটা এনকোয়ারী কমিশন হওয়া দরকার।

Mr. Speaker: He is not superannuated.

Sj. Ganesh Ghosh: No, no. He has been there too long. One person should not be kept in one place for a very long time so that others may get a chance.

অর্থাৎ আমি তলাকার অফিসারদের দক্ষতা বাড়ানোর বিষয় বলছি।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

কার কথা বলছেন?

Sj. Ganesh Ghosh:

আমি চীফ সেক্রেটারী, শ্রী এস এন রায়ের কথা বলছি। তিনি ৮ বৎসর ঐ পোস্টে আছেন। সেজন্য তিনি যদি গভর্নর হয়ে যান তাহলে নীচের ও'রা উঠতে পারেন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

গণেশবাবু কোনদিন চাকরী বোধ হয় করেননি বলে এইসব কথা বলছেন। আমি ১৪ বছর এসিস্টেন্ট সার্জন হিসাবে চাকরী করেছি।

Sj. Ganesh Ghosh:

আপনি কি স্ট্রাইক, ইউনিয়ন করেছিলেন?

আর একটা প্রয়োজনীয় কথা হচ্ছে যে সর্বস্তরে যে দুর্নীতি ঢুকেছে একথা ও'রাও অস্বীকার করেন না, তবে এই দুর্নীতি যাতে না দৃঢ় হতে পারে তার জন্য ও'রা কতকগুলি সেট্ যুক্তি দেখান। কিন্তু দুর্নীতি আছে এবং এবিষয়ে আমি একজন কংগ্রেস নেতার কথা শোনাব। তিনি বলেছেন—

"The question is often posed whether corruption has increased since the British left India. I personally think that in certain Departments corruption has increased. During the British regime the woeful tale of corruption was not so painful as it is today."

পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হলে অন্য দেশে অন্ততঃ এনকোয়ারেট করবার জন্য একটা কমিশন হোত, কিন্তু দুর্ভাগ্য যে এদেশে তা হয় না। শ্রীসিদ্ধার্থ রায় যেসব অভিযোগ করে গেছেন, সেসব সম্বন্ধে ডাঃ রায়ের উচিত ছিল একটা কমিশন করে সেগুলি এনকোয়ারেট করা। কিন্তু এসব না করার জন্য একই কথা আমাদের বার বার বলতে হয় যতক্ষণ না পর্যন্ত ঐ পাথর ছেদা হয়। সেজন্য আজ শাসনব্যবস্থার উপর মানুষের বিতৃষ্ণা এসেছে। এ সম্বন্ধে প্ল্যানিং কমিশনের নিযুক্ত এনকোয়ারী কমিশনের যে রিপোর্ট তাতে বলা হয়েছে—

"It is not surprising that when grave allegations by responsible parties are made against people holding position of high authority and they continue to remain in power without being cleared of the accusations the public generally feel that anybody really influential can get away with anything. It seems fairly clear that if the public are to have confidence that moral standards do prevail in high places, arrangements must be made to see that noone, however highly placed, is immune from enquiry if allegations against him or them are made by responsible parties and a *prima facie* case exists."

আপনার কাছে শুধু মনে করিয়ে দেয়ার জন্য আমি দু-একটা কথা বলবো। ইলেক্শনের সময় অত্যন্ত অন্যায় কতকগুলি কাজ করা হয়েছিল। আমরা বলেছিলাম সরকারের গাড়ী পার্টি পার্পাসে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইলেক্শনের সময় হুগলীতে ২৯৬টা টিউবওয়েল স্যাংশন হয়েছিল, ২২৬টা আরামবাগে বসানো হয়েছে—এগুলি আমাদের অভিযোগ আছে। রিলিফ ডিস্ট্রিবিউশন সম্বন্ধে, মিঃ স্পীকার, স্যার, হুগলীতে ২ লক্ষ টাকা স্যাংশন হয়েছিল, ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা ঠিক ইলেক্শনের আগে আরামবাগে খরচ হয়েছিল। রেড ক্রশ রিলিফ ঐরকম শতকরা ৯০ ভাগ আরামবাগে হয়েছে। রুরাল ব্রড্কাস্টিং সম্বন্ধে ডাঃ রায়কে বলা হয়েছে, এ সম্বন্ধে অনেক অন্যায় কাজ করা হয়েছে। তারপর পার্চেজ অব হাউসেস সম্বন্ধে সেদিন ডাঃ রায় রাগ করে বলেন—

"Every case has been assessed. None has been done without assessment."

আমি জিজ্ঞাসা করি—শ্রীজগদীশ সিংহের যে বাড়িটা কয়েক মাস আগে ৭ লক্ষ টাকায় বিক্রী হোল

সেই বাড়ির অর্ধেক জমি ১০ লক্ষ টাকায় কেন কেনা হোল? লালগোলার বাড়ি ৮॥০ লক্ষ টাকায় কেনা হয়েছে। ভাল কাজে কেনা হয়েছে ডাঃ রায়ের কাছে শুনেছি—কিন্তু কথা হচ্ছে, ইঞ্জিনিয়াররা অলরেডি তার উপরতলা কন্ডেম করে দিয়েছেন, আরো ৫ লক্ষ টাকা দরকার হবে বাড়িটাকে হ্যাবিটেবল করার জন্য।

(ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পালঃ স্নেহাংশু আচার্যের বাড়ির কথা বলুন)

হ্যাঁ, সেদিন ডাঃ রায় রাগ করে বল্লেন—আমি স্নেহাংশুর বাড়ি কিনিনি? স্নেহাংশু আচার্যের ২ লক্ষ টাকার বাড়ি ৫ লক্ষ টাকায় কিনেছেন? তা যদি কিনতেন তাহলে আমরা স্নেহাংশু আচার্যকে একস্পেল করে দিতাম আমাদের পার্টি থেকে। তাঁর ৩ লক্ষ টাকার বাড়ি ১ লক্ষ টাকায় কেনা হয়েছে। আমি স্পেসিফিক কিছু বলছি না। এসব কথাগুলি অনেক আগেই বলা হয়েছে, এসম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ রয়েছে।

Mr. Speaker: Without mentioning the name of Shri Snehangshu Acharya or anybody else, I may say that the property has been acquired and it does not matter to which party he belongs but he has received justice —neither more nor less.

Sj. Ganesh Ghosh:

বেশী পেয়েছেন, স্যার, অনেকেই।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

সেদিন আপনারা বলেছিলেন যে কাউকে স্যাটিসফাই করার জন্য আমরা বাড়ি কিনেছি, তার উত্তরে আমি বলেছিলাম—স্নেহাংশু আচার্যকে স্যাটিসফাই করার জন্য কি তাঁর বাড়ি কিনেছি? আমি ডাক্তারদের কথা বলিনি। ইওর ওয়ার্ডস ওয়্যার—কিছু লোকদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য তাদের বাড়ি কেনা হচ্ছে। তাইতে আমি বলেছিলাম—না, তা নয়। আমরা বাড়ি কিনছি আমাদের কাজের জন্য, কারো স্বার্থরক্ষার জন্য নয়।

Sj. Ganesh Ghosh:

আমি শুধু বলছি যে এ সম্বন্ধে যখন আমাদের অভিযোগ আছে, সন্দেহ আছে, তখন এর একটা অনুসন্ধান হওয়া দরকার। এটাকে চেপে রেখে দিলে কিছুই হবে না। এনকোয়ারী কমিশন বলছেন—

> "There should be no hushing up or appearance of hushing up for political or personal reasons."

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: To which report are you referring?

[3-40—3-50 p.m.]

Sj. Ganesh Ghosh: Gorewalla Report.

> "The best form of machinery would be a tribunal to enquire—a tribunal the purpose of which is not to punish but to find out the truth, to find out facts. The existence of this power alone would, by itself, have a very salutary effect on the behaviour of persons holding responsible position and power for there can be no doubt that at the present moment, with a parliamentary majority behind them, not a few are inclined to hold that there is no difference between their will and the law."

সেজন্যই ত বলি যে একটা এনকোয়ারী হওয়া দরকার, সংস্কার হওয়া দরকার, তা না হলে মানুষের মনে বিক্ষোভ এবং অসন্তোষ থাকে।

শাসনব্যবস্থা থেকে দুর্নীতি দূর করার জন্য কমিশন যে সাজেশন দিয়েছেন আমাদের সরকার তা গ্রহণ করেননি। কোন কোন মন্ত্রী এই কথা বলেন যে দেশের লোক সবাই যখন দুর্নীতিগ্রস্ত

তখন সরকারের মধ্যেও দুর্নীতি থাকবে এতে আশ্চর্য্য কি। এবং কোন কোন মন্ত্রী এমন কথাও বলেন যে, করাপ্‌শন্‌ প্রমাণ করা সম্ভব নয়। ধরতে পারলে আমরা স্টেপ নিয়ে থাকি। এসম্পর্কে এডমিনিস্ট্রেটিভ কমিশন বলছেন......

"Corruption, it is said, is often difficult to prove. All the more reason why there should not be the least hesitation in investigating every matter in which there is ground for complaint. Punishment, too, for corruption should be exemplary, the least being dismissal from service. When a strong aroma of corruption has gathered round an officer, very rarely will it be wrong especially and thoroughly to investigate his actions, his financial position and the financial position of such of his relatives and close friends as seem to have acquired a somewhat large share of the good things of the world. No such officer should in any case be kept in any position of resposibility or influence."

কিন্তু আমাদের এখানে তাই হচ্ছে। আমাদের বক্তব্য ডাঃ রায়ের কাছে কতবার বলেছি, কিন্তু তিনি এসম্পর্কে অনুসন্ধান করে আমাদের এবং জনসাধারণের মনের সন্দেহ দূর করবার কোন ব্যবস্থাই করেননি। এতে কি আপনাদের প্ল্যান ফুলফিল হবে? এসম্পর্কে কংগ্রেসনেতা শ্রীমুলচাঁদ জৈন বলছেন—

"How can we prevent officers from indulging in corruption when as Members of Parliament or as Ministers we commit all sorts of malpractices?"

তাই আমরা বলি একটা কমিশন হোক উঁচু থেকে তলা পর্যন্ত। আমাদের মন্ত্রিসভা এক্‌জাম্পল দেখান। এভাবে কংগ্রেসনেতারা এক্‌জনারেট হোন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা হয় না। আমরা এখনও আশা করি ডাঃ রায় এবং তাঁর মন্ত্রিসভা সৎসাহস ও সদ্দৃষ্টান্ত দেখাবেন।

তারপর, অপচয় বন্ধ করা উচিত। প্রস্তাবে এই কথা বলা হয়েছে। কোথায় কোথায় অপচয় হচ্ছে আমরা জানি। এগুলি বন্ধ করার জন্য একটা কমিশন করা উচিত। আমরা এই বিষয়ে ডাঃ রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি না। কিম্বা তাঁকে আমরা সক্রিয় করতে পারি না। আমি এখানে একটা ঘটনার উল্লেখ করব। বীরভূমের মামুদবাজারের কাছে খুব ঘটা করে এবং অনেক টাকা পয়সা খরচ করে একটি বিধান সরোবর করা হল। কলকাতা থেকে ডাঃ রায়ও সেখানে গিয়েছিলেন, ইঞ্জিনিয়ারিস্‌ এ্যান্ড অফিসার্স অনেকেই সেখানে গিয়েছিলেন। অনেক ফ্যানফেয়ার হল বটে, কিন্তু সেই সরোবরে জল থাকে না, বিধান সরোবর শুকিয়ে গেল। তারপর, ১৭ হাজার টাকা ব্যয় করে টিউবওয়েল করতে হল। এই অপব্যয়ের জন্য কে দায়ী? তারপর, টাউনশিপ স্থাপনের জন্য এখন পর্যন্ত এক কোটি টাকা খরচ হয়েছে। বর্ধমানের শক্তিগড়ে ৫০টি বাড়ি হয়েছে এবং মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামেও বোধ হয় ১০০টি বাড়ি তৈরি হয়েছে। টালিগঞ্জের বাঁশদ্রোণী এলেকায় ২৫০ জন রিফিউজির জন্য এলুমিনিয়ম সেড করা হল, কিন্তু রিফিউজিরা সেখানে থাকে না। এগুলি করার আগে কেন চিন্তা করা হয়নি? এই অপচয়ের জন্য দায়ী কে? শুধু তা নয়, তারপর বহু টাকা খরচ করে সেগুলি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। যদি এডমিনিস্ট্রেশন থেকে দুর্নীতি দূর করা যায় তাহলে পশ্চিমবঙ্গের বাজেট থেকে ২৫ পার্সেন্ট সেভ করা যেতে পারে। ইউ পি গভর্নমেন্ট কিভাবে ইকনমি করা যেতে পারে তারজন্য একটা এডমিনিস্ট্রেটিভ কমিশন নিয়োগ করেছিলেন। এতে উত্তরপ্রদেশ সরকার ১২।১৫ কোটি টাকা সেভ করেছেন কতকগুলি রিজনেবল মেজার্স নিয়ে। আমরা বলেছি, আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও এইরকম একটা কমিটি হোক। তাঁরা বলবেন, কোথায় কোথায় অপব্যয় বন্ধ করা যেতে পারে। আমরা জানতে পেরেছি, আমাদের হেল্থ ডাইরেক্টরেট একটা স্কীম পেশ করেছেন। কতকগুলি হেল্থ সেন্টার করবার জন্য। তাঁরা সাজেস্ট করেছেন এগুলি যেন লোকাল লেবার দিয়ে করান হয়, কন্ট্রাক্টরদের উপর এগুলির ভার যেন ছেড়ে না দেওয়া হয়। জানি না শেষ পর্যন্ত ক্যাবিনেট কি ডিসিশন নিয়েছেন। আমি ডাঃ রায়ের কাছে এসম্বন্ধে জানতে চাই। তারপর, পরিকল্পনা সফল করতে হলে জনগণের সহযোগিতা দরকার পরিকল্পনার কাজে, কিন্তু আমাদের সরকার এসম্পর্কে কি করেছেন? তাঁরা রাইটার্স বিল্ডিংএ বসে পরিকল্পনা করেন, মাঝে মাঝে

স্টেটমেন্ট বার করেন তাঁদের কাগজে, 'পশ্চিমবঙ্গ', 'কথাবার্তা'। যেখানে দেশের লোক অধিকাংশই লেখাপড়া জানে না সেখানে এর কি সার্থকতা থাকতে পারে বুঝা যায় না। মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনিও ট্রামে-বাসে চলেন না, ডাঃ রায়ও ট্রামে-বাসে চলেন না। আপনারা বুঝতে পারবেন না ট্রামে-বাসে কয়টা লোক আমাদের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করে। অনেকেই দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য কি বলতে পারে না। শুনেছি চীন দেশের একজন রিক্সাওয়ালাও নাকি বলে দিতে পারে তাদের পরিকল্পনার কি লক্ষ্য। এ সম্পর্কে সরকারী যে রিপোর্ট, ফোর্থ ইভ্যালুয়েশন্‌ রিপোর্ট, ভলিউম ২, তার থেকে কিছুটা পড়ে শোনাচ্ছি আপনাকে—

"People have a feeling that they have not been adequately associated with the planning and execution of project activities. With the handing over of a large number of works to contractors, possibilities of joint participation by the project staff and village leaders in construction works have not been utilised."

তাঁরাই বলছেন এই পরিকল্পনা বিভিন্ন মানুষের মধ্যে পপুলারাইজ করা হয়নি। আমাদের দেশের গরীব লোকেরা জানে না যে এই পরিকল্পনার ভিতর দিয়ে তার ভাগ্য পরিবর্তন হতে পারে। কমিটি প্রোজেক্ট ব্লক, এন ই এস ব্লক ইত্যাদির ভিতর তাদের স্বার্থ নিহিত রয়েছে একথা তারা বুঝে না। এসবের ভিতর গরীবের কোন স্থান নেই। অনেক সময় আমাদের মন্ত্রী-উপমন্ত্রীরা বলেন—আমরা অনেক টাকা পেয়েছি। এর দ্বারা ও'রা আমাদের বোঝাতে চান সাধারণ লোক তাঁদের সঙ্গে পার্টিসিপেট করছে। কিন্তু পূর্বোক্ত রিপোর্টেই বলা হয়েছে—

"There is no evidence of any awareness among the under-privileged groups about the possibility of improving their economic and social status through their own efforts or through availing of the benefits of development programmes. The major portion among the under-privileged groups is constituted by the agricultural labourers and no improvement is noticed in their economic or social condition. There has been no activity in the C.D.P. movement for the specific benefit of these people. On the contrary the gradual rise in the prices of essential commodities has aggravated their economic condition and they feel also that some rich people who got project contracts and the big cultivators have become richer."

সাধারণতঃ পার্টিসিপেট করে কারা? এ সম্পর্কেও রিপোর্ট বলছে—

"Study Team for Community Development and National Extension Service Report, Volume I—Generally the more prosperous sections of the village community have participated in community works less than others and when they did, it was more by contributions in cash or kind than by actual physical labour. At the other end, the landless labourer who gets his daily bread from his daily wage, found it hard to participate voluntarily. Where he did, his sacrifice was perhaps uncalled for and possibly not always of his free will."

Mr. Speaker: Mr. Ghosh, I think, you have represented all the parties; you have spoken for fifty minutes.

[3-50—4 p.m.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I have listened very carefully to the wandering, roving speech of my friend Shri Ganesh Ghosh. It is one of the repetitions of the speeches which he delivers in the Assembly during every budget session in the discussion on General Administration. You have heard the same story over and over again. Fortunately for us he wants a committee to be formed called the Reforms Committee. In order to stregthen his argument he quotes from other Reforms Committees. We

know the Gorewalla Report, we know the Appleby Report, we know the Mahalanobis Report, we have seen the Planning Commission Report. Let me tell you exactly what we are doing here.

At the outset let me say frankly that we share the objectives which the sponsor of the Resolution has in his mind and we have taken concrete steps whenever necessary to realise these objectives: A separate department known as the Home (Anti-Corruption and Enforcement) Department has been specially constituted by the Government—I am taking the first item—to root out corruption. Now, we have an officer of the rank of Secretary at the head to deal with corruption in public administration. My friend will say, "Oh, this is the same old thing you are repeating." We have given figures on other occasions of how many cases have been enquired into—thousands of cases have been enquired into—even on the basis of anonymous reports and wherever possible they were put up to court for judgment or punished departmentally when they have been found to be in the wrong. A considerable percentage of the staff of this department has also been made permanent. In specific cases of corruption even sometimes against the public servant—whether a registered servant or not—for instance, if he is Chairman of the School Board or if he is Chairman of the District Board and so on and so forth—any allegation against a public servant is promptly enquired into by this Department and if the allegations are substantiated the delinquents are either tried in court or punished departmentally. In the law courts we have made arrangements to give surprise checks by the anti-corruption officers and a public servant found accepting bribes in a court of law is promptly placed before a Presidency Magistrate or a Judge for taking proper action. We do not publicise these cases. It is not necessary and by the very nature of things we cannot make them public. Of course these measures are being pursued continuously. Many offenders have so far been brought to book. We have formed Cabinet Sub-Committees where various administrative problems and items of corruption are brought up and discussed and proper steps taken. For this purpose we do not need to publicise. It is not necessary to publicise and it is harmful to publicise these things. All these measures are more or less sufficient but even so I have in my department, in the Chief Minister's Department, a Special Officer appointed—an old retired Chief Presidency Magistrate, who makes enquiries which are necessary in the beginning in order to establish the nature of any complaints made and when there is sufficient ground for further enquiry the case is handed over to the Anti-corruption Department.

My friend has said that people do not get replies and therefore there is dilatoriness. Possibly the public may have grounds for complaint if they send a letter and do not get a reply in time. He has quoted in support of this a statement made by the clerks and officers of the Government.

As everybody knows any letter coming to the Government really comes to the Head Clerk or the Office Superintendent. If there is dilatoriness it is very difficult to say who is responsible for a particular case. I certainly agree with him and I have tried to impress upon all my colleagues—and I believe they are following my suggestions—to leave no communication received by them unanswered and steps be taken as quickly as possible. Sir, I admit that there is dilatoriness in certain respects but that is not because a person happens to be in office but that is purely, shall I say, the second nature of the particular element of the society. We have got to reform the society. If my friend had said, let us have an enquiry to reform social conscience of the people, I would have understood it. But as it is I can only get men to do work with the same enthusiasm that they possess in ordinary social work.

Sir, in talking about wastage and extravagance my friend has said about efficiency, about temporary posts and about keeping superannuated persons. I want to deal with each one of them. Sir, it is true that a large number of posts are temporary, and have to be, because we are developing and many of the departments will not be permanent departments of the Government. It may be for a particular purpose. Take for instance, my friend Shri Bimal Chandra Sinha has got a big department for Settlement operations—that will not be a permanent department. It is only for some period that the records are being made and so on. It is not possible, therefore, to make each one of the officers in these departments permanent. Take another case —the Medical College. In the Medical College Hospitals, let us say there are 900 beds although there are 1,200 or 1,600 beds including those for extra patients. We have got to take in extra men for the purpose, but they cannot be kept all the time. Extra men would depend upon the total number of patients at a particular time. Therefore although I realise that these temporary men are in great difficulty from the service point of view, it is unavoidable.

[4—4-10 p.m.]

Then he says that the salary is very low. Admittedly so. But as probably he has mentioned in passing, if there are 1 lakh 50 thousand officers in the cadre of Government service, even if you give them Re. 1 a month extra, it means Rs. 1 crore 80 lakhs a year. My difficulty is that we are taking too many things at the same time. We are developing the country and in trying to develop the same we have got to employ larger and larger number of people and yet we have not got the funds. There is no doubt about it. We are a poor country admittedly. Even Shri Ganesh Ghosh admits it. He does not say it is a rich country. Therefore we have got to find funds and although I feel that temporary hands should be made permanent it is not always possible to do so and yet we have made many of the temporary hands permanent—let us say in the P.W.D. and other departments also—as far as is consistent with our capacity to pay because if you make a temporary hand permanent, it is not merely that you give him an extra salary, but it means that he is entitled to various other amenities like pension, etc., which create a load upon the exchequer of a particular Province. Therefore we have got to think twice before making these temporary men permanent. Take, for instance, the case of the Food Department. When 14,000 employees of the Food Department had to be taken off, because the food control was abolished four years ago, do the members realise that we had to keep those men for six or seven months even though they did not have much work to do? Is there any extravagance? Is there any wastage? There are many instances where we have got to incur expenditure which from a very judicious point of view we may not consider to be desirable, but it so happens that we are not always able to discharge the fellows simply because the work is not there. Would you realise that many of these Food Department employees had to be kept going for a little while and transferred to different departments? Similar is the case with a large number of people who have been employed in the settlement operations. What is going to happen to them if we do not try to keep them somewhere else? So sometimes we have got to create employment. Therefore, strictly speaking it is not wastage, it is not extravagance in the sense that we are maintaining a certain number of people.

My friend has quoted the case of Mahmudnagar tank. He has not got all the information. It is true that when the water was put in there, due to laterite porous soil the water went out, but now that the main holes have been stopped, water is there already. It is only by errors and trials that

we can sometimes avoid mistakes. It is not always possible to avoid extravagance or wastage, because we have got to make experiments. We have got to try and develop our country in various directions and, if so, sometimes it may happen that there may be mistakes or wastage of money on a particular project.

Then about superannuation it is perfectly true that there are some cases where superannuated people have been re-employed. In the majority of cases extension is not given to them but they are re-employed, because, as has been pointed out by Shri Ganesh Ghosh, extension would mean 'you block up the chances of promotion of the people below'. Extension is given very, very rarely. Unless it is a case where special knowledge is necessary for a particular post, extension is not given. Every case of reemployment is decided not by any individual officer or even a Minister. It has always got to be approved by the whole body who are responsible for the administration of the departments.

Now we come to the next item. In order to avoid as far as possible wastage and expenditure we have appointed a person in the Finance Department who is the Secretary and whose duty it is to try and find out how to effect economy and prevent wastage in the different Departments and inform the various Ministers about his suggestions. I can say that in many cases the various departments do not like this cutting down of expenditure, but, even so, we have got to do it in order to avoid wastage and extravagance.

Sir, then the question has been raised of public co-operation. In order to secure the effective participation of the people in the detailed formulation and execution of various development projects and schemes, bodies have been formed like the Block Advisory Committees, District Development Council and sub-divisional committees of the District Development Council and they have been functioning in N.E.S. Blocks and in sub-divisions consisting of officials and responsible and leading non-officials, M.Ps., local members of the State Legislature, members of Union Boards and District Boards, representatives of multi-purpose co-operative societies, social welfare organisations, etc. Apart from this, the Project Executive Officer or P.E.O. in each block is entrusted with the duty and responsibility of mobilising public opinion in favour of development activities in the block as well as of securing the increased participation of the people in these activities. All these will convincingly demonstrate that Government have always been striving to enlist the co-operation of the people in their nation-building activities. Sir, I realise even more than Mr. Ganesh Ghosh does that in developing the country, in implementing the provisions of the Second Five-Year Plan, in developing our Community Projects or National Extension Service Blocks, it is essential to have the co-operation of the people. But when I use the word 'co-operation', I want to make it clear that there can be co-operation only amongst people who have got the same mode of action. We in the Congress believe that means are more important than the ends. We do not believe in the utilitarian theory that ends justify the means. We have talked about it and in every sphere we have been trying to implement this. Therefore, if there are groups of people who are inclined to place means above ends and who are anxious to act together towards the same objective, then co-operation is possible. But where one group is always anxious to pick holes in the activities of the other group, who thinks that picking such holes gives them an opportunity of their being placed in charge of the Government or their taking over the administration, in such cases it is impossible to have any co-operation. I feel, however, that even without sacrificing one's objectives and ideals, it is possible for people to work together provided (i) that we are clear about

our objectives and (ii) that we believe that means—honest and straightforward means—is even more important than trying to sabotage somebody and get political advantage over him.

Sir, my friend is very anxious to have a Reforms Committee consisting of Judges and members of the Legislature. Sir, Judges are very important people, very desirable people and respectable people. They come to a decision without fear or favour after hearing all sides of a particular case. But is it possible for any administration to place on the table all its papers on all subjects and have a roving enquiry into the various administrative problems of the State?

[4-10—4-20 p.m.]

In a particular matter on a particular occasion this may be possible, but if you appoint a Committee of that size even if it is presided over by a super-Judge it is not possible to place all that need to be placed before it, before the Judge can come to a conclusion. It has been said that the other members of the Committee should be members of the Legislature. Sir, all members of the Ministry are members of the Legislature. They are carrying on the administration. If you have any objection—if you find any fault in the administration—you have got plenty of scope to place the matter before the Legislature, not merely once but on many occasions. My friend has quoted China. May I ask, either in China or in Russia, would they be allowed to speak in this way in the Legislature there or to criticise the Government as they do here? If he did it, we know what would happen to his head. It is no use saying all those things here.

[Interruptions.]

What is the good of quoting them? We have given them privilege; we have given them the advantage; we have given them the opportunity over and over and over again to bring forward their charges of corruption before the Legislature.

[Interruption.]

They say there is no corruption in China. I say, don't quote from either China or Russia here, because we know what is happening there. You cannot speak about a part of it and leave the rest out. I am speaking on this issue, whether we should have a committee of enquiry into these matters. Under the Constitution the Ministers carry on the administration and under the Constitution they are responsible to the Legislature for their action. If there are any cases where such occasions arise you are entitled to bring them forward. Such liberties exist only in our Constitution and if they bring them forward, either notice is taken of the charges or replies are given in a suitable manner. I do not see any reason for bringing this resolution before the House which, I think, will not serve the purpose which the honourable member seems to have in view. On the other hand, it is an impractical resolution.

I, therefore, oppose the resolution.

Sj. Ganesh Ghosh: Dr. Roy was very sensitive about China and Russia. What about the Uttar Pradesh Government?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I am not taking any cue from any Government. I am asking, did the Kerala Government put in an enquiry committee when rice was brought from Madras?

[Interruptions.]

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar: There has been a Committee.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: No Judge on it.

Mr. Speaker: I have some experience of Law courts. It may be necessary sometimes to appoint Judges to look into their own defects.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I have too much respect for the Judges to refer to them and I don't because there is no reason for it.

Sj. Bankim Mukherjee:

স্পীকার মহাশয়, আমি একটু ইন্টারাপ্ট করছি, যেহেতু আজকে বিধানসভা শেষ হয়ে বিধান-সভার অধিবেশন কয়েক মাসের জন্য স্থগিত হতে যাচ্ছে সেই হিসেবে আমরা উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছি গভর্নমেন্টের ফুড কমিটির রিপোর্ট সম্বন্ধে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

সে রিপোর্ট এখানে আসবে না।

Mr. Speaker: I think that point was taken up and specifically answered during the food debate. Whether Government wishes to give it or not is entirely a different matter. You have assumed that the Government is not willing to produce it.

Sj. Bankim Mukherjee:

আমরা শুনেছিলাম সে রিপোর্ট এখনো হয় নাই। এখন ডাঃ রায়ের কাছ থেকে নতুন পয়েন্ট এসেছে—সে রিপোর্ট এখানে আসবেই না!

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I have received the report last night but I do not propose to place it before the House.

Sj. Ganesh Ghosh: But you said that whenever you would get the report, you would circulate it.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I never said so.

Sj. Ganesh Ghosh: Of course you said so.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I never said that.

Sj. Ganesh Ghosh: You said 'I have only certain points and if I get the report, I will circulate it. Even if the Assembly be closed, I will send it to the members'.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I do not propose to produce here the opinion of that Committee.

Sj. Ganesh Ghosh:

আপনি সুবিধা মতন ভুলে যান। আগে বলেছিলেন সার্কুলেট করবেন, এখন বলছেন করবেন না বিকজ দেয়ার আর এম্বারাসিং ফ্যাক্টস্ ইন ইট।

Mr. Speaker: We are very much departing from our business. Mr. Ghosh, the point is that a couple of hours was fixed for this debate. I blame none excepting myself. Perhaps I was not ruthless as I should have been. I allowed you 45 or 50 minutes. Now, Dr. Roy has taken his time till 4-17 p.m. and we have really—even if we allow two hours' debate—altogether about 45 minutes at our disposal and I have only seven members to talk in these 45 minutes.

Sj. Sunil Das: Sir, after the Chief Minister has spoken, I do not consider it worth while to speak.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

স্যার, আপনি যে প্রসিডিওর ফলো করছেন তাতে আমাদের আপত্তি আছে। আপনি আমাদের বলবার টাইম কাট্‌ করেছেন; করে সব ঠিক ঠাক করেছেন, এখন বলছেন আপনি বলবেন কোথায়?

Mr. Speaker: Mr. Chakravorty, kindly sit down. This is a private member's resolution and anybody can talk at any time.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

সাধারণতঃ যে সকল বিষয়ের উপর কোন বিতর্ক এখানে হয় তাতে বক্তাদের যে লিস্ট থাকে তাতে দেখা যায় চীফ মিনিস্টার লিস্টএর আদিতে নয় অন্তে থাকেন।

Mr. Speaker: Mr. Chakravorty, if you do not want to hear me, I cannot help. I say I will not stop a single member. You can have your time. Mr. Ganesh Ghosh told me that he would not take more than twenty-five minutes but because he was the principal speaker, he took about fifty minutes and I did not stop him.

Sj. Bankim Mukherji:

ব্যাপারটা হল, চীফ মিনিস্টার বা অন্য কোন মিনিস্টার যদি আগে বলেন তার পরে যাঁরা বলবেন তাঁদের আর বলার উৎসাহ থাকে না। এর পরে আর বলার কিছু সার্থকতাও থাকে না। এক্ষেত্রে অন্য কোন মিনিস্টারকে যদি বলতেও দিতেন সে তবু আলাদা কথা, কিন্তু চীফ মিনিস্টার বল্লে আর কারো কিছু বলবার থাকতে পারে না।

Mr. Speaker: Usually they answer last.

Sj. Bankim Mukherji:

শনিবার দিন এই ডিস্‌কাশন হবার কথা ছিল। আমরা শনিবারে রাজী হয়েছিলাম। কিন্তু আজকে এখানে এরকমটা আমরা আশা করিনি এবং—

the Government says that they are going to oppose it.

চীফ মিনিস্টারের ক্ষেত্রে একটু ধৈর্য থাকাই সংগত, অন্য কোন মিনিস্টার হলে আমরা এতটা আপত্তি করতাম না।

Mr. Speaker: Mr. Mukherjee, perhaps it was a bit irregular because even Mr. Ganesh Ghosh took a long, long time, double the time that he is entitled to.

Sj. Bankim Mukherji:

ডিস্‌কাসনটা ঠিকমত আরম্ভ হবার আগেই, একজন স্পীকার বলবার পরেই, তিনি বলে উঠে চলে গেলেন—তিনি একটু অপেক্ষা পর্যন্ত করলেন না!

Mr. Speaker: Mr. Mukherjee, I asked him but he says that there is no rule by which I can form the committee.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের অনেক ভক্ত আছেন জানি...

Mr. Speaker:

আমিও একটি?

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আপনি একটি হতে পারেন, ভগবান ছাড়া আমি কারো ভক্ত নই।

Mr. Speaker: I won't allow you to be personal.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: I did not mention your name.

Mr. Speaker: You can have your say:

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আপনি বল্লেন—আমি তাঁর ভক্ত। আমি আপনার নাম করিনি। আমি বলেছি মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের অনেক ভক্ত আছেন। আমি ভগবান ছাড়া আর কারো ভক্ত নই।

[4-20—4-50 p.m.]

[Mr. Speaker asked Sj. Sunil Das, Sj. Hemanta Kumar Basu, Sj. Jatindra Chandra Chakravorty, Sj. Satyendra Narayan Mazumdar, Sj. Panchanan Bhattacharyya and Sj. Tarapada Choudhuri whether they would speak on the resolution but everybody declined.]

Sj. Bankim Mukherji:

সভাপাল মহাশয়, আপনি এটা বুঝে নেবেন যে এ্যাজ এ প্রোটেস্ট এদিক থেকে কেউ বলছেন না। রুলে অবশ্য আছে যে, কোন মেম্বার যে কোন সময়ে বলতে পারেন কিন্তু কনভেন্‌শন বলে একটা জিনিস আছে—কনভেন্‌শনটা হচ্ছে—
Convention is that the Minister would reply after hearing all the speakers.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that this Assembly is of opinion that a committee, to be called the Administrative Reforms Committee, be set up forthwith by the Government from amongst the members of both the Houses of the State Legislature with a High Court Judge as Chairman, to inquire into the working of the present administrative set-up and to recommend measures of reform to be adopted to achieve the following ends, viz.,—

(i) to root out corruption and dilatoriness in administration,

(ii) to prevent wastage and extravagance in administration,

(iii) to enlist public co-operation at all levels of administration.

was then put and a division taken with the following result:—

NOES—112.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Banerji, The Hon'ble Sankardas
Banerjee, Sjta. Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallck, Sj. Ashutosh
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan

Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Yeakub Hossain, Janab Mohammad

AYES—61.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. Sasabindu
Bhagat, Sj. Mangru
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dhar Sj. Dhirendra Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar,
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Renupada
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Saroj
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sjta. Manikuntala
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 61 and the Noes 112, the motion was lost.

[At this stage the House was adjourned for 20 minutes.]

[*After adjournment.*]

[4-50—5 p.m.]

Food Committee Report

Sj. Ganesh Ghosh:

আপনার বোধ হয় মনে আছে কিছুদিন আগে যখন ফুড কমিটির রিপোর্টের কথা এই হাউসে উল্লেখ করা হয়েছিল তখন ডাঃ রায় বলেছিলেন যে তিনি এ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। তারপরে

যখন তাঁকে 'ক্যালকাটা গেজেট' দেখানো হোল তখন তিনি বল্লেন—আমি কিছু কিছু পয়েন্টস পেয়েছি, তাদের রিপোর্ট পাইনি। তাঁর কাছে আরো বলার পরে তিনি বলেছিলেন যে সেটা তিনি সার্কুলেট করবেন, যদি বন্ধও হয়ে যায় তাহলেও সার্কুলেট করবেন। আপনি সমস্ত রিপোর্ট কল করুন, কারণ আজকে উনি বল্লেন যে একথা আমি বলিনি।

Mr. Speaker: I remember this much, Mr. Ghosh, that he said, "I have got some points but I have not got the report." You are appealing to my memory. I appeal to you to take into consideration one fact that my memory is very weak. In a court of law I do not accept anybody's memory but I call for the record.

Sj. Ganesh Ghosh: You shall call for the record and check it.

Mr. Speaker: So far as the Government is concerned, supposing they said they would make a copy of the report available to the members, there is no machinery of which I am aware by which I can compel the Government. All that I can say is that it is not a right thing to do, but you can understand, so far as my function as Speaker is concerned, I can look into the record and tell you the correct fact. I cannot compel the Chief Minister to do anything.

Sj. Ganesh Ghosh: He is at liberty to say that he is not going to circulate it.

Mr. Speaker: It is not a right thing to go back upon one's own words. I will look into the matter.

Sj. Ganesh Ghosh: It should be referred to the Privilege Committee.

Mr. Speaker: This is a very small matter. I will see if the law allows me.

Non-official Resolutions

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার প্রস্তাবে কয়েকটা প্রিন্টিং মিসটেক আছে—সুতরাং আমি প্রস্তাবটা পড়তে চাই এবং যে সব ভুল আছে সেগুলি সংশোধন করে নিয়ে আমি আমার প্রস্তাবটি মুভ করছি—

This Assembly is of opinion that with a view to remove the chronic famine-like condition in this State due to shortage of foodgrain production the Government should adopt the following short and long-term measures, viz., long-term measures:—

(1) Redistribution of land among actual tillers of the soil.

(2) Improve irrigation facilities in the State by (a) sinking large number of tube-wells, (b) digging ordinary wells, (c) supply of diesel pumps, (d) excavation of new tanks and reclamation of old ones.

(3) Supply of good seeds and suitable manures in proper time.

(4) Establishment of Government controlled agricultural banks at least one per union to ensure timely supply of sufficient amount of agricultural and cattle purchase loan to the agriculturists.

(5) Establishment of medium-sized and cottage industries throughout the State to remove unemployment and thereby increase the purchasing capacity of the people.

Short-term measures:—

(1) By regular supply of wheat and cheap edible rice (7 annas a seer) through Modified Ration Shops.

(2) By distribution of gratuitous relief not only to idiots, blind, cripples, infirm and old but also to those who though not fully infirm are unfit to work and also to helpless widows who have been made unemployed due to introduction of paddy-husking machines and when there is no test relief work to those who were employed in such work. Gratuitous relief should also be given to persons exceeding three in a family dependent on test relief work but in which the number of persons engaged in test relief work is only one.

(3) By not keeping test relief work confined to mere construction of roads but by extending it to such works as small irrigation projects, repair of old and construction of new embankments, excavation, of new and reclamation of old tanks, works in connection with "Build your own house scheme", construction of schools and hospitals. Test Relief work should be continued throughout the week and the daily wage for test relief work should be 2½ seers of wheat and 4 annas in cash.

বাদবাকী সবই ঠিক আছে। আমি আর পড়তে চাই না। যে পর্যন্ত পড়েছি তা থেকেই বোঝা গিয়েছে এবং খাদ্য পরিস্থিতি গত ২ মাস ২॥০ মাসে কত বক্তৃতা যে হয়েছে—কতভাবে কতবার যে খাদ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে তার ঠিক নাই। আমরা খাদ্য পাই না—অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে......

Mr. Speaker:

আপনাকে দেখে কেউ বলবে না আপনি অভুক্ত ছিলেন......

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

এই সভায় খাদ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তা বিভিন্ন সময় যে সব কথা বলেছেন তাই আমি সংক্ষেপের মধ্যে বলেছি এবং প্রস্তাব পেশ করেছি। যে সব ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে তাকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছি—লং-টার্ম মেজারস্ এবং সর্ট-টার্ম মেজারস্. লং-টার্ম মেজারস্-এর ভিতর প্রথমেই আমি স্থান দিয়েছি 'ডিস্ট্রিবিউশন অব ল্যান্ড'—যারা নিজের হাতে লাঙ্গল চালিয়ে চাষ করে তাদের ভিতর জমি বণ্টন করতে হবে—এটাই আমি প্রথম স্থান দিয়েছি। এটা বুঝতে গেলে কারা সত্যিকার চাষী তা পরিষ্কার করে বুঝা দরকার। ৪ শ্রেণীর লোকের জমির সঙ্গে সম্পর্ক আছে—প্রথম শ্রেণী হচ্ছে যারা জমির মালিক অথচ নিজহাতে চাষ করে না। ভাগচাষী বা জনমজুর দিয়ে চাষ করায়। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হচ্ছে তারা যাদের নিজেদের জমি আছে এবং সেই জমিতে নিজেরাই চাষ করে। গ্রামে হিসাব করলে দেখা যায় একচুয়ালী যাদের জমির সঙ্গে সম্বন্ধ আছে তাদের শতকরা ৪০ জনই এই রকম। তৃতীয় শ্রেণী ভাগচাষী, পরের জমি দখল করে সেই জমি চাষ করে। তারপর ৪র্থ শ্রেণী—যাদের নিজেদের জমি নেই, পরের জমিতে জনখেটে বেঁচে থাকে—যাদের বলা হয় এগ্রিকালচারাল লেবারার। এখানে আমি ডিস্ট্রি-বিউশন অব ল্যান্ডএর বেলায় শেষের ৩ শ্রেণীকে মিন করেছি। প্রথমোক্ত শ্রেণীকে আমি মিন করিনি। এই প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকদের যদি জমি পেতে হয় তাহলে আমার প্রস্তাব অনুসারে তাদেরও নিজেদের লাঙ্গল দিয়ে চাষ করতে হবে। পরে চাষ করে তাদের খাইয়ে রাখবে এটা চলতে পারে না। এখন আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সর্বপ্রধান সমস্যা হচ্ছে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করা। এই ৪ শ্রেণীর লোকের প্রতি একটু লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে যারা জনমজুর খাটে জমিতে তাদের কোন ইন্টারেস্ট নেই প্রোডাকশন হোক বা না হোক, এতে তাদের কোন ইন্টারেস্ট নেই। আর যারা ভাগচাষী তাদেরও খুব বেশী ইন্টারেস্ট নেই, কেন না, যা উৎপাদন করবে তার অর্ধেক নেবে জমির মালিক। সুতরাং তাদের জমির সঙ্গে সম্পর্ক থাকলেও প্রোডাকশন বাড়ুক সেদিকে তাদের দৃষ্টি থাকে না—বিকজ ইট ইজ এগেনস্ট হিউম্যান নেচার, আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই শেষোক্ত ৩ শ্রেণীর লোকের অর্থাৎ যারা নিজেরা চাষ করে—তাদের মধ্যে জমি বণ্টন করতে হবে। এখন এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, কিভাবে বণ্টন করা যায়। বণ্টন করে দিতে হবে এটা বলা

খুব সহজ, কিন্তু কিভাবে বণ্টন করতে হবে সেই প্রশ্ন তত সোজা নয়। আমি এ বিষয়ে অনেক আলোচনা করেছি। কিন্তু নির্দিষ্ট মত কেউ দিতে পারেনি। তাই আমার বক্তব্য হচ্ছে এই ব্যাপারটার মীমাংসার জন্য আমাদের এই এসেমব্লীর বিভিন্ন গ্রুপের লোক নিয়ে একটা কমিটি গঠন করা হোক। তারপর আমি বলেছি ফার্স্ট লং টার্ম মেজারস্ হিসেবে—
redistribution of land among actual tillers of the soil.
এটা সবচেয়ে জরুরী মনে করি—ফর ইনক্রিজ ইন প্রোডাক্শন।

[5—5-10 p.m.]

এরপর জরুরী মনে করি ইরিগেশন। কারণ জল ছাড়া শস্য হতে পারে না। জমি থাকলেও জল ছাড়া শস্য হতে পারে না। সেইজন্য ইরিগেশনকে সেকেন্ড স্থান দিয়েছি। ইরিগেশনের ভেতর দিয়ে আমার প্রস্তাব হচ্ছে এ প্রসঙ্গে বিগ্ প্রেজেক্টস লাইক দামোদর, ময়ূরাক্ষী, কংসাবতী প্রভৃতির কথা বলি নি। কারণ গভর্নমেন্ট এবিষয়ে অবহিত হয়েছেন। গভর্নমেন্টের সাধ্যে যতটা কুলোয় ততটা এই সব বড় বড় সেচ-পরিকল্পনাকে কাজে রূপায়িত করবার চেষ্টা করছেন। এজন্য এ বিষয়ে আমার প্রস্তাবে কিছু বলিনি। আমি বিশেষ করে বলেছি—স্মল ইরিগেশন প্রোজেক্টস্—ছোট ছোট সেচ-পরিকল্পনার কথা। কেন না দেশের সর্বত্র তা চালু করা যায়। কিন্তু দামোদরের মত একটা পরিকল্পনা সহজে করা যায় না, দেশের সর্বত্রও করা যায় না, বহু ব্যয় ও আয়েসসাধ্য ব্যাপার। গ্রামে একটা টিউবওয়েল বসান খুব সহজ। একটা পাতকুয়ো খনন করা খুব বেশী কঠিন নয়, একটা পুকুর কাটা বা পঙ্কোদ্ধার করাও খুব বেশী কঠিন নয়, জলাজমি খাল কেটে উদ্ধার করাও বিশেষ কঠিন নয়—ডিজেল পাম্প বসিয়েও সেচ দেওয়া যায়, বেশী কঠিন নয়। স্মল ইরিগেশন প্রোজেক্ট সম্বন্ধে আমি প্রস্তাব করেছি—টিউবওয়েল সিংক করতে হবে, পাতকুয়ো খনন করতে হবে, ডিজেল পাম্প বসিয়ে জল সেচন করতে হবে, আর করতে হবে রিক্লামেশন অব ওয়েস্ট ল্যান্ডস বাই কাটিং ক্যানেলস্। এই সমস্ত বিষয়ে কাজ এই বৎসর—আমি স্বীকার করতে বাধ্য—টেস্ট রিলিফের মারফৎ কোন কোন জায়গায় হয়েছে। আমি যে জায়গার খবর রাখি সেখানে আমি জানি ওয়েস্ট ল্যান্ড কিছু কিছু রিক্লেম করা হচ্ছে, নতুন করে পুকুর দু-একটা কাটা হচ্ছে, পুরাতন পুকুরের পঙ্কোদ্ধার দু-এক জায়গায় করা হচ্ছে। টিউবওয়েল বেশী বসান হয় নাই সত্য, পাতকুয়ো কাটা হচ্ছে। গভর্নমেন্টের কাছে অনুরোধ করবো চাষের জন্য প্রধান প্রয়োজন যে জল সে জলের দিকে বিশেষতঃ ছোট ছোট সেচ-পরিকল্পনার দিকে যেন তাঁরা নজর দেন। এ বিষয়ে গভর্নমেন্টের উদাসীনতা লক্ষ্য করছি। একারণে এ পর্যন্ত খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে আমরা ততটা সফল হতে পারিনি। এই তো জমি বণ্টন সম্বন্ধে গেল, সেচ সম্বন্ধে গেল।

তারপর বলছি ভাল বীজ ও ভাল সারের কথা। ভাল বীজ ও সার খুব দরকার। কিন্তু জল না হলে ভাল বীজ ও সারে সুফল না করে কুফল করবে।

এর পর আমি এগ্রিকালচারাল লোন, কৃষি ঋণের কথা বলেছি। এগ্রিকালচারাল লোন এটা কঠিন সমস্যা। 'রিডিস্ট্রিবিউশন অব ল্যান্ড টু দি এ্যাকচুয়াল টিলার্স' এ কথা বলা যত সহজ, কাজে করা তত সহজ নয়। তেমনি এগ্রিকালচারাল লোনের কথাও বলা সহজ, কাজে পরিণত করা কঠিন। আমাদের দেশে পূর্বেও ঋণের প্রথা ছিল। এ প্রথা বহুদিন থেকে চলে আসছে। আগে মহাজনরা কৃষককে ঋণ দিত। আমার নিজের গ্রামে দেখেছি কৃষকরা নির্দিষ্ট মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিত চাষের সময়ে, আবার চৈত্র মাসে শোধ করতো। তারা জানতো মহাজনের কাছে ঋণ পাবে দরকারের সময়। সরকার আইন করে সেই প্রথা বন্ধ করে দিয়েছেন। ভালই করেছেন —কারণ সুদের হার খুব বেশী ছিল। এখন গভর্নমেন্ট সরাসরি ঋণ দেন। গভর্নমেন্ট হয়তো নিজেই এগ্রিকালচারাল লোন দেন, অথবা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের মারফৎ ঋণ দেন। কিন্তু এই ঋণ ঠিক ভাবে সময় মত দেওয়া হয় না। যে ঋণ বৈশাখ মাসে প্রয়োজন, তা আষাঢ় মাসে গিয়ে পৌঁছায়, আবার হয়ত যে ঋণ শ্রাবণ মাসে দরকার, তা ভাদ্র-আশ্বিন মাসে দেওয়া হয়। এইভাবে ঠিক সময়মত কৃষকের হাতে ঋণ গিয়ে পৌঁছায় না। তা ছাড়া ঋণ যথেষ্ট পরিমাণে দেওয়া হয়

না, ও খুব সামান্য লোককেই দেওয়া হয়। তৃতীয়তঃ এর ভিতর নেপোটিজম, আত্মীয় স্বজন-পোষণ এবং দুর্নীতি প্রচুর পরিমাণে চলে। একজনকে দেওয়া হয় না, গ্রুপ সীস্টেমে দেওয়া হয়, অর্থাৎ কয়েকজনকে একত্র করে দেড়শো, দুশো, আড়াইশো টাকা করে দেওয়া হয়, এবং এই গ্রুপ নিয়ে গ্রামের ভিতর দলাদলি, রেশারেশী ইত্যাদি চলে। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের জানাশোনা বন্ধুবান্ধব লোক, আমি নিজে বহু কেস খোঁজ করতে গিয়ে দেখেছি, তাঁরাই এই ঋণ সাধারণতঃ পেয়ে থাকেন। সুতরাং বর্তমান প্রথায় অতীত প্রথার মতই কাজ চলছে। কিন্তু পূর্ব প্রথা অত্যন্ত অত্যাচারমূলক ছিল, অত্যন্ত বেশী হারে সুদ দিতে হত এবং জমি বন্ধক রাখতে হত, সেই জমি বিক্রয় হয়ে যেত। বর্তমানে যে প্রথা আছে তাতে পূর্বের তুলনায় অনেক কম সুদ নেওয়া হয়। কিন্তু কম পরিমাণ টাকা পাওয়া যায়, ও তা ঠিক সময় মত দেওয়া হয় না। সেইজন্য এখনও গ্রামাঞ্চলে মহাজনী প্রথা চালু আছে। আগে যে মহাজনী প্রথা ছিল তার চেয়ে এখন আরও সাংঘাতিকভাবে চালু আছে। এখন ঋণ নিতে গেলে জমি খাস কবলা করে বিক্রয় করে দিতে হয়, অথবা গহনা বন্ধক রাখতে হয়, তা না হলে মহাজনের কাছ থেকে ঋণ পাওয়া যায় না। এবং দেখা যায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জমি বিক্রয় করে ঋণ পরিশোধ করতে হয়। এই রকম ঋণের ব্যাপার সম্পর্কে কয়েকটা ঘটনার কথা আমি ডাঃ রায়ের কাছে বলেছি, যে জমির যে দাম তার চেয়ে অনেক কম দামে সেই জমি বিক্রয় হয়ে গিয়েছে। যে জমির দাম বিঘা প্রতি ৫০০ টাকা, সেই জমি ১০০ টাকায় কবলা করে দিয়েছে। কবলায় লিখিত তিন মাসের মধ্যে কৃষক টাকা শোধ করতে পারেনি বলে, তার সমস্ত জমি বিক্রয় হয়ে গিয়েছে। এর কোন প্রতিকার নেই। সুতরাং এগ্রিকালচারাল লোন সম্বন্ধে গভর্নমেন্টের অবিলম্বে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। আমি সাজেশন করছি এবং এ সম্বন্ধে আমি বহু গ্রাম্য সভা ও কমিটিতে আলোচনাও করেছি—যে যদি গভর্নমেন্ট-কনট্রোল্ড এগ্রিকালচারাল ব্যাঙ্কস্ প্রতি ইউনিয়নে একটা করে স্থাপিত হয় তাহলে এর প্রতিকার হওয়া সম্ভব। এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলবার আছে। যদি সত্যিকার গভর্নমেন্ট-কনট্রোল্ড ব্যাঙ্ক প্রতিটি ইউনিয়নে একটা করে হয়, এবং ব্যাঙ্কের যিনি ম্যানেজার হবেন, তিনি ঠিক মত কাজ করেন তাহলে ঋণদান ঠিকভাবে হতে পারে। এ সম্বন্ধে জোর করে কিছু বলতে চাই না। এ আমার মত, এবং এ সম্বন্ধে আমি অনেকের সঙ্গে আলোচনা করেছি, তাঁরাও আমার সঙ্গে একমত। যাই হোক এই ঋণ প্রথা সম্বন্ধে অনতিবিলম্বে সরকারের তরফ থেকে একটা বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার, কারণ বহু জায়গার চাষীরা এখনও পর্যন্ত টাকা পায়নি। লাস্ট ইয়ার কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকে কৃষকরা যে লোন নিয়েছিল তার কোন কোন সমিতি ৬০ পার্সেন্ট, কোন কোন সমিতি ৯০ পার্সেন্ট পর্যন্ত শোধ করেছে—আবার কেউ কেউ সেন্টপার্সেন্ট, অর্থাৎ সব টাকাই শোধ করে দিয়েছেন। কিন্তু তারা এ বছর আর টাকা পায়নি। আমি ডাঃ রায়কে এ সম্বন্ধে লিখেছি, কিন্তু এখনও তার কোন উত্তর পাইনি। কৃষকেরা হাহাকার করছে, এগ্রিকালচারাল লোনের অভাবে চাষ প্রায় বন্ধ হতে চলেছে।

লং-টার্ম রিলিফের কথা আমি বললাম। এবার মিডিয়াম-সাইজড্ ও কটেজ ইন্ডাস্ট্রীজ সম্বন্ধে কিছু বলছি। অবশ্য এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলার দরকার নেই। আমাদের দেশে সাধারণ লোকের অর্থনৈতিক অবস্থা এত লো যে সামান্য একটু জিনিসের দাম বাড়লেই তারা হাহাকার করে ওঠে। কারণ তাদের পার্চেজিং ক্যাপাসিটি অত্যন্ত কম। একটি পরিবারের পাঁচ, ছয়জন ডিপেন্ডেন্ট থাকে, তারা চাকরী পাচ্ছে না। তারা আই এ পাস, বি এ পাস হতে পারে, কিন্তু তাদের আয় অল্প বা তারা আনএমপ্লয়েড, এই সব কারণে, জিনিসের সামান্য দাম বাড়লেই তারা হাহাকার করে ওঠে, ২৪ টাকা চালের দর যদি ২৬ টাকা হয়, তাহলে চারিদিকে হাহাকার লেগে যায়। এই অবস্থা দূর করতে হলে দেশের নানা স্থানে ছোট ছোট কলকারখানা, যেমন স্পিনিং মিল করা দরকার এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কটেজ ইন্ডাস্ট্রীজও হওয়া দরকার। গভর্নমেন্টকটেজ ইন্ডাস্ট্রীজের কথা মুখে খুব বলেন, এর প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করেন, কিন্তু এ পর্যন্ত কাজের দিক দিয়ে বিশেষ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি।

[5-10—5-20 p.m.]

আমার একটা পরিকল্পনা,—আমি নিজে কাজ করে দেখেছি এই বিষয়ে, একটা পরিবারে দুইজন যদি ৬০ টাকা মাইনেয় কাজ করতে পারে আর পরিবারে একজন যদি অম্বর চরখা চালাতে পারে

তাহলে ৬০ আর ৬০=১২০ আর অম্বর চরখা চালিয়ে ২৫ টাকা পাওয়া খুব কঠিন নয়, আমি নিজে কাজ করে দেখেছি, তাহলে একটা পরিবার গরীবভাবে, বড়লোকের মত নয়—চলতে পারে। কিন্তু বর্তমানে হয়েছে কি, একজন যদি কাজ করে কিম্বা করেও না, আর সব বেকার। এই যে বেকারী একে দূর করতে গেলে পুরুষদের জন্য স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রীজ আর মেয়েদের জন্য চরখা হোক বা আরো অনেক রকম হতে পারে। এই মিডিয়াম সাইজ স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রী না হলে, আমাদের ফুড প্রোডাকশন হলেও তারা তা কিনতে পারবে না, তাদের লো পারচেজিং ক্যাপাসিটিতে। আর কোন জিনিসের যদি সামান্য দরও বেড়ে যায় তাহলেই দেশে হাহাকার লেগে যায়। এই গেল আমার লং-টার্মসএর মেজারের ভিতর যা বলবার ছিল তা বলেছি।

তারপর সর্ট-টার্ম মেজারের সম্বন্ধেও আমার নতুন করে কিছু বলবার নেই। এবং এই সম্বন্ধে আমি এই এসেম্‌ব্লী হাউসে দুই একবার বলেছি, অনেকে বলেছেন এবং গভর্নমেন্টও কিছু কিছু করছেন কিন্তু গভর্নমেন্টের কাছে আমার নিবেদন হচ্ছে এই যে, ঠিকমত কোন কাজই হচ্ছে না। যদি গভর্নমেন্টকে বলি তবে বলেন—হ্যাঁ। এই সর্ট-টার্মসের মধ্যে এখন যদি বলি যে মডিফায়েড রেশনিং সপ স্টার্ট কর তাঁরা বলবেন—হ্যাঁ, আমরা করেছি। প্রফুল্লবাবু হয়ত ১ লক্ষ কি ১½ লক্ষর একটা ফিগার দিয়ে দেবেন, তা হয়ত আমরা বুঝবোও না। কিম্বা যদি বলা হয় টি আর ওয়ার্ক কর, প্রফুল্লবাবু বলবেন—হ্যাঁ, আমরা করছি; কিম্বা জি আর বা খয়রাতি সাহায্য দেও, প্রফুল্লবাবু বলবেন—হ্যাঁ, আমরা দিচ্ছি। সুতরাং এর দ্বারা পরিস্কার কিছু হবে না। আমি একটা দৃষ্টান্ত দিতে চাই, আমার চাকদা সহর, সেখানে সকলেই স্বীকার করে যে বাংলার অন্যতম দুর্গত সহর, এখানে সবই রিফিউজি, অধিকাংশ আন্‌এমপ্লয়েড, খাবার কোন ব্যবস্থা নেই, গভর্নমেন্ট স্বীকারও করেছেন, এস ডি ও-র সংগে কথা হয়েছে, সকলেই বলছেন যে এখানে সেন্ট পার্সেন্ট লোককে মডিফায়েড রেশন দেওয়া উচিত। এখন ৪০ হাজার লোক এই সহরে। ৩৫ হাজার ইউনিট—৪০ হাজার লোক হলে ৩৫ হাজার ইউনিট হবে। ৩৫ হাজার ইউনিটকে এক সের করে গম, এক সের করে চাল প্রত্যেককে দিতে গেলে সপ্তাহে অন্ততঃ ৮৭৫ মণ চাল দরকার, ৮৭৫ মণ গম দরকার। গভর্নমেন্ট এই পরিমাণ দেন না। আগে দিতেন ২০০ মণ গম, ২০ মণ চাল। অনেক বলে কয়ে ৩০০ মণ করা গেল, তারপর ৫০০ মণ করা গিয়েছে, আর বাদবাকী লোকেরা পায় না। সেই চাল ডিলাররা বিক্রি করতে আরম্ভ করে এম আর সপে, চার দিকের লোকরা ধেয়ে আসে, হৈহল্লা লেগে যায়, মারামারি কাটাকাটি লেগে যায়—কে পাবে, কে না পাবে। এই জিনিস নৈমিত্তিক ঘটনা। সুতরাং প্রফুল্লবাবু বলেন যে এম আর সপ মারফৎ আমরা এত লক্ষ মণ চাল দিয়েছি, তার দ্বারা পিক্‌চারটা ক্লিয়ার হয় না। এটা ক্লিয়ার হয় যদি তিনি একবার গিয়ে দেখেন যে এম আর সপের সামনে কি অবস্থা হয়। যেই নাকি একটা পাড়ায় এম আর সপের ডিলার চাল নিয়ে এলো এবং লোকেরা টের পেলো যে এই দোকান থেকে চাল দেওয়া হবে, কি অবস্থা যে হয় তা বর্ণনা করা যায় না। মেয়েরা আসে পুরুষরা আসে, রাত্রি ১২টা ১টা পর্যন্ত দোকানের কাছে এসে ভীড় করে, সারা রাত্রি কেটে গেল, সকাল ১২টা পর্যন্ত চলে, অনেকে চাল পায় না। হাহাকার লেগে যায়—এইভাবে চলছে। সুতরাং ঠিকভাবে চলছে না। টেস্ট রিলিফ ওয়ার্কের অবস্থা একই। টেস্ট রিলিফ ওয়ার্ক খুব ভাল চলে এক জায়গায় আবার বন্ধ হয়ে গেল, যেমন চাকদা সহরের কথাই বলি আবার ১৬ শত লোকের টেস্ট রিলিফ ওয়ার্ক দরকার, এটা সকলেই স্বীকার করে কিন্তু দেখা গিয়েছে সমস্ত কাজ বন্ধ। একটি কাজও চলছে না। কি করে এই সমস্ত লোক খাবে। তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা নেই। তারা চেঁচামেচি করছে, কান্নাকাটি করছে। তারা পয়সা উপার্জ্জন করতে পারছে না, জনমজুরী যে খাটবে তারও ব্যবস্থা নেই। এবার আউস ধান ভাল হয়নি, পাট পচান হয়নি, বৃষ্টি হচ্ছে না বলে আমন ধান লাগাতে পারছে না, মাঠে যে খাটবে লোকেরা তাও পাচ্ছে না, আগে টেস্ট রিলিফ ওয়ার্ক করতো তাও পাচ্ছে না। সুতরাং হাহাকার দুর্ভিক্ষের অবস্থা। সুতরাং গভর্নমেন্ট যদি বলেন আমরা এম আর সপ করছি, টেস্ট রিলিফ ওয়ার্ক করছি, জি আর করছি—হ্যাঁ, সবই করছেন কিন্তু আমাকে বলতেই হবে জোর সহকারে যে কোন কাজই ঠিকভাবে করছেন না।. কারো দৃষ্টি এদিকে নেই যে হ্যাঁ, কি এক্‌চুয়াল ডিম্যান্ড, কত দিতে হবে, কিভাবে দেওয়া হচ্ছে। খালি বলা হচ্ছে এই জায়গায় এত শত মণ দেওয়া হল, প্রফুল্লবাবু ভাবলেন সারা বাংলাদেশে এত লক্ষ মণ দেওয়া হল কিন্তু কত ডিম্যান্ড আর কত সাপ্লাই করা দরকার। কথা

হল এই তিন মাস দুর্ভিক্ষের হাত থেকে লোককে বাঁচানোর সম্বন্ধে কোন সুচিন্তিত বৈজ্ঞানিক প্রণালী নাই। গ্রাচুইটাস রিলিফ এবং টেস্ট রিলিফ সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলি। ডাঃ রায় বলেছিলেন এবং আমরা দু-তিনটা বলেছিলাম যে টেস্ট রিলিফ ওয়ার্কে আড়াই সের গমের ওপর দৈনিক চার আনা করে দেওয়া হবে, কিন্তু শেষকালে রফা হল ৵০ আনা করে প্রতিদিন। কিন্তু এখন পর্যন্ত তাও দেওয়া হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না এটা অদ্ভুত কথা। এতদিন হল বলেছেন ৵০ করে দেবেন, ৬।৭ দিন যখন হপ্তায় কাজ হয় ৵০ করে দিন এতেই হবে। জি আর সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। আপনারা সার্কুলার জারী করে বল্লেন যে যারা অন্ধ, খঞ্জ, বুড়ো, হাবা, পঙ্গু, তাদের জি আর দেবেন কিন্তু যাদের অবস্থা এ থেকে একটু ভাল যারা এক্‌চুয়ালী ইনফার্ম নয় তাদেরও জি আর দিতে হবে, দেওয়া দরকার—একথা আমি বলেছিলাম। একথাও বলেছিলাম যে বহু বিধবা আছে যারা আগে ধান ভেংগে খেত। যখন গভর্নমেন্টের প্রভাবে ইচ্ছানুসারে গ্রামে গ্রামে প্যাডি-হাস্কিং মেসিন চালু হয়েছে তাতে বিধবারা খুবই কষ্টে পড়েছে। তারা কান্নাকাটি করে কি করা যাবে! অথচ গভর্নমেন্ট বর্তমান নিয়মানুসারে তাদের জি আর দিতে পারেন না। এদেরও জি আর দেওয়া দরকার। আর একদলকে জি আর দেওয়া দরকার। টেস্ট রিলিফ ওয়ার্কে ৮০ ফুট মাটির কাজ করলে ⁄২৷৷০ সের গম পায় এর বেশী পায় না—কিন্তু এই ⁄২৷৷০ সের গমে ৩ জনের বেশী লোকের হয় না। যে পরিবারে ৬।৭ জন লোক আছে তাদের কি হবে কিম্বা ৩ জনের বেশী যে পরিবারে আছে অথচ একজনের বেশী টি আর ওয়ার্ক করতে পারে না তাদেরও—অর্থাৎ তিনজনের অতিরিক্তদেরও জি আর দেওয়া উচিত।

আর সময় আমি নিতে চাই না আগেও এ সমস্ত বলেছি, নতুন কোন কথা নয়, এ সমস্ত পুরাতন কথা—কিন্তু কোন কাজ হচ্ছে না—এখনও যদি গভর্নমেন্ট সচেতন না হন, ঠিক মত কাজ না করেন, তাহলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে, হাজার হাজার লোক করবে।

[5-20—5-30 p.m.]

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করতে গিয়ে যে কয়টি বক্তব্য রাখতে চাই সেটা হচ্ছে প্রকৃত যে অবস্থা এখন—সেই অবস্থায় লং-টার্ম মেজারস্ যেগুলি, মূল যে প্রশ্নগুলি আছে সেই প্রশ্নগুলি সমর্থন করছি, কিন্তু আজকে যেটা আমি মনে করি—এখন যে বাস্তব অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে বাস্তব অবস্থার প্রতি দৃষ্টি, তীক্ষ্ম দৃষ্টি না রেখে লং-টার্ম মেজার্সে কাজ যদি করা হয় তাহলে লং-টার্ম মেজার্সে পেঁছানর জন্য যে মানুষের দরকার সেই মানুষ পাওয়া যাবে কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আমি প্রথমে এটাই রাখতে চাই আজকে যে প্রকৃত অবস্থা দাঁড়িয়েছে—এই সময় সাধারণতঃ একটা ইকনমিক ক্রপ হয় পাটের চাষ হয়। এবারে যে পাট হবে আর গতবারে যে পাট উৎপন্ন হয়েছে তার সংগে তুলনা করলে এবার পাট ৫০ ভাগ কম হবে। কারণ যে সমস্ত এলাকায় পাট হয় এবার সকলেই জানে পাটের ফসলে ব্যাপক পোকা লাগায় স্বাভাবিক যে উৎপাদন তা প্রায় অর্ধেকে দাঁড়াবে। ফলে এই পাটের টাকা পেয়ে কৃষকরা তাদের ব্যয় নির্বাহ করবে এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যয় চালাবে সেই যে সম্ভাবনা সেটা অনেকখানি কমে গিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ আউস ফসলের যা অবস্থা তা অন্যান্য বারের তুলনায় অনেক কম। প্রথমতঃ আউসে যে টাকা পায় এবং পাট থেকে যে টাকা পায় সেই টাকার সংগে যোগ কোরে এবং আমন থেকে কৃষকেরা যা নগদ পেত, সেই প্রচেষ্টায় বিঘ্ন দেখা দিয়ে এবং চাষের কোন সাহায্য সেখান থেকে চাষীরা এবার পাচ্ছে না। মোটের উপর এবার যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তা হচ্ছে যে এবার স্বাভাবিকভাবে যে কৃষিঋণ বোলে যে টাকা পাওয়া গেছে সেই টাকার কিছুটা বিতরণ করা হয়েছে—এটা ঠিক, কিন্তু সেই বিতরণের সংগে আর চাষের কাজের সংগে সম্বন্ধ নাই। যে সময় হলে ঐ টাকার চাষের কাজে সাহায্য হতে পারত, এবার যেহেতু বৃষ্টি অনেক পরে হয়েছে এবং এখন সুরু হচ্ছে সেই জন্য আপনাদের টাকা তাদের নিজেদের বাঁচবার তাগিদে ব্যয় হয়ে গেছে, চাষের কাজে এতে কোন সাহায্যই হয়নি। অথচ বাস্তব অবস্থা এই যে এবার যে সময় চাষ সুরু

হচ্ছে এই চাষ সুরু হওয়ার সময় চাষীদের হাতে না আছে বীজ ধান, না আছে খোরাকী, এবং চাষ তোলবার জন্য যা প্রয়োজন—লাঙ্গল ইত্যাদি তা কৃষকের হাতে নাই। এই বাস্তব অবস্থা। সে জায়গায় যে চাষ অনেক পরে সুরু হয়েছে সেই চাষ ৩ সপ্তাহ কি এক মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে, বেশী সময় কৃষক পাবে না। যদি আগামী বৎসর এই জমি থেকে ফসল উৎপাদন করতে এবং খাদ্য সংকট থেকে বাঁচবার চেষ্টা করতে হয় তাহলে আজকে প্রধান এবং প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে যে এসেম্‌ব্লিতে আমরা যে বক্তব্য বলছি তাতে কিছুটা সরকারের সম্মানে ঘা লাগবে, কিছুটা হয়ত খেলো হয়ে যাবে দেশের লোকের কাছে—কিন্তু সেটা বড় কথা নয়, বাস্তব অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তার প্রতি নজর দিয়ে এখনই কাজ করা প্রয়োজন। এখন বাস্তব প্রয়োজন হচ্ছে যে এবার চাষ ৩ সপ্তাহের মধ্যে উঠবে কি না তা নির্ভর করবে সরকার কতটা সাহায্য করতে পারেন তার উপর, আমাদের ও পক্ষের বন্ধুরা যাঁরা গ্রামাঞ্চল থেকে এসেছেন তাঁরা জানেন বাস্তব অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন হাটে, গঞ্জে ঘুরে আমি দেখেছি যে কৃষকদের যে একটা নিজস্ব ব্যাংক সম্পদ—সে হচ্ছে তাদের হাঁসমুরগী, গরু, ছাগল ইত্যাদি এবং তা বিক্রী কোরে যে নগদ টাকা পায় তা চাষের কাজে লাগায়। বহু জায়গায় এবার সেইসব জিনিস অতি অল্পমূল্যে বিক্রী করছে, এবং তা দিয়ে যা সামান্য পায় তা দিয়ে সে চাষের কাজে লাগাতে পারে। আমি একটা মহকুমার অবস্থা বিশেষভাবে জানি। সেখানে বিভিন্ন হাটে গঞ্জে ঘুরে যা দেখেছি তাতে বাস্তব অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে আগামী ৩ সপ্তাহ এক মাসের মধ্যে যদি চাষ তুলতে হয় তাহলে অন্য কাজ দিয়ে প্রথম কাজ গ্রহণ করা দরকার। যতটা বেশী সম্ভব জমিতে খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে পারে তার দিকে আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে হবে। সেই চাষ তোলবার জন্য সরকারকে অবিলম্বে কৃষিঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

তারপর আমি যা দেখেছি তাতে সাধারণ অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে? না, গ্রামাঞ্চলে মজুর যারা কাজ করছে তাদের আট আনা দশ আনায় মজুরী এসে দাঁড়িয়েছে। এই সংকটের দিনে যেখানে ৩০।৩২ টাকা চালের মণ সেখানে মজুর আট আনা, দশ আনা মজুরীতে খাটছে। যে সব বর্গাচাষী আছে তাদের যে জমি হাতে আছে, সেই জমিতে সে রুইবার বন্দোবস্ত করছে, কিন্তু তাকে নিজের বাঁচবার জন্য অপরের জায়গায় মজুরী বিক্রী করছে। সেই মজুরী বিক্রী কোরে কোন রকমে জমিটা হাত ছাড়া না হয়, তার জন্য সেই জমিতে রুইবার বন্দোবস্ত করছে। কাজেই তাতে স্বাভাবিক যা ফলে তার সিকি ফলন হবে।

তারপর গ্রামাঞ্চলে মধ্যবিত্ত চাষী যারা কিছু নির্ভর কোরে থাকে উদ্বৃত্ত ফসলের উপর, সেই উদ্বৃত্ত ফসল আজকে চাষীর হাতে নাই। কাজেই মধ্যবিত্ত চাষীরও যে নির্ভর করত যে দামের উপর—যে দামে ধানচাল বিক্রী হবে, তার পক্ষেও খোরাকী চালান সম্ভব হচ্ছে না। সেখানে সাময়িক ব্যবস্থা মডিফায়েড রেশনিংএর ব্যবস্থা যদি না হয় তাহলে সে জায়গায় চাষ তোলা সম্ভব নয়। এই বাস্তব অবস্থা আমাদের নজরে রাখতে হবে। আমি দুটো মহকুমার বিষয় জানি যে সরকার যে ব্যবস্থা করেছেন সে ব্যবস্থায় এখনও সেখানে দেওয়া হয়নি। মডিফায়েড রেশনে যেভাবে চাউল পরিবেশন হচ্ছে সে আজও বসিরহাট মহকুমায় হয়নি। সেখানে দেওয়ার প্রয়োজন ৩৪,৯৯৬ মণ সেখানে ৭ হাজার মণ দেওয়া হচ্ছে। /১ সের কোরে চাল দিলে আলিপুর সাব-ডিভিশনে ৬০ হাজার মণ চালের প্রয়োজন হয়, সেখানে মোট দেওয়া হয়েছে দশ হাজার মণ, মাথা পিছু এক ছটাকের বেশী পড়ে না, এই চাল সরকার এ যাবৎ সাপ্লাই করেছেন—সারা আগস্ট মাসের যে কোটা সেখানে ৯০ হাজার মণ ধরা হয়েচে, অর্থাৎ সমস্ত জেলায় ৯০ হাজার মণ চাল রেশনে দেবার চেষ্টা করলে এক ছটাক আধ পোয়ায় দাঁড়ায়। যদি ফসল বাড়ানর দিকে চেষ্টা করতে হয়, তাহলে এ ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। তা না হলে তা সম্ভব হবে না।

তারপর আমি যে জেলার কথা বলছি, বা অন্যান্য জেলার যা সংবাদ জানা আছে—সেখানে চাষ তোলবার জন্য কি দরকার? ঐ যে বিরাট অঞ্চল সুন্দরবন তার হিসাবে বলতে পারি যে সেখানে নদীর বাঁধ এবং স্লুইস্‌এর যে অবস্থা আজকে আছে সে অবস্থায় আজ চাষ উঠতে পারে না। কারণ, বহু জায়গায় যেভাবে বাঁধবন্দী হয়েছে সেই বাঁধবন্দী দিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জমিতে লোনা জল প্রবেশ করছে। যে বীজ পাতবার ছিল সে বীজ নষ্ট করেছে, আর জল নিকাশের ব্যবস্থাও নাই। লোনা জল বার কোরে মিষ্টি জল ঢোকাবে—সে ব্যবস্থা হয়নি। আর যেটুকু

জিনিস পরিবেশন করা হচ্ছে অর্থাৎ যা সরকার যা করতে গিয়েছেন তাতে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে বিভিন্ন স্কুলের মাস্টার বিভিন্ন পদের মাস্টার সকলে মিলে এখন শিক্ষকতার চেয়ে আবাদ মাস্টারীর কাজ বড় মনে করছেন। তার ফলে যে জিনিস হচ্ছে সেই জিনিস সাধারণ মানুষের কাছে যতটুকু হাজির হচ্ছে তাতে কিছু কিছু লোকের মঙ্গল হচ্ছে, তাদের কিছু উপকার হচ্ছে সকলের নয়। সুতরাং এই পদ্ধতি বদলাবার প্রয়োজন আছে।

[5-30—5-40 p.m.]

প্রথম এগ্রিকালচারাল লোন, দ্বিতীয় এম আর এবং তৃতীয় হচ্ছে জলনিকাশের পথগুলিকে চালু করা এবং বাঁধগুলোর উপরে বিশেষ নজর দেওয়া। এই বর্ষার চাপে যাতে সর্বনাশ না হতে পারে তার জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কিন্তু যেটুকু আমরা জানি তাতে ধারণা যে গড়িমসি করলে কোন কাজ হবে না। আমি শুনছি যে তাঁরা অবস্থার গুরুত্ব বুঝে আরও কিছু কৃষিঋণ মঞ্জুর করা যায় না কি ও'রা চেষ্টা করছেন। সত্যিই যদি বর্তমান অবস্থায় কৃষিঋণ মঞ্জুরী করার নীতি হয়ে থাকে তাহলে সেই টাকা জরুরী কাজ হিসাবে বিভিন্ন জায়গায় এখুনি পেঁছে দেওয়া উচিত এবং কৃষকের হাতে সেটা যাতে পেঁছায় তার ব্যবস্থা করুন। কারণ তা না হলে চাষের পরে গিয়ে যদি পড়ে তাহলে উৎপাদনের দিক থেকে তাদের কোন সাহায্য হবে না। আবার ড্রেনেজগুলোকে করবার দরকার আছে এবং যেখানে ড্রেনেজ চালু নেই সেখানে তা করবার প্রয়োজন আছে। যেখানে স্যালাইন ওয়াটার আছে সেখানে সেগুলো বার করে দিয়ে এই সমস্ত ড্রেনেজের সাহায্যে মিষ্টি জল আনার প্রয়োজন আছে।

শেষে আমি একথা বলতে চাচ্ছি যে, এখন যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে ক, খ, গ শ্রেণীভেদ আর নেই এবং মুড়ি মিছরির এক দর হয়ে গেছে। অর্থাৎ ৩০-৩২ টাকা চালের মণ হয়ে সেখানে শ্রেণী বিভাগ আর নেই। সেজন্য এই শ্রেণীভেদ উঠিয়ে দিয়ে যাতে সবাই কিনতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যদিকে রিলিফের ব্যাপারে আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে বহু মধ্যবিত্ত পরিবার যারা কোনদিন রিলিফের খাতায় নাম লেখাত না তারা সমস্ত আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে রিলিফের লিস্টে নাম দেবার জন্য প্রতিযোগিতা করছে। সুতরাং যেসব ক্যাটিগরী রেখেছেন সে সব তুলে দেওয়া দরকার। আজকে দেখতে হবে যে যাদের কাজ করবার ক্ষমতা নেই, প্রকৃত যারা উপবাসী তাদের আজকে সরকারী সাহায্যে বাঁচানোর দায়িত্ব নিতে হবে এবং শুধু যদি ক্যাটিগরী ভাগ করে দিই তাহলে সংকটের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না। সেজন্য রিলিফ, টেস্ট রিলিফ, এগ্রিকালচারাল লোন, ইরিগেশন ইত্যাদি সমস্তগুলোকে যুক্ত করে ৩।৪ সপ্তাহের মধ্যে যেখানে চাষ তোলা হবে সেখানে তা তোলার পক্ষে সাহায্য করবেন। আমি মনে করি যে রিলিফ, টেস্ট রিলিফ, এগ্রিকালচারাল লোন এবং জি আর ইত্যাদি সমস্তগুলোকে একত্র করে একটা পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে যাতে চাষ তুলতে পারি তার ব্যবস্থা করতে হবে, তা না হলে সামনে বছর আরও বিপর্যয় দেখা দেবে। আবার আমরা দেখছি যে ইতিমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় টেস্ট রিলিফের কাজ করতে করতে সেই অবস্থায় লোকে মারা যাচ্ছে। আমি নিজে দাঁড়িয়ে দেখেছি যে কাজ করতে গিয়ে কাজ করার ক্ষমতা লোকে হারিয়ে ফেলেছে। সন্দেশখালি থানায় আটগাছি ইউনিয়নে আমি মিটিং করতে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখেছি কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। এই ত অবস্থা। জানি না ও'রা এটা স্বীকার করবেন কি না; কিন্তু এটা বাস্তব ঘটনা। এখান থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে আজকে কাজে এগুতে হবে। আজকে ঐ রকম ক্যাটিগরী রেখে আর লাভ নেই। আজ টেস্ট রিলিফের প্রশ্ন, বাঁধবন্দীর প্রশ্ন, স্লুইসের প্রশ্ন এবং সাথে সাথে এগ্রিকালচারাল লোনের প্রশ্নটা ফার্স্ট প্রাইওরিটি দিতে হবে। এছাড়া এবার চাষ উঠতে পারে না এই হচ্ছে বাস্তব অবস্থা। আমি স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে বলতে চাচ্ছি যে এগুলির উপর বিশেষ জোর দিতে হবে—এগ্রিকালচারাল লোন, টেস্ট রিলিফ, বাঁধবন্দী ইত্যাদি প্রশ্নগুলিকে যুক্ত করে এর উপর জোর দিতে হবে। রেশনের কোটা অন্য সময় কি করবেন জানি না, কিন্তু এই চাষকে তুলবার জন্য জি আর-এর দোকানে চাল পেঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে ব্যাপকভাবে। যারা ৩০।৩১ টাকা দিয়ে চাল কিনতে পারবে না তাদের জন্যও ব্যবস্থা করতে

হবে, তা না হলে এবারে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হতে পারবে না এবং খাদ্যশস্যে অনেক পরিমাণ ঘাটতি হবে, যার দুর্ভোগ সামনের বছরে আপনাদের ভুগতে হবে। সেজন্য আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করি এবং আমার বিশ্বাস সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাবটা গৃহীত হবে।

Sj. Chitto Basu:

মিঃ স্পীকার, স্যার, শ্রদ্ধেয় ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে প্রস্তাব এখানে উত্থাপন করেছেন এবং উত্থাপন প্রসঙ্গে যে বক্তৃতা এখানে পেশ করেছেন তার সঙ্গে মোটামুটিভাবে আমি এক মত। তিনি আমাদের দেশে কৃষিসমস্যার সঙ্গে খাদ্যসমস্যা যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তার একটা পূর্ণাবয়ব চিত্র আমাদের সামনে রেখেছেন। দীর্ঘমেয়াদী যে সমস্ত প্রস্তাবের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন সে সম্পর্কে আমি বেশী বক্তব্য না রেখে মিঃ স্পীকার, স্যার, আজকে সারা দেশে যে বাস্তব পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে তার সম্মুখীন হবার জন্য যে কয়েকটা স্বল্পমেয়াদী প্রস্তাবের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন—তার প্রতি আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে সরকারী নীতির ব্যর্থতা সম্পর্কে আপনার মাধ্যমে সরকারের কাছে কিছু বলবো। মিঃ স্পীকার, স্যার, এই বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্য যে ধরনের দেশ-প্রেমিক এবং জনদরদী মন নিয়ে অগ্রসর হওয়া দরকার আজকে তার অভাব আমাদের দেশে স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। আজকে সেই ধরনের দেশপ্রেমিক এবং জনদরদী মন নিয়ে সরকার তাঁদের নীতি পরিচালিত করছেন না। একথা সকলেই জানেন যে সারা পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন জেলায় সহরে হোক, গ্রামে হোক চালের দর হু হু করে বেড়ে গেছে। আমি যে এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়েছি সেই এলাকায় চালের দর ৩০ থেকে ৩২ টাকা এবং ঐ অঞ্চলে ক খ গ বলে কোন শ্রেণীভেদ নেই। সকলের অর্থনৈতিক জীবনে আজ একটা বিরাট হাহাকার দেখা দিয়েছে শ্রদ্ধেয় ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় একথা উল্লেখ করেছেন যে আমাদের সকল অর্থনীতিবিদেরা একথা স্বীকার করেন এবং বলেন যে আমাদের গ্রাম্যজীবন, আমাদের অর্থনৈতিক জীবন এইভাবে একটা মার্জিনাল কন্ডিশনে রয়েছে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দরুণ আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে একটা প্রবল চাপ এবং আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। চালের দর অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হওয়ায় সমগ্রভাবে জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবনে ব্যাপক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। একথা সরকার স্বীকার করেন কি না জানি না কিন্তু স্বীকার তাঁদের করতেই হবে।

[5-40—5-50 p.m.]

কিন্তু সেই মূল্য বৃদ্ধি রোধ করবার জন্য চালের দরকে উর্ধগামী না করতে গিয়ে এবং নিম্নগামী করবার জন্য সরকার যে নীতি গ্রহণ করেছেন, যে সংশোধিত রেশনিং প্রথা এবং মডিফায়েড রেশন দোকানের মারফৎ চাল বা আটা সরবরাহ করা—মিঃ স্পীকার, স্যার, কিছুকাল আগে খাদ্য-বিতর্কের সময় আমরা দেখেছিলাম আমাদের খাদ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যসংকট নাই, খাদ্যের অভাব নাই এবং সংকটের সম্মুখীন হবার জন্য সরকারের হাতে প্রয়োজনীয় খাদ্য-সম্ভার আছে। কিন্তু মিঃ স্পীকার, স্যার, আমরা যখন দেখি খাদ্যমন্ত্রী আইনসভার ভিতর বলেন, কোন চিন্তা নাই, আমরা সঙ্কট অতিক্রম করতে পারব, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আমরা ৬৫ টন গম পেয়েছি, এবং ১·৭৫ পাব, এবং আমরা এখানেও মিল থেকে লেভী প্রথায় ৬৭·৫ ইত্যাদি চাল পেয়েছি। ৭॥০ লক্ষ টন যেখানে খাদ্য ঘাটতি সে ক্ষেত্রে সরকারের হাতে ৮॥০ লক্ষ টন খাদ্য জমা আছে। আইনসভার মধ্যে যখন আমাদের এই তথ্য দেখান হয় তখন সহরে ও গ্রামে যে মডিফায়েড রেশনের দোকান রয়েছে তার সামনে আমাদের মা-বোনেরা হাজারে হাজারে সারি দিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হচ্ছে। মিঃ স্পীকার, স্যার, সেই রেশনের দোকানের সারির সামনে গিয়ে দেখতে পাবেন সেখানে অধিকাংশ লোক রেশন না পেয়ে হতাশ হয়ে ঘরে ফিরে আসে। আমার কেন্দ্রে এই মাত্র ৩।৪ দিন আগে আমি দেখে এসেছি ভোরের আলো না ফুটতে রেশনের দোকানের সামনে মা-বোনেরা সারিবদ্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন। তবু আমাদের সরকার বলছেন বৈশ্যত্যের সঙ্গে যে সরকারের হাতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য মজুত আছে। একটা তথ্য দিলেই আপনি, মিঃ স্পীকার, স্যার, বুঝতে পারবেন এই কথাটা কত বিভ্রান্তিকর। সরকার অসত্য কথা বলে দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। আমার কেন্দ্র বারাসত মহকুমায় ৪॥০ লক্ষ লোক।—যদি ধরে নেওয়া যায় শতকরা ৮০ জনকে মডিফায়েড রেশনের অধীনে আনবেন তাহলে এডাল্টএর

জন্য প্রয়োজন ১ লক্ষ ৯২ হাজার এবং মাইনরদের জন্য ১ লক্ষ ২৮ হাজার—সর্বসাকুল্যে এগ্রিমেন্টল। হিসাব করলে দেখা যাবে মোট ২॥০ লক্ষ ইউনিট মডিফায়েড রেশন দরকার। মাসিক প্রায় ৮০ হাজার মণ দরকার, ৪০ হাজার মণ চাল এবং ৪০ হাজার মণ আটা। কিন্তু আমি সংবাদ পেয়েছি, মে, জুন, জুলাই মাসে ২০ হাজার মণের বেশী চাল বা আটা সরবরাহ করা হয়নি। এবং তার ভিতর মাত্র ৫ থেকে ৬ হাজার মণ চাল। আমি নাম করে বলতে পারি—সেখানে ৪নং ওয়ার্ডে ৫৫৬টি কার্ড দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেখানে ৪৬ মণের জায়গায় দেওয়া হয়েছে প্রতি সপ্তাহে মাত্র ১০ মণ আটা আর ১০ মণ চাল। আর দেখুন, মিঃ স্পীকার, স্যার, কোন জায়গায় শতকরা ২৫ ভাগের বেশী চাল বা আটা সরবরাহ করা হচ্ছে না। যদি এই অবস্থা চলে তাহলে রেশন কার্ড হোল্ডারদের কাছে গিয়ে পেঁছাবে কি না সন্দেহ আছে—এতে কালো-বাজার প্রশ্রয় পাচ্ছে এবং তাতে স্থানীয় কর্মচারীরাও অনেক সময় সাহায্য করে। হেমন্তবাবু বলেছেন গ্রামের কৃষকদের কালোবাজারের চড়া দামে চাল বা আটা কিনবার ক্ষমতা নাই। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে কৃষিঋণ দেওয়া হয়েছে। আমি স্বীকার করি কৃষিঋণ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কি দিয়েছেন সেটা একবার হিসাব করুন। আমি যতদূর জানি প্রতি য়ুনিয়নে এক হাজারের বেশী টাকা দেওয়া হচ্ছে না। একটা য়ুনিয়নে কমসে কম ১০ হাজার লোকের বসতি—তাহলে ২ হাজার কৃষক পরিবারের জন্য ১ হাজার টাকা এটা একটা প্রহসন ছাড়া আর কি? অর্থাৎ পরিবার পিছু ৷৷০ আনার বেশী পড়ে না। তারপর বীজ ধানের কথা বলা হয়। ৬ মণ বীজ ধান সরবরাহ করা হয় দশ হাজার কৃষক পরিবারের জন্য কয়েক সহস্র একর জমি চাষ করার জন্য। অনেক সময় এই রকম হয় ৬ মণ ধান বিক্রী করে দিয়ে টাকাটা মেরে দেওয়া হয়। মিঃ স্পীকার, স্যার, তারপর ফার্টিলাইজারের কথা। আমরা জানি কিছু কিছু সার সরবরাহ করা হত এবং চাষীরা সেই সার মাঠে ফেলত। কিন্তু এবার না কি সারের বদলে টাকা ঋণ দেওয়া হবে। এই মাগ্গীর বাজারে কৃষকেরা প্রয়োজনীয় সার খরিদ করতে পারছে না, তারা কোন রকমে জীবিকা-ধারণ করছে। সরকারের পক্ষ থেকে যে নিয়ন্ত্রিত হারে সার বিতরণের নীতি আছে সেই সার নিয়ন্ত্রণের নীতি গ্রামাঞ্চলে প্রয়োগ করা হচ্ছে না। চাষীরা সরকারী টাকায় হাট থেকে চাল কিনে নিয়ে ঘরে ফিরে। তারপর ইরিগেশন ফ্যাসিলিটিজ আমাদের গোটা অঞ্চলে দোফসলা চাষের প্রবর্তন করতে হলে যে সেচ ব্যবস্থা থাকা দরকার তার কিছুই হচ্ছে না—অবিলম্বে তা করা দরকার। আরেকটা কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। সে কথাটা হচ্ছে ল্যান্ড টেনিওর এবং রিডিস্ট্রিবিউশন—এস্টেট একুইজিশন এ্যাক্টের ফলে যে সামান্য জমি সরকারের হাতে এসেছে সেই জমিও বিতরণের কোন নীতি গ্রহণ করা হয়নি। আমরা জানি অনেক অঞ্চলে সরকার যে উদ্বৃত্ত জমি পেয়েছেন সেই জমি কৃষকদের বন্দোবস্ত দিচ্ছেন এক বৎসরের জন্য। আমি একথা বরাবর বলেছি যে, এই অনিশ্চয়তার মধ্যে কৃষক দরদ দিয়ে উপযুক্ত পরিমান শ্রম করে চাষ আবাদ করতে পারে না। এটা ভেবে দেখবার জন্য আমি আবারো সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে, জমিদার উচ্ছেদ করে যে জমি সরকার হাতে পেয়েছেন তা অন্ততঃ তিন বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত দেবার ব্যবস্থা করা হোক—এতে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এই আমার শেষ কথা।

[5-50—6 p.m.]

Sj. Panchanan Bhattacharjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, প্রস্তাবটার মূল উদ্দেশ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, তিনি চাষীদের ইন্সেন্টিভ দেবার পক্ষপাতী, কিন্তু সেটা খোলাখুলি বলেন নি। আজকের দিনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই দেখা যাচ্ছে চাষীদের নানাভাবে ইন্সেন্টিভ না দিলে তাদের উৎপাদন স্পৃহা বাড়ে না—তার ফলে মানুষের যা সর্বপ্রধান প্রয়োজন সেই প্রয়োজন মেটাবার ব্যাপারে তাদের যে অবদান সেটা পূরণ হয় না।

এই ইন্সেন্টিভ নানা আকারের হতে পারে। তাদের বোনাস দিয়ে যেমন হতে পারে, তাদের চাষের জল দিয়েও সেইভাবে হতে পারে; তাদের সস্তা দরে বা বিনামূল্যে সার সরবরাহ করে হতে পারে, কৃষিঋণ দিয়ে হতে পারে বা ট্রাক্টর, বীজ ধান এগুলি সরবরাহ করে হতে পারে। এই ধরণের কাজ আমাদের দেশে হয় না। কিন্তু ছোট প্রতিবেশীদের দেশে এটা হয় যাদের আমরা

মনে করি আমাদের তুলনায় অসভ্য, আমাদের তুলনায় নিম্নস্তরের দেশ বা জাত, তাদের ক্ষেত্রে দেখি যে এই ধরনের জিনিস সার্থক হয়েছে। আমি আপনার মাধ্যমে রাজ্য সরকারকে বলবো যে তিনটি দেশের থেকে ভাল ভাবে পরিসংখ্যান তথ্যাদি আনিয়ে নিন্। একটা হচ্ছে জাপান, একটা ফরমোসা, আর একটা সিংহল। যেই সব দেশে প্রচুর জমি আছে এবং তাদের সেই সব জমির ফসলে নিজেদের অভাব মিটিয়েও উদ্বৃত্ত হয়, সেই সব দেশ যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা রাশিয়া কিংবা চীন, এই ধরনের দেশের নাম আমি করতাম না। চীন দেশের যে আয়তন, কর্ষিত জমির পরিমাণ এবং একর বা বিঘাপ্রতি ফলনের কারণ অনুসন্ধান করা কষ্ট নয়। ফরমোসা যাকে পশ্চাদ্‌পদ বলে জানি, সেখানকার জনসংখ্যার অন্ততঃ প্রতি বর্গমাইলে যত লোকের বাস, ভারতবর্ষের তুলনায় বেশী। সুতরাং সেখানকার পরিসংখ্যান আমাদের সাহায্য করতে পারে। রাজ্য সরকার একটু চেষ্টা করে যদি সম্মিলিত রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্ট পড়েন তাহলে দেখতে পাবেন সিংহল সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছে চাষীদের নির্দিষ্ট বেশী দাম দেবার পর তারা উৎপাদনে উৎসাহী হয়েছে এবং তার ফলে উৎপাদন খুব বেশী বেড়ে গেছে। যে ইন্সেন্টিভের কথা বলছিলাম—আমাদের দেশে বোনাস দেওয়া অর্থাৎ আমাদের ভারতবর্ষে ইন্‌ফ্লেশন ক্রমবর্ধমান। এই ইন্‌ফ্লেশন সম্বন্ধে আমাদের দেশে খুব বেশী গবেষণা নাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটবার পর থেকে আজকে দুনিয়ার সমস্ত অর্থশাস্ত্রীরা এ বিষয়ে নানা পরামর্শ দিচ্ছেন। একথা ঠিক, যারা চাষ করে চাষী তাদের উপর ইন্‌ফ্লেশনের যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, সেটা হচ্ছে এই—তারা ভাবে যদি ফলন বেশী হয় ধানের দর কমে যায়, তাহলে আমি মারা পড়বো। এই ধরনের চিন্তা তাদের মাথায় যেতে পারে। তার প্রতিবিধানকল্পে আমাদের এখানে কোন গ্যারান্টী দেবার ব্যবস্থা নাই।

আমরা এখানে জানি বীজ ধান সরবরাহের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। আজকে যদি বাংলা-দেশের চাষীকে বীজ ধান সরবরাহ করা যায়, তাহলে ফলন শতকরা ২৫ ভাগ বেড়ে যেতে পারে। তারা ঠিকমত বীজ ধান রাখবার চেষ্টা করে না, করবার সুযোগও নাই। অনেক সময় তা খেয়ে ফেলে বা বেচে দেয়। দুঃখের বিষয় আমাদের খাদ্য মন্ত্রী আগে আমাদের যতই মূল্যবান কথা শোনান না কেন, যেভাবে ক্রমান্বয়ে বীজ ধান সরবরাহের ব্যবস্থা হচ্ছে, তাতে আগামী ৫০ বছরের মধ্যেও চাষীদের প্রয়োজন মেটান সম্ভব কি না সন্দেহ।

কিছুদিন আগে চিন্তামন দেশমুখ পরিষ্কার ভাবে বলেছেন একটা লোহার কারখানা বন্ধ করে যদি ১০টি সিন্দ্রীর মত সারের কারখানা করা যেত, তাহলে খাদ্যোৎপাদন বহুগুণ বাড়তো। কেমিকেল ফার্টিলাইজার সম্বন্ধে কেউ কেউ যুক্তি দিয়েছেন নাই মামার চেয়ে কানামামা ভাল। তারা যথেষ্ট পরিমাণ কেমিক্যাল ফার্টিলাইজারের ব্যবস্থা করেন নাই। অথচ ফার্টিলাইজার ডিলারদের কমিশন এবার থেকে অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আগের বারও দুর্নীতি ছিল। এবার দুর্নীতির বড় রকমের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। আগে চাষীরা সরাসরি সার কিনত না। রসিদ একটা দিত, সেই সার চোরা বাজারে যেত। হিসাবে লেখা থাকতো অমুক গ্রামের অমুক লোক দশ মণ সার নিয়েছে। অথচ নিজের জমিতে এক মণও সার দেয় নাই। এইবার ব্যবস্থা হয়েছে চাষীদের ঋণ দেওয়া হয়েছে সার কিনবার জন্য। সেই ঋণের টাকা তারা খেয়ে ফেলেছে এবং তাদের প্ররোচিত করে অন্য লোকে সার নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু চাষী পরিবার যারা ঋণ নিয়েছে, তারা সার সংগ্রহ করতে পারেনি, সেই সার চোরা বাজারে চলে গিয়েছে। সুতরাং সারের এই হচ্ছে অবস্থা।

তারপর জল। আমরা জল পাওয়ার জন্য ভগবানের উপর নির্ভর করি এবং আরও দীর্ঘদিন নির্ভর করে থাকতে হবে, এছাড়া আর কোন পন্থা নেই। আমরা গঙ্গা ব্যারাজের পরিকল্পনা নিয়ে এখানে প্রস্তাব গ্রহণ করলাম। কিন্তু এই গঙ্গা ব্যারাজ সম্পর্কে আমি এই বিধান সভায় যে কথা বলেছিলাম স্টেটস্‌ম্যান কাগজে জনৈক পত্রলেখক সেটা করবোরেট করেছেন। সেটা হচ্ছে বিহার ও উত্তর প্রদেশের কতকগুলি অঞ্চলে খাল কেটে, প্রচুর ভাবে গঙ্গার জল টেনে নেওয়া হচ্ছে এবং যে সমস্ত পরিকল্পনা আগামী ৫।৬ বৎসরের মধ্যে হবার সম্ভাবনা রয়েছে, তার আশঙ্কা বিহার সরকার ও ইউ পি সরকার করেন, এবং তাঁরা বলেন গঙ্গার বাঁধ রচিত হতে দেওয়া চলবে না। কারণ গঙ্গার বাঁধ রচিত হলে তাদের সেখানে জল সরবরাহের ব্যাঘাৎ ঘটতে পারে। আমি একথা বলেছিলাম যে পাকিস্তান বাধা দিচ্ছে. এই প্রশ্ন তোলা বা এই ভাঁওতা দেওয়া এখন

অনর্থক, সেটা প্রমাণ হয়েছে। এই বিধানসভায় গঙ্গা ব্যারেজ সম্বন্ধে আলোচনা হবার পর, পাকিস্তানের বিরোধী দল সভা ডেকে সকলে মিলে একটা প্রস্তাব নিয়েছেন এবং তাতে জনাব সৈয়দুল্লা সাহেব উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মাথায় যদি এটা আগে থাকত তাহলে তাঁরা আগেই জানাতেন, আমরা তাঁদের মাথায় দিয়ে দিয়েছি, তাই এখন পাকিস্তানে তাঁরা করছেন। সুতরাং গঙ্গার বাঁধ হচ্ছে না আগামী দু-চার বছরের মধ্যে যদি না সেই রকম আন্দোলন গড়ে ওঠে বাংলাদেশে। কেন না বিহার ও উত্তর-প্রদেশ এর বিরোধী। যেহেতু বিহার ও উত্তর-প্রদেশ এর বিরোধী সেই হেতু হবে না। যেমন আমরা আর এক দিকে দেখছি—বিহার, উত্তর-প্রদেশ, অন্ধ্র বিরোধী, অতএব দণ্ডকারণ্যে বাঙ্গালীর বসবাস হবে না, সেখানে আদিবাসীদের বসবাস হবে এবং সেইজন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে আদিবাসীদের রাজ্য সেখানে গড়ে তোলা হবে। যাই হোক গঙ্গার বাঁধ যখন হচ্ছে না এবং আমাদের আমলে তা হবার যখন সম্ভাবনা নেই, তখন এখানে ছোটখাট ইরিগেশনের ব্যবস্থা করুন, ডাঃ ব্যানার্জীর প্রস্তাবে সেই কথা আছে।

তারপর বাংলাদেশে গোটা কয়েক বিল এলাকা আছে, যেগুলি হয়ত সামান্য ভাবে, দু-চার হাজার নয়, দু-চার লাখ টাকা খরচ করলেই, সুন্দর বনের পদ্ধতিতে, যেভাবে সুন্দরবনের সমস্যা সমাধান করবার ইচ্ছা রাখেন বলে প্রকাশ করেন, আমাদের এখানেও সেই পদ্ধতিতে সেই সব জমিতে ড্রেনেজের অভাবে যখন বৃষ্টির ও ইরিগেশনের জল জমে যায়, সেই জল যাতে বেরিয়ে যেতে পারে তার ব্যবস্থা করা উচিত এবং গ্রীষ্মের সময় যখন জল সেখানে থাকে না, তখন সেখানে জল নিয়ে যাবার জন্য যদি সংক্ষেপে কিছু ব্যবস্থা করতে পারতেন তাহলে বাংলাদেশের চাষের প্রভূত উপকার হত। আমি আগে বলেছি, আবার বলি, আমি যেখান থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছি, সেখানে বর্ত্তুর বিল বলে একটা এলাকা আছে। আমি তার ম্যাপ করে দেখিয়েছি, যেখানে ৭০ হাজার বিঘা জমি উদ্ধার হতে পারে। যেখানে ধানের চাষ থাকে, সেখানে এক বিঘাতে ১৪।১৫ মণ করে ধান হয়। চাষীরা চোখের সামনে দেখে প্রচুর পরিমাণে ধান ফললো এবং তারপর বর্ষার জল এসে সেই ধানগুলি নষ্ট করে দিচ্ছে। এই রকম ভাবে মুর্শিদাবাদে একটা বিল আছে এবং কেঁদুয়ার বিল বলে হাওড়ায় একটা প্রকাণ্ড বিল রয়েছে। এগুলির দিকে দ্রুত নজর দেওয়া দরকার এবং এখানে রিহ্যাবিলিটেশনের ব্যবস্থা করুন, তাহলে বাংলাদেশের খাদ্যাভাব অনেক অংশে মিটতে পারে।

একবার বলেছি প্রতিটি চা-বাগান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে দেখুন। চা-বাগান সম্বন্ধে সরকারের যে তথ্যানুসন্ধান হয়েছিল, তাতে এ কথা পরিষ্কার বলা ছিল, চা-বাগানগুলির মধ্যে অনুসন্ধান করলেই দেখতে পাবেন সেখানে প্রচুর জমি এমনি পড়ে আছে, যেখানে ভাল ধান চাষ হতে পারে। এই সমস্ত চা-বাগানের মালিকদের সবচেয়ে বড় খদ্দের হচ্ছেন সরকার, সুতরাং সরকার যে কোন উপায়ে হোক এই সমস্ত জমি দখল করে, সেখানে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি কিনে এনে ব্যবস্থা করুন, যাতে ৫।৭ হাজার একর চা-বাগানের জমিতে ধান চাষ হতে পারে। এটা করলে খাদ্যাভাব অনেক পরিমাণে দূর হতে পারে। এটা প্রস্তাবের বহির্ভূত, তবুও বললাম।

[6—6-10 p.m.]

অবশ্য এটা প্রস্তাবের বহির্ভূত তবুও আমি প্রসঙ্গতঃ বলছি টিউবওয়েল, নলকূপের দিকে একটা আকর্ষণ অনেকেরই আছে। কিন্তু আমি জনৈক বিশেষজ্ঞের কাছে শুনেছি যিনি উত্তর-প্রদেশে কাজ করেছেন, সেখানে এই চিন্তা বর্তমানে দাঁড়িয়েছে যে বিহার এবং উত্তর-প্রদেশে বড় বড় টিউবওয়েল করার ফলে 'সাবসয়েল' ওয়াটার তা ক্রমশঃ শুকিয়ে আসবে। এবং সেজন্য তাদের নজর হচ্ছে বর্তমানে খাল কেটে জল নিয়ে এসে সেই জল পাম্পের সাহায্যে ছড়িয়ে দিয়ে চাষ করা। বিহার এবং উত্তর-প্রদেশ এই কথা চিন্তা করে—বাংলা আজ অন্য প্রদেশের দেখে ঠেকে শিখবার জন্য প্রস্তুত হয়। তথাপি আমি পশ্চিমবাংলা সরকারকে বলবো যে টিউবওয়েলের প্রতি যেন তাঁদের আকর্ষণ না হয়। অবশ্য এখন কোন আকর্ষণ নেই, টিউবওয়েলের মাধ্যমে এখানে কোন বিরাট কোন চাষের ব্যবস্থা হয়নি। সংবাদপত্রে ছবি দেখেছিলাম গড়বেতা না কোথায় এই ধরণের একটা কাজ হচ্ছে বটে। এখানে আর্টিজিয়ান ওয়েলসের তো ব্যবস্থা নেই। বাংলাদেশে হবারও কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তারা জমির উপরে উপরকার

যে জল তার দিকে নজর দিন, সাবসয়েল ওয়াটারের দিকে একটু নজর কম দেবেন। কুয়া ফুরতে পারে, সেটা কম ক্ষতিকারক কিন্তু টিউবওয়েল যার গভীরতা অত্যন্ত বেশী, তাতে হয়ত বাংলাদেশের মাটি শুকিয়ে যাবে। একথাটা তাঁরা বিশেষজ্ঞদের কাছে জানতে পারেন—এর মধ্যে সত্যতা আছে।

তারপর শর্ট-টার্ম মেজার্সের মধ্যে অন্য কথা বলা আছে—কুটিরশিল্পের কথা। কুটিরশিল্প সম্বন্ধে বলবার কিছু নাই, কুটিরশিল্পকে বাংলাদেশ চিরকাল আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছে। কিন্তু পুরানো কুটিরশিল্পের পুনরুজ্জীবন তার সঙ্গে নতুন কুটিরশিল্পের প্রচার এবং প্রসারের সর্বপ্রকার সাহায্যে সরকারী প্রচেষ্টা নাই বল্লে চলে। অম্বর চরকা ছাড়া অন্য কোন কুটিরশিল্প বর্তমানে, এবং সেটা নতুন কুটিরশিল্প নয়, বাংলাদেশে ব্যাপকতা লাভ করতে পারেনি। চিরুণী তৈরি হত বাংলাদেশে। মেদিনীপুর জেলায় প্রচুর লোক চিরুণী তৈরি করে পেট চালাতো তা বন্ধ হয়ে গেছে। তারা সময়ে চাষের কাজ করতো, অসময়ে চিরুণী তৈরি করতো। এরকম ধরণের পিতল, তামা, কাঁসার বাসন তৈরি করত যারা তাদের তা চলে গিয়েছে। তাদের অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা নাই। গ্রামে আরও বহু ধরনের কাজ হতো সে সম্বন্ধে সরকারের কাছে তথ্য আছে। লীগ আমলে এই নিয়ে একটা তথ্যানুসন্ধান হয়েছিল, তার একটি বেশ ভাল রিপোর্টও ছিল, তার পরে পরবর্তী কালেও তথ্যানুসন্ধান হয়েছে কিন্তু কাজ কিছু হয় নি। কুটিরশিল্পের কাজটাই ছিল এই যে চাষীদের অবসর সময়ে, তাদের কার্যে নিযুক্ত রাখা। দুঃখের সময় ভারত-সরকার এক কমিটি নিয়োগ করলেন—কার্ভে কমিটি, সেই কমিটির সিদ্ধান্ত ভারত-সরকার নিজেই গ্রহণ করেন নি। সেজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর কি করবেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মোটা টাকা বরাদ্দ আছে, শেষ অবধি দেখা যাবে যে চার শত কোটির জায়গায় দু'শ কি দেড়শ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে—অবশ্য এ ধরণের রেকর্ড ভারত-সরকারের আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর করবার কি আছে, ভারত-সরকারের যে কার্য ধারা পশ্চিমবঙ্গ সেটা নিশ্চয়ই অনুসরণ করবে। সুতরাং দেখা যাবে—কুটিরশিল্প যে তিমিরে ছিল তার চেয়ে আরও গভীরতর তিমিরে ডুবেছে। অথচ এই কথা প্ল্যানিং কমিশন স্বীকার করেন যে আমাদের দেশে সব থেকে বেশী লোক কাজে নিযুক্ত আছে কৃষিতে আর ভবিষ্যতে সব থেকে বেশী লোক কাজে নিযুক্ত হতে পারে কুটিরশিল্পে। দুঃখের বিষয় দেশের সব থেকে বেশী লোক যে কিভাবে কুটিরশিল্পে নিযুক্ত হবে তার কোন ব্যবস্থা পশ্চিম বাংলার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার যে বইখানা এখানে বিতরিত হয়েছে, তা খুললে দেখা যাবে তাতে কিছু নেই। সুতরাং আমরা ওদিক দিয়ে কিছু আশা করতে পারি না, তবুও সময় আছে—এই প্রস্তাবের ফলে এই প্রস্তাব সরকার পক্ষ গ্রহণ করবেন এই দুরাশা আমাদের নাই। কিন্তু একই কথা বার বার বলতে হয়ত তার একটা সাইকোলজিক্যাল এফেক্টে কিছু কাজ হতে পারে, অতএব স্পীকার মহোদয় আপনার মাধ্যমে বলবো যে কাউকে একশবার বললে হয়, কাউকে হাজারবার বললে হয়, এখানে কতবার বলতে হবে জানিনা কিন্তু যতবারই বলা হোক্ এর কিছুটা যাতে কাজ হয় আমি অন্ততঃ আমাদের সামনের বন্ধুদের এই উপদেশ দেব।

Sj. Bankim Mukherji:

স্পীকার মহোদয়, আজকে অধিবেশনের শেষ দিনে এ বিষয়ে বিবিধ বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে যদি আমরা খাদ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে কয়েকটি বিষয়ে আশ্বাস পাই তাহলে পর বিধানসভা মারফৎ জনসাধারণ খানিকটা অন্ততঃ আশান্বিত হতে পারে। দীর্ঘমেয়াদী যে সমস্ত ব্যবস্থার কথা আছে আমি এই অল্প সময়ের মধ্যে সে বিতর্কের ভিতর যেতে চাই না—এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে আরও আলোচনা হবে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাগুলি অল্প দিনে নিষ্পত্তি হবে না। কিন্তু অজয়বাবু একথা শুনে রাখুন এই যে কয়েক মাস অবসর পাবেন তাতে তিনি যেন মাইনর ইরিগেশনের কথা ভাবেন। তাহলে পর ১০ টাকা জলকর করতে হবে না। মাইনর ইরিগেশন ছাড়া ক্যানেল ইরিগেশন বাংলাদেশে সম্ভব নয়। সেদিক থেকে আমি হিসাব করে যা দেখছি ফার্স্ট ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানে যে টাকা ব্যয় হয় তাতে প্রায় ১০ গুণ জমিতে ঐ টাকার সেচ হয়। এদিক থেকে মাইনর ইরিগেশন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বাংলাদেশের অল্প জমি থেকে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য যদি উৎপন্ন হতে পারে তাহলে এর চেয়ে আর লাভজনক কি হতে পারে—এ বিষয়ে পরে আরও বিস্তৃত আলোচনা করা যেতে পারে। এই যে ডেভেলপমেন্ট ন্যাশনাল

এক্সটেনশন ব্লক মারফৎ কিভাবে হতে পারে এবং জমি কিভাবে জনসাধারণের উপযোগী করে তুলতে পারা যায় সে বিষয়ে আমার আশংকা হয়, গভর্নমেন্টের যে তথ্য যে পরিসংখ্যান তা দ্বারা আসলে কি হয় বুঝা যায় না। আমি আশা করি আজকে আর প্রফুল্ল সেন মহাশয় কোন পরিসংখ্যান বিবৃত করবেন না কারণ পরিসংখ্যান খেয়ে আমাদের পেট ভরবে না। আমি সামান্য যতটুকু জানি—সারা বাংলার কথা জানিনা—সেখানে দেখতে পাচ্ছি আটা সাপ্লাই হচ্ছে না—চাল তো হচ্ছেই না এবং আটা সাপ্লাইও হচ্ছে না। আপনি যদি খোঁজ করেন তাহলে সার্কেল অফিসার, এস ডি ও, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে খবর নেবেন হপ্তায় জি আর সপে, এম আর সপে যা দরকার তার কতটুকু তাঁরা পেয়েছেন? এটা যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে সব জায়গায় পৌঁছে তাহলে পরে খানিকটা হয়। আজ এতদিন ধরে এতগুলি দোকান মারফৎ আটা এবং চাল সাপ্লাই হয়েছে কিন্তু তার কোন ইফেক্ট কি আমরা দেখতে পাই প্রাইসের উপর? তা সত্ত্বেও গভর্নমেন্টের পক্ষে এটা পরম নিন্দার বিষয় যে আজকে চালের দর ২৮।৩০ টাকা হয়েছে কেন? ভাল চালের দর ৩০ টাকার উপর এসে গিয়েছে, এই অবস্থায় আমরা দেখতে পাচ্ছি মডিফায়েড রেশনিং মারফৎ গ্র্যাচুইটাস রিলিফ প্রভৃতি মারফৎ কিছু কিছু হচ্ছে, যদিও পর্যাপ্ত নয় এবং বহু জায়গা থেকে আজকে দোকানদাররেরা যা জানিয়েছেন তাঁদের যে অসুবিধা যে তাঁরা তাঁদের দরকার মত পায় না। মডিফায়েড রেশনিংএ কোন জায়গায় হয়ত হপ্তায় ২৫ মণ আটা এবং ২৫ মণ চাল দরকার, সেখানে চাল গেল না, আটাও গেল না—১০।১৫ মণ গেল, এই অবস্থায় সেখানকার দোকানদার বা সার্কেল অফিসার কি করবে?

তাঁরা বলবেন—সকলকে সমান বিতরণ করেছি, তাতে আপত্তি আছে রুলসের আপত্তি। যেখানে সকলকে এক সের করে দেওয়া—এই হচ্ছে নিয়ম। সেখানে কি তাহলে এই হবে—যে ফার্স্ট কাম্ ফার্স্ট সার্ভ! এই হচ্ছে একটা ব্যাপার।

[6-10—6-20 p.m.]

দ্বিতীয় ব্যাপার হচ্ছে যারা টেস্ট রিলিফের কাজ করে। আজকে অধিকাংশ জায়গায় টেস্ট-রিলিফের কাজ বন্ধ। তারা গ্র্যাচুইটাস রিলিফ পাবে কি না যতদিন টেস্ট রিলিফ বন্ধ থাকবে! আগামী ক মাস ত এসেমব্লী হতে অব্যাহতি পাবেন—তাই খাদ্যমন্ত্রীকে বলি ফেমিন কোডটা নাকচ করে আর একটা নতুন ফেমিন কোড করুন। আমরা যা বুঝতে পারছি—আগামী ক মাসের মধ্যে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে না। সেই জন্য নতুন ফেমিন কোড করে লোকদের সেই রিলিফ দিন যাতে দেশের ভবিষ্যৎ কল্যাণের কাজ হতে পারে। এজন্য আমি বহুবার ব্যক্তিগত-ভাবে খাদ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছি। তারপর যে সমস্ত ওয়ার্কস সরকারের সব ডিপার্টমেন্টের দ্বারা হয় তাতে যে টাকা খরচ হয় পাব্লিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট ও ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট দ্বারা যে সমস্ত কিছু খরচ সরকারকে করতে হয় সেই খরচ কন্ট্রাক্টরদের ভিতর দিয়ে না হয়ে যদি রিলিফের মারফৎ হয় তাহলে বহু লোকের তার দ্বারা অন্নসংস্থান হতে পারে এবং অল্প ব্যয়ে তাদের ধরে বেশী কাজ হতে পারে, এবং তাতে করে জনসাধারণেরও সহযোগিতা আসতে পারে। পাকা রাস্তা করতে হলে তারা রাজী আছে ইট তৈরি করতে। কয়লাটা পাওয়া যায় না। কিন্তু এ কাজে সিভিল ওয়ার্কস থেকে কি কয়লা দেবেন না? আমি মনে করি গভর্নমেন্টের সমস্ত পরিষদ মিলে এই পরামর্শ করেছেন, মাঝখানে আমরা তাই শুনেছিলাম যে ক্যাবিনেটে হাই পাওয়ার কমিটি গঠন করে এই সিদ্ধান্ত করেছেন। পরে জেনেছি তা নয়, মাইনর ইরিগেশনের কিছু কিছু কাজ টেস্ট রিলিফের দ্বারা করা হয়। কিন্তু আমরা মনে করি মেজর ওয়ার্কসও টেস্ট রিলিফে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কোন জায়গায় টেস্ট রিলিফের কাজ চালু হবার পর যে সমস্ত দুঃস্থ লোক টেস্ট রিলিফের কাজে এসে যায়, যখন টেস্ট রিলিফের কাজ না হবে তখন তারা যেন গ্র্যাচুইটাস রিলিফ পায়। যারা সাধারণতঃ টেস্ট রিলিফের কাজে আসে, যাদের একেবারে কিছু নাই, তারাই আসে, তাই যখন টেস্ট রিলিফের কাজ বন্ধ হয়ে যায় তখন তাদের আর কিছু উপায় থাকে না।

শুনলাম গভর্নমেন্ট এবারে খাদ্য আরো কিছু পেয়েছেন। এবারে তাই আমরা বলছি যেখানে যে পরিমাণে প্রয়োজন সেখানে সেই পরিমাণ যেন যায়। এবং এই বাংলার যে কোন জায়গা থেকে অভিযোগ এলে তার যেন প্রতিকার হয়। এবং ডিস্ট্রিক্ট অফিসারদের কাছে থেকে যেন জেনে

নেওয়া হয় প্রতি সপ্তাহে তাঁদের এলেকায় যে খাদ্যের প্রয়োজন তা পেয়েছেন কি না। আমরা জানি ২৪-পরগনা ডিস্ট্রিক্টএর এস ডি ও বলেন তাঁর সাব-ডিভিশনে আটা পাওয়া যায়। কিন্তু ইউনিয়নে যদি যাওয়া যায় তখন সেখানে এই অভিযোগ যে আটা যাচ্ছে না। আটা না যাওয়ায় শুধু ব্যবসায়ী যারা তারাই উল্লসিত। যদি আরো ক সপ্তাহ না যেতে পারে তাহলে তারা আরো উল্লসিত হবে কেন না তারা বেশী দাম পাবে। গভর্নমেন্টের যেটা পলিসি তাঁরা বলেছেন যে আমরা যেটা দেব, তাতে বাজারের প্রাইসের উপর একটা এফেক্ট হবে। হচ্ছে না কেন?—এইটেই হচ্ছে প্রশ্ন। আজকে খাদ্যমন্ত্রী হয়ত স্বীকার করবেন না, আমরা যখন বলেছিলাম খাদ্য কিনে রাখুন, সে সময় তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে খাদ্য পাব আর কল থেকেও নেব, নিলে পর আর দরকার হবে না। তাতেই যদি হত তাহলে আজ এত অন্নাভাব কেন? দ্বিতীয়তঃ তিনি বলেছিলেন—আমরা যদি খোলা বাজারে খাদ্য সংগ্রহ করতে যাই তাহলে দর উঠে যাবে। এখন দরটা কি নেমে রয়েছে? যখন ১৬।১৭ টাকা চালের মণ ছিল সে দরে কিনতে পারতেন, উঠে গেলেও নাহয় ২০।২১ টাকা হত—তার বেশী হত না। আজকের মতন ২৮ টাকা দিয়ে কিনতে হত না। সেই জন্যই আমরা বলেছিলাম—গভর্নমেন্ট ক্রয় করুন। তা তাঁরা করলেন না। আজও বলছেন গভর্নমেন্ট যে নীতি নিয়েছেন সেই নীতি হচ্ছে কারেক্ট। নিন্দা আজকে গভর্নমেন্টকে করে কিছু লাভ নাই। আজকে বিধানসভার এই অধিবেশনের এই সেসনের শেষ দিবস। আগামী ৩।৪ মাসে আরো দুরূহ সমস্যা আসছে। আমি কোন রকম তিরস্কার ও কঠোর সমালোচনা না করে এটুকু তাঁদের কাছে আবেদন—যেটুকু সামর্থ্য আছে, সেটুকুতে যতখানি খাদ্য সংগ্রহ করা সম্ভব করুন। আর যে সমস্ত নানা প্রকারের যে সমস্ত গ্র্যাচুইটাস রিলিফ, লোন প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে—যেন সেটাও করতে থাকেন। এই আমার অনুবেদন।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মাননীয় সভাপাল মহাশয়! আজকে বন্ধুবর বঙ্কিম বাবু বিদায়কালে খুব সংযতভাবে যে সব কথা বলেছেন এবং শুভেচ্ছা সকলকে জানিয়েছেন, আমিও সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আজকে এই যে প্রস্তাব শ্রদ্ধেয় সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উপস্থাপিত করেছেন সেই প্রস্তাবের দুটো অংশ আছে। একটা অংশ হচ্ছে যে, খাদ্যের জন্য কি করা হবে,—সর্ট-টার্ম মেজারস্ আমরা কি গ্রহণ করব, আর একটা হচ্ছে লং-টার্মে আমরা কি কি করব। আমাদের খাদ্যের উৎপাদন বাড়ালে পর খাদ্য সমস্যার যে সমাধান হবে সে সম্বন্ধে দ্বিমত নাই, সকলেই জানেন সে কথা; তবে খাদ্যোৎপাদন বাড়াবার জন্য প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে সেচ ব্যবস্থা আরও বেশী কোরে করা যায় কি না। মাননীয় স্পীকার মহাশয়! আপনি জানেন যে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দু'বছরে আমাদের সেচমন্ত্রী মহাশয় বড় বড় যে সব সেচের ব্যবস্থা করেছেন, তাতে প্রায় ১০ লক্ষ একর জমি সেচের সুবিধা পেয়েছে।

(শ্রীযুক্ত বঙ্কিম মুখার্জি: পান নি, মনে করছেন পেয়েছেন।)

না, পেয়েছে, এইভাবের অন্যান্য সেচের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেমন ছোট ছোট সেচ-ব্যবস্থা—যার উপর বঙ্কিমবাবু জোর দিয়েছেন। আমরা প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে আরম্ভ কোরে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দু'বছরের মধ্যে ২৩ হাজারের কিছু বেশী ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনা করেছি। ২৩ হাজারেরও বেশী—একথা শুনে সকলেই আনন্দ লাভ করবেন। এর দরুন আমাদের কৃষি বিভাগও দাবী করেন যে প্রায় ২॥০ লক্ষ টন খাদ্য উৎপাদন যে বৃদ্ধি হয়েছে, তা এই সব ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনার জন্যই হয়েছে। আমরা এখানে পাম্পিং প্ল্যান্ট কিছু কিছু কৃষি বিভাগ থেকে ব্যবস্থা করেছি। এ পর্যন্ত ২০২টা পাম্পিং প্ল্যান্ট দেওয়া হয়েছে। অবশ্য তার ফল যে খুব বেশী পেয়েছি তা নয়। তাহলেও সামান্য উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে। এদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তা ছাড়া যে-সমস্ত ডিরিলিক্ট ট্যাঙ্ক—পুরান দীঘি, পুষ্করিণী আগে সেগুলো আবার সেচের কাজে লাগান যায় কি না দেখছি।

[6-20—6-30 p.m.]

আমরা প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে আজ পর্যন্ত ২ হাজার ৭০০ ট্যাঙ্ক বিভিন্ন জেলাতে রিনোভেট করেছি। আমাদের টেস্ট রিলিফ থেকে এ বছরও অনেক ট্যাঙ্ক করা হয়েছে।

আমাদের কৃষি বিভাগ মনে করেন যে এর দরুন তাঁরা ফল ভালই পেয়েছেন। টিউবওয়েল সম্পর্কে আমাদের বাংলা থেকে এ পর্যন্ত যে সমস্ত পরীক্ষা হয়েছে তাতে টিউবওয়েল দ্বারা জলসেচের ব্যবস্থা খুব বেশী কার্যকরী হবে কি না অনেকের মনে সে সন্দেহ আছে। তবে এ বছর এক্সপ্লোরেটরী টিউবওয়েল বসান যায় কি না তার পরীক্ষা করবার জন্য আমাদের প্ল্যানিং কমিশন ৯½ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন। আমরা ২৫টা জায়গা এর জন্য বেছেছি এবং দেখবেন এতে সেচের সুব্যবস্থা করা যায় কি না। আমাদের খাদ্য বাড়ানোর জন্য ভালো বীজের ব্যবস্থা করা হয়েছে—ধানের বীজের কথাই বলছি। আমাদের ৩ কোটি বিঘা ধানী জমির জন্য প্রায় ৪০ লক্ষ মণ ধানের বীজের দরকার। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আমরা ১ লক্ষ ২৮ হাজার মণ উন্নত ধরনের ধানের বীজ সরবরাহ করতে পেরেছি। দ্বিতীয় প্ল্যানে আমাদের অনেকগুলি সিড্ ফার্ম করবার ব্যবস্থা হয়েছে এবং ইতিমধ্যে ৯৪টা সিড্ ফার্ম বিভিন্ন জেলায় আমরা আরম্ভ করেছি। আমাদের সারের চাহিদা খুব বেড়ে যাচ্ছে। সার ২ রকমের আছে—রাসায়নিক বা কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার এবং অরগ্যানিক সার। এই দুই রকমের সার ব্যবহার করে আমাদের দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন কিছু বেড়েছে। বিদেশ থেকে সার আনা কেন্দ্রীয় সরকার বন্ধ করে দিয়েছেন বলে এই ক'বছর আমরা কিছু কম পাব। এই সত্ত্বেও আমরা যেখানে ১৯৫৫-৬ সালে ১৬ হাজার ৫০০ টন য়্যামোনিয়াম সালফেট ব্যবহার করেছিলাম সেখানে আমরা ১৯৫৬-৭ সালে ২৮ হাজার ব্যবহার করেছি এবং ১৯৫৭-৮ সালে ৩২ হাজার ৪০০ টন য়্যামোনিয়াম সালফেট ও কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার ব্যবহার করেছি। এই ফার্টিলাইজার মিকচারএ কিছু এ্যামোনিয়াম সালফেট ও কিছু অরগ্যানিক ম্যানিওর আছে। এতে আমাদের ফল খুব ভালই হয়েছে। আমরা ১৯৫৫-৬ সালে ৯ হাজার টন, ১৯৫৬-৭ সালে ১৫ হাজার ৬০০ টন এবং ১৯৫৭-৮ সালে প্রায় ২৬ হাজার টন ফার্টিলাইজার মিক্সচার দিয়েছি। আমি অনেকবার বলেছি যে আমাদের ফসল—ধানের কথা বলছি—৯ লক্ষ টন বেড়ে গেছে। আমরা আজকাল অধিক সংখ্যক জমিতে—ধানজমিতে পাট চাষ করছি। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে আমাদের বাংলাদেশে ১০০এর উপর পাটকল আছে। আগে এই সমস্ত জায়গায় শতকরা ৮০।৯০ ভাগ কাঁচা মাল সরবরাহ হোত পূর্ববঙ্গ থেকে, কিন্তু এখন পাকিস্তান হবার পর আমরা আর তা পাই না। সেজন্য আমাদের এখানে বেশী করে পাট উৎপন্ন করতে হচ্ছে। আগে যেখানে ২ লক্ষ ৬০ হাজার একর জমিতে আমরা পাট চাষ করতাম এখন সেখানে আমরা পাট এবং মেস্তা ১০ লক্ষ একর জমিতে চাষ করছি। অবশ্য এর দ্বারা আমাদের চাষীরা লাভবানও হচ্ছে এবং বহু লোক তাতে কাজ করছে। লং-টার্ম ব্যাপারে একটা কথা বলেই আমি শেষ করব। এখানে বলা হচ্ছে এস্টাব্লিশমেন্ট অব মিডিয়াম-সাইজ্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রি। আমাদের অনেকের বিশ্বাস যে এই ক'বছরে কটেজ ইন্ডাস্ট্রির বেশী উন্নতি হয় নি। আমি ফিগার দেখছিলাম যে ১৯৪৯ সালে পশ্চিমবাংলায় যেখানে ৬ লক্ষ ৩৮ হাজার ৮৫০ জন লোক এই শিল্পে কাজ করত সেখানে ১৯৫৪ সালে যে সার্ভে হয়েছিল তাতে দেখা গেল যে এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯ লক্ষ ৪০ হাজার এবং ১৯৫৭ সালে সেটা আরও বেড়ে হয়েছে ১১ লক্ষ ৫০ হাজার। যেখানে ১৯৪৯ সালে ৬ লক্ষ ৩০ হাজার লোক ছিল সেখানে ১৯৫৭ সালে ১১ লক্ষ ৫০ হাজার হয়েছে। একটা কথা বল্লে মাননীয় সুরেশ ব্যানার্জি মহাশয় বুঝতে পারবেন যে কতখানি উন্নতি হয়েছে। তাঁতের সংখ্যা পার্টিসনের সময় যেখানে ছিল মাত্র ৭৮ হাজার, আজকে সেখানে ১ লক্ষ ২৮ হাজার হয়েছে এবং তাঁতশিল্পে পূর্বে যেখানে ২ লক্ষ ৭০ হাজার লোক কাজ পেতেন এখন সেখানে কাজ পাচ্ছেন ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার লোক। এটা সত্য কথা যে আমাদের বাংলাদেশে জমির অভাব আছে, এবং জমির উপর চাপ বড্ড বেশী। তার উপর আমাদের বাংলাদেশে লোকসংখ্যা বাড়ছে এবং ৩২ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী এখানে এসেছেন। আমি যে অঙ্ক দিলাম তাতে হয়ত সবাই উৎসাহিত হবেন না কিন্তু আমরা যে অনেক কাজ করেছি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মাননীয় সুরেশ ব্যানার্জি মহাশয় শুনে খুশী হবেন যে পার্টিশনের আগে ১৯৪৭ সালে যেখানে তাঁত-বস্ত্র হোত ৬ কোটি গজ, আজকে সেখানে প্রায় ১৭ কোটি গজ বস্ত্র বছরে হচ্ছে। কাজে কাজেই এদিক থেকে আমরা অনেক এগিয়েছি এবং আরো বেশী কাজ যে আমাদের করতে হবে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে কুটিরশিল্পের যাতে আরো বেশী করে উন্নতি হয় তার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে।

এবার আমি সর্ট-টার্মের কথা বলবো। কয়েকদিন আগে ফুড ডিবেটের সময় আমি বিশদ-ভাবে বলেছি। আমি সেদিন বলেছিলাম যে আমরা আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে আরো বেশী করে চাল দেবো—একটা বিবৃতিতে আমি বলেছিলাম যে ১ কোটি ২০ লক্ষ লোককে আমরা মডিফায়েড রেশনিংএ চাল দেয়ার ব্যবস্থা করবো কিন্তু তার পরে দাম অনেক বাড়ছে দেখে আমরা আরো বেশী চাল দেবার ব্যবস্থা করেছি—তাতে করে ১ কোটি ৪৪ লক্ষ লোক মডিফায়েড রেশনিংএ চাল পাবেন, আর ৬ লক্ষ লোক গ্রাচুইটাস ডোলস পাচ্ছেন। মাননীয় বঙ্কিমবাবু বলেছেন যে এর সংখ্যা বাড়াতে হবে, নিশ্চয়ই আমরা বাড়াবো কেন না বর্ষার সময় টেস্ট রিলিফের কাজ একটু একটু করে কমে যাবে। আমরা সমস্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডেপুটি কমিশনারদের বলেছি যে টেস্ট রিলিফের কাজ বন্ধ করা চলবে না—যতক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব হবে টেস্ট রিলিফের কাজ চালানো ততক্ষণ পর্যন্ত যেন চালানো হয় এবং গত সপ্তাহে আমাদের পশ্চিমবাংলায় ৫ লক্ষ লোক টেস্ট রিলিফের কাজ করেছেন। ১ কোটি ৪৪ লক্ষ লোক মডিফায়েড রেশনিং পাবেন, ৬ লক্ষ গ্রাচুইটাস ডোলস পাচ্ছেন, আর ৫ লক্ষ লোক অর্থাৎ ৪ জন ক'রে ধরুন, ২০ লক্ষ লোক সুবিধা পাচ্ছেন টেস্ট রিলিফ কাজের—তাহলে ১ কোটি ৭০ লক্ষ লোককে অল্পমূল্যের খাদ্যশস্য আমরা দিচ্ছি। হয়ত আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে দিতে পারছি না কিন্তু যথাসাধ্য দেবার চেষ্টা করছি। মাননীয় বঙ্কিমবাবু বলেছেন যে এত ত দিচ্ছেন তবুও দাম বাড়ছে কেন? এর অনেক কারণ আছে, তার একটা কারণ সম্বন্ধে অনেকে অবহিত আছেন, আমাকে আর বলে দিতে হবে না —তবুও আমি কতকগুলি লিংক বলছি। বৃষ্টিপাত এ বছর অত্যন্ত কম হয়েছে। জুন মাসে গতবার ডায়মণ্ডহারবারে যেখানে ১২ ইঞ্চির অধিক বৃষ্টি হয়েছিল, এ বছর সেখানে হয়েছে ৬ ইঞ্চি, যেখানে প্রায় ১১ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়েছিল জুলাই-এ, সেখানে এবার হয়েছে ৯ ইঞ্চি। বজবজে জুন মাসে যেখানে ৪ ইঞ্চির একটু বেশী বৃষ্টি হয়েছিল, এ বছর যদিও ৬ ইঞ্চির বেশী হয়েছে কিন্তু গত বছর জুলাই মাসে ১৪ ইঞ্চি হয়েছিল, এ বছর ৬ ইঞ্চি হয়েছে। এই রকম সমস্ত জেলার অংক আমি বলে দিতে পারি যে বৃষ্টি খুব কম হয়েছে। বড় বড় চষী যারা তাদের কাছে কিছু কিছু ধান আছে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমি সেদিন মেদিনীপুরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজি-স্ট্রেটকে টেলিফোন করেছিলাম, তিনি বল্লেন অনেক জায়গায় বৃষ্টি হয়েছে, হয়ত এবার ট্রানস-প্ল্যান্টেশনের কাজ আরম্ভ হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ধানটান কি রকম, তিনি বল্লেন এবার বড় বড় চাষীরা তাদের ঘরের কিছু কিছু ধান ছাড়তে আরম্ভ করেছে; আজকের দিনে ৮ আনা ধানের দাম কমে গেছে।

[6-30—6-40 p.m.]

আমার মনে হয় এই যে দাম এটা আমরা কিছুতেই কমাতে পারছি না। এটা ঠিক যে, আমরা বহু লোককে সস্তায় দিচ্ছি। কলকাতায় দেখুন না কেন, ক্যালকাটা এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ায় ৩৪ লক্ষ লোককে গত সপ্তাহে দিয়েছি। বর্তমানে আমরা আধসের চাল আর আধসের গম বাধ্যত মূলক করেছি টাকা কুলাচ্ছে না বলে। কিন্তু যদি বৃষ্টি ভাল হয়, লোকে যদি মনে করে আগামী বৎসর ভাল আমন ধান পাবে তাহলে তারা ঘরের ধান ছাড়তে আরম্ভ করবে। বঙ্কিম-বাবু বলেছেন, আপনারা সংগ্রহ করুন। কেন্দ্রীয় সরকারের মতে, এবং একথা সর্ববিদিত যে, আমরা ডেফিসিট স্টেট,—কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমরা ৬৭ হাজার টন সংগ্রহ করেছি। এদিকে দেখুন, অন্ধ্রপ্রদেশ সারপ্লাস স্টেট, ৯ লক্ষ টন তাদের সারপ্লাস, তাতে তাঁরা ৩ লক্ষ টনও সংগ্রহ করতে পারেন নি। আমাদের সংগ্রহ মেসিনারী অত্যন্ত ভাল। আমরা গর্ব অনুভব করি যে, আরো বেশী আমরা করতে পারতাম। কিন্তু তা করতে গেলে আমাদের ডেফিসিট স্টেটে চালের দাম যেখানে আজকে ৩০ টাকায় উঠেছে সেখানে ৫০ টাকায় উঠত। এটা আমাদের সকলেরই মনে রাখতে হবে, এবং ফুডগ্রেনস এনকোয়ারী কমিটিও বলেছেন,—যার চেয়ারম্যান ছিলেন শ্রীঅশোক মেহতা মহাশয়,—তাঁরা বলেছেন, পুরাপুরি কন্ট্রোল করা চলবে না, রেশন করা চলবে না। তবু গভর্নমেন্টের হাতে কিছু পরিমাণ শস্য, কিছু পরিমাণ চাল আমাদের রাখা উচিত যাতে ক'রে যখন লোকের ক্রয়শক্তি কমে যাবে অন্ততঃ ন্যায্যমূল্যে তাদের আমরা দিতে পারি। সেই অনুসারে, সর্বভারতীয় যে নীতি—সেই নীতি অনুসারে আমরা মনে করি আমাদের কাজ ভালই হয়েছে। আজকে বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে—আমাকে বলছেন এই বৃষ্টিটা সর্বব্যাপীই

হচ্ছে। এবং এবার এ্যারেবিয়ান সী থেকে মৌসুমী বায়ু ৫।৬ দিনের মধ্যেই আসবে। সুবৃষ্টি হলে এই আষাঢ় মাসের আমন ধান ভাল হবে। নদীয়া জেলা থেকে খবর পেলাম—নদীয়া জেলার বন্ধুরা খবর দিয়েছেন তাঁদের ওখানেও বৃষ্টি মোটামুটি ভালই হয়েছে। আরও বলেছেন তাঁরা, আউসের অবস্থাও ভাল। এবার আমি মাননীয় সদস্যদের যদি বিভিন্ন জেলার এলটমেন্ট বলে দিই তাহলে বোধহয় ভাল হবে—

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

এগ্রিকালচারাল লোন ব্যাপারটা বলুন, এটাকেই তো ফাস্ট প্রাইওরিটি দেবেন—

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

হ্যাঁ, হ্যাঁ এগ্রিকালচারাল লোন অন্যান্য বছরের তুলনায় ঢের বেশী দিয়েছি এবং এমনভাবে দিয়েছি যাতে ক'রে চাষীরা চাষের সময় কাজ করতে পারে—আমরা সময়মতই দিচ্ছি এবং যেখানে যেখানে প্রয়োজন হবে আমরা দেব। এবার আমি বিভিন্ন জেলার জন্য আগস্ট মাসে যা এ্যালট করেছি বলে দিচ্ছি—এটা অনেকে জানতে চেয়েছেন। ক্যালকাটা এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার জন্য আমরা আগস্ট মাসে ৪ লক্ষ ৩২ হাজার মণ দেব—২৪-পরগনা জেলার জন্য এক লক্ষ ৫০ হাজার মণ, নদীয়ার জন্য ১ লক্ষ মণ, মুর্শিদাবাদের জন্য ৭৫ হাজার মণ, পশ্চিম দিনাজপুরের জন্য ৫০ হাজার মণ, মেদিনীপুরের জন্য ৪০ হাজার মণ, জলপাইগুড়ির জন্য ৩৫ হাজার মণ, কুচবিহারের জন্য ৪০ হাজার মণ, পুরুলিয়ার জন্য ৪০ হাজার মণ, বাঁকুড়ার জন্য ২৫ হাজার মণ, বর্ধমানের জন্য ৫০ হাজার মণ, বীরভূমের জন্য ৪৫ হাজার মণ, হুগলীর জন্য ৩৫ হাজার মণ, হাওড়ার জন্য ৩০ হাজার মণ, দার্জিলিংএর জন্য ৪০ হাজার মণ, মালদহের জন্য ৪৫ হাজার মণ। এর অর্ধেক আমরা গম দেব, কারণ আধসের আমরা এখন বাধ্যতামূলক করেছি। গম সম্বন্ধে আমার মাননীয় সদস্যদের বলা উচিত যে, এই যে দশ দিন ডক স্ট্রাইক হয়েছিল—এটা সকলেই জানেন যে আমাদের সীপ টু মাউথ জাহাজ এসে লাগলেই আমরা জাহাজ খালাস করতাম—সেখানে ওয়াগন ভর্তি করে বিভিন্ন জেলায় পাঠাই। এই দশদিন আমাদের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে, কারণ জাহাজ আসতে পারেনি। আমরা আশা করি আগামী সপ্তাহ থেকে আমরা নিয়মিত গমের সরবরাহ দিতে পারব। বঙ্কিমবাবু বলেছেন আরো গ্রাচুইটাস রিলিফ দিতে। আমরা বিভিন্ন জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে এই ব্যাপারে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা করেছি যাতে আরো বেশী লোককে গ্রাচুইটাস রিলিফ দেওয়া যায়। আমার মনে হয় মাননীয় সদস্যদের পক্ষ থেকে যে সমস্ত প্রশ্ন উপস্থিত করা হয়েছে আমি সবকিছুর সদুত্তর দিয়েছি। আমি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

এগ্রিকালচারাল লোন সম্বন্ধে কি করেছেন বলুন—

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এবার এগ্রিকালচারাল লোন সময়মতই দেওয়া হয়েছে—

[Noise.]

Mr. Speaker: It is an important thing, it is not a matter of joke and that necessary directives have been given to the Collectors to bear that matter in mind.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

আরো দেবার ইচ্ছা সরকারের আছে কি না বলুন।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

৪০ লক্ষ টাকা এগ্রিকালচারাল লোন দেওয়া হয়েছে—জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট যেমন যেমন চাচ্ছেন, অতিরিক্ত দাবি করছেন, তাই আমরা দিচ্ছি।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রস্তাবের দুটো দিক আছে যে কথা মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী বলেছেন—একটা হচ্ছে, স্বল্পমেয়াদী, আরেকটা দীর্ঘমেয়াদী। স্বল্পমেয়াদী সম্বন্ধে আলোচনার জবাব মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী দিয়েছেন। দীর্ঘমেয়াদী সম্বন্ধে ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই প্রসঙ্গতঃ একটা কথা এই প্রস্তাবে ঢুকিয়ে দিয়েছেন—সেটা হল 'রিডিস্ট্রিবিউশন অব ল্যান্ড টু দি টিলার্স অব দি সয়েল'। এ সপর্কে আমি সংক্ষেপে দু'একটা কথা বলব—

Mr. Speaker:

হ্যাঁ, সংক্ষেপেই বলুন, ব্রেভিটি ইজ দি সস্ অব লাইফ।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

আমার মনে হয়, এই ব্যাপারটা এত গুরুত্বপূর্ণ যে আনুষঙ্গিকভাবে এই প্রসঙ্গের আলোচনা করলে অবিচার করা হবে। এখানে আমার একটা গল্পের কথা মনে পড়ে গেল—গল্পটা শুনেছিলাম বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মশাইয়ের কাছে। একবার একজন জমিদার হরিণ শিকার করতে গিয়েছিলেন—তার তিন বন্ধুকে অন্ততঃ তিনটা হরিণ উপহার না দিলে চলছে না। শিকারে গিয়ে দেখেন তিনটি হরিণ জড়িয়ে পড়ে রয়েছে, কিন্তু বন্দুকের গুলি একটি—তিনি কি করেন? বন্দুকটা ঘুরিয়ে সাঁই করে মেরে দিলেন, আর হরিণ তিনটাও পালিয়ে গেল। সুতরাং প্রস্তাব যখন একটা তখন তিনটা হরিণ না মেরে আলাদা আলাদা করলেই ভাল হত। আজকে সভার কাজ ৭টায় শেষ হবে। আমার সব কথা বলতে পারব বলে মনে হয় না, তাই আমি পয়েন্টগুলি বলে দেব। প্রথম কথা হচ্ছে, রিডিস্ট্রিবিউশন অব ল্যান্ড সম্বন্ধে এখানে যে কথা বলা হয়েছে, আমি বাজেটের সময় বারে বারে বলবার চেষ্টা করেছি যে, এখন পর্যন্ত আমরা ৬ হাজার একর এ্যাক্‌চুয়াল পজেসন নিয়েছি। এ্যাক্‌চুয়াল পজেসন এবং থিওরেটিক্যাল ভেস্টিংএর মধ্যে তফাৎ আছে। আমাদের এস্টেট এ্যাকুইজিশন এ্যাক্ট যা আছে তার কন্‌ডিশন হল উদ্বৃত্ত জমি সরকারের কাছে ভেস্ট করবে এবং সেই অনুসারে ভেস্ট করেছে, 'ডি জুরে' ভেস্ট করেছে।

[6-40—6-50 p.m.]

কিন্তু তার সঙ্গে আইনের অপ্‌শন চেঞ্জ ইত্যাদি যে-সমস্ত ধারা ছিল সেগুলি বিচার-বিবেচনা করে দেখা গেছে এ্যাক্‌চুয়াল ফিজিক্যাল পজেসন যা আছে আন্ডার সেক্‌শন ১০(২) তা হচ্ছে ৭ হাজার একর। সেই ৭ হাজার একর থেকে একটুও জমি বাড়ে নাই—যেটা হচ্ছে চাষের জমি। আবার টোটাল ভেস্টিংএর হিসেব যদি দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে ৭ লক্ষ একর ফরেস্ট ভেস্ট করেছে থিওরেটিক্যালী, আর আনকাল্টিভেব্‌ল ওয়েস্ট ভেস্ট করেছে ২ লক্ষ ২৫ হাজার একর এবং ওয়াটার সারফেস ভেস্ট করেছে ১ লক্ষ ৮৫ হাজার একর। এই এগরিকালচারাল ল্যান্ড বা চাষের জমি পুনর্বণ্টন করতে পারলে চাষের উন্নতি হবে বলে ঘোষণা করেছি। এই ৭ হাজার একর জমি সেই পর্যন্ত ভেস্ট করেছিল, যা আমি বাজেট স্পীচে বলেছিলাম, সেই ৭ হাজার একর জমির মধ্যে একটুও বাড়ে নাই। তা দেওয়া হয়েছে কাদের? ল্যান্ড রিফর্মস এ্যাক্টের সেক্‌শন ৪৯ অনুসারে যারা পুনর্বণ্টনে জমি পাবার হক্, তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে অস্থায়ীভাবে, স্থায়ীভাবে হয় নাই। ল্যান্ড রিফর্মস এ্যাক্টএর দ্বারা স্থায়ীভাবে হলে স্বত্ব সাব্যস্ত করা যায়। সেটা হয়ে গেলে পার্মানেন্ট রিডিস্ট্রিবিউশন হয়ে যাবে বলে মনে করবেন না। গ্রামের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা সকলে জানেন একর পিছু ১০ টাকা লাইসেন্সের জন্য এ্যাড হক্ ফি দিলে প্রত্যেক বর্গাদারের হাতে জমি থাকবে দু-একর। এই জমি দেওয়ার ব্যাপারে যদি কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যায় ও অবিচার হয়ে থাকে, সে কথা আমার যখন কানে এসেছে, সেখানে আমি সাধ্যমত প্রতিকার করতে চেষ্টা করেছি। রিডিস্ট্রিবিউশন এখনো সেখানে চলছে। ল্যান্ড রিফর্মস এ্যাক্ট যখন আসবে তখন পরিষ্কার হয়ে যাবে সব। ল্যান্ড রিফর্মস এ্যাক্ট অনুসারে পুনর্বণ্টন করে এই কাজ শেষ করা হবে। কিন্তু আমি আজ এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর প্রস্তাবে যেভাবে এই কথাটা উল্লেখ করেছেন, তাঁর সেই কথার উল্লেখ থেকে এই আশঙ্কা হয় আমার মনে, যে তাঁদের মনে যেন এই ধারণা আছে যে

জমির স্বত্ব পুরোপুরি ছোট চাষীকে দিয়ে দিলেই আজকে আমাদের দেশে খাদ্যের অভাব শেষ হয়ে যাবে। আজ এই প্রসঙ্গে আমি এই কথাটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, কোন ফাইনাল সিদ্ধান্ত হিসাবে নয়, গভর্নমেন্টের কোন পলিসি এনাউন্সমেন্ট হিসাবে নয়, সাধারণ মানুষ হিসাবে যা চিন্তা করি, ব্যক্তিগতভাবে আজ সেই কথা আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত করতে চাই। আপনারা এই কথা ভেবে দেখুন যে জমি আজ কারও বা বিশেষ কোন কোন শ্রেণীর হাতে সম্পূর্ণ স্বত্ব দিয়ে তুলে দিলেই চাষের উন্নতি হবে, এই ধারণা ১৭৯৩ সাল থেকে আমাদের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার যাঁরা ব্যবস্থাপক তাঁদের মনে কায়েম হয়ে বসেছিল। যখন লর্ড কর্নওয়ালিস এসে দেখলেন যে তাঁরা প্রজাদের কাছে গিয়ে পেঁৗছাতে পারবেন না, তখন তাঁরা কিছু জমিদারদের জমির পুরা মালিক করে এবং সেই সঙ্গে মোগল আমলে প্রজাদের যে স্বত্ব ছিল, তা এক কলমের খোঁচায় নষ্ট করে দিয়ে, জমিদারদের হাতে জমি তুলে দিয়ে বললেন যে তোমরা সুখে ভোগ দখল করো এবং জমির উন্নতি করো এবং বনজঙ্গল কাটো, চাষের বিস্তার করো। যাঁরা ভূমিরাজস্ব ইতিহাস পড়েছেন তাঁরা এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য যে জমিদাররা কি করেছেন, বা কতটুকু করেছেন, একেবারে কোথাও কিছু করেননি তা নয়। কিন্তু ভূমির যা প্রসার হয়েছে, চাষের যা প্রসার হয়েছে তা প্রধানতঃ জনসংখ্যার চাপে, এবং সেই জনসংখ্যার চাপে যে প্রসার হয়েছে তার ফল ভোগ করেছেন জমিদাররা। কিন্তু তাঁদের তরফ থেকে সচেষ্ট যে একটা চেষ্টা, তার প্রকৃষ্ট পরিচয় আমরা কিছু পাই না। সেই চাকা যখন ঘুরল, তখন ১৮৮৫ সালে বেঙ্গল টেনেন্সী এ্যাক্টে নূতন এক শ্রেণীকে আমরা সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম। বলেছিলাম চাষীর হাতে এবার জমি তুলে দিলাম। তোমরা গাছ কাটতে পারবে, ঘর করতে পারবে, তোমাদের জমি কতকগুলি কনডিশন ছাড়া বিক্রি হবে না, তোমাদের খাজনা অমুক অমুক নিয়ম ছাড়া বৃধি হবে না। পরে সেটাও বন্ধ করে দেওয়া হল, প্রিএম্পশন রাইট তুলে দেওয়া হল। এই সব হয়ে, বাংলাদেশের যারা সত্যিকারের চাষী, সেই চাষীকে আমরা প্রায় পুরা মালিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম। এর ফল কি হয়েছে? ফল হয়েছে চাষীর নাম করে বড় জোতদাররা বেঙ্গল টেনেন্সী এ্যাক্টের আওতায়, তার আড়ালে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, আর চাষের ভার গিয়ে পড়েছে সহায়-হীন, সম্বলহীন বর্গাচাষী, কোর্ফা চাষীদের উপর। তার মানে হচ্ছে এই যে—স্বত্ব দিলেই তার কেবল স্বামিত্ব থাকবে, দায়িত্ব থাকবে না। আজ এই সমস্ত কথা চিন্তা না করে যদি আমরা কেবল স্বত্বের কথা ভাবি তাহলে সেই স্বত্বে, আজকে এখানে ফুড প্রোডাকশনের যে ক্রাইসিস, সেই ক্রাইসিসএ যে কোন রকম উপকার আসবে, এ ধারনা অতীত ইতিহাস, আমাদের কোন রকম মনে আশা জাগায় না। সুতরাং আজ এই কথাটা 'রিডিস্ট্রিবিউশন অব ল্যান্ড টু দি টিলার্স অব দি সয়েল', এই কথাটা ফুডএর সঙ্গে উঠেছে বলেই, আমি আজ এই কথার দিকে মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—আমাদের এই যে ভূমিসংস্কার, সেই ভূমিসংস্কার কতকগুলি ফেটিশনেস নিয়ে চলবে না। কতকগুলি দৃঢ়ীকৃত ধারণা আগে থেকে নিয়ে যদি আমরা অগ্রসর হই, তাহলে যে নূতন সমাজ, যে নূতন আর্থিক বনিয়াদ, যে নূতন আর্থিক সংঘাত, যে নূতন অর্থনৈতিক সংঘর্ষ এবং যে নূতন আদর্শে আমাদের জীবনযাত্রার ধারা, এর সঙ্গে মিলিয়ে যদি আমরা ভূমিসংস্কারের প্রস্তাবকে না দেখি তাহলে ভূমিসংস্কার হয়ত শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমাদের ভূমিসংস্কারের প্রয়োজন কি? প্রয়োজন হচ্ছে যে জমিদারদের অত্যাচারের হাত থেকে চাষীদের রক্ষা করা। অর্থাৎ যে সকল জমিদারগণ পরের পরিশ্রমে ফল ভোগ করে, নিজেরা সুখে আছেন, সামাজিক এই অবিচারের হাত থেকে চাষী-সমাজকে মুক্তি দেওয়া, এই হচ্ছে একটা। এবং দ্বিতীয় হচ্ছে কি? ভূমিসংস্কারের একটা অর্থনৈতিক দিক হল যে, জমি সংস্কার করলে আমাদের দেশের যে অত্যন্ত দারিদ্র, লাঞ্ছিত গ্রাম্যজীবন, সেই দারিদ্র, লাঞ্ছিত গ্রাম্য-জীবনের চেহারা ফিরে গিয়ে সেখানে স্বাচ্ছন্দ্যের ঢেউ দেখা দেবে। এই দুটো দিক। আজ প্রথম দিকে, জমিদারের অবিচারের হাত হতে মুক্তির যে কথা, তা জমিদারী উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে সম্ভব হয়েছে। এখনও যেখানে যেখানে তাঁরা নাম ভাঁড়িয়ে আছেন বা যেখানে যেখানে তাঁরা হয়ত প্রচ্ছন্নভাবে কোন রকম রেশ রেখে গিয়েছেন, সেও উচ্ছেদ হয়ে যাবে—তার জন্য কোন ভাবনা নেই। কিন্তু তার সঙ্গে যে অর্থনৈতিক দিক, এই অর্থনৈতিক দিকের কথা যদি এখন আমরা চিন্তা না করি, অর্থাৎ সোজা কথা হ'ল আমাদের দেশের ডেভেলপমেন্ট প্রগ্রামের একটা আইটেম স্বরূপ যদি এই ভূমিসংস্কারের কথা আমরা না ভাবি, তাহলে কতকগুলো প্রিকনসিভেবল আইডিয়া নিয়ে আমাদের ভূমিসংস্কার কখনও সফল হতে পারে না, দেশের খাদ্যাভাব মিটতে পারে না,

দেশের গ্রাম্যাঞ্চলে উন্নতি হতে পারে না এবং কৃষকদের অবস্থার উন্নতিও হতে পারে না। আজকে একথা সত্য যে যেমন চাষীদের স্বত্ব দিতে হবে তেমনি তাদের কাজের দায়িত্বও তাদের উপলব্ধি করতে হবে। কাজেই, যেমন খুসী মহাজনের কাছে, অ-কৃষকের কাছে যদি তাঁরা তাঁদের জমি বেচে দেন, তাহলে আবার হয়ত একদিন প্রয়োজন হতে পারে জমিদারী উচ্ছেদের। যাঁরা কৃষক নন তাঁদের হাতে জমি চলে যাবে, এবং তা যদি চলে যায়, তাহলে তাঁরা নিজের হাতে চাষ করতে আসবেন না, আবার বর্গা দিয়ে চাষ করাতে হবে। কাজেই জমি নিয়ে এই যে ক্যাপিটালিস্ট প্রিন্সিপল্-এ যাকে খুসী বিক্রি করা চলে, অর্থাৎ আইডিয়া অব প্রাইভেট প্রপার্টি, অর্থাৎ আমি যেমন খুসী করবো আমার প্রাইভেট প্রপার্টিকে নিয়ে, এই প্রাইভেট প্রপার্টির উপর হস্তক্ষেপ করবার কারও অধিকার নেই—এই যে আইডিয়া, এটা ইকনমিক ফ্যাক্টরের সম্বন্ধে চলে। কিন্তু অন্য কোন ফ্যাক্টরের সম্বন্ধে জমির যেটা সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর, সোস্যাল ফ্যাক্টর, সেই সোস্যাল ফ্যাক্টর সম্বন্ধে সে কথা চলে বলে আমরা অন্ততঃ অনেকে বিশ্বাস করি না। আজকে জগতের যে ইতিহাস, অন্যান্য দেশের যা ধারা, সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে তাঁরাও সে কথায় বিশ্বাস করেন না। জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা রাখার কিছু প্রয়োজন আছে। স্ট্যালিন তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থে গ্রাম্যজীবনের ইকনমিক কনসেকোয়েন্সেস অব সোস্যালিজম নিয়ে যে বই লেখেন সেখানে তিনি পর্যন্ত বলে গিয়েছেন যে অন্য জায়গায় যেখানে প্রাইভেট ক্যাপিটাল অর প্রাইভেট ওনারশীপ আছে, তা থাকা উচিত নয়। আজকে জমির ক্ষেত্রে ভূমির ক্ষেত্রে প্রাইভেট ওনারশীপ না থাকলেও গ্রুপ ওনারশীপ থাকবে। স্টেট ওনারশীপের দিকে ঝোঁক দেওয়া ততটা প্রয়োজন বা উচিত নয়। এ কথা স্বয়ং স্ট্যালিন বলে গিয়েছেন। চায়নায় কি হয়েছে? চায়নায়, সেখানে ভূমিসংস্কার হয়েছে, ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ হয় নি। কিন্তু তার সংগে কি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে? নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রথমে মিউচুয়ালী, তারপরে জুনিয়ার কো-অপারেটিভ, তারপরে সিনিয়ার কো-অপারেটিভ এবং তার সংগে কিছু কিছু স্টেট ফার্মিং, অর্থাৎ সেখানে ব্যক্তিগত মালিকানার পুরো উচ্ছেদ হয়েছে। তাহলে মোদ্দা কথাটা দাঁড়াল এই যে, জমি নিয়ে আমি যা খুসী, ছিনিমিনি খেলব, যজি নিয়ে হয়ত আমি একজন অবাংগালী মহাজনের কাছে বন্ধক রেখে বিক্রি করে দেব এবং তারপর তিনি তার মালিক হয়ে বর্গাদার, চাষীদের দিয়ে চাষ করাবেন।

[6-50—7-6 p.m.]

আর আজকে যদি আইনের ধারায় পুরো মালিকানার নাম করে এই সম্পূর্ণ ইতিহাস বিরোধী বৈজ্ঞানিক তথ্য বিরোধী ধারা যদি চলতে থাকে তাহলে যে কারণে আজ ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি মহাশয় এই প্রস্তাবের যে কথাটা উল্লেখ করেছেন সেই উদ্দেশ্য হয়ত সম্পূর্ণ ব্যাহত হয়ে যাবে। আজ সেকারণে আমাদের সে সব কথা ভাবতে হবে। আমাদের ভাবতে হবে এই কথা আমরা যতকিছু ইন্ডাস্ট্রী ইন্ডাস্ট্রী বলি, যতই কুটিরশিল্পের কথা বলি সেই কুটিরশিল্প যতই কিছু বাড়ুক ইন্ডাস্ট্রী যতই কিছু বাড়ুক, আমাদের ডেভেলপমেন্ট যদি দ্রুত গতিতে করতে হয়, আমাদের দেশ যদি বাড়াতে হয়, অর্থাৎ এককথায় আমাদের সোর্সেস যদি একুমুলেশন করতে হয়, সেই একুমুলেশনএর সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র হচ্ছে কৃষি এবং কৃষিতে যদি প্রাইমারী 'একুমুলেশন না হয়, এবং সেটা যদি রিইনভেস্টেড প্ল্যানে না হয়, তাহলে আমরা যে দ্রুত গতিতে এবং শুধু দ্রুত গতিতে নয় আগের চেয়ে যে দ্রুত গতিতে উন্নতির চেষ্টা করবো সেই উন্নতির চেষ্টা ব্যাহত হতে বাধ্য। সে ক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে কৃষিতে যদি আমরা এই একুমুলেশন করতে পারি, যদি তাদের অবস্থার উন্নতি করতে পারি, যদি গ্রাম্যজীবনে আর্থিক সঞ্চয় অনেক বেশী সম্ভব হতে পারে তাহলে আমরা সমস্ত দেশের কি গ্রাম কি সহর কি কৃষি কি অকৃষক কি শিল্পের মজুর বা অন্যান্য শ্রেণীর মানুষ এদের উন্নতির জন্য যে প্ল্যান করবো তার মূল ভিত্তি তার মৌলিক বনিয়াদ রচনা করতে গেলে, আমাদের কৃষি জীবন ও গ্রাম্য জীবনের ক্ষেত্রে প্রাইমারী একুমুলেশনের আকার এবং গতি এই দুয়ের বৃদ্ধি পাওয়া দরকার। তা করতে গেলে আজকে সেচের ব্যবহার প্রয়োজন, আজকে ডবল ক্রপিং করতে হবে, আজকে শুধু ডাবল ক্রপিং নয় আজকে ক্রপ প্যাটার্ন তৈরি করতে হবে, নতুন করে যাতে এই এলেকার [illegible]। যদি দেখা যায় যে এই চাষ সবচেয়ে ভাল তাহলে সেখানে হয়ত আউস ধানের বদলে পাট করতে হবে, আমন ধানের বদলে রবিশস্য করতে হবে। ক'রে দেশে যা প্রয়োজন তার

একটা সাইন্টিফিক এরেঞ্জমেন্ট করে তার ম্যাক্সিমাম বেনিফিট আউট অব ল্যান্ড আদায় করার জন্য আজকে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। এটা করায় যদি আমরা ব্যক্তিগত মালিকানা নিয়ে চাষের ক্ষেত্রে চলি কখনও সফল হব না। অবশ্য যদি আমাদের দেশ সেরকম হত যেমন ইংল্যান্ড—আমি গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ওয়ার টাইমে যারা কৃষক তাদেরকে বলে দেওয়া হত যে তোমরা কি চাষ করবে এবং কতখানি বাড়াতে হবে। একটা মোটামুটি অ্যান্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল উইথ দি ফার্মার্স' এসোসিয়েশন। বিলাতে সকলে সজ্ঞানে চেষ্টা করে, আমাদের দেশে বহু দলাদলি বহু জনতা বহু কুসংস্কার এবং বহু রিডিস্ট্রিবিউশন যার ফলে সে জিনিস সম্ভব হয় না। বিলাতে আমি শুনেছিলাম যখন গভর্নমেন্ট ও এসোসিয়েশনের মধ্যে একটা এগ্রিমেন্ট হয়ে যেতো সেটা সকলেই পালন করতো। ইংলন্ডে ৪।৫টা মামলা মোকদ্দমা হয়েছিল এর বেশী প্রয়োজন হয় নি। আজ আমাদের দেশে সেই রকম সজ্ঞান সচেতন চেষ্টা এবং নিজেদের স্বেচ্ছায় সেই চেষ্টা সম্ভব হবে কি না জানি না, আর ইংলন্ডের মত ধীরে ধীরে এগুবার ধৈর্য আমাদের থাকবে কি না তাও আমরা জানি না, কাজেই যদি আমাদের দ্রুত গতিতে এগুতে হয়, আমাদের মহান প্রতিবেশী চীন, আমাদের এই যে ওরিয়েন্টাল কান্ট্রিজ—এই যে সমস্ত দেশ এই সমস্ত দেশ যা যা আমরা ধারণা করছি আমাদের দেশে যে সমস্ত ধারা আমরা দেখছি তাই দেখে অন্ততঃ আমার মনে এই বিশ্বাস হয়েছে যে, ব্যক্তিগত মালিকানার যে ধারা নিয়ে আমরা অনেক সময় এখন পর্যন্ত কথা বলে থাকি দ্যাট ইজ টোটালী আউটমোডেড। এবং তার সংগে এখন পর্যন্ত উন্নতির যোগাযোগ ঘটিয়ে দেওয়া কোনকালে সম্ভব হবে না। আজ সেই সব কথা যদি না ভেবে আমরা কেবলমাত্র রাডিস্ট্রিবিউশনের কথা বলি, আমরা যদি সেই সংগে রুর‍্যাল ক্যাপিটালএর কথা না বলি, আজ আপনারা জানেন রুর‍্যাল ক্রেডিট সার্ভে রিপোর্টএ কি বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে গভর্নমেন্ট কো-অপারেটিভ মাত্র সিক্স পার্সেন্ট ক্যাপিটাল সাপ্লাই করে। চাষ কি বিনা পয়সায় হয়, এমোনিয়াম সালফেট কি বিনা পয়সায় আসে, ইরিগেশন কি বিনা পয়সায় হয়? এই সমস্ত জিনিস যদি করতে হয় তাহলে আজকে এই নাইনটিফোর পার্সেন্ট অব দি ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্টস আমরা কোথা থেকে সংগ্রহ করবো তার ব্যবস্থাও আমাদের সংগে সংগে করতে হবে। আজকে বরং যে রুর‍্যাল ক্যাপিটাল ছিল, যে অত্যাচারমূলক ক্যাপিটাল ছিল, মহাজনদের ক্যাপিটাল ছিল, যার ফলে চাষীকে টাকা পেলেও তাকে উৎখাত হতে হত। আজ আমরা আমাদের সমাজব্যবস্থা বদলে সেই ক্যাপিটাল ভেঙ্গে দিয়েছি। তার বদলে আমাদের অন্য ক্যাপিটাল দিতে হবে, স্টেট থেকে ক্যাপিটাল দিতে হবে, আমাদের অন্যান্য সোর্স ডেভেলপ করতে হবে। কো-অপারেটিভ ক্যাপিটালএর যোগাড়ও করতে হবে। ক্যাপিটালএর যে নখদন্তপ্রখর চেহারা আছে সেই নখদন্তপ্রখর চেহারা বদলে তার অন্য চেহারা আনতে হবে। ক্যাপিটাল দরকার। সুতরাং সেই ক্যাপিটাল যদি আমরা না দিই, শুধু কি মালিকানা দিলেই আজকে ভূমিসমস্যা ও খাদ্যসমস্যা সমাধান হয়ে যাবে? ক্যাপিটালএর কথা ভাবতে হবে। পূর্বে ক্রপ প্রডাকশন প্যাটার্নএর কথা বলেছি তার কথা ভাবতে হবে। আর সেই সংগে ভাবতে হবে কৃষি জীবনে নয়, গ্রাম্য জীবনে আরও যে সব প্রয়োজনের কথা আছে, সে সম্বন্ধেও ভাবতে হবে। আজ সে সম্বন্ধে আমার অনেক বক্তব্য ছিল কিন্তু ঘড়ির কাঁটা ৭টার দিকে এগিয়ে আসছে। আর তার উপর সেই সংগে ভাবতে হবে কৃষি জীবনে নয়, কর্মজীবনে আরও যে সমস্ত প্রয়োজনের কথা আছে সেই সমস্ত কথা ভাবতে হবে। আজ সেই সম্বন্ধে আমার বক্তব্য ছিল, কিন্তু ঘড়ির কাঁটা ৭টার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি অবশ্য কাউকে হিট করছি না, 'ব্রেভিটি ইজ দি সোল অব উইট' সিরিয়াসলীই বলছি। আজকে সেই সব বক্তব্য উহ্য রয়ে গেল। আশা করবো আগামী সেসনে যদি সম্ভব হয় অন্ততঃ আমার মনে আছে ভূমি সমস্যা সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত আলোচনা হবে। হয়ত অনেক কথাই আলোচিত হবে কেবল পরিষ্কার হওয়া দরকার—এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে গভর্নমেন্ট পুরাপুরি গ্রহণ করার আগে আজ যেমন আমার ব্যক্তিগত মতামত দিলাম যা ক্যাবিনেটের মতামত নয়, এসব কথা ক্যাবিনেটে আলোচিত হয় নি—হবে, সেই সব কথা যা আই এ্যাম থিঙ্কিং সেই রকমভাবে আলোচনা হলে ভাল হয়। কেবল মাত্র কয়েকটি কথা বললাম, এই প্রস্তাব যেভাবে এসেছে তাতে আমার মনে হয় এটার বিরোধিতা করা উচিত। ওটার সংগে এটার খাপ খায় না, এটা একটা আলাদা সুচিন্তিত প্রস্তাব হয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ ভূমিসমস্যা এবং তার সংগে যুক্ত হয়ে যে ডেভেলপমেন্ট সমস্যা অগ্রগতির সমস্যা এই বিরাট পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের একটি সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারিত হওয়া উচিত।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

স্যার, সময় বেশী নাই, আমি দুই-একটি মাত্র কথা বলবো। উনি বলেছেন 'ল্যান্ড টু দি টিলার' এই যে কথাটি আমরা বলেছি এটা আমরা প্রিকন্সিভড্ নোশন থেকে বলেছি। বেসড্ অন ফ্যাক্টস এ্যান্ড ফিগার্স নয়। এই সম্পর্কে আমি বিমলবাবুকে ভাবতে অনুরোধ করি। প্রিকন্সিভড্ কেন হয়েছে।

It is, of course, pre-conceived but based on facts and figures.

এটা হল কেন? আমরা চারদিকে কি দেখি? আমরা যদি মুচিদের দিকে তাকাই—কবলার্স আমাদের ইউনিয়ন ছিল পার্ক সার্কাসে—তাদের দেখতাম বাটা কোম্পানীতে ৮ ঘণ্টা কাজ করলেই তারা বিরক্তবোধ করত। কিন্তু নিজেরা ১৪ ঘণ্টা দিনে কাজ করতো। প্রাণপণে কাজ করত। দোকানে কি দেখি? সপ এ্যাসিস্ট্যান্টরা ৮ ঘণ্টা কাজ করতে চায় না—কিন্তু যেখানে নিজেরা দোকানের মালিক সেখানে সকাল থেকে আরম্ভ করে রাত ১০টা পর্যন্ত কাজ করে। ওনারশীপ যদি থাকে তাহলে যতটা ইন্টারেস্ট নিয়ে কাজ করবে, যতটা ডিভোশন নিয়ে কাজ করবে, কিছুতেই পরের জমিতে ততটা ইন্টারেস্ট—ডিভোশন হতে পারে না। বিমলবাবু একটি কথা যদি বলতেন তবে খুসী হতাম। দুরকম জমির ব্যবস্থা আছে। এখন একদল লোক জমির মালিক নিজেরা চাষ করে না, জমি এ্যাকচুয়ালি ফরটি পার্সেন্ট তারা অকুপাই করে। আর একদল লোক তারা নিজেরা জমির মালিক এবং নিজেরা চাষ করে, তারা হচ্ছে এ্যানাদার ফরটি পার্সেন্ট। আর যারা ভাগচাষী টুয়েন্টি পার্সেন্ট জমি আছে তাদের। আপনি যদি দেখিয়ে দিতে পারতেন তারা জমির মালিক কিন্তু জমি নিজেরা চাষ করে না তাদের এই ফরটি পার্সেন্ট জমিতে কত উৎপাদন হয়? আপনার থিসিস জাস্টিফাই করার জন্য যদি দেখাতে পারতেন এই যারা জমির মালিক ফরটি পার্সেন্ট যারা নিজেরা চাষ করে না তাদের প্রডাকশন কত আর যারা ফরটি পার্সেন্ট নিজেরা জমির মালিক এবং নিজেরা জমি চাষ করে তাদেরই বা কত প্রডাকশন হয়। এ যদি আপনি নেক্সট এসেমব্লী মিটিংএ ফিগার দিতে পারেন তাহলে আমরা কনভিন্সড হবো। আমাদের অভিজ্ঞতা যা এ্যাকচুয়াল ফ্যাক্টস এ্যান্ড ফিগার নাই—আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা যা আমার নিজের জিনিসটার জন্য নিজের জমিতে যত দরদ দিয়ে কাজ করবো বা দীর্ঘ সময় কাজ করবো কিছুতেই অন্যের জমিতে বা কারখানায় বা অন্যের মেশিনে সেভাবে করবো না। তবুও যদি আপনি ফ্যাক্টস এ্যান্ড ফিগারস দিতে পারতেন তাহলে খুশি হতাম। আশা করি নেক্সট এসেমব্লী মিটিংয়ে আপনি এ্যাকচুয়াল ফ্যাক্টস এ্যান্ড ফিগারস দিবেন।

আর প্রফুল্লবাবুকে আমি একটি কথা বলতে চাই। তিনি বলেছেন, অনেককিছু করেছেন। তবে একটি কথা প্রফুল্লবাবুকে মনে রাখতে বলি 'দি টেস্ট অব দি পুডিং ইজ ইন দি ইটিং। বৃক্ষ, তোমার নাম কি? ফলেন পরিচীয়তে। লাস্ট ইয়ারে আপনি বলেছেন—আমরা ভাল কাজ করেছি, লং-টার্ম মেজার্সএর সবদিক দিয়ে ভাল কাজ করেছি। ভাল কাজের ফলটা তো ভাল হওয়া দরকার। লাস্ট ইয়ারে আপনার ডেফিসিট ছিল ফোর লাক্ টন্স, আপনার কথা থেকেই এবার আমাদের ডেফিসিট সেভেন লাক্ টন্স, অথচ রিফিউজি এবার সে পরিমাণে আসে নাই। এই যে ডেফিসিট এত হল কেন? হোয়াট ইজ দি অবজেক্ট অব এ স্কীম? আকাশের দিকে যদি তাকিয়ে থাকতে হয়, নেচারএর উপর যদি নির্ভর করতে হয়, তাহলে আর স্কীম করার দরকার কি? স্কীম করার অবজেক্টই হচ্ছে নিজেদের উপর নির্ভর করতে পারবো। তা কি নির্ভর করতে পারছি? ভাল বৃষ্টি হলে ভাল প্রডাকশন হবে, খারাপ বৃষ্টি হলে খারাপ প্রডাকশন হবে, তো স্কীম করার কি দরকার হল, মেজার্স নিয়ে কি হল? সুতরাং আপনার কথা শুনেও আমি কনভিন্সড হতে পারিনি। আর বিমলবাবুকে তো আগেই বলেছি। একথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

The motion of Dr. Suresh Chandra Banerjee that this Assembly is of opinion that with a view to remove the chronic famine-like condition in this State due to shortage of foodgrain production the Government should adopt the following short and long-term measures, viz., long-term measures:—

(1) Redistribution of land among actual tillers of the soil.

(2) Improve irrigation facilities in the State by (a) sinking large number of tube-wells, (b) digging ordinary wells, (c) supply of diesel Pumps, (d) excavation of new tanks and reclamation of old ones.

(3) Supply of good seeds and suitable manures in proper time.

(4) Establishment of Government-controlled agricultural banks at least one per union to ensure timely supply of sufficient amount of agricultural and cattle purchase loan to the agriculturists.

(5) Establishment of medium-sized and cottage industries throughout the State to remove unemployment and thereby increase the purchasing capacity of the people.

Short-term measures:—

(1) By regular supply of wheat and cheap edible rice (7 annas a seer) through Modified Ration Shops.

(2) By distribution of gratuitous relief not only to idiots, blind, cripples, infirm and old but also to those who though not fully infirm are unfit to work and also to helpless widows who have been made unemployed due to introduction of paddy-husking machines and when there is no test relief work to those who were employed in such work. Gratuitous relief should also be given to persons exceeding three in a family dependent on test relief work but in which the number of persons engaged in test relief work is only one.

(3) By not keeping test relief work confined to mere construction of roads but by extending it to such works as small irrigation projects, repair of old and construction of new embankments, excavation of new and reclamation of old tanks, works in connection with "Build your own house scheme", construction of schools and hospitals. Test Relief work should be continued throughout the week and the daily wage for test relief work should be $2\frac{1}{2}$ seers of wheat and 4 annas in cash.

was then put and a division taken with the following result:—

NOES—119.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Doloi, Sj. Harendra Nath
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Golam Soleman, Janab
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra

Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mardi, Sj. Hakal
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-ul-Huque, Janab Md.

AYES—46.

Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. Sasabindu
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Sunil
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Renupada
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Naskar, Sj. Gangadhar
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi

The Ayes being 46 and the Noes 119, the motion was lost.

Adjournment

The House was then adjourned *sine die* at 7-6 p.m.

Note.—The Assembly was prorogued with effect from the 5th August, 1958, by notification No. 2319A.R., dated the 5th August, 1958, and published in the *Calcutta Gazette, Extraordinary*, dated the 5th August, 1958.

Index to the
West Bengal Legislative Assembly Proceedings
(Official Report)
Vol. XX—No. 4—Twentieth Session (June-August), 1958

(The 18th, 19th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 30th and 31st July and 1st and 4th August, 1958)

[(Q.) Stands for question.]

Abdus Sattar, the Hon'ble

Grievances of Tea Garden Labour Union against Plantation Labour Rules: (Q.) p. 175.

Implementation of the decisions of Wage Board for Working Journalists. (Q.) p. 87.

Implementation of certain provisions of Working Journalists (conditions of service) Miscellaneous Provisions Act, 1955: (Q.) p. 389

Jute Mills closed down in 1957 (Q.) pp. 142-143.

Labour dispute in Bengal Electric Works Ltd., Jadavpur: (Q.) p. 90.

Labour Welfare Centres: (Q.) p. 91.

Non-official Resolutions: pp. 31-34.

Setting up of Wage Boards in West Bengal: (Q.) p. 85.

Wages fixed by Government for Biri Workers: (Q.) p. 95.

Adjournment motions: pp. 39, 478-479, 587.

Amalgamation of a portion of Ward No. IV of the Jaynagar-Majilpur Municipality with the Jaynagar police-station: (Q.) p. 546.

Amount of loan of private owners of tanks of piscioulture: (Q.) p. 139.

Application of the West Bengal Service Rules on the staff of the Revisional Settlement Operations: (Q.) p. 550.

Appointment of Food Committee: pp. 44-46.

Apprehended retrenchment of employees of D.V.C.: (Q.) p. 540.

Arrests in conection with the movement for replacement of Outram's statue by that of Netji: (Q.) pp. 536-538.

Banerjee, Sj. Subodh

Amalgamation of a portion of Ward No. IV of the Jaynagar-Majilpur Municipality with the Jaynagar police-station: (Q.) p. 546.

Discussion on food situation in West Bengal: pp. 359-61.

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958: pp. 60-61, 114-116, 246-250, 471-472, 483, 486, 499-500, 515-516.

Banerjee, Dr. Suresh Chandra

The Bengal (Rural) Primary Education (Amendment) Bill, 1958: pp. 43-44.

Non-official Resolutions: pp. 15-19, 606-611, 628-630.

Number of Tahasildars and their allowances: (Q.) p. 546.

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958: pp. 69-71.

Barman, the Hon'ble Syamaprasad

Limit up to which licit country spirit can be kept at a time by a person: (Q.) p. 135.

Basu, Sj. Amarendra Nath

Discussion on food situation in West Bengal: pp. 374-75.

Basu, Sj. Chitto

Arrests in connection with the movement for replacement of Outram's statue by that of Netaji: (Q.) p. 536.

Non-official Resolutions: pp. 298-300, 614-615.

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958: pp. 159-160, 255-256.

Basu, Sj. Gopal

Adjournment Motion: p. 587.

Jute mills closed down in 1957: (Q.) pp. 142, 398-399.

Labour Welfare Centres: (Q.) p. 91.

Number of accidents on bus route No. 85: (Q.) p. 402.

Basu, Sj. Hemanta Kumar

Clock on the General Post Office in Dalhousie Square: p. 560.

Discussion on food situation in West Bengal: pp. 355-357.

Grievances of hawkers: p. 460.

Non-official Resolutions: pp. 22-25.

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958. pp. 561-562.

Basu, Sj. Jyoti

Appointment of Food Committee: p. 45.

Adjournment motion: p. 478.

Discussion on food situation in West Bengal: pp. 351-355.

Electoral roll of the Bhowanipur Constituency: pp. 98-101.

Electoral roll for the South Calcutta Constituency: p. 150.

Non-official Day: p. 477.

Second Five-Year Plan: pp. 312-320.

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958: pp. 198. 505-506.

The Bengal (Rural) Primary Education (Amendment) Bill, 1958: pp. 42-44.

Bhaduri, Sj. Panchugopal

Non-official Resolutions: pp. 30-31.

Bhattacharyya, Dr. Kanailal

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958: pp. 112-114, 215, 230, 488, 500-501, 513, 461, 469-470, 474, 567-568.

Bhattacharjee, Sj. Panchanan

Non-official Resolutions: pp. 26-28, 295-298, 615-618.

Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna

Amount of loan to private owners of tanks for pisciculture: (Q.) p. 139.

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958: pp. 168-169, 470-471, 580-581,

Bhattacharyya, Sj. Syamadas

Non-official Resolutions: pp. 13-15.

Bills

The Bengal (Rural) Primary Education (Amendment) Bill, 1958: pp. 42-44.

The Presidency Small Cause Courts (West Bengal Amendment) Bill, 1958: pp. 46-59.

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958: pp. 60-74, 103-128, 152-173, 198-235, 245-273, 410-460, 481-531, 560-585.

Boat accident near Mondirtala, Sagar police-station, on 21st July, 1957: (Q.) p. 403.

Bose, Sj. Jagat

Increase in the number of buses on route Nos 35 and 35A: (Q) pp. 184-186.

Bus permit: pp. 587-588.

Bus service between Ghola and Madhyamgram of 24-Parganas: (Q.) p. 192.

Camping ground in Burdwan Town: (Q.) p. 559.

The Calcutta Municipal (Amendment) Bill, 1958: pp. 35-38.

Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra

Bus Permit pp 587-588.

Deployment of police force to deal with Bank strike: (Q.) p. 405.

Discussion on food situation in West Bengal. pp. 373-74.

Implementation of certain provisions of Working Journalists (conditions of Service) Miscellaneous Provisions Act, 1955: (Q.) pp. 388-389.

Re-missing of letter from the Railway Board regarding contribution to the State Government· p. 243.

Non-official Resolutions: pp. 1-8, 603-604.

On a point of information for discussion on the food situation: p. 101.

Retrenchment of workers at Panchet and hunger strike in Berhampore Jail: p. 197.

Second Five-Year Plan: pp. 324-327.

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958: p. 492.

Chatterjee, Sj. Mihir Lal

Discussion on food situation in West Bengal: pp. 371-372.

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958. pp. 156-158, 261-262, 569-570.

Chattoraj, Dr. Radhanath

Food position in Birbhum district: (Q.) p. 394.

Non-availability of water in the Mayurakshi Canal Area: p. 197.

Chaudhuri, Sj. Tarapada

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958: pp. 120-123.

Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath

The Bengal (Rural) Primary Education (Amendment) Bill, 1958: pp. 43-44.

Chinakuri explosion: p. 245.

Chobey, Sj. Narayan

Extension of Calcutta Hackney Carriage Act, 1919, to Kharagpur Town: (Q.) p. 193.

Limit up to which licit Country Spirit can be kept at a time by a person: (Q.) p. 135.

Wages fixed by Government for Biri Workers: (Q.) p. 94.

Chowdhury, Sj. Benoy Krishna

Apprehended retrenchment of employees of Damodar Valley Corporation: (Q.) p. 540.

Camping ground in Burdwan Town: (Q.) p. 559.

Scarcity of drinking water at Purulia Town: (Q.) p. 398.

Supply of irrigation water from Maithon Reservoir, Damodar Volley Corporation: (Q.) p. 554.

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958: pp. 164-165, 216, 218, 251-253, 411, 461-463, 474-475, 570-571.

Clock on the General Post Office in Dalhousie Square: p. 560.

Complaint against Bhag Chas Officer, Mathurapur, 24-Parganas: (Q.) p. 544.

Committee on petitions: p. 1.

Co-operative Homes Limited, Patipukur: (Q.) p. 97.

Das, Sj. Ananga Mohan

Proposed N. E. S. Block in Pingla police-station: (Q.) p. 556.

Das, Sj. Natendra Nath

Number of intermediaries in Midnapore district: (Q.) p. 559.

Das, Sj. Sisir Kumar

Non-official Resolutions: pp. 19-20.

Second Five-Year Plan: pp. 320-322.

Das, Sj. Sunil

Non-official Resolution: p. 602.

Placing of order for supply of boots for police personnel: (Q.) p. 400.

Second Five-Year Plan: pp. 332-335.

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958: pp. 161-163, 232-235, 514, 529, 578-580.

Delay in sending F. I. R. to trying Magistrates by Kulti and Hirapur police-stations: (Q.) p. 400.

Deployment of police force to deal with Bank strike: (Q.) p. 405.

Deployment of police during Bank strike: (Q.) pp. 399-400.

Dey Sj. Tarapada

Stoppage of sending of *atta* to the interior of Howrah from the mills in Calcutta: p. 409.

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958: pp. 170-171.

Dhar, Sj. Dhirendra Nath

The Calcutta Municipal (Amendment) Bill, 1958: pp. 35-36.

Dhibar, Sj. Pramatha Nath

Chinakuri explosion: p. 245.

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958: pp. 169-170, 235, 245-246, 462, 485-486, 499.

D. I. Fund, Darjeeling: (Q.) p. 556.

Discussion on food situation in West Bengal: pp. 345-384.

Disposal of questions: p. 533.

INDEX.

Divisions: pp. 37-38, 310-311.

Fazlur Rahman, Shri S. M.

Discussion on food situation in West Bengal: pp. 357.

Fixing of time-limit for Resolutions: p 58[illegible].

Food Committee Report: pp. 605-606.

Food position in Birbhum district: (Q.) p. 394.

Food situation in West Bengal—discussion on: pp. 345-384.

Further Supplementaries to starred question *103: p. 81.

Further Supplementaries to starred question *108: pp. 129-135.

Electoral roll of the Bhowanipur Constituency: pp. 98-102.

Electoral roll for the South Calcutta Constituency: pp. 147-149.

Electrification of Garbeta Town: (Q.) p. 555.

Enhancement of bus fares on Kanchrapara-Haringhata route: (Q.) pp. 186-189.

Enhancement of pension and grant of other facilities to political sufferers: (Q.) pp. 75-81.

Enquiry about the statement by Sj. Jyoti Basu: regarding electoral roll of the Bhowanipur Constituency: p. 111.

Extension of Calcutta Hackney Carriage Act, 1919, to Kharagpur Town: (Q.) p. 193.

Ganguli, Sj. Amal Kumar

Adjournment motion: p. 39.

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958: pp. 118-120.

Ghosal, Sj. Hemanta Kumar

Land acquisition for the proposed railway line between Barasat and Basirhat: (Q.) p. 552.

Non-official Resolution: pp. 611-614.

Saline Water in Hasnabad and Sandeshkhali: p. 244.

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958: pp. 260-261, 577.

Ghosh, Dr. Prafulla Chandra

Discussion on food situation in West Bengal: pp. 345-350.

Ghosh, Sj. Ganesh

Food Committee Report: pp. 605-606.

Implementation of the provisions of Sports Act, 1955: (Q.) p. 239.

Non-official Resolutions: pp. 8-13, 588-596, 601-602.

Tram strike: p. 587.

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958: pp. 211-212.

Ghosh, Shrimati Labyana Prova

Discussion on food situation in West Bengal: pp. 361-63.

Second Five-Year Plan. pp. 331-332.

Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti

Bus service between Ghola and Madhyamgram of 24-Parganas: (Q.) p. 192.

Electrification of Garbeta Town: (Q.) p. 555.

Enhancement of bus fares on Kanchrapara-Haringhata route: (Q.) p. 186.

Inclusion of Kaliachak Thana in N. E. S. Block: (Q.) p. 540.

Increase in the number of buses on route Nos. 35 and 35A: (Q.) p. 184.

Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti—concld.

One power project and three spinning mills to be set up during Five-Year Plan period: (Q.) p. 542.

Opening of a bus service on Raina-Palempur Road, Burdwan district: (Q.) p. 177.

Overcrowding in buses on route Nos. 6 and 85: (Q.) p. 180.

Permits for buses and taxis issued in Asansol, Kulti and Hirapur police-stations: (Q.) p. 407.

Proposed bus service connecting Jessor Road and Barrackpore Trunk Road: (Q.) p. 535.

Proposed N. E. S. Block in Pinpla police-station: (Q.) p. 556.

Rural Electrification Schemes in the police-station of Serampore, Chanditala and Uttarpara: (Q.) p. 539.

Golam Yazdani, Dr.

Discussion on food situation in West Bengal: p. 373.

Grievances of Hawkers: p. 460.

Grievances of Tea Garden Labour Union against Plantation Labour Rules: (Q.) p. 175.

Halder, Shri Ramanuj

Boat accident near Mondirtala police-station, on 21st July, 1957: (Q.) p. 403.

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958: p. 410.

Halder, Sj. Renupada

Complaint against Bhag Chas Officer, Mathurapur, 24-Parganas: (Q.) p. 544.

Hamal, Sj. Bhadra Bahadur

Permission for cutting fuel woods in Darjeeling Khasmahal lands: (Q.) p. 558.

Hawking at Baitakkhana Road between Harrison Road and Bowbazar Street: (Q.) p. 404.

Hazra, Sj. Monoranjan

Rural Electrification Schemes in the police-stations of Serampore, Chanditala and Uttarpara: (Q.) p. 539.

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958: pp. 126-128, 217, 256-259, 456, 463-466, 672 502, 514, 525, 575-576.

High prices of articles: pp. 41-42.

Implementation of certain provisions of Working Journalists (conditions of service) Miscellaneous Provisions Act, 1955: (Q.) pp. 388-389.

Implementation of the decisions of Wage Board for Working Journalists: (Q.) pp. 87-90.

Implementation of the provisions of Sports Act, 1955: (Q.) pp. 239-243.

Incidence of encephalitis: p. 480.

Inclusion of Kaliachak Thana in N. E. S. Block: (Q.) p. 540.

Increase in the number of buses on route Nos. 35 and 35A: (Q.) p. 184.

Infestation of jute crops in West Bengal: (Q.) pp. 385-386.

Introduction of mixed Co-operative farming in West Bengal: (Q.) p. 96.

Jalan, The Hon'ble Iswar Das

The Calcutta Municipal (Amendment) Bill, 1958: p. 36.

The Presidency Small Cause Courts (West Bengal Amendment) Bill, 1958: pp. 46, 50-52, 53, 55, 56, 57, 58, 59.

Jute Mills closed down in 1957: (Q.) p. 142, 398-399.

Kelay, Sj. Jagannath

The Presidency Small Cause Courts (West Bengal Amendment) Bill, 1958: p. 54.

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958: pp. 453, 481, 529.

Konar, Sj. Hare Krishna

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958: pp. 71-74, 103-111, 210, 216-217, 226-227, 263-266, 490-491, 530, 562-563.

Labour dispute in Bengal Electric Works Ltd., Jadavpur: (Q.) p. 90.

Labour Welfare Centres: (Q.) pp. 91-94.

Lahiri, Sj. Somnath

Regarding high prices of articles p. 41.

Implementation of the decisions of Wage Board for Working Journalists: (Q.) p. 87.

Reduction in the number of tramway cars in Howrah p. 244.

Land Acquisition for the proposed railway line between Barasat and Basirhat: (Q.) p. 552.

Laying of a Statement regarding the food situation: pp. 327-331.

Limit up to which licit Country Spirit can be kept at a time by a person: (Q.) p. 135.

Mahanty, Sj. Charu Chandra

Discussion on food situation in West Bengal· pp. 375-377.

Maiti, Sj. Subodh

Discussion on food situation in West Bengal: pp. 363-364.

Majhi, Sj. Nishapati

Discussion on food situation in West Bengal: pp. 366-368.

Majumdar, Sj. Apurba Lal

Second Five-Year Plan· pp. 322-324.

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958: pp. 123-126, 270-272, 501-504, 455, 572-574.

Majumdar, Dr. Jnanendra Nath

Infestation of jute crops in West Bengal: (Q.) p. 385.

· The Wets Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958: p. 217.

Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan

D. I. Fund, Darjeeling: (Q.) p. 556.

Discussion on food situation in West Bengal: pp. 368-371.

Grievances of Tea Garden Labour Union against Plantation Labour Rules: (Q.) p. 175.

Non-official Resolutions: pp. 291-295, 307-310.

Message(s): pp. 196, 197, 480-481.

Misra, Sj. Monoranjan

Inclusion of Kaliachak thana in N. E. S. Block: (Q.) p. 540.

Misra, Sj. Sourindra Mohan

The West Bengal Panchayat Rules, 1958, made under the West Bengal Panchayat Act, 1956: pp. 284-285.

Missing of letter from the Railway Board regarding contribution to the State Government: p. 243.

Mitra, Sj. Haridas

Overcrowding in State buses on route Nos. 5, 6, 4 and 8B: (Q.) p. 190.

Medak, Sj. Bejoy Krishna

Proposal for legislation for development of Jalkars and protection of rights of fishermen: (Q.) p. 136.

Mookerjee, The Hon'ble Kalipada

Adjournment motion: p. 39.

Arrests in connection with the movement for replacement of Outram's statue by that of Netaji: (Q.) p. 536.

Boat accident near Mondirtala police-station, on 21st July, 1957: (Q.) pp. 403-404.

Delay in sending F.I.R. to trying Magistrates by Kulti and Hirapur police-stations: (Q.) p. 400.

Deployment of police during Bank strike: (Q.) p. 400.

Deployment of police force to deal with Bank strike: (Q.) pp. 405-406.

Hawking at Baitakkhana Road between Harrison Road and Bowbazar Street: (Q.) pp. 404-405.

Implementation of the provisions of Sports Act, 1955: (Q.) p. 239.

Jute mills closed down in 1957: (Q.) p. 398.

Number of accidents on bus route No. 85: (Q.) p. 402.

Number of crimes committed in and around Calcutta from 1955 to 1957: (Q.) p. 194.

Placing of orders for supply of boots for police personnel: (Q.) p. 400.

Mukherji, Hon'ble Ajoy Kumar

Apprehended retrenchment of employees of D.V.C. (Q.) p. 541.

Supply of irrigation water from Maithan Reservoir, D.V.C. p. 554.

The West Bengal Irrigation (Imposition of water rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958: pp. 60, 65, 66-69, 154, 198-200, 201-205, 210-211, 218, 227, 410-413, 457, 465-466, 472-473, 474, 482-485, 507, 516, 525-526, 531, 582-584.

Mukherjee, Sj. Bankim

Non-official Resolutions: pp. 300-305, 602, 604, 618-620.

Statement by the Chief Minister: p. 152.

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958: pp. 61-63, 153-156, 267-270, 506, 581-582.

Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal

Non-official Resolutions: pp. 28-30.

Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath

Labour dispute in Bengal Electric Works Ltd., Jadavpur: (Q.) p. 90.

Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958: pp. 266-67, 571-572.

Muzaffar Hussain, Janab

Starting of a subdivisional headquarters at Islampur: (Q.) p. 543.

Nahar, Sj. Bijoy Singh

Non-official Resolution: p. 34.

Naskar, The Hon'ble Hem Chandra

Amount of loan to private owners of tanks for pisciculture: (Q.) pp. 139-140.

Proposal for legislation for development of jalkars and protection of rights of fishermen: (Q.) p. 136.

Proposed zoo at Darjeeling: (Q.) p. 135.

Non-availability of Water in the Mayurakshi Canal Area: p. 197.

Non-official Day: pp. 477-478.

Non-official Resolutions: pp. 1-35, 291-311, 588-605, 606-630.

Number of accidents on bus route No. 85: (Q.) p. 402.

Number of Crimes Committed in and around Calcutta from 1955 to 1957: (Q.) p. 193-196.

Number of Intermediaries in Midnapore District: (Q.) p. 559.

Number of Tahsildars and their allowances: (Q.) pp. 546-547.

Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.

Scarcity of Baby Food. p. 243.

Shortage of X-ray films: pp. 151-152.

One power project and three spinning mills to be set up during Five-Year Plan period: (Q.) p. 542.

Opening of a bus service on Raina-Palampur Road, Burdwan district: (Q.) p. 177.

Overcrowding in buses on route Nos. 6 and 85: (Q.) p. 180.

Overcrowding in state buses on route Nos. 5, 6, 4 and 8B: (Q.) p. 190.

Overcrowding in state buses of route No. 30B: (Q.) p. 407.

Pakray, Sj. Gobardhan

Opening of a bus service on Raina-Palampur Road, Burdwan district: (Q.) p. 177.

Panda, Sj. Basanta Kumar

The Bengal (Rural) Primary Education (Amendment) Bill, 1958: p. 42.

The Presidency Small Cause Courts (West Bengal Amendment) Bill, 1958: pp. 46-50, 52, 54-55, 56-57, 58, 59.

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958: pp. 166-168, 209-210, 214-215, 253-255, 453-455, 462, 468-469.

The West Bengal Panchayat Rules, 1958, made under the West Bengal Panchayat Act, 1956: pp. 274-283.

Remission of rent in villages of Nandigram thana outside the embankment of the Hooghly and the Haldi rivers: (Q.) pp. 543-544.

Panda, Sj. Bhupal Chandra

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958: pp. 215-216, 272-273, 470, 514-515.

Pay-scales of employees under Revisional Settlement Operations: (Q.) pp. 551-552.

Permission for cutting fuel woods in Darjeeling Khasmahal lands: (Q.) p. 558.

Permits for buses and taxis issued in Asansol, Kulti and Hirapur police-stations: (Q.) p. 407.

Placing of orders for supply of boots for police personnel: (Q.) p. 400.

Point of information: p. 152.

Prasad, Sj. Rama Shankar

Development of police during Bank strike (Q.) pp. 399-400.

Increase in the number of buses on route Nos. 35 and 35A: (Q.) pp. 184-186.

Proposed Zoo at Darjeeling: (Q.) p. 135.

The Presidency Small Cause Courts (West Bengal Amendment) Bill, 1958: pp. 46-59.

Private Members' Bill: pp. 35-38.

Proposal for Legislation for Development of Jalkars and Protection of Rights of fishermen: (Q.) p. 136.

Proposed bus service connecting Jessore Road and Barrackpore Trunk Road: (Q.) p. 535.

Proposed N. E. S. Block in Pingla police-station: (Q.) p. 556.

Proposed Zoo at Darjeeling: (Q.) p. 135.

Questions

Amalgamation of a portion of Ward No. IV of the Jaynagar-Majilpur Municipality with the Jaynagar police-station: p. 546.
Amount of loan to private owners of tanks for pisciculture: p. 139.
Application of the West Bengal Service Rules on the staff of the Revisional Settlement Operations: pp. 550-551.
Apprehended retrenchment of employees of D.V.C.: pp. 540-542.
Arrests in connection with the movement for replacement of Outram's statue by that of Netaji: pp. 536-538.
Boat assident near Mondirtala, Sagar police-station, on 21st July 1957: pp. 403-404.
Bus service between Ghola and Madhyamgram of 24-Parganas: p. 192.
Camping ground in Burdwan Town: pp. 559-560.
Complaints against Bhag Chas Officer, Mathurapur, 24-Parganas: pp. 544-545.
Co-operative Homes Limited, Patipukur: p. 97.
D. I. Fund, Darjeeling: pp. 556-557.
Delay in sending F. I. R. to trying Magistrates by Kulti and Hirapur police-stations: pp. 400-402.
Deployment of police during Bank strike: pp. 399-400.
Deployment of police force to deal with Bank strike: pp. 405-407.
Electrification of Garbeta Town: pp. 555-556.
Enhancement of bus fares on Kanchrapara-Haringhata route: (Q.) pp. 186-189.
Enhancement of pension and grant of other facilities to political sufferers: pp. 75-81.
Extension of Calcutta Hackney Carriage Act, 1919, to Kharagpur Town: p. 193.
Food position in Birbhum district: pp. 394-397.
Grievances of Tea Garden Labour Union against Plantation Labour Rules: pp. 175-177.
Hawking at Baithakkhana Road between Harrison Road and Bowbazar Street: pp. 404-405.
Implementation of certain provisions of Working Journalists (Conditions of service) Miscellaneous Provisions Act, 1955: pp. 388-393.
Implementation of the decisions of Wage Board for Working Journalists: pp. 87-90.
Implementation of the provisions of Sports Act, 1955. pp. 239-243.
Inclusion of Kaliachak Thana in N. E. S. Block: p. 540.
Increase in the number of buses on route Nos. 35 and 35A p. 184.
Infestation of jute crops in West Bengal: pp. 385-388.
Introduction of mixed Co-operative Farming in West Bengal: p. 96.
Jute mills closed down in 1957: p. 142.
Jute mills closed down in 1957: pp. 398-399.
Labour dispute in Bengal Electric Works Ltd., Jadavpur: p. 90.
Labour Welfare Centres: pp. 91-94.
Land acquisition for the proposed railway line between Barasat and Basirhat: pp. 552-554.
Limit up to which licit country spirit can be kept at a time by a person: p. 135.
Number of accidents on bus route No. 85: pp. 402-403.
Number of crimes committed in and around Calcutta from 1955 to 1957: p. 193.
Number of intermediaries in Midnapore district: p. 559.
Number of Tahsildars and their allowances: p. 546.
One power project and three spinning mills to be set up during Five-Year Plan period: p. 542.
Opening of a bus service on Raina-Palampur Road, Burdwan district: (Q.) pp. 177-180.
Overcrowding in buses on route Nos. 6 and 85: (Q.) p. 180.
Overcrowding in state buses on route Nos. 5, 6, 4 and 8B: (Q.) pp. 190-191.
Overcrowding in state buses of route Nos. 30B: pp. 407-409.
Pay-scale of employees under Revisional Settlement Operation: pp. 551-552.

Questions—concld.

Permission for cutting fuel woods in Darjeeling Khasmahal lands: pp. 558-559.

Permits for buses and taxis issued in Asansol, Kulti and Hirapur police-stations: p. 407.

Placing of orders for supply of boots for police personnel: pp. 400-402.

Proposal for Legislation for Development of jalkars and protection of rights of fishermen: p. 136.

Proposed bus service connecting Jessore Road and Barrackpore Trunk Road: p. 535.

Proposed N. E. S. Block in Pingla police-station: p. 556.

Proposed Zoo at Darjeeling: p. 135.

Remission of rent in villages of Nandigram thana outside the embankment of the Hooghly and the Haldi rivers. pp. 543-544.

Rural Electrification schemes in the police-stations of Serampore, Chanditala and Uttarpara: pp. 539-540

Scarcity of drinking water at Purulia Town: p. 398.

Setting up of Wage Boards in West Bengal pp. 81-87.

Starting of a subdivisional headquarters at Islampur: p. 543.

Supply of irrigation water from Maithon Reservoir. D.V.C.: pp. 554-555.

Wages fixed by Government for Bidi Workers. pp. 94-96.

Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.

Infestation of jute crops in West Bengal: (Q.) pp. 385-386.

Rai, Sj. Deo Prakash

Non-official Resolutions· p. 300.

Strike in Longview Tea Estate in Kurseong subdivision· p. 560.

Ray, Dr. Narayan Chandra

Number of crimes committed in and around Calcutta from 1955 to 1957. (Q.) p 193.

Ray, Sj. Phakir Chandra

Non-official Resolutions pp. 25-26.

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958. pp. 161, 565-566

Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra

Electoral roll of the Bhowanipur Constituency pp. 98-101.

Reduction in the number of tramway cars in Howrah: p. 244.

Remission of rent in villages of Nandigram thana outside the embankments of the Hooghly and the Haldi rivers: (Q) pp. 543-544.

Retrenchment of workers at Panchayat and Hunger-strike in Berhampore Jail: p. 197.

Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu

Scarcity of drinking water at Purulia Town (Q.) p. 398.

Roy, Sj. Bhakta Chandra

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958. pp. 152-153.

***Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra**

Appointment of Food Committee: pp. 44-45.

Re-electoral roll for the South Calcutta Constituency: pp. 147-149.

Enhancement of pension and grant of other facilities to political sufferers: (Q.) p. 75.

Non-official Resolutions: pp. 305-307, 592-593, 595, 597-602.

Second Five-Year Plan: pp. 338-343.

Roy, Sj. Chittaranjan

Co-operative Homes Limited, Patipukur: p. 97.

Introduction of mixed co-operative farming in West Bengal: (Q.) p. 96.

Roy, Dr. Pabitra Mohan

Bus service between Ghola and Madhyamgram of 24-Parganas: (Q.) p. 192.

Co-operative Homes Limited, Patipukur: (Q.) p. 97.

Enhancement of pension and grant of other facilities to political sufferers: (Q.) p. 75.

Incidence of encephalities: p. 480.

Overcrowding in state buses of route No. 30B: (Q.) p. 407.

Proposed bus service connecting Jessor Road and Barrackpore Trunk Road: (Q.) p. 535.

Roy, Sj. Provash Chandra

Pay-scales of employees under Revisional Settlement Operations: (Q.) pp. 551-552.

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958 p. 578.

Roy, Sj. Saroj

Application of the West Bengal Service Rules on the staff of the Revisional Settlement Operations: (Q.) p. 550.

Electrification of Garbeta Town: (Q.) p. 555.

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958 pp. 171-173. 259-260, 455, 461, 465, 524-525, 566-567.

On a point of information. p. 152.

Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar

Discussion on food situation in West Bengal: pp. 364-366.

Roy Singha, Sj. Satish Chandra

Extension of Calcutta Hackney Carriage Act, 1919 to Kharagpur: p. 193.

Overcrowding in state buses on route Nos. 5, 6, 4 and 8B. (Q.) p. 190.

Overcrowding in state buses of route No. 30B: (Q.) p. 407.

Ruling of Mr. Speaker on the points of order raised on the West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958: pp. 158-159.

Rural Electrification Schemes in the police-stations of Serampore, Chanditala and Uttarpara: (Q.) pp. 539-540.

Saline water in Hasnabad and Sandeshkhali: p. 244.

Scarcity of Baby Food: p. 243.

Scarcity of drinking water at Purulia Town: (Q.) p. 398.

Second Five-Year Plan: pp. 311-327, 331-343.

Sen, Sj. Deben

Hawking at Baithakhana Road between Harrison Road and Bowbazar Street: (Q.) p. 404.

Transfer of the Central Account Office of the Reserve Bank to Nagpur: p. 244.

The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958: pp. 63-64.

Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra

Discussion on food situation in West Bengal: pp. 377-384.

Food position in Birbhum district: p. 394.

Laying of a statement regarding the food situation: pp. 327-331.

Non-official Resolution: pp. 620-623.

Sen, Dr. Ranendra Nath

One power project and three spinning mills to be set up during Five-Year Plan period: (Q.) p. 542.

Setting up of Wage Boards in West Bengal: (Q.) p. 84.

Sen Gupta, Sj. Niranjan

Enhancement of bus fares on Kanchrapara-Haringhata route: (Q.) p. 186.

Overcrowding in buses on route Nos. 6 and 85: (Q.) p. 180.

Setting up of Wage Boards in West Bengal: (Q.) pp. 84-87.

Shortage of X-ray films: pp. 151-152.

Sinha, Hon'ble Bimal Chandra

Amalgamation of a portion of Ward No. IV of the Jaynagar-Majilpur Municipality with the Jaynagar police-station: (Q.) p. 546.

Application of the West Bengal Service Rules on the staff of the Revisional Settlement operations. (Q.) p. 551.

Camping ground in Burdwan Town: (Q.) pp. 559-560.

Complaint against Bhag-chas Officer, Mathurapur, 24-Parganas: (Q.) p. 545.

D. I. Fund, Darjeeling (Q.) pp. 556-557.

Land acquisition for the proposed railway line between Barasat and Basirhat: (Q.) pp. 552-553

Non-official Resolution. pp. 624-627.

Number of intermediaries in Midnapore district (Q.) p. 559.

Number of Tahasildars and their allowances: (Q.) p. 517.

Pay-scales of employees under Revisional Settlement Operations: (Q.) p. 552.

Permission for cutting fuel woods in Darjeeling Khasmahal lands: (Q.) p. 558.

Remission of rent in villages of Nandigram thana outside the embankment of the Hooghly and the Haldi rivers (Q.) p. 544.

Second Five-Year Plan: pp. 336-337.

Starting of a subdivisional headquarters at Islampur (Q.) p. 543.

Speaker, Mr. (The Hon'ble Sankardas Banerji)

Announcement by—reference fixing of time-limit for Resolution: p. 588.

Announcement by—that the general practice in the House not to permit a single question on the basis of newspaper reports. p. 243.

Announcement by—the names of the members of the Committee on Petitions: p. 1.

Observations by—on an adjournment motion given by Sj. Amal Kumar Ganguli: pp. 39, 40.

Observation by—on the adjournment motion. pp. 478-479.

Observation by—clock on the General Post Office in Dalhousie Square. p. 560.

Observations by—on the discussion on food situation in West Bengal. pp. 350, 351, 377, 378, 379.

Observations by—for discussion on food situation p. 102.

Observations by—on disposal of questions: p. 533.

Observations by—on the electoral roll of the Bhowanipur constituency: pp. 99, 100, 101, 111

Observation by—on the electoral roll for the South Calcutta constituency: pp 150-151.

Observation by—regarding enhancement of bus fares on Kanchrapara-Haringhata route: (Q.) pp. 188-189.

Observation by—regarding food committee report: p. 606.

Observation by—food position in Birbhum district: p. 395.

Observation by—regarding grievances of hawker: p. 460.

Observation by—implementation of certain provisions of Working Journalists (Conditions of Service) Miscellaneous Provisions Act, 1955: (Q.) pp. 389, 390, 392, 393.

Observation by—infestation of jute crops in West Bengal: (Q.) pp. 386, 387, 388.

Observations by—On the West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958: pp. 61, 64, 65, 74, 103, 112, 168, 173, 198, 199, 211, 213, 217, 228, 230, 234, 235, 454, 456, 460, 461, 462; 464-466, 468, 471. 472-475, 481-482, 486, 488-489, 491-493, 499, 501, 503-506, 507, 524, 529, 531, 560, 577.

Speaker, Mr. (The Hon'ble Sankardas Banerji)—concld.

Observation by—on non-official day: p. 478.
Observations by—on the non-official resolutions: pp. 20, 25.
Observation by—on non-official resolution: pp. 593-595, 597, 602. 603.
Announcement by—on no-sitting of Assembly next day, i.e., 2-8-58 and taking up of non-official resolutions: p. 585.
Observation by—number of crimes committed in and around Calcutta from 1955 to 1957: (Q.) pp. 194, 195, 196.
Observation by—regarding opening of a bus service on Raina-Palampur Road, Burdwan district: (Q.) pp. 179, 180.
Observation by—overcrowding in state buses on route Nos. 5, 6, 4 and 8B. (Q.) p. 190.
Observation by—regarding overcrowding in buses on route Nos. 6 and 85: (Q.) pp. 182, 183, 184.
Observation by—regarding overcrowding in state buses of route No. 30B: p. 409.
Observations by—on the West Bengal Panchayat Rules, 1958, made under the West Bengal Panchayat Act, 1956: pp. 273, 274, 283, 285, 290.
Observation by—on the point of information made by Sj. Saroj Roy: p. 152.
Observations by—on the Presidency Small Cause Courts (West Bengal Amendment) Bill, 1958: p. 53.
Observations by—on starred question No. 105. pp. 88, 89, 90.
Observation by—regarding time for questions: p. 477.
Observation by—on unstarred question No. 27: p. 135.
Observation by—on unstarred question No. 29: pp. 136, 137.
Observations by—on urgent questions: p. 237.
Ruling by—on the points of order raised on the West Bengal Irrigation (Imposition of water rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958: pp. 158-159.
Ruling by—on starred question No. 105· p. 237.

Speaker's ruling on question* 105: pp. 237-239.

Starting of a subdivisional headquarters at Islampur: (Q.) p. 543.

Statement by the Chief Minister: p. 152.

Stoppage of sending of atta to the interior of Howrah from the mills in Calcutta: p. 409.

Strike in Longview Tea Estate in Kurseong Subdivision: p. 560.

Supply of irrigation water from Maithon Reservoir, D.V.C.: (Q.) p. 554.

Tah, Sj. Dasarathi

Introduction of mixed co-operative farming in West Bengal. (Q.) p. 96.
The West Bengal Irrigation (Imposition of Water Rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958: pp. 116-118, 563-565.

Taher Hossain, Janab

Delay in sending F.I.R. to trying Magistrates by Kulti and Hirapur police-stations: (Q.) p. 400.
Permits for buses and taxis issued in Asansol, Kulti and Hirapur police-stations: (Q.) p. 407.

Time for questions: p. 477.

Tram strike: p. 587.

Transfer of the Central Account Office of the Reserve Bank to Nagpur: p. 244.

The West Bengal Irrigation (Imposition of water rate for Damodar Valley Corporation Water) Bill, 1958: pp. 60-74, 152-173, 198-235, 245-273, 410-460, 461-475, 481-531, 560-585.

The West Bengal Panchayat Rules, 1958, made under the West Bengal Panchayat Act, 1956: pp. 273-290.

Wages fixed by Government for Bidi workers: (Q.) pp. 94-96.

WBGP-61/2-42A-700